লেনিন

চীট এন্ড বিট্রেয়িং

মার্কস

সো

আই.এম.এফ– দি ওয়ার্ল্ড লর্ড

এন্ড ....

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম
বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২
চাঁদপুর, বাংলাদেশ ।

ই-মেইল:
icwfreedom@gmail.com
icwfreedom@yahoo.com

ওয়েব-সাইট:
www.icwfreedom.org

মোবাইল: (৮৮০)+ ১০৬-৭৫২১৬৪৮৬, ১০৭-২০০৮৫৮৫৩, ০১৭-১৭৮৯৫৮৫৭, এবং ০১৮-১৯০৭৬৩৫৭।

প্রকাশকাল:
মার্চ -২০১০।

মুদ্রণে-দি চিত্রা প্রিন্টার্স
২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫ ।

৩২০ টাকা।

প্রাককথা

তাবৎ বুর্জোয়ারাসহ লেনিন ও লেনিনবাদী এবং লেনিনবাদের সুযোগ- সুবিধাভোগী, সকলের প্রচারণায় শ্রমিকশ্রেণীসহ দুনিয়াবাসী জানে যে, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কর্তা কার্ল মার্কসের একমাত্র যোগ্য উত্তরসূরী এবং মার্কসের আবিস্কৃত তত্ত্ব-সূত্র মতো দুনিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী এবং মার্কসের উদ্ঘাটিত তত্ত্বের সংযোজনকারী হচ্ছে "রুশ মার্কসবাদী" লেনিন।

অথচ, মার্কস- উৎপাদনে বা মুল্য সৃষ্টিতে শ্রমের ভূমিকা যথার্থভাবে নির্ণয়কারী, লেনিন- শ্রমের ভূমিকা অস্বীকারকারী;মার্কস- শ্রমের নিয়ামক ক্ষমতা-ভূমিকায় গুরুত্বারোপকারী, লেনিন-শ্রমের গুরুত্ব অস্বীকারকারী এবং ব্যক্তিবিশেষের মেধা-প্রতিভার পূঁজারী; মার্কস- উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব আবিস্কারক, লেনিন- উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব অস্বীকারকারী; মার্কস-উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা বিনাশী, লেনিন, উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতকারী ও পক্ষে; মার্কস- পুঁজি উৎপন্নের বিরোধী, লেনিন- পুঁজি উৎপন্ন ও সঞ্চয়কারী; মার্কস- ব্যক্তিমালিকানা বিলোপকারী, লেনিন- ব্যক্তি মালিকানার রক্ষক; মার্কস- উৎপাদন উপকরণের মনোপলি বাতিলকারী ও সাধারণ মালিকানার পক্ষে, লেনিন- রাষ্ট্রিক মনোপলিসহ মনোপলির পক্ষে ও সাধারণ মালিকানার বিপক্ষে; মার্কস- ব্যক্তিকে স্বাধীন গণ্যে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট গণ্যে সবরকমের উত্তরাধিকার বিলোপকারী , লেনিন- পারিবারিক দাসত্ব সমেত উত্তরাধিকার ও পরিবারের সমর্থক-সংরক্ষক ; মার্কস- পুঁজির ভূত-ভবিষ্যত ও পরিণতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষক , লেনিন- পুঁজির বিকাশ ও পরণতি বিষয়ে ভূয়া-ভ্রান্ত ও ফালতু বুলিবাগীশ; মার্কস-বিশ্বজয়ী পুঁজির বার্ধক্য ও মরণদশাদর্শী, লেনিন- পুঁজিবাদী বিকাশ নিশ্চিতিতে কল্পিত যুবক পুঁজির ভয়ানক পূঁজারী ও পুঁজির যৌবনের সদ্ব্যবহারকারী এবং পুঁজি বিষয়ে অনুরূপ ভুয়া মতবাদের স্রষ্টা ও ফেরীওয়ালা; মার্কস- পুঁজিবাদের পরিপূর্ণ ও বৈশ্বিক চরিত্র উদঘাটন ও নিরূপনকারী, লেনিন- পুঁজির আংশিক ও খন্ডিত এবং বিকৃত চরিত্র বিকৃতিমূলে উপস্থাপনকারী; মার্কস- বয়োবৃদ্ধ পুঁজির সুনিশ্চিত মৃত্যুর যথার্থ চিত্র যথার্থভাবে অবলোকন ও বিশ্লেষণ করে পরিণতি স্বরূপ সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতার যথার্থ সূত্রায়নকারী , লেনিন- কৌশলে ও চাতুরীমূলে অনুরূপ সূত্র অস্বীকারকারী; মার্কস- শ্রমশক্তি বিক্রেতাকে কেবলই শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিতকারী, লেনিন- শ্রমিকশ্রেণীকে নারী-পুরুষে বিভাজনকারী এবং নারী-পুরষ বৈষম্যে প্রথাগত বুর্জোয়াদের চেয়েও অধম; মার্কস- শ্রেণী বিনাশী, লেনিন- শ্রেণী রক্ষক; মার্কস- রাষ্ট্র বিলোপকারী, লেনিন- রাষ্ট্রগঠনকারী ও রাষ্ট্র রক্ষক ; মার্কস-সমরাস্ত্র সমেত সেনা বিনাশী-বিলোপকারী, লেনিন- সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব-আধিপত্য নিশ্চিতকারী; মার্কস - পুঁজিবাদ বিনাশী, লেনিন-পুঁজিবাদের রক্ষক; মার্কস- শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সমাজ বিজ্ঞানী, লেনিন-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় পেশাদার রাজনীতিক; মার্কস-রাজনীতি বিনাশী, লেনিন-রাজনীতির রক্ষক; মার্কস- পণ্য বেচা-কেনা বিরোধী ও বিনাশী , লেনিন-সাধু ব্যবসার পক্ষে; মার্কস- উৎপাদন সম্পর্কের সহিত উৎপাদন উপকরণের বৈরীতা-বিরোধে সমাজ বিকাশ ও সমাজ পরিবর্তন ও বিবর্তনের তত্ত্ব-সূত্র অর্থাৎ শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস তথা মানব ইতিহাসের নিয়ম আবিস্কারক, লেনিন- ইতিহাসের নিয়ম অমান্যকারী এবং বিকৃতিকারী; মার্কস - প্রমাণ করেছিলেন শ্রেণী সংগ্রামের নিয়ম-

তত্ত্বমতো শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী, লেনিন-পুঁজিপতিদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধায় এবং সেনা সমর্থনে ও সহযোগীতায় "সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠাকারী; মার্কস- পুঁজিবাদী সংকটের হেতুবাদে পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধ-বৈরীতায়ই প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র এবং তা অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী বলে সূত্রায়নকারী, লেনিন-বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাথে নিয়ে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সহযোগিতায় ও বুর্জোয়া আমলাতন্ত্রের সাহায্যে কেবলই লেনিনদের মতো বিশেষ প্রতিভাবানদের বিশেষ মেধা-যোগ্যতার উপর নির্ভর করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী তাও আবার টিকবে কি না সে বিষয়ে সন্দিহান ; মার্কস- সামজতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্পন্ন অর্থাৎ শ্রেণী স্বার্থ বিষয়ে মৌলিক বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন তথা শ্রেণী চৈতন্য সম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন প্রয়াশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন তথা কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারী, লেনিন-রাশিয়ার "খারাপ" শ্রমিকশ্রেণী বা অপরাপর দেশে অপরিপক্ক শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্ভর না করে কেবল সেনা শক্তি বলে কতিপয় প্রতিভাবান ব্যক্তির কর্তৃত্বে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল-বেদখলে আগ্রহী; মার্কস- সমাজতন্ত্রকে কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের সমাজ বলে সূত্রায়ণ করেছেন, লেনিন-সমাজতন্ত্রকে শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন; মার্কস- সমাজতন্ত্রকে বলেছেন -শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র বিনাশী বিশ্ব প্রজাতন্ত্র তথা সমাজ, লেনিন-সমাজতন্ত্রকে যেমন সমাজ ও সমাজনীতি নয়, তেমন কেবলই রাজনীতি ও রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য ও প্রতিষ্ঠা করেছেন; মার্কস- সমাজতন্ত্রের সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, লেনিন-কেবলই রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন; মার্কস- শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সমর্থক,লেনিন- নিপীড়িত বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থক-রক্ষক; মার্কস- স্বদেশ, স্বজাতি হারানো কেবলই শ্রমশক্তি ব্রিকেতা শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলই শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, লেনিন- শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণীচৈতন্য বিসর্জন দিয়ে স্বদেশ-জাতিভুক্ত গণ্য করেছেন; মার্কস - শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলই আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে শনাক্ত করেছেন, লেনিন-শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী পরিচয় বিলুপ্ত করে ভুয়া জাতিয় পরিচিতি আরোপ করেছেন; মার্কস- শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করার নীতি গ্রহণ করেছেন, লেনিন- পীড়িত বুর্জোয়াশ্রেণীর সহযোগীতা করার নীতি চর্চা করেছেন; মার্কস- শ্রমিকশ্রেণী যে যেখানে অবস্থান করছে সেখানকার বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধেই লড়াই-সংগ্রাম যা,আকৃতিতে জাতীয় হলেও প্রকৃতিতে আন্তর্জাতিক বা মর্মমূলে বৈশ্বিক সংগ্রাম করার নীতি বাস্তবায়ন করেছেন এবং "সাম্য বিরোধী রাজনৈতিক বা জাতীয় সমিতি"ইত্যাদিতে ক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট লীগের নির্দিষ্টকৃত রুলসের প্রস্তাবক, লেনিন-বিদেশী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়ার পক্ষে তথা বুর্জোয়া মুক্তির লড়াই করার জন্য ৩য় আন্তর্জাতিকও গঠন করেছেন; মার্কস-এ্যাংগেলস শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতিকে সমাজতন্ত্রের বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির অগ্রদুত গণ্যে কমিউনিষ্ট লীগ ও তদ্রুপ বিশ্ব সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, লেনিন- রুশ বলশেভিক পার্টি গড়ে তোলে দেশে দেশে বলশেভিক পার্টির আদলে বিভিন্ন দেশীয় বা দেশভিত্তিক লেনিনীয় পার্টি গড়ে তোলার জন্য অর্থ-অস্ত্র সহ সর্বাত্মক সহযোগিতা ও কর্তৃত্ব করেছেন; মার্কস-কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সমর্থক-রক্ষক হিসাবে কমিউনিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ণয় করেছেন, লেনিন- বুর্জোয়া শ্রেণীর মুক্তির জন্য পীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থ সর্বত্র সমর্থন-রক্ষণ

করার দায়িত্ব নিয়েছেন; মার্কস – শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির শর্তে কমিউনিষ্ট, লেনিন– পীড়িত বুর্জোয়ার মুক্তির শর্তে রুশী কমিউনিষ্ট বা বুর্জোয়া কমিউনিষ্ট; মার্কস– বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলোতে নতুন সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্তে বৈশ্বিক সমাজ তথা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বিনির্মাণ করেছেন, লেনিন– ইউরোপের সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল দেশ রাশিয়ায় কেবলই সেনা শক্তির জোরে ক্ষমতা দখল করে সেনাশক্তির স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ভুয়া সমাজতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত ও আখ্যায়িত করেছেন; এবং অনুরূপ রাষ্ট্রীয় বলে অপরাপর দেশে স্বশস্ত্র হামলা–আকম্রণ করে বিজয় অর্জন করে তদ্রুপ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠনকে অর্থাৎ রাষ্ট্রকেই সমাজতান্ত্রিক মর্মে ভুয়াভাবে সূত্রায়িত করেছেন এবং অনুরূপ ভুয়া সমাজতন্ত্রের কথিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তথাকতিথ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভুয়া তাত্ত্বিক; মার্কস– সমাজতন্ত্রকে প্রাচুর্যের সমাজ হিসাবে প্রমাণ করেছেন, লেনিন– সমাজতন্ত্রের আবরণে উপহার দিয়েছেন দুর্ভিক্ষ; মার্কস– সমাজতন্ত্রকে মজুরি দাসত্বের অবসানের সমাজ বলেছেন, লেনিন–সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মজুরি দাসত্বের মালিক সাব্যস্তে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে রাষ্ট্রের মজুরি দাসে পরিণত করেছেন; মার্কস বলেছেন– সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগদখলের অধিকার থেকে কমিউনিজম কোনো লোককে বঞ্চিত করে না, দখল করার মাধ্যমে অপরের শ্রমকে করায়ত্ত করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে মাত্র, লেনিন– নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরজীবীরা বিশেষত রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ সহ অস্ত্রধারী সেনারা সর্বাধিক বেশী খাবে আর মুজুররা কাজ না করলে না খেয়ে মারা যাবে; মার্কস– বলেছেন সমাজতন্ত্রে সাধারণভাবে প্রত্যেকে স্বাধীনতা ও মুক্তির নিশ্চিতিতে শ্রমকে শ্রেণী বিশেষের ধর্ম হতে মুক্তি দিয়ে সকলেই সামাজিক দায়বোধে –স্বেচ্ছায় নিজ নিজ দায়–দায়িত্ব পালন–সম্পাদন করবে, লেনিন– সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের "মটো" হিসাবে নিশ্চিত করেছেন রাষ্ট্রীয় মজুররা কেবল মরার শর্তে কাজ করবে; মার্কস বলেছেন– পুঁজিবাদকে পরাজিত করে সমাজতন্ত্র যেমন প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিকশ্রেণী তেমন সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ ও রক্ষা বা সংরক্ষণও করবে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই,কিন্তু লনিন, বলেছেন–সমাজতন্ত্র, প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিক–কৃষক ও সেনাবাহিনী এবং সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করতে হবে বিদেশী পুঁজি ও জারের দুর্বৃত্ত আমলাচক্র দ্বারা তাও আবার তাদেরকে ঘুষ–বখশিশ ও সেলামি দিয়ে এবং সমাজতন্ত্র টিকে থাকবে কেবলমাত্র প্রতিবেশী পুঁজিবাদী দেশের সহযোগীতায় বা অনাক্রমণ শর্তে; মার্কস– শাশ্বত শান্তিবাদী ও হত্যা–খুন বিরোধী, লেনিন–বিনা বিচারে জেল–জরিমানা সমেত ভয়ানক রকমের দন্ড বিধানে হিংস্র খুন–খারাবিতে ওস্তাদ; মার্কস– প্রথম চোটেই সেনা বাহিনী বিলোপকারী, লেনিন– নতুন নতুন সেনা সৃষ্টি সহ সেনা নির্ভর; মার্কস স্বাধীনতা ও মুক্তি প্রত্যাশী মানুষ, লেনিন–নজিরহীন–জঘন্য দাসত্বের নিশ্চিতিতে "মহান নেতা" ও "প্রতিভাধর" প্রভু; মার্কস–বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানী মানুষ, কিন্তু ষ্ট্যালিনের ফতোয়ায় –রুশ বিপ্লবের জন্য জন্ম নেওয়া লেনিন– ফারাও ডাইনেষ্টীর গড হরোসের মতোই লেনিনীয় ডাইনেষ্টীর অবতার, অনুরূপ ওল্ড টেষ্টামেন্টের "পদোন্নত পিতা" মোসেসের মতোই মাওসেতুংও স্বস্বীকৃতিতে এবং চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির ফতোয়ায় – ন্যাশন বিল্ডার "গ্রেট টিচার", " গ্রেট লিডার" এবং অপরাপর লেনিনবাদী মোড়লরাও ট্রাইবাল লর্ডদেরও পিছনে ফেলে একালেও স্ব–স্ব ন্যাশনের "গ্রেট লিবারেটর", "গ্রেট সেইভার", " গ্রেট ওয়ারিয়র এন্ড এভার ভিক্টোরিয়াস

হীরো", "ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট", " গ্রেট ফাদার", এবং ফারাও ডাইনেষ্টীর কিংদের মতোই চিরঞ্জিত " আংকেল" ; মার্কস- গণতন্ত্রী, লেনিন- স্বৈরতন্ত্রী; মার্কস- ব্যক্তিমালিকানা প্রসুত শোষণমুলক সংস্কৃতি সহ অতিতের সকল ঘৃণ্য মুল্যবোধ-সংস্কৃতি ও তাবৎ অবৈজ্ঞানিক মতবাদিতা বিনাশী, লেনিন- সর্বাধিক প্রাচীন রাজনৈতিক মতবাদ-বুক অব পিরামিড পন্থী; মার্কস-মুর্তি পুঁজা সহ তদার্থের সকল আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির বিরোধী , লেনিন- মমি কালচার সহ প্রভুত্ব সংরক্ষণে পুঁজা-অর্চনা সমেত প্রভু বন্ধনার যাবতীয় কুকর্মের স্বপক্ষ ও ভক্ত; মার্কসের মৃত্যুর পরে তাঁর সাহিত্যের স্বস্বীকৃত ব্যবস্থাপক এ্যাংগেলস ও মার্কস পারস্পারিক স্বীকৃতিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানী, অথচ লেনিন-এ্যাংগেলসের বৈজ্ঞানিক কর্ম -সামাজিক ভূমিকা অস্বীকারকারী; মার্কস-এ্যাংগেলস,বৈজ্ঞানিক সমাজতনস্ত্রী বৈ "মার্কসবাদী" নয়, লেনিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী নয়, কেবলই মার্কসবাদী -লেনিনবাদী; মার্কস-এ্যাংগেলস মত প্রকাশে নির্ভীক, লেনিন-ভীতু; মার্কস-এ্যাংগেলস মত গোপনে ঘৃণা বোধ করেন, লেনিন-মতামত গোপনের সমর্থক ও কৌশলী; মার্কস-এ্যাংগেলসরা বলেছেন-শ্রমিকশ্রেণীর হারাবার মতো আছে শৃংখল, জয় করার মত আছে সমগ্র পৃথিবী, লেনিন-ষ্ট্যালিন ও মাওরা বলেছেন-শ্রমিকশ্রেণীকে হারাতে হবে শ্রেণী পরিচয় ও শ্রৈণী চৈতন্য, মিলতে হবে পীড়িত বা দেশপ্রেমিক পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত এবং হতে হবে খাঁটি দেশপ্রেমিক এবং গলায় পরতে হবে পুঁজি সহ সদ্য স্বাধীন নয়া বা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শৃংখল এবং বন্দী বা আবন্ধ হতে হবে রাষ্ট্র বিশেষের গন্ডীতে; মার্কস-এ্যাংগেলসরা বিশ্বপ্রেমিক, জাতিপ্রেমিক লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লরা ভুয়া-ফালতু দেশপ্রেমের ফালতু ধজ্বাধারী; মার্কস-এ্যাংগেলস আন্তর্জাতিকতাবাদী, লেনিন-মাওরা কৃত্রিম-কল্পিত ও ভুয়া জাতীয়তাবাদের ভন্ড-পুঁজারী; মার্কস-এ্যাংগেলস, প্যারী কমিউন পন্থী, লেনিন- প্যারী কমিউন বিরোধী ও অস্বীকারকারী;এবং **মার্কস-এ্যাংগেলস, উনবিংশ শতাব্দির পুঁজিবাদের সেরা দুশমন, লেনিন ও লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন, হোচিমিন, টিটু, মাও, দেং, ক্রুশেভ, ব্রেঝনেভ, হোক্সা, চস্কেুকো, ঝারুজালেক্সি,কিম ও কাস্ট্রোরা বিংশ শতাব্দির পুঁজিবাদের সেরা দোস্ত।**

পুঁজিবাদের পতন ঠেকাতে ২য় আন্তর্জাতিকের মোড়ল - যাদের কারো কারো সাথে মার্কস-এ্যাংগেলসদের, সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক নীতি বা শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের কৌশল বিষয়ে মতাদর্শগত ঘোরতর বিবাদ-বিরোধ ছিল সেই সব বজ্জাত-ভন্ড ও পান্ডাদের ভাড়া করেছিল বিপন্ন পুঁজিপতিশ্রেণী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে উৎপাদন উপকরণের মহা বিদ্রোহ দমনে পুঁজিপতিশ্রেণীর জঘন্য বর্বরতা-নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার ভয়ংকর হত্যালীলা ও ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার মাত্র ১৭ বছর পুর্বে-শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীমুক্তির মৌলিক শর্ত, উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিলোপ-বিনাশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠনের আওতায় ঐক্যবন্ধ, সুসংহত ও সুসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী কেবলমাত্র স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ ও স্বার্থাধীন শ্রেণী চৈতন্যের তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দুনিয়ার সর্বত্র - সর্বাবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করার বৈজ্ঞানিক নীতি বিসর্জন দিয়ে, বুর্জোয়া অর্থনীতির বৈশ্বিক পরিসর ও বৈশ্বিক অবস্থা এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির পর্যায়-রুপ এবং বুর্জোয়া সংকট বিষয়ে উদ্দেশ্যপুর্ণভাবে অসত্য-মিথ্যা ও বানোয়াটি বক্তব্য-বিবৃতি ও বিবরণ এবং

তদপ্রসূত ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মরণদশায় পতিত বুর্জোয়া অর্থনীতির মরণ নয়, বরং আরো বিকাশের সুযোগ-সুবিধার ভুয়া-ভ্রান্ত ফতোয়ায় জাতীয় বুর্জোয়া বিকাশ বা জাতীয় মুক্তির শর্তে শ্রমিকশ্রেণীর কল্পিত স্বার্থের কৃত্রিম সুযোগ-সুবিধা সমেত ভুয়া মুক্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি ও তদ্রুপ কল্পিত মুক্তির মোহান্ধতায় শ্রমিকশ্রেণীকে আবদ্ধ করে - শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ বিষয়ে খোদ শ্রমিকশ্রেণীকে অন্ধকারচ্ছন্নতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার গলিতে প্রবিষ্ট করিয়ে জগত-জীবন ও জাগতিক বিষয়াদি সমেত স্বীয় শ্রেণী মুক্তির শর্তে মানবজাতির মুক্তি বিষয়ে কেবলই অন্ধ-অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত করে এবং অনুরূপ বিভ্রমের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে ভাগ-বিভাগ ও বিভক্ত করে নিশ্চিত মরণ সংকটে-বিবদমান বুর্জোয়াদেরই কারো কারো পক্ষে ও কারো কারো বিপক্ষে যুদ্ধ করার নীতি অর্থাৎ ভুয়া "জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বিষয়ক নীতি ১৮৯৬ সালে লন্ডন কংগ্রেসে গ্রহণ করার মাধ্যমে পুঁজিবাদ বা পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে এবং সমাজতন্ত্র বা শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিশ্বের সকল শ্রমিকের সাথে প্রতারণা, জালিয়াতি, বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ২য় আন্তর্জাতিকের চতুর মোড়লরা।

সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ নিয়ে কেউ কেউ বিরোধীতা করেছিল কিন্তু, "রুশী মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট" লেনিন লন্ডন কংগ্রেসের উল্লেখিত সিদ্ধান্তের পক্ষ নিয়ে সেমতো তৎপরতা চালিয়ে সহসাই ২য় আন্তর্জাতিকের মোড়ল বনে গেল। অনুরূপ মোড়লীপনার সুবাধে বিশ্ব পুঁজির বিশেষত অতি উৎপাদন সংকটে গভীরভাবে নিমজ্জিত ও তৎপ্রতিবিধানে ভয়ানক আগ্রাসী জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর অতিরিক্ত-পণ্যের ব্যবহারোপযোগীতায় রাশিয়াকে খন্ড-বিখন্ডকরণসহ ডাম্পিংল্যান্ড হিসাবে ব্যবহারের শর্তে -সমর্থনে পুর্ব পরিকল্পনা ও চক্রান্তমূলে জারেরই সেনাবাহিনীভুক্ত বেশ কয়েকজন সেনাধিপতির সহযোগিতায় রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিয় মনোপলি ও ১৯১৮ সালের মার্চে জার্মানীর সহিত সম্পাদিত ব্রেস্ত-লিতোভস্ক চুক্তি মূলে রাশিয়াকে জার্মান পুঁজি-পণ্যের অবাধ বিচরণভূমিতে পরিণত করে এবং রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় মজুরি দাসে পরিণত করে দুনিয়ার যেকোন দেশের তুলনায় অতিরিক্ত হারে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে বাধ্য করেছিল লেনিন তাও, সেনা-পুলিশ ও রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ তথা লেনিনীয় মাস্তান-গুন্ডাদের কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে।

অনুরূপ অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা,আত্মসাতের কারণে এবং লেনিনের "নয়া অর্থনৈতিক পলিসির" সুযোগে মাত্রাতিরিক্ত কম মজুরিতে সোভিয়েতের শ্রমিকের উৎপন্ন অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মুল্য প্রাইভেটখাতেও সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিধায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অতিরিক্ত পুঁজি ও পণ্যের বাজারজাতকরণ ও সঞ্চালন নিশ্চিতিতে জার্মানীর সাথে গোপন চুক্তি বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে পোলান্ডকে দখল করে পরবর্তীতে অতিরিক্ত সুবিধা হাসিলে মিত্র শক্তিভুক্ত হয়ে বিশ্বজয়ী পান্ডাত্রয়ীর অন্যতম বৈশ্বিক গুন্ডা ষ্ট্যালিন-জাতিসংঘ সহ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠা করে কার্যত সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় এখতিয়ার-ক্ষমতা ক্ষুন্ন-বিঘ্ন ও হরণ করে সমগ্র দুনিয়াকে একটি মাত্র কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার বিহীতাদি সম্পন্ন করেছিল। সদস্য রাষ্ট্রের করকাঠামো ও কর পলিসি বা অর্থনৈতিক নীতি-পলিসি বা আমদানি-রপ্তানি নীতি বা

বিনিয়োগ নীতি বা শিল্পনীতি বা মুদ্রা নীতি ও মুদ্রামান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ সহ প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সকল অর্থনৈতিক কর্ম-কান্ডের পুংখানুপুংখ হিসাব নিয়মিত প্রদানে বাধ্য থেকেও প্রতিনিয়ত সন্দেহভাজন অপরাধীর মতোই ব্যাংক-ফান্ডের " ফার্ম সার্ভিলেন্সে" থাকতে বাধ্য করা হয়েছে ঋণ দাস রাষ্ট্রগুলোকে। অত:পর, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রক সংস্থা-আই.এম.এফই বিশ্ব লর্ড।

ব্যক্তি পুঁজিপতির পুন:পুন অক্ষমতা-সীমাবদ্ধতা ও অকার্যকরতা -অপ্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করেছিল যথাক্রমে-বৃহদায়তন শিল্প, স্থানীয় বা জাতীয় ও বহুজাতিক কোম্পানি ইত্যাদির সিন্ডিকেট এবং রাষ্ট্রায়ত্তখাত। আর, পুঁজিবাদ রক্ষায় খোদ রাষ্ট্রের অক্ষমতা-অকার্যকরতা নিশ্চিত করেছে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ। অথচ, পুঁজির সঞ্চয়ন, সঞ্চালন, ঘনীভবন ও কেন্দ্রীভবনের শর্তাধীনে প্রথাগত বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা সার্ভিস সেক্টরের বিনাশ, বিন্যাস ও পুন:র্বিন্যাস সহ উৎপাদন উপকরণের নবীকরণ হতে আরো নবীকরণ বা নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণের উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট সংকট বা মন্দায় একদিকে, যেমন হুকুম নির্দেশিত ঋণদাস রাষ্ট্রকে কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্তভাবে সক্রিয় করছে তেমন, পুঁজিপতিশ্রেণীর বিভিন্ন ভাগ-বিভাগের মধ্যকার বিরোধ-বৈরীতা প্রকটতর করে বহু পুঁজিপতিকে যেমন দেউলিয়া করছে তেমন, পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যকার বৈষম্য-শত্রুতা নিত্য প্রসারিত করছে; এবং শ্রমিকশ্রেণীকেও বহুক্ষেত্রে চাকুরীচ্যুত করা সহ চরম দারিদ্র-দুর্দশায় নিপতিত করছে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ।

জন্মসুত্রেই পুঁজিবাদের এমত শত্রুতা-বৈরীতা ও তদ্রুপ ঘৃণ্য কার্যাদি পুঁজিবাদের ললাট লিখন হলেও সংক্ষুব্ধ পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজিবাদকে নয় বরং, প্রতিপক্ষ অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীরই কতিপয় পুঁজিপতিকে পুঁজিবাদী সংকট-সমস্যার জন্য দায়-দোষী গণ্যে অনুরূপ দোষীদের কবলমুক্ত হতে পুঁজিবাদের কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকশ্রেণীকে স্বপক্ষভুক্তকরণে- ভুয়া আঞ্চলিকতা, মুলহীন ও অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষ ক্ষতিকর ভাষাপ্রীতি এবং পুঁজিবাদের পুঁজিবাদী কর্মেই বিলোপকৃত-বিনাশিত স্ব-নির্ভর বা স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতির কল্পিত মাহাত্ম ও তদমর্মে কৃত্রিম জাতিয়তাবাদীবোধ বা জাতিপ্রেম এবং কেবলমাত্র শ্রমশক্তি বিক্রয় করে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে বাধ্যকরণে পুঁজিবাদই কারিগর-কৃষকদেরকে ভুমিহীন-গৃহহীন করে কেবলই সর্বহারা শ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণী হিসাবে জীবনপাতে বাধ্য করা সত্ত্বেও অনুরূপ ভুমিহীনদেরকেই মাতৃভুমির মুক্তি অর্জন বা পিতৃভুমি রক্ষার জন্য কঠিন-কঠোর দেশপ্রেম ইত্যাকার প্রতারণামুলক রাজনৈতিক শ্লোগান তুলে জাতীয় মুক্তি ইত্যাদির নামে তথাকথিত স্বাধীনতার নিমিত্তে পৃথক-পৃথক বা তথাকথিত "স্বাধীন রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার ক্ষতিকর-বিষাক্ত রাজনীতিতে প্ররোচিত-প্রলুব্ধ ও নিয়োজিত করে আসছে।

"পীড়িত বুর্জোয়ার সেবক-রক্ষক" এবং "নিপীড়িত জাতির" মুক্তিদাতা লেনিনবাদী মোড়লরা লক-জেফারসন্স ও লেনিনদের তথাকথিত " আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" নীতি কার্যকরণে বুর্জোয়াশ্রেণীর উল্লেখিতরূপ বিরোধ-বৈরীতায় তথাকথিত জাতীয় মুক্তি সাধনে

“ জাতীয় গণতান্ত্রিক,” বা “ নয়া গণতান্ত্রিক” বা “ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব” সংগঠন, সংঘটন ও সম্পাদনের নীতি বাস্তবায়নে লেনিনবাদী অর্থাৎ বুর্জোয়া কমিউনিষ্টরা প্রথাগত বুর্জোয়াদের বৈষয়িক ভাগ-বিভাগ ও বিরোধ-বৈরীতায় অংশ হয়ে ও সেরূপ তৎপরতাকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করে আমাদের একমাত্র বিশ্বকে একটি মাত্র কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণে-বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাংক ভয়ানকভাবে সক্রিয় ও কার্যকর থাকার পরও সমগ্র দুনিয়ায় বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ তথা নির্মম বর্বরতায় অসংখ্য হত্যা, খুন-খারাবী সহ বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে বহু নতুন নতুন ঋণদাস রাষ্ট্র গঠন করেছে বলেই জন্মকালের চেয়ে এখন আই.এম.এফের সদস্য সংখ্যা প্রায় চারগুণ বেশী।

ফলে- আই.এম.এফ সহ আই.এম.এফের হুকুম বরদার রাষ্ট্রগুলোর মাত্রাতিরিক্ত রাষ্ট্রিক ব্যয়-বরাদ্ধের দায়-দায়িত্ব বহনে বাধ্য হয়ে অধিকতর পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে ততোধিক মাত্রায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ নিশ্চিতিতে বাধ্য হয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে-একদিকে, যেমন জীবন ও জীবিকা সমেত ক্রমবর্ধিত হারে মজুরি হারাতে হচ্ছে অন্যদিকে, কেবলই ভুয়া-কৃত্রিম জাত-জাতির গন্ডীভুক্ত হয়ে কেবলই দেশপ্রেমিক বনে জন্মসুত্রে ও আজন্ম এবং বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর মূল শত্রু পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিশ্রেণীকে মিত্র গণ্যে বুর্জোয়াদের পারস্পারিক শত্রুতার অংশীভুক্ত হয়ে বুর্জোয়াদের শত্রুদেশের শ্রমিকশ্রেণীকে সমানতালে শত্রু বিবেচনায় মুলত নিজেই নিজের শত্রু সাব্যস্ত হয়ে নিজের শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে নিজস্ব শ্রেণীগত স্বার্থ ভুলে , নিজেদের মুক্তি সাধনে বৈশ্বিকবোধ ও বৈশ্বিক ঐক্য- সংহতি ও সংগঠন গড়ার মৌলিক শর্ত পূরণের শর্ত বেমালুম ভুলে উল্লেখিতরূপ ক্ষতিকর বিভ্রম-বিভ্রান্তি ও প্রবণতায় আক্রান্ত-পীড়িত হয়ে এমনকি নিজেদের শ্রেণীমুক্তির চিন্তায়- অক্ষমতা ও চৈতন্যের অভাবে মানসিক দৈন্যতায় কেবলই পুঁজিবাদের ফন্দি-ফাঁফরে ও গ্যাড়াকলে নিপতিত হয়ে কেবলই নিজেদের পেশা ও দৈহিক অবস্থাকেও বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করে পুঁজিবাদের আরো বহুধরণের হামলা-আক্রমণে আরো নানান ধরণের মনো-দৈহিক সমস্যায়-যন্ত্রণায় নিত্য নিপতিত ও পতিত হয়ে তৎপ্রতিকারে লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট বুর্জোয়াসহ সকল বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার দারু বিশেষ অর্থাৎ-অধিক শ্রম, অধিক উৎপাদন ও অধিক ধনের হেতুবাদে প্রত্যেকেই ধনী হওয়ার মতো সর্বকালের সর্বাধিক বা সর্বনিকৃষ্ট মিথ্যা-বানোয়াটি মতবাদিতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনুরূপ দু:স্বপ্নের বুজরুকির ঢাক-ঢোল ও ভেরান্ডা বাজানোর সরকারী-বেসরকারী বারোয়ারী মেলার কুৎসিৎ-নোংরা গলিতে নিক্ষিপ্ত ও নিপতিত হয়ে কেবলই আরো দুর্ভোগ-দুর্দশায় পতিত হয়ে অতিরিক্ত মূল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে বুর্জোয়াদেরকে আরো অতিরিক্তহারে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিজে নয় বুর্জোয়াশ্রেণীকেই,ধনে- প্রাণে বাঁচার সুযোগ দিচ্ছে বলে দুনিয়ার তাবৎ অকর্মন্য -অযোগ্য, অসৎ- অসভ্য, বর্বর-হিংস্র ও হায়েনার দল হারামখোর পরজীবী-পুঁজিপতি আরামসে না হলেও দেদারসে ফূর্তি করছে।

অনুরূপ ফূর্তিবাজ পরের ধনে পোদ্দাররা যখনই দেখে শ্রমিকশ্রেণী একান্ত বাধ্য হয়ে জীবন ধারণের মতো মজুরি দাবী করে পরজীবী গোষ্ঠির শোষণের হার কমাতে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ কিছুটা হ্রাস করতে চায় তখনই সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপতি-

সংসদপতি,বিচারপতি-সেনাপতি সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রিক গুন্ডামির মাধ্যমে আন্দোলনকারী শ্রমিকশ্রেণীকে হত্যা-খুন, দমন-পীড়নে বেমালুম ভুলে যায় কেবল স্বাধীনতার অংগীকার-প্রতিশ্রুতিই নয় বরং, সাম্য, মানবিক মর্যাদা নিশ্চিতিতে সকল প্রকার বৈষম্য-অসাম্য দুরীকরণের ভুয়া মৌলিক অধিকার অর্থে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান রূপ প্রতারণামুলক বিবৃতি সম্পন্ন সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন ইত্যাদিকে কার্যতই ভুয়া প্রমাণ করে দেশী-বিদেশী এমনকি পুর্বতম প্রভুদেশের বুর্জোয়াসহ সকল পুঁজিপতি-পরজীবীগোত্রের পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখতে স্বাধীনভাবেই পারংগম। অত:পর, যতো বেশী তথাকতিত স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম হয়েছে ততোই বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের হুকুম-নির্দেশিত ঋণদাস রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্ব ও নজরদারী বেড়েছে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে জন্ম নিয়েছে ততোবেশী স্বাধীন দমন-পীড়নকারী সংস্থা। সুতরাং, এসকল দমন-পিড়ন ও শোষণের শিকার হয় - মাতৃভূমি বা দেশ বিশেষের ভুয়া স্বাধীনতার জন্য সর্বাধিক সংখ্যক জীবনদায়ী "দেশপ্রেমিক" শ্রমিকশ্রেণীই।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বা তদ্বিষয়ক " পুঁজি" সহ মার্কস-এ্যাংগেলসের রচিত পুস্তকাদি অথবা কমিউনিষ্ট ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তজার্তিক সমিতির উদ্দেশ্য, সভ্যপদের শর্তাদি সমেত রুলস ইত্যাদি অপরিচিত ছিল না লেনিনের। একদেশে সমাজতন্ত্রতো নয়ই, এমনকি নৈরাজ্যিক বাকুনিনপন্থীদের দাবীকৃত ইংলিশ শ্রমিকদের জন্য একটি পৃথক সংগঠন গড়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকের পক্ষে মার্কস কর্তৃক রচিত-সুত্রায়িত, ১লা জানুয়ারী,১৮৭০ সালে ১ম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির শর্ত স্বরূপ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সুত্র এবং শ্রেণী সংগ্রামের কলা-কৌশল বিষয়ে ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ সালে বেবেলসহ জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের নিকট লিখা মার্কস-এ্যাংগেলসের অতীব গুরুত্বপুর্ণ পত্রখানি অজ্ঞাত ছিল না লেনিন ও লেনিনের প্রকৃত গুরু অর্থাৎ মার্কস-এ্যাংগেলসদের তত্ত্বায়িত শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ক নীতি ও কলা -কৌশল অস্বীকারকারী ভুয়া শান্তি বাদী,কৃত্রিম শ্রেণীসংগ্রামী কাউৎস্কি কোম্পানীর।

শ্রমিকশ্রেণীসহ পুঁজিবাদ বিরোধীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের প্রভাব-আবেদনও অজানা ছিল না লেনিনদের। অন্যদিকে পুঁজিবাদও প্রথাগতভাবে সংকট সমাধানে অক্ষমতায় বারে বারেই গভীর হতে গভীরতর সংকটে নিপতিত হয়ে কেবলই যুদ্ধ - বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ছিল বলে নিশ্চিত পতন হতে আপাত:ত অব্যাহতি পেতে ২য় আন্ত র্জাতিকের মোড়লদের উপর ভর করেছিল। ২য় আন্তর্জাতিকের অন্যতম মোড়ল-ধূর্ত লেনিন সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করে তাবৎ দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে ধোঁকা দিয়ে মুলত শ্রমিকশ্রেণীকেই বিশ্ব পুঁজিবাদের নিরোপদ্রুপ খোরাকে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল।

কাজেই, চালাক-চতুর, প্রতারক - প্রবঞ্চক ও ভন্ড এবং শেয়ানা লেনিন জেনে-বুঝে , ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসকে স্বীয় অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহারে নিজেকে খাঁটি রুশী মার্কসবাদী প্রতিপন্নে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও সমাজতন্ত্রের

বিজ্ঞানের নীতি–সূত্র ও তত্ত্ব বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য–বিবৃতি বা ফতোয়া ইত্যাদি মার্কসবাদ–লেনিনবাদের মোড়কে বাজারজাত করে জালিয়াতি ও প্রতারণামুলে ঐসকল বক্তব্য–বিবরণকেই সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান হিসাবে জাহির করেছে।

সুতরাং,উপরোল্লেখিতরূপ জাল–জালিয়াতি, প্রতারণা–বজ্জাতি এবং ভন্ডামি ও দুস্কর্মের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট অপরাধী লেনিন একদিকে যেমন কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে ভ্রান্তি– বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও কমিউনিজম বা মার্কস–এ্যাংগেলসের তদ্বিষয়ক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিভ্রম তৈরী করে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যকে বিকৃত করে অনুরূপ বিকৃতিকেই খাঁটি মর্মে প্রতিপন্নে আপাত:ত সফল হয়ে কেবলমাত্র সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকেই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেননি উপরন্ত,মৃতপ্রায় পুঁজিবাদকে জীবনমৃতাবস্থায় হলেও টিকে থাকার জন্য প্রাণ সঞ্চার ও সঞ্চালনের সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টি করে দুনিয়ার পুঁজিপতিশ্রেণী ও পরজীবীদের–পরজীবীতার সুযোগ দীর্ঘায়িত করে কার্যত পরজীবীতার সুযোগ বিনাশের ঐতিহাসিক নিয়তি চিহ্নিতকারী ও তৎমতো কর্মসম্পাদনকারী –বিজ্ঞানী মার্কসের সাথেও প্রতারণা–জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ।

অথচ, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মতো বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নীতির ভিত্তিতে যদি ২য় আন্ত র্জাতিক পরিচালিত হতো, তবে–১৯০০ সালের মহাসংকটে নিপতিত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উৎপাদন উপকরণের মহাবিদ্রোহের সহিত সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যপুর্ণভাবে যোগ দিত বিশ্বের প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র সমেত ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী তা–হলে মার্কসের তত্ত্বায়িত “নিরাকরণের নিরাকারণ”সূত্রানুযায়ী বুর্জোয়াশ্রেণীকে বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃকই ব্যক্তিমালিকানাহীন তথা নি:স্ব করার উল্লেখিত মহাসংকটের হেতুবাদে সংকটাপন্ন–মরণাপন্ন পুঁজিপতিশ্রেণীকে উৎখাত–উচ্ছেদে সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ–সুবিধায় নিশ্চিতভাবেই পুঁজিবাদ সমেত পুঁজিপতিশ্রেণীকে দুনিয়া হতে উৎখাত–উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক নিয়তি অর্থাৎ বিলুপ্তি নিশ্চিতিতে শ্রেণীহীন–রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদের ফাউন্ডেশন অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যে– শাশ্বত শান্তির সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতো বলে ঐ সময়েই বুর্জোয়াশ্রেণী যেমন বিলুপ্ত হতো তেমন বুর্জোয়াশ্রেণীর পাহারাদার সেনা–পুলিশ সমেত খোদ রাষ্ট্র ঠাঁই নিত ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। তবে, হ্যাঁ – বিশ্বযুদ্ধ হতো বটে কেবলমাত্র একটি এবং সেটি হতো কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণী বনাম শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে।

অত:পর, লেনিনের জালিয়াতি–প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী যেমন হারিয়েছে স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য সহ শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য–সংহতি ও সংগঠন তেমন নিশ্চিত কবরপাড়ে উপনীত পুঁজিবাদ এখনো সকল প্রকার স্ববিরোধীতা–বৈরীতা, সংকট–সমস্যা ও যাবতীয় বিশ্রী–কুৎসিৎ, বর্বর–জঘন্য ও অবৈজ্ঞানিক মতান্ধতার অসনীয় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ে কৃত্রিমভাবে বাঁচতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্তভাবে উদ্বৃত্ত–মূল্য আত্মসাত করে শ্রমজীবী মানুষকে মাত্রাতিরিক্ত দুরাবস্থা ও দুর্দশায় নিপতিত করে সমগ্র দুনিয়ায় নৈরাজ্য–বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস–আতংক ছড়িয়ে সমগ্র দুনিয়াকে মনুষ্য বাসে–অযোগ্য এক জলন্ত অগ্নিকুন্ড বা জঞ্জালকূন্ডে পরিণত করেছে।

পরজীবীতার শর্তে অনুরূপ জঞ্জালকুন্ড রক্ষণে নিয়োজিত পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধাভোগী গ্রামীণ জঞ্জালদের জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণার অসৎ উদ্দেশ্যে -দুরভিসন্ধিমূলে এবং ঠান্ডামাথায় মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্নে ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যবহারের ছল-চাতুরীপূর্ণ দৃশ্য ৭-৮ বছর বয়সে অবলোকন করে যুগপত হতবাক -বিস্মিত, দু:খিত-বিব্রত ও ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রাম্য মোড়লদের মোড়লীপনার আসর দেখা আমার একটা নৈমত্তিক রুটিনে পরিণত হয়েছিল। সালিশ-বৈঠকের উল্লেখিত আসরে একদিকে পেশাদার মোড়লেদের পাতানো খেলা ও তজ্জন-গর্জন বা দাফাদাফি অন্যদিকে নিরীহ-গরীব বা অভিযুক্ত ও ফরিয়াদির অসহায়ত্ব সমেত কাতরানীর করুণ দৃশ্য দেখে দেখে যেমন দরিদ্র-দুর্বল ও অত্যাচারিতদের পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ি তেমন মোড়লদের সাথে প্রকাশ্যে বাক-বিতন্ডা ও বিরোধতিায় লিপ্ত হয়ে দ্ররিদ্র-পীড়িতদের আদর-স্নেহ ও সোহাগ -ভালবাসায় সিক্ত হই।

বাংগালী জাতীয়তাবাদ বিজয়ী হলে অনাচার-অত্যাচার সহ সমাজের বৈরীতা-বৈষম্য বিলীন হবে এমন রাজনৈতিক বাতাবরণে মোহাবিশষ্ট হয়ে স্কুল জীবনেই জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ছাত্র কর্মী হয়ে যাই। চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধীতা তবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সমর্থনে-বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের যুদ্ধ,১৬ ডিসেম্বরের ভারত-পাকিস্তান চুক্তির দ্বারা সমাপ্ত হয়। উক্ত ঢাকা চুক্তির কয়েকদিন পর ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই বিজয়ী জাতীয়তাবাদীদের অন্ধর মহলের কুৎসিৎ-নোংরা ছুরত দেখে রাজনীতিকে ঘৃণ্য-অস্পৃশ্য বিবেচনায় রাজনৈতিক দলের সহিত সর্ম্পক ছিন্ন করে সাম্য লাভে কাল্পনিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে অনাচার-অত্যাচর ও বৈষম্য মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় যুব ও গরীব মানুষকে নিয়ে নিজ গ্রামেই একটি সংগঠন গড়ি।

সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে গিয়ে গ্রাম্য ও রাজনৈতিক- এই উভয় প্রকার মোড়লদের ঘোরতর বিরোধীতা-বৈরীতা ও চক্রান্ত -ষড়যন্ত্রে নানান সমস্যায় পড়ে তদ্বিহীতে সৎপরামর্শে জনৈক শিক্ষকের সহিত আলোচনা করে অবগত হলাম যে, সাম্য প্রতিষ্ঠায় লেনিনবাদী রাজনীতি ও দল অপরিহার্য এবং তিনি নিজেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাওপন্থী। আরো অবগত হলাম- লেনিন সোভিয়েতে আর মাও, চীনে সাম্য প্রতিষ্ঠায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ করেছে। লেনিনবাদী -মাও চিন্তা পন্থী কিতাবাদি ও দলীয় মুখপত্র এবং অনুরূপ সাহিত্য পাঠে এবং গোপন দলের গোপন নেতাদের লেনিনবাদী যুক্তি-তর্কে বিমোহিত-রোমাঞ্চিত ও প্ররোচিত হয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে পা দিয়েই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ও মাও চিন্তাপন্থী গোপন পার্টিতে নাম লেখাই।

জন্ম হতে আর কোন পেশা জঘন্যতায়-বর্বরতায়, হিংস্রতায়-বন্যতায়,শঠতায়-নিচুতায়, প্রতারণায়-জালিয়াতিতে,মিথ্যাচারিতায়-কপটচারীতায়,ভণিতায়-ভন্ডামিতে,বজ্জাতিতে-বেঈমানিতে,জোচ্চুরিতা-ঠগবাজীতে,ছোগলখোরিতা-হারামখোরিতে, কুটিলতায়-হীনমন্যতায়, ষড়যন্ত্রে-চক্রান্তে, নির্মমতায়-নিষ্ঠুরতায়, নৃশংসতায়-নারকীয়তায় এবং পরস্পহরণে-রাজনীতিকে সুপারসিড করতে পারেনি। অথচ,কেবলই সাম্যের প্রত্যাশায় তবে, অজ্ঞতায় লেনিনবাদী রাজনীতির চক্রান্তে-ষড়যন্ত্রে , প্ররোচনা ও প্রলোভনে সকল

দুস্কর্মের কাজী- রাজনীতিকেই সবচাইতে মহান পেশা গণ্যে তন্মধ্যে দুনিয়ার সর্বাধিক মহান কর্ম -লেনিনবাদী রাজনৈতিক বিপ্লব সংগঠনে লেনিনবাদী রাজনীতিকেই সর্বাধিক মহান পেশা বিবেচনায় লেনিনীয় রাজনীতিকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম- বিনা মজুরিতে এবং স্বেচ্ছায়। ফলে- আমি ও আমার রাজনৈতিক সহগযোগী -বন্ধুদের প্রতি স্থানীয় ও জাতীয় মোড়লদের বৈরীতা ও কুৎসিৎ কুৎসা ও রটনার বহর যেমন বেড়েছিল তেমন মামলা, হামলা-আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্তও সমান তালে পা মিলিয়েছিল।

তবু, অমন মহান কাজের কমান্ডার- পার্টি মোড়লদের মোড়লীপনাকেই লেনিনীয় কেন্দ্রীকতার নীতিতে যথার্থ ও সঠিক গণ্যে অমত-দ্বিমত বা ভিন্নমত থাকলেও বা সহমত হতে না পারলেও বা অনুরূপ বৈরী-বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর বা বাস্তবায়ন করা যথেষ্ঠমাত্রায় মনোযন্ত্রণাকর হলেও কেবলই কেন্দ্রীকতার নীতির অনুগামিতায় পার্টি মোড়লদের হুকুম-নির্দেশ- যথারীতি পালন-সম্পাদন করে যথারীতি আমিও অপরিণত বয়েই পার্টির অন্যতম কেন্দ্রীয় মোড়ল হয়ে গেলাম।

কারণটা যতোটা না আমার পেশাগত যোগ্যতা-দক্ষতা তার চেয়েও বড়-পার্টির পূর্বেকার মোড়লদের মোড়লত্বের বাদ-বিবাদে লেনিনবাদী পার্টির ভাগ-বিভক্তিতে খন্ড-বিখন্ড দলে মোড়লী শূন্যতা। তাবৎ, অজ্ঞতা-দাম্ভিকতার আদি-অকৃত্রিম ভান্ডার- মোড়লীপনা বলেই দুনিয়ায় প্রথম মোড়লত্ব প্রতিষ্ঠাকারী ফারাও রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা-অবতার গড হরোস হতে চেংগিস খান বা লেনিনীয় ডাইনেষ্টীর প্রতিষ্ঠাতা লেনিন, সকলেই নিজ নিজ মোড়লত্ব সংরক্ষায় কেবলই স্বীয় স্বার্থাধীন বিষয় ছাড়া আর অন্যান্য বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় অক্ষমতায় পূর্বাপর যখন যাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন হত তখন তাকেই ব্যবহার করত বলে স্বীয় মোড়লত্বের প্রতি হুমকি বা প্রতিপক্ষ মনে হলে মোড়লীপনার সুত্রমতো একদা পরম বন্ধু বা বহুদিনের সহযোগীকে হত্যা-খুন করা সহ নি:শেষ করতে মোড়লদের অসুবিধা হয় না। রোমের মোড়ল রোমেলাসরা যেমন স্বীয় স্বার্থে সৃজন ও প্রতিষ্ঠা করেছিল গড জুপিটারকে তেমন গ্রীক মোড়লরা সৃষ্টি করেছিল গড জেউস সহ দেবী এথেনার। রোমেলাস স্বীয় মোড়লীপনা রক্ষায় হত্যা করেছিল যময ভাই রেমাসকে। রুশ মোড়ল লেনিন তাঁর রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করেছিল বিজ্ঞানী মার্কসকে, তবে কৌশলে হত-বদ করতে অপতৎপরতা চালিয়েছে মার্কস-এ্যাংগেলসের আবিস্কৃত-ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে এবং,খোদ লেনিন হত্যা করেছিল তাঁরই সহযাত্রী বহুজনকে। অনুরূপ বজ্জাতি ও দুস্কর্মে লেনিন ডাইনেষ্ট্রীর উত্তরাধিকারী ষ্ট্যালিন সহ মাও-হোচিমিন, টিটু-হোক্সা ও কিমরা কেউই লেনিনের তুলনায় পিছিয়ে নয় বরং তদমর্মে তাদের মোড়ল লেনিন সহ তারা ইতিহাসে নজিরবিহীন।

অত:পর, লেনিনবাদী মোড়লদের মোড়লত্বের বিরোধে হত্যা-খুন, দলত্যাগ-বহিস্কার বা পাল্টাপল্টি কমিটি/দল গঠন ইত্যকার পরিণতিতে লেনিনবাদী পার্টির নির্ঘাত পরিণতি বহুধা ভাগে বিভক্তি। পার্টিতে আমার মোড়লত্ব লাভ,বাংলাদেশে লেনিনবাদী পার্টির ভাগ-বিভক্তির অনুরূপ ধারাবাহিকতারই ফলশ্রুতি। তবে, অসুস্থতার কারণে দেহগত

বৈরীতায় ১৯৯৯ সালের শেষদিক হতে আমি আর দলীয় কাজে সক্রিয় থাকতে পারিনি এবং মনো-দৈহিক যন্ত্রণায় ২০০৪ সালের শুরুতে দলীয় সভ্য পদ সহ দল সংশ্লিষ্ট সকল পদ-পদবী হতে অব্যাহতি নেই।

সর্ব মোড়ল বর্বর হাম্মুরাবী বা খুনি চেংগিস বা মুর্খ আকবর প্রমুখরা নিজ নিজ মোড়লী স্বত্ব সংরক্ষণে আবশ্যকীয় বিধি-আইন প্রণয়ন-জারী এবং জারীকৃত আইন-বিধি কার্যকরণে রাজকীয় কোর্ট বা আদালত ইত্যাদির প্রচলন করেছিল । কিন্তু লেনিন ডাইনেষ্টীর মোড়লরা আইন-কানুন বা বিচার ইত্যাদির আবশ্যকতা বোধ করেনি। আবার আইনের নামে যা করেছে তা বে-আইনেরও নামান্তর। অথচ, মার্কস ইংলন্ড সহ বুর্জোয়াদেশগুলোর আইন ও আইনী রিপোর্ট ইত্যাদিকে গুরুত্ব সহ বিবেচনা করে "আইনকে উৎপাদনের বৈষয়িক ফল" হিসাবে বিবেচনা করে (পুঁজি ১ম খন্ড, ২য় অংশ,সপ্তম ভাগ, পাতা-১৪২, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো) এবং পূর্বাপর আইন-বিধি ও আইনী রিপোর্টকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে " পুঁজি" গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু গড হরোসের উত্তরসুরী ফারাওদের রাজকীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রণীত দুনিয়ার প্রথম ধর্ম গ্রন্থ 'বুক অব পিরামিড' আশ্রিত লেনিন ও লেনিনবাদীরা আইন ও আইনী গুরুত্ব অস্বীকার করে কেবলই লেনিনীয় রাজনীতির উপর গুরুত্বারোপসহ লেনিনীয় রাষ্ট্র গঠনে লেনিনীয় সুত্রে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল-কবজা করার নীতিকে বাস্তবায়ন করার হেতুবাদে লেনিনবাদী মোড়লরা কেবলই লেনিন-ষ্ট্যালিন, মাও-হোচিমিদের রাজনৈতিক ফতোয়ায় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে আইন-বিধি ইত্যাদি তাবৎ লেনিনবাদী মোড়লদের ধর্তব্যের বিষয়ও ছিল না। অথচ, তাঁরা বুর্জোয়া রাষ্ট্র দখল করে লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তৎপর, যদিচ রাষ্ট্র গঠন-পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে আইন ও আইনী কর্তৃত্ব অপরিহার্য ।

উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও আত্মসাতে সঞ্চিত পুঁজি-পণ্যের হিল্লা করতে ভারতের অর্ধ বর্বর সমাজ ভেংগে চুরমার করলেও ভারতীয় জনকরের অর্থে ভারতীয় বর্বর মোড়লদের ভরণ-পোষণ সমেত বউবাজারী ভোগ-বিলাসের সুবিধাদি -পারিতোষিক প্রদান সহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুঁজির স্বার্থেই লালন-পালন করেছে সর্বভারতীয় মোড়ল অর্থাৎ তস্কর-লুটেরা ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা। ফলে- ব্রিটিশ পুঁজির তাবে-সহযোগে ও সক্রিয় সহযোগিতায় এবং মোড়লীপনায় ভারতে যে, সাবেকী গোত্রসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত মোড়লী প্রথার দলীয় রাজনীতির বিকাশ লাভ করেছিল তাহাই পিতা-পতির কর্তৃত্ব সমেত উত্তরাধিকার সুত্রেই কার্যকর আছে বাংলাদেশেও বলেই ভীষণ ক্ষমতাধর মোড়ল -প্রভু ব্রিটিশের আইন-কানুন এবং ঘৃণ্য রাজকীয় লর্ডশীপের বিচারিক নিয়ম,রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য সবই অটুট আছে দুই দুইবার স্বাধীনতা পাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশে।

যদিচ, কর ফাঁকি-চোরাকারবারী, জালিয়াতি-জোচ্চুরি, ঘুষ-দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা-বেঈমানি, হত্যা-খুন, জবর দখল ও অত্যাচার-নির্যাতন ইত্যকার তাবৎ দুস্কর্মের মাধ্যমেই ফেরেববাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দখল ও অধীনস্ত রেখেছিল ভারত। অত:পর, বিশ্ব মোড়ল ব্রিটিশের জারীকৃত ভারতীয় আইন-বিচারে যা যা অপরাধ বা

দন্ডযোগ্য হিসাবে গণ্য হয়েছে তাতেই সর্বাধিক দন্ডযোগ্য অপরাধী বটে দুনিয়ার বহু জনপদ জবর দখলকারী তথা ভারতের অবৈধ দখলদার ও গায়ের জোরে অনুরূপ অবৈধ দখল স্বত্ব ভোগী হার্ম্মাদ ব্রিটিশ মোড়লরাই।

তবু, লুটেরা ইংরেজ মোড়লরা নিজেদের দুর্বৃত্তপনা ও মোড়লীপনা অটুট-অক্ষুন্নে - কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা সহ তদমর্মে ধূর্তামি সমেত যে সকল আইন-কানুন জারী করেছিল ধূর্ত-অসভ্য ও ঔপনিবেশিক প্রভু ইংরেজ মোড়লরা তা-যেমন স্বাধীন দেশে বাতিলযোগ্য বৈ বহাল বা বজায় থাকতে পারে না তেমন অনুরূপ বর্বর আইন-কানুন ও অসভ্য বিচারিক রীতি-নীতি বা প্রথা-ঐতিহ্য চালু-বহাল ও বজায় রাখা ব্রিটিশ-ভারত ও পাকিস্তান-বাংলাদেশের মোড়লদের জন্য শোভনীয় কর্ম হলেও ইতিহাসের বিচারে তা কেবল সকল ধরণের মোড়লদের মোড়লিপনাজাত কুকর্ম বা অশোভন-দুস্কর্মই নয় বরং স্বাধীনতার জন্য জীবনদায়ী ও মুক্তিপ্রত্যাশী জনগণের প্রতি ভয়ানক রকমের প্রতারণাসমেত ঐতিহাসিক প্রহসন ও নির্মম নিষ্ঠুরতাও।

মোড়লত্ব প্রতিষ্ঠার কাল হতে অর্থাৎ দাসত্ব-বর্বরতার জন্মাবদি ভারতীয় জনগণ বা বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ অনুরূপ প্রহসন-প্রতারণার শিকার।কাজেই, পরজীবীতার মোড়লীপনার সুযোগ-সুবিধা অক্ষুন্নে-ভারতের মতোই বাংলাদেশের প্রথাগত বুর্জোয়া রাজনীতির আস্তানায়ও আইন-কানুন বা আইনানুগ বিচার আচার খুব একটা গুরত্ববাহী আলোচ্য-বিবেচ্য বিষয় নয়। অনুরূপ হেতুবাদেই গোত্রপিতা বা পদোন্নত পিতা সমেত পূর্বাপর বড় বড় মোড়লদের মোড়লীপনা কবুল করা বা তদবলে নিজেদের মোড়লীপনা বলবত-বহালকরণের সংকীর্ণ স্বার্থান্ধতায় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি বেমালুম ভুলে ও কার্যত অস্বীকার করে ভারতীয় সংবিধানের নকলীকরণ, বৃটিশ আইনের সংরক্ষণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান ও জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের অংশ বিশেষ জোড়াতালি দিয়ে প্রণীত হযবরল মার্কা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ মতেও বৃটিশ-পাক আমলের আইন-কানুন যেমন নীতিগত ভাবে তেমন বাস্তবিক অর্থেই বাতিলযোগ্য ও অচল-অকার্যকরগণ্য হেতু তদার্থে উপযুক্ত বিহীতাদি সম্পাদন করা ছিল বিকল্পহীনভাবে আবশ্যকীয়। কিন্তু, তা করা হয়নি বলেই পরস্পর বিরোধী আইন-নিয়ম ইত্যাদির হেতুবাদে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে আইনী জট ও জটিলতা তেমন সংবিধান সহ অপরাপর আইনের অকার্যকরতা।

অত:পর, নির্বাহী প্রধানের অনুগত জাতিয় সংসদ এর কথা না বললেও, কোন আইনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার বিশেষত নির্বাহী ও বিচার বিভাগ- নির্বাহী ও বিচারিক কর্মাদি সাধন-সম্পাদন করেন সে ব্যাপারে তাঁরাই ভালো বলতে পারেন বটে। কিন্তু, বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখিত অনুচ্ছেদদ্বয় অনুরূপ কার্যাদি অনুমোদন করে না বলে কার্যত বাংলাদেশে সংবিধান কার্যকর হয়েছে এমনটা দাবী করা যাবে না।

কাজেই, বাংলাদেশের রাজনীতি, সরকার ও বিচারিক অংগনের অনুরূপ আইনী অনীহা-অজ্ঞতায় বা তদমর্মে দায়হীনতায় জনসাধারণ্যেও আইন-কানুন বিষয়ে মারাত্মক রকমের

খামতি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি বিরাজমান এবং জনগণকে এমতাবস্থায় যতোবেশী দিন রাখা যায় ততোবেশী দিন অনুকূল সুযোগ পায় মোড়লীপনাই ।

মোড়লীপনার বিরোধ-বিবাদ ও যুগপত স্বার্থগত মিতালীতে - ১৯৮০ দশকে বাংলাদেশে গড়ে উঠা ১৫, ৭ দল এবং পরবর্তীতে -৮,৭ ও ৫ দলীয় জোটত্রীয়র জোট রাজনীতির কেন্দ্রীয় স্তরে আমারও দীর্ঘদিনের বিচরণ ও মোড়লীপনার সুযোগে- উপলব্ধি হয়েছে যে, দেশের প্রায় সকল দলের মোড়লারাও আইন বিষয়ে কেবল আমার মতো অজ্ঞই নয়, কেউ কেউ ভন্ডও বটে। যদিচ, মোড়লরা সকলেই সংসদে গিয়ে আইন বানাতেই রাজনীতি করে বলে দাবী করে প্রকাশ্যে-জনসাধারণ্যে।

অন্ধত্ব,অজ্ঞতা ও মূঢ়তার লেনিনবাদের অন্ধকারাচ্ছন্নতায় ও বিমোহিতায় এবং বিভ্রম-বিভ্রান্তিতে সাম্যের দর্শন ও প্রায়োগিকতা উপলব্ধিতে অক্ষমতায় আইন বিষয়েও অনুরূপ অজ্ঞতা-অনীহার কারণে- দলীয় মোড়লিপনায় অতো দীর্ঘদিন অবস্থান করা বা ষ্ট্যালিন-মাও, হোচিমিনদের মতো আমৃত্যু বা দীর্ঘদিন একই পদ-পদবীতে অধিষ্ঠান করা যে সাম্যবাদী নীতি-নৈতিকতারতো বটেই এমনকি বুর্জোয়া আইন বা বিধি-বিধানের সহিতও সাংঘর্ষিক ও পরিপন্থী এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নিদানেও অস্বীকৃত তাও কখনো গুরুত্বসহ ভাবিনি ।

শ্রেণী ও রাষ্ট্র বিনাশী সাম্যবাদের সমাজনীতি প্রকৃতার্থেই রাষ্ট্র ও রাজনীতি বিলোপকারী বলেই সাম্যের বোধ-নীতি ইত্যাদি নীতিগতভাবেই লেনিনবাদী রাষ্ট্র গড়ার রাজনীতির সহিত সাংঘর্ষিক ও বৈরী হেতু অনুরূপ বৈরীতায় লেনিনবাদী রাষ্ট্রে যেমন তেমন লেনিনবাদী পার্টিও অনুরূপ ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সমেত নীতিগত বৈরীতা-বিরোধের ফ্যাক্টরী বিশেষমাত্র । কাজেই, লেনিনবাদী আস্তানায় একদিকে অনুরূপ দুস্কর্মের আধিক্য ও দুস্কর্ম -দুস্কৃতিতে যোগ্য-দক্ষদের মিরাশী ও মৌরশী স্বত্ব -স্বামিত্ব অন্যদিকে সাম্য প্রত্যাশী সহজ-সরল ও আন্তরিক কর্মীদের বোকামি ও চিরকালীন দাসত্বের মধ্যকার বিরোধ-বৈরীতায় নিপতিত-নিগৃহীত ও শোষিত-অত্যাচারিতদের নৈমত্তিক মনোযন্ত্রণা ও কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকেনা বলেই আমার ধারণা। আমরাও অনুরূপ মনোযন্ত্রণাভোগীই কেবল নয়, উপর্যপুরি, খন্ড-বিখন্ডিত বিভিন্ন লেনিনবাদী দল-গ্রুপ ঐক্যবন্ধ হয়েও বাংলাদেশে একটি লেনিনবাদী বিপ্লবই কেবল সম্পন্ন করতে আমরা ব্যর্থ হইনি, উপরন্ত একটি শক্তি-সামর্থপুর্ণ বা জনভিত্তি সম্পন্ন পার্টিও গড়ে তোলতে পারিনি বা ঐক্যবন্ধ দলও যেমন একত্রিত থাকেনি তেমন যতো মোড়ল প্রায় ততো মত বা তদানুরূপ গ্রুপ-চক্র পার্টিতে স্বক্রিয় ছিল বলে স্বপ্ন ভংগ ও দুস্বপ্নের আতংক-ক্ষোভ, হতাশা ও অনিশ্চয়তা ইত্যকার নানান দুশ্চিন্তা-উদ্বিগ্নতায় নানান মনো-দৈহিক যন্ত্রণা ও বিকারই ছিল আমাদের মতো বোকা-বেকুফ সমাজতন্ত্রীদের নৈমত্তিক প্রাপ্তি- নিয়তি ।

কমিউনিষ্ট-সমাজতন্ত্রী তথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাবী করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রিক ক্ষমতাধর চীন-সোভিয়েত দুই পার্টিই পরস্পরকে জাতীয়তাবাদী, রোমান্টিক ও সংশোধনবাদী-বিশ্বাসঘাতক বা সমাজতন্ত্রের বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত ও

আখ্যায়িতকরণ; উভয়েই জাতীয় মুক্তি অর্জন ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের লেনিনীয় নীতি বাস্তবায়নকারী হয়েও ১৯৫০ সালের ৩০ বর্ষী চীন-রুশ মৈত্রীচুক্তি অকার্যকর ও তদমূলে চীন হতে সোভিয়েত সহযোগিতা প্রত্যাহার; রুশ-চীন সীমান্ত বিষয়ে ১৮৫৮ সালের রুশ-চীন চুক্তির ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা নিয়ে চীনা রাজতন্ত্র ও রুশ জারের বিরোধ বিবাদে জড়িয়ে পড়ে শেষত চীনা রাজবংশ ও রুশীয় জারের পক্ষভুক্ত হওয়া এবং রাজা ও জারদের যোগ্য ও উপযুক্ত উত্তরসূরী হিসাবেই ও গণ্যে লেনিনবাদী দুই রাষ্ট্রই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং উভয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নিজেকে পুঁজিবাদ বিরোধী ও বিনাশের উকৃষ্ট রাজনৈতিক কারিগর দাবী করা সত্ত্বেও উভয়েই বিশ্বপুঁজিবাদের সেরা মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব-নিয়ন্ত্রণ কবুল করা সহ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন-সহায়তা ও আশ্রয় লাভে প্রকাশ্য-গোপন তৎপরতায় লজ্জাজনকভাবে জড়িয়ে পড়া এবং অনুরূপ বৈরীতা-বিরোধীতা ও শত্রুতায় দেশে দেশে যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ বাঁধানো সহ রুশ-চীন পন্থী পার্টি হিসাবে লেনিনবাদী পার্টিগুলোর ভাগ-বিভাজনের প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান তথা বাংলাদেশেও লেনিনবাদী পার্টি বিভক্ত হওয়া প্রসংগে মস্কো-পিকিংয়ের ফতোয়া বা ঐরূপ ফতোয়ামতো পার্টি মোড়লদের তদ্বিষয়ক ব্যাখ্যায় তাৎক্ষণিকভাবে দ্বিমত করতে না পারলেও সর্বান্ত করণে সহমত পোষণ করতে যেমন পারিনি তেমন কারণটাও সুস্পষ্ট হতো না ।

তাছাড়া-উভয় রাষ্ট্রই গলাবাজি ও গালিগালাজ করতে ওস্তাদ হলেও নিজ নিজ রাষ্ট্রের বহু বিষয় প্রকাশ করতো না বলে আমার দ্বিমত বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত গঠনে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত তথ্য-উপাত্ত ও দলিল-দস্তাবেজের অপ্রতুলতা ও অভাবে চীন-সোভিয়েত সহ আমাদের দেশীয় মোড়লদের মতামত অপর্যাপ্ত ও অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বা তদ্বিষয়ে মনোজিজ্ঞাসার সদোত্তর প্রাপ্তির আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়ে মানসিক সংঘাত ও মনোবিকার বা বিসাদগ্রস্ত হলেও ঐসকল মতামতই আপাত:ত কবুল করা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। তাছাড়া ঐসকল বিরোধ-বৈরীতা বিষয়ে রাজনৈতিক ফতোয়া ছাড়া চীন-সোভিয়েতের রাষ্ট্রিয় সংবিধান-আইন বা পার্সোনাল ল' ইত্যাকার বিষয়াদি যেমন পাইনি তেমন তা পেয়ে তদসম্পর্কে জবাব পাওয়া যেতে পারে এমনটাও ভাবিনি বা সেসব দলিল-দস্তাবেজ বা রাষ্টিক সংবিধান-আইন বা পার্সোনাল ল' বা বিচারিক কার্যক্রম বিষয়ক নিয়ম-নীতি, প্রথা ও কার্যবিধি ইত্যাদি পড়া-জানা বা পাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহিত দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রায় ১৫ কোটি মানুষের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় ৮ কোটি দাসকে সর্বাধিকমাত্রায় উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে বাধ্য করে উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য ও ঘনীভূত পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে সোভিয়েতের আড়াইকোটি দাসকে হত্যা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ও লেনিনীয় জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিতে কপট বিশ্বাসী ষ্ট্যালিন অপরাপর সকলের জাত-জাতি অস্বীকার ও অকার্যকর করে যুদ্ধের ক্ষতি পুরণ বাবত জার্মানীর অংশ বিশেষ সহ পোলান্ড, রোমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাংগেরী ইত্যাদি পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো দখল করে সেখানকার ডেমোক্রাট তথা পুঁজিবাদীদেরকে ষ্ট্যালিনীয় বলশেভিক বনতে বাধ্য করে খোদ

ষ্ট্যালিনের কর্তৃত্বাধীন পার্টি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। অনুরূপ রাষ্ট্র রক্ষায় লেনিনীয় রাষ্ট্রিয় নিরপত্তা বাহিনী তথা চেকা বা কে. জি. বি'র বর্ধিত অংশ সহ ষ্ট্যালিনীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

অত:পর, উল্লেখিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলই অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের মানবিক যন্ত্র বৈ মানুষ হিসাবে কখনো স্বীকৃত ও গণ্য করা হয়নি। শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ জীবনমান নিশ্চিত না করলেও পার্টি কর্তা বা সেনা-রাষ্ট্রিক কর্তাদের বিলাস-বহুল জীবন-যাপনের জন্য প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী পণ্য সামগ্রীসহ দেশীয় মদ-ভদকা ইত্যাদিও করমুক্ত ও সাশ্রয়ী দামে ক্রয় করার সুযোগ নিশ্চিতিতে হার্ড কারেন্সী সপ চালু করা হয়েছিল।

রোমানিয়ার চসেস্কু যেমন ইরাকের সাদ্দামের মতো বিলাস বহুল জীবন যাপনের জন্য নিজ বাড়ীতে সোনার বার্থ রুম ফিটিংস ব্যবহার করেছে তেমন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধানতম সর্দ্দার যুগোশ্লাভিয়ার লেনিনবাদী মোড়ল মি: টিটু, অবকাশকালীন নিবাস হিসাবে একটি দ্বীপ সহ একাই ৩২ টি প্যালেস ব্যবহার করতো। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার অতিতের রাজারা এমন সুযোগ পেয়েছিল কি ?

অত:পর, মজুরি সহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না করে অনেকবার খাদ্য সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের দাম বৃদ্ধি করেছে ষ্ট্যালিনের অনুগত অথবা ষ্ট্যালিনের বিরোধী হলেও লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারগুলো। মূল্য বৃদ্ধির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকশ্রেণী তৎপ্রতিবিধানে- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মোড়লদের ছবি বহন করাসহ আন্তর্জাতিক সংগীত গেয়ে-কর্মপরিবেশ উন্নত করা সহ সাধারণ জীবনমান রক্ষার উপযোগী মজুরি ও সুযোগ-সুবিধার দাবীতে ধর্মঘট করা সহ রাজপথে নেমেছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী। আর প্রতিবারই অনুরূপ আন্দোলন-সংগ্রাম দমন-নির্মূল করা হয়েছে সোভিয়েত সেনা সহযোগিতায় ট্যাংক-মেশিনগ্যান ব্যবহার করে অসংখ্য হত্যা-খুন ও আটক-গ্রেফতার এবং চরম দন্ড দান সহ ভয়ানক বর্বরতা চালিয়ে।

১৯৫৬ ও ১৯৭০ সালে অনুরূপ নৃশংশ হত্যাকান্ড সহ নির্মম-নিষ্ঠুরতায় দমন করা হয়েছিল পোলান্ডের শ্রমিক বিদ্রোহ। কিন্তু, জীবনের দাবী পুরণে স্বৈরতন্ত্রের কামান-গোলাকে উপেক্ষা করেই জীবন চক্রের গতি এগিয়ে চলে এটাই শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ধর্ম। কাজেই ১৯৮০ সালে পোলান্ডের সরকার জিনিষ-পত্রের দাম ৩০% হতে ৮০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেও মজুরি বৃদ্ধি না করায় জুলাই, ১৯৮০ সালে পোলান্ডের লুবলিন শহরের শ্রমিকরা অধিক মুজরি ও খাদ্য সহ ভোগ্য পণ্যের নিম্ন দাম, হার্ড কারেন্সী সোপ বন্ধ এবং সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগীদের বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির সকল সুযোগ বিলোপ এবং সেনাবাহিনীর হারে পারিবারিক ভাতাদি নির্ধারণ ও তা নিশ্চিতিতে ধর্মঘট শুরু করে। যথারীতি পুর্বেকার অনুসৃত দমন নীতি এবারো চালানো হয় এবং সামারি ট্রায়ালে ধর্মঘটীনেতাদের কারাদন্ড প্রদানসহ ওয়ান ওয়ে টিকেট দিয়ে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু, এবারে শ্রমিকরা যেমন মরিয়া হয়ে উঠে তেমন ক্যাথলিক চার্চ

আন্দোলনকারীদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ফলে-সেপ্টেম্বর,১৯৮০ সালে চার্চের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হয় " সলিডারিটি" অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলফ গভার্নিং ট্রেড ইউনিয়ন। সলিডারিটিকে দমন করার জন্য ১৯৮১ সালে জারী করা হয় মার্শাল ল'।

সলিডারিটির মুল মোড়ল লেসওয়ালেসাও ছিল একদিকে চার্চের তল্পিবাহক অন্যদিকে, পোলিশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক পুলিশের চর । তবু, পোলান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের দাবী পুরণে ব্যর্থ -অক্ষম ও অযোগ্য মার্শাল ল'য়ের মেসিনগান বা মার্শাল দন্ডের মধ্যেও সলিডারিটি গোপনে গোপনে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সমর্থনে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৮৭ সালে খাদ্যসহ নিত্যপণ্যের মুল্য ১১০% বৃদ্ধি করা হলেও গড় মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৪০%। ফলে- সলিডারিটি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৮ সালে টানা ৮০ দিন ধর্মঘট পালিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সরকারের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা চুক্তিমতো জুন,১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় এবং ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও বিজয় লাভ করে সলিডারিটি ।

অত:পর, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির বলে বলীয়ান এবং চার্চের কৃপাধন্য সলিডারিটি লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক পোলান্ডের সংবিধান বাতিল বা স্থগিত করে নয়, কেবলমাত্র সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হতে অবাধ পুঁজিবাদে উত্তরণে রাষ্টীয় মনোপলি বাতিল করে ব্যাপক বেসরকারীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামুলক মুক্তবাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাসহ একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

সলিডারিটির অনুরূপ সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে লেনিনীয়-স্ট্যালিনীয় রাষ্ট্রিয় মনোপলিতে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতকারী রাষ্ট্রজীবী ও রাজনীতিজীবীরা নিজ নিজ সঞ্চিত পুঁজি সঞ্চালনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করে বহু বলশেভিক রাতারাতি ডেমোক্রাট বনে গেছে। ফলে-২০০৯ সালেও পোলান্ডের জনসংখ্যার ২১% চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। ধূর্ত লেনিনীয় পুঁজিবাদ পোলান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর দু:খ-দুর্দশাকে জিম্মি/পুঁজি করে শ্রমিকদের রক্তে-ঘামেই অর্থাৎ শ্রমিক আন্দোলনের মাথায় ভর দিয়েই সাবেকী বা আদি-অকৃত্রিম পুঁজিবাদে আভির্ভূত হয়েছে। তবে আন্দোলনকারী শ্রমিকরা কাংখিত মুক্তি না পেয়ে সলিডারিটির মুল মোড়ল পোলিশ পুলিশের এজেন্টকে ২০০০ সালের পেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রত্যাখান করেছে বলে তিনি মাত্র ১% ভোট লাভ করেছেন এবং সলিডারিটি ছেড়ে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা করছেন।

বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের শর্তাধীন মুক্তবাজারের মুক্ত বাতাবরণে পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অনুকুল বৈশ্বিক পরিবেশ ও আপেক্ষিক সুবিধাজনক সুযোগে এবং পোলান্ডের মুক্তবাজারী ও বহুদলীয় রাজনীতির নজির ও পথ ধরে সোভিয়েত ব্লকভুক্ত পুর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় মনোপলির রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো সঞ্চিত পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হতে কেবলই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হতে রাষ্ট্রিক মনোপলি পরিত্যাগ করে অবাধ মুক্তবাজারী পথ ও পন্থা হিসাবে বেসরকারীকরণসহ বহুদলীয় রাজনীতির

প্রবর্তন করে। অনুরূপ কারণে ও লেনিন-ষ্ট্যালিনের তথাকথিত জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতির বকোয়াজে সোভিয়েত ইউনিয়নে- শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ নয় বরং বিকশিত ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদীবোধ ভিত্তিক রাজনীতি ও নয়া অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে ২৫ ডিসেম্বর,১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নও বহুধা ভাগে বিভক্ত হয়ে আদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজনৈতিক রূপে আভির্ভূত অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতোমধ্যে সঞ্চিত ও ঘনীভূত পুঁজি স্বীয় সঞ্চালন প্রয়োজনীয়তায় প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

সোভিয়েত ব্লকের রং-রূপ বদলের সাথে সাথে দুনিয়ার বহু মস্কোপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির বহু মোড়ল বা উপমোড়ল যেমন রাজনৈতিক বোল-চাল পাল্টিয়ে দিনাদিনিতে ডেমোক্রাট বনে গেল তেমন রং বদলের ঘটনা বাংলাদেশেও ঘটলো। কিন্তু, এন্টি মস্কো শিবিরে যুগপত কিঞ্চিত ভীতি ও কিঞ্চিত তত্ত্বগত সাফল্যের অর্থাৎ সামাজিক সংশোধনবাদী বলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন “কলাপস” করেছে বলে নিজ ঘরে কিঞ্চিত স্ব:স্থি পেতে চাইলো।

অরিজিনাল পিকিং পন্থীদের মতো স্বয়ং তৃপ্তিতে খুব একটা শামিল নয় বরং লেনিন ও লেনিনবাদের পরাজয় ও বিপর্যয়ে দু:খ পেয়েছি এবং সংশোধনবাদের মাওপন্থী রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানলেও লেনিনবাদ হতে সংশোধনবাদের সুযোগ তৈরী হওয়ার অর্থনৈতিক ও আইনগত কারণ জানতাম না বলে বিষয়টি সমাজতন্ত্রের সমস্যা গণ্যে ভবিষ্যতে যেন সেরূপ সমস্যা না হয় অন্তত আমাদের পার্টির দ্বারা গঠিত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রে, সেজন্য- পার্টিকে আরো কতটামাত্রায় লেনিনবাদী নীতিতে সুদৃঢ় করা যায় সে বিষয়ে মনোযোগী হতে অপচেষ্টা করি।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্যা বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি সবচাইতে বেশী আলোড়িত-চিন্তিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি ৮০ দশকের পোলান্ডের শ্রমিক ধর্মঘটে। পত্রিকায় প্রকাশিত ছিঁটা -ফোঁটা খবর ছাড়া তেমন কোন তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার সুযোগ ছিল না বলে নিজে মোড়ল হয়ে দলীয় অন্যান্য মোড়লদের নিকটও জানতে চেয়েছি এই প্রশ্ন যে, পোলান্ডের রাষ্ট্র ও পার্টি যদি শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ও পার্টি হয়, তবে পোলান্ডের শ্রমিকরা কেন নিজ পার্টি ও নিজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে?

অথচ, খোদ রাষ্ট্র, তা হোক পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী; মূলত রাষ্ট্র -রাষ্ট্র বলেই যেমন শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী এবং মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তির বৈরী এবং প্রতিবন্ধক এবং রাষ্ট্রবাদী সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিষ্ট পার্টি আদৌ শ্রমিকশ্রেণীর দল বা রাষ্ট্র নয় বা দুনিয়ার মজুর এক হও বলেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুরূপ নিয়ামক নীতি কার্যকরণে সমাজতান্ত্রিক সমাজের অগ্রদুত অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর আন্ত র্জাতিক সংগঠন না গড়ে বা তদ্রুপ কার্যক্রম না চালিয়ে কার্যত দুনিয়ার মজুর এক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধি ও প্রতিবন্ধক জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন তথা কেবলই আমাদের মতোই কেবলই মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি কেন্দ্রীক জাতীয় বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠন ও তদমর্মে রাজনৈতিক কার্যক্রম যারা পরিচালনা করে তারা কশ্মিণকালেও সমাজতন্ত্রী নয় বা

সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ছাত্র বা অনুসারী নয় বলে লেনিনবাদের পিতৃভূমি রুশ বলশেভিক পার্টি ও বলশেভিক পার্টির অনুসারী-অনুগামী রাজনৈতিক দলগুলো যে সাম্যবাদী সমাজের বিরোধী বৈ কমিউনিষ্ট বা বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক সংগঠন নয় হেতু প্রকৃতই এবং কার্যতই বলশেভিক পার্টি ও বলশেভিক পার্টি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র বিশেষ শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন নয় তা-ভুলেও মনে আসেনি মূলত লেনিনবাদী রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের মোহগ্রস্ত তায় ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে বা নিছক অজ্ঞতায় ।

দৈহিক প্রতিকূলতায় যখন ঘরবন্দী হয়েছি তখনো রাষ্ট্র -রাজনীতি ও সামাজিক বৈষম্যের ঘাত-অভিঘাতে আক্রান্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি বলে শিশুকাল হতে স্বপ্নের সাম্যবোধের সহিত উল্লেখিত ঘটনাবলীর বৈরীতা-বিরোধীতায় মনোযন্ত্রণা কেবলই প্রকটতর হয়েছে। তাছাড়া-পুঁজিবাদের অত্যাচার-অনাচার দুরীকরণে ব্যর্থতা-অক্ষমতা,উপরন্ত পুঁজিবাদী হামলা-আক্রমনে বিদ্ধস্ত হওয়া ও শারিরীক অসুস্থতা এবং লেনিনবাদী পার্টির কুফল তথা নিজ দলীয় রাজনৈতিক নোংরামিতে স্বীয় মনো-দৈহিক যন্ত্রণা-সমস্যা ও সীমাবদ্ধতায় দল হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছি বিধায় ২০০৪ হতে দলীয় ফোরাম ছিল না হেতু পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি করে মনোতাপ হ্রাসের চিন্তা মাথায় আসতেই আমার কতিপয় বন্ধুর উসকানীতে লেখা-লেখি শুরু করি ২০০৫ সালের শুরুতে। কিন্তু, যেহেতু দলীয় রাজনীতির দায়িত্ব পালন করি না তাই রাজনীতি নিয়ে না লিখার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশের সমগ্র রাজনৈতিক পরিমন্ডলে যে বিষয়টি খুবই উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত সেই আইন বিষয়ে লিখার ইচ্ছা হতে যা যা লিখলাম তা দেশের প্রথম শ্রেণীর প্রধান প্রধান পত্রিকায় নিয়মিত বা ধারাবহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

অত:পর, আইন বিষয়ে লিখতে গিয়ে একদিকে যেমন, আইনের ইতিহাস ও আইনের দৃষ্টিভংগি বা আইনের আর্থিক ভিত্তি অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করি আরেক দিকে এতোদিনকার মনোযন্ত্রণা বিষয়েও অনুসন্ধানের সুযোগ পাওয়ায় এবং আইনী রাজনীতির তারতম্য বা আইনী ইতিহাসের সামাজিক গুরুত্ব কিঞ্চিত অনুভূত ও অনুমিত হওয়ার প্রেক্ষিতে লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন-বিধি ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠি। বহু বিষয়ে সহজেই অবগত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি কারী উইকিপিডিয়া কর্তৃপক্ষ সহ থ্যাংকস টু, ইন্টার নেট, ইলেক্ট্রিক মেইল এন্ড থ্রি ডব্লিউ- আবিস্কার ও উদ্ভাবনকারীদের; যাহাই জানতে চাইলাম তাহাই জানার সুযোগ পেলাম।

ফলে- পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন অর্থাৎ হাম্মুরাবীর কোড হতে আক্কাডিয়ান ল', মোসেস ল', শামস ল', রোমান ল', চেংগিস ল, চানক্য দন্ড নীতি , মনু সংহিতা এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইটজারল্যান্ড, স্পেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া,ভেনিজুয়েলা, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালী, পোলান্ড, জার্মান, জাপান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া,কিউবা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লেনিনের সংবিধানসহ দুনিয়ার প্রায় সব দেশের সংবিধান পেয়ে গেলাম। স্বাধীনতা ও যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বিষয়ে ন্যাদারল্যান্ড চুক্তি, প্যারিস চুক্তি, ভার্সাই চুক্তি, বার্লিন চুক্তি, সান ফ্রানসিসকো চুক্তি, ঢাকা চুক্তি, জেনেভা কনভেনশন,

এবং কমিউনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী বা লেনিনের ৩য় আন্ত র্জাতিকের শর্তাবলী এবং জাতিসংঘ চার্টার ও বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের চুক্তিপত্র সমেত প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বা মিথ সহ আদি গ্রন্থ ইত্যাদিও পেতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ।

অত:পর, পর্যালোচনা ও তুলনা করে দেখলাম এবং জানলাম যে, লেনিনের সংবিধান হাম্মুরাবীর কোডের চেয়ে জঘন্য এবং আইন বিষয়ে লেনিন যে পরিমাণ বেআইনী কর্ম বা দুস্কর্ম করেছেন তা লিখিত আইন রচয়িতা আর কেউ করেনি বা সমাজতন্ত্রের নামে লেনিন যে, দাসতন্ত্র রাশিয়ায় কায়েম করেছিল তা ইতিহাসে কেউ কখনো করতে পারেনি এবং সোভিয়েতের শ্রমিকশ্রেণী যে হারে শোষিত-বঞ্চিত ও পীড়িত হয়েছে সে হারে দুনিয়ার কোন দেশের শ্রমিক সমসাময়িককালেতো নয়ই এমনকি,ইত:পুর্বে ততোটামাত্রায় নির্যাতিত হওয়ারও নজির পাওয়া যায়নি বা তদ্রুপ নজির সৃষ্টি হওয়ারও সুযোগ ছিল না বলেই নাই।ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত ব্লকে সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিসহ বিশ্ব পুঁজিসহ পুঁজিবাদের বৈশ্বিক স্বার্থ সংরক্ষণে-পুঁজিবাদী মোড়ল রুজভেল্ট-চার্চিলের সহযোগি তবে রুশী কমিউনিষ্ট লেনিনের যোগ্য শিষ্য ষ্ট্যালিনদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ- দি ওয়ার্ল্ড লর্ড।

শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভালো, কারণ শত্রু যতোবেশী তোমার কাজের বিরোধীতা করবে তোমার কাজটা ততোবেশী ঠিক বলে ধরে নিবে রুপ মাওবাদী তত্ত্বে বিমোহিত ছিলাম বলে দেশীয় বা স্থানীয় পরজীবী গোষ্ঠীর যতোই হামলা-আক্রমণে নির্যাতিত-নিপতিত হয়েছি ততোই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সঠিক কাজ করতে পারছি বলে বিপ্লবী চেতনার সক্রিয়তায় আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত হতাম। কিন্তু, যখন ষ্ট্যালিন-মাওয়ের গুরু লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদের বর্বরতা ও হিংস্রতা এবং শ্রমিকশ্রেণী বিরোধী জঘন্য দুস্কর্মের আইনী ও অর্থনৈতিক নীতি ও কার্যাদি অবহিত হলাম ও বুঝলাম যে, অনুরূপ কার্যাদিতে লেনিনবাদী মোড়লদের সুবিধা হলেও তাদের চেলা হিসাবে আমি ও আমার মতো মোহান্ধ অথচ সাম্য প্রত্যাশী বোকা-অজ্ঞরা সাম্য ও সমাজতন্ত্রের নামে পীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থ নিশ্চিতিতে জাতীয় বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গড়া-প্রতিষ্ঠা বা তদ্রুপ পার্টি পরিচালনা ও তদ্রুপ রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদনে যা যা করেছি তাতো কেবলই তাদের পক্ষেই গিয়েছে যাদের হামলা-আক্রমণ ও গালিগালাজ খেয়ে নিজের বিপ্লবীপনায় আস্থাশীল হয়েছিলাম আর ভয়ানক ক্ষতি করেছি অবশ্যই সাম্য প্রত্যাশী মানুষ হিসাবে নিজেরতো বটেই শ্রমিকশ্রেণীরও।

পুঁজিবাদের আর্থিক সুবিধাভোগী নই তবু, সেবা করেছি পুঁজিবাদের এমন বোকামিটাও যখন স্পষ্ট হলো নিজের কাছেই তখন-স্বীয় অজ্ঞতা-বোকামি ও দুস্কর্মের দায়ে নিজেকে কেবলই দোষী গণ্যে কেবলই লজ্জায়-ঘৃণায় ও অনুশোচনায় এবং সম্ভবত জীবনের সর্বাধিক মনোযন্ত্রণায় নিপতিত হয়েছিলাম।

উল্লেখ্য-২০০০ সাল হতে কতিপয় পেশাদার রাজনীতিক সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় বিষয়ে অনুসন্ধানে আমার সাথে সহমত পোষণ করেও যৌথভাবে অনুরূপ অন্বেষণ ও অনুসন্ধানে যা যা করণীয় তা করা হতে বিরত হয়েছে খুব সম্ভবত কেবলই রাজনৈতিক পেশাদারিত্বের হেতুবাদে ।

তবে অনুরূপ মনোযন্ত্রণায় কম-বেশ আক্রান্ত ও অংশীদার ও সমাজতন্ত্রের সমস্যা-সংকট বা সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পুর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর 'বিলোপ-বিপর্যয়' বিষয়ে অনুসন্ধানী এবং প্রথাগত পেশাগত রাজনীতিক নয় তবে একদা "মার্কসবাদী-লেনিনবাদী" এমন কয়েকজন বন্ধু মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম- আমরা অন্তত, আমাদের লেনিনবাদী দুস্কর্মের দায়-দোষের স্খালন বা দায় মুক্তি সাধনে আমাদের প্রত্যেকের স্বাধীনতা-মুক্তির শর্তাধীন সামাজিক মুক্তি তথা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির মতবাদিক প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ লেনিনীয় জঞ্জালের বেড়ি-বাঁধা, দুরীকরণ-নির্মূলীকরণে একদম গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে নিজেদের একীভূত রেখে প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালাবো ।

অত:পর, শুরু হলো আমাদের যৌথ অনুসন্ধানী আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্মিলিত প্রয়াশ। অনুরূপ প্রয়াশে আমরা সন্দেহমুক্ত থাকতে পারিনি খোদ মার্কস-এ্যাংগেলস বিষয়েও। তাইতো, দু:সাহসী হলেও বিজ্ঞান তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে লিখিত ইতিহাসের মানদন্ডে- পুঁজি ও পুঁজির ভুত-ভবিষ্যত এবং শ্রেণীহীন সমাজ সম্পর্কে মার্কস-এ্যাংগেলসদের আবিস্কৃত-উদ্ঘাটিত বা তত্ত্বায়িত- সুত্রায়িত নীতি বা ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিশ্লেষণ, তুলনাকরণ,যৌক্তিকতা- যথার্থতা ও সঠিকতা নিরুপন ও নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছি আমরা।

চুড়ান্ত পর্যায়ে আমরা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান প্রণয়নে মার্কস-এ্যাংগেলসের রচিত-ব্যাখ্যাত প্রতিটি লাইন বা বাক্য বা শব্দ সর্বক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও বা যথোপযুক্তভাবে গুরুত্ববাহী না হলেও বা সকল বিষয়ের গুরত্ব সমভাবে প্রযোজ্য না হলেও বা প্রতিটি বিষয় সমগুরুত্বপুর্ণ না হলেও বা কোন কোন বিষয় শাব্দিকভাবে কালীক সীমাবদ্ধতায় সীমিত হলেও বা হাল আমলে কালিক নিরিখে অপুর্ণাংগ ও অপ্রয়োজনীয় হলেও সমাগ্রিকভাবে মৌল বিষয়াদি এবং মৌলিকভাবে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের মুলনীতি যেমন সঠিক ও যথার্থ তেমন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান যথার্থ অর্থেই বিজ্ঞান। আর লেনিনবাদ হচ্ছে- সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা- বিকৃতি ও করাপশান।

আমাদের আরো উপলব্ধি হয়েছে যে, লেনিনবাদের আস্তানা হতে উদ্ভুত রীতি-নীতি বা মুল্যবোধ বা তদানুরুপ চিন্তা বা ব্যক্তিমালিকানা হতে সৃষ্ট বা ব্যক্তি স্বার্থ প্রসুত বা অনুরুপ বোধ হতে উদ্ভুত সকল প্রকার ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা বা ব্যক্তিবাদিতা বা ব্যক্তিস্বার্থপরতা বা অনুরুপ স্বার্থপরতার ঘৃণ্য বোধ ও সংকীর্ণ চিন্তা যেমন- ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতি, কীর্তি-কৃতিত্ব, সুনাম-সন্মান এবং চিরকালীন বা স্থায়ী কর্তৃত্ব ও মরেও অমরত্ব প্রাপ্তি ইত্যকার

প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়াদি সমেত যাবতীয় কুসংস্কারের মোহ বা তদ্রুপ মোহের অতিতের সংস্কৃতি যা-শ্রেণীমুক্তির যেমন পরিপন্থী তেমন অবৈজ্ঞানিক বলেই অনুরূপ সকল অসভ্য-বর্বর রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য রক্ষণ-সংরক্ষণ বা ইত্যকার যাবতীয় জঘন্য আচার-আচরণ বা তদানুরূপ চিন্তা-চেতনা পরিহার ও পরিত্যাগ নিশ্চিতিতে এবং অনুরূপ ঘৃণ্য বোধ বা কুসংস্কৃতির রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থাকতে বা অনুরূপ রোগ-বালাইর হামলা-আক্রমন প্রতিহতকরণে- প্রতিনিয়ত প্রতিপক্ষ বা বিরোধী পক্ষ বা বিরূপ প্রথা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথেতো বটেই মুলত এবং প্রধানত নিজের সাথে নিজেই নিরত ও নিরন্তর লড়াই করে নিজের সকল চিন্তা-চেতনা ও কর্মকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে নৈর্ব্যক্তিক অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ, যথোপযুক্ত ও যথার্থ পর্যালোচনা এবং বিজ্ঞানের মানদন্ডে তুল্যকরণে কেবলই **সমাজের শ্রেণীহীনতার শর্তেই স্বীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের শর্তাধীন প্রত্যেককেই-এখনই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে লেনিনবাদের যাবতীয় জঞ্জাল এবং ফিরে যেতে হবে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের গৃহে হতে হবে বিজ্ঞানী এবং রাজনীতিক নয় বরং সমাজবাদী এবং প্রকৃতই প্রত্যেকেই মিলে-মিশে একীভুত হতে হবে বা অকৃত্রিমভাবে দ্রবীভুত হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীতে তথা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থাধীন ও শ্রেণী মুক্তির শ্রেণী চৈতন্যে ।**

অর্থাৎ, জন্মশর্তেই শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় শ্রেণী মুক্তির চিন্তা করলেও বা তদ্রুপ চিন্তা হতে শ্রেণী চৈতন্যের উন্মেষ ঘটলেও মার্কসই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করেন এবং মার্কসের সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে যুক্ত-জড়িত এবং সংগী-সহযোগী এ্যাংগেলস সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এবং উভয়েই সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি -সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ছিলেন । অন্যদিকে- লেনিনরা সমাজতন্ত্রের মুখোশ পরে সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিঘ্নিত এবং বিলম্বিত করতে লেনিনবাদের আবরণে শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী চৈতন্যহীন করেছেন। তাই, শ্রেণী মুক্তির শর্তে মুক্তি প্রত্যাশী প্রত্যেককেই লেনিনবাদ নয়, অনুশীলন করতে হবে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান। **সো, ব্যাক টু মার্কস-এ্যাংগেলস।**

অনুরূপ বোধের প্রতি বিশ্বস্থ থেকে রচিত হয়েছে- বইখানি। পুঁজি সহ মার্কস-এ্যাংগেলস ও লেনিন রচনাবলী যা এই বইতে প্রামাণ্য হিসাবে ব্যবহৃত তা সবই " প্রগতি প্রকাশন", মস্কো হতে প্রকাশিত। আন্তরিক প্রয়াশ ছিল বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ে নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত সমেত আমাদের মতামত ও বিশ্লেষণ উপস্থাপনের। কিন্তু, তাই বলে বইখানিতে কোন সীমাবদ্ধতা, অপূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বা খামতি-কমতি নাই বা থাকবে না তাতো হতো পারে না। বইটি রচনায় অপরাপর বন্ধুর তুলনায় আমার অনুকূল- আনুপাতিক ও আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকায় লেখক হিসাবে আমার নাম মুদ্রিত হলেও এই বইয়ের ভালো-মন্দ সকল বিষয়ে বইখানি রচনায় সম্পৃক্ত আমরা সকলেই দায় ভাগী।

আমাদের অনভিপ্রেত ত্রুটি, খামতি ও কমতি নিরসন ও দুরীকরণে আমরা অবশ্যই দায়বদ্ধ।তবে,কেবলমাত্র সে সকল বন্ধু-স্বজনদের আন্তরিক শলা-পরামর্শ আন্তরিকভাবে বিবেচিত হবে যাঁরা কেবলমাত্র আমাদের মতোই শেণীমুক্তির শর্তে নিজ

নিজ মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনে কেবলমাত্র এবং একমাত্র সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের ছাত্র। আমাদের প্রণীত "শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তাহার" প্রসংগেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ বা পুঁজিবাদের তিক্ততায় তিক্ত-বিরক্ত এমন ব্যক্তিবর্গ বইখানি প্রকাশে আমাদেরকে পূর্বাপর উসকানি ও উৎসাহিত এবং সহযোগিতা করেছেন বলে আমরা পরস্পরের সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী।

শেষত,২য় আন্তর্জাতিকের মোড়লদের পূর্বাপর কার্যকলাপ বিষয়ে " জার্মান শ্রমিক পার্টির কর্মসূচির উপর পার্শ্ব-টীকা" নিবন্ধ যা- " গোথা কর্মসূচির সমালোচনা" হিসাবে পরিচিত তাতে মার্কস লিখেছেন-" লাসালের বিশ্বস্ত অনুগামীরা তাঁর লেখা সুসমাচারগুলি যেমনভাবে জানেন, তাঁর নিজেরও তেমনি ' কমিউনিষ্ট ইশতেহারটিও' মুখস্ত ছিল। সুতরাং তিনি যে তাকে এমন স্থুলভাবে বিকৃত করেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী ও সামন্ততান্ত্রিক প্রতিপক্ষের সংগে তাঁর মৈত্রীটার সাফাই দেওয়া। শুধু তাই নয়, উপরোক্ত অনুচ্ছেদটিতে তাঁর দৈববাণী-সম উক্তিটিকে একান্ত গায়ের জোরে, আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী থেকে বিকৃতভাবে উদ্বৃত অংশটির সংগে সংগতি না রেখে টেনে আনা হয়েছে। সুতরাং এটা একটা ধৃষ্টতা মাত্র। এবং বস্তুত শ্রী বিসমার্কের কাছে তা মোটেই অপ্রীতিকর নয়, বার্লিনের মারাত** যার কারবার করেন তেমনি একটা সস্তা ঔদ্ধত্য। "

অত:পর, যুগপৎ স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের মিত্র ও সংগী এবং সর্বোপুরি প্যারী কমিউন ধ্বংসকারী ও কমিউনারদের খুনি বিশ্ব গুন্ডা বিসমার্কের প্রীতিভাজন লাসাল মহোদয় খোদ মার্কসের সাক্ষ্য মতেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের যেমন বিকৃতিকারী তেমন ১ম আন্ত র্জাতিকের নীতিমালার কেবল বিকৃতিকারীই নয় বরং ঐ সকল নীতিমালা জাল-জালিয়াতি করেও ১ম আন্তর্জাতিকের সহিত সস্তাদরের ঔদ্ধত্যকারীও বটে। বিকৃতি-শঠতা,জালিয়াতি এবং প্রতারণা-ধান্ধাবাজিতে মহাওস্তাদ এহেন মহারত্ন লাসালের পার্টিই -জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাট পার্টি অর্থাৎ ২য় আন্তর্জাতিকের মোড়ল সংগঠন ।

লাসালীয়দের কর্মকান্ড নিয়ে ঐ নিবন্ধেই মার্কস লিখেছেন- " ' কমিউনিষ্ট ইশতেহার' এবং তারও আগের সমস্ত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাসাল শ্রমিকদের আন্দোলনকে সংকীর্ণতম জাতীয় দৃষ্টিভংগি দিয়ে বুঝেছিলেন। এখানে তাঁকেই অনুসরণ করা হচ্ছে-এবং তাও আন্তর্জাতিকের কর্মকান্ডের পর ! "

অত:পর, গোথা কর্মসূচি প্রণয়ন ও তদমর্মে লাসালীয়দের কীর্তিকলাপে মার্কস বিস্মিত হলেও লাসালীয়রা পরবর্তীতেও বিস্মিততো নয়ই এমনকি, তদ্রুপ দুস্কর্ম হতে বিরতও হয়নি বলেই লাসালীয় জাতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির অনুসারী মান্যবর কাউৎস্কি ও লেনিন প্রমুখ ২য় আন্তর্জাতিকের মোড়লরাও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদ নিয়ে লাসালের মতোই বিকৃতকারী এবং ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী বলেই লেনিন-কাউৎস্কিদের মহাগুরু লাসালের পার্টির লাসালীয় গোথা কর্মসূচি সম্পর্কে লাসালের

বন্ধু-মিঃ বিসমার্কের, সেবাদাস পত্রিকা 'নরডুয়েটসের' মন্তব্য বিষয়ে উল্লেখিত প্রবন্ধেই মার্কস লিখেছেন- " বিসমার্কের Nrddeutsche তার প্রভুর সন্তোষ বিধান করে যখন ঘোষণা করল যে, জার্মান শ্রমিক পার্টি নতুন কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিকতা বর্জন করেছে, তখন সে সম্পূর্ণ সঠিক কথাই বলেছিল।"

কাজেই, আন্তর্জাতিকতাবাদ বর্জনের উক্ত গোথা কর্মসুচি গ্রহণকারী জার্মান শ্রমিক পার্টি যে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতাকারী হেতু জার্মান জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয়তাবাদ এবং জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর ও বিশ্ব পুঁজিবাদের দালাল হয়েও কেবলই চালাকি ও চাতুরালীতে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণীর জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে প্রতারণামুলে গোথা কর্মসুচিতেই- শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি বিষয়ে প্রকৃতার্থে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিরোধী ও পরিপন্থী " লৌহকঠোর মজুরি বিধি সমেত", জার্মান শ্রমিক পার্টির " জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে" সুইজারল্যান্ডের অধম " মুক্ত রাষ্ট্র " গঠনে মার্কসের ভাষায় "রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায্যে একটি নতুন রেলপথেরই মতো সুষ্ঠুভাবে একটা নতুন সমাজও গড়ে তোলা যায়-এ কল্পনা লাসালেরই যোগ্য।" কর্মসুচি লিপিবদ্ধ করে মুলত শ্রমিকশ্রেণীর সহিত প্রতারণা-বেঈমানি করেছে বিধায় বর্ণচোরা লাসালীয়রা যে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর জাত দুষমন তাতো কেবল মার্কসই নয়, খোদ বিসমার্কীরাও নিশ্চিত করেছে।

"গোথা কর্মসুচির সমালোচনা" বিষয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ সালে " কার্ল কাউৎস্কির কাছে লেখা চিঠি" খানিতে ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস লিখেছেন- " ১৮৬২ সাল পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন প্রুশীয় ইতর গণতন্ত্রী, সংগে ছিল জোর বোনাপার্টপন্থী ঝোঁক (মার্কসের কাছে তাঁর লেখা চিঠিগুলো সবে পড়ে দেখলাম) ; সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে তিনি হঠাৎ ঘুরে গেলেন এবং তাঁর আন্দোলন শুরু করলেন। এবং দু-বছর না যেতেই দাবি তুললেন যে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করতে হবে শ্রমিকদের, আর চরিত্রের দিক থেকে তাঁরই অনুরূপ বিসমার্কের সংগে এমনভাবে ঘোঁট পাকাতে লাগলেন যে, নিজের সৌভাগ্যক্রমে তিনি ঠিক সময় গুলিতে নিহত না হলে তাঁর কাজের বাস্তব ফল নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণতি লাভ করত। তাঁর প্রচারমুলক লেখাগুলিতে মার্কস থেকে ধার নেওয়া সঠিক জিনিষগুলি তাঁর নিজস্ব লাসালীয়, অনিবার্যভাবেই ভুল ব্যাখ্যার সংগে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে দুটিকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব । মার্কসের সমালোচনার দরুন শ্রমিকদের যে অংশটি নিজেদের আহত বলে মনে করছে তারা লাসালকে কেবল তাঁর দু-বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জানেন এবং তাও শুধু রংগীন চশমার মধ্য দিয়ে দেখে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার অনন্তকাল এমন কুসংস্কারের কাছে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মার্কস ও লাসালের মধ্যে হিসাব-নিকাশ চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল, সে কাজ সম্পন্ন হল। আপাতত এতেই আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারি। তাছাড়া, বর্তমানে আমার অনেক অন্য কাজ আছে। লাসাল সর্ম্পকে মার্কসের প্রকাশিত কঠোর রায়ের ফল নিজে থেকেই ফলবে এবং তাতে অপরেও সাহস পাবে।

কিন্তু ঘটনাক্রমে আমায় যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে আমার আর অন্য কোন পথ থাকবে না; আমার তখন চিরকালের মতো লাসাল উপখ্যানকে সাংগ করে দিতে হবে।”

অত:পর, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিকৃত- অস্বীকার ও অকার্যকরকারী; সাম্য -সমাজতন্ত্র বিরোধী ও সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিবন্ধক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাষ্ট্র গঠনকারী ; শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জনে মৌল শর্ত আন্তর্জাতিকতাবাদের বিপরীতে ও বিপক্ষে পীড়ক বুর্জোয়া জাতির বিরুদ্ধে পীড়িত বুর্জোয়া জাতির মুক্তিদাতা ও জাতীয় পুঁজির মুক্তি সংগ্রামি তথা পুঁজিবাদের সমর্থক-রক্ষক জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক;নিতান্তই জার্মান বা রুশীয় ইতর গণতন্ত্রী তবে ভয়ানক ভীতু এবং তদ্রুপ ভীরুতায় নিজ নিজ রাষ্ট্রিক-জাতীয় স্বার্থও বিসর্জনকারী; এককভাবে মুল্য উৎপন্নের সুযোগহীনতায়-পারস্পারিক নির্ভরশীলতা এবং প্রত্যেকের অনুরুপ সহযোগিতার অপরিহার্যতায় দৈনন্দিন অভিজ্ঞাতায় সমৃদ্ধ, উপরন্ত পরজীবী নয় অর্থাৎ শ্রমজীবী বলেই প্রত্যেকেই নি:সংকোচে সত্য ও স্বীয় মত প্রকাশ ও প্রচারে সাহসী ও নির্ভিক, সামাজিক ন্যায়-নীতি কার্যকরণে দৃঢ় প্রত্যয়ী, স্বীয় মুক্তি নিশ্চিতিতে স্বেচ্ছায় হাসতে হাসতে জীবন উৎসর্গকারী বলে জন্মশর্তেই শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ সম্পন্ন ও গণতান্ত্রিক জীবনাচারী । অথচ, শ্রমিকশ্রেণীর অনুরুপ মুল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিরোধী এবং কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির পরিপন্থী ও বৈরী এবং সাংঘর্ষিক লেনিনীয় ঘৃণ্য গোপনীয়তা, নিজের মত প্রকাশে অক্ষমতা ও পার্টি -রাষ্ট্রের মোড়লদের মোড়লীপনা অমান্যে অযোগ্যতার বর্বর কেন্দ্রীকতার শর্তাধীন ভুয়া কমিউনিষ্ট পার্টি ও ভুয়া সমাজতন্ত্রের কার্যত চরম কর্তৃত্বের চুড়ান্তরকমের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মোড়লীমুলে বর্বর হাম্মুরাবীর অধম স্বৈরতন্ত্রী; এবং

জীব বিজ্ঞান মতে- দৈহিক-আকৃতির ভিন্নতা প্রকাশক অংগ বিশেষের কারণে মানুষে-মানুষে বৈরীতা-বৈষম্য না থাকলেও এবং শ্রেণী বিভক্ত সমাজের পুর্বে মানুষে মানুষে অংগ বিশেষের জন্য কোন প্রকার বৈষম্য-বৈরীতা বা ভেদাভেদ না থাকলেও বা কেবলই পরজীবীতার রাজনৈতিক চক্রান্ত ও বর্বরতায় সৃষ্ট রাজনৈতিক পদ-পদবী বিশেষ মেইল-ফিমেল রুপী রাজনৈতিক সত্ত্বা তথা জেন্ডার এর পুঁজারী ও জেন্ডার ইকোয়ালিটির ছলনায় “ নারী”-দেহ সম্ভোগী কার্যত বর্বর জেন্ডারবাদী পুরষ ও পুরুষবাদী কাউৎস্কি-লেনিনরা যে, মার্কস-এ্যাংগেলসের উপরোক্ত সাক্ষ্য মতেই বেঈমান-বিশ্বাসঘাতক লাসালের যোগ্য উত্তরসুরি ও উপযুক্ত শিষ্য তাতে যেমন সন্দেহ থাকার সুযোগ-অবকাশ নাই তেমন মানব সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম মতোই লাসালীয় ভন্ড- প্রতারকদের প্রতারণা-জালিয়াতির হেতুবাদে সৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভোগ-দুর্দশা ও দুরাবস্থার যেমন বিনাশ ঘটবে তেমন লেনিনীয় যুগের অবসান হবেই ।

সাম্যের বোধে ও সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমরা শুধু সাহস করে বিজ্ঞানী মার্কস-এ্যাংগেলসের সহিত ভন্ড-প্রতারক লেনিন-মাওদের মধ্যেকার হিসাব-নিকাশ চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেওয়ার কর্তব্য কর্মটি প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন করলাম।আর লেনিনবাদী উপাখ্যানকে সাংগ করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগঠন তথা

শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়- শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সমিতি গড়ার প্রারম্ভিক কাজও শুরু করলাম।

তবে, লেনিন-মাও বা ষ্ট্যালিন হোচিমিন বা ক্রুচেভ -ব্রেজনেভ বা জারুজেলাস্কি- চসেস্কু বা টিটু-হোক্সা বা কিম-ফিদেলরা তাদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক স্বার্থ প্রসূত নিজ নিজ বদমতলব হাসিলের দুরভিসন্ধিতে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যা সহ তদ্বিষয়ে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি ছড়াতে মার্কস-এ্যাংগেলসের রচনাবলীর সহিত লেনিনবাদ ও লেনিনবাদী অপরাপর জঘন্য মততন্ত্রকে সাংঘাতিকভাবে জড়িয়ে ও ভয়াণকরকমভাবে গুলিয়ে ফেলায় লেনিনীয় বা মাওবাদী রংগিন চশমা দিয়ে যাঁরা আমাদের কাজকে দেখবেন তাঁরা আহত হলেও আমরা নি:সংকোচে স্বীকার করছি যে, আমাদের অতিতের সকল অজ্ঞতা-ভ্রান্তি এবং ক্লান্তি ও গ্লানি সত্ত্বেও এখন আমরা অসন্তুষ্ট নই যে, শাশ্বত শান্তিবাদী মার্কস- আমাদেরকে "বোকা" ঠাওরালেও, ঠগবাজ-জুচ্চোর লাসাল-কাউৎস্কিদের ভূত লেনিন-মাওদের যথার্থভাবেই বলেছেন-"ক্রিমিনাল"।

শাহ্ আলম

ঢাকা-বাংলাদেশ।
০৩ জানুয়ারী,২০১০।

লেনিন চীট এন্ড বিট্রেয়িং মার্কস সো ,আই.এম.এফ–দি ওয়ার্ল্ড লর্ড এন্ড..............

লেনিন– প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মার্কসের সাথে। মার্কস– শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিজ্ঞান তথা সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক সূত্র–তত্ত্ব আবিস্কর্তা এবং তা বাস্তবায়ন ও কার্যকরণে আন্তরিক। তাই, লেনিনদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় যাবতীয় ক্ষয়–ক্ষতি হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর।কারণ– শ্রমিকশ্রেণীর যাবতীয় দু:খ–দৈন্যতা ও যন্ত্রণার কারণ হচ্ছে উদ্বৃত্ত–মুল্য উৎপন্ন ও তা আত্মসাতের– ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিবাদী সমাজ। আবার পুঁজিবাদ সংরক্ষায় কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে রাষ্ট্র । কাজেই, রাষ্ট্রও শ্রমিকশ্রেণীর দুশমন। অথচ, রাষ্টিক ব্যয় নির্বাহ হয় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমেই অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর উৎপন্ন মুল্য তথা উদ্বৃত্ত–মুল্যের অংশ বিশেষ হতে যা, কর বা ট্যাক্সের আবরণে আয় করে রাষ্ট্র। অত:পর, শ্রমিকশ্রেণীর যাবতীয় কষ্টের অবসান হবে পুঁজিবাদী সমাজ সমেত রাষ্টের বিনাশ ও বিলুপ্তিতে। সুতরাং, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য যেমন পুঁজিবাদী সমাজ তেমন পুঁজিবাদের রক্ষক রাষ্টের বিলোপ করা ব্যতীত আর ভিন্ন কোন করণীয় শ্রমিকশ্রেণীর নাই। তাছাড়া– মার্কসের জন্মের পুর্বেই পুঁজিবাদ সংকটে নিপতিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রও অন্তিম দশায় উপনীত হয়েছিল। অনুরুপ সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ ও মৃতবৎ রাষ্ট্রকে কবরস্তকরণে অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র সমেত পুঁজিবাদকে রিপ্লেস করতে ঐতিহাসিকভাবেই গড়ে উঠেছিল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি। ফলে– সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিসরে সংগঠন, সংগ্রাম ও যুদ্ধও শুরু হয়েছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর। অনুরুপ যুদ্ধে শ্রমিকদের প্যারী কমিউন পরাজিত হলেও কমিউন কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের বা সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রুপ আবিস্কার করেছিল।

অত:পর, বুর্জোয়া সংকটের পরিণতিতে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হবে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মর্মে বর্ণিত মার্কসদের বক্তব্য প্রায়োগিক ভাবেই কার্যকর হয়েছিল। সমাজ বদলের অনুরুপ ঘটনা ও তত্ত্ব সমুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যেমন ২য় আন্তর্জাতিকের কাউৎস্কিরা তেমন লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে তদানুরুপ করণীয় কর্মে নয় , বরং মার্কসবাদের আবরণে কেবলই নিয়োজিত করেছে বুর্জোয়াদেরই তথাকথিত “জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের” বস্তাপচা তত্ত্বের তত্ত্বীয় কর্মে অর্থাৎ অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্র বিলোপ নয় বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অটুট–অক্ষুন্ন রাখতে অক্ষম–অযোগ্য এবং কার্যত অকার্যকর রাষ্ট্র ভাগ–বিভাগ বা খন্ড–বিখন্ড করে যৎকিঞ্চিত চুনকাম করা সহ সাবেকী রাষ্টিক কাঠামোকেই নতুন বা স্বাধীন রাষ্টের আবরণে প্রতিস্থাপন বা পুন:প্রতিষ্ঠা করে কেবলই রাষ্ট্র সংখ্যা বৃদ্ধি বা তদানুরুপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক কাজে।

পরিণতিতে– ১৯০০ সালে মহা সংকটে পড়া পুঁজিবাদ স্বীয় রক্ষক রাষ্ট্রকে ভেংগে–চুরে খান খান বা তছনছ করলেও ২য় আন্তর্জাতিকের বেঈমানদের বিশ্বাসঘাতকতায়

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতি রাষ্ট্র সমেত পুঁজিবাদকে পরাস্ত করার পরিবর্তে জাতিবাদী ও রাষ্ট্রবাদীতে রূপান্তরিত হয়ে দ্বন্দ্বরত এবং শেষত যুদ্ধরত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষেই রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের সাংগঠনিক ভান্ডার ২য় আন্তর্জাতিকের কবর নিশ্চিত করে। তবে ধোঁকাবাজ লেনিন সম্রাট জারের ভাংগা-চুরা সাম্রাজ্যের একাংশে-সমাজতন্ত্রের আবরণে প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্র বিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু এক রুশী স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র। উপরন্ত ২য় আন্তর্জাতিকের পান্ডাদের নীতির অনুসরণে রুশী লেনিন সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই রণ কৌশলসহ এজাতীয় নানান ফতোয়ায় পীড়িত বুর্জোর সমর্থক ও সংরক্ষক হিসাবে নিপীড়িত বুর্জোয়ার মুক্তির উছিলায় দেশে দেশে নতুন নুতন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠা করেছে ৩য় আন্তর্জাতিক। উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সহিত বৈরী ও পরিপন্থী অপরাপর নীতি উদ্দেশ্য ছাড়া- কেবলমাত্র রাষ্ট্র বিষয়ে বৈরী নীতির কারণেই ৩য় আন্তর্জাতিক ছিল প্রথম আন্তর্জাতিকের পরিপন্থী বলেই যেমন সমাজতন্ত্রের বিরোধী-বৈরী তেমন শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু।

কাউৎস্কি-লেনিনদের অন্তোসব সহযোগিতা সত্ত্বেও পতনোন্মুখ ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো কার্যত রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব হারিয়ে লীগ অব ন্যাশন্সের সঙ্ঘে পরিণত হয়ে কার্যত প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র। তবে নজিরবিহীন ক্ষয়-ক্ষতিতে পুঁজিবাদ টিকে থাকলেও জন্মগত চরিত্রদোষে আবারো পুঁজিবাদ সংকটে নিপতিত হয়েছে। ফলে-মরণাপন্ন পুঁজিবাদ ও মৃতবৎ রাষ্ট্র রক্ষায় বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠিত ও লেনিনবাদী ষ্ট্যালিনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় ক্রিয়াশীল রাষ্ট্র রক্ষক লীগ অব ন্যাশন্স সহ সামগ্রীক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমেত পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদী সমাজকে কবরস্ত করণে- উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর অনুপস্থিতিতে বা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি বা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীকে বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধকরণে-শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনের অভাবে মৃতবৎ রাষ্ট্র ও তদানুরূপ বিপন্ন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা সমেত সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত হতে অব্যাহতি পেলেও ২য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ইতিহাসের নজিরবিহীন হত্যা-খুন, লুণ্ঠন-ধর্ষণ, জবরদস্তি-সন্ত্রাস ও ধ্বংসযজ্ঞ সংগঠিত করে শেষত লীগ অব ন্যাশন্সকেও বিলুপ্ত করে পুঁজিপতিশ্রেণী জন্ম দিয়েছে জাতিসংঘ সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ। প্রকৃতার্থে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফই এখন জ্বরাজীর্ণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি যেমন নিয়ন্ত্রণ করছে তেমন রক্ষা করছে ভাংগা-চুরা রাষ্ট্র সমেত খোঁড়া-কানা রাষ্ট ব্যবস্থাকে।

তৎসত্ত্বেও, জন্মশর্তেই সংকট হতে পরিত্রাণ পায়নি পুঁজিবাদ বলেই লেনিনীয় রাজনীতির আনুকূল্যে - পীড়িত বুর্জোয়ার মুক্তির ছুতায় আসলে পুরানো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক অক্ষমতায় বা সাবেকী রাষ্ট্র গুলো স্বীয় ক্ষমতা-এখতিয়ার বিশ্বব্যাক-আই.এম.এফের মতো বিশ্ব প্রভুর নিকট বন্ধক দিয়েও রাষ্ট্র হিসাবে টিকে থাকার অযোগ্যতায় সংকট জন্মদান বৈ সমাধানে অক্ষম পুঁজিবাদের অন্তোসব ফন্দি-ফিকির সত্ত্বেও প্রকৃতই রাষ্ট্র হিসাবে অটুট-অক্ষুন্ন থাকতে পারছে না বলেই লেনিন ও লেনিনবাদী রাজনীতির আশ্রয়ে- জাতীয় মুক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদির নামে প্রতিষ্ঠা করছে নতুন নতুন রাষ্ট্র। অত:পর, রাষ্ট্র যতো

বাড়লো ততো বাড়লো রাষ্ট্রিক ব্যয়; আর সকল রাষ্ট্রের সংরক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফসহ তদার্থে বহু ধরণের বৈশ্বিক সংগঠনসহ তদসমর্থনে বহু বেসরকারী সংগঠনের ব্যয় বহুল সভা-সেমিনার ও গবেষণা সমেত তাবৎ ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য করা হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে।

ফলে- মুক্তিতো পেলই না, উপরন্ত শ্রেণী চৈতন্য হারিয়ে বিভ্রান্ত ও বিভ্রত এবং বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়াসহ মুক্তির নিমিত্তে লেনিনবাদের মরিচিকার পেছনে পেছনে দৌড়াতে গিয়ে অসংখ্য জীবন হানি সহ নানান ধরণের নিপীড়ন-নির্যাতন ভোগ করা সমেত ভীষণভাবে মজুরি হারিয়েছে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী।

সুতরাং,লেনিনদের স্বাধীনতা যেমন মজুরি হরণ সহ শ্রমিকের জীবন হন্তা তেমন হন্তারক বটে পুঁজিবাদ সমেত রাষ্ট্র রক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ।

অত:পর, লেনিনীয় রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি-মরণাপন্ন পুঁজিবাদ সমেত মৃতবৎ রাষ্ট্র রক্ষায় নিয়োজিত বিশ্ব প্রভু বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের জামানায় দুনিয়ার শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দু:খ-কষ্ট ও দু:সহ দুরাবস্থার কিঞ্চিত চালচিত্র সমেত দুনিয়ার খাস খতিয়ান বিষয়ে খাস লেনিনবাদী রাষ্ট্র সমেত বাংলাদেশকেও যেমন নজির তেমন আপেক্ষিক বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা অসংগত নয়। কারণ- শেখ মুজিব বা মুজিবের আওয়ামী লীগ লেনিনবাদী নয় তবুও লেনিনীয় রাজনীতির ফসল অন্যান্য নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশও দৃশ্যত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে 'স্বাধীন' রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপ স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির নামে গঠিত রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর দু:খ-দুর্দশা ও দুরাবস্থা ক্ষেত্র বিশেষ কম-বেশ হলেও বা অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুলো ভয়ানকরকম নিষ্ঠুর হলেও বিশ্ব শাসক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রিক শৃংখলে বন্দী শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ-পীড়নের হার-মাত্রা বা ধরণ-ধারণ ক্ষেত্রমতো হের-ফের হলেও সাধারণভাবে প্রায় একই রকম; উপরন্ত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবীদার হলেও প্রায় সকল নব্য 'স্বাধীন' রাষ্ট্রই বিশ্ব প্রভু-বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের সদস্য। অত:পর,বাংলাদেশকেই তদমর্মে প্রাথমিকভাবে নজির হিসাবে গ্রহণ করা হল:-

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠক- পাটমন্ত্রী শাজাহান সিরাজকে বিশ্বাস করে ৮-১০ মাসের বকেয়া মজুরি/বেতন কিস্তিতে নিতে সম্মত হয়ে সমঝোতামুলে খুলনার পাটকল শ্রমিকরা আন্দোলনের কর্মসূচী স্থগিত করেছিল । কিন্ত একদা জাসদীয় তথা জাতিয় সমাজতন্ত্রী- পুঁজির লোভে বোল পাল্টানো বি এন পি-জামাত জোট সরকারের মন্ত্রী , স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণামুলক রাজনৈতিক চরিত্র হেতু ওয়াদা রাখার কথা নয় ও যথারীতি রাখেননি এবং পদদলিত ও ভংগ করেছেন সমঝোতাচুক্তি,অস্বীকার -অমান্য ও অকার্যকর করেছেন বিদ্যমান মজুরি পরিশোধ আইন, মূল্য দিতে পারেননি শ্রমিকদের বিশ্বাসের এবং "মুক্তিযোদ্ধা" ও "মুক্তিযুদ্ধেরতো" নয়ই, উপরন্ত রক্ষণ-সমর্থন ও হেফাজত করতে পারেননি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

তদপুরি, স্বাধীনতার ইস্তাহার পাঠক মহাশয় ‘স্বাধীন’ বাংলাদেশের প্রতি নয়, বিশ্বাস-আস্থা ও আনুগত্য পোষণ করছেন মহাজনী বৈশ্বিক সংঘ ও ফিনান্স পুঁজি/দাদন ব্যবসায়ী বিশ্ব ব্যাংক-আই এম এফের প্রতি অকপটে। তবে ‘ভাত দেওয়ার বেলায় নাই কিলানোর ঘোষাইর’ মতো মন্ত্রী মশায় গুলি চালিয়ে খুন করেছেন ক্রিসেন্ট জুট মিলসের অভুক্ত-নীরিহ তবে সংগ্রামী ও তরুন বয়সী শ্রমিক জসিমকে । চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে শ্রমিকদের পুর্বঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক ধর্মঘট- মিছিল করার অপরাধে- ৭ সেপ্টেম্বর খুলনা এলাকার সংগ্রামী শ্রমিকদেরকে গুলি-টিয়ার গ্যাস খাওয়াতেও কসুর করেন নাই। শ্রমজীবীরা হালাল রুজির ভাত-ভক্তা খেয়ে বাঁচতে চায় বলে হারামখোর “মুক্তিযোদ্ধা” মন্ত্রীর গুলি খেয়ে আহতের সংখ্যা শত শত । তবু বিশ্বব্যাংকের হুকুমদাস সরকার ও সরকার দলীয় নেতাদের লম্পঝম্প দেখে মনে হচ্ছে তারা-বিশেষত, স্বাধীনতার ইশতেহারের সুবাদে জোট সরকারের মহাক্ষমতাধর মন্ত্রীজী তবে মসনদ রক্ষায় অযোগ্য-অক্ষম মোগল সম্রাট শাজাহান বা বাংলার নবাব সিরাজের মতোই ব্যর্থ -অপদার্থ সর্বোপরি, বিশ্বাসঘাতক পাটমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ সংগোপনে বলছেন-শালা মজুরের বাচ্চা মজুর ,খা-স্বাধীনতার ইশতেহার খা !

মন্ত্রীজীরা যাহাই বলুন না কেন , জনৈক বুড়ো শ্রমিক দু:খ ও আক্ষেপ করে আমাকে বলেছেন- অর্জনেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল অনেকের জীবন, এখনো করছে বহুজনের এবং নিত্য হরণ করছে তাঁর (শ্রমিকদের) চাল-ডাল ও মজুরি। তাঁর হিসাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে নুন্যতম মজুরিতে মাসে সাড়ে ৫মন চাল কেনা যেত। কিন্তু সর্বশেষ রোয়াদাদ মতে নুন্যতম মজুরি মাসিক ২৪৫০ টাকায় সাড়ে ৩মনের বেশী চাল পাওয়া সম্ভব নয় ।

সুতরাং,‘স্বাধীনতা’ কমপক্ষে জনপ্রতি মাসিক দুই মন চাল খেয়েছে। শুধু কি তাই,স্বাধীনতার পর হতে পাটকলের শ্রমিকগণ মজুরি কমিশনভুক্ত ছিলেন বলে সকলেই সরকারী মজুরি কাঠামো অনুয়ায়ী মজুরি পেতেন বলে এখনকার সরকারী-বেসরকারী খাতের মতো মজুরি বৈষম্য ছিলনা। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক-আই এম এফের শর্তে ডিন্যাশনালাইজড ও ডিসইনভেষ্টটেড এবং প্রাইভেটাইজড অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন পাট-সুতা বস্ত্র কলে মজুরি কমিশন কার্যকরী নয় বলে নুন্যতম ৫৬০ টাকা হারের ১৯৮৪ সালের মজরি কমিশন রোয়েদাদ এখনো কার্যকরী। গার্মেন্টস শ্রমিকদের নুন্যমত গ্রস মজুরি ২০০৭ এর ১২ সেপ্টেম্বরে ঘোষিত হয়েছে ১৬০৪ টাকা । কাজেই ব্যক্তিমালিকানাধীন পাট-সুতা বস্ত্রকল এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের জনপ্রতি কতমন চাল স্বাধীনতা খেয়েছে তা বুঝতে পন্ডিত বা গণিতজ্ঞ হওয়ার দরকার নাই।

ভারতের স্বাধীনতা পুনরপি হরণকারী বৃটিশ প্রভুর প্রণীত ১৯৩৬ সালের মজুরি পরিশোধ আইন মতে নির্ধারিত তারিখে মজুরি পরিশোধ না করা দন্ডযোগ্য অপরাধ। ২০০৬ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধা মন্ত্রীজীর সরকার পাটকলের শ্রমিকদের মজুরি যথাসময়ে পরিশোধ না করে নিপীড়ক ব্রিটিশের আইনেও অপরাধ করবেন তা, কি ভুলেও অনুমান করেছিল ১৯৭১ এর “মুক্তিযুদ্ধা” শ্রমিকেরা ? ২৪৫০ টাকা যথাযথভাবে কার্যকরী নয় চিনি

শিল্পে বলেই চিনিকল শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্য নিরসন সহ বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলন করছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস শিল্পে পূর্বতন নূন্যতম মজুরি মাসিক ৯০০ টাকা তাও যথাসময়ে পরিশোধিত নয় বলেই সাম্প্রতিককালে এ শিল্পে অনিবার্যতা হেতু নজিরবিহীন শ্রম অসন্তোষ বিস্ফোরণের রূপ লাভ করেছিল। নিজস্ব কারখানার শ্রমিকের দাম না দেয়া শ্রম আত্মসাৎকরণ ছাড়াও আরো নানান অবৈধ কায় কারবারে জড়িত-যুক্ত লুটেরা মালিকদের কতিপয় ব্যক্তি গার্মেন্টস শিল্প রক্ষার নামে আত্মরক্ষার অজুহাতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সামনের সড়কপথে বিনা নোটিশে অবস্থান নিয়ে ঢাকা মহানগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বেআইনীভাবে বন্ধ-ব্যাহত করেছিল। কিন্তু , আইন রক্ষা ও রাস্তা পরিস্কার করার ছুতায় অবস্থানকারীদের প্রতি গুলি বর্ষণ করে নাই বা আশুলিয়া-সাভার ও খুলনার আন্দোলনকারী শ্রমিকদের মতো বেধড়কভাবে লাঠিপেটা করে নাই বা টিয়ার গ্যাস ছুড়ে নাই স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশ।

অত:পর, প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে- প্রজাগণের মালিকানা ও সমতা বিষয়ে যাহাই লেখা থাকুক না কেন, উল্লেখিত ঘটনাবলী দ্বারা আবারো প্রমাণিত হয়েছে পুলিশ-মন্ত্রীজী এবং খোদ রাষ্ট্রটি প্রকৃতই লুটেরা মালিক পক্ষের স্বার্থ সুরক্ষা ও হাসিলে এক মোক্ষ হাতিয়ার বিশেষমাত্র। মালিক পক্ষীয় নানান জনের নানান আবোল-তাবোল বোলচালের পরে পরিস্থিতির চাপে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হলেও গার্মেন্টস শিল্পের সমঝোতা চুক্তি মালিক পক্ষ যেমন বাস্তবায়ন করে নাই তেমন সরকারও সেমর্মে আন্তরিক ভূমিকা পালন করেনি। চুক্তিভংগকারী মালিক পক্ষ নির্ধারিত তারিখের ঠিক পূর্বের দিনে দলবলে পশ্চিমবংগীয় সিনেমার ভিলেন ‘উৎপলী কায়দায়’ মান্যবর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন এবং আইনভংগকারী মালিকদের সরকারীভাবে রক্ষা করার জন্য ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পুলিশ বাহিনী গঠন সহ নানান বিষয়ে সরকারী ওয়াদা আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন।

দেশপ্রেম সম্পত্তি প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ সম্পত্তিবানদের স্বার্থে চক্রান্তমূলে সৃষ্ট কল্পিত দেশপ্রেমের মোহনীয় আবেগ-আবেশ বিলিয়ে-ছড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীসহ আমজনতাকে বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্তকরণে- জীবন, জগত ও জাগতিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা বিকাশ-প্রসারে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন সহ চিন্তন ক্ষেত্রে -অবশ ও প্রতিবন্ধি বানিয়ে পুঁজির খাঁটি আন্তর্জাতিক বাতাবরণ পোক্তকরণে ভারতের নেহেরুজীদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণের সুবাদে দু’পয়সা কামিয়ে ব্যক্তিগত তহবিল ভারী করতে পারংগম পুঁজিওয়ালা প্রযোজকের পুঁজিবাদী খায়েশ ও ফরমায়েশে জনৈক পরিচালক কার্যত পুঁজির দাস এর কেরামতিতে নির্মিত ভারতের বিশেষত পশ্চিমবংগের খ্যাতিমান চিত্রাভিনেতা উত্তম কুমার অভিনীত “অ-মানুষ” ছবির খল নায়ক অভিনেতা উৎপলকুমার স্বীয় দুরভিসন্ধি হাসিলে বড় বড় রুইমাছ-লম্বা সাইজের মোটা টানকচু সমেত জুড়ি জুড়ি আনাজপাতি নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন তদীয় এলাকায় নবাগত পুলিশ কর্তার সাথে। কিন্তু অসভ্য নেটিভ দমনে সভ্য অর্থাৎ প্রভু ব্রিটিশ সৃষ্ট আইনের প্রয়োগকারী তথা গোলাম পুলিশ কর্তাটি ‘স্বাধীন ভারত’ প্রীতিতে ভরপুর ও উজ্জীবিত বলে এত্তোসব উপঢৌকন গ্রহণ না করে ‘অমানুষ’ উৎপল দত্তকে পদে পদে হারিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে প্রবেশে অস্বীকৃত তবে নি:শেষিত বর্বর জমিদারীর শোকে কাতর জমিদার

পুত্র মাতাল উত্তমকে হিরো বানিয়ে দুষ্টের দমনে স্বীয় কল্পিত সাফল্যে জনমনে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, উৎপলের মতো দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ-গণবিক্ষোভ বা রাষ্ট্র বিনাশী বিপ্লব নয় বরং ভারতের তাবৎ দুষ্টলোককে শায়েস্তাকরণে ভারতীয় পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতারাই যথেষ্ট মাত্রায় যোগ্য -উপযুক্ত ও ভারতীয় পুলিশ সহ রাজনীতিকরা প্রকৃতই জনগণের সেবক। অত:পর, ভিলেন উৎপল নয় বরং শোষিত-বঞ্চিত জনগণের পরাজয় নিশ্চিত করেছিল বটে নায়ক-পুলিশে মিতালির বিজয়ে এবং কার্যত উল্লেখিত মাতাল- গোলাম জুটি তথা বৈশ্বিক পুঁজির সেবক -ভন্ড ভারতীয় দেশপ্রেমিক প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয় ঠেকাতে সিনেমায় তাঁদের অনুরুপ জয়-বিজয় সুনিশ্চিত করেছিল "অমানুষ" ছবির পন্ডিত প্রবর পরিচালক।

অথচ, শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী না দিয়ে শ্রমিকের টাকা অবৈধভাবে আত্মসাৎকারী এবং ওভার ও আন্ডার ইনভয়েস করাসহ অবৈধ বিত্তের পাহাড় বানানোতে ওস্তাদ গার্মেন্টস মালিক গং ব্রিটিশ সৃষ্ট ও ব্রিটিশ ঐতিহ্যের বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর জন্য চক চকে ২টি গাড়ী উপহার দিতে ভুল করে নাই। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীজিও অনুরুপ উপহার কবুলে লাজ-লজ্জার ধার ধারেন নাই। সম্ভবত এমতরুপ কারণেই জাত শ্রমিকের জ্ঞাতি ভাই-বেরাদর হয়েও শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষকে পাখির মতো গুলি করতে বা অসভ্য গোলামী যুগ ও বর্বর জমিদারী আমলের মতো প্রকাশ্যে রাস্তায় আন্দোলনকারীদের লাথি-গুতা মারতে সামান্যতম লজ্জিত নয় স্বাধীন দেশের যুগপৎ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কাধীন তথা গোলামী মানসিকতার পুলিশ-কর্তাগণ। আইনানুগ পাওনাদার শ্রমিকরা পাওনা আদায়ে বারে বারে প্রাণ বলি দিচ্ছে-মার খাচ্ছে পাবলিক সার্ভেন্ট পুলিশ কর্তাদের হাতে। তবু কিন্তু মজুরী পরিশোধ করা হয় না, নিদেনপক্ষে সরকারীভাবে দু:খ বা শোক জ্ঞাপন করা হয় না, বিচারতো নয়ই।

যদিচ, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়ে দুর্ঘটনায় অকালে দু:খজনক মৃত্যুবরণ করলেও রাষ্ট্রীয় সন্মান সহ বিশাল অংকের সন্মানী পাওয়া যায়। সমকাজে সম মজুরী সাংবিধানিক রাষ্ট্রীয় মুলনীতি যা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রীয় নির্বাহী কর্তৃত্ব বিশেষ এবং অনুপার্জিত আয় তথা কালো টাকা ভোগ করা বন্ধ করবে সরকার তাও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মুলনীতি। অথচ স্বাধীনতার পর হতে লুঠ-পাট করে যারা অবৈধ কালো টাকার মালিক হয়েছে তাদের নিকট নামমাত্র মুল্যে জাতীয়করণকৃত নানান প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করা হয়েছে, বিশ্বব্যাংক-আই এম এফের শর্তাধীনে। গরীবের দোহাই দিয়ে 'গরীব বান্ধব' আই.এম.এফ ৬ষ্ঠ কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য শর্ত দিচ্ছে রুপালী ব্যাংকের পর অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বিক্রি,তেল-বিদ্যুত ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি এবংবেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া দ্রুততরকরণে । জনগণের স্বার্থ সুরক্ষায় মেরুদন্ডহীন রাজনীতিকদের হিম্মত নাই বলেই মার্কিনীরাসহ বিদেশীরা সনদ বিলোয় প্রধানমন্ত্রীসহ বাংলাদেশে কে, কোন্ পদের যোগ্য বা অযোগ্য। অথবা অসাংবিধানিক ও বাতিলযোগ্য হলেও "নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার" উৎকৃষ্ঠ ব্যবস্থা মর্মে ফতোয়া দিতে পারে তারা সাড়ম্বরে।

এমন ধারা অব্যহত থাকলে ওরা হয়তো একদিন শর্তারোপ করবে যে, পাকিস্তানপন্থী যুদ্ধা রাজাকার চিকন আলীকে বাংলাদেশের জাতীয় বীর ঘোষণার, আর ভারতের স্বাধীনতার নামে দেশীয় পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থে ও ব্রিটিশ বিরোধী অপরাপর উপনিবেশিক বিশেষত জার্মানীর মদদে ইংরেজ পুঁজিওয়ালাদের বিতাড়নের দায় ও অপরাধে ক্ষুদিরাম-মাষ্টার দাসহ বোকা স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং পুঁজিবাদ উচ্ছেদ বা প্রাইভেট প্রপার্টির বিলোপে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা বা সামাজিকীকরণ নয় বরং কেবলই পশ্চিমা পুঁজিওয়ালাদের সহিত বৈরীতার হেতুবাদে বাংগালী পুঁজিপতিদের আপেক্ষিক ও অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে সৃষ্ট বিরোধে পাক সেনাশাসনের বর্বর হামলা-আক্রমন প্রতিহত ও বিজয়লাভে ভুয়া " সাম্যের" ভুয়া অংগীকারে বিশ্বাস স্থাপনকারী অথচ জীবন দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকারী সহজ-সরল "মুক্তিযুদ্ধাদের" মরণোত্তর বিচার করে চরম দন্ডদান এবং প্রাইভেট পুঁজির মাহাত্মকে খাটো করে বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থ হানির দায়ে বাংলাদেশের জীবিত "মুক্তিযুদ্ধাদের"ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠিয়ে দেশপ্রেমের আই. এম. এফীয় নজির স্থাপন করা না হলে নতুন ঋণ দেওয়া হবে না।

বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের এমনতরো ধারাবাহিক অবিচার,কুবিচার ও অনাচার এবং বৈরীতা হেতু বাংলাদেশের মস্তক বন্ধক দেওয়া মেরুদন্ডহীন সরকারের গৃহীত ও অনুসৃত অন্যায়, অবৈধ ও অযৌক্তিক নীতির কারণেই রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকরা ৩০/৩২ সপ্তাহের বকেয়া মজুরি পাওনা। তবে, মজুরি পাবেন তাঁরা নতুন রোয়েদাদ অনুসারে, কিন্তু বেসরকারীকৃত পাটকলের শ্রমিকরা এখনো ১৯৮৪ সালের রোয়েদাদ মতো নূন্যতম মজুরি মাসিক ৫৬০ টাকা নিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে প্রাইভেট খাতের পাটকল শ্রমিকের কতমন চাল খাচ্ছে- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ?

উল্লেখ্য- কার্ল মার্কসের " অযোধ্যা গ্রাস" নিবন্ধে বর্ণিত আছে ১৮৫৬ সালে ভারতীয় ২ টাকায় এবং ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত বি.আই.ডি.এসের রিসার্চ মনোগ্রাপ নং-৩ , "ইকোনোমিক পলিসিস ইন দি জুট সেক্টর" এর তথ্যমতে- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী ৪.৭৬ রুপিতে ১ মার্কিন ডলার পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ডিসেম্বর,১৯৭১ সালে ৭.৫ টাকা এবং আই.এম. এফের শর্তাধীন অবমূল্যায়নে মে-১৯৭৫ সালে ১৫ টাকায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবরণী অনুযায়ী মার্চ-২০০৯ সালে বাংলাদেশকে ১ মার্কিন ডলার কিনতে হয় ৬৯ টাকায় অর্থাৎ ২ বারের স্বাধীনতার দাম বাবত ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমেছে প্রায় ৩৫ গুণ; এবং কার্ল মার্কসের " ভারতে ট্যাক্স" নিবন্ধে বর্ণিত আছে-পার্লামেন্টে মি: ব্রাইটের বক্তব্য মতে- ১৮৫৮ সালে যুক্তরাজ্য ও ভারতের মজুরির হার ছিল ১: ১২ অর্থাৎ ভারতের তুলনায় যুক্তরাজ্যে ১২ গুণ বেশী মজুরি পেত শ্রমিক। অথচ, ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসের বিবরণ অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে- একোমোডেশন বাবত দৈনিক ৪.৪৬ পাউন্ড, ১০১.১৩২৫ টাকা হারে বাংলাদেশী টাকায় ৪৫১.০৫০৯৫ সহ জাতীয় নূন্যতম মজুরি ঘন্টা প্রতি-৫.৭৩ পাউন্ড হারে ৮ ঘন্টায় বাংলাদেশী টাকায় ৪৬৩৫.৯১৩৭, মোট দৈনিক নূন্যতম মজুরি-৫,০৮৬.৯৬৪৬ টাকা।

অত:পর, ১৬০৪ টাকা মজুরি স্কেলের বাংলাদেশের গার্মেন্টেস শ্রমিকরা ৩ মাসেও যুক্তরাজ্যের নুন্যতম যোগ্যতার যেকোন শ্রমিকের ১দিনের মজুরির সমপরিমান অর্থ পায় না হেতু ২বারের কথিত স্বাধীনতা বাংলাদেশের শ্রমিকের কি পরিমান মজুরি হরণ করেছে তা সহজেই হিসাবযোগ্য। বিপরীতে- গান্ধীজীদের হোষ্ট ভারতের বিড়লারাতো বটেই এমনকি অনিল আম্বানীরা ২০০৬ সালে ৯০ হাজার কোটি রুপির মালিক বনে ২০০৮ সালেও বিশ্বের ৭ নম্বর ধনী হয়েছে আর ১৯৭১ সালে শূন্য কোটিপতির স্থলে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা ২০ হাজারের বেশী, এবং কোটিপতিদের টাকার পরিমাণ বিশেষত কলোটাকার সঠিক হিসাব নিরূপন করা সম্ভব নয়। তবে, অনুমান যোগ্য এ কারণেও যে তাদেরই প্রভাবে-আছরে ও ক্ষমতার জোরে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২০সহ অপরাপর অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট নির্দেশনা অমান্যে প্রায় প্রতিবছরই কালোটাকা সাদা করা হচ্ছে এবং করছে বটে দুর্নীতি-সন্ত্রাস, কালোটাকা-কালো আইন ইত্যাদি বাতিলের অংগীকারে ক্ষমতাগ্রহণকারীরাই। অপরাপর দেশেও নয় এমনকি ভারত-বাংলাদেশেও শ্রমিকশ্রেণীর অনুপাতে পুঁজিপতি শ্রেণী জীবনদানসহ স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম-যুদ্ধ না করলেও কথিত স্বাধীনতার সুফলভোগী বটে পুঁজিপতিরাই এবং প্রতিটি দেশেই। অত:পর, কল্পিত স্বাধীনতার রাজনৈতিক চাতুরালীতে চালাক- চতুর বৈশ্বিক পুঁজি রাজনৈতিক চাতুরিতে যেমন সফল হয়েছে তেমন সাফল্য পেয়েছে শ্রমিকশ্রেণীকে আরো অধিকতর হারে শোষণ-পীড়ন ও নির্যাতনে।

বাংলাদেশে বর্ণিত পুলিশী তান্ডবের ক্ষেত্রে মুক্তবাজারের অজুহাতে সরকার শুধুমাত্র মালিক পক্ষই নেয় নাই বরং সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে সম মজুরির দাবীতে- ১৯৯১ হতে ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলের শ্রমিকরা আন্দোলন করায় ১৯৯৩ সালে ঢাকা-চট্রগ্রাম, খুলনা ও নরসিংদির বিভিন্ন জুট মিলের ১৭ জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা ও শত শতজনকে আহত এবং সন্ত্রাস দমন আইনে ১৬ জনকে যাবজ্জীবনসহ ৭ শতাধীক সংগ্রামী শ্রমিক-কর্মী ও নেতাকে কারা দন্ড প্রদান করেছে। তখনকার বিরোধী দল-ভ্রষ্টনীতির আওয়ামী লীগ নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে নির্বাচনী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে নিহত শ্রমিকদের লাশ,আহতদের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত শরীর। কিন্তু সরকারে সমাসীন হয়ে দুষ্ট রাজনীতির গদীদোষে পুষ্ট ও দুষ্ট হয়ে বেমালুম ভুলেছে বলেই ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলে সমকাজে সমমজুরি নীতি বাস্তবায়ন হয়নি। আইনানুগ শর্ত স্বরূপ সম মজুরি হাসিল করা দিল্লী দুর-অস্ত তুল্য শুধু নয় এখন তা স্বপ্নের অতীত বিষয় । প্রাইভেটাইজড পাটকলের দুর্বৃত্ত মালিক গোষ্ঠীর বড় অংশ ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে ও ঋণের টাকায় যেমন রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখলীভুক্ত করেছে তেমন মিল চালানোর ছুতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বিশাল অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েও মিল বন্ধ করায় হাজার হাজার শ্রমিক শুধু কর্মচ্যুত হয় নাই উপর্যপুরি শ্রমিকদেরই প্রদেয় ও জমানো প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকা সহ গ্র্যাচুয়টি সমেত আইনানুগ পাওনা টাকা প্রাপ্তি হতে বেআইনীভাবে বঞ্চিত হয়েছে। তবু, মাত্র ২টি পাটকল চালু রেখে অবশিষ্ট সকল রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ , সংকোচন, বিক্রি ও বেসরকারীকরণের শর্তযুক্ত জুট সেক্টর এডজাষ্টমেন্ট ক্রেডিট তথা "জেসাক-১৯৯৪"র আওতায় বিশ্বব্যাংকের নিকট হতে প্রাপ্ত ঋণের টাকার অংশবিশেষও কেবলি ভর্তুকির নামে প্রদান করা হয়েছে বেসরকারীকৃত পাটশিল্পের কথিত মালিকদেরকে,যা সুদে-আসলে পরিশোধ করবে শ্রমজীবী মানুষ।

ঐ চুক্তির ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী বন্ধ করা হয়। তাছাড়া সরকার পুন:পুন চুক্তি করার পরও বা সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা প্রাইভেট খাতের পাটকল শ্রমিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানালেও সরকারে গিয়ে অতিতের বি.এন.পি' সরকারের ধারাবাহিকতায় সমকাজে সমমজুরী বিষয়ক সাংবিধানিক নির্দেশনা কার্যকরী করে নাই বলেই সরকার ও বিরোধী দলের অনুসৃত মুক্তবাজারী নীতির সুযোগ-সুবিধাভোগী প্রাইভেট খাতের লুটেরা মালিকরা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের সাথে সমতা বিধানতো নয়ই এমনকি পূর্বাপর আইনানুগ পাওনাদিও পরিশোধ করেনি। ফলে- বঞ্চিত শ্রমিকরা তাদের পাওনা আজো পায় নাই। প্রতারিত-বঞ্চিত শ্রমিকদের কেউ কেউ স্বয়ং খুন হয়েছেন, কেউ কেউ অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মরেছেন কেউবা ভিক্ষা করছেন বা অপরের দয়ায় দৈহিকভাবে টিকে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তি সমেত।

অন্যদিকে গার্মেন্টস শিল্প দেশের বলে দেশীয় শিল্প রক্ষায় অর্থাৎ গার্মেন্ট মালিকদের সুবিধাদি রক্ষায় যাবতীয় বিহীতের আশ্বাস দিয়েছেন দেশপ্রেমিক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী । তবে কি গার্মেন্টস শ্রমিকসহ ব্যাক্তিমালিকানাধীন পাট-সুতা কল এবং অপরাপর শিল্পের বঞ্চিত-নির্যাতিত শ্রমিকরা বিদেশী ? স্বাধীনতা যুদ্ধে আদমজীসহ প্রায় সকল পাট শিল্পের শ্রমিকরা এবং সাধারণ শ্রমিক সহ শ্রমজীবী জনগণ যে মাত্রায় সাহস-তেজ ও বিক্রম দেখিয়েছে তা কি কোন কোন সেনাপতি বিশেষ হতে কম গুরুত্ববাহী নাকি, "মুক্তিযুদ্ধে" অংশগ্রহণকারী শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী জনতার সংখ্যা কথিত মালিক গয়রহের চেয়ে কম? উত্তর যদি , না হয় তবে, বহুসংখ্যক কোটিপতি জন্ম হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা উল্লেখিত শ্রমিকদের জীবন এবং চাল, ডাল, তেল,লবন, সবজি ও পাওনা মজুরি খেয়ে নিলো কেন ? অথবা, যখন-তখন পুলিশ বা বিশেষ বিশেষ বাহিনী নানান ছুতায় আন্দোলনকারী সহ নানান জনের জীবন হরণ করছে কেন ? মানুষের জীবন ও জীবিকা হরণ ও বিপন্ন করার মতো 'স্বাধীনতার' জন্যই কি অসংখ্য জনের অমূল্য জীবন দান করে অর্জন করতে হয়েছে এরূপ মরার স্বাধীনতা ? তবে কি ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং তদানুরূপ,প্রতারক-প্রবঞ্চক, দুর্বৃত্ত- দুরাচার ও বর্বর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের নিকট বন্দী একদা মুক্ত মানব জাতির মুক্তির চিরঞ্জিত প্রত্যাশাযুক্ত সুখ স্বপ্ন - স্বাধীনতা আসলেই এক মরিচিকা ?

নাকি যেহেতু পরজীবীতার সুচনাকারী, বিহীতার্থকারী ও সংরক্ষক খোদ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রই স্বয়ং মানুষের স্বাধীনতা হরণকারী এবং মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার পরিপন্থি ও প্রতিবন্ধক সেহেতু রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম বা নবতর রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রাম বা রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বা জাতিয়মুক্তি ও তদনিমিত্তে যুদ্ধ-"মুক্তিযুদ্ধ" ইত্যাদি সবই পুঁজিওয়ালাদের আন্ত:বিরোধ বা পরস্পরকে দখল-বেদখলের প্রয়াশ-প্রচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র -চক্রান্ত বা হিংস্র-জঘন্য ও রক্তাক্ত ঘটনা বিশেষমাত্র বলেই ইত:মধ্যে বহু স্বাধীন রাষ্ট্র ইত্যাদির পত্তন করা সত্ত্বেও পুঁজিওয়ালারা মুলত এক বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন ও তদ্দারা নিয়ন্ত্রিত বলেই স্বাধীনতার ইস্তাহার পাঠকরা পুঁজির বৈশ্বিক ব্যবস্থার কমিশনভোগী স্থানীয় এজেন্ট ও পাহারাদার এবং কেবলই পরজীবী মাত্র ।

অথচ, খোদ পুঁজির প্রতারণা-বজ্জাতি চরিত্র হেতু প্রকৃত সত্য প্রকাশে অক্ষম পুঁজিবাদীরা অনুরূপ বিরোধে প্রত্যেক পক্ষ স্বীয় বিজয় নিশ্চিতকরণে শ্রমজীবী জনগণ তথা শ্রমিকশ্রেণীকে নিজ নিজ পক্ষভুক্তকরণে মুক্তি, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি রূপ গালভরা বুলির মাহাত্ম জাহির করার মাধ্যমে আসলে পুঁজিবাদীদের নিজস্ব সম্পত্তি প্রেমকে 'দেশপ্রেম' এর মোড়কে বাজারজাতকরণের কৌশলে 'মা, মাটি ও মাতৃভুমি বা জন্মভূমি ' জীবনের চেয়ে বড় ও পবিত্র ইত্যাদি রূপ প্রহেলিকাময় এবং মনোমোহনী শব্দ রাজির কাব্যিক ব্যবহার দ্বারা বিমুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট করে অনুরূপ যুদ্ধে বিনামুল্যে অমুল্য জীবনদানে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করে বটে দেশ-জাতির গন্ডিহীন ও সম্পত্তিহীন শ্রমিকশ্রেণীকে।

অত:পর, জালিয়াতি- জুচ্চোরি ও ভন্ডামিতে ওস্তাদ পুঁজিপতি ও দুর্বৃত্ত পুঁজির রাহুকবলিত বিশ্বে পুঁজিবাদী ইতর ব্যবস্থা সমেত খোদ পুঁজিকে সমূলে উৎখাত-উচ্ছেদ ও বিলোপ করার বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীকে দেশ-জাতি বা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ-বন্দী,বিচ্ছিন্ন - বিভক্ত এবং পরস্পরের প্রতিপক্ষ ও শত্রুপক্ষকরণের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্য তথা দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের গন্ডীমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় একান্ত অপরিহার্য্য ও আবশ্যকীয় এবং অলংঘনীয় শর্ত অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও তদানুরূপ সমাজবাদী বোধ-বুদ্ধি এবং চিন্তা-চেতনা বিনাশ- বিকৃত ও বিভ্রান্তকরণ এবং নষ্ট-বিনষ্ট ও ধ্বংস করার মাধ্যমে পুঁজির আধিক্য ও কর্তৃত্ব বহাল রাখার উত্তম ব্যবস্থা ও উৎকৃষ্ট পন্থারূপ তথাকথিত স্বাধীনতা-জাতিয় মুক্তি বা জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র বা স্বাধীন রাষ্ট্র বা দেশপ্রেম ইত্যাদি কেবলই মিশ্রির চাকুওয়ালা জল্লাদ পুঁজিবাদীদের দুরভিসন্ধি হাসিলে সাধারণ্যের মন ভোলানো-ছলনাময়ী শব্দরাজির ইতর ব্যবহার নয় কি ?

উল্লেখ্য- ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১ । কিন্তু বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা-১৯৭, নন-মেম্বার ও অবজারভার সংখ্যা-১৮ এবং জনসংখ্যার বিচারে দুনিয়ার সবচাইতে ছোট দেশ -মাত্র ৫০ জনবসতির পিটসম্যান আইল্যান্ড সহ প্রশাসনিক ইউনিট বা মোট দেশের সংখ্যা -২৬৬। অত:পর, দেশ-রাষ্ট্র যত বাড়লো ততো বৃদ্ধি পেল মোট রাষ্ট্রিক ব্যয় বলেই ২০০৫ সালে কেবলমাত্র সামরিক খাতে পৃথিবীর ব্যয় হয়েছিল মোট জি .ডি.পির ২% এবং ২০০৮ এর তুলনায় ২০০৯ সালে সংকট কবলিত আমেরিকার সামরিকখাতে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বর্ধিত করা হয়েছে । সুতরাং-রাষ্ট্রীয় সকল ব্যয় নির্বাহ করার একমাত্র উৎস 'শ্রমিকের দাম না দেওয়া শ্রম' বলেই স্বাধীনতাত্তোরকালে সাবেকী আমলের মতোই একটি সর্বভুক রাষ্ট্রের ব্যয় মিটাতে গিয়ে পাকিস্তান আমলের তুলনায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের আনুপাতিক হার বর্ধিত হয়েছে বলেই শ্রমিকের দাম না দেওয়া শ্রমের পরিমান জনপ্রতি মাসিক অনুন্য ২মন চালের সম পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রধানত রাষ্ট্রিক ব্যয়খাতে বলেই উল্লেখিত বুড়ো শ্রমিকের দাবীমতো বাংলাদেশের শ্রমিকদের স্বাধীনতার দাম সমান মাসিক ২ মন চাউল হারানো ।

বুর্জোয়া রাষ্ট্র যে শ্রমিকের মজুরি সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তৎপর তা বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে উল্লেখপুর্বক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অনুরুপ গণবিরোধী ভূমিকা প্রসংগে- "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ " পুস্তকে মার্কস লিখেছিলেন-" সমাজের পরিত্রাতা বলে বিশ্বময় অভিনন্দিত হল তা। এর ছত্রছায়ায় বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা রাজনৈতিক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এমন বিকাশলাভে সক্ষম হল যা তার নিজের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। এর শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল বিপুলায়তনে; আর্থিক জোচ্চুরির উৎসব শুরু হল হরেক জাতির মিলিত পানসভায়; সাধারণ মানুষের দু:খ দৈন্য ফুটে উঠলো জাঁকালো, চোখ ঝলসানো, নীতিবিগর্হিত বিলাস-ব্যসনের নিলর্জ্জ প্রদর্শনীতে। আপাতদৃষ্টিতে যে রাষ্ট্রশক্তি সমাজের বহু উর্ধে অবস্থিত বলে প্রতীয়মান হত, সেই রাষ্ট্রশক্তিই বস্তুত হয়ে দাঁড়াল সেই সমাজের বৃহত্তম কলংক এবং এর সকল দুর্নীতির উর্বর ক্ষেত্র। তার নিজস্ব অপদার্থতা এবং যে সমাজকে সে রক্ষা করে আসছিল আর অসারতাকে উদ্ঘাটিত করে দিল প্রুশীয় বেয়নট, যে প্রুশীয়া নিজেই এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পীঠস্থানকে প্যারিস থেকে বার্লিনে স্থানান্তিরত করতে ব্যাগ্র হয়ে উঠছিল। নবজাগ্রত মধ্য শ্রেণীর সমাজ যে রাষ্ট্রশক্তি বিকাশের সুচনা করেছিল সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে নিজের মুক্তির উপায় হিসাবে,পুর্নগঠিত বুর্জোয়া সমাজ শেষপর্যন্ত যাকে রুপান্তরিত করল পুঁজি কর্তৃক শ্রমকে দাসত্বশৃংখলে বেঁধে রাখার উপায়ে, সেই রাষ্ট্রশক্তির একাধারে সর্বাপেক্ষা ব্যভিচারী এবং চূড়ান্ত রুপটাই হল সাম্রাজ্যবাদ।"

অত:পর, চূড়ান্ত ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র নিজেই বিকাশের চূড়ান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল বিশেষত ১৮৩৯-৪২ সালের চীনের আফিম যুদ্ধে ব্রিটিশের বিজয়ের মাধ্যমে দুনিয়ার সাবেকী/পুরানো অপরাপার সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই পরাস্থ, ভাংচুর,বিলোপ,বিলীন ও ধ্বংস করার মাধ্যমে পুঁজিবাদ কার্যত বিশ্বকে একটি আর্থিক ব্যবস্থার অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিল হেতু বৈশ্বিক প্রভু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎখাত করা বৈ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

এ প্রসংগে- কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে-" বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগ্য ব্যবস্থাকে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে" এবং " সকল উৎপাদন যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতিসুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সকল, এমনকি অসভ্যতম জাতিদেরও টেনে আনছে সভ্যতার আওতায়। যে ভারী কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চুর্ণ করে, বর্বর জাতিদের অতি একরোখা বি-জাতি বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্ম সমর্পনে, তা হল তার পণ্যের শস্তা দর। অন্যথায় বিলুপ্তির ভয় দেখিয়ে সকল জাতিকে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালী গ্রহণে তারা বাধ্য করে; বাধ্য করে সেই বস্তু চালু করতে যাকে তারা বলে সভ্যতা-অর্থাৎ বাধ্য করে তাদের বুর্জোয়া বনতে। এককথায়, বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে। "

সুতরাং- জগতটা বুর্জোয়া ছাঁচে গড়ে উঠার পর- দখলের সুযোগ নি:শেষ হওয়ায় বৈশ্বিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর কেবলই পুলিশী ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গত্যান্তর ছিলনা। তবে দখলী স্বত্ব বজায় রাখতে অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যবস্থার কবর খননকারী

শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় হত্যা-খুন, অগ্নি সংযোগ-ধর্ষণ ও নিপীড়ন-নির্যাতন করতে অতীব কার্যকর হাতিয়ার- সামরিক বাহিনী সমেত রাষ্ট্রের পুলিশীখাতে ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন বজায় রাখা ও শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক উৎখাত হওয়া থেকে নিস্কৃতি পেতে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকট রাষ্ট্রের আবশ্যকতা থাকলেও সমাজের পক্ষে স্বয়ং রাষ্ট্রের ক্ষতিকরতা বৈ উপযোগিতা বা উন্নততর ভূমিকা পালনের সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না । কাজেই ,এহেন ক্ষতিকর রাষ্ট্রের ধ্বংস করা বৈ স্থানীয় ও জাতিয় ভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন-পত্তনের উপযোগিতা শ্রমিকশ্রেণী বা সমাজের যেমন ছিল না তেমনি অনুরূপ স্ব-অধীন অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন-পত্তনের সুযোগ বা অবকাশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই বৈশ্বিক চরিত্র-এখতিয়ার ও ক্ষমতা - কর্তৃত্ব জনিত কারণেই নাই । অথবা কেবলমাত্র সংকটাপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা বৈ শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভোগ -দুর্দশা বৃদ্ধির হাতিয়ার বিশেষ খোদ রাষ্ট্র বলেই জাতিয় মুক্তির ছুতায় বা অসম্পন্ন পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পন্নকরণের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কূযুক্তিতে অথবা শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির অজুহাতে তথাকথিত স্বাধীন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয় বরং দুনিয়া হতে অপাংতেয় রাষ্ট্রের উচ্ছেদ সাধনই শ্রমিকশ্রেণীতো বটেই এমনকি মানবজাতিরও মুক্তির শর্ত।

এ বিষয়ে ফে. এ্যাংগেলস তাঁর " পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" গ্রন্থে লিখেছেন- " অতএব অন্তকাল থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নাই। এমন সব সমাজ ছিল যারা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যাদের রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোন ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন অনিবার্যভাবে সমাজে শ্রেণী বিভাগ এল, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল । এখন আমরা দ্রুত পায়ে উৎপাদনের বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছাচ্ছি যখন এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আর শুধু যে অবশ্য প্রয়োজনীয় থাকবে না তাই নয়, পরন্তু উৎপাদনের প্রত্যক্ষ বন্ধন হয়েই উঠবে। আগেকার স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে তাদের উদ্ভব হয়েছিল তেমনি এখন তাদের পতনও অনিবার্য। তাদের সংগে সংগে রাষ্ট্রেরও পতন হবে। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান সম্মিলনের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদনকে সংগঠিত করবে,সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্র যন্ত্রকে পাঠিয়ে দিবে তার যোগ্য স্থানে;পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে,চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ালের পাশে।"

অত:পর, রাষ্ট্র বিশেষের ভাগ-বিভাগ বা নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা নয় বরং উৎপাদন ও উন্নয়নে প্রতিবন্ধক রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পরিণতি তথা পতন ও বিনাশ নিশ্চিত করাই শ্রমিকশ্রেণী তথা কমিউনিষ্ট মাত্রই লক্ষ্য এবং রাজনৈতিক কর্তব্য ও করণীয় বলেই কমিউনিজমের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অথচ নানান আন্ত:বিরোধ-বৈরীতায় লিপ্ত ও আকণ্ঠ নিমজ্জিত তবে লোভী ও স্বার্থান্ধ বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম-অযোগ্য রাষ্ট্র তথা নিশ্চিত ধ্বংসের পথে ধাবমান ব্যভিচারী ও ভীষণ সংকটাপন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বা খোদ রাষ্ট্রব্যবস্থার -অনিবার্য পতন ও ধ্বংসের কবল হতে নিস্কৃতি পাওয়ার নিস্ফল প্রচেষ্টা হিসাবে নানান ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও প্ররোচনায় বিগত শতকে ভুয়া জাতীয় পুঁজির বিকাশ ও উন্নয়নের ছুতায় তথা শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক চরিত্র তথা আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী ও বৈরী জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম বা শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক অবস্থান-এখতিয়ার,

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিপন্থী জাতিয় মুক্তি ইত্যকার মুখরোচক-ভুয়া, ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত স্লোগান মিশ্রিত এবং বাস্তবে অনুপস্থিত দেশপ্রেমের তকমা যুক্ত রণধ্বণিতে কমিউনিষ্ট নামীয় ভুয়া অর্থাৎ বুর্জোয়া কমিউনিষ্টদের সাহায্য-সহযোগে সৃষ্টি করেছিল উল্লেখিত সংখ্যক কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো যেগুলো- প্রকৃতই এবং বস্তুতই যেমন **ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী** এবং সিংগেল পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন ও নিয়ন্ত্রিত এবং কার্যত যুক্তরাষ্ট্র -যুক্তরাজ্য, জার্মান-জাপান ও ফ্রান্স ইত্যাদি ব্যভিচারী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বরূপ বিশ্ব পুলিশ কর্তাগণের হুকুম বরদার এবং বৈশ্বিক অবস্থানগত দৃষ্টিতে বিশ্ব পুলিশ কর্তাদের আঞ্চলিক বা এরিয়া ইউনিট বা বড়জোর থানা বিশেষ গণ্যে নিজ নিজ সীমানায় বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বজায় রাখতে তৎপর ও সক্রিয়।

অপরদিকে প্রশ্ন উঠতে পারে- রাষ্ট্র বিলীন না হয়ে বৃদ্ধি পেল কেন ? এক্ষেত্রে মোক্ষ জবাব দিয়েছেন বটে মার্কসই। তিনি “ ফান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকে লিখেছেন- “ কুদেতার জন্মপত্রিকা, সার্বজনীন ভোটাধিকারের অনুমোদনপত্র, এবং তলোয়ারের রাজদন্ড নিয়ে সেই সাম্রাজ্য কথা দিল নির্ভর করবে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর, উৎপাদকদের সেই বিপুল অংশের ওপর যারা পুঁজি ও শ্রমের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা ভেংগে দিয়ে এবং তার সংগে সংগে বিত্তবান শ্রেণীসমূহের নিকট সরকারের অনাবৃত অধীনতার অবসান ঘটিয়ে তা শ্রমিকশ্রেণীকে রক্ষা করবে বলে ঘোষণা করল। শ্রমিকশ্রেণীর উপর তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য সংরক্ষণ করে সে আবার বিত্তবান শ্রেণীসমূহকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল; সর্বোপরি জাতীয় গৌরব নামক সেই আজব বস্তুটির পুনর্জন্মের মাধ্যমে সে সকল শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার ভাব করল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র জাতিকে শাসন করার যোগ্যতা বুর্জোয়া শ্রেণী যখন হারিয়ে ফেলেছে এবং শ্রমিকশ্রেণী তখনও তা অর্জন করেনি-------।”

অত:পর, শেষ বা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ সীমায় নিজ নিজ কর্তৃত্ব বহাল ও অক্ষুন্ন রাখতে অক্ষম ও অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্যাভিচারী - সাম্রজ্যবাদী রাষ্ট্র বিনাশ-বিলুপ্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সর্বহারা শ্রেণী যোগ্য ও উপযুক্ত না হওয়ায় অর্থাৎ বুর্জোয়া বিশ্বায়নের বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব বিনির্মাণে- বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বময় ঐক্যবদ্ধ ও জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করার যোগ্যতা অর্জন করে নাই বলেই পুঁজিবাদের আন্ত:সংকট ও বিরোধের হেতুবাদে উল্লেখিত সংখ্যক ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তোলার মাধ্যমে দুনিয়াকে শাসন করার বুর্জোয়া শ্রেণীর চূড়ান্ত অক্ষমতার প্রমাণ শুধু তারা নিশ্চিতই করে নাই বরং পুন:পুন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মন্দা-মহামন্দায় চক্রাকারে নিপতিত ও নিমজ্জিত হয়ে তৎউদ্ভুত সমস্যা ও সংকট হতে কৃত্রিমভাবে রেহাই পেতে কৃত্রিম ব্যবস্থা স্বরূপ- তিন সম্রাটের লীগ, লীগ অব ন্যাশনস, জাতিসংঘ সহ জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান-আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক , বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে গঠন করে আসছে।

মার্কসের পুঁজির ২য় খন্ড, তৃতীয় ভাগ, ১৯ অধ্যায়ে " অ্যাডাম স্মিথে পুঁজি ও আগমে" বর্ণিত বক্তব্য অনুযায়ী শ্রমশোষণে পুঁজিপতির সুবিধা ও অর্থনৈতিক বৈধতা প্রদানে "মেহনতি গবাদি পশুকে দেখানো হয় মজুরি শ্রমিক হিসাবে , যার ফলে মজুরি-শ্রমিকও তার দিক দিয়ে চিত্রিত হয় মেহনতি গবাদি পশু হিসাবে।" অর্থাৎ-মানুষ ও পশুতে তফাৎ না রেখে শ্রমজীবী মানুষকে পশু গণ্যে বা শনাক্তকরণে যেমন লজ্জিত হয়নি মি: স্মিথ তেমন,মানুষের জীবন-মর্যাদা অপেক্ষা পুঁজিকে অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ ও মুল্যবান বিবেচনায় যুদ্ধার জীবনকে যুদ্ধের একটি জীবন্ত মানবিক অস্ত্র বৈ ভিন্ন কিছু গণ্য করতে অক্ষম-অযোগ্য ও বর্বর-অসভ্য পুঁজিবাদী রাজনীতিকরা ধ্বংসযজ্ঞসহ খুন-জখমের আইনসংগত বৃত্তি তথা সামরিক পেশাকে অমানবিক মর্মে বিলীন ও বিলুপ্তকরণ নয় বরং রাষ্ট্র তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে সৃষ্ট ও ব্যবহৃত যুদ্ধা বিশেষ- যুদ্ধে নিহত হলে দোষণীয় নয় গণ্যে প্রণীত জেনেভা কনভেনশন মতে- যুদ্ধের নিয়মভংগে কতিপয় বিষয় বিচার্য্য অপরাধ হলেও খোদ যুদ্ধ কিন্তু দোষণীয় বা অপরাধ নয় বলেই পুঁজিবাদের বৈশ্বিক স্বার্থে যুদ্ধবাজ পুঁজিবাদী বিশ্বগুন্ডাদের প্রতিষ্ঠিত হেতু যুদ্ধাদেরকে মানুষ গণ্যে-স্বীকৃতিতে অক্ষম-অযোগ্য জাতিসংঘের শান্তি ও মানবিকতার নামে প্রণীত ভুয়া নীতিমালা ও ভুয়া কর্মসুচী ভিত্তিক ভুয়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ভুয়া অংগীকারে; এবং

মার্কস পুঁজি গ্রন্থে প্রচুর প্রামান্য তথ্য-উপাত্ত দ্বারা যুক্তিযুক্তভাবে বহুবার প্রমাণ করেছিলেন- পুঁজি কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রম লুন্ঠন ও শ্রমিককেই কেবল নি:স্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত করে না বরং "একজন পুঁজিপতি সর্বদাই বহু পুঁজিপতির মৃত্যু ঘটায়" বা " অল্প সংখ্যক পুঁজিপতি কর্তৃক বহুসংখ্যক পুঁজিপতিকে দখলচ্যুত " করার মাধ্যমে পুঁজি একচেটিয়া রূপ লাভ করেছিল । বর্বর পুঁজিপতিশ্রেণীর হিংস্রতা বিষয়ে - পুঁজি ১ম খন্ড, ১ম অংশ, ৮ম ভাগ, ৩১ অধ্যায়ে " তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন"-এ মার্কস কর্তৃক উদ্ধৃত " অজিয়েরর" মত এই: " অর্থ যদি পৃথিবীতে আসে একগালে সহজাত রক্তচিহ্ন নিয়ে, তবে পুঁজি আসে আপাদমস্তক ও প্রতিটি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরাতে ঝরাতে।" এবং পুঁজির ১ম খন্ড , ১ম অংশ , চতুর্থভাগ, অধ্যায়-১৫" যন্ত্রপাতি ও আধুনিক শিল্প"-এ, মার্কস আরো লিখেছেন-"সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রযুক্তি বিজ্ঞানে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে এক সামাজিক সমগ্রতায় একত্র করার দিকে বিকাশ ঘটায়,কেবলমাত্র সকল সম্পদের মুল উৎস-জমি ও শ্রমিককে হীনবল করে।" এবং অধ্যায় ৩৩-" উপনিবেশ স্থাপনের আধুনিক তত্ত্ব" এ লিখেছেন- " উৎপাদন ও সঞ্চয়নের পুঁজিবাদী প্রণালী, এবং সেইহেতু পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মুল শর্ত হল স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনাশ;" অর্থাৎ পুঁজিবাদ নিজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পুঁজিপতিকে উচ্ছেদ করে করে সমাজে দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

কাজেই,দারিদ্রই পুঁজির জন্ম-বিকাশ ও অস্তিত্বের আবিশ্যিক অংগ-শর্ত বলেই দারিদ্রের বিকাশ ও প্রসার সাধন করেই পুঁজিকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় বলেই পুঁজি গ্রন্থের অধ্যায় ২৫-" পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম" এ , জন বেলার্সের বক্তব্য- " আর শ্রমিকরাই যখন মানুষকে ধনী করে তখন শ্রমিকের সংখ্যা যতবেশী হবে ধনীও তত বেশি হবে.....গরীবের শ্রমই হল ধনবানের খনি।" উদ্ধৃত করা সহ তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্বরূপ মার্কস লিখেছেন-" অতএব-পুঁজির সঞ্চয়ন মানে প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি।"

মার্কসের সিদ্ধান্তের অভ্রান্ততা ও যথার্থতা নিশ্চিত করে সরকারী তথ্য উদৃত করে ৪ এপ্রিল-২০০৯ সালে আপডেটেড ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক- www.bloomberg.com জানিয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে চাকুরীচ্যুতির সংখ্য-৫.৫৬ মিলিয়ন, ফেব্রুয়ারীতে বেকারত্বের হার ৮.১% এবং ২০০৯ সালের শেষ নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ৯.৪% এবং ৭ মার্চ, ২০০৯ সালে আপডেটেড www.newssum.com জানিয়েছে অতি উৎপাদন সংকটে বা মহামন্দায় ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা-১২.৫ মিলিয়ন এবং প্রিজনারের সংখ্যা- ৭.৩ মিলিয়ন, অর্থাৎ মোট এডাল্ট জনসংখ্যার প্রায় ৪% প্রিজনার । এবং সি.আই. এ. ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক অনুযায়ী ২০০৭ সালে বিশ্বে মোট আপতদৃশ্যমান পুঁজিভূত টাকার পরিমান ছিল ২৭.৩১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, তন্মধ্যে এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রের আপতদৃশ্যমান পুঁজিভূত টাকার পরিমান ছিল- ৮.১৫৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য- যুক্তরাষ্ট্রে চাষযোগ্য জমির পরিমান ১৮.০১% হলেও ২০০৮ সালে চাষ করা হয় মাত্র ০.২১% ভূমি এবং মোট জি.ডি.পিতে হার, কৃষি-১.২%, শিল্প-১৯.৬% এবং সার্ভিস-৭৯.২%। যদিচ, সার্ভিস খাতের অন্তত ৭০% অপ্রয়োজনীয় ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। ফলে-যুক্তরাষ্ট্রের পার ক্যাপিটা জিডিপি ৪৮০০০ মার্কিন ডলার হলেও যুক্তরাষ্ট্রেই সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনদের অবস্থা বিষয়ে ঐ ফ্যাক্ট বুকেই বর্ণিত হয়েছে- " Since 1975, practically all the gains in household income have gone to the top 20% of households."

অর্থ-বিত্তে বা শিল্পোন্নয়নে ও উৎপাদনে দুনিয়ার ১ নম্বর দেশ খোদ আমেরিকার যখন উক্তরুপ অবস্থা বিদ্যমান পুঁজিবাদী নিয়মে যা স্বাভাবিক বলেই মার্কস প্রমাণ দিয়েছিলেন পুঁজিতে। ১ম খন্ড, ২য় অংশ, সপ্তমভাগ,অধ্যায়-২৫।-পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম এ সূত্রায়িত – " অতএব পুঁজির সঞ্চয়ন মানে প্রলেতারিয়েতের বৃদ্ধি। " এবং মার্কস কর্তৃক ব্যবহৃত রিচার্ড জোনসের বক্তব্য -" পুঁজি নিজে যত প্রচুর হয়ে উঠবে শ্রমিকদের নিয়োগের সংখ্যায় বিরাট ওঠাপড়া ও তাদের ভয়ংকর দুর্দশা তত ঘন ঘন দেখা দিতে পারে।" এবং একই অধ্যায়ে উদ্ধৃত ১৮৪৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারীতে পার্লামেন্ট প্রদত্ত বৃটিশ মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের বক্তব্য -" যখন জনসাধারণের ভোগ করার ক্ষমতা কমে গেল, মেহনতি শ্রেণী আর কারিগরদের দু:খদুর্দশা বেড়ে গেল, ঠিক সে সময়েই উপরতলার শ্রেণীগুলির হাতে ধন সম্পদ অনবরত জমতে লাগল, পুঁজি ক্রমাগত বেড়ে চলল। এদেশের সামাজিক অবস্থায় এ এক অত্যান্ত বিষাদময় চিত্র।" এবং একই পুস্তকের অষ্টমভাগ, ৩১ অধ্যায়-শিল্প পুঁজিপতির উৎপত্তিতে মার্কস লিখেছেন- " হল্যান্ডই ছিল ১৭ শতাব্দীর প্রধান পুঁজিবাদী জাতি- 'হল বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ, হত্যা এবং নীচতার এক অসাধারণতম সম্পর্কের ইতিহাস'।" এবং " ১৬৪৮ সালের মধ্যেই ইউরোপের অন্যান্য সব দেশের চেয়ে হল্যান্ডবাসীদের অনেক বেশী খাটিয়ে নেওয়া হত, তারা ছিল অনেক বেশী দরিদ্র এবং নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়ত।"

তবু দারিদ্র দূরীকরণের ভুয়া অজুহাতে কার্যত শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক উৎখাতের ভয়-শংকায় আতংকিত পুঁজিবাদের পতন ঠেকাতে বা বিলম্বকরণে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করা ছাড়াও নবতর কৌশলে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিতকরণে ১০০% অসত্য-বানোয়াটি ও

দুরভিসন্ধিমুলক বক্তব্য মূলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যক্তি উদ্যোগে প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও উন্নতি সাধনে জাতিসংঘের ঘোষিত -"মিলেনিয়াম গোল" অর্জন ইত্যকার ছলনা-তামাশা ও গালভরা বুলির ঢাক-ঢোল বাজানো ব্যাংগের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা দুনিয়াময় ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য এন.জি.ও সংগঠন-সংস্থা ইত্যাদি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর মহাহীতে ও মহাকল্যাণে নিবেদিত মহান ব্যক্তি বা মহাজনের মুখোশ পরিহিত আসলে পুঁজির দালাল-গোলাম, প্রতারক-ভন্ডচক্র গয়রহের তথা পরজীবীতার এক বিশাল বহর পত্তন করেও টিকে থাকার ভরশা নিশ্চিত করতে না পেরে; এবং

সাম্যের লক্ষ্যে বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতির মাধ্যমে পুঁজিবাদ বিনাশে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণী আবিশ্যিক উপযুক্ততা অর্জন না করলেও বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদে বিশ্বময় শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক নিত্য-হামলা আক্রমনে পতিত হওয়ার পূর্বেই খোদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্বয়ং পুঁজির আন্ত:বিরোধ-আন্ত:সংকট এবং হাজারো পরস্পর বিরোধী-বৈরী ও সাংঘর্ষিক-স্বয়ং বিনাশী পথ-পন্থা ও কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে দুনিয়াময় মারাত্মক জটিল পরিস্থিতি ও ভয়ংকর হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ায় আনবিক ও পারমানবিক বোমা ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ সহ সামরিক খাতে প্রতিবর্ষে অস্বাভাবিক পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ক্রমবর্ধিত অনুৎপাদনশীলখাতের ব্যয় ও দায় আধিক্যে পুঁজি নিজেই নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার মাধ্যমে স্বীয় মৃত্যুকে তরান্বিত ও অনিবার্য করে তুলছে। উক্তরূপ জঘন্য দোষে সাংঘাতিকভাবে দুষ্ট ও মারাত্মকভাবে দুষিত বলা চলে- ব্লাড ক্যান্সার বা এইডস আক্রান্ত পুঁজিবাদের অন্তিমযাত্রা অর্থাৎ ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন-ধ্বংস ও বিনাশ আরো দ্রুততর করা সম্ভব কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সক্রিয় তৎপরতায়।

যেমন শ্রমিক শ্রেণীর তেমন সমাজতন্ত্রের জানি দুশমন ইংগ-মার্কিন জোটের কমান্ডার থ্যাচার-র‍্যাগানরা ফিন্যান্স পুঁজি সহ বাণিজ্য ও মুনাফার স্বার্থে দুনিয়াময় বর্বর মুক্তবাজারী ব্যবস্থা কার্যকরীকরণে বিশ্ব ব্যাংক-আই এম এফের মাধ্যমে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও যেমন বেসরকারীকরণের শর্তারোপ করেছিল তেমন, মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ সম্পদ আত্মসাৎসহ বহুবিদ আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে ইরাক-আফগাস্তিানে বুশ-ব্লেয়ারদের অন্যায় যুদ্ধ চাপানোর কারণে ধরিত্রীর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি হয়েছিল বলে তেলসহ জ্বালানীর দাম নিত্য বেড়েছিল। তদুপরি, ইরাকের আনবিক বোমা বিষয়ক বানোয়াট-মিথ্যা কাহিনী প্রচারসহ এতদ্বিষয়ে মুক্তবাজারী বুশ যে মুক্তছর মিথ্যাবাদী তাওতো জানান দিচ্ছে সি.আই.এ । অথচ, এমনতরো মিথ্যাবাদীরা,তাঁদের পুঁজিবাদী স্বার্থ হাসিলের দুরভিসন্ধিতে ভীষণ কৌশল ও ভয়ানক চাতুরালীর মাধ্যমে অন্যান্য দেশের মতোই পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক আত্মসাৎকরণের বেসরকারীকরণে শর্ত দিয়েছিল। যদিচ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত খাত গঠিত হয়েছিল "মুক্তিযুদ্ধের" পরিস্থিতিগত চাপে বলেই তা স্থিরকৃত হয়েছে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৬,২৭,৩৬,৫৬ দ্বারা। উক্তরূপ আদেশ জারীকারী পুঁজিবাদী আওয়ামী লীগের লুণ্ঠনী চরিত্র ও প্রতারণামুলক স্বভাবের কারণেই বর্ণিত আদেশ-আইন সমুহের গলদ-গলতি ও খামতি যেমন বিপুল তেমন স্ববিরোধীতা ও বৈরীতাও প্রচুর। উপর্যপুরি, তদমর্মে একদা প্রভু ব্রিটিশের অনুগামিতা ও অন্ধ অনুকরণ ক্ষমার অযোগ্য গর্হিত কর্ম বটে অন্তত স্বাধীনতার মানদন্ডে।

তবু, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মালিকানা ও পরিচালনা বিষয়ে উক্ত আদেশ সমুহ মুক্তিযুদ্ধের অংগীকারের সহিত অসামঞ্জস্য বলেই উল্লেখিতরূপ স্ববিরোধী ও বৈরীতা সমেত জন্মদোষে অকার্যকর উক্ত আদেশ সমুহের কার্যকারিতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম ও ৪র্থ তফসিল ভুক্তির মারফত। অন্যদিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে কার্যতই আই.এম.এফীয় ওয়ার্ল্ড ষ্টেট বা তথাকথিত গ্লোবাল ইকোনোমির মৌরশী পাট্টাদার মার্কিনী পুলিশ কর্তার নিয়ন্ত্রিত ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশনের একটি ইউনিট বা থানা গণ্যে ও অনুরূপ আজ্ঞাবাহী থানাদারের মতোই বাংলাদেশের কর্তৃত্বের সাথে ব্যবহার করাও ইংগ-মাকির্নী সহ সকল পুঁজিবাদীদের অন্যতম নীতি। তাইতো আই.এম.এফের শর্তে বাংলাদেশ জন্মের পর পরই প্রথমেই মুদ্রার অবমুল্যায়নসহ রাষ্ট্রায়ত্তখাত সংকোচিত করা হতে থাকে।

যদিচ,বি.আই.ডি.এস সহ বিভিন্ন সংস্থার গবেষণায় নিশ্চিত হয়েছিল- বেসরকারীকরণের ফলাফল সাংঘাতিক রকমের নেতিবাচক এবং বাংলাদেশের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। তবু, আই. এম.এফ-বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্ত - চাপ ও খবরদারী-নজরদারীতে এবং বাংলাদেশের " মুক্তিযুদ্ধের" অংগীকার বিরোধী ও বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' সরকারের নীতি হিসাবে অসাংবিধানিকভাবে ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক জনগোষ্ঠীর সহিত প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতামুলে গৃহীত হয় ১৯৯১ সালে। পুঁজির জন্মসুত্রেই পুঁজিওয়ালারা শোষক, লুটেরা ও দুর্নীতিবাজ বলেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয় বা সামাজিক ন্যায় নীতি বিষয়ে পুঁজিবাদীরা যেমন নিত্য বানোয়াটিমুলে অসত্য-মিথ্যা বক্তব্য -বিবৃতি প্রদান করে তেমন শব্দ-শব্দার্থ ও ভাষাকেও পুঁজিবাদ করাপ্ট না করে ছাড়ে না ।

যেমন-১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক গঠনের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় প্রাইভেট এন্টারপ্রেণারশীপের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ও বিস্তৃতি সাধন এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ ও ব্যবহার দুনিয়াময় নিশ্চিতিকল্পে একটিমাত্র কেন্দ্র হতে সমগ্র দুনিয়ার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর করকাঠামো নির্ধারণ ও অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নীতি-কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি-বিধান বা তদমর্মে খবরদারী-নজরদারী ও হুকুমদারী নিশ্চিতিতে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের চুক্তিভংগ বা অমান্যে উপযুক্ত দন্ড প্রদানে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কাঠামো গঠন এবং তদলক্ষ্যে মুক্তবাজার অর্থনীতি দুনিয়াময় কার্যকরণ ও বাস্তবায়নে গ্যাট ১৯৯৪ দ্বারা সারা দুনিয়ার অর্থনীতিকে আরো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ-শাসন করার জন্য- কনফরেন্স, কাউন্সিল, কমিটি ইত্যাদি নীতিগত ও প্রশাসনিক নানান স্তর বিশিষ্ট বৈশ্বিক সংগঠন অর্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন করা হল ১৯৯৫ সালে ।

এতদমর্মে Agreement Establishing the World Trade Organization এর তৃতীয় প্যারায় বলা হয়েছে-" Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous

arrangements direct to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations, Resolved, therefore, to develop an integrated, more viable and durable multilateral trading system encompassing the General Agreement on Tariffs and Trade, the results of past trade liberalization efforts, and all of the results of Uruguay Round of multilateral trade negotiations, Determind to preserve the basic principles and to further the objectives underlying this multilateral trading system" গ্যাটের সার সংক্ষেপ করে Wikipedia – বিবৃত করেছে- "The Agreement on Agreement of the Uruguay Round continues to be the most substantial trade liberalization agreement in agricultural products in the history of trade negotiations. The goals of the agreement were improve market access for agriculture products , reduce domestic support of agriculture in the form of price-destorting subsidies and quotas, eliminate overtime export subsidies on agriculture products and to harmonize to the extent possible sanitary and phystosanitary measures between countries." And " Reduce tariffs and export subsidies, reduce other import limits and qutas over next 20 years."

সুতরাং, গ্যাটের মাধ্যমে বিশ্বময় মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার দায়-দায়িত্ব বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার । অত:পর, wikipedia মতে- " Free Trade is a term in economics and government that includes : trade of goods without taxes (including tariffs) or other trade barriers (e.g , quotas on imports or subsidies for producer) ; trade in services without taxes or other trade barriers; The absence of trade-distorting policies (such as taxes, subsidies, regulations of law) that give some firms, households or factors of production an adventage over others. Free access to markets; Free access to market information; Inability of firms to distort markets through government-imposed monopoly or oligopoly power; The free movement of capital between and within countries."

অত:পর, জাতীয় মুক্তি নিশ্চিতকরণ বা জাতিয় স্বার্থের যতই প্রতিশ্রুতি লিপিবন্ধ থাকুক কথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানে অথবা কাগজে- পত্রে যতই রাষ্ট্রিক কাঠামো থাকুক সংরক্ষণ নীতির কর কাঠামোর কিন্ত বর্ণিত চুক্তিমতো বেড়া দেওয়া বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না পুঁজির অবাধ গমনাগমনে বরং গোলামের নামান্তর সদস্য রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে নিজের নয়, পুঁজিরই অবাধ স্বাধীনতা। অথচ,

স্বসীমায় কর কাঠামো নির্ধারণ বা তদ্রুপ কার্যাদির মাধ্যমে স্বীয় বাসিন্ধা সমেত রাষ্ট্রিক সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করার এখতিয়ার-ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার বিশেষ স্বীয় সীমানাধীন জনগণের পক্ষে সার্বভৌমত্বের গ্যারেন্টার এবং অনুরূপ ক্ষমতার সরকার সম্পন্ন রাষ্ট্র বিশেষই স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বুর্জোয়া নিদানে সংজ্ঞায়িত। অনুরূপ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতকরণের হেতুবাদে বিশাল ব্যয়ের প্রথাগত সেনাবাহিনী পোষণ ও সমরাস্ত্র উৎপাদন -ক্রয় এবং সামরিক গবেষণার জন্য শ্রমজীবী জনগণকে করদানে বাধ্য করে থাকে- বুর্জোয়া তথা আইনসভা-নির্বাহী বিভাগ,বিচার-পুলিশ ও আমলা-কামলা নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র এবং অপরাপর রাষ্ট্রের হামলা-আক্রমণ প্রতিহত বা দখল-বেদখল বা প্রতিরক্ষা লাভে রাষ্ট্রকে অনুরূপ কর প্রদানে বাধ্য থাকে বলেই জনমনে সর্বপ্রকারে ভ্রান্তি তৈরীতে শ্রমিকশ্রেণী সহ ক্রেতা-ভোক্তার স্বার্থ নয়, পুঁজিওয়ালাদের মুনাফার স্বার্থেই " দেশীয় পণ্য কিনে হও ধন্য" রূপ প্রচরণা মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণের মনে তথাকথিত দেশপ্রেমের সুড়সুড়ি দিয়ে কার্যত কেবল পণ্য নয়, পণ্যের আবরণে দেশ বিক্রির মাধ্যমে পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর চালাকি ও চাতুরালীতে বস্তুত পণ্য না হওয়া সত্ত্বেও পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালনে সহায়ক হিসাবে পণ্যরূপী দেশপ্রেমের বন্ধনা ও কল্পিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বা জাতি-রাষ্ট্রের ভুয়া মহাত্ম বা গুণকীর্তন করাই বুর্জোয়া রাজনীতিক ও রাজনীতি বিদ্যাতো বটেই এমনকি কমিউনিষ্ট আবরণ বা ছদ্মাবরণের বুর্জোয়া ধারণাপুষ্ঠ দল বিশেষ সহ তথাকথিত প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও ধ্যান-জ্ঞান ও করণীয় হিসাবে গণ্য করা হয়।

কিন্তু মুক্তবাজার অর্থনীতির মুক্তবিশ্বে বা গ্যাট বাস্তবায়ন ও কার্যকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীন বা বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ সীমাভুক্ত শ্রমজীবী জনগণের জান বা স্বার্থ রক্ষা নয়, বস্তুত পাহারা দিচ্ছে মুলত ও কার্যত বিশ্ব পুঁজিকে এবং পুঁজি আছে যাদের সেই পুঁজিওয়ালাদেরেকেই, দেশীতো বটেই এমনকি ভিনদেশী পুঁজিওয়ালা যাদের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে হাজার-লাখ মানুষ জীবন দান করেছিল উপনিবেশিকতা বা পরাধীনতার গ্লানি মোচনে সেই সব সাবেক প্রভু সহ প্রভুদের করপোরেট পুঁজিওয়ালা বা অপরাধের দন্ড এড়াতে পালিয়ে যাওয়া বা কেবলই পুঁজির লোভে দেশান্তরী ব্যক্তি বিশেষ যারা দুনিয়ার নানান দেশসহ সাবেক প্রভু বা প্রভুতুল্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ বা স্থায়ী রেসিডেন্স হিসাবে বিদেশেই বসবাসকারী তবু সেই পলাতক-দাগী ও ভন্ড মহান দেশপ্রেমিক পুঁজিওয়ালাদেরই ।

অত:পর, বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ ও বিশ্ব বাণিজ্য সস্থার পত্তনের পর স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পুঁজিবাদীদের প্রবর্তিত রাজনৈতিক- রাষ্ট্রিক মতবাদ এমনকি,ইউরোপীয়দের অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে ও বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের সংরক্ষণবাদকে " দ্বিতীয় স্বাধীনতা ঘোষণা" রূপ গণ্যকরণ বা অপরাপর রাজনীতিকদের কথিত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিষয়ক বক্তব্য অটুট ও অক্ষুন্ন আছে কি ? অথবা, ভারতীয় জনগণের করের টাকায় লালিত-পালিত এবং ভারতীয় জনগণেরই অংশ বিশেষ দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল ব্রিটিশ পুঁজি ও পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থকে সংরক্ষণে; অনুরূপ বিশ্ব পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাভুক্ত

রাষ্ট্রগুলোকে যথেচ্ছ ও মুক্তভাবে ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই একসময়ে ইন্ডিয়া যেমন ছিল " ব্রিটিশ ইন্ডিয়া" তেমন এখন সমগ্র দুনিয়াটাই পুঁজিওয়ালাদের মুক্ত বিশ্ব বা একটি ক্যাপিটালিষ্ট গ্লোবাল ভিলেজ মাত্র নয় কি ?

কাজেই, অবাধ পুঁজি প্রবাহের উপযুক্ত ও উপযোগী অনুরূপ মুক্ত বিশ্বকে মুক্ত রাখার পুলিশী দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য বটে কথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো। তাও, আবার পুঁজি- যা, শ্রমিকশ্রেণীকে নি:স্ব করে বা শ্রমিকের দাম না দেওয়া শ্রম আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে স্বীয় শরীর-স্বাস্থ্য মোটা-তাজা করে থাকে তা-ই শ্রম শোষণের আরো বেশী-অধিকতর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে শ্রমিকের অপরিশোধিত শ্রম মুল্যাংশ তথা করের মাধ্যমে সৃষ্ট তহবিল দ্বারা এবং শ্রমিকদেরই পর্যায়ভুক্ত জনগণের অংশ বিশেষ হতে আগত সিপাহী দ্বারা গঠিত তবে বুর্জোয়া কর্তাদের হুকুমাধীন সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী লালন-পালন করার মাধ্যমে রাষ্ট্র বিশেষ স্ব স্ব সীমানায় কেবলই বৈশ্বিক পুঁজির স্থানীয় পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত ও শনাক্তকৃত হয়েছে বটে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থারই সংবিধান তথা চুক্তিপত্রে।

পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের কালেও " বুর্জোয়া শ্রেণী তার অভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার করতে চায় ও ব্যবহার করে মজুরি 'নিয়ন্ত্রণ' করার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মুল্য সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত সীমানার মধ্যে মজুরী বেঁধে রাখার জন্য, কর্ম দিবস দীর্ঘ করার জন্য এবং শ্রমিককে স্বাভাবিক মাত্রার নির্ভরশীলতার মধ্যে রাখার জন্য। এই হল তথাকথিত আদিম সঞ্চয়নের একটি আবিশ্যিক উপাদান।" পুঁজি গ্রন্থে মার্কস এমনটাই লিখেছেন। অত:পর, হাল আমলেও পুঁজি সঞ্চয়নের গতি অব্যাহত রাখতে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই পুঁজিবাদ- একাধারে গঠন করেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব বহাল-বজায় রাখতে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। সুতরাং- গ্যাটস (জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিপ এন্ড ট্যাক্স, জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার, ট্রিয়েটি অন ইন্টেলেকসুয়াল প্রপাইটি রাইটস সমেত উক্তরূপ চুক্তি সমুহ) বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দ্বারা সর্বাধিক সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সর্বাধিক সুবিধা পাচ্ছে সর্বাধিক পুঁজিওয়ালারাই।

কারণ- গ্যাটের শর্তমতে,পুঁজিওয়ালাদের পুঁজি-পণ্য যেহেতু বিনা বাঁধায় দুনিয়াময় যাতায়ত প্রকৃতার্থে তাদের বিবরণে-আন্ডার এন্ড ডেভেলোপিং কান্ট্রি তথা কম পুঁজিওয়ালা দেশে যখন-তখন অবাধে প্রবেশ করতে পারবে সেহেতু অধিক পুঁজিওয়ালারাই তথা কেন্দ্রীভূত পুঁজি অর্থাৎ করপোরেট পুঁজির আধিক্যে ও জোরে ধরিত্রীর বন-জংগলসহ যত্র-তত্র যখন-তখন প্রবেশাধিকার হাসিল করছে করপোরেটওয়ালারা। এবং তদ্রুপ হেতুবাদে একদিকে অপরিকল্পিত এবং অধিকমাত্রায় যান্ত্রিক ব্যবহারে সৃষ্ট অতিরিক্ত কার্বন দ্বারা বেজায়মাত্রায় শব্দদুষণ, জলদুষণ ও বায়ুদুষণ এবং ধরিত্রীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, অপরদিকে অধিক মুনাফার লোভে বৃক্ষরাজির ব্যাপক ধ্বংস সাধনের ফলে দ্রুতহারে নি:শেষ হচ্ছে বন-জংগল । পর্যবেক্ষকগণের অভিমত অনুযায়ী ধ্বংসের বিদ্যমান হার বজায় থাকলে এমকি ধরত্রীর পরিবেশ-প্রতিবেশের ভারসাম্য

রক্ষায় কার্যকর পৃথিবীর অক্সিজেনের অন্যতম ভান্ডার ও দুনিয়ার সর্ববৃহৎ আমাজান ফরেষ্টটি আগামি ১০০ বছরের মধ্যেই উজাড় হবে বলেই উল্লেখিত রুপ নানান দুষণ সহ তাপের প্রখরতা ভীষণভাবে বৃদ্ধিতে এবং হয়তোবা কার্বন আধিক্যে পৃথিবীর মানুষ ও প্রাণীকুল অদুর ভবিষ্যতে নিপতিত হবে নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয়কর চরম দুরাবস্থায় বিধায় প্রাণ রক্ষায় কেবল খাদ্যই নয় , প্রাণীকুল পাবে না বটে অতি আবিশ্যিক অক্সিজেনও।

অথচ, পুঁজি কেবলই নিজ স্বার্থ দেখে-বুঝে বলে কেবলই অবুঝ ও একচোখা বিধায় দেখে না স্বীয় কর্মের সামগ্রীক ভয়ানক পরিণতি বা মনুষ্যবাসের অযোগ্য ঢাকা নগরীর ভয়ানক ট্রাপিক জামে আটকা পড়া চালক বিশেষের কেবলই নিজের গন্তব্যে পৌঁছার তাগিদে যতকিঞ্চিত ফাঁক-ফোকরের সুযোগে কেবলই নিজের এগিয়ে যাওয়ার নিশ্চিত করতে চাওয়া অবুঝ-অজ্ঞ চালক বিশেষের নির্বোধ তাড়নার হেতুবাদে আরো অধিকতর জ্যাম সৃষ্টি করার মাধ্যমে আটকে পড়া সকলের সহ ঐ বেবুঝ চালকটির নিজেরও গন্তব্যে পৌঁছা বিলম্বিতকরণ ও দুর্ভোগ বৃদ্ধির ক্ষতিকর কার্যকলাপের মতোই কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের লোভে 'মুনাফার মুলা' নাকে ঝুলিয়ে কেবলই সরু অলি-গলিতে বিচরণ করে বলে দিক-পাশ বোধহীন পুঁজি দেখে না ৪.৫৫ বিলিয়ন বছরের ধরিত্রীর সার্বিক পরিস্থিতি বা ১৩.৭ বিলিয়ন বছরের ইউনিভার্সের সামগ্রীকতা ।

অথবা বোল-চালে চালাক-চতুর হলেও উদ্বৃত্ত-মুল্যের সুতার টানে আটক ও বাঁধা বলে পুঁজির গর্তবন্দী পুঁজিপতি এবং অতি উৎপাদনের ভারে মেরুদন্ড সোজা রাখতে অক্ষমতা হেতু স্বাভাবিক চলাচলে অযোগ্যতা ও পংগুত্বতায় ভারসাম্যহীনতায় মুক্ত চিন্তা-ভাবনায় অক্ষমতায় জড়বুদ্ধির মাথা মোটা অবুঝ পুঁজি বুঝে না ও বুঝতে চায় না বৈশ্বিক সামগ্রীকতা ও সর্বজনীনতা বিধায় কেবল পুঁজির স্বার্থান্ধতার ফলে- সৃষ্ট অতিরিক্ত কার্বন ধরিত্রীর উষ্ণতা বাড়িয়ে দিয়ে প্রকৃতিতে জন্ম দিচ্ছে-প্রসারিত করছে যে কার্বন মহাসমুদ্র, তাতে নিমজ্জমান তাবৎ প্রাণীকুল অকালে মারা গেলে পুঁজি সৃষ্টির একমাত্র জীবন্ত এবং আদি-অকৃত্রিম হাতিয়ার বা কারিগর শ্রমিকশ্রেণী একাই নয়, পুঁজির ভোক্তা ও মালিক সহ সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করলে বাঁচার সুযোগ নাই খোদ পুঁজির হেতু দুর্বৃত্ত পুঁজির আজন্ম পাপের পরিণতিতে অনুরুপ অকাল মৃত্যুর করাল থাবা হতে মানবজাতিকে রক্ষা করতে ব্যক্তিমালিকানার স্বত্ব,স্বার্থ,শর্ত ও বোধহীন শ্রমিকশ্রেণী-যারা নিজেদের মস্তিষ্ক,স্নায়ু, পেশী ও অস্থি ক্ষয় করার মাধ্যমে ধরিত্রীর সকল সম্পদ, অবকাঠামো-পরিকাঠামো, ইমারত - স্থাপনা ও সেবাখাত ইত্যাদি নির্মাণ-বিনির্মাণ ও পরিচর্যা-সংরক্ষণ এবং যাবতীয় সকল সৌন্দর্য্য কর্ম সাধন করেছে ও করছে বলেই শ্রমজনিত প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার কারণে জগত ও জীবনের প্রতি আন্তরিক জনগোষ্ঠী তথা বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণী উল্লেখিত সকল সম্পদ-সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা হেতু স্বীয় সৃষ্টি রক্ষায় সর্বাধিক মনোযোগী - উদ্যমী ও উদ্যোগী হবে বিধায় একমাত্র আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীই মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের প্রতি সর্বাধিক দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল এবং যুগপত দায়িত্বশীল বটে প্রকৃতির প্রতিও বলেই কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই বৈশ্বিকভাবে জোটবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত ও সমন্বিত লড়াই করতে সক্ষম বৈশ্বিক জনগোষ্ঠী বিধায় ঐতিহাসিক অনিবার্য্যতা হেতু

মৃত্যু ঘটবে মানবজাতির নয়, বরং চিকিৎসায় অযোগ্য বার্ধক্যজনিত বারোওয়ারী রোগাক্রান্ত তদপুরি উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে সমগ্র শরীরের রক্তের মস্তিষ্কগামীতায় সৃস্ট সেপ্টিসেমিয়া বা ব্রেন হেমারেজে আক্রান্ত রোগী যেমন স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য -শ্বাস গ্রহণ-বর্জন ও প্রস্রবনে অক্ষম তেমন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির প্রতিকল্প হালের কেন্দ্রাতিগ ও এক কেন্দ্রে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত-পুঞ্জীভূত হেতু তজ্জনিত সংকট-মন্দায় আক্রান্ত পুঁজি ও অতিবৃদ্ধ পুঁজিবাদেরই।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা পত্তনের ফলে- স্বল্প পুঁজিওয়লারা কেন্দ্রীভূত বৃহৎ পুঁজির আধিক্যে ও চাপে নিত্য মার্জার-বিলীন হচ্ছে ও হবে এবং বিলুপ্ত হবে অথবা কেবলমাত্র স্থানীয় এজেন্টে পরিণত হবে বিধায় প্রকৃতই কেন্দ্রীভূত করপোরেট পুঁজির পাহাদার হিসাবে তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো এমনকি অতিতে পালিত সামাজিক দায়-দায়িত্ব প্রায় পরিহার করে ঐসব দায়িত্ব এন.জি.ওদের মাথায় চাপিয়ে প্রধানত পুলিশী ভূমিকা পালন করছে রাষ্ট্র বলেই কাগজে-কলমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে সমগ্র দুনিয়ায় কর্পোরেট পুঁজি বা বহুজাতিক পুঁজির একচ্ছত্র ও অবাধ কর্তৃত্ব এবং নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্তত, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান তাই প্রমাণ করছে। যেমন-এতদ্বিষয়ে ২০০৪ সালের একটি গবেষণা নিবন্ধ যা,Holicon publishing কর্তৃক প্রকাশিত তা-The Free Dictionary by Farlex এর Financial dictionary তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "Multinational Corporation" শিরনামে। তাতে বলা হয়েছে - " Company or enterprise operating in several countries, usually defined as one that has 25% or more of its output capacity located outside its country of origin. The world four largest multinationals in 2000, were Exxon Mobil , Wal-Mart Stores, General Motors, and Ford Motor- their joint revenues were more than the combined gross national product of all Africans countries. 22 multinationals made more than $ 6 billion profit in 2000, and Exxon Mobil made $ 17.7 billion profit, a 124% increase over the previous year. The value of mergers and acquisitions in 2000 was estimated at $ 3.2 trillion, the most notable being Pfizer with Wamer-Lambert in a $116 billion deal, and Glaxo Wellcome's purches of Smith Kline Beecham for $ 76 billion (to create GlaxoSmithKline).
Multinationals are seen in some quarters as posing a threat to individual national sovereignty, and as using undue influence to secure favourable operating conditions. In 1992, it was estimated that the worlds 500 largest companies controlled at least 70% of world trade,80% of foreign investment, and 30% of global GDP.

The 100 largest had assets of $ 3,400 billion, of which 40% were located outside their home countries."

অত:পর, উল্লেখিত তথ্যাদিমতে এটি নিশ্চিত যে, লারজেষ্ট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর সুবিধার্থে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়েছে ১৯৯৫ সালে এবং তৎপরবর্তী কালের তথ্যপঞ্জীও অনুরূপ সত্যতা আরো নিশ্চিত হয়েছে। যেমন-দুনিয়ায় প্রথম ১৬০২ সালে হল্যান্ডে ডাস ইন্ডিয়া কোম্পানী নামক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী গঠিত হলেও ১৯৬৯ সালে মাল্টিন্যাল কোম্পানীর সংখ্যা দাড়িয়েছিল -৭,২৫৮ এবং ২০০০ সালে সেই সংখ্যা ছিল-৬৩,০০০, তন্মধ্যে কেবল ডেনমার্কের কোম্পানী সংখ্যা-৯,৪০০। পি.পি.আই'র ট্রেড ফ্যাক্টস-এপ্রিল,২০০৫ অনুযায়ী- দুনিয়ার সেরা ১০০ টি মাল্টিন্যাশনালের ৮৯% একাউন্টস কেবলমাত্র আমেরিকা, ইউরোপীয়ান ও জাপানীজ ফার্মের। টপ ১৫ টি মাল্টিন্যাশনালের মধ্যে যুক্ত রাষ্ট্র-৫টি, যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ফ্রান্সের ৩ টি করে ৯টি এবং জাপানের ১টি। কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মাল্টিন্যাশনালগুলো ২০০৩ সালে বিদেশে বিক্রি করেছে ২.৯৫ ট্রিলিয়ন ইউ.এস ডলার । এতদ্বিষয়ে সি.আই. এ 'র ফ্যাক্ট বুকে বর্ণিত আছে-২০০৭ সালে দুনিয়ার মোট রপ্তানীর চিত্র এই: ১৩.৭% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৭.৩% জার্মানী, ৬.২% চীন, ৪.৬% ফ্রান্স, ৪.৫% যুক্তরাজ্য এবং জাপান-৪.১%। অর্থাৎ বিশ্বের মোট রপ্তানীর ৪০.৪% করেছিল মাত্র উল্লেখিত ৫ টি রাষ্ট্র, তন্মধ্যে চীনকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ৪টি রাষ্ট্র ভিত্তিক রপ্তানীর পরিমান-৩৪.২%।

অত:পর, দুনিয়াটা মুক্ত বটে কিন্তু কার জন্য তা বোধ হয় নিশ্চিত করে উল্লেখিত তথ্যাদি। মুক্ত বাণিজ্যের নামে অনুরূপ অবাধ বাণিজ্যের পরিণতি -২০০২ সালে দুনিয়ার সর্বোচ্চ ১০% জনের আয়-২৯.৯% এবং সর্বনিম্ন ১০% জনের আয়-২.৫%। যদিচ, উক্তরূপ হিসাবও সঠিক নয়। কারণ, পুলিশ ও সামরিক খাতসহ রাষ্ট্রিক ব্যয়ও সমহারে প্রযুক্ত হয়েছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বলেই অর্থাৎ বুর্জোয়াদের গড় হিসাবের ফাঁকি-জুঁকি বিষয়ক হিসাবশাস্ত্র মতো প্রতারণামূলে প্রদত্ত হিসাবমতো সর্ব নিম্ন আয়কারীদের প্রদর্শিত আয় বা প্রকৃত ভোগের মাত্রা কার্যতই ২.৫% নয়, বরং পুঁজিওয়ালাদের বিভিন্ন ভাগের মুনাফাও নয় কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু রাষ্ট্রের রক্ষণা-বেক্ষণ বাবত ব্যয় বিযুক্ত করা হলে সর্বনিম্ন ১০% জনের আয় হতে পারে সর্বোচ্চ .১০% মাত্র। অথচ, পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ সৃষ্টি তথা প্রকৃত মোট আয় আদিকাল হতে করে আসছে সর্বোচ্চ আয়কারীরূপী গণ্য পরজীবীরা নয়. এমনকি অংশবিশেষও নয় বরং, পুঁজিওয়ালাদের রাজনৈতিক চাতুরালীর হেতুবাদে স্বীয় সৃষ্ট সম্পদের মালিকানা হতে বঞ্চিত উল্লেখিত নিম্ন আয়ভোগী বা নিম্ন আয়ের মানুষ অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষই এবং যাবতীয় সম্পত্তির ১০০% ই আয়কারী বটে শ্রমিকশ্রেণীই । সম্পদ ও পুঁজির সৃষ্টি ও গঠন বিষয়ক এরূপ তত্ত্ব ও তথ্য কেবলমাত্র এককভাবে মার্কসই নয় , জানতেন বটে পুঁজিবাদের তাত্ত্বিক, রক্ষক-সমর্থক এডাম স্মীথ, রিকার্ডো প্রমুখও। মুক্তিকামী মার্কস সম্পদ ও পুঁজির সৃষ্টি ও গঠন রহস্য বিষযক গোপন তথ্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব উদ্ঘাটন ও প্রচার করতে পারলেও , পুঁজির স্বার্থে ও পুঁজির লোভে তথা ব্যক্তিমালিকানার পক্ষভুক্ত বলে বিষয়টি পরিস্কার করে বলেননি বা বলতেও চাননি স্মীথরা,যেমন প্রচলিত বিশ্বাস পরিত্যাগ করে আইনাষ্টাইনের মতো করে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বলতে পারেননি স্বার্থান্ধ নিউটন।

মুক্তবাজারের আবরণে কার্যত এককেন্দ্রীক ও কেন্দ্রাতিগ তথা একচেটিয়া অর্থনীতি সম্পর্কে উপরোক্ত মতের পক্ষে এবারে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীজ ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে -

" WORLD: Multinationals and the World Trade Organization , World Development Movement," শিরোনামে প্রকাশিত CORP WATCH, www.corpwatch .org/ এ Septmber 1st,1999, তারিখের একটি বিবরণ উল্লেখ করা গেল- " Again and again we hear homage to the ' free market', ' Liberalisation' is the mantra of global decision making. Reduce government rules and the free market will bring about economic growth which benefits all , we are promised. But reality is very different . For most of the world, we are anything but free. The gaint multinationals are concentrating power and wealth at an alarming rate. Just one man, Bill Gates , has as much money as 450 million of world's poorest people. The WTO has become the vehicle for liberalization, with the multinationals at the wheel. It has the power to punish governments who 'interfere' with free trade, leaving the field wide open for multinationals in pursuit of profit. 'More and more the WTO is under pressure to expand its agenda because more and more it is seen as the focal point for the many challenges and concers of globalization.' –Renato Ruggierro, former WTO Director General. "

অত:পর, হুকম-নির্দেশনা অমান্যে নাগরিকগণের দন্ড বিধানে ক্ষমতাধর বলেই রাষ্ট্র যেমন নাগরিকগণের সংস্থা হয়েও নাগরিকগণের উপর নিরংকুশ প্রভুত্বকারী সংস্থা হেতু একদিকে রাষ্ট্র যেমন দাবী করে সার্বভৌমত্ব তেমন রাষ্ট্রবাসীগণ প্রকৃতই পরাধীন বটে রাষ্ট্রের নিকট খোদ রাষ্ট্রের জন্মাবদি। কাজেই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তাদি বা হুকুমাদি অমান্যে খোদ রাষ্ট্র বিশেষের দন্ডযোগ্য অপরাধ গণ্যে পুঁজির অবাধ যাতায়ত বা সঞ্চয়ন-সঞ্চালন সমেত মুনাফার উক্তরুপ সুযোগ নিশ্চিতকরণের শর্তযুক্ত চুক্তিপত্রে সহি-সম্পাদনকারী স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো একদিকে যেমন স্বীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে তেমন খোদ রাষ্ট্র-ই রাষ্ট্র হিসাবে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকেই স্বীয় রক্ষক হিসাবে কবুল করে নিয়েছে। তবে হালে সদস্যদের নানান পক্ষের স্বার্থের টানাপোড়নে অনিবার্যভাবে লেজে গোবরে অবস্থায় নিপতিত ও সংকটাপন্ন এক সংগঠনের নাম বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা । তবু বিশ্বময় একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার উক্ত সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বপরিসরে-সুকৌশলে এবস্যুলেটলি সেন্ট্রালী কমান্ড ইকোনোমি কার্যকর করার বিহীত করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও কতিপয় দেশ ভিত্তিক কতিপয় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী বিশেষত ১৫টি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর দুনিয়াময় নিয়ন্ত্রক ভূমিকা তথা কার্যতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে " মুক্তবাজার অর্থনীতি"? কেন্দ্রীভূত পুঁজির অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেন্ট্রালী কমান্ড

ইকোনোমিকে প্রতারণামুলে “মুক্তবাজার ” হিসাবে চিহ্নিতকরণ বা অবহিতকরণ করা বিষয়ক বজ্জাতিকে শাব্দিক ও ভাষাগত দুর্নীতি তথা করাপশান না বললে আর কাকে দুর্নীতি বলা হবে ?

অত:পর, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কর্তৃত্বে বহুজাতিক কোম্পানীর অধিকহারে সুবিধা হাসিলের আরো একটি নজির উপস্থান করা হল- “ Multinationals make billions in profit out of growing global food crisis” শিরোনামে ৪মে,২০০৮ সালে লন্ডনের দি ইন্ডিপেন্ডেন্টে প্রকাশিত Geoffrey Mean লিখিত সংবাদে বর্ণিত হয়েছে যে- ২০০৭-০৮ সালে বাংলাদেশসহ ৩৭ টি দেশ যখন খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল এবং তন্মধ্যে কোন কোনটি খাদ্য দাংগা মোকাবেলা করছে তখন মাত্র ৩ মাসে বহুজাতিক কোম্পানি “মোনাসটো”- ১.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে মুনাফা বৃদ্ধি করেছিল ২.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বহুজাতিক “কারগিল” এর ৩ মাসে নেট আয় ৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বহুজাতিক “আর্চার” এর আয় ৩ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছিল-৪২%। পৃথিবীর সবচাইতে বড় সার কোম্পানী “ মোসাইক কোম্পানীটি” ঐ ৩ মাসে আয় বৃদ্ধি করেছিল ১২ গুণ।

সুতরাং, অন্ধ-বিকলাংগ হলেও যদি কেবলমাত্র মস্তিষ্ক সচল থাকে তবে যে কেউ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা- কাদের পক্ষে এবং কাদের বিপক্ষে এবং কিভাবে মুনাফা বৃদ্ধিতে ও পুঁজির বৈশ্বিক সঞ্চালনে রাষ্ট্র বিশেষকে দন্ডদানের খড়্গ সমেত সক্রিয় ।

এমনটাই যে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম তাসহ পুঁজিবাদের ভবিতব্য সম্পর্কে-“জাতীয় ঋণের সংগে সংগে উদ্ভব হল এক আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ব্যবস্থা ” রূপ মতামত সহ “পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের ঐতিহাসিক প্রবণতা” প্রসংগে কার্ল মার্কস পুঁজি গ্রন্থের অষ্টমভাগ,৩২ অধ্যায়ে লিখেছেন- “ যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালী তার নিজের পায়ে দাঁড়ায়, তখনই শ্রমের অধিকতর সামাজিকীকরণ এবং জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের সামাজিকভাবে ব্যবহৃত এবং সেইহেতু সর্বজনীন উৎপাদনের উপায়ে রূপান্তর তথা ব্যক্তিগতমালিকদের অধিকতর দখলচ্যুতি সম্পত্তির এক নতুন রূপ ধারণ করে। এর পর যাকে দখলচ্যুত করতে হবে সে নিজের জন্য কর্মরত শ্রমিক নয়, বরং বহু শ্রমিকের শোষণকারী পুঁজিপতি। এই দখলচ্যুতি সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিজেরই অন্ত র্নিহিত নিয়মগুলোর ক্রিয়ার দ্বারা , পুঁজির কেন্দ্রীভবন দ্বারা। একজন পুঁজিপতি সর্বদাই বহু পুঁজিপতির মৃত্যু ঘটায়। এই কেন্দ্রীভবন অথবা অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি কর্তৃক বহু সংখ্যক পুঁজিপতিকে দখলচ্যুত করার সংগে সংগে ক্রমপ্রসারমান হারে বিকশিত হয় শ্রম-প্রক্রিয়ার সহযোগমূলক রূপটি, বিজ্ঞানের কৃৎকৌশলগত প্রয়োগ, জমির সুশৃংখল চাষ, শ্রমের হাতিয়ারগুলির একমাত্র সর্বজনীনভাবে ব্যবহার্য শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তর, উৎপাদনের সমস্ত উপায়কে সমবেত, সামাজিকীকৃত শ্রমের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে সেগুলির ব্যয় পরিমিতি, বিশ্ব বাজারের জালে সকল জাতিকে জড়িয়ে রাখা, আর তার সংগে , পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক চরিত্র। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার সমস্ত সুবিধা

যারা আত্মসাৎ ও একচেটিয়াভাবে দখল করে নেয়, পুঁজির সেই রাগববোয়ালদের ক্রমহ্রাসমান সংখ্যার সংগে সংগে বেড়ে চলে দুর্ভোগ, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধ:পতন ও শোষণের পরিণাম; কিন্তু সেই সংগে বেড়ে চলে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহও, যে শ্রেণী সর্বদাই বর্ধিষ্ণু, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিজস্ব কার্যপ্রণালীর দ্বারাই নিয়ানুবর্তী; ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত। পুঁজির একচেটিয়া অধিকার সেই উৎপাদন-প্রণালীর বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়, যে প্রণালীটি গড়ে উঠেছে এবং বিকশিত হয়েছে তারই সংগে এবং তারই অধীনে। উৎপাদনের উপায়গুলির কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন এক বিন্দুতে এসে পৌঁছায় যেখানে পুঁজিবাদী বহিরাবরণের সংগে সেগুলি আর খাপ খায় না। তখন বহিরাবরণটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্ত্যেষ্টির ঘন্টা বেজে ওঠে। দখলকারীরা দখলচ্যুত হয়ে যায়। উপযোজনের পুঁজিবাদী প্রণালী. যা পুঁজিবাদী প্রণালীরই ফল, তা পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি করে। এইটি হল মালিকের শ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম নিরাকরণ। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতায় পুঁজিবাদী উৎপাদন তার নিজের নিরাকরণ সৃষ্টি করে। এটা হল নিরাকরণের নিরাকরণ। তা উৎপাদকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করে না, কিন্তু তাকে এনে দেয় সেই ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা গঠিত হয় পুঁজিবাদী যুগের অর্জনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সহযোগ এবং জমি আর উৎপাদনের উপায়গুলির সর্বজনীন অধিকারের ভিত্তিতে। ব্যক্তিগত শ্রম থেকে উদ্ভুত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি স্বাভাবতই ইতিমধ্যে সামাজিকীকৃত উৎপাদনের ভিত্তিতে কার্যত গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির সামাজিকীকৃত সম্পত্তিতে রূপান্তরের চেয়ে অতুলনীযভাবে অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী, প্রচন্ড ও দু:সাধ্য। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, আমরা পেয়েছি, কতিপয় জবরদখলকারী কর্তৃক ব্যাপক জনসাধারণের দখলচ্যুতি; শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমরা পাই ব্যাপক জনসাধারণ কর্তৃক স্বল্পসংখ্যক দখলকারীর দখলচ্যুতি।"

সুতরাং, পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক প্রবণতা মতো বয়োবৃব্ধ ও জরাজীর্ণ পুঁজিবাদ ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী বিদীর্ণ করেছে তার ই রক্ষক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র নামীয় পুঁজিবাদী বহিরাবরণটি বলেই মরণ চেষ্টা হিসাবে গড়ে তুলেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। হালে আরো সংকটে পড়ে প্রাইভেট ওনারশীপ বিলীন হওয়ার ভয়ে তা রক্ষায় ইতো:পুর্বেকার মুক্তবাজারী অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত-অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে ও বিপরীতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্র বিশেষের স্বার্থের সংঘাত পরিহার করে বিশ্ব নিয়ন্ত্রক পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থের অভেদ্যতা সংরক্ষণ ও পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমন্বয়তা সুনিশ্চিতকরণে বিশ্বব্যাংক-আই. এম.এফ ইত্যাদিকে আরো ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালীকরণের ঘোষণা প্রণীত ও ঘোষিত হয়েছে ১৯৯৯ সালে গঠিত জি-২০'র ১৫ নভেম্বর-২০০৮ এর ওয়াশিংটন সামিটে অর্থাৎ জন্মশর্তাধীন হলেও প্রতিযোগিতায় অক্ষম-অযোগ্য মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ আত্মরক্ষায় নিজেই পারস্পারিক সহযোগিতার নানান পথ-পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমাজবাদের আশ্রয় নিচ্ছে ।

জি-২০'র ঘোষণা মতো বহুবিদ ফন্দি-ফিকিরের অন্তত অন্যতম- শুরুতে ১.১ এবং পরবর্তীতে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সংকটত্রাণ তহবিল গঠন করার মাধ্যমে প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের পুঞ্জিভূত অর্থাৎ বিনিয়োগ অক্ষমতায় সঞ্চালনহীন টাকা কম শিল্পোন্নত দেশে চালান করার মাধ্যমে অলস পুঁজিকে সচল করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে জি-২০ 'র ২রা এপ্রিল-২০০৯, লন্ডন কনফারেন্স।

সাম্প্রতিক সৃষ্ট সংকটের জন্য দায়ী মর্মে ১৫ নভেম্বর-২০০৮ 'র জি-২০ 'র ঘোষণায়ও স্বীকারোক্তি মুলক ৩য় প্যারায় বর্ণিত আছে- " Root Causes of the Current Crisis- 3. During a period of strong global growth , growing capital flows, and prolonged stability earlier this decade , markets participants sought higher yields without an adequate appreciation of the risks and failed to exercise proper due diligence. At the same time, weak underwriting standards , unsound risk management practices, increasingly complex and opaque financial products, and consequent excessive leverage combined to creat vulnerabilities in the system. Policy –makers, regulators and supervisors, in some advanced countries , did not adequately appreciate and address the risks building up in financial markets, keep peace with financial innovation, or take into accouant the systematic ramifications of domestic regulatory actions."

অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে শিল্পোন্নত দুনিয়ার অতি উৎপাদন, কতিপয় অগ্রসর দেশের নীতি নির্ধারক , রেগুলেটর ও সুপারভিসরদের দুরদর্শিতার অভাব এবং ঝুঁকি বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের যথাযথ মুল্যায়ন সহ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ইত্যকার বিষয়াদিই হালের সংকটের মূল কারণ।কাজেই, মানবিক বোধ-বুদ্ধিহীন পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত-মুল্যের লোভে অপরিকল্পিত উৎপাদন আধিক্যে সৃষ্ট সংকটের কারণে ২০০৭ সালে বিশ্বের মোট আপাতদৃশ্যমান-পুঞ্জীভূত টাকার পরিমান ছিল ২৭.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। তন্মধ্যে এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রেরই ৮.১৫৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাই পুঁজি বিনিয়োগ সংকটে নিপতিত যুক্তরাষ্ট্র ও তারই প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোও সংকট এড়াতে না পেরে বিশ্বের ৮০% জি.ডি.পি-র প্রতিনিধিত্বকারী জি-২০ এর লন্ডন কনফারেন্স উল্লেখিত রূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অথচ, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফকে সমগ্র দুনিয়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর সাব্যস্তে জি-২০'র এ্যাকশন প্লানে বর্ণিত কর্মসূচীর মাধ্যমে অগ্রসর দেশগুলোর মানবিক বোধ-বুদ্ধিহীন কেবলই প্রকৃতিক নিয়মে বা বৃক্ষের মতো অপরিকল্পিত উৎপাদন সংঘটনে মুনাফালোভীদের দুস্কর্মের দন্ড দেওয়া হয়েছে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমজীবীগণকে।

তবু,পুঁজির শেষরক্ষা হবে কি ? পুঁজির ৩য় খন্ডে ১৬ তম চ্যাপ্টারে " Conflict between expansion of production and production of surplus-value" অংশে মার্কস লিখেছেন-

" Capitaist production seeks continually to overcome those immanent barriers, but overcomes them only by means which again place these barriers in its way and on a more formidable scale. The real barrier of capitalist production is capital itself. It is that capital and its self-expansion appear as the starting and closing point, the motive and the purpose of production.; that production is only for capital and not vice versa, the means of production are not mere means for a constant expansion of the living process of the society of producers. The limits within which the preservation and self-expansion of the value of capital resting on the expropriation and pauperization of the great mass of producers can alone move – these limits come continually into conflict with the methods of production employed by capital for its purpose, which derive towards unlimited extension of production, towards production as an end in itself, towards unconditional development of the social productivity of labour. The means-unconditional development of the productive forces of society-comes continually into conflict with the limited purpose, the self- expansion of the existing capital. The capitalist mode of production is, at the same time, a continual conflict between this its historical task and its own corresponding relations of social production."

অত:পর, হালের মন্দা বা সংকটের মুল কারণ হিসাবে জি-২০ সামিট যে সকল বিষয় চিহ্নিত ও শনাক্ত করেছে তাওতো নতুন নয়। বরং বহু পুর্বেই মার্কসও প্রমাণ করেছিলেন যে, ঐতিহাসিক ভাবেই পুঁজি নিজেই নিজের প্রতিবন্ধক-প্রতিপক্ষ ও শত্রুপক্ষ এবং বিরোধীয় পক্ষ উৎপাদনকারী বলে স্বীয় বিরোধ ও সংকট নিরসনে পুঁজি অক্ষম । শেষ বিচারে পুঁজিপতির পরিণতি- দখলচ্যুতি যা পুর্বোল্লেখিত পুঁজির সঞ্চালন বিষয়ক বক্তব্যে মার্কস অসংখ্য তথ্য-প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করেছিলেন। সুতরাং, অপেক্ষা কেবল পুঁজিবাদের দখলচ্যুতি সংগঠনে আবশ্যকীয় পক্ষ অর্থাৎ শ্রমের বৈশ্বিক সামাজিকীকরণের মুর্ত প্রতিক অর্থাৎ বিদ্যমান কেন্দ্রীভূত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাতে-বিনাশে উপযুক্ত ও যোগ্য প্রতিফল স্বরুপ শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য ও সংহতি এবং তদলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠন অর্থাৎ মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত-ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান ভিত্তিক সংগঠন- শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট আন্তজার্তিক। উল্লেখ্য- পুঁজিবাদী সংকট হতে মুক্তিলাভে কেবলই গণতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত অনুরুপ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক মার্কসরা প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন ১৮৬৪ সালে । বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে হয়তো সাময়িকভাবে ধ্বংস করতে সফল হলেও পুঁজির সংকট হতে রেহাই পায়নি খোদ পুঁজিবাদ এবং পাবেনাও । কারণ- মার্কস যেমন উদ্ঘাটন করেছেন তেমন জি-২০'র সামিটও কবুল করছে শ্রমিকশ্রেণী নয়, পুঁজিপতিরাই অতিতের মতোই চলমান মন্দার জন্য দায়ী।

জন্মকালীন সাংবিধানিক শর্তাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় খাতের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব সমেত পরিকল্পিত অর্থনীতির রাষ্ট্রিক মূলনীতি সম্পন্ন সংবিধান বলবত রেখে ব্যক্তিমালিকানার একচেটিয়া খাত সৃষ্টি,শোষণ-মুনাফা ভিত্তিক সিন্ডিকেট বাণিজ্য ও অসম প্রতিযোগিতার নিয়ন্ত্রণহীন " মুক্তবাজার" চালু করার সুযোগ বা এখতিয়ার সংবিধানগতভাবে না থাকলেও "মুক্তিযুদ্ধের" সোল এজেন্ট আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার সরকার বেসরকারীকরণ আইন-২০০০ ও বেসরকারীকরণ নীতিমালা-২০০১ জারী ও বহাল করে কার্যত গণপ্রজাতন্ত্রের সংবিধানকে আবারো অকার্যকর ও গুরুত্বহীন করার মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যত কার্যকর করেছে, থ্যাচার-রিগ্যানী মুক্তবাজারী নীতি-পরিকল্পনা বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্ত বা হুকুমাদি ।

অত:পর, পুর্বাপর অত্তোসব কারণেই পাটকলের শ্রমিকগণের বকেয়া মজুরি পরিশোধ না করে বরং তাদেরকে হত্যা-খুন ও জখম করা হয়; চিনিশিল্পে মজুরি বৈষম্য তৈরী করা হয়; গার্মেন্টস শিল্পে সামন্তীয় বর্বর প্রথা সমেত দাসব্যবস্থা জারী রাখতে ১৬০৪ টাকার গ্রস মজুরি ঘোষিত হয়; বিদ্যুতের দাম ও সেবা বিষয়ে বৈষম্য বজায় রাখতে কানসাটে ঘটানো হয় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সহ পুলিশী তান্ডব।

কিন্তু পুলিশ বা সরকার টিকিটিও ছুতে পারে না ঋণখেলাফি তয় ব্যাংক ডাকাত যারা বেসরকারীকরণের সুযোগে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের টাকা নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান দখল করে চালু মিল-কারখানা লুটে-পুটে খেয়ে নিয়ে লাঠে তুলে দেশের উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে দেশটাকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর অবাধ লুণ্ঠনের চারণভূমি বানাতে ক্রমাগত তৎপরতা চালাচ্ছে এবং যুগপৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংকট সৃষ্টি করছে । ২০০৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের দৈনিক আমার দেশ- লিড নিউজে জানিয়েছে-মাত্র ৮০ শীর্ষ ঋণখেলাপির নিকট আটকা আছে ৮ হাজার কোটি টাকা। খেলাপিদের কেউ কেউ বন্ধ থাকা ঢাকা জুট মিলস,ষ্টার-আল কায়েদ জুট মিলস ও ঢাকা ভেজিটেবল অয়েলসের কথিত মালিক এবং এম.পি বা হবু এম.পি প্রার্থী। অথচ-ঢাকা ভেজিটেবল ওয়েলস রাষ্ট্রায়ত্তখাতে থাকাকালীন বছরে ২০ হাজার মেট্রিক টন সোয়াবিন তেল উৎপাদন করত। বাজারে বেচতো লিটার প্রতি মাত্র ২৬ টাকায় এবং লোকসানী নয়, ছিল উদ্বৃত্ত-মুল্য সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান। ২০০৭, ১২ সেপ্টেম্বরের দৈনিক যায় যায় দিন জানিয়েছে-ট্যাকস্ ইত্যাদিসহ সর্বসাকুল্যে চিনি আমদানী খরচ কে.জি প্রতি ৩৫ টাকা, কিন্তু ১০ আমদানীকারকের সিন্ডিকেট কে.জি প্রতি ৬৫ টাকা দামে বিক্রি করে ১৩৩কোটি টাকা লুট করেছে। প্রাইম ব্যাংক জালিয়াতি করেছে, যমুনা ব্যাংক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত, ইসলামি ব্যাংক যুদ্ধবাজ সন্ত্রাসী সংগঠনের অর্থ লেন দেন করে দন্ডিত হয়েছে, ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব হারিয়েছে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক মালিকপক্ষ এবং লাইসেন্স বাতিলের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে ৩৬ টি বীমা কোম্পানী।

ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অদক্ষ ও অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে কথিত ব্যক্তি গয়রহ। প্রাইভেট সেক্টরের বর্ণিত রূপ অনিয়ম-দুর্নীতি, জালিয়াতি-প্রতারণা ও নিশ্চিত ব্যর্থতার তথ্য জানা ছিল বলেই বেসরকারীকরণ বিধিমালা-২০০১ এর ২১ বিধিতে বলা হয়েছে -বন্ধ প্রতিষ্ঠান পুন:সরকারী দখলীকরণের। কি ভয়ানক অবস্থা ! রাজনীতিক-সংসদ সদস্য ও নির্বাহী কর্তৃত্ব বিশ্বাস রাখেন না প্রাইভেট মালিকানার ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতায় অথবা আস্থা রাখেন নাই রাষ্ট্রীয় মালিকালাধীন ব্যবস্থায়। তাহলে ইহলোলিক বা জাগতিক ও বৈষয়িক জীবন ব্যবস্থায় মানুষ আস্থাশীল হবে কি ভাবে এবং নির্ভর করবে কার উপর ? যে সংগঠনের উপর আস্থা-বিশ্বাস স্থাপন করে শ্রমজীবী মানুষ আশাবাদী হতে পারতো সেরূপ সংগঠন যা সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে যথার্থ অর্থেই জাগতিক ও বৈষয়িক বিষয়ে সংগঠিত করতে পারতো জগতের সকল শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষকে সে ধরণের বৈশ্বিক সংগঠনও নাই। অতঃপর, জাগতিক জীবন যাপনে অলৌকিক বিহীত-ব্যবস্থায় বিশ্বাস করা বৈ বেঁচে-বর্তে থাকার ভিত্তি ও উপায়টা কি ?

সংবিধানমূলে অংগীকার করেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ যখন জনগণের জীবন ধারনের মৌলিক উপকরণাদির উপযুক্ত বিহীত-ব্যবস্থা না করে বিপরীতে দুর্বৃত্তপনার ব্যক্তিমালিকানার বিহীত করে থাকে তখন, উক্তরূপ অবস্থায় কুসংস্কার-ধর্মান্ধতা-মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসার-বিকাশ ও চর্চা হবে না কেন ?

তদুপরি, বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত " বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪"-এর ১৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ মতো যখন নিশ্চিত হয় ১৯৯৬ হতে মাত্র ৫ বছরে দেশের সর্বনিম্ন ৫ জনের সম্পদের পরিমান .৮৭% হতে নেমে .৬৭% এবং বিপরীত পক্ষে সর্বোচ্চ ৫ জনের সম্পদের পরিমান ২৩% হতে জাম্প করে ৩০.৬৫% এ উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রিক নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় পুঁজি পুঞ্জিভবন ও সঞ্চালনের হেতুবাদে সর্বোচ্চ আয়কারীদের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই সর্বনিম্ন আয়কারীদের সম্পদ হ্রাসের হার বর্ধিত হয়েছে তথা পুঁজিপতি কর্তৃক তাঁরা দখলচ্যুত হয়েছে,তখন , জনজীবনে হতাশা-যন্ত্রণা ও নৈরাজ্য ক্রমবর্দ্ধিত হারে বাড়বে না কেন ?

অথবা, বুশের ব্যবসায়িক পার্টনার হিংস্র লাদেন মহাশয়কে বা তাদের চেলা-চামুন্ডাদের ভাড়া খাটিয়ে দেশব্যাপী একযোগে বোমা-হামলা করে মুসলিম জংগীবাদের তকমাটিও স্বার্থকভাবে বাংলাদেশের ললাটে এটে দিয়ে তদোদ্ভুত পরিস্থিতির সুযোগে সামরিক সহযোগিতা সহ আরো অন্যান্য শর্তে বাংলাদেশ হতে শস্তা শ্রমিক ও শ্রম হাতিয়ে নেওয়ার মোক্ষ সুযোগ হাতছাড়া করবে কেন মুক্তবাজারী বিশ্ব দানব ?

অথবা, ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী সমেত পেশাজীবী কেউ কেউ যেমন দলবাজি বৈ বুদ্ধি চর্চা করেন না বা পুঁজি ও ভোগ্যপণ্যের ধান্ধায় নিত্য যেমন বয়ান করেন বিদেশী বিনিয়োগ বা ঋণ ছাড়া বাংলাদেশ যেহেতু চলতে পারবে না সেহেতু জলে বাস করে কুমিরের সাথে ঝগড়া না করে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণে অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের শর্ত মেনে নেওয়াটাই নাকি জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ পন্থা ! অনুরূপ ফতোয়ার

ব্যাপারীদের রাজনৈতিক কারিগর তথা রাষ্ট্রিক কর্তারাও এখন বিদেশ-বিভূঁয়ে গিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রিক কর্তাসহ পুঁজিপতি শ্রেণীর নিকট দেন-দরবার করা সহ আকুতি-মিনুতি করেন-পুঁজির অনুকূল পরিবেশ সুনিশ্চিতিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত অপরাপর দেশ হতে কম মজুরির অধিকতর সুযোগ-সুবিধায় বাংলাদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করতে।

কি সাংঘাতিক ধরণের স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তি ! পুঁজির ঔপনিবেশিক নীতিতে পুঁজিপতি শ্রেণী ঘুষ-বকশিশ ও কমিশন দেওয়া সহ নানান ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সমেত এমনকি, যুদ্ধ-বিগ্রহ সংগঠিত করে বিভিন্ন দেশ দখল-বেদখল করার প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগে নানান ধরণের ঝক্কি-ঝামেলা পোহাত। আর এখন- কথিত স্বাধীন দেশে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধার নিশ্চিতিতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য পুঁজিপতিরা জামাই আদর লাভ করছেন।

অত:পর, বিদেশী পুঁজিপতি বিতাড়নে তথা জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনে জীবন দায়ী "স্বাধীনতা সংগ্রামীদের" কোন যোগ্য উত্তরসূরী জীবিত থাকলে এহেন বুদ্ধিবেচা কমাক্কেলদের গতি কি হতো কে জানে। তবে জীবিত "মুক্তিযোদ্ধাদের" কেউ কেউ মনোবিকারগ্রস্থতায় আক্রান্ত হয়ে স্বয়ং খুন হয়েছেন বটে। অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা একালের ক্লাইব-মীর জাফর ও রাজাকারদের সাজানো ফায়ারিংস্কোয়াডে প্রাণ হারাবেন, না কি রেইছ কোর্স ময়দান বা বিজয় স্মরণীতে জোটবদ্ধভাবে স্বয়ং খুন হবেন তা ভবিষ্যত জানে। তবে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠক মান্যবর পাটমন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে একটি ইশতেহার জাতির সামনে উপস্থিত করতে পারবেন আশা করি। শেষত,বুদ্ধির বজ্জাতি করে যারা দুনিয়াবী বন্য সুখে দিনাতিপাত করেন তাদের নিকট বাংলাদেশের যে কেউ এমত বিষয়াদি প্রসংগে কতিপয় বিষয় উত্থাপন করতে পারে নিশ্চয়ই-

ক. খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার হুকুম-আহকাম হুবুহু তামিল করছে, না কি কৃষি পণ্য ও রপ্তানিতে এখনো সাবসিডি দিচ্ছে বা হালে মন্দাদশা কাটাতে শ্রমজীবী মানুষের করের টাকা রাষ্ট্রিক প্যাকেজ পোগ্রামের নামে ভর্তুকি হিসাবে দেওয়া হচ্ছে বা দেওলিয়া ঘোষিত প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করে কার্যত প্রাইভেট সেক্টরের সংকট উত্তরণে রাষ্টকে ব্যবহার করছে এবং একই সাথে প্রাইভেট খাতের কর্মকর্তাদের বেতন/ভাতা হ্রাসের বিহীত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রিকভাবে হস্তক্ষেপ করছে বটে তথাকথিত মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় ?

খ. পুঁজিবাদী মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও বাংলাদেশের সংবিধান কি এক ও অভিন্ন অথবা পরস্পরের পরিপূরক বা সম্পূরক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ?

গ. যদিও অর্থহীন নির্দেশনা তবু উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে সমর্থন করা সংক্রান্ত বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ মতো বিশ্ব পুঁজিবাদের স্বার্থবাহী বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ ইত্যাদির বিরুদ্ধে "সংগ্রাম" না করে বিপরীতে ঐ সকল ক্রেডিট ট্রেডার/প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ লাভ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৫ এর পরিপন্থী নয় ?

ঘ. অসাংবিধানিক ও অবৈধ এবং সংবিধানের সহিত সাংঘর্ষিক তবু, বিশ্বব্যাংকের শর্তাধীন মুক্তবাজারের ছুতায় ধনী-দরিদ্রের যে বিশাল ব্যবধান-বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে তা কি বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৪,১৫,১৬,১৭,১৮,১৯ এর পরিপন্থী নয় ?

ঙ.ঋণ খেলাপিসহ মুনাফাখোর,মজুরিখোর ও সিন্ডিকেট চক্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২০ ও ২১অমান্যকারী নয় ?
চ. সাংবিধানমুলে অচল-বাতিলযোগ্য অথচ, প্রচলিত শ্রম আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ সহ প্রচলিত ও প্রযোজ্য অপরাপর আইন মতে উক্তরূপ ব্যক্তিগণ দন্ডযোগ্য নয় ?
ছ. দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ধারা-২৬ ও ২৭ মতে আয়ের সাথে সংগতিহীন আয়কারী মর্মে উক্তরূপ কমিশনভোগী,বকশিষ গ্রহীতা ও ঘুষখোর সমেত সকল অবৈধ আয়কারী ব্যক্তি দন্ডযোগ্য নয় ?
জ. বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ অন্যান্যদের নিকট বাংলাদেশের মোট ঋণের পরিমান দুই লক্ষ কোটি কোটি টাকার বেশী নয়, কিন্তু বাংলাদেশে কালোটাকার পরিমান সাত লক্ষকোটি টাকার কম নয় বিধায় যদি সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২০মতে ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনমতে বিহীত ব্যবস্থা তথা সমুদয় কালোটাকা রাষ্ট্রের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হয় তবে সকল বৈদেশিক দায়-দেনা পরিশোধ করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিদ্যমান ৯৫০কোটি টাকা হারে বার্ষিক সুদ পরিশোধের দায় হতে অব্যাহতি পেতে পারে না ?
ঝ.বাংলাদেশ রাষ্ট্র কি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রমুলে পরিচালিত হবে নাকি, ঋণদাতা সংস্থার ফরমায়েশ ও শর্তমতো বা কতিপয় সুযোগ-সন্ধানী কথিত সিভিলজনের আবদার পূরণে স্বার্থান্ধ রাজনীতিকের খেয়াল-খুশিমতো পরিচালিত হবে ?
ঞ. বাংলাদেশের সংবিধান আদৌ কার্যকর আছে না কি "মুক্তিযুদ্ধ" সমর্থনকারী জনগণকে প্রতারিত করার দুরভিসন্ধিতে জাল-জালিয়াতি ও নকলীকরণের মাধ্যমে প্রণীত বলে শুরু হতেই তা কার্যত অকার্যকর হয়েছিল এবং প্রকৃতই বৈশ্বিক পুঁজির স্বার্থ বাহী আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংক ইত্যাদির আওতায় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র ইত্যাদি সোনার বাটি তুল্য বলেই বিশ্বব্যাংকের সদস্য বাংলাদেশে প্রকৃতার্থেই কার্যকর ও বাস্তবায়নে অযোগ্য ও অনুপযোগী সংবিধান বিশেষ কেবলই প্রস্তুত করার প্রয়োজনে প্রণীত হয়েছিল বলেই উল্লেখিত সংবিধান মান্য করার দায়-তাগিদ দায়িত্বশীল কারোই ছিল না এবং দায়-দায়িত্ব নাই বলেই শোষণের প্রয়োজনে বা শ্রমিকশ্রেণীকে দলন-পীড়নে যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন সাংবিধানিক পরিবর্তন করতে কারোই অসুবিধা হয়নি এবং সংবিধানের নির্দেশনা মান্য করার দায়ও অন্তত সাংবিধানিক শপথকারী সহ দায়িত্বশীল কারো নাই?
ট.৩০কোটির কিঞ্চিত বেশী মানুষ ও দুনিয়ার ১৬ ভাগের ১ ভাগ ভূমি নিয়ে জমি ও জনসংখ্যায় দুনিয়ার ৩ নম্বর দেশ পুঁজিবাদী আমেরিকা- দুনিয়ার মোট বৈদেশিক ঋণের সবচাইতে বড় গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী সমেত অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কর্মে দুনিয়ায় প্রায় নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একাই পৃথিবীর সামরিক ব্যয়ের প্রায় অর্দ্ধাংশ নির্বাহ করার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার পুলিশী দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ২০০৮ সালে সামরিক বাহিনীতে প্রায় ২৭ লাখ, পুলিশ বাহিনীতে ৫৪০,০০০ জনবল থাকলেও ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে যখন সাবেক ২ প্রধানমন্ত্রী সমেত বিপুল সংখ্যক মন্ত্রী-এম.পি সহ জেলবাসীর সংখ্যা ৮৭ হাজার তখন,আমেরিকায় কয়েদী সংখ্যা ২২ লাখের বেশী। এবং সি.আই.এ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবকু সহ উপরে বর্ণিত তথ্যমতে ফেব্রুয়ারী-২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রিজনারের সংখ্যা-মাত্র ৭.৫ মিলিয়ন।

তবুও জাতিসংঘের হিউম্যান ইন্ডেক্স মতো দৈনিক জনপ্রতি ১ ডলারের ব্যয়ে অসমর্থ ব্যক্তিকে দারিদ্রসীমাভুক্ত গণ্যে আমেরিকায় দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারীর সংখ্যা- ২২.৯%, যা শিল্পোন্নত দেশ সমুহের মধ্যে সর্বাধিক ; এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব লেবর এর ব্যুরো অব স্ট্যাটিকস এর পরিসংখ্যান মতে-আমেরিকায় ২০০৫ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৫.৭%,তবে ২০০৬ সালে ৭.৬% এবং কেবলমাত্র ২০০৮ সালে ৩৬ লাখ এবং জানুয়ারী-২০০৯সালে ৬ লাখ লোক চাকুরীচ্যুত হয়েছে এবং সি.আই.এর ফ্যাক্ট বুক -২০০৮ মতে ২০০৭ সালে আমেরিকায় সর্বোচ্চ আয়কারী-১০% জনের আয় ৩০% এবং সর্বনিম্ন আয়কারী ১০% জনের আয় ২%,যদিও এ হিসাবটিও পুঁজিবাদী হিসাবশাস্ত্রের ভ্রান্তিজনিতকারণে একদম ঠিক নয় এমনকি সমারিক খাত সমেত ব্যভিচারি রাষ্ট্রিক ব্যয়ের অবিচারিক দায়-দায়িত্বের সমানুপাতিক দায়ের অবিচার হিসাবে না নিলেও আমেরিকার বার্ষিক গড়পড়তা মাথাপিছু ৪৮,০০০ ডলারের জি.ডি.পি'র তথ্যও কিন্তু সি.আই. এ-য়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আয়কারীর বর্ণিত হিসাবের সত্যতা নিশ্চিত করে না। অত:পর, কথিত মুক্তজাবাজারী তবে সেন্ট্রালাইজড এন্ড কন্ট্রোলড পুঁজিবাদের বৈশ্বিক কন্ট্রোলার তথা সামরিক শক্তিতে সর্বাধিক ক্ষমতাধর বৈশ্বিক পুলিশী রাষ্ট্র আমেরিককে মান্য-গ্রাহ্য ও অনুসরণ না করার সুযোগ আছে কি অন্তত দুই দুই বার "স্বাধীনতা" অর্জন ও "মুক্তিযুদ্ধকারী" বাংলাদেশের ? আর যদি -বাংলাদেশকে যথারীতি মান্য-গ্রাহ্য ও অনুসরণ এবং অনুগমন করতে হয় পুঁজিবাদের বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্ব পুঁজির নিয়ন্ত্রণক ও শাসক সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফকে তবে কি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানের আদৌ কার্যকারিতা থাকে? এবং

ঠ. সি.আই. এর ২০০৮ এর ফ্যাক্টবুকের তথ্য মতে-আমেরিকায় মাথাপিছু জি.ডি.পি অর্থাৎ পি.পি.পি ৪৮,০০০ মার্কিন ডলার, যুক্তরাজ্য ,পি.পি.পি- ৩৭,৪০০ মার্কিন ডলার, ফ্রান্স, পি.পি.পি ৩২,৭০০ মার্কিন ডলার, জার্মানী, পি.পি.পি- ৩৪,৮০০ মার্কিন ডলার , এবং জাপন, পি.পি.পি- ৩৫,৩০০ মার্কিন ডলার অথচ, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয়কারী ১০% জনের আয়ের হার -যথাক্রমে আমেরিকা, সর্বনিম্ন-২% এবং সর্বোচ্চ-৩০%, যুক্তরাজ্য, সর্বনিম্ন-২.১% এবং সর্বোচ্চ-২৮.৫%, ফ্রান্স,সর্বনিম্ন-৩% এবং সর্বোচ্চ ২৪.৮%, জার্মানী, সর্বনিম্ন-৩.২% এবং সর্বোচ্চ-২২.২% এবং জাপান, সর্বনিম্ন-৪.৮% এবং সর্বোচ্চ-২১.৭%, অর্থাৎ বর্তমান দুনিয়ার শিল্পোন্নত ৫ টি দেশের মধ্যে আমেরিকার পি.পি.পি সর্বাধিক আবার আমেরিকায়ই আয় বৈষম্যও সর্বাধিক বলে আমেরিকায় সর্বনিম্ন আয়ের মানুষজনের আয় যেমন অন্যান্যদের তুলনায় কম তেমন বর্ণিত ৪টি দেশের তুলনায় দ্রারিদ্র সীমার মধ্যে বসবাসকারী লোকজনের হারও বেশী নয়কি?

পুঁজির সঞ্চালনের পরিণতি ও কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে ঠিক এমন তথ্য-উপাত্ত পুঁজি গ্রন্থে বিবৃত করেছিলেন মার্কস। তিনি পুঁজির "অষ্টমভাগ-তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন,অধ্যায় ৩১।-শিল্প পুঁজিপতির উৎপত্তি" অংশে লিখেছেন- " হট-হাউসে সবজি ফলানোর মতো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বাণিজ্য ও নৌ-চলাচলকে পাকিয়ে তোলে। লুথার-এর 'সোসাইটিজ মনোপলিয়া' গুলি ছিল কেন্দ্রীকরণের শক্তিশালী হাতিয়ার। ঔপনিবেশগুলি উঠতি শিল্পসমুহের জন্য বাজারের যোগান দিত এবং একচেটিয়া বাজারের মারফৎ পুঁজির সঞ্চয়ন বাড়িয়ে তুলত। নগ্ন লুন্ঠন, দাসত্ববন্ধনারোপ ও হত্যার মধ্য দিয়ে ইউরোপের

বাইরে যে, সম্পদ আহরিত হত,তা স্বদেশে প্রেরিত হয়ে পুঁজিতে পরিণত হত। পূর্ণ বিকশিত ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রথম স্রষ্টা হল্যান্ড ১৬৪৮ সালেই তার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল। এই দেশটির হাতে ছিল ' ইষ্ট ইন্ডিয়ান বাণিজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসার প্রায় একচেটিয়া অধিকার। মৎস ব্যবসা, নৌবহর ও শিল্পপণ্যে এই দেশ অন্যান্য সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই প্রজাতন্ত্রের মোট পুঁজির পরিমান বোধ হয় ইউরোপের অন্যান্য অংশের মোট পুঁজির পরিমাণের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ' *(* ' ' চিহ্নের মধ্যেকার বক্তব্যটি গ্যুলিখের। লেখক) গ্যুলিখ এই কথাটি যোগ করতে ভুলে গেছেন যে, ১৬৪৮ সালের মধ্যেই ইউরোপের অন্যান্য সব দেশের চেয়ে হল্যান্ডবাসীদের অনেক বেশি খাটিয়ে নেওয়া হত, তারা ছিল অনেক বেশি দরিদ্র এবং নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত।" অতপর, আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখিত পূর্বাপর তথ্য-উপাত্ত দ্বারা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৬৪৮ সালে হল্যান্ডের অবস্থারই পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ ২০০৮ সালের আমেরিকা। সুতরাং- পুঁজির বিকাশকাল হতেই এটি প্রমাণিত যে, দেশ বিশেষ ধনী হওয়ার অর্থ অন্যান্য দেশতো বটেই খোদ ধনী দেশটির মধ্যেকার বাসিন্ধাদেরও দারিদ্র-বেকারত্ব ইত্যাদির হার বাড়ে, হল্যান্ড ও আমেরিকায় তাই হয়েছে ।

অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডের অবস্থাও অনুরূপ ছিল। অত:পর, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থই শ্রমিকশ্রেণীর নি:স্বতা -দ্রারিদ্রতা বৃদ্ধি বলেই পুঁজিবাদ বহাল রেখে দারিদ্র দুরীকরণ দিবাস্বপ্নের নামান্তরই শুধু নয় আসলেই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করার নব নব কৌশল মাত্র হেতু জাতিসংঘের তথাকথিত মিলেনিয়াম গোল তথা প্রত্যেকে ধনী হওয়ার সুযোগ-অবকাশ কার্যতই পুঁজিবাদে নাই। বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজি যত বৃদ্ধি পাবে ততোই স্বল্প পুঁজিওয়ালারাও বর্ধিতহারে পুঁজি হারাবে ও সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণীতে নিপতিত ও রুপান্তরিত হয়ে শ্রমবাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি করে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বলে তদ্রুপ অবস্থায় শ্রমিকেরই মজুরি হ্রাস পেতে থাকে। কাজেই, অধিকহারে পুঁজি সৃষ্টির জন্য পুঁজিপতিরাই শ্রমিকশ্রেণীকেতো বটেই এমনকি স্বগোত্রীয় পুঁজিওয়ালা ও স্বল্প পুঁজিওয়ালাদেরকেও আরো বেশিমাত্রায় নি:স্ব ও কর্মচ্যুত- চাকুরীচ্যুত বা স্থানচ্যুত বা দেশান্তরী করে থাকে।

অত:পর, শ্রম শোষণ করে বা শ্রমের দাম পরিশোধ না করার মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি করতে হয় বা তদ্রুপভাবেই পুঁজি গঠিত হয় বলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকলের পুঁজিপতি বা ধনী হওয়ার সুযোগতো নাই-ই তবু, কুতর্কের খাতিরে যদি এমনটা ভাবা যায় অর্থাৎ সকলেই পুঁজির মালিক হওয়া বা বনা যাবে বটে নোবেল প্রইজধারী গ্রামীণ ব্যাংক সহ তাবৎ এন. জি.ওদের নোবেল ফতোয়ায় বা মিলেনিয়াম গোল যদি পূর্ণ হয় গরীব দরদী জাতিসংঘের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বা প্রেসিডেন্ট ওবামার "চ্যাঞ্জের" আমেরিকায় বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ই এবং সত্যি সত্যি এরূপ মতামত যদি সত্যি হয় তবে পুঁজি সৃষ্টি করবে কে ?

পুঁজিপতি !! বাহ! সকল পুঁজিপতি হবে শ্রমিক এবং সকল সকল শ্রমিক হবে পুঁজিপতি, সকলেই মালিক ও ধনী, কেউ গরীব নাই, কি সুন্দর প্রস্তাবনা না ! কিন্তু , বাস্তবতা এতটা

সুন্দর নয় বরং খুবই কুৎসিৎ-নোংরা। কারণ- পুঁজিপতিতো মজুরির বিনিময়ে শ্রম ক্রয় করা বৈ উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় স্বীয় শ্রম প্রয়োগ-নিয়োগ করে না,তদপুরি উদ্বৃত্ত-মুল্য বা শ্রমিকের জমাট বাঁধা অপরিশোধিত শ্রম আত্মসাৎ না করেতো পুঁজিপতি হওয়ার সুযোগ নাই। কাজেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকলের সম্পত্তিবান বা ধনী হওয়ার সুযোগ বা অবকাশ যেমন নাই তেমন দারিদ্রের মাত্রা-পরিমাণ বৃদ্ধি না করে খোদ পুঁজিও স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম নয়। পুঁজি-পণ্যের আধিক্যে দুনিয়াব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীকে বহুমাত্রিকভাবে শোষণ করার পরও খোদ আমেরিকা অধিকতরহারে শ্রমশোষণ নিশ্চিত করার কৌশল হিসাবে প্রতি বছর ডি.বি লটারীর প্যাকেজে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে প্রকৃতপক্ষে দক্ষ-অভিজ্ঞ শ্রমিক-কর্মী সংগ্রহ করে থাকে। ডি.বি-র আওতায় যারা আমেরিকা যায় তাদের যোগ্যতা-দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সামাজিক দায় বহন করেছে বটে অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশ।

কিন্তু সেই দায়ের কোন দায়িত্ব বহন না করে অর্থাৎ অর্জিত অভিজ্ঞতার কোন প্রকার দাম না দিয়ে বা অগ্রিম না দিয়ে অভিবাসীদের সকল যোগ্যতা তথা শ্রমদক্ষতা ব্যবহার করছে আমেরিকা অর্থাৎ আমেরিকার পুঁজিপতি শ্রেণী। তাও আবার অভিবাসীগণ নবাগত বলেই আমেরিকার বাজার দরের অপেক্ষাও কম মজুরীতে শ্রমদাস বনতে রাজী হয় পুর্বাপর দায়-দেনা ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে। তবু ভারতে যেমন বৃটিশ পুঁজি আক্রান্ত ও আহত হয়েছিল বৃটিশের পত্তনকৃত ও পিট চাপড়ানো ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা তেমনি অতিলোভে তাঁতি নষ্ট হওয়ার মতো নতুন অভিবাসীরা হতে পারে আমেরিকার পুরানো অভিবাসীদের পুঞ্জীভুত পুঁজির ব্যক্তি মালিকানা বিলীন-বিলোপে অন্যতম কারিকা শক্তি। অত:পর, পুঁজিবাদী মালিকানা রক্ষণে কেন্দ্রীভূত পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় অবাধ বাজার তথা মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে আমেরিকার মতো বিশাল পুঁজিওয়ালাদের কিঞ্চিত লাভ বা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হলেও সুবিধা বঞ্চিত হয় বটে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ। তবু, আমেরিকার কর্তৃত্বাধীন তথাকথিত মুক্তবাজারই ধরিত্রীবাসীর ভবিতব্য বা মানুষের মুক্তির পথ, এরূপ মত বিশ্বাস বা ফেরী করে যারা তারা, হয় অজ্ঞ-মুর্খ, না হয় ভন্ড ও সুযোগ সন্ধানী ধান্ধাবাজ এবং প্রতারক। সর্বোপরি, বর্ণিত কপটচারীরা শ্রমিকশ্রেণী সহ মানবজাতির মুক্তির প্রতিবন্ধক ও প্রতিক্রিয়াশীলতো বটেই এবং গোলামও।

অত:পর, মুক্তবাজারী ষাড় বা লুণ্ঠনের সুযোগ-সুবিধাভোগী দুর্বৃত্ত বা ইস্তাহার পাঠক মন্ত্রীজীর গোষ্ঠী-গোত্রভুক্ত রাজনীতিক বা পুঁজিবাদী শোষণের ক্ষত-দাগ ইত্যাদিতে দান-ভিক্ষার মলম জাতীয় পদার্থ ঘষা-মাজা করণের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে সহনশীল পর্যায়ে টিকিয়ে রাখতে পুঁজিবাদের উচ্ছিষ্টভোগী তথাকথিত সিভিল সোসাইটি, ভুয়া মানবতাবাদী বা মানবাধিকারকর্মী, ভন্ড উন্নয়নকর্মী বা উন্নয়ন অন্বষণে চালাক-চতুর গবেষণাজীবী এবং বর্ণচোরা সমাজতন্ত্রী বা সমস্যার গভীরে প্রবেশ-অনুপ্রবেশে অনাগ্রহী অথচ, সমাজবাদী ও গণতন্ত্রী প্রমুখ সিভিল বা ভদ্রজনেরা হয়তো বলবেন- অতিতমুখীনতা দিয়ে জীবন চলে না, টিকতে হলে পরিবর্তিত অবস্থা-ব্যবস্থা ও সময়ের দাবী মানতে হবে, বিশ্বায়নের যুগে তাল মিলিয়ে চলতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি, যেমন তারা চলেন এবং বলেন হর-হামেশাই।

যদিও এই তাঁরাই যখন-তখন,যেখানে-সেখানে এবং সুযোগ পেলেই,স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিতকরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, অবাধ নির্বাচন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার,সংবিধান মান্যকরণ ও আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণার্থে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ইত্যকার তাবৎ গালভরা বুলি বা পচা-বাসী এবং অসার শান্তির ললিত বাণী বিতরণ করে থাকে । অথচ, তাঁরাই কার্যত বাংলাদেশের জন্ম অংগীকার তথা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা নিদেন পক্ষে আদি সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ এর নির্দেশনা মানতে রাজী নয়। তা'হলে, বর্ণিত ভদ্রজনদের তাবৎ বোল-চাল ও মতলব কি কেবলই ভাড়ামি ও ভন্ডামি, না কি কেবলই মুক্তবাজারী দস্যুতা ও জাত গোলামি এবং বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা ?

তবে, ইস্তাহার পাঠক পাটমন্ত্রীর খুন-খারাবি ও গোলাগুলিসহ শ্রমিকদের বর্ণিত বিষয় দ্বারা একটি বিষয় নিশ্চিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিতো নয়ই এমনকি বুর্জোয়া অর্থেও কখনো স্বাধীনতা পায়নি এবং পুঁজিবাদের বৈশ্বিক চরিত্র ও কর্তৃত্বের কারণে কার্যত স্বাধীনতা পাওয়ার সুযোগ নাই । তবে কেবলমাত্র কাগজে-কলমে স্বাধীন দেশের পরাধীন বা সাবেকী রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ এবং আমলাতন্ত্র সমেত সেনা-পুলিশ ইত্যাদি বাহিনীর ব্যয় নির্বাহার্থে সাবেকী আমলের তুলনায় প্রায় ২/ ৩ গুণ বেশী ট্যাক্স-কর জোগান দিতে হচ্ছে বলেই শ্রমিকের মাসিক প্রকৃত আয় কমেছে -২মন চাল ।

অবশ্য রাষ্ট্রের কর্মই যে অনুরূপ তাতো পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে মার্কসের বরাতে এবং মার্কস-এ্যাংগেলস নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছিলেন রাষ্ট্র যতদিন টিকে আছে ততোদিন আসলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন-ভোগ করতে পারে না এবং ব্যক্তিমালিকানা তথা শ্রেণী স্বার্থের রক্ষক রাষ্ট্রই শ্রমিকশ্রেণীরতো বটেই মুক্তিকামী মানুষের মুক্তিলাভে প্রধান প্রতিবন্ধক এবং একই সাথে সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রীক ও সম্মিলিত বা সামাজিক মালিকানা-অধিকার হতে সমগ্র মানবজাতিকে বঞ্চিত করে আসছে রাষ্ট্রই। অত:পর, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা তথা মুক্তি নিশ্চিত করতে হলে সমগ্র দুনিয়ায় সমগ্র মানবজাতির সম্মিলিত তথা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায়- কার্যতই রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ-বিলোপ করাই আবশ্যকীয় শর্ত হেতু শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি মূলত ব্যক্তিমালিকানা বিলোপে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনাশের দায়-দায়িত্বটিই পালন করার একটি সাধারণ ব্যবস্থা বিধায় সমাজতন্ত্র একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা বৈ স্থানীয় বা জাতিয় বিষয় যেমন নয় তেমন, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রও নয়।

ফলে- বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা বলে সামন্তদের দাবীকৃত ভ্রান্ত বাণী অভ্রান্তভাবে নি:শেষিত হবে বলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধরত্রীটা পরিণত হবে ধরিত্রীর সকলের অর্থাৎ ধরিত্রীর সকল সম্পদ-খনিজ,জলজ, ভূমিজ সম্পদে প্রত্যেকের সমান অধিকার ও তা ব্যবহারে সকলের সুষম সুযোগ নিশ্চিত হবে বলেই জনবসতির বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসের ধারায় হাল আমলের বাংলাদেশের মতো কতিপয় দেশের জনাধিক্য বা অস্ট্রেলিয়া,কানাডা ও রাশিয়ার মতো কতিপয় দেশের জনহীনতার সমস্যা থাকার অবকাশ নাই। পরিবেশ-

প্রতিবেশ রক্ষায় প্রাণীকুল ও বৃক্ষরাজির দানবীয় ধ্বংস করা হবে না বলে ডিফরেষ্টশন রোধ হবে। ধরিত্রীর ৭০.৯% পানি এবং ২৯.১% ভূমির পরিমিত ও সর্বাধিক সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যাবে বলে মৎস-পশু ও খাদ্য উৎপাদনে হাল আমলীয় সংকট ও সমস্যা ইত্যাদি থাকার সুযোগ বা অবকাশ নাই। তবে, ভবিষ্যতে খাদ্যাভ্যাসসহ জীবন ধারণের অভাবনীয় পরিবর্তন ও রূপান্তর অনিবার্য হলেও সাময়িককালে অনুরূপ ব্যবস্থায় কৃষি পরিণত হবে বৃহদায়তন শিল্পে বলেই আধুনিক শিল্পের সহিত কৃষির বৈরীতা নিরসন হবে বিধায় সমগ্র ব্যবস্থাটি কার্যত একটি বৃহদায়তন শিল্প ব্যবস্থায় পরিণত হবে হেতু অনুরূপ বৃহদায়ন ব্যবস্থার সহিত সাযুজ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুতল বিশিষ্ট বৃহৎ আকারের বসতি ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বিধায় আধুনিক ৫ তারা হোটেলের অনুকরণে গড়ে উঠবে বৃহদায়তন রন্ধন ব্যবস্থাও। ফলে-

ক. দুনিয়াটাই বাউন্ডারী মুক্ত হবে বলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় বাউন্ডারীর জন্য ব্যবহৃত ভূমি উদ্ধার ও ব্যবহারোপযোগী হবে হেতু বর্তমানে বিশ্বময় ১০% চাষযোগ্য ভূমির মাত্র ১% স্থায়ীভাবে ফসলের জন্য চাষ করা হলেও চাষ ও বসতির জমি বৃদ্ধি পাবে ;

খ. কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সীমানা পাহারার জন্য ব্যয়িত খরচ, রাষ্ট্রিক ও ব্যক্তিগত মালিকানাজনিত কারণে ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত দাম বা বিনিয়োগকৃত পুঁজির ব্যয় এবং ভূমির বেষ্টনী ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বাউন্ডারী দেওয়াল ও সিকিউরিটি খাতের অপচয়িত ব্যয় অর্থাৎ অনুন্য উল্লেখিত খাত ত্রয়ীর অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হতে মানবজাতি মুক্তি পাবে হেতু এতদমর্মে ব্যয়িত সকল পুঁজি তথা পুর্বাপর বিনিয়োগকৃত শ্রম বিনিয়োজিত ও পরিণত হবে সামাজিক খাতের সম্মিলিত উৎপাদনশীল খাতে বলেই সামাজিক উৎপাদনে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিত হবে হেতু প্রত্যেকের কর্মঘন্টা হ্রাস পাবে । এমনকি খাদ্য সহ জীবনাচারে দেখা দিবে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নতি এবং সমৃদ্ধি;

গ. উল্লেখিত খাত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় প্রয়োজন হবে না রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী-এম.পি, সেনাপতি ও সেনাবাহিনী, বিচারপতি ও পুলিশ তয় যাবতীয় পরজীবী ব্যক্তিগণের কার্যকারিতা ও আবশ্যকতা নাই বা সমরাস্ত্র ইত্যাদির মতো মারণাস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন হবে না বরং বর্ণিত খাতসমুহে নিয়োজিত অনুৎপাদনশীল জনশক্তি প্রত্যেকেই পরিণত হবে উৎপাদনশীল শ্রমজীবীতে অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ মস্তিষ্ক, পেশী, অস্থি ও স্নায়ুর সদ্ব্যবহার ব্যবহার করবে কেবলমাত্র সামাজিক উৎপাদনশীল ক্রিয়াকর্মে বলেই কেবলমাত্র বিদ্যমান রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার তুলনায় প্রতি বর্ষে অনুন্য শত-সহস্র গুণ বেশী হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে কার্যত অতো বেশী উৎপাদন করার প্রয়োজন নাই হেতু মানুষ কেবলই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করবে;

ঘ. পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা বলেই পণ্য বিনিময়ে বাজার অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য আবশ্যকীয় শর্ত বিধায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজারের প্রতিযোগিতায় পণ্য বিক্রির জন্য ব্যয়িত বিজ্ঞাপনী খরচ, বিজ্ঞাপন নির্মাতা, দোকানদার-বণিক, দালাল ইত্যাদি নানান জাত-

গোত্রের বাণিজ্যিক গোষ্ঠীসহ বর্তমানে ক্রিয়াশীল বুর্জোয়া-সামন্ত নীতিবোধের বচনবাগীশ অথচ অনুৎপাদনশীল বলে তথাকথিত রাজনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ- হিসাববিদ ও আইনবিদ এবং সাধু-সন্ত ও সন্যাসী বা রেজিষ্ট্রারসহ নানান জাতের পেশাজীবী গোষ্ঠী অপ্রয়োজনীয় হেতু বর্ণিত খাতসমুহের খরচ বা ব্যয় রহিত এবং পণ্য উৎপাদনে লগ্নি পুঁজির হিস্যা তথা ব্যাংকের সুদ ইত্যাদি বা অনুরূপ খাতের ব্যয়গুলো অনাবশ্যক হেতু বর্ণিত খাতের খরচ যেমন রহিত হবে তেমন,মানবজাতির সামগ্রীক প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে তদ্রুপ বিবেচনায় পরিকল্পিত বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেবলমাত্র মানবজাতির ভোগ ও ব্যবহারের জন্য সামগ্রীক উৎপাদনী কার্যক্রম সংগঠিত হবে বলে মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় সকল ধরনের পণ্য উৎপাদন যেমন বিলুপ্ত হবে তেমন বিলোপ হবে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা ব্যজার ব্যবস্থা বিধায় উল্লেখিত বিভিন্ন খাতের ব্যয় যেমন রহিত হবে তেমন ভোগ্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী বন্টন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংখ্যার তুলনায় সর্বাধিক ৫% আবশ্যক হবে হেতু এখাতের খরচ যেমন সাশ্রয় হবে তেমন উল্লেখিত সকল খাত হতে বিচ্যুত ও উদ্বৃত্ত লোকজন সকলেই সামাজিক উৎপাদনশীল ক্রিয়া-কর্মে নিযুক্ত থাকবে এবং একই সাথে মানব কল্যাণ ও সামাজিক চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যহীন বা অপ্রয়োজনীয় সকল পেশা-বৃত্তি বিলীন ও বিলুপ্ত হবে বিধায় অনুরূপ বিলুপ্তকৃত পেশার সকলেই শ্রমজীবী মানুষ অর্থাৎ উৎপাদনশীল-মানবিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হবে;

ঙ. বাংলাদেশে এখনো প্রধান রোগ- খাদ্য ও পানি বাহিত বলে দুনিয়াব্যাপী অনুরূপ দুষণযুক্ত খাবার-পানীয় নামের বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণের দায় হতে রেহাই পাওয়া যাবে বলে চিকিৎসা খাতের ব্যয় যেমন হ্রাস পাবে তেমন সকলেই স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হবে বিধায় পুন:পুনিক হারে চিকিৎসা খাতে ব্যয় যেমন হ্রাস পাবে তেমন শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ও অপমৃত্যুর কবল হতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে হেতু মানুষের জীবনধারা হবে অত্যাধুনিক বলেই দীর্ঘস্থায়ী হবে মানুষের প্রত্যাশিত জীবন। তদপুরি, এখন মানুষ যা খায় ও ব্যবহার করে অতিতে তা করতো না। কাজেই, ভবিষ্যতে বিশেষত সমাজতন্ত্রে মানুষ যখন সকলেই বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনায় সজ্জিত ও সমৃদ্ধ হবে এবং খোদ বিজ্ঞান মুক্ত হবে পুঁজিপতিশ্রেণীর বন্দীত্ব হতে তখন আজকের যুগের খাদ্য-পানীয়, তাপানুকূল পোষাক-পরিচ্ছদ, বসতি ও যোগাযোগের বাহন ও মাধ্যম বা শিক্ষার ধরণ ও উপকরণ ইত্যকার বিষয়াদি এজ ইট ইজ বা একই রকমভাবে ব্যবহার করবে মানুষ তার কোন মানেই হয় না হেতু বৈজ্ঞানিক সমাজের বিজ্ঞানীগণ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে সকল মানুষ কেবলই প্রকৃতিকে জয় করার জন্যই নিত্যই নিত্য নতুন উপকরণ আবিস্কার, উদ্ভাবন ও ব্যবহার করবে; এবং জীবন হতে জীবন গড়া বা জীবন সৃষ্টিতে ও বিনির্মাণে বা জীবনের ধারা বিকাশে প্রজনন সহ চলমান ধারা ও প্রযুক্তি পাল্টিয়ে নতুন নতুন কলা-কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, এমনকি ভিন গ্রহ কেবল নয়, ভিন তারার দেশে বা ইউনিভার্সের ভিন কোন গ্যালাক্সিতেও যাবে এবং অদৃশ্যমান ইউনিভার্সকে দৃশ্যমান করতে সক্ষম হবে। ফলে- মানুষের জীবন চক্র কতটা মাত্রায় প্রসারিত ও দীর্ঘায়িত হবে তা কেবল আপাত:ত অনুমানই করা যেতে পারে ;

চ. শ্রমশক্তি ক্রয়-বিক্রয় হবে না বা পণ্য উৎপাদন হবে না বলেই ব্যক্তিমালিকানাহীন - সমাজতান্ত্রিক সমাজ শোষণমুক্ত থাকবে বিধায় সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানা ও শোষণজনিত হিংসা-বিদ্বেষ জাত শত্রুতা-বৈরীতা বা তদার্থে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও খুন-খারাবী ইত্যাদির মতো তাবৎ দুস্কর্ম- অপকর্মে যেমন মানুষকে সময়ের অপচয় করতে হবে না বা সমাজই প্রত্যক্ষ নিয়ামক ও রক্ষক বলে কারোই অনিশ্চয়তার আতংকে বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবাদীতার পরাজয়ের সুযোগহীনতায় কেহই হতাশাগ্রস্ত হবে না তেমনি, কেবলমাত্র খাদ্য -বস্ত্র ও বাসস্থানের নুন্যতম সংস্থানের নিমিত্তে কাজ করার জন্যই বেঁচে থাকতে থাকতে অকালে মরে যাওয়ার দায় হতে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে কেবলমাত্র দিনের বা সপ্তাহের কিঞ্চিত অংশ তাও আবার প্রায় ঝুঁকিহীন অবস্থায় এবং কেবলই দৈহিক শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে উন্নততর প্রযুক্তি-যান্ত্রিক ব্যবস্থার হেতুবাদে অতিব হালকা ধরণের শ্রম করতে হবে প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তিকেই; এবং সকল শিশু সমাজের খরচে ও দায়িত্বে একই ধরণ ও মানের শিক্ষা অর্জনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পাবে বিধায় জ্ঞানার্জন ও বিনোদনের পরিপূর্ণ সুযোগ ও পর্যাপ্ত সুবিধা নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকেই পাবে হেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রসার- বিকাশ ও উন্নতি হবে বলেই ক্রমান্বয়ে উন্নততর এবং অভাবনীয় উন্নত হবে প্রধানত ধরিত্রীর ও কিঞ্চিতভাবে প্রকৃতিরও কর্মপরিবেশ এবং বিলুপ্ত হবে দৈহিক বলের খাটুনী প্রথা এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ অথচ আবশ্যকীয় সামাজিক কার্যাদি সম্পন্নকরণে রবোট ইত্যাদি ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে বলেই মানুষ রেহাই পাবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তথা বিষাক্ত গ্যাস বা পয়ঃপ্রণালী নিস্কাসন সহ তৎদ্রুপ যাবতীয় কর্মের দায় হতে;

ছ.পারিবারিক পর্যায়ের রান্না-বান্না নির্বাসিত হবে হেতু বিদ্যমান অবস্থার তুলনায় জ্বালানী খরচ যেমন বহুলাংশে হ্রাস পাবে, তেমন পারিবারিক রান্নার কাজ হতে মুক্তি পাবে বর্তমানের তুলনায় অনুন্য ৮০% জন বিধায় এখাত হতে মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষজন সামাজিক অপরাপর প্রয়োজনীয় খাতে শ্রম প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে ও তদ্রুপ সুযোগ পাবে বলে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বর্তমানের তুলনায় অনেক অনেক অনেক গুণ বেশি। তাছাড়া, যেহেতু মানুষের দেহের ৬৪.৭% অক্সিজেন, ১৮.২% কার্বন, ১০.% হাইড্রোজেন, ৩.% নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য হচ্ছে ৪.১% এবং এসকল উপাদানই পানি, বৃক্ষ, বায়ু ও সুর্যের আলোর মধ্যে বিরাজমান সেহেতু শরীর সচল ও সক্রিয় রাখতে আবশ্যকীয় উপকরণ যদি পানি, আলো , বায়ু ও বৃক্ষকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে উপরোক্ত রাসায়নিক উপাদান দ্বারা যান্ত্রিক ভাবে প্রস্তুত করা যায় তবেতো কৃষি কর্ম সহ আরো বহুবিদ কর্ম হতে মানুষ রেহাই পাবে বলে রান্না-বান্না হতেও মানুষ অব্যাহতি পাবে। ফলে- নিষিদ্ধ জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণের দায়ে গর্ভধারণ ও কৃষিকর্মের দন্ড প্রাপ্তির মিথলোজীও মানব ইতিহাস হতে বিলুপ্ত হবে।

তবে. এবিষয়ে *বিশেষত খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে* August Bebel **কর্তৃক লিখিত** Society of the Future যা, Published: Progress

Publishers, 1971; Online Version: Marxists Internet Archive, 2004 হতে নিম্নে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

“ In a speech delivered at a banquet of the Association of Chemical Manufacturers in the spring of 1891, Professor Berthelot (died March 18, 1907), the former French Minister of Public Instruction, outlined fantastic prospects for chemistry's future. Berthelot described the probable position of chemistry in the year 2000, and although his speech contains many a droll exaggeration, it also has much that is apt and we shall therefore give some excerpts from it.

Monsieur Berthelot described chemistry's achievements over the past few decades and among them mentioned the following: "The manufacture of sulphuric acid and soda, bleaching and dying, beet-sugar, therapeutic alkaloids, gas, gilding and silvering, etc.; then came electrochemistry, which radically transformed metallurgy, thermal chemistry and the chemistry of explosives, which supplies the mining industry, as also warfare, with new sources of power, and the wonders of organic chemistry in the manufacture of dyes, perfumes, of therapeutic drugs and antiseptics, etc. This is, however, only a *start,* soon much more important problems are to be solved. By the year 2000 there will be no more agriculture and no peasants, for chemistry will have put an end to the present forms of agriculture. There will also be no more coal mines and, hence, no miners' strikes. *Fuels* will be replaced by chemical and physical processes. Duties and wars will have been abolished: *aerial navigation,* which will use chemical substances for motive power, will have pronounced the death sentence upon those obsolete institutions. Industry's problem will be to find sources of energy which are inexhaustible and can be restored with a minimum of effort. Until now we have produced steam with the help of chemical energy released by burning coal; but coal is difficult to mine and its deposits decrease from day to day. Man should turn his thoughts to the utilisation of *solar heat* and *heat from the earth's interior.* There is reason to hope that both sources will be used boundlessly. To bore a well of 3,000 to 4,000 metres is not beyond the powers of present-day engineers, let alone those of the future. The source of all heat and of all industry will thus be

unlocked and if water is taken into consideration as well, all imaginable machinery on earth could operate, and there would not be any noticeable decrease in this source of energy in hundreds of years.

"Terrestrial heat would help to solve numerous chemical problems, including the supreme problem of chemistry, *the production of food.* In principle, the problem has already been solved. The synthesis of oils and fats has been known for a long time, sugar and carbo-hydrates are also known, the method of compounding nitrogen elements will soon be learned. The food problem is a purely chemical one; the day the necessary cheap power is obtained it will be possible to use the carbon from carbon dioxide, hydrogen and oxygen from water and nitrogen from the atmosphere to produce foods of all kinds. What *plants* have done up to now will be carried out by *industry* and *more effectively* than by Nature. The time will come when everybody will carry with him a box of chemicals in his pocket from which he will satisfy his daily quota of protein, fat and carbo-hydrates, paying no heed to the time of day or season, to rain and drought, frost, hail and insect pests. A revolution will then set in which is inconceivable today. Orchards, vineyards and pastures will disappear; man will gain in gentleness and morality, because he will no longer live by the murder and destruction of living beings. Then the difference between fertile and barren areas will disappear, the *deserts* may become man's *favourite habitat,* because they are healthier than the infested alluvial land and foul swampy plains where agriculture is now practised. When *art* and all that is beautiful in human life will come into their own as well. The earth will no longer be, as it were, marred by geometrical shapes now drawn by agriculture, but it will be a *garden* in which grass and flowers, bushes and woods can be allowed to grow as they please, and in which mankind will live in abundance in a golden age. People will, therefore, not sink into indolence and corruption. Work is necessary for happiness, and man will work as much as ever before, because he will be working only *for himself,* in order to raise his mental, moral and aesthetic development to the highest possible level."

The reader may accept what he wishes in Berthelot's speech; however, it is certain that in future progress in diverse fields will enormously increase the quality, volume and variety of products and that for future generations the good things in life will be improved to an almost inconceivable degree.

Professor Elihu Thomson agrees with Werner Siemens, who as early as 1887, at the Berlin Conference of Naturalists, expressed the view that it would be possible with the help of electricity to transform chemical elements directly into food. While Werner Siemens was of the opinion that it would be possible, even if in the remote future, to produce artificially a carbo-hydrate such as grape-sugar, and later also starch, so closely related to the former, which would enable people to make "bread out of stones", the chemist Dr. V. Meyer claimed that it would be possible to use wood fibre as a source of human food. In the meantime (1890) Emil Fischer has actually produced grape-sugar and fruit-sugar artificially and thus made a discovery which Werner Siemens thought possible only "in the remote future". Since then chemistry has made further progress. Indigo, vanillin and camphor have all been artificially produced. In 1906, W. Löb succeeded in assimilating carbon dioxide as far as the sugar stage outside plants by means of high voltages. In 1907, Emil Fischer obtained one of the most intricate synthetic substances, one very closely related to natural protein (an albumen). In 1908, R. Willstãtter and Benz produced pure chlorophyl and proved that it is a magnesium compound. In addition, a series of important substances that play a role in reproduction and heredity have also been produced artificially. The solution of the main problem of organic chemistry — the production of protein — can thus be expected in the not too distant future.”

জ. স্বামীসোহাগী -স্ত্রী, বা সম্ভোগ বা ভোগ্য সামগ্রী রুপ পণ্য নয়, বরং মানুষ বলেই সমাজতন্ত্রে বিনা মজুরীর ঘর-গৃহস্থালী সমেত কেবলই ভরণ-পোষণের বিনিময়ে দেহদানের দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হবে নারী বিধায় মিষ্টার এন্ড মিসেসের মধ্যকার ভোক্তা-ভোক্ত্রীর বিশ্রী ও জঘন্য সম্পর্ক টিকে থাকার অবকাশ নাই হেতু হি এন্ড শি’র যাবতীয় তফাৎ, বৈরীতা ও বৈষম্য বিলুপ্ত ও বিলীন হবে । কারণ দাসত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের দুরভিসন্ধিতে জীবন ও জগত সম্পর্কে বানোয়াটি

মতামতগুচ্ছের নোংরা ও অবৈজ্ঞানিক ধারণামতো মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও পরিচিতিতেও প্রভুত্বের সহায়ক যেসব শব্দরাজি তৈরী করেছিল সেসবের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে জেন্ডার। হিউম্যান এনাটমির দ্বারা সমর্থিত না হলেও কেবলই পরজীবীতার সংকীর্ণ স্বার্থে দৈহিক আকৃতি ও প্রকৃতির ভিন্নতা প্রকাশক অংগ বিশেষকে মুল্য উৎপন্নে বা কর্মক্ষমতার তারতম্য কারক গণ্যে অনুরূপ অংগ বিশেষের হেতুবাদে অধিকতর কর্মক্ষমতাবান ও কম কর্মক্ষমতাবান ব্যক্তিতে ভাগ-বিভাজনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বৈষম্য -বৈরীতা সৃষ্টির রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসাবে জেন্ডারকে এমনভাবে মানবদেহে সেঁটে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষের দেহগত বৈশিষ্ট্যতো বটেই এমনকি অংগ-প্রত্যংগের ব্যবহার সহ কার্যকারিতা বিষয়ে চরম ভ্রান্ত ও অসত্য ধারণা তৈরী করা হয়েছে বলে মানুষের শরীর এবং মানব জীবন ও জীবনবোধ বা গতি-বিধি বা মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কেই প্রকৃত সত্য জানা হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে মানবজাতির বিশাল অংশ । শব্দমাত্রই যেমন গুণ ও সংখ্যা প্রকাশক তেমন হতে হবে বস্তু বিশেষের সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্যোতক, নতুবা শব্দটি অর্থহীন। অথচ, জেন্ডার শব্দটি পরস্পর বিপরীত ও বৈরী গুণাগুণের ধারক। অর্থাৎ নারী কেবলই সেক্স সম্ভার আর পুরুষ কেবলই সেক্সহীন এমনটা না হলেও বা পুরুষই সেক্সে সক্রিয় আর নারী কেবলই সেক্সে নিস্ক্রিয় তাও সত্য না হলেও জেন্ডার বিভাজন দ্বারা কিন্তু বলা হয় নারী কেবলই সেক্স সম্ভার অথচ সেক্সে নিস্ক্রিয় পার্টনার আর পুরষ সেক্স সম্ভার নয় তবু সক্রিয় এবং সকামী ! যে শুধুই সেক্সের সম্ভার তার সক্রিয়তা থাকবে না আর যে সম্ভার নয় কেবলই সম্ভোগী সে কেবলই সক্রিয়? কি ভয়ানক দ্বিচারিতা-মিথ্যাচরিতা ও ভন্ডামি! আর নবজাতক, উভয়েরই সৃষ্টি এবং গর্ভধারণের বিড়ম্বনা ও যন্ত্রণা এখনো পর্যন্ত নারীরই, তবু স্রষ্টা কেবলই পুরুষ হেতু শী নয় হিই জনক ! অনাচার-অবিচার ও ব্যভিচারের এমন ধারা বিজ্ঞানতো বটেই ভাষায়ও আজকের যুগে মানানসই কি?

তবু, নারীর প্রভু স্বীকৃতিতে স্বামী-স্ত্রী ইত্যকার জেন্ডারকেন্দ্রিক বা জেন্ডার ভিত্তিক সকল ঘৃণ্য সম্পর্ক ও লজ্জাজনক সম্বোধনের মাধ্যমে পোষাকে-আশাকে আবৃত থেকেও দেহগত বিশেষ বিশেষ অংগসমুহের বিশ্রী প্রদশনীর কদাকর শব্দগুলো সহ সকল অবৈজ্ঞানিক শব্দ বা নির্দিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ প্রকাশে অযোগ্য-অক্ষম ও অসম্পূর্ণ শব্দরাজি বা বস্তু বিশেষের পরিচিতি যথার্থ ও উপযুক্তভাবে নিশ্চিতিতে অক্ষম-অযোগ্য অর্থাৎ বস্তুটির সঠিক-যথার্থ ও প্রকৃত বিবরণ ও গুণাগুণ প্রকাশে যথার্থ নয় এমন সকল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেমন বৈজ্ঞানিক বিবর্তনেই বিলোপ-বিলীন হবে তেমন ভাষা বিজ্ঞান হতেও অনুরূপ সকল শব্দ তিরোহীত হবে বিধায় শোষণমুলক রাজনীতি বা আদিকালীন মিথ বা কল্পকাহিনী নির্ভর শব্দরাজি ভিত্তিক এবং তদ্ভিত্তিতে অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থের বৈয়াকরণিক রীতি-নীতি ও সূত্রে গ্রথিত ও সম্পাদিত ভাষা ও ব্যাকরণ শ্রেণীহীন সমাজের জন্য ক্ষতিকর বৈ যোগ্য-উপযুক্ত ও যথার্থ নয় বিধায় ভাষা ও ব্যাকরণের আধুনিকায়ন ও নবসংস্করণ জুররীভাবে আবশ্যক হেতু সমাজতন্ত্রে গড়ে উঠবে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক তথা ডেনোটেশন ও কনোটেশনে নিখুঁত-যথার্থ ও উপযুক্ত শব্দ ও শব্দরাজি বা তদার্থে নতুন নতুন শব্দরাজির উদ্ভাবন-উন্নয়ন বা মানুষে মানুষে বৈষম্য-বৈরীতা ও শত্রুতা মুক্ত সম্পর্কের উপযুক্ত-যোগ্য ও যথার্থ শব্দ বা শব্দরাজি সৃষ্টি বা মানুষে মানুষে অধীনতা-হীনমন্যতা ও নীচুতার ভেদ-বিভেদ ও তদ্রুপ বোধ-বুদ্ধি মুক্ত অর্থাৎ

সুসম্পূর্ণ মানুষের মানবিক মর্যাদা এবং সমতা-একতা ও সহযোগিতার মানবিক বোধ ভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছ আবিস্কার-গ্রহণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একটি সহজ-সরল ভাষা তথা একটিমাত্র বিশ্বজনীন ভাষা ও তদ্রুপ বৈশ্বিক ভাষার একটি সরল ব্যাকরণ ।

নিছক পরজীবীতার স্বার্থে অধিপতি বা প্রভু শ্রেণীর সৃষ্ট ও প্রবর্তিত জেন্ডার ইত্যাদি সম্পর্কে আদিকালের বর্বর ধারণামতো এখনো বহমান ও চালু শিল্প-সংস্কৃতি নামের কেবলই মানুষের কতিপয় বিশেষ বিশেষ অংগ ও প্রজনন কেন্দ্রীক নোংরা-আবর্জনাময় সাহিত্য তথা কেবলই উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি কেন্দ্রীক সম্পর্ক নিশ্চিতকরণে দেহের বিশেষ বিশেষ অংগের বৈধ-অবৈধ ব্যবহার ও অপব্যবহার বা তদার্থে বর্বর পুরুষের ভোগ-সম্ভোগের পণ্য গণ্যে বাজার দামের হের-ফেরের সুবিধার্থে সৃষ্ট কুৎসিৎ পরিভাষার বিশ্রি শব্দরাজি বিভূষিত মানুষ অর্থাৎ নারী তথা- রূপসী, সুন্দুরী, চন্দ্রমুখী , চন্দ্রকলা- শশীকলা, লাবণ্যলতা বা রমনী, ললনা, অবলা, সর্বংসহা - লক্ষ্মী, সতি- সাবিত্রী অথবা শকুন্তলা,রাধিকা,উর্বশী, মেনকা,দ্রোপদী অথবা শূর্পণখা , মনসা, এথেনা, হেরা, সিলভিয়া, হেলেন ও ক্লিউপেট্রাদের লাভে - অলাভে অথবা চক্রান্তে -ষড়যন্ত্রে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সমেত অজ্ঞতা ও বন্যতার আদি রসাত্মক ও হিংসাত্মক আনন্দ, বেদনা, নিষ্ঠুরতা নির্মমতা, হত্যা-খুন, লুন্ঠন-ধ্বংস সাধন বা তদনিমিত্তে বীরত্ব ও ভীরুতা বা বিরহ-বিচ্ছেদ অথবা সামন্তীয় বর্বরবোধ -নীতিতে দেহের বিশেষত যোনির কথিত পূত পবিত্রতা বা অপবিত্রতা অথবা কেবলই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতে মুনাফার ধান্ধায় ও বাণিজ্যিক দুরভিসন্ধিতে- নারীকে সেক্সসুয়ালী প্রদর্শণের মাধ্যমে কার্যত সেক্স ট্রেডের আশ্রয়ে পণ্যের রমরমা বাজার সৃষ্টিতে পণ্যের বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে নারীর বিশেষ বিশেষ অংগ বা অংগাদি তা হোক এমনকি সুইট গ্ল্যান্ড ইত্যাদিরও নোংরা উপস্থাপনা ও কূৎসিৎ প্রদর্শনী ইত্যকার যাবতীয় মূঢ়-অসভ্য বিষয় ভিত্তিক -কেন্দ্রীক এবং মানুষে মানুষে বৈরীতা -বৈষম্য নির্ভর-পুষ্ট গীত-সংগীত, নাটক-সিনোমা, কাব্য-উপন্যাস ইত্যাকার **রাবিসগুলো** সাম্যবাদী মানবিক মর্যাদার জন্য অমর্যাদাকর ও ক্ষতিকর বা মানবিকতা বিরোধী অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংস্কৃতিগণ্য রুপ তাবৎ জঘন্য বিষয়াদি এবং আন্ত র্জাতিকতাবাদ ও বৈশ্বিক বোধের বিরোধী-বৈরী ও পরিপন্থী তথাকথিত জাতীয়তাবাদ ও ফালতু দেশপ্রেমের ভুয়ামি ও ভন্ডামি নির্ভর শিল্প-সাহিত্য যা ফালতুমি-মাতলামি, অশ্লীলতা-নোংরামি, সংকীর্ণতা ও কৃত্রিমতায় ভরপুর বলেই শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি নামের ঐ সকল জঞ্জাল -আবর্জনা বিশেষ অনিবার্যভাবে চিরতরে নিক্ষিপ্ত ও নিপতিত হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে বলেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে গড়ে উঠবে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক এবং প্রকৃতি বিজয় ও প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব-প্রভুত্বের মাধ্যমে মানুষের দেহ-জীবনকে সবল-সুস্থতা সমেত দীর্ঘ হতে দীর্ঘস্থায়ীকরণে মানুষের বুদ্ধিমত্তার আরো আরো বিকাশ সাধনসহ আনন্দ-বিনোদনের নিত্য নতুন উপকরণ ও ধরণ এবং ধারণা সৃষ্টি-পুষ্টিতে বিজ্ঞানের বিকাশে বৈজ্ঞানিক মতামত গঠন ও জীবনের সূচনাকাল হতে সকলের বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টিসহ সমতা-মমতা, আদর-স্নেহ ভিত্তিক এবং অনাবিল আনন্দ সমেত জীবন ও জগতকে ভালোবাসার দুরন্ত ও দুর্দমীয় আকর্ষণ নির্ভর এবং চূড়ান্তভাবে ও সর্বতোভাবে বৈরীতাহীন ও বৈষম্যমুক্ত বোধ অর্থাৎ পূর্ণাংগ- পরিপূর্ণ ও সুসম্পন্ন মানুষের মানবিক বোধের মানবিক শিল্প, সাহিত্য -সংগীত ইত্যাদি তথা সর্বজনীন সংস্কৃতি;

ঋ. রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রোমেলাস স্বীয় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নিশ্চিতিতে ও মতলবিমুলে সম্ভবত তাঁরই রচিত কাহিনীমুলে স্বীয় জন্ম বিবরণের খতিয়ানে তাঁরই গ্র্যান্ড ফাদার গড জুপিটার ও জুপিটারের পরিবারের আশ্রয়ে নিজ আশ্রয় অক্ষয়করণে গড জুপিটারের কর্তৃত্ব মান্যে ও আনুগত্যের আবশ্যকতায় ধর্মবিশেষের আবরণে মুলত রোমান রাজার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে স্বয়ং রোমেলাসেরই কর্তৃত্বে খ্রীষ্টপুর্ব ৭৫৩ সালে হেলেনিক ক্যালেন্ডার ভিত্তিক চান্দ্র মাস যা- "পিটুলেনিক" ধারণা তথা "জিওসেন্ট্রিক" অর্থাৎ বিশ্বের কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী এবং পৃথিবী স্থির ও সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে; অনুরূপ মত- এরিষ্টোটলও পোষণ করতেন; এবং বাইবেলেও সমথিত বলেই বিবৃত আছে - " Psalm 104:5, The LORD set the earth on its foundations; it can never moved," And " Ecelesiastes 1:5, And the sun rises and sets and to returns to its place." অনুয়ায়ী ১০ মাসের বছর ভিত্তিক রোমান ক্যালেন্ডার প্রণয়নে গড জুপিটার ও তাঁর পারিবারিক সদস্যদের নামে বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি দিন-বার এবং মার্চ-জুন ইত্যাদি কয়েকটি মাসের নামাকরণকৃত অবৈজ্ঞানিক বর্ষপঞ্জি এবং পরবর্তীতেও জুলিয়াস সিজার ও আরো বহু রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠা ও তা, পার্মানেন্ট করার দুরভিসন্ধিতে জুলিয়াসসহ অপরাপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হুকুম-নির্দেশে রোমান ক্যালেন্ডারের সংশোধন-সংস্কার করা যথা-খ্রীষ্ট পুর্ব ৪৪ সালে জুলিয়াসের জন্মমাস ক্যুইনটিলিসের নাম পরিবর্তন করে- জুলাই মাস নির্ধারণপুর্বক খ্রীষ্ট পুর্ব ১৫৩ সালে জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাস সংযুক্তকরণের মাধ্যমে ১২ মাসের বছর স্থিরকরণের বর্ষপঞ্জী নবীকরণ এবং রোমান ক্যালেন্ডারের ডিসেম্বর-নভেম্বর মাস অর্থাৎ ল্যাটিন ভাষায় ৯বম-১০ম মাস হওয়া সত্ত্বেও সেপ্ট অর্থ ৭ এবং অক্টো অর্থ ৮ সমেত রোমান ক্যালেন্ডারের মাস-দিনের নাম ঠিক রেখেই যীশুর জন্মসাল হতে বছর গণনা শুরু করে পোপ গ্রেগরী-১৩, এর ডিক্রি বলে চালুকৃত গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার, যা গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্ট "ক্যালেন্ডার (নিউ ষ্ট্যাইল) এ্যাক্ট-১৭৫০" দ্বারা গ্রহণ ও চালু করে এবং এখন বিশ্ব পরিসরে সিভিল ক্যালেন্ডার হিসাবে যা চালু আছে তা সহ অপরাপর অবৈজ্ঞানিক ক্যালেন্ডার কেন বাতিল ও সংশোধিত হবে না ? বিশেষত, বিশ্ব বিষয়ে জিওসেন্ট্রিক ধারণার বিপরীতে কোর্পানিকাসরা যখন " হেলিওসেন্ট্রিক" ধারণা অর্থাৎ পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র বিন্দু নয় এবং অনঢ় বা স্থিরও নয় বরং সচল-গতিশীল ও প্রদিক্ষণ করে নিয়ত নিজ কক্ষপথে স্বয়ং পৃথিবীও অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরে এবং সোলার সিষ্টেমে- সূর্যই কেন্দ্র।

অন্ধকার কালের অন্ধকার জগতের অজ্ঞতা-মুর্খতা জনিত কারণে ও হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেই ধরিত্রী ও বিশ্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য -তত্ত্ব বা যথার্থ জ্ঞান ছিল নাতো বটেই এমনকি জগত ও জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং যথার্থ তথ্য অন্বেষণ ও তত্ত্ব বিনির্মাণ তথা জ্ঞানার্জনে ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও প্রচন্ড বাঁধা দেওয়া হত বলেই কোপার্নিকাসের হেলিওসেন্টিজম সম্পর্কিত পুস্তক -" On the Revolutions of the Celestial Spheres" প্রকাশ করতে হয়েছিল কোপার্নিকাসের মৃত্যুকালীন। নিজস্ব গবেষণায় কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছিল বলে পোপের ধর্মীয় ট্রাইব্যুনালের বিচারে- **ব্লাসপ্লেমী, হেরেসি ইত্যাদি আইনে অপরাধী**

সাব্যস্ত করে রোম নগরীতে প্রকাশ্যে এবং জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বিজ্ঞানী জিওরডানো ব্রুনোকে ১৬০০ সালে এবং বাদ যায়নি **গ্যালেলিও, একই কারণে একই আদালতের রায়ে দন্ডিত হয়ে ১৬৩৩ সাল হতে ১৬৪২ সাল তথা মৃত্যুকাল পর্যন্ত গৃহবন্দী ছিলেন মহাকাশসহ দৃশ্যমান ইউনির্ভাস দর্শনের প্রথম যন্ত্র -টেলিস্কোপের আবিস্কর্তা গ্যালিলিও।**

তদপুরি, দিন-মাসের মতোই সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদির নামকরণও করা হয়েছে কিং গড জুপিটারের পরিবারের সদস্যদের নামানুসারেই বলেই গ্রীস-রোম এবং গ্রেট বৃটেন সহ প্রাচীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ডিভাইন রাইট মূলে বা ধর্মীয় আবরণে ঈশ্বরের নামে খাজনা-কর আদায়ের অধিকতর সুবিধা সমেত ইত্যাকার তাবৎ রাজনৈতিক বর্বরতা-অসভ্যতা, ফাঁকিবাজি -বজ্জাতি ও বদমাইশি বা অনুরূপ রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতার হেতুবাদে প্রণীত মিথ বা কল্পকথা ভিত্তিক তথা কুসংস্কার,অজ্ঞতা-মুর্খতা ও অন্ধত্বের ভিত্তিতে প্রণীত বিধায় জুপিটারদের নামযুক্ত দিনপঞ্জীগুলো দর্শনগতভাবে কেবল ভ্রান্তই নয় বরং হইজাগকিতার পরিপন্থী এবং মানবিক মর্যাদার প্রতিবন্ধক ও মানবিকতার পরিপন্থী এবং বিজ্ঞান বিরোধী ও বৈজ্ঞানিক ধারণার সহিত বৈরী ও অসামঞ্জস্যপুর্ণ হেতু ঐ সকল অবৈজ্ঞানিক দিনপঞ্জী বা বর্ষপঞ্জীর বৈজ্ঞানিকায়ন তথা আধুনিকায়ন ও আমুল সংস্কার হবে বটে এবং অবশ্যই পৃথিবী সহ সৌরমন্ডলীর গ্রহগুলোর নাম সমেত গ্রীক মাইথলোজীর স্মারকচিহ্ন মিল্কিওয়ে বা গ্যালাক্সিওর নাম পরিবর্তিত ও নবীকৃত হবে স্ব-স্ব প্রকৃতি ও কার্যকারণমুলে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকতার মানদন্ডে।

সুতরাং,পৌরাণিক মত অনুযায়ী গড জুপিটার ও তৎপুত্র মার্স বা গড জিউস ও তদীয় কন্যা এথেনা বা সান অব গড আলেকজান্ডারদের মতো বীর ও দেব-দেবতা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নোংরামি-হিংস্রতা এবং যৌন বর্বরতা ও অসভ্যতার হেতুবাদে সৃষ্ট কিং রোমেলাস ইত্যাদি ব্যক্তিগণ জন্মগতসুত্রেই ধরিত্রীর রাজা, অন্যদিকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বা জুপিটারদের ধর্মমতে বৈধ প্রজননের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী চাষা-ভূষা মানুষজন রাজ-রাজাদের প্রজা বা গোলাম বলে জন্মসুত্রেই দাস-ভূমিদাস তথা সমাজের অন্তজরা ধরিত্রীর সমসুযোগ ভোগ-ব্যবহার কারী নয়। বর্বরযুগের মতোই পুঁজিবাদেও মানুষে মানুষে অসমতা-বৈরীতা ও বৈষম্য থাকছে বলেই পুঁজিবাদের বিলুপ্তিতে বৈশ্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিমালিকানাজাত উত্তরাধিকার প্রথা রহিত-বিলোপ হবে বলেই সম্পত্তি ও ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরণে তথা তদমর্মে জন্মের বৈধতা ও অবৈধতার হেতুবাদে সমাজতন্ত্রে আদি -অকৃত্রিম বর্বর জিউস-মার্সদের নোংরা যৌনাচার বা যৌন নোংরামি বা জোর-জবর দস্তির আবশ্যকতা নাই বলে জন্ম বিষয়ে বৈধ-অবৈধ ধারণামুক্ত ও তদানুরূপ বিশ্রী বোধহীন প্রত্যেক মানুষ তা সে ক্লোনিং পদ্ধতি বা যেকোনভাবেই জন্মলাভ করুক না কেন প্রত্যেকেই জন্মগত ভাবে ধরিত্রীর সকল সুযোগ-সুবিধার সমপরিমাণ অধিকারী বলেই প্রত্যেকেই সমহারে সমগ্র বিশ্বের, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের কথিত স্বাধীন দেশ-রাষ্ট্র ইত্যকার ভৌগোলিক অংশেরই মাত্র নয়, প্রকৃতার্থেই রাষ্ট্রিক বাউন্ডারীহীন মুক্ত বিশ্ব তথা সমগ্র বিশ্বের মালিক এবং রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ সহ সকল প্রকার পরজীবী মুক্ত কেবলই স্বশ্রমজীবী বাসিন্ধার বসতি

অর্থাৎ মুক্ত বিশ্বের মুক্ত ব্যক্তি হিসাবে সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা-হীনতা, নীচুতা ও সংকীর্ণতা মুক্ত মানুষ হেতু রক্ত-গোত্র, ধর্ম-বর্ণ বা দেশ-জাতির পরিচয় নয় অথবা,অপরের শ্রমশোষণকে লজ্জাস্কর গণ্য না করে শ্রমশোষণকারীরাই বহুমাত্রিক স্বার্থে দেহের অংশবিশেষকে লজ্জার অংগ গণ্যে নারী-পুরুষ হিসাবে মানুষকে ভাগ-বিভাগ ও তদ্রুপ চিত্রিত-চিহ্নিত করলেও প্রকৃতই অনুরূপ মেকি লজ্জা নিবারণ নয় বরং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা হতে দেহকে সুরক্ষার আবশ্যকতায় তাপানুকুল পোষাক-আষাকের উদ্ভব ও ব্যবহার হলেও মানব দেহের অংগবিশেষ যে লজ্জাস্কর নয় তা গুহাবাসী বা প্রস্তরযুগের মানুষজনতো বটেই অন্ত:ত জাপানের উদোম দেহে গণস্নান ব্যবস্থা বা অস্বাস্থ্যকর হলেও প্রকাশ্যে -খোলা মাঠে প্রাক্ষলণ ব্যবস্থা ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এখনো বহাল থাকা বা ইউরোপের রৌদ্র স্নান সহ চলতি পোষাক-আষাক বা জীবনাচার দ্বারাই নিশ্চিত হয় বলে শোষকদের বদমতলবে তৈরী কৃত্রিম লজ্জার দেহগত চিহ্ন বিশেষ তথা জীবন ও দেহ বিষয়ে অজ্ঞ, তদপুরি-স্বার্থান্ধ ও ভন্ডদের বানোয়াটি তথাকথিত লজ্জাস্কর অংগ অর্থাৎ জেন্ডার মুলে মানুষকে উঁচা-নীচা, উত্তম-অধম,সবল-দুর্বল,সক্ষম-অক্ষম,অবলা রমনী-বীর্যবান বীরপুরুষ ইত্যকার কুসিৎ-জঘন্য ও হিংস্ররূপে বিভাজিতকরণের নারী-পুরুষ বা মানুষে মানুষে দাস-মালিক সম্পর্কের নারী-পুরুষ বা সামাজিক-জৈবিক ক্রিয়ায় কৃত্রিম পার্থক্য-বৈরীতা সৃষ্টিকারী নারী-পুরুষ পরিচিতি বিশেষ প্রকৃতই মানবিকতার প্রতি অমর্যাদা ও অবমাননাকর বিধায় জেন্ডার ভিত্তিক পরিচিতি নয় অর্থাৎ স্ত্রীর মালিক গণ্যে স্বামী বা দাসী গণ্যে স্ত্রী অর্থে নারী-পুরুষ নয় বরং জেন্ডার বোধহীনভাবে প্রত্যেক মানুষ পরিচিত হবে কেবলমাত্র মানুষ এবং মানুষ হিসাবে বলেই প্রত্যেক মানুষের সহিত প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক হবে সাম্যের ভিত্তিতে অর্থাৎ কেউ কাউকে শোষণ-পীড়ন না করা এবং পারস্পারিক আকর্ষণ-ভালোভাসা ও মায়া-মমতা তথা মানবিক মর্যাদা ও মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে হেতু ধরিত্রীর সকল মানুষের সকল যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জনে যেমন সমাজের এবং একমাত্র সমাজের উপরই সম্পুর্ণত ও পরিপুর্ণভাবে নির্ভরশীল তেমন পুর্ণ বয়স্ক মানুষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কার্যত সকল মানুষ সকল মানুষের জন্য যেমন স্বজ্ঞানে- স্বেচ্ছায় নিজ নিজ যোগ্যতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র মানবিক কল্যাণে ধরিত্রী ও বিশ্ব প্রকৃতিকে ব্যবহার করবে তেমন প্রকৃতিজাত মানুষ কার্যতই কর্তৃত্ব করবে কেবলমাত্র প্রকৃতিরই উপর এবং নিরত ও নিরন্তর লড়াই করবে কেবলই মানবজাতির সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিমিত্তে হেতু নিরত ও নিরন্তর প্রকৃতি জয়ে সকল বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণে প্রকৃতিরই সকল সুযোগ-সুবিধা স্বল্প হতে স্বলপতম সময়ে দ্রুত হতে দ্রুততার সাথে করায়ত্তকরণ ও করায়াত্তকৃত সকল সুযোগ-সুবিধাদি ততোধিক স্বল্পতম সময়ে ও দ্রুতগতিতে ও ততোধিক মাত্রায় ব্যবহার ও তদানুরুপ ফলাফল লাভে ততোধিক মাত্রায় আন্তরিক ও মনোযোগী হবে বিধায় তদানুরুপ কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তি আবিস্কার ও উদ্ঘাটন এবং সৃষ্টি ও ব্যবহার করবে নিরন্তর বিপ্লবী ও প্রকৃতি বিজয়ী এবং ষ্ট্যাম্প সেল প্রযুক্তি সহ অনুরুপ ধারার আরো উন্নততর প্রযুক্তির সহযোগে জরা-বার্দ্ধক্য ও মরণকে ঠেকিয়ে সদা আনন্দে ও সুখে-সাচ্ছন্দের অধিকারী চির কালীন যুবক কার্যত মরণজয়ে মনোযোগী এবং আলোর গতিতে যাতায়ত প্রত্যাশী বিজ্ঞানী কার্যত সদাসুখী ও সর্বোত সমৃদ্ধ মানুষ হেতু কেবল নিজের নয় প্রকৃতিরও ভূত-ভবিষ্যত জানা-বুঝা ও তদসম্পর্কিত সার্বিক জ্ঞানের

অধিকারী বলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরতো নয়ই এমনকি প্রকৃতিরও নানান ধরণের নানান বিপর্যয়ের প্রত্যেকটিরই সরাসরি মুখোমুখি হতে হবে না সাম্যবাদী সমাজের মানুষকে ।

উপনিবেশবাদী স্পেন-ফ্রান্স ও হল্যান্ডের তুলনায় অনেক বেশী দেশ দখল করেছিল পুঁজিবাদী ইংল্যান্ড । কিন্তু ইউরোপীয় অভিবাসীদের আমেরিকাও ততোদিনে প্যাটার্নাল ষ্টেট গ্রেট বৃটেন হতে কেন্দ্রীভূত পুঁজির ক্ষমতায় অধিকতর শক্তি লাভে সফল হয়েছিল। অন্যদিকে রাজনৈতিক উপনিবেশ কম হলেও ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ জার্মানি বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপন করেছিল প্রায় সমগ্র বিশ্বে। ফলশ্রুতিতে উপনিবেশ বিস্তারকারী রাষ্ট্রগুলো পুঁজির সঞ্চলন প্রবাহ নিশ্চিতকরণে দখলীকৃত দেশ- ভূমি ও বাজার দখল-বেদখলে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয় বহুবার বহুক্ষেত্রে; শেষত, সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ স্বসৃষ্ট দুটি বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা দৃশ্যত বিশ্বকে ভাগ-বিভাগ ও বন্টন-পুনর্বন্টন কার্যত সমগ্র দুনিয়াকে একটি মাত্র সংস্থার অধীনে একত্রিত করেও পুঁজির আভ্যান্তরীণ সংকট নিরসনে ব্যর্থ হয়েছিল । কারণ-পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয়ন ছাড়া পুঁজি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম । অথচ, পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় সঞ্চয়ন ও পুনরুৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে বাজার দখল করতেই হবে। কিন্তু, তদমর্মে পৃথিবীকে পুনর্বন্টন করতে হলে আবারো একটি বিশ্বযুদ্ধ আবশ্যক হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমানবিক বোমা হামলাকারী যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক ক্ষমতাধর শক্তি হিসাবে স্বীয় স্থান নিশ্চিত করায় প্রতিপক্ষ অপরাপর রাষ্ট্রগুলো নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে মার্কিনী কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে বলেই মাকির্নীদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে সম্মত হয়েছিল। অথবা ধরিত্রীর বাইরে আরো একটি ধরত্রীতো এখনো পাওয়া যায়নি যে, পুঁজির পুনরুৎপাদন ও স্বাভাবিক সঞ্চয়নের স্বাভাবিক গতি রক্ষা করার জন্য যেখানে পুঁজি বিনিয়োগ করা যেতে পারে ।

কাজেই পুঁজির সংকট থেকেই গেল না শুধু বরং উত্তর উত্তর সংকট আরো বহুমুখী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল এবং পুর্বে উল্লেখিত অর্থাৎ কার্ল মার্কসের বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে পুঁজিপতি কর্তৃক পুঁজিপতিকে দখলচ্যুতকরণের প্রক্রিয়ায় পুঁজির আদি জন্মভূমি পশ্চিম ইউরোপ হতে স্থানান্তরিত হয়ে ইতো:মধ্যে মারাত্মকভাবে পুঁজির কেন্দ্রীভবন সংগঠিত হয়েছে বটে একসময়কার ইউরোপীয় দাস-বন্ডেড দাস, অপরাধী -দন্ডভোগী ও ভাগ্যন্বেষী অভিবাসীদের দেশ আমেরিকায়। অন্যদিকে পুনরুৎপাদনের সমস্যা নিরসনে-পুঁজি যদি পুন:পুন যুদ্ধে বা বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে তবেতো যুদ্ধের দ্বারাও মারাত্মভাবে ক্ষতিগ্রস্ত খোদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই দুর্বলতর অবস্থায় নিপতিত হবে এবং পুঁজির বিরুদ্ধপক্ষ- শ্রমিক শ্রেণীর রোষানলে পতিত হবে বলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই জোরদার হওয়ার অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারিত হবে হেতু যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও আন্ত:দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দ্রুত সর্বাংশে নির্মূল হতে পারে ।

অত:পর, শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধীতা-বৈরীতা ও বিদ্রোহ তথা শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা ও পরিণতি অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিলোপ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে অব্যাহতি-রেহাই পাওয়ার অপপ্রয়াশে- পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায়-অযোগ্য-অক্ষম জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রেও

কেবলমাত্র স্ব-স্ব সীমাভুক্ত জনগণকে বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীকে দমন-পীড়নের এখতিয়ার-কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেই তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রেগুলোর পরিবর্তে অথচ রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে মুলত পুঁজির বৈশ্বিক চরিত্রানুযায়ী ও উপযোগী একটি বৈশ্বিক রাষ্ট্র অর্থাৎ ডিফেক্টো ওয়ার্লড স্টেট হিসাবে পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ নিস্পত্তিতে যুদ্ধের মতো ভয়ানক পথ-পন্থা যতটা সম্ভব পরিহার করে আলাপ- আলোচনার মাধ্যমে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তিমুলে পুঁজিবাদকে শান্তিতে থাকার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে ও কেবলমাত্র ভয়ানক ও ভয়ংকর যুদ্ধমুক্ত থাকা অর্থেই কথিত বিশ্বশান্তি রক্ষার অজুহাতে পুঁজিবাদী বৈশ্বিক কর্তারা সৃষ্টি করেছিল জাতিসংঘ নামে পুঁজিওয়ালাদের একটি বিশ্ব সংঘ তথা বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ সনদের ১ নং অনুচ্ছেদ উক্তমর্মে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বলে তা হুবুহু উদ্ধৃত করা হলো- " The purposes of the United Nations are- 1. To maintain International peace and security to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace."
অর্থাৎ বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি ইত্যাদিকে যৌথভাবে প্রতিরোধ ও বিমোচনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করা হবে। অত:পর, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষিত বিশ্ব পুলিশ যুক্তরাষ্টকে মহাক্ষমতাধর শক্তি স্বীকৃতিতে অপরাপর পুঁজিওয়ালাদের অনাপত্তি বাস্তবে রুপ নিলো। তাছাড়া, আন্ত:সংকটাপন্ন পুঁজির বিরামহীন পারস্পারিক হামলা-আক্রমনে নিত্য ক্ষতিগ্রস্ত পুঁজিবাদী পক্ষ যাতে তাদেরই হীনস্বার্থবাহী যুদ্ধ দ্বারা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ-শ্রমিক শ্রেণী একান্তভাবে বাধ্য হয়ে যুদ্ধকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ বা বিপ্লবী যুদ্ধ সংগঠিত করার সুযোগ না পায় অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সাম্যবাদমুখীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন যাতে সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে না পারে সেমর্মে অশান্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিদ্যমান যাবতীয় সংকট-সমস্যা পুঁজিবাদীদের পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিস্পন্ন ও নিস্পত্তিকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একাধিপত্য ও আধিক্যময় অবস্থাকে অটুট-অক্ষুন্ন রাখার নামই নাকি আন্তর্জাতিক শান্তি এবং তদ্রুপ শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার অর্থ নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হওয়া গণ্যে পুঁজিওয়ালা যুদ্ধবাজদের নিরাপত্তা ও শান্তি বিধানে দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিওয়ালাদের যৌথ উদ্যোগ ও ব্যবস্থাদি কার্যকরণে - জাতিসংঘ তথা পুঁজিবাদী মহাসংঘের উদ্দেশ্য বটে।

আষাঢ়ে গল্প নয়তো ? কার্ল মার্কস পুঁজির ১ম খন্ড, ২য় অংশে, "সময় হিসাবে মজুরী" নিবন্ধে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন- "দাম না দেওয়া শ্রমটাই তার লাভের স্বাভাবিক উৎস।" অর্থাৎ শ্রমিককে লুন্ঠন করার মাধ্যমেই পুঁজিপতি লাভ হাসিল করে বলে লুন্ঠিতব্যক্তি ও লুন্ঠনকারী তথা শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়েই উভয়ের শত্রু এবং এরুপ শত্রুতার

স্রষ্টা ও সংরক্ষক স্বয়ং পুঁজিপতিশ্রেণী । তবে, বৈশ্বিক ঐক্যহীন তথা শ্রেণী চৈতন্যের ভিত্তিতে অর্জিত ও গঠিত শ্রেণীগত ঐক্য- সংহতি ও সংগঠনের অনুপস্থিতি অর্থাৎ বৈশ্বিক সংগঠনহীন শ্রমিকশ্রেণীর ঘোরতর দুর্বলতার সুযোগে বলা চলে একক ও একপাক্ষিক আধিপত্য ও কর্তৃত্বসহ নিত্য শত্রুতায় ব্যাতিব্যস্ত বটে মালিক পক্ষ বলেই পুঁজি মালিকের অতি উৎপাদন সংকট সহ নানান কারণে কর্মচ্যুত হওয়ার ভয়ে ভয়ে থাকে ও প্রাপ্ত মজুরিতে পরিবার-পরিজন সমেত স্বাভাবিক জীবন যাপনে অপরাগতা-অক্ষমতা হেতু পারিবারিক কলহ-বিবাদ, পুষ্টিহীনতা-স্বাস্থ্যহানি ও অকাল বার্দ্ধক্যের ভোগান্তি সহ নিত্য অনিশ্চয়তার অশান্তিতে ভোগে শ্রমিকপক্ষ সংখ্যায় যারা, দুনিয়ার মোট জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ। অন্যদিকে স্বগোত্রীয় অপরাপর প্রতিযোগী কর্তৃক দখলচ্যুত হওয়ার নিত্য ভয়-ভীতি সহ শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমশক্তি লুন্ঠনের সুযোগ রহিত হওয়ার ভয়-শংকা ও আশংকায় নিত্য আতংকগ্রস্ত- বিকারগ্রস্ত ও বাতিকগ্রস্ত মালিক পক্ষ অশান্তির স্থায়ী কুন্ডে বাস করে বলেই শ্রমিক-মালিক,উভয় পক্ষেরই অশান্তি নিত্য ভাগ্য লিপি বটে।

মার্কস পুঁজির সঞ্চয়ন নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন-" সুতরাং উদ্বৃত্ত-মুল্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তার টুকরোগুলো বিভিন্ন ধরনের লোকের ভাগে পড়ে, এবং পরস্পর-নিরপেক্ষ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে,যথা মুনাফা,সুদ, ব্যবসায়ীর মুনাফা ইত্যাদি।" কাজেই পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে শ্রমিককে ঠকিয়ে , শ্রমিকের শ্রমের দাম না দিয়ে এবং লুন্ঠিত শ্রম দাম অর্থাৎ পুঁজি ভাগ-বিভাগ হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর নানান ব্যক্তির মধ্যে হেতু পুঁজির জন্মদোষেই পুঁজি একদিকে নিজশ্রেণীর আন্ত:বিরোধে লিপ্ত অন্যদিকে পুঁজির স্রষ্টা-জন্মদাতা শ্রমিক শ্রেণীর সহিত পুঁজিপতি শ্রেণীর বৈরীতা,বিরোধ ও অশান্তি সৃষ্টি হয় ও হবে এবং অনুরূপ বিরোধ-বৈরীতা ও অশান্তি পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার প্রথা বিলোপ না হওয়াতক চলবেই।

তাছাড়া-পুঁজির অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্যের ভাগ-বিভাগ নিয়েও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ অনিস্পত্তিযোগ্য বিধায় শান্তি নয়, অশান্তিই পুঁজির জন্ম বৈশিষ্ট্য ও শর্ত ।

উপর্যপুরি, পুঁজি ভাগ-বন্টনে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয় বরং নিরপেক্ষভাবেই সম্পর্কটি নির্ধারিত হয় এবং পুঁজিওয়ালা শ্রেণীর মধ্যকার বিভিন্ন উপশ্রেণী পারস্পারিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে তাও পুঁজি বিকাশের শর্ত।যেমন-বাণিজ্যিক পুঁজি অধিকতর সুবিধার জন্য শিল্প পুঁজির সহিত বিরোধে জড়ায়, আবার শিল্প পুঁজি একদিকে বাণিজ্য পুঁজির উপর নির্ভরশীল অন্যদিকে আরো কঠিন শর্তে দায়বন্ধ বটে ফিনান্স পুঁজি তথা ব্যাংকতন্ত্রের নিকট। অনুরূপ বিরোধও এমনটা প্রকট রূপ লাভ করে যে, কখনো কখনো যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে বা পুঁজিপতিশ্রেণীভুক্ত হয়েও বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত বিরোধীয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য- বাণিজ্য ,শিল্প ও ব্যাংক পুঁজির মধ্যকার বিরোধ ও আধিপত্যের হেতুবাদে ফ্রান্সে সংগঠিত ১৮৪৮ সালের যুদ্ধ বিগ্রহসহ প্রায় পুরো পশ্চিম ইউরোপ ব্যাপী সমসাময়িক কালে যুদ্ধ ও ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে । ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম নিবন্ধে মার্কস এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

পুঁজি–আভ্যন্তরীণ বিরোধেই পরস্পরকে উৎখাত করে বা একে অপরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। সর্বোপুরি, পুঁজির স্রষ্টা শ্রমিক শ্রেণীকে নিত্য বিপন্ন ও নিরাপত্তাহীন না করে পুঁজি সৃষ্টিই হতে পারে না মর্মে মার্কস পুঁজি গ্রন্থে অনুরূপ সত্য উদ্ঘাটন করেছেন–যা উদ্বৃত্ত মুল্য তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত ও অভ্রান্ত । পুঁজি নিজ জীবনচক্রকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র কতিপয় পুঁজিবাদী নেতার হুকুম–নির্দেশে খোদ পুঁজি স্বীয় সৃষ্ট স্ববিরোধীতা হতে নিস্কৃতি নিয়ে স্বয়ং হত বা আত্মহত্যা করবে এমনটা হতে পারে না বরং পুঁজিপতি নয় পুঁজিই ক্ষমতাবান বলেই অধিকতর মুনাফার লোভে পুঁজিপতিকে ফাঁসিতে চড়াতে পিছপা হয় না পুঁজিই বলেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রিক কর্তারা ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে মান্য করতে হয় পুঁজির হুকুম–নির্দেশ । পুঁজির অনুরূপ ক্ষমতা বিষযে মার্কস স্বয়ং পুঁজি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন টি.জে. ডাননিংয়ের অভিমত।

ডাননিংয়ের লিখেছেন– “ একজন Quarterly Reviewer সমালোচক বলেছেন যে, ‘পুঁজি গোলমাল ও গন্ডগোল নিয়ে উড়ে বেড়ায় এবং তা মুলত ভীরু , কথাটি অত্যন্ত খাঁটি; তবে এই ভাবে তুলে ধরার সমস্যাটির আংশিক রূপ মাত্র প্রকাশ হয়। প্রকৃতি যেমন শূন্যতা ঘৃণা করে বলে মনে করা হত, তেমনি পুঁজি মুনাফার অভাব অথবা অতি অল্প মুনাফা পরিত্যাগ করে। যথেষ্ট পরিমান মুনাফা পেলে পুঁজি প্রচন্ড সাহসী হয়ে পড়ে। শতকরা ১০ ভাগ মুনাফা নিশ্চিত হওয়া যাবে জানতে পারলে তাকে যেকোন জায়গাতেই নিযুক্ত করা যায়; শতকরা ২০ ভাগ হলে নিয়োগ করবার আগ্রহ জেগে উঠে; শতকরা ৫০ ভাগ তাকে যথেষ্ট দু:সাহসী করে; শতকরা ১০০ ভাগ হলে তা যে কোন মানুষের সমস্ত আইন পদদলিত করতে প্রস্তুত; যদি শতকরা ৩০০ ভাগ হয় তবে এমন কোন অপরাধ নাই যা সে করতে পারে না অথবা এমন কোন বিপদ নেই যার ঝুঁকি সে নিতে সাহস করবে না, এমনকি যদি তার জন্য মালিককে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়,তবুও। যদি গোলমাল ও ঝগড়া দ্বারা মুনাফা আসে তবে সে উভয়কেই অকুণ্ঠিতভাবে উৎসাহ দেবে। এখানে যেসব কথা বলা হল , চোরাই চালান আর ক্রীতদাস ব্যবসা তা ভালোভাবেই প্রমাণ করেছে।’ ”

অত:পর, ঝগড়া–বিবাদহীন কেবলই শান্তিতে পুঁজি বসবাস করবে এটা পুঁজির স্বভাব নয়।তবু, জাতিসংঘ গঠনের উদ্যোক্তা– স্বঘোষিত বিশ্ব পুলিশকর্তারা বলছে শান্তির কথা !! নাকি পুঁজি পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনে উন্মাদ হয়ে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৭.৫কোটি মানুষ খুন করে ইতিহাসের নজির বিহীন হত্যা–ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত করে যারপর নাই ক্লান্ত হয়েছিল বলেই এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বাধিক সুবিধা হাসিলকারী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তত্বে সমগ্র বিশ্বে মুক্তভাবে চলাচল বা সঞ্চালনের সুযোগ প্রাপ্তিতে বিশ্বময় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা কার্যত অপরাপর সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্বের উপরে কেবল নজরদারী–খবরদারীই করবে না প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আইনের নামে সকলকেই ঐ আইন মান্যে বাধ্যকরণ ও অমান্যে সামরিক বিহীত সহ নানান রূপ প্রতিকারে অর্থনৈতিক অবরোধ, আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার, তথাকথিত শান্তিবাহিনী নিয়োগ সহ নানান বিধি–ব্যবস্থা করার মাধ্যমে কার্যত সমগ্র পৃথিবীকে একটিমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা আপাত দৃষ্টে খুবই লুজ সম্পর্কের মনে হলেও কার্যত, পুঁজি ও সামরিক ক্ষমতাবলে প্রধান বা কতিপয় প্রধান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধেতো

নয়ই এমনকি তাদের ঈশারা ইংগিত অমান্যের সুযোগহীন দুনিয়ার অপরাপর রাষ্ট্র নামক ছোট-ছোট বা কম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক ইউনিট রূপ রাষ্ট্র বিশেষের সুযোগ রহিত করার বৈশ্বিক রাষ্ট্র রূপ জাতিসংঘ দ্বারা বিধ্বস্থ ও বিপন্ন পুঁজিকে রক্ষার চেষ্টায় খোদ পুঁজিরই চরিত্র বিরোধী হেতু পুঁজির আত্মঘাতি রূপ কথিত শান্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে কার্যত মরণাপন্ন পুঁজির প্রাণবায়ূ সচল ও সক্রিয় রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে কেবলমাত্র পুঁজিরই প্রয়োজনেই।

অর্থাৎ পুঁজি এখন কমিউনিষ্ট ইশতেহারে বর্ণিত " প্রতিটি দেশরই উৎপাদন ও ভোগ্য-ব্যবস্থাতে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।" রূপ আর্থিক ব্যবস্থার উপযুক্ত বিশ্বজনীন রাজনৈকি চরিত্র হেতু একটি বিশ্বজনীন রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে সক্ষম হয়েছে । কাজেই, নেতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা হুকুম-নির্দেশ নয় বরং, কেন্দ্রীভূত পুঁজির অবাধ সঞ্চালন নিশ্চিতকল্পে পুঁজিই বাধ্য করেছে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে জাত-জাতি বা গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের ফাঁকা-ভূয়া বুলি পরিত্যাগ করে কেবলই গ্লোবাল হতে। গ্লোবাল ইকোনোমি, গ্লোবাইলাইজেশন, ওয়ান ওয়ার্ল্ড বা গ্লোবাল ভিলেজ ইত্যকার বুলির ফেরীওয়ালা এখন তথাকথিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী কর্তারা এবং ধান্ধাবাজ পেশাজীবী ও রাজনীতিকরাও।

তবে, বুর্জোয়াদের এরূপ জাতি-রাষ্ট্র বিরোধী ও বিনাশী তৎপরতায় -কমিউনিষ্ট ইস্ত াহারে বিবৃত, মুক্তির নিমিত্তে শ্রমিকশ্রেণীর মৌলনীতি-" দুনিয়ার মজুর এক হও" শ্লোগানকে কার্যকরণে তথা শ্রমিকশ্রেণীর বিকল্পহীন সাংগঠনিক শর্তকে বাস্তবায়নে অনেকটা অনুকূল শর্ত সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীকে দেশ-জাতির সীমা-গন্ডীর মধ্যে সীমিতকরণ অন্যথায় দেশদ্রোহীতার অপরাধে দন্ড প্রদান যেমনটা ১৮৭৮ সালের সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন দ্বারা প্যারী কমিউন সমর্থনকারী ও কমিউন পন্থী জার্মানীর বহুসংখ্যক সোশ্যাল ডেমোক্রাটকে দমন-পীড়ন করা হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে বাদ নয় অপরাপর রাষ্ট্রগুলোও এমনকি প্রতিপক্ষ বুর্জোয়াকেও দন্ডদানে দ্বিধা করে নাই বহু দেশের বহু ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া কর্তৃপক্ষ। তবে, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে-" বুর্জোয়া সমাজে জীবন্ত শ্রম কেবল সঞ্চিত শ্রমকে বাড়াবার উপায়মাত্র। কমিউনিষ্ট সমাজে কিন্তু পূর্বসঞ্চিত শ্রম শ্রমিকের অস্তিত্বকে উদারতর, সমৃদ্ধতর, উন্নততর করে তোলার উপায়। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিষ্ট সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন এবং তার স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন এবং তার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। "

কাজেই, জাতিসংঘের আবরণে ডিফেক্টো বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি যাহাই পত্তন করা হোক না কেন, স্বাধীন পুঁজির মুনাফার হেতুবাদে ভাগ্যলিপি হিসাবে পুঁজির সংকট-মহাসংকট হতে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ নাই পুঁজির, পুঁজিপতিরতো নয়ই । মরণাপন্ন পুঁজিবাদের এহেন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্যে পুঁজির গোলামরা তথাকথিত বিশ্ব শান্তির মুখোশের আড়ালে জাতিসংঘের আবরণে বৃহৎ পুঁজিওয়ালারা ছোট তরফের পুঁজিওয়ালাদের উপর

নিরংকুশ কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণের প্রয়াশ তথা বৈশ্বিক পরিসরে পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পুঁজির অংশ অনুযায়ী পুঁজিওয়ালাদের মুনাফা-সুদ ইত্যাদির হারাহারি নির্ণয় ও পারস্পারিক সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করতেই অসভ্য-অমানবিক,অভদ্র ও অশান্ত পুঁজি ও পুঁজিওয়ালারা ভদ্র -সভ্য,মানবিক ও শান্তিবাদী হওয়ার ভান করতে বাধ্য হয়েছে মুলত দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র একাধিপত্য এবং পুঁজিবাদের কবর খননকারী শ্রমিক শ্রেণীর ভয়তাড়িত হয়েই ।

পুঁজির হামলা-আক্রমনে নিত্য ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকশ্রেণী যাতে পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াই-সংগ্রাম করতে না পারে তদনিমিত্তেই পুঁজিওয়ালা যুদ্ধবাজ গয়রহ ভান ধরেছে শান্তির এবং অংগীকার নাকি যুদ্ধ বন্ধে! কার্যত, পুঁজি নিজেই নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নকারী এবং পুঁজির উল্লেখিত রূপ বৈশিষ্ট্য বলেই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অশান্তি হবে জেনেই গায়ের জোরে অনুরূপ অশান্তি দুরীকরণে পুলিশী ব্যবস্থা স্বরূপ প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই কেবলমাত্র সামরিক খাতে স্ব স্ব বাজেটের বিশাল অংশ ব্যয় করে থাকে। ষ্টোকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সিটিটিউট এর ইয়ার বুক-২০০৭ এর বিবরণী মতে- ২০০৫ সালে বিশ্বের সামরিক খাতে ব্যয়- ১২০৫ বিলিয়ন ইউ.এস ডলার, সর্বোচ্চ খরচের ১৫ টি দেশের খরচের পরিমান মোট খরচের ৮৩% এবং আমেরিকার একাই মোট বিশ্ব ব্যয়ের ৪৬% এবং ২০০৮ সালে ৭০০ বিলিয়ন ডলার হলেও আমেরিকার ২০০৯ সালের সামরিক ব্যয় বরাদ্ধ হচ্ছে ৯০০ বিলিয়ন ডলার । বছরওয়ারী গড়ে বিশ্বব্যাপী সামরিক খাতে খরচ ৩.৫% হারে বাড়ছে। একই সুত্রে বর্ণিত হয়েছে জাতি সংঘের মোট ব্যয় বিশ্বের মোট সামরিক ব্যয়ের মাত্র ২% । অত:পর, জাতিসংঘের ৫০ গুণ বেশী বরাদ্ধের সমরখাত তথা যুদ্ধ বা অশান্তির নিমিত্তে বিশ্ব পুঁজিবাদ কর্তৃক উল্লেখিত পরিমান ব্যয় বরাদ্ধ করার পরও এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, জাতিসংঘ সনদের মুল প্রস্তাবক তৎকালীন মার্কিনী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও তাঁর সাংগাত-দোহার অর্থাৎ জাতিসংঘের শুরুতে তথা ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ সনদে সাক্ষরকারী ৫১ টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব আদৌ মানবজাতির শান্তিতে বিশ্বাসী ?

অথবা, পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতকরণে যারা কেবলমাত্র ২টি বিশ্বযুদ্ধে ৭.৫ কোটি মানুষ হত্যা করেছে তারা কেবলই মানবজাতির শান্তি নিশ্চিতকরণে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করেছে ? অথবা, মার্কস-এ্যাংগেলসতো বটেই এমনকি বাংলা সাহিত্যের মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্তও জানতেন- পুঁজি/“ধন চঞ্চল” তথা অশান্ত অর্থাৎ পুঁজিবাদী দুনিয়ায় খোদ পুঁজিই স্বয়ং অশান্তির যেমন মৌল উৎস ও অফুরন্ত ভান্ডার তেমন অশান্তি ছড়ানোর মৌলিক ও মুখ্য কারণ ও কারক বিধায় পুঁজিবাদ বহাল রেখে শান্তি নয় বরং অশান্তি অর্থাৎ লুন্ঠন,দখল-বেদখলে হত্যা-খুন ও ধ্বংস তথা যুদ্ধের নিমিত্তে ও উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ও পরিপোষিত সামরিক বাহিনীর জন্য ক্রমবর্ধিত হারের উক্তরূপ ব্যয়ের বিহীত-ব্যবস্থা সমেত অব্যাহত সামরিক গবেষণা -মারাত্মক সমরাস্ত্র সমৃদ্ধ সেনাশক্তির উপস্থিতি বজায় রেখে অথবা দুনিয়া হতে তাবৎ সমরাস্ত্র সহ সকল সেনাবাহিনী বিলোপ-বিলীন ও বিলুপ্ত না করে যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব বা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে সনদ সাক্ষরকারীরা আদৌ মনে করেছিল কি ? সামরিক ব্যয় সংক্রান্ত বর্ণিত বিবরণী দ্বারা কিন্তু

সনদ প্রণেতাদের অনুরূপ আস্থা-বিশ্বাস ও সদিচ্ছা যেমনি প্রমাণিত হয় না,তেমনি নিশ্চিত হয় যে পুঁজির অশান্ত চরিত্র বিষয়ে তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল ।

আসলে প্রবল ক্ষমতাধর বিশাল সেনাশক্তির তত্ত্বাবধানে হাজারো বৈপরীত্য-বিরোধীতা ও বৈরীতা সমেত বহুমুখিন সংকট-সমস্যায় নিমজ্জিত পুঁজির অধীনস্ত শ্রমিকশ্রেণীর উপদ্রবহীন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা অর্থে কার্যত পুঁজিবাদী অবস্থা যাতে বিপন্ন বা বিঘ্নিত না হয় তজ্জন্য পুঁজিবাদীরাও যাতে যতটা সম্ভব পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ না করে পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত পাঁজির নিয়ন্ত্রণে পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক দুনিয়াটাকে যৌখভাবে ভোগ-দখল তথা প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার বিদ্যমান অবস্থাটা মেন্টেইন করতে সক্ষম হয়; এবং প্রয়োজনে বৃহৎ পুঁজিওয়ালার বিশাল ব্যয়ের সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত ভয়ংকর সেনা ও ভয়ানক সমর শক্তির মাধ্যমে আবশ্যকীয় ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বল্প পুঁজিওয়ালাদেরকেও তাবে রাখা ও কাবু করা যায়, যেমন-যুক্তরাষ্ট্রের সেবক পানামার একনায়ক নরিয়েগা বা ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনসহ আরো বহু মার্কিনী তাবেদার রাজনীতিকের করুন ও নির্মম পরিণতি অপরাপরদের জন্য নজির বটে । আমেরিকার ২০০৮ সালেও প্রবল সামরিক শক্তি সহ সামরিক খাতের বিপুল ব্যয় বরাদ্ধ যেহেতু অবশিষ্ট দুনিয়ার প্রায় সমতূল্য এবং আমেরিকার সেনাবাহিনী যেহেতু একটিমাত্র একক কমান্ডের অধীন সেহেতু হাইপোথেটিক্যালীও যদি আমেরিকা বনাম অবশিষ্ট দুনিয়ার মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় , তবে সেই যুদ্ধে- আমেরিকার বিরোধীদের বহু ধরনের বিরোধ-বৈরীতা ইত্যাদি সমেত জোড়া-তালি দেওয়া ও জগা-খিচুড়ী মার্কা মিত্র শক্তির সদস্য বহু ছোট-বড় রাষ্ট্রের বহু ধরণের ও বিচিত্র মানের সেনাশক্তির দুর্বল জোটের মাধমে বিজয় অর্জন করার সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষা সামরিক বিচারে আমেরিকার বিজয় লাভ অনেকটাই সহজ । অত:পর, জি-৮ ভুক্ত রাষ্ট্রগলো বা এককভাবে আমেরিকার সমর শক্তির ভয়ে ও আড়ালে পুঁজিবাদী বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে অটুট রাখা অর্থেই চরিত্রহীন-নষ্ট ও ভ্রষ্ট এবং চঞ্চল-অশান্ত ও ভন্ড তবে স্বীয় সংকট-মহাসংকটে স্বয়ং বিনাশী ও কবরপাড়ে উপনীত মরোন্মুখ পুঁজিবাদ আনডিস্টার্ব থাকবে মর্মে বর্ণিত অনুচ্ছেদ মতে "টু মেনটেইন ইন্টারন্যাশনাল পিস এন্ড সিকিউরিটি " নয় কি ?

জন্মগতভাবেই যক্ষ্মা ও ক্ষয়রোগী এবং লোভ-স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা-সংকীর্ণতা, পরজীবীতা-পরনির্ভরশীলতা,চিরকালীন অনিশ্চয়তা- নৈমত্তিক শংকা ও প্রাত্যাহিক ভয়-ভীতি সমেত ভয়ানক প্রতিহিংসাজাত মানসিক রোগাক্রান্ত-পীড়িত পুঁজিবাদ স্বীয় জন্মভিটা পশ্চিম ইউরোপ সহ সমগ্র বিশ্বের রংগমঞ্চে ভয়ানক উন্মাদনা সহ বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিল বলে পুঁজিবাদের রক্তাক্ত দাগ মুছতে ও দগদগে ক্ষত শুকাতে অর্থাৎ যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার নিমিত্তে চ্যারিটি ক্লিনিক হিসাবে রেড ক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন পুঁজিরই সুবিধাভোগী সুইটজারল্যান্ডের জনৈক ব্যবসায়ী ডুয়ান্টে। কিন্তু বেহায়া -বেয়াড়া ও উদাম পুঁজি উন্মাদ বনে লিপ্ত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। ক্ষয়-ক্ষতি মারাত্মক এবং এবারে কেবল যুদ্ধাহত নয় বরং মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত ও ভয়ানকভাবে পংগু বটে খোদ পুঁজিবাদী সমাজ ।

ইত:পুর্বে, ১৮৭১ সালে বদ্ধ উন্মাদ পুঁজিবাদী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী বিদ্রোহ করে ইতিহাসে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের দুর্বলতা বা অনুরূপ নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থা বৈশ্বিকভাবে কার্যকরণে যথোপযুক্ত ও যথার্থ সংগঠনের অভাবে প্যারী কমিউন ধ্বংসে সফল ও বিজয়ী পুঁজিবাদ যথার্থভাবেই স্থির করেছিল মার্কস-এ্যাগেলসদের প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্ত র্জাতিক সমিতিই হচ্ছে বুর্জোয়দের প্রধান দুশমন। তাই শ্রমিকশ্রেণীকে দমন-পীড়নে ও সামলে রাখতে এবং পুঁজির সঞ্চালন ও আধিক্য সৃষ্টিতে প্যারী কমিউনারদের হত্যা-খুন ও দমনকারী তথা পুঁজিবাদের বিশ্বসেরা গুন্ডা জার্মানীর বিসমার্ক ১৮৭৩ সালে গড়ে তুলেছিল "তিন সম্রাটের লীগ"।

বিসমার্কের দৃষ্টান্তে প্রলুব্ধ হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হাঁটু ভাংগা, মাজা ফাটা, গলা ফুটা,ঘাড় বাঁকা, চোখ কানা, ও মাথা থেতলানো উপরন্ত ইনজুয়ের্ড এন্ড ডেমেজড কিডনি সমেত হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত অতিবৃদ্ধ পুঁজিবাদের সাময়িক আরোগ্যে উপযুক্ত হাসপাতাল মর্মে যুদ্ধ বিজয়ী পক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লীগ অব ন্যাশনস ১৯১৯ সালে। অথচ, পুঁজির গঠন ও কাঠামো বিন্যাসের কারণেই অস্থির-অশান্ত ও ভীষণ হাই প্রেসারে আক্রান্ত এবং বদ্ধ উন্মাদ পুঁজি ও পুঁজিবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল বলে কেবলমাত্র স্বীয় নাড়ি-ভুড়ি নয়, ক্ষত-বিক্ষত ও বিবশ হয়েছিল পুঁজিবাদের নার্ভ সিস্টেম সহ হার্ট, কিডনি-লিবার ইত্যাদি ইত্যাদি ।

অত:পর, বাধ্য হয়ে জাতিসংঘ নামক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঠাঁই নিতে হলো বেচারা মাথা মোটা বদ্ধ উন্মাদ পুঁজিবাদকে। চরম ডিপ্রেসড পুঁজিবাদের রক্তাক্ত দেহ সহ আহত হার্ট রিপেয়ারে আলাপ-আলোচনার নানান জরুরী ইউনিট সমেত জেনারেল ইউনিট স্বরূপ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন সহ আই.এল.ও, ইউ.এন .ডি.পি, হু, ফাও ইত্যাদির মতো নানান ধরনের বৈশ্বিক সংস্থা -ফোরাম গঠন করা হল। এবং পুঁজিবাদের রক্ত সঞ্চালন পাইপ/অর্গান সচল ও সক্রিয়করণে আর্থিক বিষয়াদি অর্থাৎ মুদ্রার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি ও প্রবাহ বা পুঁজির অবাধ প্রতিযোগিতার হেতুবাদে সৃষ্ট ঝুট-ঝঞ্জাট ও ঝামেলায় অর্থাৎ পুঁজিবাদীদের মতানুযায়ী মুদ্রার 'আনহলি প্রতিযোগিতার' ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে অবাধ প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক মুদ্রা ব্যবস্থা অকার্যকর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল বিধায় পুঁজিবাদের কিডনি-লিবার ও ব্লাড ভেসলকে স্বাভাবিক রাখতে প্রতিযোগিতামুলক মুদ্রা ব্যবস্থাকে অকেজো ও অকার্যকর গণ্যে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের দেহে কৃত্রিমভাবে রক্ত সঞ্চালনের জন্য ডায়ালেসিস প্রযুক্তি ও কৌশলে বৈশ্বিক পরিসরেই একটি সিংগেল মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতিসংঘ নামক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ততোধিক কেয়ার ইউনিট হিসাবে জুলাই ১৯৪৪ সালে জাতি সংঘের মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক কনফারেন্সে গঠিত হয় আই.এম.এফ ও বিশ্বব্যাংক। অত:পর, আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব বিষয়ে এ সকল সংস্থার গঠনতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হল-

জুলাই,১৯৪৪ সালে জাতিসংঘের মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক কনফারেন্সে ৪৪ টি সরকারের প্রতনিধি কর্তৃক গৃহীত চুক্তিপত্র অনুযায়ী জুলাই, ১৯৪৪ সালে সৃষ্ট এবং ২৯ টি রাষ্ট্র কর্তৃক চুক্তিপত্রটি অনুসাক্ষরিত হয়ে ডিসেম্বর-১৯৪৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় আই.এম. এফ এবং বিশ্বব্যাংক। এছাড়াও বিশ্বব্যাকের সহযোগী- International Bank for Reconstruction and Development-(IBRD), International Development Association-(IDA),International Finance Corporation –(IFC) , Multinational Investment Guarantee Agency (MIGA) and International Centre for Settlement of Investment Disputes(ICSID) নিয়ে গঠিত হয়েছে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থ বা উন্নয়ন মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত বোর্ড অব গভর্ণরস বছরে একবার বোর্ড সভায় মিলিত হয়। বর্তমানের লারজেস্ট ৫ শেয়ারহোল্ডার যথা- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী এবং জাপান, এদের প্রত্যেকের ১জন করে নিয়োগকৃত মোট ৫ জন ই.ডি এবং অপরাপর সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচিত বিশ্বব্যাকের ১৯ জন ই.ডি নিয়ে মোট ২৪ জনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এবং মুদ্রা তহবিল বা দি ফান্ডের ১৫ জন ই.ডি নিয়ে মোট ২০ জনের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গঠিত হয়। বোর্ড অব গভর্ণরসের পক্ষে সামগ্রীক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের। প্রথা অনুযায়ী আমেরিকার নিয়োগকৃত একজন আমেরিকান নাগরিক বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন তথা বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করাসহ ব্যাংকের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাজ করেন।

বিশ্বব্যাংক ও দি ফান্ডের বর্তমান সদস্য সংখ্যা-১৮৫। দি ফান্ডের চুক্তিপত্রের সিডিউল- “এ” অনুযায়ী যুক্তরাষ্টের ২,৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এস.ডি.আর (স্পেশাল ড্রয়িং রাইট) সহ জন্মকালে ফান্ডের মোট এস. ডি. আর বা কোটার পরিমান ছিল-৬৯১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ২০০৮ সালে ফান্ডের শেয়ার হোল্ডারদের এস. ডি .আর বা কোটার পরিমান-৩৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চুক্তিমতো এস.ডি. আর অনুয়ায়ী ভোট ক্ষমতা । সেই মতে- মোট ভোটের শতকরা হারে যুক্তরাষ্ট্রের একক ভোট১৬.৭৭, লারজেষ্ট্র ৫টি রাষ্ট্রের মোট ভোট-৩৭.৯৯ , টপ ২১টি দেশের মোট ভোট সংখ্যা- ৭১.২২ , অবশিষ্ট ১৬৪ টি সদস্য রাষ্ট্রের মোট ভোট ২৮.৭৮, তন্মধ্যে বাংলাদেশের ভোট .২৫। লারজেষ্ট ৫ শেয়ারহোল্ডারের সুবিধা হতে পারে এমন দুয়েকটি বিষয় ব্যতীত ফান্ডের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গহ্রণ করার বিধান বটে অনুন্য ৮৫% ভোটে। অথচ, যুক্তরাষ্ট্র একাই ১৬.৭৭% ভোটের মালিক বিধায় যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে ফান্ডের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ বা অবকাশ নাই বিধায় কার্যত ফান্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় এবং ভাষার মারপ্যাছে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়েছে ভেটো ক্ষমতা বলেই যুক্তরাষ্ট্রই কার্যত ব্যাংক-ফান্ডের সমন্বয়ক- নিয়ন্ত্রক।

বিশ্বব্যাপী ফিনান্স পুঁজির কারবারী বিশ্বব্যাংকের দয়ার শরীর। তাই গরীবের দু:খ সইতে পারে না বলে “মিলেনিয়ম গোল” হিসাবে দারিদ্র দুরীকরণ কর্মসুচী (পি.আর.এস.পি) গ্রহণ করেছে সিষ্টার সংগঠন দুটি। বিশ্বব্যাংকের ওয়েভসাইটে “ What is the World Bank” শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে- দুনিয়াটা খুবই ধনী বলেই বিশ্বের বার্ষিক

আয় ৩১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশী এবং কতিপয় দেশের মানুষ গড়ে বার্ষিক জনপ্রতি ৪০,০০০ মার্কিন ডলার আয় করে। কিন্তু, উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় অর্ধেকের বেশী অর্থাৎ ২.৮ বিলিয়ন মানুষ গড়ে বার্ষিক জনপ্রতি ৭০০ মার্কিন ডলারের কম আয় করে এবং ১.২ বিলিয়ন মানুষ গড়ে দৈনিক জনপ্রতি ১ মার্কিন ডলার আয় করে। অর্থাৎ জাতিসংঘ নির্ধারিত সংজ্ঞা ও ইনডেক্স মতো ১.২ বিলিয়ন মানুষ দ্রারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। উপস্থাপনাটাই এমন ধরনের যেন ধনী দেশ গুলোতে কম আয় বা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষজন নাই। অথচ, এই নিবন্ধেই বর্ণিত হয়েছে খোদ যুক্তরাষ্টে দৈনিক ১ মার্কিন ডলার আয় করতে অক্ষম ২২% জন, অন্যদিকে ২০% জনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দেশের বেশীর ভাগ সম্পদ এবং বিশ্বের মজুদকৃত পুঁজির প্রধানতম অংশ কেন্দ্রীভূত আছে যুক্তরাষ্ট্রেই বলেই অতি উৎপাদন সংকটে নিমজ্জিত যুক্তরাষ্ট্র সাবেক প্রেসিডেন্ট রুজভেলন্টের অনুসৃত ফর্মুলা মতো ব্যাপক সাবসিডি প্রদানের নিমিত্তে ২০০৮ সালেই ৭০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন করেছে। তবু, চাকুরীচ্যুতি ও বেকারত্বের হার প্রতিমাসে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে । অত:পর, শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব ও দারিদ্রের হার সবচাইতে বেশী এবং সকল প্রকার দারিদ্রের মুলকারণ বটে মার্কিনের কর্তৃত্বাধীন বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা । উপর্যপুরি, দারিদ্র দুরীকরণে বিশ্বব্যাংকের ঋণ বা অনুদান নয় কেবলমাত্র আমেরিকার ১ বছরের সামরিক ব্যয় বরাদ্ধ বাতিল করা হলে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র নয় বরং, সমগ্র বিশ্বের দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীদের অনুন্য ২ বছরের দারিদ্র দুর হতে পারে।

সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের প্রয়োজনীয়তা নাই , বিশ্বব্যাংকই দুনিয়াময় সমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমত ভুয়া-প্রতারণামুলক ধারণাতো জন্মকাল হতেই ফেরি করছে বিশ্বব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের সদস্য, এজেন্ট-সহযোগী ও সমর্থকরা। তবু, বিশ্বব্যাংকই ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে, যদি বিশ্ব ব্যাংকের ফর্মুলা অনুসরণ করা না হয় তবে-২০৫৪ সালের মধ্যে অনুন্য ৩ বিলিয়ন মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে থাকবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ যা করে সেই বিষয়ে প্রণীধানযোগ্য হিসাবে গ্রুপের চুক্তিপত্র হতে তদমর্মে কিঞ্চিত নমুনা বিবৃত করা গেল-

IBRD Articles of Agreement:

"Article1. Purpose –(ii) To promote private foreign investment by means of guarantees or participations in loans and other investments made by private investors; and when private capital is not available terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its capital, fund raised by its other resources.

(iii) To promote the long–range balanced growth of international trade and the maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging international investment for the development of the productive resources of members, thereby assisting in raising

productivity , the standard of living and conditions of labor in their territories.”

And “IFC Articles of Agreement: Article -1. Purpose, The purpose of the Corporation is to further economic development by encouraging the growth of productive private enterprise in member countries, particularly in the less develop areas, thus supplementing the activities of the International Bank for Reconstruction and Development (hereafter called the Bank) . In carrying out this purpose, the Corporation shall:

(i) In association with private investors, assist in financing the establishment, improvement and expansion of productive private enterprises which would contribute to the development of its members countries by making investments, without guarantee of repayment by the member government concerned , in cases where sufficient private capital is not available on reasonable terms;

(ii) Seek to bring together investment opportunities, domestic and foreign private capital, and experienced management; and

(iii) Seek to stimulate, and to help create conditions conducive to, the flow of private capital, domestic and foreign, into productive investment in member countries;

The Corporation shall be guided in all its decisions by the provisions of this Article.”

অর্থাৎ রাষ্ট্র গুলোর সমবায়ে ও পাবলিক শেয়ার দ্বারা গঠিত বিশ্বব্যাংক গ্রুপ কাজ করবে- শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাইভেট পুঁজির বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, সদস্য দেশের মধ্যে প্রাইভেট ক্যাপিটাল বা এন্টারপ্রাইজ উৎসাহিত করা, দেশী-বিদেশী প্রাইভেট বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশে উৎপাদনশীল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের বিকাশ ও সহযোগিতা করা , এমনকি সদস্যদের মধ্যে যদি কেউ কেউ সুবিধাজনক শর্তে ঋণ লাভের উপযুক্ত নাও হয় তবে ঐ সকল সদস্যকে ঋণ দেওয়ার সাধারণ শর্ত হিসাবে ঋণপরিশোধে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের নিশ্চয়তা বিধানের আবশ্যকতা নাই । তবু বিনিয়োগ করতে হবে প্রাইভেট ক্যাপিটাল। অত:পর, উপরোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন ও উন্নতি হয়েছে কতিপয় পুঁজিবাদীর , শ্রমিকশ্রেণী নিপতিত হয়েছে অধিকতর হারে বেকারত্ব-দুদর্শা ও

নিস্ব:তায় এবং বৃদ্ধি পেয়েছে দারিদ্রতা এবং এসবই নিশ্চিত করেছে খোদ বিশ্বব্যাংকের পূর্বোক্ত বিবরণ ।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক-ফান্ডের উদ্যোক্তা জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তাগণ যতই যুদ্ধহীন শান্তির বাণী বলে থাকেন না কেন, তাঁরাও নিশ্চিত জানতেন যে পুঁজি নিজেই অশান্ত ও চঞ্চল বলেই তাঁরাও যেমন বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন,তেমন স্পেনের রাণী ইসেবেলাও জানতেন পুঁজির চঞ্চল-অশান্ত গতি-প্রকৃতি বলেই পুঁজিবাদের বাণিজ্যিক স্বার্থেই তিনি ১৪৯২ সালে কলম্বাসকে আমেরিকা দখলে এবং পুর্তগিজরা গামাকে ইন্ডিয়া দখলে প্রয়োজনীয় সনদ-জাহাজ সহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছিল বলে ২০মে-১৪৯৮ সালে ভাস্কোডা গামা ভারতের কেরালা রাজ্যে অনুপ্রেবেশ করে। অশান্ত বাণিজ্যিক পুঁজির শান্তির সন্ধানে তথা বাণিজ্য প্রসারে ডাস ব্যবসায়ী জেকোব ভন নেক ৫টি কোম্পানীকে একত্রিত করে ২২ টি জাহাজ নিয়ে ইন্দেনেশিয়া সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও বাণিজ্য করে দেশে ফিরেছিলেন ৪০০% মুনাফা সহ ।

পুঁজি প্রসারে উপনিবেশিকতা অন্যতম নীতি মর্মে গৃহীত ও সফল হওয়ায় তদমর্মে অনুপ্রাণিত ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর মাত্র-২৭৭ ব্যক্তির শেয়ারের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে গঠিত সিন্ডিকেটটি ইন্ডিয়ায় মনোপলি বাণিজ্যের একক ও একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করেছিল ১৬০০ সালের শেষদিনে, এবং জেকোবদের অনুসরণে কেবলমাত্র স্বদেশী নয় ভিনদেশী পুঁজিওয়ালার সমন্বয়ে এবং বাণিজ্যের মনোপলি ক্ষমতা সহ ১৬০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ডাস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী , যার ৩৫০ শেয়ার হোল্ডারের মধ্যে ৩৯ জন ছিল জার্মান। অতপর, জেকব বা মনোপলিষ্ট ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বা ডাস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামক মাল্টিন্যাশনালের আদলে ও অনুকরণে তবে ব্যবস্থপনায় মনোপলি অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজির মনোপলি বা একচেটিয়া আধিপত্য বা একনায়কতন্ত্র নিশ্চিত করা সাপেক্ষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ -মিত্র শক্তি পরাজিত পক্ষ বিশেষত জার্মানীর নিকট হতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়, বিজিতদের উপনিবেশসহ ভূমির ভোগ-দখল গ্রহণ এবং জার্মানী ও জাপানকে সামরিক শক্তিহীন করার সুযোগে তাবৎ দুনিয়াকে যুদ্ধবন্দী গণ্যে কার্যত সমগ্র দুনিয়ায় একক ক্ষমতা-কর্তৃত্ব নিশ্চিত অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমেত ফিনান্স পুঁজির মনোপলি সমগ্র দুনিয়ায় কায়েম করেছিল মিত্রশক্তির মধ্যেকার সর্বাধিক পুঁজির অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বে। বিশ্বব্যাংকের ঘোষিত উদ্দেশ্য মতো পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিহীত ব্যবস্থা সম্পন্নকরণে কার্যত ফিনান্স পুঁজির মনোপলি নিশ্চিতকরণে বৈশ্বিক পরিসরের ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট হিসাবে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ।

সুতরাং, ভবিষ্যতে বিনা বাঁধায় ও বিনা যুদ্ধে মিত্রশক্তির পুঁজি যাতে সমগ্র দুনিয়ায় চলাচল বা গমনাগমন করতে পারে, অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজি যাতে সর্বগ্রাসী বৈশ্বিক রূপ-অবস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাপী স্বীয় অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয় সেজন্য আবার ব্যবহার করা হয়েছিল - শ্রমিকশ্রেণীকে অদেয় মজুরির অর্থে অর্থাৎ সরকারী রাজস্বে গঠিত তহবিল এবং উক্ত পাবলিক খাতের অর্থে, খোদ রাষ্ট্রের সরাসরি ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে নন

পাবলিক খাত অর্থাৎ প্রাইভেট পুঁজির বিকাশ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বা বৈশ্বিক পুঁজির স্থানীয় এজেন্ট ও পাহারাদার হিসাবে ধরিত্রীর সকল রাষ্ট্রকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করাই যে বিশ্বব্যাংকের মুল ও মুখ্য উদ্দেশ্য তাতো বর্ণিত অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হয়েছে।

অত:পর, বিশ্বব্যাংকের আবরণে মুলত ধরিত্রীর সকল রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র কতিপয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অথবা সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে-প্রধানত ও কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্ত করা তথা দুনিয়াব্যাপী কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের মনোপলি কায়েম করার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব কার্যত বিলীন,ধ্বংস ও ধুলিসাৎ করা হয়েছে। ফলে, দুনিয়াকে ভাগ-বিভাগের রাষ্ট্রিক গন্ডী ও কর্তৃত্ব কার্যত অকার্যকর করে সমগ্র দুনিয়ায় একটি মাত্র পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের একক ও একচ্ছত্র শাসন-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কর হয় । অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংকের কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে-সমগ্র দুনিয়াটি পরিণত হয় পুঁজির অবাধ সঞ্চালনের একটি একক ভূখন্ডে।

সুতরাং-বিশ্বব্যাংক গঠিত হওয়ার পর বিশ্বময় যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল তাতে বিশ্বব্যাংকের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্র বিশেষ কি প্রাইভেট খাতের উন্নয়নে বাঁধা দিতে পারে নাকি, ব্যক্তি উদ্যোগ ও ব্যক্তিখাতের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা বৈ ভিন্ন কিছু করতে পারে ? অথবা ব্যাংকের সদস্য কোন রাষ্ট্র কি কোনক্রমেই সকল প্রকার উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ অর্থাৎ প্রাইভেট খাতের ক্ষতি বা ধ্বংস হয় এমন কোন কার্যাদি সম্পন্ন ও সম্পাদন করতে পারে নাকি, তদার্থে গঠিত ও পরিচালিত মর্মে দাবী করতে পারে ? যেমনটা, দাবী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়নের সমর্থক ব্লক করতো বা চীন এখনো করে থাকে । অথবা, বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্র বিশেষের কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ প্রতারণা-জুচ্চোরি ও ভন্ডামি করা বৈ নিজেদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য ক্রিয়াশীল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে আদৌ বলতে পারে? অথবা, লেনিনীয় “কমিউনিষ্ট পার্টি” শাসিত অথচ বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্র বিশেষ প্রাইভেট ক্যাপিটালের সেবা করা বৈ পুঁজিবাদ বিনাশী ও পুঁজি বিরোধী তথা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে কোনক্রমেই কোন ধরণের কার্যাদি সম্পাদন করতে পারে কি ? অথবা, বিশ্বব্যাংকের কর্মসুচী বাস্তবায়নকারী বা ব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্রের সরকার বিশেষে কমিউনিষ্টরা কি অংশ গ্রহণ করতে পারে ? অথবা, যে বা যারা বিশ্বব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন হয় বা ছিল তারা কেউ কি কমিউনিষ্ট হিসাবে গণ্য হতে পারে ?

অথবা, প্রাইভেট ক্যাপিটাল সংরক্ষণে নিয়োজিত বিশ্বব্যাংকের সদস্য রাষ্ট্রগুলোই কেবল নয়, বরং পুঁজিবাদ সমেত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রক্ষক-নিয়ন্ত্রক খোদ বিশ্বব্যাংকের অস্তিত্ব বিলীন ও বিনাশ করা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত হতে পারে কি ?

তা'হলে, দুনিয়া হতে পুঁজিবাদ উৎচ্ছেদ-উৎখাত ও পুঁজিবাদী সমাজের বিনাশ-বিলোপে নাকি, পুঁজির সংরক্ষণ এবং পুঁজিবাদী সমাজ অটুট ও অক্ষুন্নকরণে লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন

বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠায় ৩য় শেয়ারহোল্ডার হিসাবে পুঁজিবাদী মোড়ল রুজভেল্ট-চার্চিলের দোষর হয়েছিল? কে পুঁজিবাদী ? রুজভেল্ট-চার্চিল না কি ষ্ট্যালিন, নাকি প্রাইভেট পুঁজির সেবক-গোলাম হিসাবে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের প্রতিষ্ঠাকারী ষ্ট্যালিন-চার্চিল ও রুজভেল্ট সকলেই ? তবে তাঁরা কেউই যে কমিউনিষ্ট নন তাতো, কমিউনিজমের দুষমনরাও কবুল করবেন।

একই উদ্দেশ্য -লক্ষ্য হাসিলে এবং প্রায় একই রকম পরিচালন ব্যবস্থার দলিল তথা চুক্তিপত্র নামীয় সংবিধান দ্বারা বিশ্বব্যাংক-ইন্টারন্যাশনাল মানিটারী ফান্ড ইত্যাদি গঠিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যক্রম সহ সামগ্রীকতা বিচার বিশ্লেষণে শুধুমাত্র একটি চুক্তিপত্রকে আমলে নিলেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমুহ সম্পর্কে সঠিক মুল্যায়ণে অসুবিধা হবে না বিধায় কেবলমাত্র দি ফান্ডের তথা আই.এম.এফের চুক্তিপত্রটিকে তদনিমিত্তে বিবেচনার জন্য অত্র নিবন্ধে গ্রহণ করা হল।

ফান্ডের ফ্যাক্টশীটে " What is the International Monetary Fund" এ, ফান্ডের হেতুবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

" to build a framework for economic co-operation that world avoid a repetition of the vicious circle of competitive devaluations that had contribute to the Great Depression of the 1930s."

অর্থাৎ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য একিট বৈশ্বিক কাঠামো নির্মাণ করা যাতে যে,"দুস্টচক্রের" প্রতিযোগীতামুলক দুস্কর্মে ১৯৩০ সালের মহামন্দা সৃষ্টি ও তদপরিণতিতে ২য় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেরুপ প্রতিযোগিতা রোধ করা তথা মুদ্রার অবমুল্যায়নে একটি বৈশ্বিক মনোপলি সম্পন্ন সিন্ডিকেট হচ্ছে দি ফান্ড। পুঁজি পুঞ্জীভূত করাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের লক্ষ্য। কাজেই উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মুল্য সৃষ্টি ও আত্মসাতকরণের ব্যবস্থা করতে হলে পুনরুৎপাদন ও পুঁজির সঞ্চালন আবশ্যক। আর পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন নিশ্চিতিতে পুঁজিপতি শ্রেণী ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে উৎপাদনের হাতিয়ারাদির নৈমত্তিক উন্নতি, বৈপ্লবিক রুপান্তর ও নিত্যনতুন অগ্রগতি সাধন করে থাকে। ফলে- পুনুরৎপাদন ও সঞ্চালনের হেতুবাদে পুঁজি অনিবার্যভাবে ধারাবাহিক ও চক্রাকারে সংকটে নিপতিত হয়। অনুরুপ সংকটই একদিকে যেমন পুঁজির বার্ধক্য নিশ্চিত করেছিল অন্যদিকে তেমন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৃত্যুও সুনিশ্চিত করেছিল।

আদিতে পুঁজি প্রতিযোগিতা করলেও স্বীয় সংকটোত্তরণে বা মরণোম্মুখ দশা বিলম্বিতকরণে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করে খোদ পুঁজি স্বীয় জন্মগত প্রতিযোগিতামুলক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে কেবলই সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবেই সামাজিক রুপ লাভ করে। উল্লেখ্য-যৌথভাবে উৎপন্ন পুঁজি ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। অথচ, কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানার কারণে পুঁজির মালিকানা সামাজিক নয় ব্যক্তিগত। কাজেই, ব্যক্তিমালিকানা যেমন পুঁজির জন্ম শর্ত বিরোধী তেমন অবৈজ্ঞানিক বলেই পুঁজিবাদী সম্পর্কও অবৈজ্ঞানিক ও স্ববিরোধী এবং মিমাংসার অতিত বৈরীতাপূর্ণ ।

অত:পর, পুঁজির সংকটোত্তরণে খোদ পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক সম্পাদিত সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে পুঁজির ব্যক্তিমালিকানাকেই অনাবশ্যক, ক্ষতিকর ও অকার্যকর গণ্যে ও সাব্যস্তে সামাজিক মালিকানার স্বীকৃতি সমেত সামাজিক মালিকানার অপরিহার্যতা নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরো বহুমুখী সমস্যা ও নবতর সংকট-মহাসংকটের জন্ম দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্যাকে মিমাংসার অতিত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত ও নিশ্চিত করার মাধ্যমে পুঁজির জন্মশর্তের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ সামাজিক সম্পর্ক যা নিত্য নতুন উৎপাদন উপকরণেরও চাহিদা- সেই সাধারণ মালিকানার সামাজিক ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্ববিরোধী ও বৈরী সম্পর্কের ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিবাদী সমাজেরই বিলুপ্তির আয়োজন সম্পন্ন করে থাকে স্বয়ং পুঁজিপতিশ্রেণী নিজ অজ্ঞাতেই এবং ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই।

ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে কেন্দ্রীভূত হওয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষায় যখন যেরূপ প্রয়োজন পুঁজি তখন সেরূপ ধারণ ও তদ্রুপ আচরণ করেই স্বীয় সংকটোত্তরণ বা মৃত্যু ঠেকানোর পৌন:পুনিক চেষ্টা করেছিল বলেই চিরদিনই অনিশ্চয়তায় পরিপুর্ণ, চিরকালীন সংকটগ্রস্ত এবং অনিবার্যভাবে চক্রাকারে সংকটে নিপতিত ও মিমাংসার অতিত সংকটাপন্ন কেন্দ্রীভূত পুঁজির আশু দাবী ও চাহিদা মতো বা তদমর্মে উপযোগী ও উপযুক্ত নানান সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল স্বয়ং পুঁজিবাদ। পুঁজি বিকাশে ঔপনিবেশিকতার নীতি যেমন কার্যকর ছিল তেমন ঘনীভূত পুঁজির প্রয়োজনে সিন্ডিকেট-কার্টেল ইত্যাদিও গড়ে তোলেছিল পুঁজিবাদ। পুঁজির বিকাশ এবং সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের অস্তিত্ব রক্ষায় পুঁজিবাদের গৃহীত ব্যবস্থাবলী হচ্ছে- ঔপনিবেশিকতা নীতি, সিন্ডিকেটট-ক্যাটেল গঠন, রাষ্ট্রায়াত্তখাতের পত্তন ও রাষ্ট্রিক মনোপলি এবং সর্বশেষ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠা । উল্লেখিত ব্যবস্থাবলী কার্যকরণ ও বাস্তবায়নে পুঁজিপতিশ্রেণীর জঘন্য ও ভয়ংকর ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, দখল-বেদখল ও যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধের ভয়ানক নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা প্রত্যক্ষ করেছে দুনিয়াবাসী ভীষণ যন্ত্রণাসহ আর সকল ক্ষেত্রেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে পুঁজি উৎপন্নকারী ও পুঁজিবাদের কবর রচনাকারী শ্রমিকশ্রেণী। তাইতো পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইতিহাস হচ্ছে দখল-বেদখল ও হত্যা-খুন সমেত শ্রেণী শোষণের নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা, জঘন্যতা ও বর্বরতার ইতিহাস এবং সর্বোপুরি, পুঁজিপতি কর্তৃক পুঁজিপতিকে সম্পত্তিহীন করারও ইতিহাস ।

কাজেই টিকে থাকার জন্য উপনিবেশিকতার নীতি মোতাবেক অপরাপর দেশ দখল-বেদখলের নবতর কৌশলে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ-ক্ষুন্ন করে বিশ্বব্যাংক-ফান্ড ইত্যাদি যতোই গঠন করুক না কেন স্বয়ং পুঁজিবাদেরই ইতিহাস প্রমাণ করে খোদ পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই নিজের স্ববিরোধীতা-বৈরীতা দ্বারা যেমন তেমন নিজের সৃষ্ট সংকট হতে উত্তরণে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেসকল ব্যবস্থাই পুঁজিবাদেরই সংকট-মহাসংকট যেমন বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে তেমন পুঁজিবাদী সমাজের বিনাশ ও বিলুপ্তিও নিশ্চিত হতে নিশ্চিততর করে।

পুঁজি গ্রন্থ সহ মার্কসের বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে এতদ্বিষয়ক বহু নজির উল্লেখিত আছে। তবু,দি ফান্ড প্রতিষ্ঠাকারীদের বিবেচনায় বিশ্বযুদ্ধের দায় ও দোষ পুঁজি বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নয়, দোষী বটে কেবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুদ্রার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সৃষ্ট ও সচেষ্ট "দুষ্টচক্র" বিশেষ তথা কতিপয় পুঁজিওয়ালা । বিচার মানে বটে তবে তাল গাছ দিতে রাজী নয় পুঁজিবাদ বলেই কতিপয়ের চক্র নয় খোদ যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে একটি একক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বৈশ্বিকভাবে মুদ্রার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে দোষ নাই গণ্যে দি ফান্ডের আবরণে প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তাদের দ্বারা নির্দিষ্টকৃত পূর্বেকার দুষ্টচক্রেরই উদ্দেশ্য সাধনার্থেই তথা বৈশ্বিক পরিসরে মুদ্রার মান বা গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ বা মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা এককভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে দি ফান্ড একটি উপযুক্ত ও কার্যকর বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান তথা নতুন আংগিকের এবস্যুলেট ক্ষমতার এক মনোপলি সংগঠন বা দুষ্টচক্র বিশেষমাত্র বলেই দি ফান্ডের সদস্য রাষ্ট্র বিশেষে সৃষ্ট মন্দা-সংকট ইত্যাদি দ্রুত প্রসারিত হয় দুনিয়াব্যাপী।

দি ফান্ডের কর্তৃত্বে ও কর্তাগীরিতেও মন্দা বা মহামন্দার কবল হতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে নিস্কৃতি পায়নি তাতো দি ফান্ড প্রতিষ্ঠার পর হতে বেশ কয়েকবার বিশষত ১৯৭০ দশক ও হালের ভয়ানক মন্দাই নিশ্চিত করে বলেই দিশাহীন পুঁজিবাদ হালে আবারো মুক্তবাজার নীতি বা কেবলই বেসরকারীকরণ ও ব্যক্তিগতায়নের নীতি হতে সরে গিয়ে পুঁজি-পণ্যের বাজারে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সাবসিডি প্রদানে ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এপ্রিল,২০০৯ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জি-২০ কনফারেন্স। অনুরূপ সিদ্ধান্তের রেফারেন্সে ও ভিত্তিতে অথচ স্বনির্ভরতার ধুয়া তুলে তবে বিনা অনুতাপে আবারো রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ এপ্রিল ২০০৯ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সহিত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে। অথচ, তিনিই দি ফান্ডের শর্তাধীন মুক্তবাজার অর্থনীতি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রাইভেট সেক্টরকে অপ্রতিহত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বি খাতে পরিণত করণার্থে শিল্প নীতি-১৯৯৯ যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৮,১৩,১৪,১৫, ১৬,১৯, ২০ ও ৪৭ এর পরিপন্থী এবং তদ্রুপ বাংলাদেশের সংবিধানকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ১০০% বেসরকারীরকরণের নিমিত্তে বেসরকারীকরণ আইন-২০০০ এবং বেসরকারীকরণ নীতিমালা-২০০১ জারী করেছিলেন যা -এখনো বহাল ও বলবত আছে ।

আই.এম.এফের ইন্ট্রোডাক্টরী আর্টিক্যাল দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, দি ফান্ড গঠিত হয়েছে ফান্ডের চুক্তিপত্র দ্বারা এবং দি ফান্ডের অপারেশনাল কার্যক্রম ও লেন-দেন পরিচালিত হবে চুক্তিপত্রের বিধি-বিধান অনুযায়ী। দি ফান্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চুক্তিপত্রের ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

*To promote international monetary co-operation,

* To facilitate the expansion and balanced growth of international tarde,

* To promote exchange stability, to maintain orderly exchange

arrangements among members, and to avoid competitive exchange depreciation.

* To assist in the establishment of a multinational system of payments,
*Making its resources available (with adequate safeguards) to members experiencing balance of payments difficulties.

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার সাধন, মুদ্রার প্রতিযোগিতা মুলক মুলহ্রাস পরিহার করে সুশৃংখলিত বা হুকুম নির্দেশিত বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার বিহীতাদি সম্পাদন করা, বহুমুখী পদ্ধতির মুদ্রা আদান-প্রদানে সহযোগিতা করা এবং পরিশোধে অসুবিধায় থাকা দেশগুলোকে দি ফান্ডের তহবিল হতে সম্পদ বা অর্থ প্রদান করা ।

অত:পর, সদস্য রাষ্ট্রগুলো-নিজ নিজ অবস্থা যাহাই হোক না কেন, নিজের মুদ্রামান নির্ধারণে সক্ষম নয়। তবে, বিনিময় হার যেহেতু নিশ্চিত করে থাকে দি ফান্ডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এবং ফান্ডের অনুচ্ছেদ-১২ অনুযায়ী বোর্ড অব গভর্ণসের প্রদত্ত ও অপারেশনাল কার্যক্রম সহ যাবতীয় ক্ষমতা বোর্ড অব ডিরেক্টরসের এবং ৮৫% ভাগ ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ৫টি লারজেষ্ট সদস্য কর্তৃক নিয়োগকৃত ৫জন নির্বাহী পরিচালক সহ মোট ২০ জন নির্বাহী পরিচালকের ভোটে এবং উল্লেখিত ৫টি লারজেষ্ট সদস্য যেহেতু দুনিয়ার সর্বাধিক বিনিয়োগকারী দেশ বা পুর্বোল্লেখিত তথ্যমতো সর্বাধিক রপ্তানীকারক দেশ এবং দুনিয়ার টপ ১৫ টি মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীর মালিক-নিয়ন্ত্রক, তন্মধ্যে ৫টি টপ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এবং যুক্তরাষ্ট্রই বিশাল ব্যবধানের সর্বোচ্চ স্পেশাল ড্রয়িং রাইট হোল্ডার ও এককভাবে ১৬.৭৭% ভোটাধিকারী বিধায় বোর্ডের যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডারতো বটেই এমনকি কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র একাই বিপক্ষে ভোট প্রদান করলে ঐ বিষয়টি আর সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হতে পারে না। কাজেই, ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থি বিনিময় হার নির্ধারণে সক্ষম নয় -দি ফান্ড ।

সুতরাং- উক্ত চুক্তিমুলে দি ফান্ডের আবরণে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্র কার্যতই মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থাধীনে নিজ নিজ স্বাধীন অবস্থান-ক্ষমতা ও এখতিয়ার পরিত্যাগকারী বিধায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কার্যতই নিজস্ব মুদ্রা মান নির্ধারণেও স্বকীয় ক্ষমতা নাই হেতু এতদমর্মে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কেবলই কাগজ-কলমী বিষয় বৈ প্রকৃতই অস্বীকৃত ও অকার্যকর হয়েছে।

Article iv-Obligations Regarding Exchange Arrangements, Section-1 এ বলা আছে-

প্রত্যেক সদস্য অংগীকারমুলে শৃংখলিত বিনিময় ব্যবস্থা কার্যকরণে দি ফান্ডকে সহযোগিতা করতে ও সদস্যদেরকে তদমর্মে নিশ্চয়তা বিধান কল্পে বাধ্য থাকবে। উক্ত মর্মে প্রত্যেক সদস্য যা যা করতে বা না করতে বাধ্য থাকবে -

দি ফান্ডের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতি প্রত্যক্ষভাবে পরিপোষণ ও সেলক্ষ্যে যথাযথভাবে শৃংখলিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন লালন-পালনে যুক্তিগ্রাহ্য মুল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ;

মুদ্রা ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে এমন কোন বিহীত না করা ;

নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলে অন্যায় বা অন্যায্যভাবে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ না করা ; এবং ধারাবাহিকভাবে বিনিময় নীতি অনুসরণ করতে হবে । এবং

সেকসন-২ এ বলা হয়েছে মুদ্রার হার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ৩০ দিনের মধ্যে দি ফান্ডকে অবহিত করতে হবে;

সেকসন ৩ এর সাব সেকসন 'এ' এবং 'বি' তে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা কার্যকরণে ও নিশ্চিতকরণে দি ফান্ডের নীতি প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে নিশ্চিত করছে কি না, তা দেখাশুনা করবে ফান্ড ;

দি ফান্ডের বিনিময় হার ও তদসংক্রান্ত নীতি সদস্য রাষ্ট্র যথাযথভাবে কার্যকরী করছে কি না বা তৎমর্মে আবশ্যকীয় নীতি গ্রহণ করছে কি না সে বিষয়ে দি ফান্ড কঠিন নজরদারী করবে। অনুরূপ নজরদারীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি,যখনই দি ফান্ড চাইবে তখনই প্রদান করবে সদস্য রাষ্ট্র। অর্থাৎ চুক্তিপত্রমুলেই নিশ্চিত করা হচ্ছে যে, এতদ্বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্র প্রতারণা করতে বা ফাঁকিজুকি দিতে পারে এবং দিবে। তার মানেতো- সদস্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অনুরূপ দুস্কর্ম করবেই। অবশ্য উদ্যোক্তা চুক্তিকারীরা বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র - যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সকল পুঁজিবাদীই জানতো যে, প্রতারণা-জালিয়াতি ও লুন্ঠনের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি,সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত হয়।

কাজেই, পরস্পরকে সন্দেহ-অবিশ্বাস করা বা কাউকেই বিশ্বাস না করাই পুঁজিবাদের ধর্ম তথা অবিশ্বাসের হেতুবাদে নিত্য অনিশ্চয়তা ও আতংকে থাকাটাই পুঁজিবাদীর ও পুঁজিপতির ভাগ্যলিপি ও দিনলিপি। অত:পর, দি ফান্ডের উদ্যোক্তাগণ পরস্পরকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে বলেই তৎপ্রতিবিধানে পুলিশী ব্যবস্থা স্বরূপ " সার্ভিলেন্স" করা এবং চাহিবামাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র -আই .এম.এফের সর্ব সময়ের সন্দেহভাজন অপরাধী বা আসামি তূল্য গণ্য হয়েছে হেতু অনুরূপ বাধ্যবাধকতার অধীন সন্দেহভাজন-অভিযুক্ত রাষ্ট্র বিশেষ কি আদৌ স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসাবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হতে পারে ? অথবা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উপর দি ফান্ডের মুলত ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক নিয়োগকৃত ৫ জন নির্বাহী পরিচালক, প্রকৃত অর্থে কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নিয়োগকৃত নির্বাহী পরিচালকের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি ?

উল্লেখ্য- ব্যাংকের হিসাব সংক্রান্ত কোন তথ্য দায়রা জজের অনুমতি ছাড়া জমা দিবার আদেশ দিতে পারে না বাংলাদেশের পুলিশ এবং প্রভু ব্রিটিশের প্রণীত হলেও বাংলাদেশে বহাল ও কার্যকরী ফৌজদারী কার্যবিধি-১৮৯৮ এর ধারা ৯৪ এর (ক) অনুযায়ী দায়রা জজও কেবলমাত্র- বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৪০৩,৪০৬,৪০৮,৪০৯ এবং ৪২১ হতে

৪২৪ এবং ৪৬৫ ধারা হতে ৪৭৭ক ধারার অভিযোগ ব্যতীত তৎমর্মে আদেশ দিতে ক্ষমতাবান নয় । অত:পর, দি ফান্ডের সদস্যগণ বাংলাদেশের দন্ডবিধির বর্ণিত ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা আরো গুরুতর অপরাধী মর্মে গণ্য হওয়ার হেতুবাদে যাবজ্জীবন দন্ডযোগ্য অপরাধী অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক অপরাধী হিসাবে বিবেচিত বলেই তাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র পুলিশী তদন্ত নয় বা সাধারণ ভাবে নজরদারীও নয় একদম "ফার্ম সার্ভিলেন্স" করছে মহাক্ষমতাধর দি ফান্ড।

দি ফান্ডের চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৮,সদস্যগণের সাধারণ বাধ্যবাধকতা বিষয়ে সেকসন-১ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতা হিসাবে অত্র অনুচ্ছেদের বাধ্যবাধকতাও মান্য করতে অংগীকারাবদ্ধ বটে প্রত্যেক সদস্য । উক্ত অনুচ্ছেদের সেকসন-২ এর (এ) ও (বি) এবং ৩ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে ফান্ডের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধি-বিধানের পরিপন্থি কোন বিনিময় চুক্তি করতে পারবে না কোন সদস্য এবং দি ফান্ডের অনুমোদন ব্যতীত বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে কোন সদস্য কোন ধরনের বাঁধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে না এবং মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে বা তদ্রুপ কোন কাজে অনুমোদন দেওয়া বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতে পারবে না কোন সদস্য। অর্থাৎ নিজস্ব মুদ্রামান নির্ধারণ বা নিজস্ব মুদ্রার বিনিময়ে 'ফেভারড ন্যাশন' গণ্যে কোন রাষ্ট্রকে ছাড় বা সুযোগ-সুবিধা প্রদান বা নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে নিজ বিবেচনায় অনুকূল বা প্রতিকূল বিহীত ব্যবস্থা ইত্যকার কোন ব্যবস্থাই করতে সাংঘাতিক ভাবে বারিত বটে দি ফান্ডের সদস্য রাষ্ট্রগুলো। অত:পর, যে রাষ্ট্র নিজস্ব আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় বা নিজস্ব পুঁজির সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন সুবিধা হাসিলে নিজস্ব বোধ-বুদ্ধিমতো মুদ্রার বিনিময় হার বা মান নির্ধারণ করার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করতে পারে না বা তদ্বিষয়াদি অপর কোন সংস্থার নিকট অর্পন-সমর্পন করে সে রাষ্ট্র কি কোনক্রমেই স্বাধীন-সার্বভৌম হতে পারে ?

এছাড়াও,অনুচ্ছেদ-২২, অংশীদারদের সাধারণ বাধ্যবাধকতা শিরোনামে নিশ্চিত করা হয়েছে প্রত্যেক সদস্য সহযোগিতায় অংগীকারাবদ্ধ হয়ে দি ফান্ডের কার্যক্রমে তথা স্পেশাল ড্রয়িং রাইটের প্রতি সন্মান দেখাবে, এস.ডি.আর ডিপার্টমেন্টকে সহযোগিতা করবে এবং চুক্তি অনুযায়ী এস.ডি.আরের অর্থ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ-সদস্যগণ দি ফান্ডের বিনিময় ব্যবস্থাপনাতো অতি অবশ্যই মান্য করবে, এমনকি ফান্ডের এতদ্বিষয়ক বিধি-বিধানের পরিপন্থী বা সামঞ্জস্যহীন কোন নীতি-সিদ্ধান্ত কেউ বহাল বা কার্যকর বা তদ্রুপ নীতি প্রণয়ন ও গ্রহণ করতে পারবে না। অত:পর, সদস্য রাষ্ট্রগুলো এতদমর্মে স্ব-স্ব সুপ্রিম ল' বা সংবিধান নয় বা নিজস্ব সংবিধান ভিত্তিক ও সংবিধান নির্দেশিত মুদ্রা ব্যবস্থাপনা নীতি নয় বা তদমর্মে চালু-বহাল মুদ্রা নীতি নয় বা সাংবিধানিক বিশেষ বা পরিকল্পিত অর্থনীতি বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক নীতি নয় বা সংরক্ষক বাণিজ্য নীতি নয় বরং, মান্য ও অনুসরণ করতে হবে বটে দি ফান্ডের স্থিরকৃত ও ব্যবস্থিত মুদ্রা বিনিময় নীতি ও কার্যকর করতে হবে মুদ্রার অবমুল্যায়ন হার।

তাছাড়া দি ফান্ডের সহিত সদস্যদের অপরাধ না করা সম্পর্কে এমন বিধান করা হয়েছে যা কেবলই জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে ভারতীয় মূর্খামি-বোধে শিক্ষা বিস্তারের নামে কার্যত শিক্ষক নামীয় শিশু পীড়ক ব্যক্তিরা যেমন তাদের পীড়ন কৌশলের অন্যতম একটি অর্থাৎ 'কানমলা-নাকে খত দেওয়ার' মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ে ঘোরতর অবুঝ শিশুদের নিটক হতে কথিত শিক্ষকদের হুকুম-নির্দেশ পালন ও মান্য করার পৌন:পুনিক অংগীকার আদায় করে থাকে ঠিক তেমন ভাবেই বিশ্ব মোড়ল দি ফান্ডের নিকট সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে লজ্জাস্করভাবে পুন:পুন অংগীকার করতে হচ্ছে অত্র চুক্তিপত্রে মূলে । রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা রাষ্ট্র বিশেষের কর্মকর্তা হিসাবে সামান্যতম মর্যাদাবোধ থাকলে অনুরূপ লজ্জাস্কর চুক্তিপত্রে কেউ সহি-স্বাক্ষর করতে পারে ? না কি, মানবিক বোধ-বুদ্ধিহীন পেট সর্বস্ব প্রাণীর মতো কেবলই পুঁজির হুকুমের চাকর -গোলাম বলে তথাকথিত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো বা ভুয়া স্বাধীন ব্যক্তির ঠুনকো মান-মর্যাদার ধার- ধারলে চলে না বলে পুঁজিপতি সমেত পুঁজিবাদীদের কোন বিষয়েই লাজ-লজ্জা থাকতে নাই।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্ট জগৎবিখ্যাত ভয়ানক ধূর্ত 'আমলাতন্ত্র' উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ; আমদানী সূত্রে গ্রহণ ও বহাল করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য । গোলামী আমলের গোলামী বোধ তথা ব্যুরোক্রেটিক কালচারে- এখনো ঢাকায় " স্যার ছালাম দিয়েছে" শুনলে খোদ সচিব মহোদয়কে তাৎক্ষণিত হাজির হতে হয় মন্ত্রীজির দরবারে আর যুগ্ম সচিব সাহেব মান্যবর সচিবের কামরায়। আমলাতন্ত্রের ভাষাও কেবল কর্তৃত্বমুলকই নয়, চালাকি-চাতুরালীমূলকও ।

অত:পর, দুনিয়ায় এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত যেকোন সিন্ডিকেট, কার্টেল, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী বা ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানী ইত্যাদি যেমন পরিচালিত হয় ব্রুরোক্রেসির দ্বারা তেমন ঐ সকল সিন্ডিকেট নিজেরাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন বা রাষ্ট্রিক কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষি বা তাদের উত্তরসূরী হলেও খোদ রাষ্ট্রকে তাও-আবার বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রকে দুষ্টপ্রকৃতির অপরাধী গণ্যে (বিশ্বব্যাংকের উদ্যোক্তরা অনুরূপ প্রকৃতির বলেই এবং শ্রমজীবি মানুষের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ভূমিকাও অনুরূপ বলেই চুক্তিভুক্তরা নিজেরাই স্বীকার করছে যে তারা যথার্থই দুষ্ট প্রকৃতির বটে-লেখক) সকল অপরাধী ধরণের রাষ্ট্রকে দি ফান্ডের চুক্তি মান্যে বার বার অংগীকারাবদ্ধে বাধ্য করার হেতুবাদে জগতের সর্বকালের সর্বশক্তিমান ফিনান্স সিন্ডিকেট তথা দি ফান্ডের চুক্তিপত্রটি ব্যুরোক্রেটিক ভাষায় রচিত এবং অত্র অনুচ্ছেদে বর্ণিত- " with respect to special rights under other articles of this agreement , each participants undertakes to collaborates with the Fund." এর তাৎপর্য বিশেষত "রেসপেক্ট" এবং " কোলাবরেটস" শব্দদ্বয়ের ক্ষেত্রে নিদেন পক্ষে ঢাকাইয়া কালচারে দি ফান্ডের প্রতি বশংবদতা সমেত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আনুগত্য কি পরিমাণ প্রযোজ্য তা অনুমানের জন্য সদস্যদের এস.ডি. আরের প্রতি নজর দেওয়া যাক-

২০০৮ এ এককভাবে যুক্তরাষ্ট্র-১৭.০৯%, অপর ৪টি লারজেষ্ট সদস্য যৌথভাবে- ২১.৯০%, মোট ৫টি লারজেষ্ট সদস্য মিলে-৩৮.৯৯%, টপ ২১ সদস্যের মোট -

৭০.৮৬% এবং অবশিষ্ট ১৬৪ টি রাষ্ট্রের-২৯.১৪%। সুতরাং- পৃথক পৃথক ভাবে কোন সদস্য রাষ্ট্রতো নয়ই এমনকি খোদ ১৬৪ টি সদস্য রাষ্ট্র কি যৌথ বা সম্মিলিতভাবেও ব্যুরোক্রেটিক ঢাকাইয়া নয় এক্কেবারে নবাবী আমলের কদমবুচির কালচার বা ভারতীয় ভূতদের ষাষ্টাংগ প্রণীপাতের প্রথা ও রীতি-নীতি অনুযায়ী মহামান্য যুক্তরাষ্ট্র বা দি ফান্ডকে " সন্মান" ও "সহযোগিতা" না করার হিম্মত বা দু:সাহস দেখিয়ে অংগীকার ভংগ করতে পারে? উপর্যপুরি, দি ফান্ডের ফ্যাক্টশীট অনুযায়ী ২০০৮ সালে বিশেষ বিবেচনায় ৬৫ টি রাষ্ট্রের নিকট ফান্ডের প্রলম্বিত ঋণের পরিমান-১৯.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তন্মধ্যে ৫৭ টি রাষ্ট্রের নিকট ৬.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিধায় বিশেষ বিবেচনার তালিকাভুক্ত ঋণদাস রাষ্ট্রগুলো দি ফান্ড কর্তৃপক্ষকে তোয়াজের সহিত আদব-কায়দা মতো যুগপত কদমবুচি সমেত ষাষ্টাংগ প্রণীপাত করা ছাড়া গত্যান্তর আছে কি ? অত:পর, সমগ্র দুনিয়ায় দি ফান্ডের সর্বময় ও সর্বব্যাপী এবং সর্বাত্মক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হেতু দি ফান্ডের লারজেস্ট শেয়ারহোল্ডারদের অনুকূলে ফান্ড কর্তৃক ব্যবস্থিত, নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহযোগী-অনুচর ও সেবক-গোলাম বা দন্ডযোগ্য অপরাধী বৈ অন্যকোন প্রকৃতির রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য ও বিবেচিত হতে পারে না টপ র‍্যাংকিং সদস্য ছাড়া দি ফান্ডের অপরাপর সদস্য রাষ্ট্রগুলো।

দি ফান্ডের কর্তব্য কার্যকরভাবে সম্পাদনে যে সকল তথ্য প্রয়োজনীয় সে সকল তথ্য সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক দি ফান্ডকে সরবরাহ করবে মর্মে অনুচ্ছেদ-৮ এর সেকসন ৫ (এ) দ্বারা যেমন নিশ্চিত করা আছে তেমন জাতীয় বিষয়ে যে সকল তথ্য সরবরাহ করতে হবে তার বিবরণ বিবৃত হয়েছে উক্ত উপসেকসনের ১ নং হতে ১২ নং উপ সেকসনে। সেমতে সদস্য রাষ্ট্র যে সকল বিষয়ে দি ফান্ডকে হিসাব দিবে তা হচ্ছে এই:
ব্যাংক ও ফিনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বাহিরে ওঅভ্যন্তরে রক্ষিত স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা; স্বর্ণের উৎপাদন, স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানির অরিজিন ও লক্ষ্যাভিমুখীন রাষ্ট্রের নাম সহ বিবরণ; দেশীয় মুদ্রা মানে পণ্যদ্রব্যের মোট আমদানী-রপ্তানির অরিজিন ও লক্ষ্যাভিমুখীন রাষ্ট্রের নাম সহ বিবরণ; পণ্য ও সেবা খাত, স্বর্ণ ও পুঁজি এবং অন্যান্য খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ভারসাম্য বিবরণী; দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন পর্যায়ের বিবরণী; জাতীয় আয়; আমদানী-রপ্তানি; পাইকারী ও খুচরো বাজারের মুল্য সূচক; বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় হার, ফলাফল সহ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বিবৃতি; এবং
সময়ের দৈর্ঘতা সহ বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেন-দেনের অপক্ষেমান ও সম্পাদিত ক্লিয়ারিং ব্যবস্থাপনার বিবৃতি ।

অর্থাৎ দি ফান্ডের সদস্য রাষ্ট্র, সরবরাহ করবে না এমন কোন তথ্য আর অবশিষ্ট নাই, এমনকি হত্যা-খুনে ব্যবহৃত বন্দুক-বোমা ও গুলির বিবরণীও। অথচ, নিরাপত্তা সহ নানা অজুহাতে দি ফান্ডের সদস্য বহু রাষ্ট্রের জনগণ নিজ দেশের সকল তথ্য না জানলেও দি ফান্ড জানে বটে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সকল তথ্য। তবু,বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর সাংবিধানিক পদাধিকারীগণ-নিজ নিজ পদ গ্রহণকালে তোতা পাখির মতো উচ্চারণ করেন বটে তথাকথিত গোপনীয়তার শপথ । প্রকৃতার্থে, গোপনীয়তা বিষয়ে সাংবিধানিক

শপথ রক্ষা করে দি ফান্ডের সদস্য হওয়া সম্ভব নয় । অথচ, দি ফান্ডের সদস্য পদ লাভে উক্তরূপ শর্তাধীন চুক্তিপত্রে সহি সম্পাদন করার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবেই সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক কর্তাগণ নিজ নিজ সংবিধান মতো শপথ ভংগ করেন বা সাংবিধানিক নিদের্শনা অমান্য করেন।

অথবা দি ফান্ডের চুক্তিতে সহি-সম্পাদন করলে সংবিধান মান্য করার সুযোগ-অবকাশ নাই বিধায় ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রগুলোর কথিত সংবিধান এক গুরুত্বহীন কাগুজে দলিলে পরিণত হয় বিধায় সুপ্রিম ল' হিসাবে নিজ নিজ রাষ্ট্রিক সংবিধান নয়, বরং সন্দেহাতীতভাবে তদমর্মে গুরুত্ব ও কার্যকরতা পায় কেবলমাত্র দি ফান্ডের চুক্তিপত্র হেতু দি ফান্ডের উদ্দেশ্য হাসিলে ও ফান্ডের নীতি কার্যকরণে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকার বিশেষ কেবলমাত্র ফান্ডের হুকুম নির্দেশিত কর্তৃত্ব বা কর্তৃপক্ষ বলেই দি ফান্ডের সদস্য রাষ্ট্রগুলো কার্যত ও প্রকৃতই দি ফান্ডের মতো একটি একক বৈশ্বিক সংস্থার অধীনস্ত ও নিয়ন্ত্রিত ছোট ছোট ইউনিট বিশেষ মাত্র বলেই বুর্জোয়াদের তথাকথিত স্বাধীনতা-সার্বোভৌমত্বের যাবতীয় গাল-গল্প কেবলই কৃত্রিম ও বানোয়াটি মিথ বা বাসি-অকার্যকর ধারণা বিশেষ মাত্র।

উল্লেখ্য- ফেডারেল রাষ্ট্র বা যে সকল রাষ্ট্রে , রাজ্য- প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকার ইত্যাদি কাঠামো আছে সেসকল রাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকারকে উল্লেখিত রূপ হিসাব-নিকাশ দিতে হয় না বা তদার্থে সংবিধানিক বিধান নাই।অত:পর, আরো একটি প্রশ্নতো স্বাভাবিকভাবেই জাগতে পারে-অর্থাৎ রাষ্ট্র বিশেষের সকল তথ্যাদি তথা ধূলিকনা হতে বৃক্ষরাজি বা পশুকুল -সবকিছুরই হিসাব বিবরণী যদি দিতে হয় বিশেষ কোন সংস্থাকে ও অনুরূপ সকল বিষয়াদি যদি জানা থাকে বটে অন্য কোন সংগঠনের এবং উল্লেখিত সর্বজান্তা সংগঠনের প্রণীত নীতি-কৌশল যদি বাস্তবায়নে বাধ্য থাকে তথ্য প্রদানকারী রাষ্ট্র বিশেষ তবে নিরাপত্তার হেতুবাদে তথা জনগণের মালামালের হেফাজত-পাহারার অজুহাতে ঐ রূপ দাসানুদাস রাষ্ট্র বিশেষের সীমান্ত রক্ষী ও সেনা- পুলিশ বাহিনীর আদৌ প্রয়োজন আছে কি ?

তবু, দি ফান্ডের সকল সদস্য রাষ্ট্রের সমর সজ্জা সহ সেনা-পুলিশ বাহিনী আছে ও দিন দিন উন্নত ও প্রসারিত করা হচ্ছে । কিন্তু কাকে বা কার মালামাল পাহারা দেওয়ার জন্য? যদিচ, নিত্যই শোষণ-লুন্ঠনের শিকার শ্রমিকশ্রেণী বা সম্পত্তিহীন শ্রেণীর সম্পত্তি নাই বিধায় সম্পত্তিহীন ব্যক্তি বা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য পাহারাদার আবশ্যক নয়।

সুতরাং,দি ফান্ড সদস্য রাষ্ট্র গুলোর সেনা-পুলিশ বাহিনী কার্যত বা প্রকৃতই পাহারা দিচ্ছে ফান্ডের ব্যবস্থাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুবিধাভোগী পুঁজিওয়ালাদের সহায়-সম্পদ বলেই বিদেশী পুঁজিকেও সমমাত্রার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের অংগীকার ব্যক্ত হয়েছে বাংলাদেশের ১৯৮২ সালের নয়া শিল্পনীতি সহ এখনো চালু বিনিয়োগ নীতিতে । উক্তমর্মে ব্যতিক্রম নয় দি ফান্ডের অপরাপর সদস্য রাষ্ট্রগুলোও। যদিও সেনা-পুলিশ বাহিনীর বেতন-ভাতা সহ প্রাপ্ত সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করে বটে শোষিত ও অভুক্ত শ্রমিকশ্রেণীই।

উক্ত সেকসন-৫ এর (বি) এ বলা হয়েছে দি ফান্ডের কাংখিত তথ্যাদি সরবরাহ করতে হবে একদম নিখুঁত ও বিস্তৃতভাবে এবং কোনক্রমেই স্রেফ হিসাবপত্র বিশেষ নয় বলে সদস্যকে অংগীকার দিতে হবে। এবং উপ সেকসন (সি) এ বলা আছে –

"The Fund may arrange to obtain further information by agreement with members. It shall act as a centre for the collection and exchange of information on monetary and financial problems, thus facilitating the preparation of studies designed to assist members in developing policies which further the purposes of the Fund."

অর্থাৎ- দি ফান্ডের উদ্দেশ্য সাধনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মুদ্রা ও আর্থিক সমস্যা বিষয়ে ফান্ডের প্রণীত নীতিমালা দ্বারা সহযোগিতা করার জন্য ফান্ড একটি তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় কেন্দ্র হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। তজ্জন্য প্রয়োজন হলে ফান্ড সদস্যদের নিকট হতে আরো তথ্য সংগ্রহ করবে। অত:পর, কথিত সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে যে দাবী করা হয়ে থাকে বা বাংলাদেশের মতো যে সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে - " প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" এবং " জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসমঞ্জস্যপূর্ণ,ততখানি বাতিল হইবে।" রূপ লিখিত আছে মর্মে বাংলাদেশের মতো দি ফান্ডের সদস্যরাষ্ট্র বিশেষ যারা-নিজ নিজ মুদ্রা ও আর্থিক বা উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে মহা প্রভু দি ফান্ডের নীতি-কৌশল ইত্যাদি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে ও করবে বর্ণিত অনুচ্ছেদ মতে কেবলমাত্র দি ফান্ডের উদ্দেশ্য সাধনে হেতু বাংলাদেশের মতো যে সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে "সমাজতন্ত্র," বা " পরিকল্পিত অর্থনীতি" ইত্যাদি লিখিত আছে সে সকল রাষ্ট্র যখন কেবলমাত্র দি ফান্ডের পুঁজিবাদী নীতি বা পুঁজিবাদী দর্শনের ভিত্তিতে মুদ্রানীতি-আর্থনীতি প্রণয়ন করে ও সেই নীতি গুচ্ছ কার্যকর করে বা তদ্রুপ নীতি বাস্তবায়ন করা হলে বা দেশ বিশেষের সমস্যা সমাধানে জনগণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে ও জনগণের পরম অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে সমাধান সূত্র প্রণীত না হলে ঐ রাষ্ট্র বিশেষের- সংবিধানের গুরত্ব-কর্তৃত্ব বা জনগণের ক্ষমতা ও করণীয় অবশিষ্ট থাকে, না কি ঐ রাষ্ট্রের সংবিধান-অকার্যকর এবং জনগণ ক্ষমতাহীন হিসাবে গণ্য ও স্বীকৃত হয় ? আর দি ফান্ডের আওতায় ও অধীনে সমাজতন্ত্র বা পরিকল্পিত অর্থনীতি সেতো কেবলই শ্রমিকশ্রেণীসহ সমাজতন্ত্র পন্থী ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সমর্থকের সহিত কেবল তামাশাই নয় বরং তাঁদের সকলকেই প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করারই উপযুক্ত কৌশল নয় ?

উল্লেখ্য-১৯৭০ এর দশকে ঘনীভূত মন্দা , ফিসক্যাল ইমব্যালান্স ও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ সংকট প্রকট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যদেরকে " এসিস্ট" করার নিমিত্তে বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফের তত্ত্বাবধানে সমাধান সূত্র হিসাবে ব্যাংক-ফান্ডের ঋণের শর্ত স্বরূপ "কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী"প্রণীত হয়। এতদ্বিষয়ক শর্তাদি সম্পর্কে উইকিপিডিয়া উল্লেখ করেছে- সামাজিক ব্যয় হ্রাস, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, বাণিজ্য উদারীকরণ তথা আমদানি-রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত খরচ পরিহার করে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট, রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং রাষ্ট্র কর্তৃক বাজার

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিত্যাগ ও পরিহার, বেসরকারীকরণ, দেশীয় বিনিয়োগকারীদের মতোই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করা ইত্যাদি। অত:পর, আমলাতান্ত্রিক ভাষায় রচিত " এসিস্ট" শব্দের মর্মমুলে উল্লেখিত শর্তে ঋণগ্রহণকারী রাষ্ট্র বিশেষ কার্যত নিজ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীকেও বিদেশী পুঁজিপতি অপেক্ষা অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে যেমন অযোগ্য তেমন সক্ষম নয়।

সুতরাং- শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম শোষণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় দমন-পীড়নে উপযুক্ত পুলিশী দায়িত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রের অপরাপর রাজনৈতিক-সামাজিক দায়-দায়িত্ব ছাঁটাই করা হয়েছে দি ফান্ডের কাঠামোগত সংস্কার কর্মসুচির মাধ্যমে । উপর্যপুরি-যে রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছায় বাজেট করতে পারে না, নিজ সীমাভুক্ত বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না,এবং ইতো:পুর্বে জাতীয় অর্থনীতি সংরক্ষণের ছুতায় আরোপিত আমদানি-রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হয় বিধায় জাতীয় স্বার্থ, জাতিয় অর্থনীতি ইত্যকার তাবৎ শব্দরাজির ভুয়মি বা কনোটেশনহীনতা তথা অক্ষমতা-অকার্যকরতা এবং ব্যবহার অযোগ্যতা নিশ্চিত হয় হেতু স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দি ফান্ড সদস্যদের নিজ নিজ সীমায় দি ফান্ডের হুকুম-নির্দেশ পালন ও কার্যকর করা কৈ করণীয় মর্মে কিছুই করার সুযোগ ও অবকাশ নাই বা স্বীয় রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে স্বীয় স্বাধীন ক্ষমতা রহিত হওয়ার হেতুবাদে দি ফান্ডের সদস্যগুলো কোন অর্থেই স্বাধীনতো নয়ই , সার্বভৌম হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর হেতু "এসিস্টেন্সকারী" দি ফান্ডের ঋণ গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো কার্যত স্ব-স্ব স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে প্রকৃতপক্ষে দি ফান্ডের চুক্তিপত্রে সহি-স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বলেই বিশ্বব্যাংক ও দি ফান্ড কার্যকরতা পেয়েছে ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিও প্রকারান্তরে বিশ্ব রাজনীতিরও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক তথা ওয়ার্ল্ড লর্ড হিসাবে।

অন্যদিকে, যে সরকার স্বাধীনভাবে করকাঠামো নির্ধারণ করতে পারে না সে সরকার যে কার্যত সরকার নয় সে কথাতো কার্ল মার্কস নয়, বলেছেন বটে-ফ্রান্সের জেসুইট নেতা মঁতালাঁবের,২০ডিসেম্বর,১৮৪৯ সালে ফ্রান্সের জাতীয় সভার ভাষণে।

" ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" নিবন্ধে মার্কস কর্তৃক উদ্ধৃত মি: মঁতালাঁবের বক্তব্য এই: " ট্যাক্স ব্যবস্থা হচ্ছে মায়ের বুকের দুধ যার স্তন্যপান করে সরকার। সরকার হচ্ছে পীড়নযন্ত্র, কর্তৃত্বের সংস্থা, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ; সরকার হল রাজপুরুষ, বিচারক, মন্ত্রী আর পাদ্রী। ট্যাক্স ব্যবস্থার উপরে আক্রমন হচ্ছে প্রলেতারীয় বর্বরদের অনুপ্রবেশ থেকে বুর্জোয়া সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ফসল রক্ষার জন্য যারা পাহারা দেয়, শৃংখলার সেই প্রহরীদের উপর নৈরাজ্যবাদীদের আক্রমন। সম্পত্তি, পরিবার, শৃংখলা ও ধর্মের পাশাপাশি পঞ্চম দেবতা হচ্ছে ট্যাক্স ব্যবস্থা। " কিন্তু বর্ণিত ক্ষেত্রে তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর ট্যাক্স ব্যবস্থা বা তদ্বিষয়ক এখতিয়ারের উপর নৈরাজ্যবাদী হামলা-আক্রমন করেছে বুর্জোয়া পান্ডা মঁতালাঁবের - "বর্বর শ্রমিকশেণী" নয়, খোদ একচেটিয়া বর্বর ফিনান্স পুঁজির সিন্ডিকেট স্বয়ং বিশ্বব্যাংক-দি ফান্ড।

তবু, মস্তিষ্ক বিহীন ও মেরুদন্ডহীন এহেন ঋণদাস রাষ্ট্র বিশেষকে- একদংগল সরকারী কর্মকর্তা ও সাংবিধানিক অধিকর্তা সহ স্বাধীন-সার্বভৌম পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গণ্যে অনুরূপ রাষ্ট্রগুলোতে পৃথক পৃথক আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ও বহাল আছে বলে এখনো যারা দাবী করেন অথবা প্রত্যেক দেশের সমস্যা সমাধান করতে হবে নিজ নিজ রাষ্টিক কাঠামোর অধীন কথিত পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে ও নিরিখে এবং তদমর্মে তদ্রুপ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান বা আধা-নয়া ইত্যকার উপনিবেশ তত্ত্ব বা আধা-ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী ব্যবস্থা বা সামন্ত অবশেষ ইত্যাদি রূপ বিবৃতি ও বিবরণ দিয়ে কৃত্রিম জাতীয় চৌহদ্দি বা ভুয়া রাষ্ট্রিক সীমার মধ্যে কল্পিত জাতিয় পুঁজির বিকাশ ও ভূমি সংস্কার ইত্যাদির নামে- যদিও জানে যে, আখেরে মালিকানা হারাবে চাষী তবু প্রকৃত মজুরকে নতুন করে চাষী বানিয়ে তথা ভূমিদাসে পরিণত করার মাধ্যমে প্রদত্ত মালিকানার সময়কালে ভূমিহীনের পারিবারিক শ্রম শোষণে অধিকতর সুযোগ সম্পন্নকরণের রণনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে হুংকার দেন যারা, তারা কি বাস্তবের দুনিয়াবাসী না কি রাজনীতির আবরণে নেতৃত্বের ঘোরে, পিরালীর মোহে, মোড়লীপনার লোভে, যশ-খ্যাতির উন্মাদনায়, মরেও লেনিন-মাওদের মতো ভূত হয়ে অমরত্ব প্রাপ্তির তাড়নায় ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রেমে কাল্পনিক দেশপ্রেম, অবাস্তব জাতিবোধ ও ভুয়া রাষ্ট্রের অন্ধ আবেগাক্রান্ত নীরেট স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বিশেষমাত্র?

অথচ, দেশ প্রেম যে মূলত সম্পত্তি প্রেম সে বিষয়ে মার্কস- " লুই বোনাপর্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার" নিবন্ধে লিখেন-
" সমস্ত ' নেপোলিয়নীয় ধারণার' শীর্ষস্থানে রয়েছে **সৈন্যবাহিনীর** প্রধান্য । সৈন্যবাহিনী ছিল ক্ষুদে মালিক কৃষকদের সন্মান ও বিশেষ গর্বের বস্তু; সৈন্যবাহিনীতো বীরমূর্তিতে রূপান্তরিত তারা নিজেরাই, বহির্বিশ্বের বিরুদ্ধে যারা তাদের নবলব্ধ সম্পত্তি রক্ষা করছে, নবার্জিত জাতিয় সত্তাকে গৌরবমন্ডিত করছে, বিশ্ব লুন্ঠন করছে ও তাতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। সৈনিকের উর্দি সে তো তাদেরই সরকারী পোষাক, যুদ্ধ তাদের কাব্য, ক্ষুদ্র সম্পত্তিই কল্পনায় পরিবর্ধিত ও নিটোল রূপ নিয়ে হয়ে দাঁড়াল তাদের পিতৃভূমি; দেশপ্রেম হল সম্পত্তি চেতনার আদর্শ মূর্তি।" অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী নয় সম্পত্তিবান বা সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা প্রত্যাশীরাই কেবলমাত্র দেশপ্রেমিক।

অনুরূপ দেশপ্রেমিক ছিলেন-কুষ্টিয়ার লালন নন, কলকাতার বিখ্যাত জমিদার কাম অসফল ব্যবসাদার তবে, সফল এন.জি.ও সংগঠক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তিনি দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তে ব্রিটিশের দেয় "নাইট " উপাধি ১৯১৯ সালে পরিত্যাগ করে ধনী-দরিদ্র,শ্রমিক-অশ্রমিক সকলের হাতে রাখি বেঁধে মহান দেশপ্রেমিক বনতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরই রচিত দুটি কবিতা দু'টি দেশ অর্থাৎ ভারত ও বাংলাদেশের জাতিয় সংগীত। তিনি ভালোবাসতেন বটে সোনার বাংলা, কারণ- বংগ প্রদেশের সর্ববৃহৎ জমিদারির উত্তরাধিকার সুত্রে মালিক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বাংলা তাঁকে কেবল পাগল করা ঘ্রাণ, মধুর হাসি, স্নেহ , সুধা ও সোনা-ই দেয়নি, আরো দিয়েছে বটে- কুৎসিৎ , বর্বর ও জঘন্য জমিদারির সোনালী সুযোগে "আমি-চিনি গো চিনি তোমারে " বা "আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার" অথবা " ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু"

ধরনের কেবলই স্বয়ংপ্রেমি বোধের গীত বা "গীতাঞ্জলী" রচনার হেতুবাদে বুর্জোয়া ভন্ডামির নবতর সংযোজন যা,জগৎ সংসারে সোনার চেয়ে দামি সেই ' নোবেল' প্রাইজ।

উল্লেখ্য-রোমানদের আবিস্কৃত তবে সকল শোষকের শোষণে সুবিধাজনক " ডিভাইড এন্ড রুল" নীতির দক্ষ কারিগর প্রভু ব্রিটিশ ১৯০৫ সালে বঙ্গাকে ভাগ করায় ইত:পুর্বে লব্ধ-প্রাপ্ত পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা ব্যাহত-বিঘ্নিত ও হ্রাস পাওয়ার বেদনা-হতাশা এবং ক্ষোভে ও শংকায় কলকতার বাবু সমাজ বঙ্গা ভংগ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল। অপরদিকে বাড়তি সুবিধাপ্রাপ্তির আশায় ব্রিটিশের সমর্থনে ঢাক-ঢোল পিঠিয়ে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহরা ১৯০৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিল মুসলিম লীগ। পুর্ববংগের শিলাইদহ-সাহজাদপুরের জমিদারীর তদারককারী কবি রবীন্দ্রনাথ কলকাতার বাবু সমাজভুক্ত ছিলেন বলেই একদিকে বনেদীপনা সহ কলকত্তাইয়া সুযোগ-সুবিধা হারানোর ভয় ও মনোবেদনা, অন্যদিকে প্রভু ব্রিটিশের নেক নজরে ও সমর্থনে রাজনৈতিকভাবে ঢাকাইয়া নবাবের আশু উত্থানে পুর্ব বংগীয় জমিদারীর স্বার্থ ব্যাহত ও বিঘ্নিত হওয়ার ভয়-ভীতিতে আতংকিত হয়ে বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনে বাংলার আমজনতাকে প্রলুব্ধ ও সংযুক্ত করে রাজনীতির দাবা খেলায় বিজয়ী হওয়ার মানসে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে রচনা করেছিলেন " আমার সোনার বাংলা"। তাতে লিখলেন-"আমি তোমায় ভালবাসি" এবং " মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি"।

না, জমিদার-ব্যবসাদার ও পেশাদার বাবুদের জলে ভাসাতে পারে না গ্রেট ব্রিটেনের গ্রেট লর্ড। তাইতো শক্তিশালীর নিকট পরাজয়ই অন্তি:ম পরিণতি- পুঁজির এমত স্বভাবজাত ভূমিকার কারণেই বৃটিশ সৃষ্ট তবে দায়-দেনাগ্রস্তা ও ঘুষ-বকশিশ, তোয়াজ-সেলামি ও বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতার নানান রোগাক্রান্ত এবং তুলনামুলক দুর্বল জমিদার ঢাকার নবাব সহ মুসলিম লীগাররা হারলেন ।

খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে মোগল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত বাংলা বর্ষের শেষ দিনে বছরের খাজনা আদায়ের সুবর্ণ সুযোগে চাষীকুলকে সাংবর্ষ দুশ্চিন্তা ও অনাহার-অর্ধাহারে রেখে বা খাজনা প্রদানে ব্যর্থতায় জমিদারী পাইক-বরকন্দাজদের সীমাহীন অতাচার-অনাচার ও দমন-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ভিটা-মাটি ছেড়ে রাতের আঁধারে পালাতে বাধ্য করলেও চৈত্র সংক্রান্তিতে জমিদার বাবুরা যেমন বছরের সকল খাজনা পেতেন তেমন বনিক বা বাণিজ্যজীবীরাও হাল খাতার সুবাদে সকল বকেয়া পাওনা আদায় করে সকল প্রকার পরজীবী -শোষকরাই মহানন্দে বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনকে অতীব আনন্দ-আহ্লাদে উদযাপন করা সহ বিশাল আয়োজনের আচার অনুষ্ঠান করতেন। অত:পর, কৃষক এবং অপরাপর স্বকর্মজীবীকে   শোষণে সফলতার বিশেষ   আনন্দে আপ্লুত জমিদার রবী বাবু অন্য কোন মাসকে নয়, বাংলা বর্ষের প্রথম মাসের আগমনকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে " এসে হে বৈশাখ " কবিতাখানি যেমন রচনা করেছিলেন তেমন কলকাতার বাবু সমাজের আরেক আনন্দ অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার দাবী পুর্ণ হওয়ার আনন্দেও সেই রবীবাবু কেবল রচনাই নয় বরং চিরদিন চরকাবাজির জন্য যে গান্ধীকে সমর্থন করেননি তাঁরই মঞ্চে ঠাঁই নিয়ে গাইলেন " জন গণ মন অধিনায়ক" শিরনোমে প্রভুভক্ত গোলামের বিগলিত প্রশস্তিলিপি বা প্রভু বন্ধনার সাংকীর্তন।

উল্লেখ্য-বৃটিশ সম্রাট ৫ম জর্জ, ডিসেম্বর, ১৯১১ সালে তাঁর দিল্লীর অভিষেক অনুষ্ঠানে সম্রাজ্ঞীসহ উপস্থিত থেকে বঙ্গ বিভাগ রদ করার মাধ্যমে বাবুদের জয় নিশ্চিত করলেন। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯১১ এর "ইন্ডিয়ান" পত্রিকা লিখেছিল- কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে; এবং ২৮ডিসেম্বর,১৯১১ সালের ষ্টেটসম্যানস এ প্রকাশিত সংবাদ এই: "The Bengali poet Babu Rabindranath Tagore sang a song composed by him specially to welcome the Emperor."

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রণীত ও গীত উল্লেখিত গানখানিতে বর্ণিত আছে- "জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা--------------তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয়গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় , জয় হে। "

জন্ম-জন্মান্তরের দাসানুদাসের চরম পারাকাষ্টায় বিদেশী প্রভুর শুভ বন্দনায় কেবলমাত্র শেষ চরণেই ৭ বার জয় কীর্তন করলেও পরিণতিতে ভারতের ভাগ্য বিধাতা সম্রাট ৫ম জর্জের জয় কতটা বা কি পরিমাণ হয়েছে তা বিচার না করলেও 'শুভ' যাঞ্চাকারী জমিদার রবীবাবুর মাগিত আশিস মঞ্জুর করেছিল বটে লন্ডনের " ইন্ডিয়ান সোসাইটি"। খ্যাতিমান ইংরেজ কবি ইয়েটসের উদ্যোগে এবং লন্ডনের ইন্ডিয়ান সোসাইটির সম্পাদক আর্থার ফক্সের প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের ১৯১০ সালে প্রকাশিত " গীতাঞ্জলীর" ইংরেজী অনুবাদ লন্ডন থেকে ১৯১২সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। রয়াল একাডেমির ফেলো-ইংরেজ কবি থমাস স্টুজ মোরে গীতাঞ্জলীর ভিত্তিতে নোবেল প্রাইজের জন্য রবীন্দ্রনাথের নাম সুইডিস একাডেমিতে প্রেরণ করেছিলেন।

দেশ-জাতি ও সমাজ বিষয়ক নয় , বৈশ্বিক বোধ-বিবেচনাতো নয়ই, কেবলই ব্যক্তিগত গাঁথা বিশেষ- " গীতাঞ্জলীর" জন্যই নভেম্বর,১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

পুর্বাপর ভাগ্যবিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বা মোহ যাই হোক না কেন,তবে হালেও যেমন এন.জি.ও গোত্রীয়রা 'উন্নয়ন-বন্টন' ইত্যকার বিষয়ে রাষ্ট্র ও রাজনীতির ভূমিকাকে আড়াল বা ক্ষেত্রবিশেষ রাজনীতি হতে যোজন যোজন মাইল দুরে থাকার কৌশলে কার্যত খোদ রাষ্ট্র সমেত অধিপতিশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে সহযোগিতা করছে তেমন এন.জি.ও. সংগঠক রবীন্দ্রনাথও ব্রিটিশ ও বিট্রিশের সহযোগী ভারতীয় পুঁজিপতি-বাণিজ্যজীবী ও জমিদার-জোতদার মহাজন ও পেশাজীবী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের রাজনৈতিক ভূমিকা সহ রাষ্ট্র-রাজনীতিকে গুরুত্বহীন গণ্যে কার্যত কৌশলে উল্লেখিত চক্রের স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্র ও রাজনীতি হতে নয় বরং রাজনৈতিক দল ইত্যাদি হতে দুরে থেকে উন্নতির জন্য স্বয়ং-সহযোগিতা ও ব্রিটিশ সৃষ্ট শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে " দি কাল্ট অব দি চরকা" লিখে আমেরিকাবাসী "দেশপ্রেমিক" আসলে বিত্তলোভী, সম্পত্তি প্রেমিক ও যশ:কীর্তির কাংগাল তবে কেউ

কেউ রোমান্টিক বীর অর্থাৎ মরেও অমর বা দেবতা হতে চাওয়া, যারা- দশমাথার রাবণ নয়, পুঁজারী বটে দশভূজা দুর্গা বা দুর্গার মতো- মস্তিষ্ক নয় কেবলই হাতের কব্জির জোরে বদ করে শত্রু সেই ধরণের গায়ের জোরের অধিকারী তাবৎ দেব-দেবীর ভক্ত-অনুরক্ত ভারতীয়দের হামলার টার্গেট হয়েছিলেন রবীবাবু। অবশ্য হামলাকারীদের গুরুরা মহান জার্মান সম্রাটের রাজনৈতিক ও আর্থিক সহযোগিতায় ব্রিটিশ সম্রাটের শাসন উচ্ছেদে মহান দেশপ্রেমিক সেজেছিলেন বলে " হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র" মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন ১৯১৭ সালে সানফ্রান্সিসকোতে এবং তাঁদের সহযোগীরা কেউ কেউ ভারতে।

প্রাচীন রোমে যুদ্ধাকে নাইট বলা হতো। জমিদার বরীন্দ্রনাথ কার পক্ষে আর কার বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিলন ? তবে, তিনি যে, স্বশ্রমজীবী চাষা-ভূষার বিপক্ষে ছিলেন তাতেতো সন্দেহ নাই এবং বিপক্ষে থাকাটাই যুদ্ধ বটে এবং প্রাত্যাহিক যুদ্ধ। চাষীর বিপক্ষ থাকাটাই যে পভু ইংরেজসহ তাবৎ পরজীবীতার পক্ষেই থাকা তাওতো নিশ্চিত । অত:পর, রাজনীতির রক্তাক্ত ময়দানে কামান-বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ না করুক কলম যুদ্ধাতো বটেই এবং প্রভুর পক্ষপাতিত্বের পুরস্কার না হোক তবে ,১৯১৫ সালে ব্রিটিশ ক্রাউন কর্তৃক " নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন নোবেল কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ। অনুরূপ নানান কিছিমের নানান কিছু প্রাপ্তির লক্ষ্যে-

ক.ভারত স্বাধীন আইন-১৯৪৭ এর শর্তে ব্রিটিশ রাজা-রানীকে হেড মান্যে ভারতকে কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্র গণ্যে এবং সাময়িক সময়কালে রানীর প্রতিনিধিকেই ভাইসরয় হিসেবে মেনে নিয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ব্যুরোক্রেট লর্ড হিউমদের প্রতিষ্ঠিত আখেরে গান্ধী-নেহ্রেুর 'দেশপ্রেমিক' জাতীয় কংগ্রেস। স্বাধীনতা নাকি প্রহসন? আবার অনুরূপ বোধেই হয়তো জাতীয় সংগীত হিসাবে মুসলিম বিদ্বেষী "বন্দে মা তরম" এর স্থলে ব্রিটিশ প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী তথা রবীন্দ্রনাথের প্রভু বন্ধনার "জন গণ মন" সংগীতটিকেই স্থির করেছিল দেশপ্রেমিক জাতীয় কংগ্রেস।

খ. মার্কস-এ্যাংগেলসের আবিস্কৃত ও ব্যাখ্যাত তত্ত্ব অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান মান্যে- অনুসরণে অপরাগ তবে, সাম্যের নামে লেনিনদের বিকৃত-ভুয়া মতাদর্শের প্রতি অন্ধত্বের কারণে পুঁজিবাদের বৈশ্বিক চরিত্র অনুধাবণে অযোগ্য এবং পুঁজিবাদের আন্ত :বিরোধের ফলশ্রুতিতে -রাষ্ট্র নয় বা রাষ্ট্রীয় গন্ডীতেও নয় বা স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়েও প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বরং, বৈশ্বিক প্রকৃতির সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মাকর্সদের স্থিরকৃত নীতি- "দুনিয়ার মজুর এক হও" এর ভারতীয়করণ তথা " দুনিয়ার মজদুর এক হও" ধ্বণি শত-সহস্রবার আওড়ালেও মুলত ভারতীয় রাষ্ট্রিক গন্ডীর মধ্যে ভুয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের দু:স্বপ্নে বিভোর হয়ে কার্যতই বিশ্ব পরিসরে শ্রমিকশ্রেণীকে জোটবদ্ধ করার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক সংগঠন না গড়ে কেবলই ভারতীয় পরিসরে তথাকথিত কমিউনিষ্ট-সমাজতান্ত্রিক পার্টি গঠন বা অনুরূপ পার্টির কার্যক্রম পরিচালনা ; এবং

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি যেমন বৈরী-বিরোধী তেমন অগণতান্ত্রিক তবে সমাজতন্ত্রের নামাবলী যুক্ত এবং হিটলারী ধারণাপুষ্ট ভারতীয় সংবিধান- ঈশ্বরের নামে শপথমুলে সমর্থন ও

রক্ষায় নিয়োজিত বলেই সাংবিধানিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে দুনিয়ারতো নয়ই এমনকি আখেরেও আখেরী "ভাগ্য বিধাতা" গণ্যে- মান্যে অযোগ্য-অক্ষম তবে সম্রাট ৫ম জর্জ হোক বা মালেশিয়ার কুখ্যাত সালেমগোষ্ঠী বা ভারতের টাটা অথবা ওয়ার্ল্ড লর্ড "দি ফান্ড" যা'কেই বিধাতা মানুক কার্যত পুঁজির সেবায় নিবেদিত ভারতের সংবিধানপন্থী তথাকথিত কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা ।

তবুও ঈশ্বর ব্রহ্মার সৃষ্ট 'ভারত' ও ভগবান বিষ্ণুর নাতি- অন্ত:ত ৯টি ট্রাইবাল রাজাকে সন্মুখ সমরে পরাজিত ও নিশ্চিহ্নকারী মহা বলবান মহারাজা ভারতের প্রতিষ্ঠিত 'ভারত' বা ভিন রাজ্য দখল-বেদখলে হত্যা-খুন ও লুন্ঠনে চ্যাম্পীয়ন সম্রাট অশোকের পুন:প্রতিষ্ঠিত 'ভারত' সুরক্ষা প্রেম অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু বা অশোক ও ভারত এর প্রতি আনুগত্য ও প্রীতিবোধের কথিত দেশপ্রেমের সুধায় আকন্ঠ নিমজ্জিত ও মোহাচ্ছন্নে আবিষ্ট ও আড়ষ্ট বলেই রবির কিরণ ধন্য ও রাবিন্দ্রীক সুধাপুষ্ঠ-মোহাবিষ্ট সম্পত্তিবান এবং ভূমির প্রলোভনে প্রলুব্ধ ভূমিহীন ও উৎপাদনের উপকরণহীন তবু বিত্তবান হতে চাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল বাংগালী গোত্রের সমর্থন-ভোট প্রাপ্তির আশায় পশ্চিমবংগের বামফ্রন্টের সরকার নির্বাচনী আধিকারিকের হুকুম-নির্দেশ অমান্যে ২০০৯ সালেও মহাকরণে স্বযতনে বহাল রেখেছে নোবেল কবি রবীন্দ্রনাথের ছবি।

নির্বাচনী লোভ না হোক, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানকে ১ম বিশ্ব সমরে পরাজিত করতে কলকতা সমেত ভারতীয় বাবুদের সমর্থন-সহযোগিতা আবশ্যক ছিল বটে ব্রিটিশ এম্পারেরও বলেই বংগ ভংগ রদ সহ নাইট ইত্যাদি খেতাব বিলোবার বিকল্প ছিল না ভারতের নোবেল আসলে পরজীবী রবীবাবুদের ভাগ্য বিধাতা ইংরেজ বেনিয়াদের।

কিন্তু, রবী বাবুর বন্ধনাগীতে বর্ণিত জনগণের মঙ্গলদায়ক ভারতের ভাগ্য বিধাতা - বেনিয়া বৃটিশ ও জমিদার পীড়িত-শাসিত ভারত-বাংলার শোষিত শ্রমিক ও চাষা-ভূষা কি বঙ্গ মাতার মধুরহাসি বা সুধা ইত্যাদি পেয়েছিল ? রাশিয়ার দেশপ্রেমিক জারের খাজনার তাড়নায় হাজার হাজার চাষী কি স্বীয় পিতৃভূমি হতে উচ্ছেদ হয়ে উদ্বাস্তু বা যাযাবর হয় নাই? আইরিশের চাষী কি জন্মভিটা ছেড়ে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে হিজরত করে ক্রিত দাস-প্রুডেন্ট সার্ভেন্ট বা মজুরি দাসে পরিণত হয় নাই? বহুদেশ দখল-বেদলখ করেও দেশপ্রেমিক ইংরেজদের বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য আফ্রিকার দাস নিজ দেশ হতে নির্বাসিত ও দেশান্তরী হয়নি হাইতিতে বা কলম্বাসদের দেশপ্রেমের জ্বালায় ও যন্ত্রণায় আমেরিকাবাসী লাখো লাখো মানুষ হয়তো খুন, না হয় স্বয়ং খুন অথবা বন্দী হয়ে দেশ হতে দেশান্তরে পশুর অধম দাসের জীবন-যাপনে বা বিদেশী দুর্বৃত্ত কলম্বাসদের জোর-জবরদস্তি ও দখলদারিত্বের কবল হতে স্বদেশ-স্বভূমি উদ্ধার-রক্ষার যুদ্ধে হেরে গিয়ে গহীন বন-জংগলে পালিয়ে গিয়ে এখনো আদিম ট্রাইবাল জীবন যাপনে বাধ্য হয় নাই আদি আমেরিকাবাসী ?

দেশের গন্ডীতে আবদ্ধ থাকলে পুঁজির বিকাশ ও অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হতো না বলেই হলান্ড-ইংলন্ডের পুঁজিওয়ালারা পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় নিজেরাও সচল হয়ে

উপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তাবৎ উপনিবেশিক পুঁজিবাদীরা অসংখ্য যুদ্ধ - বিগ্রহ সহ খুনাখুনি ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়েছিল বলে ধরত্রীর বহু মানুষ স্বদেশে কেবল বসবাস করার সুযোগই নয় বরং হারাতে হয়েছে নিজজন্মভূমে মরণের অধিকার।

তবু, ধনী-বৃত্তবান ছাড়া দেশপ্রেমের সুধা ধন্য হয়ে পুষ্ট নয় বরং নি:স্ব হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ এবং পুঁজিপতিদের হামলা-আক্রমন ও তাড়নায় জীবন দিয়েছে , দেশান্তরী হয়েছে বা জাতিচ্যুত ও ধর্মচ্যুত করেছে কলম্বাসরাই বহু দেশের কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীকেই। তবু দেশপ্রেমের বারোয়ারী তহবিলে জীবন বলি দেওয়াসহ মোটা দাগের চাঁদা দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকেই এমনটা যেমন আজগুবি তেমন একটু বেশী মাত্রায় বাড়াবাড়ি নয় কি? ভারতীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সহ দুনিয়ার লেনিনবাদীরা যতটা খুশি দেশপ্রেমিক বনুন কিন্তু যে শ্রমিকের দেশ নাই-সম্পত্তি নাই বা বিক্রি করার মতো পণ্য তথা শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছু নাই অথচ সকল সম্পদের স্রষ্টা তাকে কেন সমগ্র দুনিয়ার মালিকানা অর্জন বৈ দেশবিশেষের কল্পিত-কৃত্রিম মালিকানার জন্য ভুয়া লড়াই করতে হবে ? ধরিত্রীটাতো এককই ছিল এবং প্রাণ-প্রাণী ও মনুষ্য প্রজাতিও ধরিত্র হতেই সৃষ্ট অথচ, কতিপয় রাজন্য বিশেষ নিজ নিজ কর্তৃত্ব -ক্ষমতা বহাল-বজায় রাখার জন্যই ধরিত্রীর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে নিজ নিজ সম্পত্তি গণ্যে ঐ অঞ্চলের সকল বাসিন্ধাকে নিজের দাস-প্রজা গণ্যে নিজেকে প্রজাদের দন্ডমুন্ডের বিধাতা সাব্যস্তে অন্যান্য সকলকেই রাজা বা রাজন্য বিশেষের অধীন দেশের রাজাজ্ঞাধীন দেশবাসী বানিয়েছিল ।

পুঁজিপতিরাও বিভিন্ন রাজার বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন রাজ্য-দেশকে দখল করে সকল দেশের সকল জাতির জাত-গোত্র ইত্যকার বিষয়াদিকে ইতিহাসের খাতায় যুক্ত করে সমগ্র দুনিয়াটাকে তা দুনিয়াটা যতই জল-মরু বা পাহাড়-পর্বত দ্বারা দৃশ্যত খন্ড-বিখন্ড বা বিভক্ত- বিচ্ছিন্ন হোক না কেন পুঁজি-পণ্যের বেষ্টনীতে একত্রিত করে সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজিবাদের ছাঁচে গড়ে-পিটে নিয়েছে।

অত:পর, হারিয়ে যাওয়া রাজ-রজন্য বা সামন্তীয় প্রথা-ঐতিহ্য ইত্যকার প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা তথা জাত-জাতি বা দেশ বিশেষের প্রেম কেবলই মানব জাতির অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা বৈ অন্য কিছু গণ্য ও বিবেচিত হতে পারে না। অত:পর, পুঁজিবাদী অর্থনীতিই যখন সমগ্র দুনিয়াটাকে কেবলমাত্র একটি ধরিত্রীতে পরিণত করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণী যেহেতু পুঁজিপতিশ্রেণীরই সৃষ্টি এবং ব্যক্তিমালিকানার বন্ধনহীন তখন পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিশ্রেণীকে পরাজিত ও কবরস্ত করে সমগ্র দুনিয়াটাকে দখল করা বৈ কেন, প্রাচীন রাজ-রাজন্যের সৃষ্ট দেশ ইত্যাদির গন্ডীতে নিজিদেরেকে আবদ্ধ ও বন্দী করবে শ্রমিকশ্রেণী?

বরং- পুঁজিবাদের সাথে লড়াই করে দুনিয়া হতে পুঁজিবাদকে চির বিদায় দিয়ে সমগ্র দুনিয়াটাকে দখল তথা সমগ্র দুনিয়ায় সকলের সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাই শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় বলেই মার্কসরা যথার্থভাবেই তদমর্মে দুনিয়ার মজুরকে এক করার রণনীতি ও সাংগঠনিক বিহীতাদি সম্পাদন করেছিলেন। কেবলমাত্র সাধারণ মালিকানায়

ভিত্তিতে সামাজিকভাবে দুনিয়াটার মালিক হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকে বলেই সমগ্র দুনিয়ার প্রতি প্রেম বা বিশ্বপ্রেম তথা জাগতিকতা বোধ বৈ কেবলই কষ্টকল্পিত-কৃত্রিমভাব বা ভুয়া বিষয়াদি অর্থাৎ যা বস্তুত নাই , যা থাকার আবশ্যকতা নাই , যা পাওয়া সম্ভব নয় এবং যা পেতে চাওয়াটাও নিজেরই প্রাপ্তির অস্বীকৃতি ও নিজেকেই অস্বীকার করা তার প্রতি অহেতুক আকুতি বিশেষত দেশ ও দেশকেন্দ্রিক প্রেম বা দেশ ভিত্তিক চিন্তা-চেতনা যা, সমগ্র দুনিয়ার সাধারণ মালিকানা লাভে মারাত্মক প্রতিবন্ধক সেসব ভুয়া-কৃত্রিম ও ক্ষতিকর ভাবনা- প্রেম কেন থাকতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর বা অনুরূপ ফালতু-ক্ষতিকর প্রেম উৎলে উঠা বিশ্বজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর জন্য শোভন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ কি ?

তবু, যাঁরা এমন প্রেমের ফেরীওয়ালা হোক সে লেনিন বা মাওসেতুং তাঁরা কি আদৌ শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র?

দুনিয়ার মালিকানা প্রাপ্তি নয় কেবলমাত্র জীবন ধারণের জন্যই সঞ্চালিত পুঁজি ও ক্রেতার ভোগে স্বার্থক হতে চঞ্চল পণ্যের মতোই শ্রমশক্তি বিক্রেতা- শ্রমিক তাঁর পণ্যের ক্রেতার সন্ধানে শ্রমবাজারে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয় বলেই উৎপাদনের উপকরণের মালিকানাহীন -নি:স্ব শ্রমিক বিশেষ বিশেষ দেশ বা দেশ বিশেষের প্রেমে হাবুডুবু খেলে বা দেশেপ্রেমের আবেগ আপ্লুত হলে বা তৎবোধে স্থানান্তর গমনাগমনে অসম্মত বা দেশ দেশান্তরে চলাচলে অচল হলে বিনিয়োগের সুযোগহীন পুঞ্জিভূত পুঁজি ও অবিক্রিত পণ্যের সংকটের মতোই স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রয়ের মন্দায় জীবন-মরণ সংকটে নিপতিত হয় শ্রমিক । তদপুরি, বিশেষ বিশেষ দেশ যেমন নয় তেমন জন্মভূমি বা পরভূমিও নয় বরং শ্রমিকশ্রেণীর তাবৎ দু:খ-দুর্দশা ও দাসত্বের জন্য দায়ী ও দোষী বটে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতি শ্রেণী ।

অত:পর, পুঁজিবাদী সমাজ ও পুঁজিপতিশ্রেণীকে বিনাশ-উচ্ছেদের মাধ্যমে স্বীয় মুক্তি অর্জনে শ্রমিকশ্রেণীকে কাল্পনিকতার ও স্বয়ং ক্ষতিকরতার দেশপ্রেমী বা দেশপ্রেমিক নয় বরং সত্যি সত্যি ও যথার্থভাবে হতে হবে আন্তর্জাতিকতবাদী অর্থাৎ বিশ্বপ্রেমিক । কোন প্রকার ফাঁক-ফোকর ছাড়াই তদার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন তত্ত্বগতভাবে তেমন প্রায়োগিকভাবে তথা আক্ষরিক অর্থেই হতে হয় আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বপ্রেমিক।

মার্কস-এ্যাংগেলসরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শর্তাধীন আন্তর্জাতিকতাবাদের তত্ত্ব যেমন বিনির্মাণ করেছেন তেমন নীতি-নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা ও জীবনাচরণে এবং স্বীয় মুক্তি সমেত শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি হাসিলে সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত- কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য অর্জনে প্রকৃতই ছিলেন আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বপ্রেমিক। বিপরীতে, দেশপ্রেমের ফেরীওয়ালা ভন্ড বুর্জোয়া শ্রেণী সকল দেশের সীমানা বিলীন করে সমগ্র দুনিয়াটা দখল করতে বা করেও নির্লজ্জের মতো ধর্ম, ভাষা ও জাতির স্বাধীনতার নামে ‘মহান দেশপ্রেমিক’ বনে ও দেশপ্রেমের মোহনীয় তাড়নায় নির্দিষ্ট স্থান বিশেষে স্থিতু হয়ে শান্তিতে থাকতে রাজী না হয়ে কেবলই পুঁজির মোহে -লোভে ও প্রেমে এবং পুঁজির হুকুম-নির্দেশে উপনিবেশ সহ স্ব-স্ব দেশ হতে পরস্পরকে দখল-বেদখলের যুদ্ধ

বা অশান্তিতে লিপ্ত ইউরোপীয় নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিকদের সৃষ্ট ও সংগঠিত ৮০ বর্ষী যুদ্ধ সহ পুর্বাপর বহু যুদ্ধ এবং ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী।

অভিবাসী আমেরিকানরাও নিউ ওয়ার্ল্ড দখল-বেদখলে ভয়ানক খুন-খারবি করাসহ স্থানীয় অধিবাসীদের হয় দাস না হয় গহীন জংগলে বিতাড়ন করে কেবলই অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলে একদা পিতৃরাষ্ট্র ইংলন্ড হতে তথাকথিত " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার"-এর বাহনায় যুদ্ধ করে ইংলন্ডের কর্তৃত্ব হতে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হয়েছে স্বাধীনতার আবরণীতে। এখনো মার্কিনীরা যখন যেখানে আবশ্যক মনে করে সেখানেই বিমান হামলা সহ নিত্যই যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা বজায় রাখা সহ ২/৪ টা যুদ্ধতো করছেই।আর একদা পিতা ব্রিটিশতো থাকছেই সাথে।

উল্লেখ্য-২য় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ও কালে ব্রিটিশের সহযোগী তবু ভারতীয় ব্যবসাদার দেশপ্রেমিকদের কারসাজিতে একমাত্র ১৯৪৩ এর মন্বন্তরে ঢাকা-কোলকাতায় লাখ লাখ মানুষ মরেছে, অগুণতি নারী সরকারী অফিসে রেজিষ্ট্রী করে ব্রিটিশ সেনা ও দেশীয় বাবুদের যৌন ব্যভিচারের চহিদা পূরণ বা অতৃপ্ত যৌনাকাংখা মিটিয়ে গতর বাঁচানোর চেষ্টা করেছে । অন্যদিকে, দেশপ্রেমিক তবে ব্রিটিশ সৃষ্ট ও ব্রিটিশের পদলেহী বর্বর জমিদার শ্রেণীর নির্মম-নিষ্ঠুর ও বিলাসী-বাহারী পরজীবীতার হাতিয়ার জমিদারীর নানান কিছিমের খাজনা, সুদ ও ফরমায়েশীর ভয়ে এবং দেশপ্রেমিক ব্রিটিশ বেনিয়া-শাসক ও দেশীয় ব্যবসাদার-জমিদারসহ তাবৎ দেশপ্রেমিকদের যাবতীয় শাসন-শোষণ ও দমন-পীড়নে নিত্যই অভাব-অনটন ও দায়-দেনা গ্রস্ত এবং পীড়ত ও অতিষ্ঠ হতে হতে কোন এক সময়ে বাস্তুভিটা হারিয়ে কেবলই বেঁচে বর্তে থাকার জন্য গোপনে বা রাতের আঁধারে পালিয়ে গেছে বা এমনটাই দু:সহনীয় দুরাবস্থার বলি হয়ে টাংগাইল-ময়মনসিংহসহ পুর্ব বংগের কত শত চাষী আসামের জংগলে আশ্রয় নিয়ে এখনো ভারতীয় দেশপ্রেমিক 'অহমিয়া' ধনীকগোষ্ঠীর চক্ষুশুল হয়ে স্বোপার্জিত ভিটে-মাটি হারানোর ভয়-ভীতিতে দিনাতিপাত করছে তার হিসাব কে রাখে। তিনি ভালোবাসতেন বটে কিন্তু বাংলাদেশের চাষা-ভুষারা বাংলাদেশকে ভালোবাসতো কিনা সে বিষয়ে রবীবাবু কিছু বলেননি । কারণ-সম্পত্তিজনিত কারণে হত্যা-খুন, লুন্ঠন - জবরদস্তি ও ধ্বংসযজ্ঞের মহা তান্ডব ঘটিয়ে দেশ -দুনিয়া ভাগাভাগিতে সর্বকালীন ওস্তাদ হয়েও দেশপ্রেমের সোল এজেন্টতো সর্বকালেই সম্পত্তিবান শ্রেণী। তবে, বংগজননীর একান্ত অনুগত-বাধ্যগত, সুযোগ্য ও সুসন্তান রবীবাবুরা ভাগাভাগি বা খন্ডনে যন্ত্রণাগ্রস্ত বাংলা মায়ের মলিন বদন দেখতে চাননি বটে।

কিন্তু বেঁচে থেকেও যাঁরা রবিবাবুদের মতো জমিদার-পুঁজিদার তথা পরজীবীদের অত্যাচার-অনাচার ও অবৈজ্ঞানিকতায় নিজেদের অমলিন বদন দেখার সুযোগ পায়নি, এমনকি বেঁচে থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষ নিজ জননীরও বা নিজের প্রিয়জনেরও অমলিন বদন দেখার সুযোগ যাদের ছিল না অথবা ইংরেজের ভাগ-বিভাগের শাসন নীতির কূটচালে বিষন্ন রবীবাবুদের দেখা বংগ জননীর বদন কেবলই ভাগ- বিভাজনের কারণে আদৌ

মলিন না অমলিন তাও দেখার সুযোগ না পাওয়া দেশান্তরী-স্থানান্তরীরা নিজ মায়ের না হোক অন্তত, রবীবাবুদের বংগমাতার কুসন্তান ও কুলাংগারতো বটেই।

নতুবা “জননী জন্মভূমি ” বা জন্মভিটা কেন বিতাড়ন করেছিল তাদের ? তবে, ওরা, দেশান্তরীরা, পালিয়ে যাওয়া চাষীরা, না নিজ মাতা বা না বংগ জননী, কারোই মলিন বদন দেখতে না চাইলেও,দেশভক্ত রবীবাবুদের দেশেপ্রেমের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে ছার-খার হয়ে নিজেদের মলিন বদনখানি কিন্তু জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে বা বেঁচে থাকার তাগিদে স্থানান্তর গমনে বা পালাতে গিয়ে বা আশ্রয়লাভে একান্ত বাধ্য হয়ে বারে বারে দেখাতে বাধ্য হয়েছে বহু হিংস্র জন্তু-জানোয়ার তবে মানব ছুরতরূপী দেশপ্রেমিককে। অবশ্য, আবেগ আক্রান্ত বোকারা ছাড়া কেতাদুরস্ত দেশপ্রেমিক মানেইতো হিংস্র-বর্বর, অসভ্য-অভদ্র, দুষ্ট-দুর্বৃত্ত, খুনি ও ফ্যাসিষ্ট। আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হাসিলে লিপ্তরা দেশপ্রেমের আবরণে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত অনুরূপ যাবতীয় গুণে গুণান্বিত না হলে চলে না বা অনুরূপ গুণধর না হলে প্রকৃত দেশপ্রেমিকও হওয়া যায় না।

একালেও দেশত্যাগী রোহিংগা ,তামিল ,চাইনিজ, আফ্রিকার নানান জাত-জাতি সহ আরো বহু জাতির বহু ধরণের দেশত্যাগী- রিফিউজীরা নিজেদের মলিন বদন দেখাতে বাধ্য হচ্ছে ততোধিক মলিন-বিশ্রী বদনের আশ্রয়দাতা দেশনেতাদের । আবার আশ্রয় প্রার্থীদের মলিন বদনের বিবরণ প্রকাশ ও প্রচার করে বা তাদের মলিনত্ব ঘুচানোর অজুহাতে দাও মারছে ও দাওবাজি করছে দেশপ্রেমিক রাষ্ট্র নেতারাতো বটেই এমনকি উন্নয়ণ কর্মী রবী বাবুর চেলা-চামুন্ডাগোত্রীয় সদা মানব দরদী তথা বিপন্ন মানবতার চৌকুশ কারবারী এন.জি.ও লর্ডরাও।

অত:পর, দেশী-বিদেশী ধান্ধাবাজ-পরজীবী দেশপ্রেমিকদের স্বার্থান্ধ দেশপ্রেমের বাণিজ্য ও ধনের তাড়নায় শোষণ-বঞ্চনা ও যন্ত্রণা বৈ দেশমাতৃকার সুধা যে পায়নি “সোনার বাংলার ” সহজ-সরল চাষী তাওতো প্রমাণিত । এমনকি, ঐ সময়ে মরে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া হতভাগ্য চাষীদেরকে দেশ মাতৃকার “মধুর হাসি” দর্শনতো নয়ই এমনকি দেশের বুকে মাথা “ঠেকাই”বার সুযোগও দেয়নি পুঁজিওয়ালা-পুঁজিবাদী ও পুঁজির গোলাম এবং স্বাধীনতা ,গণতন্ত্র, জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্ম সহ নানান কিছিমের নানান মত-পথের পথিক-অগ্রপথিক ও প্রেমিক রাজনীতিজীবী ও রাজনৈতিক গোত্রের তবে বহু ঘরানার নানান ধাঁছের বুদ্ধিজীবী বা পেশাজীবী বা নানান কিছিমের জনসেবক, কওম সেবক, ও ধর্মের ধজ্বাধারী দুষ্ট-দুর্বৃত্ত ও হিংস্র দেশপ্রেমিকরাই।

জন্মভূমিতে সকলকে মাথা ঠেকাতে দিলে-ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জন্ম নেওয়া ও বড় হওয়া অর্থাৎ ‘ভারত মাতার’ সন্তান,দেশপ্রেমিকদের ভাষায় যাঁরা ছিল ভারতীয় ও সংগত কারণেই ভারত প্রেমিক, এবং দেশপ্রেমিকদের বানোয়াটি দেশপ্রেমের বানোয়াটি আবেগে-আপ্লুত এবং দেশপ্রেমিকদেরই উদ্দেশ্যমূলক সদা উসকানীতে দেশপ্রেমের কৃত্রিম বোধে উদ্বেলিত, কেউ কেউ উন্মত্ত ও অন্ধ সেই সকল ভারত প্রেমিক জনমানুষকে

ভারতের মধ্যেই ভিন দেশী বা পরদেশী বানিয়ে সেদিনকার ভারতবাসীর দেশপ্রেম-জাতিপ্রেমের হোক'না বানোয়াটি ও উসকানীমূলক; তবু তাঁদের আবেগ-অনুভূতিকে অবজ্ঞা-অবহেলা, অস্বীকার ও অকার্যকর গণ্যে 'সোনালী ঐতিহ্যের' সোনার ভারত ভাগ-বিভাগ করার করিৎকর্মা সোনালী কারিগর এবং আসল দেশপ্রেমের প্রডিউসার ও সোল এজেন্ট ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভারত প্রেমিক মহাত্মগণ-মহাত্মারা সত্যি সত্যিই দেশ-জাতি বা কওম নয় কেবলই পুঁজি ও ক্ষমতা প্রেমিক,ভন্ড - বজ্জাত বা ভিলেন না হলে সাভারকর বা বঙ্কিম -রবীবাবুদের মতো বাজারী দেশপ্রেমিক-বংগপ্রেমিক বুলবাগিসদের বানোয়াটি ফালতু "ভারত মাতা" বা ভুয়া "বংগ জননী" ইত্যাদি নয়, প্রকৃতার্থে পুঁজির শৃংখলিত ও পুঁজির শাসিত ধরিত্রীর অংশ বিশেষ ভারতকে যেমন ভাগ-বিভাগ করতো পারতো না তেমন ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশে "শত্রু সম্পতির " জন্ম হতো না ।

আবার, এমনকি পুর্বাপরতো বটেই বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেও উৎপাদন আধিক্যে পুন:পুন সংকটাপন্ন জার্মান পুঁজির সঞ্চালন উন্মাদনায় উন্মত্ত জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে জার্মান জাতিকে দুনিয়ার সেরা জাতি হিসাবে আওয়াজ তুলে বিপন্ন জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর সংকটোত্তরণে দুনিয়া দখল অর্থাৎ ইত:পুর্বেকার দখলদার ইংলন্ড-ফ্রান্স ইত্যাদিকে বেদখল দিতে জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর ত্রাণকর্তা তথা দুনিয়া সেরা ন্যাশানালিষ্ট এন্ড সর্বেসেরা দেশপ্রেমিক মি: হিটলার দুনিয়ার সেরা মিথ্যাবাদী ও আরেক শ্রেষ্ট দেশপ্রেমিক মি: ষ্ট্যালিনের সমর্থন ও সহযোগিতা এবং আরেক সেরা জাতীয়তাবাদী এন্ড দেশপ্রেমিক মি: মুসোলিনির সর্বাত্মক ও সক্রিয় অংশগ্রহণে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত করলেও এখন কিন্তু পুঁজিরই স্বার্থে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সংগঠিত হয়ে কার্যত একটি একক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকেই ধাবিত হচ্ছে যুদ্ধবাজ দেশপ্রেমিকরাই।

অনুরূপ, আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীতে স্বাধীনতার সনদ রচনাকারী জেফারসন্সদের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টই কিন্তু নিজেকে বিশ্বের পুলিশ ঘোষণা দিয়ে কার্যত দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বই কেবল অস্বীকারই করেননি বরং কেবলই পুঞ্জিভূত পুঁজির জোরে কার্যত সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে হরণ-ক্ষুন্ন করে একদা পৈত্রিক রাষ্ট্র ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির রক্ষক সোভিয়েত ইউনিয়নের ষ্ট্যালিনের সক্রিয় সমর্থ-সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেবল জাতিসংঘই নয়, বরং তাদেরই উদ্যেগে সকল রাষ্ট্রের আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণে জাতি সংঘের আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দি ওয়াল্ড লর্ড আই.এম.এফ।

অত:পর, জাত-জাতি ও ধর্ম বা ধর্ম ও জাতির স্বাধীনতা কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি বলেই রুজভেল্ট-চার্চিল, ষ্ট্যালিন-হিটলারদের উত্তরসুরী মহান দেশপ্রেমিক বুর্জোয়শ্রেণীই বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নীতি -কৌশল বাস্তবায়নে তথা সমগ্র দুনিয়াটাকে কেবল একটি মাত্র সংস্থার অধস্তন গণ্যে মুলত পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়ত নিশ্চিতিতে সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক গন্ডী বা সীমাকে বস্তুতই গুড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা।

সুতরাং- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে দুনিয়ার সকল দেশপ্রেমিক- ভাষা প্রেমিক ও জাতি প্রেমিক মহান বুর্জোয়াশ্রেণীই এখন বিশ্বপ্রেমিক বলেই তাঁরাই কেবলই যখন-তখন, প্রাসংগিক বা অপ্রাসংগিক, যেকোন রাজনৈতিক-আর্থিক ও সামাজিক সংকট ও সমস্যা বিষয়ে কেবলই বিশ্বায়নের যুগের গ্লোবাল ইকোনোমির দোহাই দিয়ে নিজের নিজের দায় এড়াতে তৎপর হয়ে দুনিয়ার সকল দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা সমেত এন.জি.ও লর্ডরা সমস্বরে চিৎকার করছে এই বলে যে, আমরা একটি মাত্র ধরত্রিীর বাসিন্দা- আমাদের ধরত্রীকে বাঁচাতেই হবে। অর্থাৎ তাঁদের ভাষায় দুনিয়াটাই একটিমাত্র ভিলেজ। কাজেই, সমগ্র বিশ্বে দুনিয়ার সকল পুঁজিপতি অবাধে পুঁজি-পণ্য নিয়ে যাতায়াতের অপর নাম- হালের বহুল ঘোষিত- অনলি ওয়ান আর্থ, ওয়ান ইকোনোমি তথা মুক্তবাজার অর্থনীতি অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চলণের জন্য রাষ্ট্রিক বাঁধা-বন্ধনহীন বিশ্বই হচ্ছে বিশ্বব্যাংক পন্থী দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীদের একমাত্র বিশ্ব ও তদ্রুপ কর্মসুচি বাস্তবায়নে তাঁরা সকলেই বিশ্বায়নপন্থী।

অথচ, ইউনিভার্সে বড় ধরণের বিপর্যয়কর কিছু না হলে পৃথিবীর বয়স আরো অন্তত ৫ বিলিয়ন বছরের কম নয়। তবে, কাঁকে বাঁচানোর কথা বলছেন তাঁরা যাঁরা একদা আন্ত র্জাকিতাবাদের বিরুদ্ধে বা শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য ঠেকাতে বা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতির বহু সংগঠকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে দেশপ্রেমিক দন্ড দিয়েছিল বা আন্তর্জাতিক বোধকে দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে গণ্যে তদার্থে নানান দমনমুলক আইন-বিধি জারী ও কার্যকরী করেছিল? সন্দেহ নাই, ধরিত্রী নয় বরং বিপন্ন বটে কবরপাড়ে উপনীত মরণাপন্ন পুঁজিবাদ বলেই চিরাচরিত বদস্বভাব মতোই পুঁজিপতিরা পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন, স্ববিরোধী ও সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক ফতোয়া মুলে নিজেদেরকে যেমন বিশ্বপ্রেমিক ঠাঁওরাচ্ছে তেমন সম্পূর্ণত অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে দুনিয়ারটার মালিকানাও দাবী করছে এবং অনুরূপ দাবীর সমর্থনে একদা দেশপ্রেমের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মতোই বানোয়াটি মততন্ত্র হচ্ছে তাঁদের বিশ্বায়নের রাজনীতি।

কাজেই, সকল ধরণের পরাধীনতার কারক পুঁজি ও পুঁজি রক্ষক রাষ্ট্র এবং তদার্থে পুঁজির প্রতিরক্ষক রাজনীতির অপর নাম- দেশপ্রেম। সুতরাং, যেমন ভারত তেমন দুনিয়ার সর্বত্রই বোকা ছাড়া সকল দেশপ্রেমিকের ক্ষেত্রেই উপরোক্ত বিবরণ যেমন সত্য তেমন শোষক-পীড়ক ও পরজীবী ভন্ডদের দেশপ্রেমের অনুরূপ বাণিজ্য বেশাতিতে এবং তথাকথিত বিশ্বায়নেও এযাবৎ কালে সর্বাধিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে স্বাধীনতা ও মুক্তিকামী স্বশ্রমজীবী বা শ্রমিকশ্রেণীর।

কলকাতার পরজীবী বাবুদের দাবীমতো খন্ড-বিখন্ডে অযোগ্য অখন্ডিত বংগজননী তথা অখন্ড বাংলার পুঁজারী কবি রবীন্দ্রনাথের “ আমার সোনার বাংলা” কবিতাখানির প্রথমাংশই খন্ডিত তথা স্বাধীন বাংলাদেশের যেমন জাতীয় সংগীত তেমন রবীবাবু ভারত মাতার মেকি স্বাধীনতায় ক্যুইট ইন্ডিয়া মোভমেন্টের স্বপক্ষীয় না হলেও স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতও হচ্ছে ভারতের বিদেশী মালিক ও প্রভু সম্রাট ৫ম জর্জকে ভারতের ভাগ্য বিধাতা গণ্যে ও সম্রাটেরই মঙগল কামনায় রচিত ও গীত “ জন মন গণ”

সংগীতটিই। একি ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা, নাকি প্রকৃতই বিশ্বব্যাংকের জামানায় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্ববিরোধী অথবা, নেহেরু-মুজিব ও রবীবাবুদের শ্রেণীপ্রীতি?

জাতীয়তা-দেশপ্রেম ও জাতিয় মুক্তি এবং স্বাধীনতার রাজনীতির কারণে ভারত ভাগ-বিভাগ তথা বংগ বিভাগের ফলশ্রুতিতে-দুই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত রচয়িতা একই ব্যক্তি হলেও উভয় দেশেই তিনি সমানতালে অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক। অমন বিরল ভাগ্যের প্রায় অমর ব্যক্তি বাবু ও কবি রবীন্দ্র নাথদের দুষ্ট জমিদারীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ীর দুষ্টামি ও অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে তৎপ্রতিবিধানে প্রজা সাধারণকে সচেতন ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়ার হরিনাথ মজুমদার হাতে লিখে “গ্রামবার্তা প্রকাশিকা” প্রকাশ করেছিলেন ১৮৬৩ সালে । জমির মালিক নয় কেবলই জমির খাজনা আদায়কারী তাও আবার জোর-জবরদস্তিতে দখলদার উপনিবেশিক বৃটিশের তথা বিদেশী প্রভুর লোকাল এজেন্ট-তবুও দেশপ্রেমিক বংগীয় জমিদারদের নেগিটিভ প্রডোক্ট -“গ্রাম বার্তাই” জানামতে বাংলাদেশের প্রথম বাংলা সংবাদ পত্রিকা । দেশপ্রেমিক রাজনীতির অনুরূপ নেগেশনে চাষী প্রেমিক হরিনাথের “মজুমদার” হারিয়ে গেল ব্রিটিশ-জমিদারী পীড়ত কাংগালদের টানে ও দলে বলেই হয়ে গেলেন তিনি “কাংগাল হরিনাথ”। যথার্থতো বটে মার্কসের -শ্রেণী সংগ্রাম ও নিরাকরণের নিরাকরণ সূত্র।

জন্মগুণে গ্রামবার্তা জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করতো। কিন্তু রবীন্দ্র নাথের জমিদার পরিবার তা সহ্য করতে রাজী হয় নাই বলেই কাংগাল হরিনাথ ও গ্রামবার্তাকে দমন-পীড়ন করে বন্ধ ও স্তব্ধ করার জন্য জমিদার বাবুরা লাঠিয়াল-বরকন্দাজ পুন:পুন পাঠিয়েছিল গ্রামবার্তার ছাপাখানা ও দফতরে। অথচ, দেশ, জাত -গোত্রের বন্ধনমুক্ত ও জাত-পাতের কালিমা ধুয়ে-মুছে ফেলে কেবলই মানুষ এবং মানুষ হওয়ার আকুতি ও সংগ্রামে লিপ্ত ১১৬ বছরের দীর্ঘজীবী তবে প্রথাগত শিক্ষা-দীক্ষাহীন ও সম্পত্তিহীন ফকির লালন মানবিক তাড়নায় স্বদলবলে কাংগাল হরিনাথের বাড়ীতে গিয়ে ও তথায় অবস্থান করে বাবু রবীন্দ্র নাথদের জমিদারীর বর্বর অতাচার ও হামলা-আক্রমণ প্রতিরোধে ও গ্রামবার্তা রক্ষায় কার্যকর সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন।

পৈতায় ব্রাহ্মণ ও খতনায় মুসলমান চিনলেও নারীর জাত-ধর্ম চিনার উপায় নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঠুনকো-জাত ধর্ম মুচে ফেলে কেবলই মানুষ হওয়ার কাব্যিক কর্মের গীতিকার-সুরকার লালন সাক্ষাত পাননি জীববিজ্ঞানী ডারউইনের বা প্রকৃতি বিষয়ে কোপর্নিকাসদের হোলিসেন্ট্রিক তত্ত্ব শুনেছেনও এমনটাও তথ্য নাই। তাছাড়া, জন্মেছেন আগে মরেছেন পরে এবং জানতেন না বটে কার্ল মার্কসের নামও তাও নিশ্চিত। তবু দেশ-জাতি ও ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণতা ও গন্ডীমুক্ত এক অনুসন্ধানী বস্তুবাদী অর্থাৎ ইহজাগতিক মানুষ বটে লালন। তাইতো নোবেল কবি দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মতো অসভ্য-বর্বর এবং বিদেশী রাজার সাথে নয়, মিলেছেন তিনি কাংগালের সাথে ।

“ জুন, ১৮৪৮ এর * পরাজয়” শিরোনামে “ ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০” নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন– “ জুলাই বিপ্লবের পর উদারপন্থী ব্যাংকমালিক লাফিৎ যখন তাঁর সফর সংগী ডিউক অব অর্লিয়ান্সকে** এগিয়ে দিয়েছিলেন বিজয়োল্লাসে Hotel de Ville-এ *** তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে এই কথাগুলি: ‘ **এখন থেকে শুরু হবে ব্যাংকমালিকদের রাজত্ব** ’ । লাফিৎ বিপ্লবের গুপ্ত রহস্যটাই উদ্ঘাটিত করে দেন। লুই ফিলিপের রাজত্বে ফরাসী বুর্জোয়ারা শাসন চালায়নি, চালিয়েছিল তাদের একটি শাখা– ব্যাংকের কর্তা, ফটকাবাজারের রাজরাজড়া, রেলপথের রাঘব বোয়াল, কয়লা আর লোহার খনি ও বনজংগলের মালিক, আর তাদের সংগে জড়িত ভূস্বামীদের একটি অংশ অর্থাৎ তথাকথিত **ফিনান্স অভিজাতবর্গ।** ”

এই নিবন্ধে তিনি আরো লিখেন– “ যেহেতু ফিনান্স অভিজাতরাই বানাত আইন, রাষ্ট্র শাসনের নায়কতা করত, প্রভুত্ব খাটাত সব ক’টি সংগঠিত সরকারী কর্তৃপক্ষের উপরে, বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে ও সংবাদপত্র মারফৎ জনমতের উপরে করত আধিপত্য, তাই রাজদরবার থেকে শুরু করে Café Borgne** পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তি চলেছিল একই রকমের বেশ্যাবৃত্তির, একই নির্লজ্জ জুয়াচুরির,বড়লোক হওয়ার সেই একই বাতিকের–বড়লোক হওয়া উৎপাদনের ভিতর দিয়ে নয়, অন্যদের বর্তমান সম্পদ পকেটস্থ করে। প্রতি মুহূর্তে এমনকি বুর্জোয়া আইনেরই সংগে সংঘাত ঘটিয়ে অস্বাস্থ্যকর ও অসংযত প্রবৃত্তির এক নিরুংকুশ উদ্দামতা প্রকট হয়ে উঠেছিল , বিশেষ করে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষস্থানে–এমন সব ভোগব্যসন যার ভিতর জুয়ায় জেতা সম্পদ স্বত:ই পরিতৃপ্তি খোঁজে, যেখানে অনন্দ পরিণত হয় ব্যভিচারে, যার মধ্যে এসে মিলে যায় টাকা এবং নোংরামি ও রক্তপাত। যেমন ধন আহরণে তেমনই ভোগবিলাসে ফিনান্স অভিজাত্য আসলে বুর্জোয়া সমাজের শীর্ষে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের পুনর্জন্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।” এবং

২রা ডিসেম্বর–১৮৫১ সালে ফ্রান্সের পার্লামেন্টের অন্তিম কৃত্য ও বোনাপার্টের কুদেতা প্রসংগে – “ লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ারে” মার্কস লিখেছেন– “ ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের প্রভুত্ব প্রতিহত করে; তারা নিয়ে এল ১০ ডিসেম্বর সমিতির দলপতির নেতৃত্বে লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের প্রভুত্ব।” এবং

“ ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০” এর ভূমিকায় এ্যাংগেলস ১৮৯৫ সালে লিখেছিলেন– “ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি অবস্থান্তর ঘটে থাকে তবে শ্রেণী সংগ্রমের ব্যাপারেও তা কম সত্য নয়। চকিত আক্রমনের, অচেতন জনতার শীর্ষে সচেতন একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে। সমাজ সংগঠনের পরিপূর্ণ রূপান্তরই যেখানে প্রশ্ন সেখানে জনসাধারণকে নিজেদেরই তার মধ্যে শামিল হতে হবে, আগেই তাদের উপলব্দি করে নিতে হবে প্রশ্নটা কী, কায়মনোবাক্যে কিসের জন্য তারা নামছে।” এবং

" ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ " শ্রমিকশ্রেণীর কাজ বিষয়ে মার্কস লিখেছেন- " জাতীয় চৌহদ্দির অভ্যন্তরে কোথাও সে কাজ সম্পন্ন হয় না; ফরাসী সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিণত হয় বিশ্বযুদ্ধে যাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় বিভিন্ন জাতি। "

অত:পর, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানীরা ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য ও শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় প্রসংগে ঐ সময়ে যা যা লিখেছেন তাওতো শুধু প্রাসংগিকই নয় বরং লগ্নি পুঁজির সেবক ও পাহারাদার বোনাপার্ট কেবল দখল করেছিল ফ্রান্সের রজনৈতিক ক্ষমতা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী ফিনান্স অভিজাতবর্গ কি জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ইত্যাদির মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াটাকে দখল করে নাই ?

ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য ও চরিত্র সম্পর্কে উপরের উদ্ধৃতি গুলো যুক্তরাষ্ট্র সমেত বর্তমান বিশ্বের ধনলোভী মনোপলি মাল্টিন্যাশনালগুলোর প্রতি যথেষ্টমাত্রায় প্রযোজ্য নয়? পুঁজি সম্পর্কে মার্কসের বিচার বিশ্লেষণ এখনো নির্ভুল বা ধরিত্রীর চলমান বিদ্যমানতা বা দি ফান্ডের চুক্তিপত্র দ্বারা কি কার্যতই পুঁজি ও পুঁজিবাদ বিষয়ে মার্কসদের বক্তব্যের সত্যতা-যথার্থতা ও সঠিকতা নিশ্চিত হয় না ?

তদপুরি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সবচাইতে কম ক্ষতিগ্রস্ত অথচ মিত্রশক্তির সর্বাধিক ভয়ংকর ও মারাত্মক সামরিক অস্ত্র তথা আনুবিক বোমাধারী যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তির বলে নিমিষেই জাপানে ভয়ানক গণহত্যা সংঘটিত করার মাধ্যমে সকলকে তার নিজস্ব কেন্দ্রীভূত পুঁজির বা ফিনান্স আভিজাত্যের দানবীয় ক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়ে সমগ্র দুনিয়াটাকে পুরানো কৌশলে দখলীভুক্ত রাখার পরিবর্তে আধুনিক কৌশলে গ্রাস তথা ফিনান্স পুঁজির বন্ধনে বন্দী করার নিমিত্তে বিশ্বব্যাংক-ফান্ডের বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণমুলক ক্ষমতা-কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা এবং অনুরূপ নিয়ন্ত্রণমুলক ব্যবস্থা ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে অর্থাৎ লুম্পেন প্রলেতারিয়েতের প্রভুত্ব বজায় রাখতে বিশ্বময় গুন্ডামি করা তথা সামরিক শক্তির প্রধান্য নিশ্চিত করতে একদিকে যেমন মহাকাশে ঘন্টায় ৪৫,০০০মাইল গতিবেগের খেয়াযান প্রেরণ করছে ,অন্যদিকে ঠিক তেমন সমগ্র দুনিয়ার সকল ধুলিকণা এমনকি সমুদ্রতলদেশের ফসিল ও জীবের তৎপরতা হতে বন-জংগলের পশুকুলের নিত্য-নৈমত্তিক খোঁজ-খবর করা বা মানুষ সহ পুঁজি-পণ্যের গতি-বিধি প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণে বা প্রতিপক্ষের সমরশক্তি সহ তাবৎ বিষয়দি জানতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৬০০০ সেটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপন করেছে ও তন্মধ্যে অন্ত:ত ৩০০০ সেটেলাইট সর্বক্ষণ সক্রিয় ও যথারীতি সচিত্র সংবাদ দিচ্ছে আমেরিকাকে।

তৎসত্ত্বেও, জাতিয় স্বার্থ রক্ষা, স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র অর্জন বা জাতিয় গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্নকরণ তথা জাতিয় চৌহদ্দির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য কর্ম বা করণীয় সম্পাদন ইত্যাদির ছুতায় যে সকল রাজনৈতিক মোড়ল বা পীরেরা গহীন বন-জংগলে গাদা বন্দুক নিয়ে গাদা-গাদি করে অবস্থান করে মাঝে-মধ্যে কতিপয় পুলিশ হত্যা-খুন বা যাত্রীবাহি ট্রেন ইত্যাদিতে চোরাগুপ্তা হামলা করে নিরীহ মানুষকে হত্যা ও পংগু করে বা গ্রামাঞ্চলে দু'চার জন ব্যক্তির গলা কেটে শ্রেণী সংগ্রাম করার মাওবাদী তত্ত্ব

ফেরী করে বা তদ্রুপ কর্মাদি সম্পাদনে মুক্তিকামি মানুষকে ব্যবহার করে ও কেবলই হত্যা-খুনের মতো আদিকালের বা বর্বর গোত্রীয় যুগের ঘৃণ্য চিন্তা-চেতনাকে হালের সেটেলাইট যুগেও গোত্রীয় অজ্ঞতা ও হীনতা এবং হিংস্রতার ধারক-বহক হিসাবে লালন-পালন করার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী বা মুক্তিকামি মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ক্ষতি করছে শ্রমিকশ্রেণীরই এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতির,তারা-মতিচ্ছন্ন না কি, দিগভ্রান্ত অথবা কেবলই রাজনৈতিক সুবিধাবাদী ও নেতৃত্বলোভী স্বার্থান্ধ সেটিও বিচার্য বটে।

দু:খজনক হলেও সত্য যে, জাতিয় রাষ্ট্রের গন্ডি ভুক্ত স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা বা ভুমিহীনদেরকে নতুন করে ভুমিদাসে পরিণত করার রাজনীতি ইত্যাদি সমাজতন্ত্র বিরোধী ও বৈরী কর্মসুচী এমনকি পুঁজি গ্রন্থের বিবরণে মার্কসদের মতে প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম হওয়া সত্ত্বেও সেরূপ প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম কি কমিউনিষ্ট কেউ করতে পারে?

মার্কসরা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে জানিয়েছেন- " বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা , জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরণে একটা সর্বজনীন ভাব- এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে"। একই প্রসংগে একই বক্তব্যের ঠিক উপরের প্যারায় লিখা আছে-" কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, তারা স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব তুলে দিতে চায়। মেহনতি মানুষের কোনো দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পরি না।" এবং

'জার্মানির কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধে, ১ জুলাই,১৮৭৪ সালে ফে. এ্যাংগেলস লিখেছেন-" প্রধান কথা হল কিন্তু খাঁটি আন্তর্জাতিক প্রেরণা বজায় রাখা, যে মনোভাব কোনও দেশপ্রেমিক উগ্রজাতিবাদের প্রশ্রয় দেয় না, আর, যে জাতিরই হোক না কেন, প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রতিটি অগ্রগতিকে যা সানন্দে স্বাগত জানায়।" এবং

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে "প্রলেতারিয় ও কমিউনিষ্টরা" অংশে বর্ণিত আছে-" বুর্জোয়াদের মালিকানা উচ্ছেদই কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্যসুচক দিক।"

তবু, মার্কস-এ্যাংগেলস এর নাম ব্যবহার করে ও সমাজতন্ত্রের নামে তথাকথিত জনগণতন্ত্র বা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে বা আলাদা আলাদা রাষ্ট্রে বা কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্রে বা পশ্চাদপদ কৃষি কৃষি অর্থনীতির প্রাধান্যশীল রাষ্ট্রে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি কর্মসুচী ভিত্তিক রাজনীতি করা; এবং

তদপুরি, ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব দখল ও দখলীকরণকে পুঁজিবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশ্যে বিশ্বায়ন হিসাবে তারস্বরে ঘোষণা করা এবং বিশ্বায়নের কারিগর ও কর্তা বা কর্তৃত্বকারী প্রতিষ্ঠানাদির হুকুম-নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে চাহিবামাত্র ঋণদাস রাষ্ট্রগুলোর কৈফিয়ৎ দেওয়া এবং দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতায় বা

আরো ভালোভাবে স্ব-স্ব সীমানায় ফান্ডের ফরমায়েশী নীতি কার্যকরণে অক্ষমতায় দোষাস্খালনের নিমিত্তে তদবির-লবিং ও তদনিমিত্তে বৈশ্বিক পরিসরের তথা দি ফান্ডের লারজেষ্ট শেয়ার হোল্ডারদের রাজনৈতিক কর্তাদের দয়া-দাক্ষিণ্য হাসিলে এবং ক্ষমতাধরদের প্রতি আনুগত্য স্বপ্রমাণ ও ফান্ডের ব্যবস্থাপত্র বা শর্তাদি বাস্তবায়নে পুন:পুন অংগীকার প্রদানে বছরে অন্ত:ত একবার জাতিসংঘের সদর দফতরে সদস্য রাষ্ট্র গুলোর রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি , ব্যাংক-ফান্ডের কনফারেন্সে অর্থমন্ত্রীদের বার্ষিক হাজিরা এবং শ্রম-স্বাস্থ্য বিষয় সহ অপরাপর বিষয়ে শ্রমমন্ত্রী-স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও তাঁদের অনুচর-সহচরদের নিয়মমতো হাজির হওয়া এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কনফারেন্সে বাণিজ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতি দ্বারা দি ফান্ডের আপ-টু-ডেট হিসাব বিবরণী ও নীতি-বিবৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মাঝে মধ্যে একটু ভাগ-বাটোয়ারা বিষয়ে কারো কারো যতকিঞ্চিৎ অভিমান- ক্ষোভ প্রকাশ বা জোটবদ্ধভাবে দরাদরি করার তৎপরতা দেখা গেলেও মুলত ঋণদাস রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তথা পুঁজির গোলামকুল প্রত্যেকেই টপ শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষে জোহুকুম জাঁহাপনা মার্কা বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান ও প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজ নিজ সীমায় অতিতের চেয়ে আরো অধিকমাত্রায় শ্রম শোষণের মাধ্যমে আদায়কৃত উদ্বৃত্ত-মুল্যের অংশ বিশেষ নিজেরা হাফিস বা আত্মসাৎ করে টপ বসদের জন্য নির্ধারিত অংশ বিশেষ ঠিক-ঠাক মতো প্রেরণের আশ্বাস-প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভবিষ্যত চাকুরী রক্ষার চেষ্টা করার মাধ্যমে কার্যত বিরতিহীনভাবে কেন্দ্রীভূত ফিনান্স পুঁজির একাধিপত্য ও আধিপত্য নিশ্চিত করছে সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী রূপী স্থানীয় মোড়ল-মাতুব্বর ও সর্দ্দারগণ।

এরূপ বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে প্রথাগত বিপ্লবী বা সমাজতন্ত্রী ও কথিত কমিউনিষ্টরা মার্কস-এ্যাংগেলসদের তত্ত্বায়িত শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক সূত্র সমুহের আওয়াজ না শুনলেও বা তদার্থ যথাযথভাবে অনুধাবন না করলেও এমন কি- বিশ্বায়ণ, বিশ্বায়ণ বলে ফিনান্স পুঁজির সিন্ডিকেটগুলোর প্রকাশ্য চিৎকারও তাঁদের কর্ণ-কূহরে স্থান না দিয়ে কেবলই নিজ নিজ জাতিয় বা রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে তথাকথিত বিপ্লব সাধনে আসলে পরজীবীতার সেরা হাতিয়ার ও রক্ষক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোন প্রকার বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠা নয়, কেবলমাত্র নিজ নিজ রাষ্ট্রকেন্দ্রীক-জাতিয় ভিত্তিক আর্থ-রাজনীতির উপরোক্ত রূপ কর্মসুচী কার্যকরণ-পূরণের মোহে-লোভে অতিতে যেমন হাজার হাজার মানুষ উক্তরূপ কর্মসুচি বাস্তবায়নের নিষ্ঠা ও আন্তরিকভাবে কেবল কাজই করেনি জীবনও হারিয়েছে, পংগু হয়েছে ও দন্ডিত হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে- শ্রেণী সংগ্রাম বিভ্রান্ত ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেই উল্লেখিত রূপ সমাজতন্ত্রী-কমিউনিষ্টদের বিশেষত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন 'সমাজতন্ত্রী-কমিউনিষ্টদের' প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগীতায়-সমর্থনে বিশ্বের পুঁজিবাদীরাই গ্লোবালী- গ্লোবাল ইকোনোমি প্রতিষ্ঠার রণধ্বনি দিতে পারছে।

তৎসত্ত্বেও জনগণতন্ত্র, নয়া গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের নামে কথিত কমিউনিষ্ট-সমাজতন্ত্রীরা এখনো তেমন অলীক মোহের ঘোরে আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনটাই থাকবে? তবে, বিশেষ বিশেষ প্রতিভাধর নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উৎপাদন তথা সামাজিক বিপ্লবসহ সকল প্রকার উৎপন্নে শ্রম এবং শ্রমের ভূমিকা স্বীকারকারী ব্যক্তিমাত্রই যিনি-

বিশেষ বিশেষ প্রতিভাধর বা এভার টেলেন্টেড বা ব্রিলিয়ান্ট বা এভার ভিক্টোরিয়াস 'কমিউনিষ্ট' নামীয় পার্সোনাল কাল্টের কবলমুক্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্ম ও পরিণতি স্বরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠায় সামাজিক বিপ্লব সাধনে কেবলমাত্র শ্রম ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা-এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব স্বীকার করেন এবং অনুরূপ বোধে শ্রমের বন্দীত্ব মোচনে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকরণের সকল প্রকার প্রথা -প্রক্রিয়া উচ্ছেদে -বিনাশে অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিপতিশ্রেণীর বৈশ্বিক শৃংখল হতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে বৈশ্বিক পরিসরে মুক্তকরণে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান, তিনি কোনভাবেই কমিউনিষ্ট নামের আবরণীতে-রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রী, নয়া গণতন্ত্রী বা জনগণতন্ত্রী থাকতে পারেন না ।

কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় আই.এম.এফের " কাঠামোগত সহযোগিতা তহবিল" তথা 'সাফ' হতে প্রথম দিকে ঋণগ্রহণকারী ৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম রাষ্ট্র বটে বাংলাপিডিয়ার সাক্ষ্যমতে । ঋণের শর্তে নতুন অর্থনৈতিক নীতি-১৯৮২ প্রণীত হয় এবং সেমর্মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্তখাতের বেসরকারীকরণ বিশেষত একযোগে পাটশিল্পের বিরাট অংশ সহ ব্যাংক ইত্যাদি বেসরকারীকরণ করা হয়। তারই অনুগমন ও ধারাবাহিকতায় শিল্পনীতি-১৯৮৯, সংশোধিত- শিল্পনীতি-১৯৯১, প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠন, ল' কমিশন আইন-১৯৯৬, বেসরকারীকরণ আইন-২০০০ ইত্যাদি প্রণীত ও কার্যকরী হয়। উল্লেখিত আইন সমুহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যহীন ও পরিপন্থী বিধায় সংবিধান মুলে অনুরূপ সকল আইন-নীতি বাতিল। অথচ বাতিল হয়নি বরং ঐসকল নীতি ও আইন সমুহ যথারীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে হেতু বাংলাদেশের সংবিধান একটি মুল্যহীন, গুরুত্বহীন-অকার্যকর কাগুজে পুস্তকে পরিণত হয়েছে।

অত:পর, যে লক্ষ্য হাসিলের অংগীকারে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়ে বাংলাদেশ অর্জন করেছিল সেই বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে সাবেক পাকিস্তানী রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার তথা অংশীদার এবং ফান্ডের শর্তে এবং দি ফান্ডের লর্ডশীপের দুনিয়ায় এটিই স্বাভাবিক। সুতরাং- সদস্য রাষ্ট্রের কাঠামো-নীতি এমনকি সরকার পদ্ধতি ইত্যাদি পরিবর্তনে সক্ষম ও সফল সংগঠন - আই.এম. এফ যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কার্যত নিয়ন্ত্রক ও প্রকৃত পরিচালক এবং মুল ব্যবস্থাপক তাতে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ রাখেনি খোদ ফান্ড ।

দি ফান্ডের অনুরূপ কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণে অনুচ্ছেদ-২৩ এর ২নং সেকসনের (এ) ও (বি) -তে বর্ণিত আছে ফান্ডের সদস্য যদি ফান্ডের প্রতি যে সকল বাধ্যবাধকতা চুক্তিপত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্থিরকৃত আছে সে সকল বাধ্যবাধকতা পুরণে ব্যর্থ হয় তবে ঐ সদস্যের স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস স্থগিত করা হবে। এমত হেতুবাদে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে "পাটখাত সংস্কার ঋণ কর্মসূচী-১৯৯৪" এর প্রতিশ্রুত ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমুদয় অর্থ ছাড় করে নাই। অথচ, উক্ত কর্মসূচির কারণেই বাংলাদেশের পাট ও পাট শিল্প -ধ্বংসের প্রায় শেষ সীমায় নিপতিত হয়েছে। অনুরূপ অভিজ্ঞতার হেতুবাদে বাংলাদেশের সরকারে আসীন সকলেই পাটমন্ত্রী শাহজান সিরাজ সাহেবের মতো সাংবিধানিক শপথ নয়, অনুগত থাকেন বটে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের প্রতি। ফান্ডের

কর্তারা এবং ফান্ডের লারজেষ্ট শেয়ার হোল্ডারদের কূটনীতিক বা সরকারী আধিকারিকরা যখন-তখন সরকারী দফতরে-মন্ত্রী ও রাজনীতিকদের ভবনে যাতায়ত করেন-খোঁজ খবর নেওয়ার ছুতায় দেশের প্রায় সকল বিষয়ে নছিহৎ-মতামত জ্ঞাপন করা সহ কখনো কখনো হুমকি-দামকি প্রদান করে থাকে প্রকাশ্যে মিডিয়ায় তাওতো ঐ চুক্তিরই বলে।

তাছাড়া, বাংলাদেশের পাট শিল্পের সংকটের কারণ ও শ্রমিকদের মজুরি না পাওয়ার সমস্যা সৃষ্টির বহুবিধ কারণ থাকলেও ফান্ডের শর্তে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও বেসরকারীকরণ যে মূল কারণ তা নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের পাটখাতের সমস্যা-সংকট ও সমাধানে গঠিত- পাট ও পাট শিল্প গণকমিশনের সেপ্টেম্বর-২০০৮ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে ।

অত:পর, দি ফান্ড চাইলে বাংলাদেশের পাট শিল্প সচল থাকবে অথবা বন্ধ ও সংকটাপন্ন হবে, মুজুরি পাওয়ার পরিবর্তে গুলি খাবে পাটকলের শ্রমিক এবং প্রধানমন্ত্রী বিশেষ পাট শিল্প বিষয়ে নির্বাচনী ইস্তাহারে যাহাই বলুক না কেন দি ফান্ড না চাইলে পুনরুৎজ্জীবত হবে না বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট ও রুগ্ন পাটশিল্প, ব্যতিক্রম নয় অন্যান্য শিল্প-সেবা খাত।

সুতরাং, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানে লগ্নি পুঁজির বৈশ্বিক ভান্ডার ও পাহারাদার বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের দুনিয়াজোড়া বেষ্টনী ও বন্ধন ছিন্ন ও ভংগ করার বৈশ্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে কেবলই দেশ বিশেষের রাষ্টিক ক্ষমতা দখল বা সরকারে অংশগ্রহণ করে জাতীয় শিল্পের বিকাশ বা তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা যেমন সোনার পাথর বাটি তুল্য বিষয় তেমন শুধু কল্পনাবিলাসীতাই নয় বরং হয় তা, অজ্ঞতা ও মূর্খতা না হয় ভন্ডামি ও স্বার্থান্ধতা ।

"জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে যে ফিনান্স অভিজাতের শাসন চলছিল, তাদের দেবালয় ছিল ব্যাংক। সরকারী ক্রেডিটের ওপর যেমন বুর্জোয়া শাসন, বাণিজ্যে ক্রেডিটের ওপরেও তেমনি ব্যাংকের শাসন। " ফ্রান্সের রাজনৈতিক আন্ত:বিরোধ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব বা পুঁজিওয়ালাদের পারস্পারিক দখল-বেদখলী প্রক্রিয়ায় ব্যাংক পুঁজির আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা প্রসংগে- " ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ " এ উপরোক্ত চিত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন মার্কস। অত:পর, সমগ্র দুনিয়ার দেবালয়- দি ফান্ডের মর্যাদা, ক্ষমতা -এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি হুবুহু উল্লেখ করাই শ্রেয় -

" Article ix-Status, Immunities, and Privileges

Section 1. Purpose of Article-

To enable the fund to fulfill the functions with it is entrusted, the status, immunities, and privileges set forth in this Article shall be accorded to the Fund in the territories of each member.

Section2. The Fund shall possess full juridical personality, and in particular.the capacity:

(i) to contract;
(ii) to acquire and dispose of immovable and movable property;
(iii) to institute legal proceding.

Section 3. Immunity from judicial process-
The Fund, its property and its assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract.

Section 4. Immunity from other action-
Property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search,requisition,confiscation , expropriation, or any other form of seizure by executive or legislative action.

Section 5. Immunity of archives-
The archives of the Fund shall be inviolable.

Section 6. Freedom of assets from restrictions -
To the extent necessary to carry out the activities provided for in this Agreement, all property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls, and moratoria of any nature.

Section 7. Privilege for communications -
The official communications of the Fund shall be accorded by members the same treatment as the official communications of other members.

Section 8. Immunities and Privileges of officers and employees-
All Governors, Executive Directors, Alternates, members of committees, representatives appointed under Article xii , Section 3 (j), advisors of any of the foregoing persons, officers, and employees of the Fund.

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives this immuniy;
(ii) not being local nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements, and national sevice obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the respresentives, officials and employees of comparable rank of other members; and
(iii) shall be granted the same treatment in respect of traveling facilities as is accorded by members to representatives, officials , and employees of comparable rank of other members.

Section 9. Immunities from taxation-

(a) The Fund , its assets, property, income, and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be immune from all taxation and from all customs duties. The Fund shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.
(b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Fund to Executive Directors, Alternates, officers, or employees of the Fund who are not local citizens, local subjects,or other local nationals.
(c) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
  (i) Which discriminates against such obligation or security solely because of its origin;or
  (ii) If the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued , made payable or paid,or the location of any office or place of business maintained by the Fund.

Section 10. Application of Article-

Each member shall take such action as necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own

law the principals set forth in this Article and shall inform the Fund of the detailed action which it has taken.”

অত:পর, দি ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা-উদ্যোক্তরা জানতেন যে, ফান্ডের কাজ-কর্ম কোন কোন দেশে অপরাধ হিসাবে গণ্য বা তদ্রুপ বিবেচিত হবে অথবা কোন কোন দেশের সংবিধান-আইন ইত্যাদি উপযোগী নয় ফান্ডের শর্ত বাস্তবায়নে অথবা প্রতিবন্ধক হতে পারে সদস্য বিশেষের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষের অনুসৃত চিরাচরিত প্রথা ইত্যাদি তাই মহাক্ষমতাধর লগ্নিপুঁজির হুকুম পালনে তথা ফান্ডের সদস্য হতে হলে বিসর্জন দিতে হবে সদস্য রাষ্টের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা নয় এমকি খোদ সংবিধানও এবং প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যক মতো দি ফান্ডকে তদমর্মে দিতে হবে অব্যাহতি-এবং নিশ্চিত করতে হবে দি ফান্ডের সুপ্রিম কর্তৃত্ব -ক্ষমতা ইত্যকার বিষয়াদি যা উল্লেখিত হয়েছে অত্র অনুচ্ছেদে অর্থাৎ সকল সদস্য রাষ্ট্রই কবুল করতে হবে লর্ডশীপ অব দি ফান্ড । এবং

তদমর্মে গৃহীত সকল বিধি-ব্যবস্থা বা প্রণীত আইন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে যথারীতি অবহিত করতে হবে ফান্ডকে। যদিচ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ এ বর্ণিত আছে “ জনগণের পক্ষে সেই সকল ক্ষমতা কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তত্বে কার্যকর হইবে।” এবং অনুচ্ছেদ-২৬ এ বলা আছে রাষ্ট্র সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের “সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না, ” অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানই সুপ্রিম ল’ বা উল্লেখিত অনুচ্ছেদদ্বয় দ্বারা অপরাপর কোন আইন-বিধান বা চুক্তি নয় কেবলমাত্র, বাংলাদেশের সংবিধানের সুপ্রিমেসী সুনিশ্চিত করা হয়েছিল।

কিন্তু, দি ফান্ডের উক্ত ১০ নং অনুচ্ছেদ মতে ইতোমধ্যে মৌলিক অধিকার ও জনগণের ক্ষমতা সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানের “ না” কে অস্বীকার-অকর্যকর করে যথারীতি রাষ্ট্রীয় মুলনীতি বিরোধী সংশোধনী সহ আইন-নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করতে হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে এবং ভবিষ্যতে ফান্ডের প্রয়োজন হলে অনুরূপ আরো নতুন নতুন আইন করতে দায়বদ্ধ বটে “স্বাধীন”-“সার্বভৌম” বাংলাদেশ ।

অত:পর, বাংলাদেশ রাষ্ট, যেটি গঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানমুলে বলে দাবী করা হয় সেই রাষ্ট্রটি যে আর সেরূপ রাষ্ট্র বিশেষ নাই তাওতো নিশ্চিত । কাজেই, কেবলমাত্র প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্ববলে রাষ্ট্রটি যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে না তাও প্রমাণিত। সুতরাং, দি ফান্ডের সদস্য হিসাবে অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ-অবকাশ নাই বলেই পাটমন্ত্রীরা বাংলাদেশের সংবিধান রক্ষণ-সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের শপথ নিলেও কার্যত সকল সাংবিধানিক শপথকারী রক্ষণ-সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করছেন বাংলাদেশের সংবিধান নয় বরং, দি ফান্ডের চুক্তিপত্র।

অনুরূপ কর্ম করছেন বটে ঋণদাস সকল রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা বলেই ফান্ডের কেবলমাত্র উক্ত অনুচ্ছেদ মুলে সমগ্র দুনিয়ায় ফান্ডের একচ্ছত্র এখতিয়ার-ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে বিধায় লগ্নিপুঁজির মহাভান্ডার দি ফান্ডের ঋণদাস সদস্য সকলেই কেবলই ঋণ প্রদানকারী মহাপ্রভু "দি ফান্ডের" চাহিদামতো উদ্বৃত্ত মুল্য পাচারকারী ও তদমর্মে ফান্ড কর্তাদের হুকুম-নির্দেশ মতো নিজ নিজ সীমায় শ্রমিকশ্রেণীর উপর নিপীড়ন-নির্যাতনকারী এক ডিজিটাল যন্ত্র বিশেষমাত্র । সুতরাং, রাষ্ট্র নয়, বরং দি ফান্ডই- সদস্য রাষ্ট্রের অর্থনীতি-রাজনীতি ও সংবিধান-আইন ইত্যকার বিষয়ে হুকুমদাতা-নিয়ন্ত্রক এবং রক্ষক হেতু কার্যত সকল রাষ্ট্রই হারিয়েছে নিজ নিজ স্বাধীনতা-সর্বভৌমিত্ব বলেই বাংলাদেশ সহ ফান্ডের সদস্য সকল রাষ্ট্রের সংবিধান নয়, বরং সকলের জন্য সুপ্রিম ল' হচ্ছে বটে দি ফান্ডের চুক্তিপত্র হেতু উক্ত চুক্তিপত্র মুলে দি ফান্ড হচ্ছে- ওয়ার্ল্ড লর্ড।

বাংলাদেশে যে কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করলে এমনকি মুদিদোকানী হতে ব্যাংকার প্রত্যেককেই নিদেনপক্ষে ট্রেড লাইসেন্স ফি দিতে হয়, প্রযোজ্য মতো মুল্য সংযোজন কর এবং প্রোপাইটার ও কর্তা-অধিকর্তাগণকে আইন দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগত আয় কর প্রদান করতে হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে-রাষ্ট্রের নিকট আইনের আশ্রয়লাভ ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার এবং অনুচ্ছেদ ২৭ এ বলা আছে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের সমান অধিকারী; এবং অনুচ্ছেদ ১৯ দ্বারা নিশ্চিত করা আছে "মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য "এবং "সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট" থাকবে ।

অত:পর, ব্যক্তিখাতকে প্রসারিত-বিকশিত করার নিমিত্তে কোন চুক্তিপত্র মুলে কোন ধরনের সংগঠন বা তদানুরূপ তৎপরতা চালানোর সুবিধা প্রদানের সুযোগ সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নাই বা অনুরূপ চুক্তিমুলে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার সুযোগও নাই ।

তাছাড়া, বিদেশী নাগরিক হলেও সাময়িকভাবে বাংলাদেশে বসবাসকারীও মৌলিক অধিকারের সুবিধাভোগী গণ্য বটে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩২ মুলে। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিকগণ হতে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বা তদানুরূপ অধিকার ভোগ করার সুযোগ বিদেশী কোন নাগরিক বা কোন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অত্র সংবিধানমুলেই নাই। অথচ, দি ফান্ড লগ্নী পুঁজির কারবারী হয়েও এবং তদ্রুপ লেন-দেনে নিয়োজিত থেকেও ফান্ড বা ফান্ডের কর্মকর্তা কেউই কোন প্রকার ট্যাক্স-লেবি দিবে না বা দিতে হবে না । দেশী মানুষ নিরাপত্তা লাভ করুক বা না করুক অত্র চুক্তিভুক্ত বা সদস্য রাষ্ট্র বলে বাংলাদেশ- দি ফান্ডের কর্মকর্তাসহ ফান্ডের সকল সহায়-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানে কড়া পুলিশী প্রহরা নিশ্চিত করে বলেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীরাও হামলা-আক্রমনের শিকার হলেও বিশ্বব্যাংক-আই. এম.এফ বা উহাদের কর্তাগণ কেউ কখনো চোরা-গুপ্তা হামলার শিকার হয়েছে এমন সংবাদ প্রচারিত হয়নি।

উপরন্ত ব্যবসা করবে, বসবাস করবে, মৌলিক অধিকারসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু সরকারকে কর দিবে না বা দায়বদ্ধ থাকবে না দি ফান্ড।

অত:পর, দেশী লোকের অর্থাৎ দেশীয় পুঁজিপতি ও সম্পত্তিবান যাদের,সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে রাষ্ট্র তারা যদি দি ফান্ড ও ফান্ড কর্তাদের তুলনায় কম সুযোগ-সুবিধা নিজ রাষ্ট্রের নিকট হতে পায় তাহলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষতো বটেই সম্পত্তিবান নাগরিকগণও সংবিধান বর্ণিত সমসুযোগের রাষ্ট্রিক নীতির সুযোগ-সুবিধা হতে যেমন বঞ্চিত-উপেক্ষিত হয়,তেমনি সংবিধানের এতদ্বিষয়ক ৩২ নং অনুচ্ছেদ মতো বাংলাদেশের সম্পত্তিবান নাগরিকগণও তুলনামূলক হারে সুনাম, সম্পত্তি বিষয়ে আইনানুগ ব্যবহার লাভের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়াসহ খোদ সম্পত্তিবানরাই অসাম্য-বৈরীতার মধ্যে নিপতিত হয়।

সুতরাং, করদাতা দেশী অপেক্ষা করমুক্ত বিদেশী যদি অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তবে কেবলমাত্র সংবিধানই লংঘিত হয়, তাহাই-ই নয়, উপরন্ত সুযোগের স্বাধীনতার মাত্রাতো ওদেরই বেশী এবং বিদেশীরা বা বৈশ্বিক ফিনান্স পুঁজিওয়ালারা যদি বর্ণিত রূপ নিস্করের সুযোগ-সুবিধা পায় তবে শ্রমজীবী মানুষতো নয়ই এমনকি বাংলাদেশী পুঁজিপতিদের বা পুঁজিবাদীদের দেশ স্বাধীন করার হেতুবাদ কার্যকর থাকে কি ?

এযুক্তি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন তেমন অন্যান্য ঋণদাস রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য, পুঁজির চরিত্রই তাই। পুঁজি কখনো সমসুযোগ-সমপরিমাণে প্রত্যেককে দিতে পারে না । আবার, উপনিবেশিক পুঁজির ছত্রছায়ার বা উপনিবেশিক পুঁজির শর্তে ও স্বার্থে যেমন উপনিবেশগুলোতে পুঁজিপতিশ্রেণী জন্ম ও বিকশিত হয়েছে এবং একটা পর্যায়ে উভয় দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে পুঁজির নিয়মেই বিরোধ-বৈরীতা সৃষ্টি হয়েছিল বলেই তথাকথিত জাতীয় স্বাধীনতা-জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যকার রাজনৈতিক বোলচালের মাধ্যমে উপনিবেশভুক্ত পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদীরা নিজ দেশের জনগণকে স্বীয় কাতারভুক্ত করেছিল, যেমনটা জন্মলগ্নে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক জনসাধারণসহ শ্রমিকশ্রেণীকেও নিজ পক্ষভুক্ত করেছিল পুঁজিবাদ। কিন্ত সকল সময়েই পুঁজিবাদ বিশ্বাসঘাকতকতা ও বেঈমানি করেছে মিত্র পক্ষীয়দের সহিত। পরজীবীতার তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের জন্য -সাম্য, গণতন্ত্র ও ভাতৃত্বের কপট শ্লোগানধারী - নির্লজ্জ পুঁজিবাদ তাঁরই দ্বারা পরাজিত সামন্তবাদের সহিত হাত মিলিয়েছে-জোটবদ্ধ হয়েছে শ্রমিকশ্রেণীরই বিরুদ্ধে ।

একই ভাবে- উপনিবেশের স্বাধীনতার দাবীদার পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদ জাতীয় স্বার্থ, আইনানুগ সমতা বা বৈষম্যহীনতা বা আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান বা আইন-আদালতে সকলেরই আইনানুগ ন্যায় বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান ইত্যকার নানান মুখরোচক অথচ প্রতারণামুলক রাজনৈতিক স্বপ্ন দেখিয়ে নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবী মানুষ সহ ব্যাপক জনগণের সর্বাত্মক সমর্থন-সহযোগীতা ও প্রয়োজনে " মুক্তিযুদ্ধের" নামে জীবন বলিদান করাসহ সকল ধরণের ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণে বাধ্য করলেও তথাকথিত

স্বাধীনতা পওয়া মাত্রই নব্য স্বাধীন দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদীরা নির্বিঘ্নে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণের সুযোগ নিশ্চিতকরণার্থে যতদ্রুত সম্ভব হাত মিলায় সাবেক প্রভু যুগপৎ শত্রু উপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত। অনুরূপ কার্য সাধনে নিজ দেশীয় " মুক্তিযোদ্ধাগণকে" ফাঁসিতে ঝুলাতেও লজ্জিত হয় না নির্লজ্জ পুঁজিপতিরা।

ভারত,পাকিস্তান,বাংলাদেশ সহ উল্লেখিত রূপ স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান, বিচার বিধি ও বিচার পদ্ধতি, কৃষি ও শিল্প নীতি , বিনিয়োগ নীতি, শ্রম আইন ও শিল্প সম্পর্ক বিধি-বিধান সহ স্বাধীনতা পরবর্তীকালের দলন-পীড়নের নির্মম ইতিহাস উক্ত বক্তব্যের সত্যতা-যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। তদপুরি, জন্মশর্তেই ভারত-পাকিস্তান সদস্য হয়েছে বৃটিশ রানীর কর্তৃত্বাধীন কমনওয়েলথের এবং বাংলাদেশ- শর্ত না থাকলেও কমনওয়েলথ সহ পাকিস্তানের হোস্টেটেড ও.আই.সি'র সদস্য। বলিভিয়া সহ ল্যাটিন আমেরিকার অপরাপর দেশগুলো বা কেনিয়াসহ আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর চিত্রও একই।

অত:পর, জন্ম বজ্জাত পুঁজি স্বীয় প্রতারণা ও প্রতিযোগীতামূলক চরিত্রের জন্যই যখন প্রয়োজন হয় তখন শ্রমিকশ্রেণীকেও নিজের সংগী করতে যতপ্রকারের মিথ্যা-জালিয়াতি ও জুচ্চোরী করতে হয় ততোপ্রকারেই তাই তাই যেমন করে তেমন পুঁজির সঞ্চয়ন ও সঞ্চালনে পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ-বৈরীতা ও যুদ্ধ লিপ্ত হতে পিছপা যেমন হয় না তেমন বিশ্বজয়ী ও বিশ্ব দখলদার পুঁজি ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতার বাইরে অবস্থান করার সুযোগহীনতায় অর্থাৎ পুঁজির চরিত্র ও ধর্মানুযায়ী সাবেক প্রভু   বা আরো অধিকতর কেন্দ্রীভূত পুঁজির কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হতেই হয় তেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে সকল পুঁজিবাদীরাই পুঁজির আধিক্য বজায় রাখতে উক্ত দি ফান্ড গঠন ও তদাধীনে পুঁজির সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে সকল রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ সংবিধান ইত্যাদি জলাঞ্জলি ও বিসর্জন দিয়ে কেবলই দি ফান্ডের চুক্তিপত্রকেই কার্যত সুপ্রিম ল' হিসাবে গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানমুলে বাংলাদেশের প্রত্যেকে বাংলাদেশের সংবিধানের অধীন এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্বপালনকালীন ফৌজদারী মামলার দায় হতে অব্যহতি প্রদান করা হলেও গুরুতর অপরাধ বা সংবিধান লংঘনের দায়ে তাঁকেও অভিশংসন করা যায়। কিন্তু চুক্তিপত্রের সেকসন ৮ অনুযায়ী মহাপ্রভু দি ফান্ডের কর্মকর্তাগণকে তাদের মহাজনী কারবারের জন্য কোন প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থার মধ্যে নেওয়া যাবে না এবং তাদেরকে নির্বিঘ্নে ভ্রমণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে বাংলাদেশকেই। সুতরাং-***বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, না দি ফান্ড কর্মকর্তা, কে বেশী ক্ষমতাধর ও অধিকতর সুযোগ-সুবিধাভোগী ?***

বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ-৪৭।(১) (ক) দ্বারা নিশ্চিয়তাকৃত আছে যে, রাষ্ট্র "কোন সম্পত্তি বাধ্যতামুলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা" করতে পরবে। অথচ, ফান্ডের ৬ নং সেকসন দ্বারা ফান্ডের সকল সহায়-সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের অনুরূপ কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার হতে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং ৪ নং সেকসন দ্বারা দি ফান্ডের সম্পত্তিকে

আইনানুগ বা নির্বাহী আদেশ দ্বারা সন্ধান-অনুসন্ধান, তদন্ত- তলব এবং আটক বা অবরোধ করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে ।

অত:পর, দি ফান্ড তার সহায়-সম্পত্তি ও কর্তৃত্ব নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ২নং অনুচ্ছেদ দ্বারা নির্দিষ্টকৃত সীমায় বসবাস করবে অথচ, ফান্ডের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদ অকার্যকর থাকবে বলে কার্যত অত্র সেকসন বলে দি ফান্ড বাংলাদেশের সাংবিধানিক সীমার মধ্যেই বাংলাদেশের সাংবিধানিক ক্ষমতা-এখতিয়ার মুক্ত থাকবে বিধায় কেবলমাত্র উক্ত সেকসনের হেতুবাদেই বাংলাদেশ স্বীয় সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগে অক্ষম ও কর্তৃত্বহীন গণ্যে হয়েছে হেতু এতদমর্মে বাংলাদেশের সাংবিধানে ঘোষিত সার্বভৌমিত্ব রক্ষিত হয় নাই এবং সেকসন ৫ দ্বারা ফান্ডের মহাফেজখানাকে "অলংঘনীয়" করার মাধ্যমেও বাংলাদেশের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব রক্ষিত হয় নাই বলেই অত্র চুক্তিপত্র সহি-সম্পাদন করার মাধ্যমে কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমিত্ব বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকার সুযোগ নাই। অনুরূপ অন্যান্য তথাকথতি স্বাধীন দেশেরও সার্বভৌমিত্ব বলে কিছুই থাকার সুযোগ নাই যারাই সদস্য বটে ***দি গ্রেট লর্ড-*** দি ফান্ডের।

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১১ অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের রায় "অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয়" এবং অনুচ্ছেদ-৯৮(১) অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত বিধায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২ দ্বারা নির্ধারিত সীমানায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারিক এখতিয়ার সংবিধানমূলে নির্দিষ্ট করা আছে। জনগণের পক্ষে কেবলমাত্র সংবিধানের কর্তৃত্বে আইন প্রণয়নকারী-আইনসভার সুপ্রিমেসী বহাল রাখতে সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদ মতো সংসদের কার্যধারা আদালতের এখতিয়ার ও আওতা মুক্ত হলেও সংসদে প্রণীত আইন কিন্তু তুল্যকরণে অক্ষম নয় সুপ্রিমকোর্ট এবং রাষ্ট্রপতি সমেত নির্বাহী বিভাগের আদেশ বা অধস্তন আদালতের আদেশ বাতিলে উচ্চতর আদালত ক্ষমতাবান এবং বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তি (প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও ব্যক্তির আওতাভুক্ত) তিনি হতে পারেন সম্পত্তিহীন বা সম্পত্তিবান ,দেশী বা বিদেশী যে কেউ বাংলাদেশের আইন ভংগে-অমান্যে বা তদ্রুপ কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আদালত তদমর্মে প্রতিকার ও প্রতিবিধান করতে আইনানুগভাবে ক্ষমতাবান।

অথচ, দি ফান্ডের উল্লেখিত সেকসন- ৩ দ্বারা ফান্ড ও ফান্ডের সহায়-সম্পত্তিকে বাংলাদেশের বিচারিক প্রক্রিয়া হতে মুক্ত রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের এখতিয়ার-ক্ষমতা ও কর্তত্বকে গুরুত্বহীন, অস্বীকার ও অকার্যকর করা হয়েছে বিধায় বাংলাদেশের জনগণ সহ দেশের নির্বাহী বিভাগের যে কোন ব্যক্তি বা সকল ব্যক্তি/কর্তৃত্ব তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্র অপেক্ষা দি ফান্ডকে অধিকতর ক্ষমতাবান-শক্তিশালী গণ্য করার মাধ্যমে দি ফান্ডকে অত্র চুক্তিমুলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উর্দ্ধে অবস্থানকারী ও বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্টেরও বিচারিক ক্ষমতা-এখতিয়ারমুক্ত বা বাংলাদেশের সকল আইন-আদালতের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক মহা ক্ষমতাধর কর্তত্ব ও কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকৃত ও তদমর্মে স্বীকার ও গ্রহণ করা হয়েছে হেতু কেবলমাত্র দি ফান্ডের উক্ত ৩ নং সেকসন দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধান, আইন-নির্বাহী ও বিচার বিভাগতো বটেই মূলত জনগণের

ক্ষমতাকেও অস্বীকার করা হয়েছে বিধায় বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান সমেত সকলকেই দি ফান্ডের অধীনস্ত করা হয়েছে ।

সর্বোপুরি, আলোচ্য নিবন্ধেই আলোচিত হয়েছে যে, দি ফান্ডের উদ্দেশ্য হাসিলে ফান্ড বাংলাদেশের মুদ্রামান নির্ধারণ, পলিসি ও আইন পরিবর্তন এবং এমনকি সাংবিধানিক রাষ্ট্রায়ত্তখাত বিলোপের মাধ্যমে রাষ্ট্রিক নীতি-কাঠামো পরিবর্তন ইত্যকার যাবতীয় বিষয়াদিতে ঋণের শর্তে হস্তক্ষেপ-নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি এবং **নজরদারী-খবরদারী ও কঠোর তদারকী করতে সক্ষম;** এবং

চুক্তিমুলে দি ফান্ড বহুবার অনুরূপ হস্তক্ষেপই শুধু করেনি বরং স্বাধীনতার ঘোষণা মুলে বাংলাদেশের জন্ম অংগীকার ও উদ্দেশ্য যথা- "সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার সুনিশ্চিতকরণার্থে " সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রীয় মুলনীতি "সমাজতন্ত্র", ধর্মনিরপেক্ষাতা" ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ পরিবর্তন ও বিলোপ করে দিয়েছে; এবং

ভবিষ্যতেও যখন-যেরূপ প্রয়োজন দেখা দিবে বাংলাদেশের সংবিধান সমেত চলতি আইন-নীতি ও বিধি-বিধানের সেরূপ বিলোপ-পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে সক্ষম হেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাত নিয়ে গঠিত জনগণের মৌলিক অধিকারভুক্ত সম্পত্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্তখাতের বিনাশার্থে - সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ মতে তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত গণ্যে "আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা"-কে প্রধান খাতে পরিণত করা সহ অপ্রতিহত ও অপ্রতিদন্দ্বি খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা, বিকাশ ও তদ্রুপ আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা রক্ষণ ও লালন-পালনে প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা সমেত আইন ইত্যাদি প্রণয়ন ও কার্যকরণ এবং তদমর্মে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট ও প্রাইভেট ক্যাপিটেলের অবাধ প্রবেশ ও গমনাগমনের উদ্দেশ্য ও শর্তাদিযুক্ত "দি ফান্ড" এর সদস্য হওয়ামাত্র সংবিধান বর্ণিত রাষ্ট্রিক মুলনীতি বিসর্জন দিয়ে ও সংবিধানকে অমান্যে দি ফান্ডের নীতি-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কার্যত ও প্রকৃতপক্ষে দি ফান্ডের স্রেফ লোকাল এজেন্ট বনে তথা ক্রীতদাসের অধম ঋণদাসে পরিণত হওয়ার পর উক্ত মহাপ্রভু "দি" ফান্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করার সামান্যতম কুযুক্তিও থাকতে পারে না।

এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের অংগ রাজ্য-রাষ্ট্রগুলো যে পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ বা নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরণে- সংবিধানমূলেই ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্ববান দি ফান্ডের অত্র চুক্তিপত্রে সহি-স্বাক্ষর সম্পাদনের পর নিদেনপক্ষে সেই পরিমাণ ক্ষমতা-কর্তৃত্বও বাংলাদেশ নিজের জন্য অবশিষ্ট রাখতে পারেনি। বরং, বলা চলে এককেন্দ্রীক বাংলাদেশের জেলাগুলো যেভাবে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও কার্যকরণে হুকুম-নির্দেশিত তেমনই বা তদ্রুপ বৈশ্বিক পরিসরে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কর্তৃত্ব - দি ফান্ডের জেলা ইউনিট বৈ বাংলাদেশের আর কোন ষ্ট্যাটাস স্বীকৃত ও কার্যকর নয় । দি ফান্ডের সদস্য অপরাপর ঋণদাস রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই সত্য -বক্তব্য প্রযোজ্য। সুতরাং- দি ফান্ডই হচ্ছে বিশ্বের সকল পুঁজিবাদীর যেমন তেমন সদস্যভুক্ত সকল রাষ্ট্রের

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক-পরিচালক ও রক্ষক হেতু সমপরিমানে সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমিত্ব হরণ-ক্ষুন্ন ও বিনাশকারী বলেই পুঁজিবাদীরা তাঁদের এত্তোদিনকার ' আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার', ইত্যকার সকল ভুয়া-কৃত্রিম রাজনৈতিক বুলি পরিহার করে ১৯৯৫ সাল হতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় শাসিত হওয়ার সুবাদে কেবলই বিশ্বায়নের ধুয়া ছড়াচ্ছে।

বাংলাদেশের ব্যাংক ইত্যাদি পাওনা আদায়ে ঋণ খেলাফির সহায়-সম্পদ ইত্যাদি সরাসরি দখল-বেদল করতে অযোগ্য বিধায় তদমর্মে আশ্রয় নিতে হয় আদালতের। এমনকি ব্যাংক চেক ডিস-অনার হলেও হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন,১৮৮১,ধারা-১৩৮ এর সংশোধিত হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-১৯৯৪ এর ধারা-১৪০ এর ২(এ) এর (বি) মতে-আইনগত নোটিশ প্রদান সাপেক্ষ আদালতের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হয়।

অথচ, উপরোল্লেখিত সেকসনগুলো মতে- দি ফান্ড নিজেই বিচারিক ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃত্ব বিধায় উক্ত ক্ষমতাবলে ফান্ড সদস্যদের ভূখন্ডে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল-বেদখলে , আইনী প্রক্রিয়া গঠনে ও চুক্তি বিষয়ে সিদ্ধান্তকারী বটে। অত:পর, পাওনা আদায়ে -অভিযোগকারী, সাক্ষ্য প্রদানকারী, বিচারকারী ও বিচারের রায় কার্যকরীকরণে পুলিশ দায়িত্ব পালন সহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদনকারী বটে "দি ফান্ড"। ফলে -একই দেহে এত রূপ ও এত্তো ক্ষমতার সম্মিলন এবং সম্মিলিত ক্ষমতার কার্যকরণে এতোটামাত্রার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব -বিশ্বের ইত:পুর্বেকার আর কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঘটে নাই বা আরোপিত হয়নি ।

তাছাড়া- যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিচারপতি নিজ নিজ কাজের জন্য আইনত জবাবদীহি করতে বাধ্য। কিন্তু, অপরাধ না করলে অব্যাহতি চাওয়া বা দায়মুক্তির আবেদন করার প্রয়োজন নাই দুনিয়ার সর্বাধিক কম ক্ষমতার ব্যক্তিটিওর বা তদমর্মে ঐ ধরণের ব্যক্তি বিশেষের অগ্রিম রেয়াত চাওয়া বা দায়মুক্তি আবেদন করার প্রশ্ন অবান্তর । তবে, যে সকল ক্ষমতাধর বুঝতে পারে যে, তাঁর কর্মটি অপরাধজনক বা অপরাধতুল্য তবু ঐ রকম দুস্কর্মকারী ক্ষমতাবান ব্যক্তি গয়রহ নিজ নিজ ক্ষমতা বলে স্বীয় দুস্কর্মের প্রতিফলভোগীর নিকট হতে নানান বাহানা ও ছলনায় আগাম ক্ষমা মাংগার নজির শ্রেণী বিভক্ত সমাজের প্রারম্ভ হতে সাম্প্রতিক নজিরেও ভরপুর। অনুরূপ দি ফান্ড প্রতিষ্ঠাকারীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ক্ষমতায় সমগ্র দুনিয়াকে নিজেদের কেন্দ্রীভূত পুঁজির অধীনস্তকরণে- দি ফান্ডের মাধ্যমে বর্ণিতরূপ দুস্কর্ম অর্থাৎ সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ-ক্ষুন্নকরণ সহ মুদ্রানীতি, আর্থ-রাজনীতি বা সংবিধান ইত্যাদি পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা বিলোপকরণ ইত্যাদি যা, বুর্জোয়া আইন-জুরিস্প্রুডেন্সেই দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য তাওতো জানতো ।

তাই, দি ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা- পুঁজিবাদী বিশ্ব গুন্ডারা তদমর্মে ফান্ডের বলা ভালো নিজ নিজ গুন্ডামির দায় ও অপরাধের দন্ড হতে রেয়াত পেতে দি ফান্ডের চুক্তিপত্রে বর্ণিত সেকসনগুলো দ্বারা উক্তমর্মে ফান্ডের যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য আগাম রেয়াত বা অব্যাহতি বা দায় মুক্তির বিহীতাদি সম্পন্নকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।

অত:পর, দায়মুক্তি বা অব্যহতি চাওয়া ও পাওয়া বিষয়ে দি ফান্ডের চুক্তিপত্রের উল্লেখিত সেকসন দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে দি ফান্ড দুস্কর্মকারী বা দন্ডযোগ্য অপরাধী। অথচ,স্বস্বীকৃত দুস্কর্মে দন্ডযোগ্য অপরাধী হলেও পুঁজিবাদী গোলামদের মহা পভু "দি ফান্ড"-জবাবদিহীতা ও দন্ডাদির দায়-দায়িত্ব হতে উক্ত চুক্তিমুলে কেবল মুক্তই নয়, বরং দি ফান্ডের বিবেচনায় তদীয় স্বার্থের হানিকারী গণ্যে যেকোন ঋণদাস রাষ্ট্রকে উপযুক্ত দন্ডবিধানে দি ফান্ডই একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বটে।

সুতরাং, ছোট-বড় তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষের জনকরভোগী অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য ভোগী রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী গয়রহ যাঁরা, নিত্য 'আইনের শাসন', ও ন্যায় বিচার নিশ্চিতিকরণে গালভরা বুলি,ভাষণ-বাণী প্রদান করে থাকেন, তাঁরা কোনক্রমেই ঘোরতর অপরাধের দায়েও মহামান্য দি ফান্ডের দন্ডদানে উপযুক্ত কর্তৃত্বমুলক বা ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী নয়। বিপরীতে- দি ফান্ডের সহিত চুক্তিভংগে ফান্ডের বিবেচনা মতো দন্ড পেতে হয়-হবে তাদেরকেই, অর্থাৎ দি ফান্ডের সদস্য রাষ্ট্রের বেচারা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী বা তাদের তল্পীবাহকগণকেই ।

কাজেই, ফান্ড সদস্য ঋণদাস রাষ্ট্রের নিজ নিজ জনগণের মহামাতুব্বর রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীকুল প্রকৃতই দি ফান্ডের লোকাল এজেন্ট বৈ স্ব স্ব রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ক্ষমতাধারী নয়, বরং ব্যাংক-ফান্ডের চুক্তিপত্র মূলে তাবৎ ঋণদাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী সমেত সমগ্র দুনিয়ার গোলামকুল অর্থাৎ বিশ্বের সকল পরজীবী তথা পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদীদের দেবালয় ও দেবতা বটে দি মাইটেষ্ট লর্ড -বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ।

প্রাচীন ভারতের ততোধিক প্রাচীন কবি বাল্মিকীর কাব্যিক নায়ক তথা রামায়নের রাম 'ঈশ্বর' হয়েও জানতেন না যে, তারই স্ত্রী সীতাকে অপরহরণ করবে রাজা রাবন অথবা সত্যি সত্যি রাবনের কামলিপ্সার শিকার হয়েছিল কি হয়নি সীতাদেবী। বাংলায় প্রথম মহাকাব্য ও সনেট রচয়িতা কবি মধুসুধনের রায়ে- নায়ক নয়, বরং নায়কের অযোগ্য ও ভয়ানক ভীতু বলেই কেবলই ঘটনার পিছু পিছু হেঁটেছেন ও তৎমতো বিচার করেছিলেন রাজকুমার রাম । কিন্তু, স্বীয় রায় কার্যকরণে অর্থাৎ সীতা উদ্ধারে - মানুষের অধম বন্য পশু হনুমান এবং দেবী দুর্গার সাহায্য নিতে হয়েছিল স্বয়ং রামকে । তবু, যুদ্ধে অযোগ্য-ভীরু , অযোদ্ধার রাজা রাম নিস্কৃতি পাননি নারী বিরোধী ভয়ংকর সামাজিক প্রথার রাহুকবল হতে বলেই স্বীয় স্ত্রী সীতার সতীত্ব পরীক্ষায় সম্মতি দিতে হয়েছিল খোদ রামকেই। ফলে- প্রিয়তমা-অনুগতা স্ত্রী সীতাকে চিরতরে হারিয়েছেন রাজ্যলোভী রাজনীতিক রাম । অন্যদিকে, লংকাপতি রাবনের দশ মাথা ছিল বটে কিন্তু ২০টি চোখেও দেখেননি বা জানতেন না তিনিও যে, তারই ভ্রাতা বিভীষণ রাজা হওয়ার লোভে অর্থাৎ নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে লংকা বিরোধী তথা রাবন বিনাশী কার্যতৎপরতা লিপ্ত হয়েছিল। ফলে- পরাজিত হলেন মহাপরাক্রমশালী রাজা রাবন ।

ক্রোনাস ও রেহার পুত্র, মাউন্ট অলিম্পিয়াকের শাসক, গ্রীক মাইথোলজির কিং অব গডস - জেউস ভয় পেতেন স্বীয় বোন কাম স্ত্রী হেরাকে বলেই জ্ঞান-বিচার ও যুদ্ধের দেবী

এথেনার মা-মেটিসকে নিজের কনর্সোট করেছিলেন গোপনে এবং সংগও দিতেন সংগোপনে। পরিণতিতে গর্ভবতী মেটিস সন্তান প্রসব করলে স্বীয় স্ত্রী কাম বোন হেরার নিকট হেনস্তা হওয়ার ভয়ে ও সাম্ভাব্য খারাপ ভবিতব্যের হেতুবাদে মেটুসের গর্ভজাত সন্তানকে ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছিল মেটুসের গর্ভজাত সন্তানের পিতা স্বয়ং গড জেউস। কিন্তু মাতা মেটিস সন্তানের জীবন বাঁচাতে যুদ্ধাস্ত্র সহ কন্যা এথেনাকে প্রেরণ করলেন জেউসের মাথায়, তাও টের পায়নি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত এবং সর্বক্ষমতার অধিকারী গড জেউস। পরিণতিতে-নিষ্ঠুর পিতাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে জেউসের কপাল ফেটে জন্ম নিল মেটুস-জেউস জুটির কন্যা দেবী এথেনা।

আবার খোঁড়া বটে তবে, গড জেউসের মন্ত্রী সভার সদস্য তথা গড অব টেকনোলজি, মেটালস এন্ড ফায়ার, মি: হেফাইসটাস নাকি নিজ গৃহে ধর্ষণ করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল কুমারী এথেনাকে। যদিও, হেফাইটিসের নির্গত বীর্য মাটির তলায় গোপন করেছিল স্বয়ং এথেনা। তবু, স্বীয় পিতা চীপ গড জেউসকে শায়েস্তা করতে সফল হলেও জেউসের দোষর বা গডাংশ বা স্মল গড পংগু হেফাইসটাসের বদমতলব ঘুনাক্ষরেও জানতে পারেনি দেবী এথেনা । তবে, চিরকুমারী এথেনার পালিত পুত্র ইরেকথিয়েস নিজ মায়ের নামেই এথেন্সের নামকরণ করেছিলেন। অত:পর, এটিও নিশ্চিত যে, ভয় না পেলে যেমন সুযোগের সদ্ব্যবহারে সংগোপনে কুমারী এথেনাকে ধর্ষণ করতে চাইতো না বলেই গড হেফাইসটাস ভয় পেতেন বটে কিং অব গডস জেউসকে। আবার, চীপ গড বা কিং অব গর্ডস হয়েও জেউসও জানতেন না বটে স্বীয় কন্যা এথেনার জন্ম ও নির্যাতিত হওয়ার খবর অথবা তাঁরই গোপন প্রণয়নী মেটিসের স্বীয় গর্ভস্ত কন্যাকে বাঁচানোর কৌশল।

রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রোমেলাসের গ্র্যান্ড ফাদার ও প্রাচীন রোমান ধর্মের কিং অব গডেস জুপিটারও জানতেন না তারই পুত্র ও তার অন্যতম মন্ত্রী-গড অব ওয়ার মি: মারস ধর্ষণ করেছিল জংগলবাসী সন্যাসী রেহা সিলভিয়াকে । ফলে জন্ম নিয়েছিল রোমেলাস ভাতৃদ্বয়। অত:পর, এটিও নিশ্চিত হয় যে,ভারত বা ইউরোপের রাজা ও গডগণও নিজ নিজ সীমায় ছিলেন না সর্বময়,সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক ক্ষমতাধর । তাদের অজ্ঞাতে সংঘটিত হতো অনেক কিছুই এবং বিচার-আচার বা রায় ইত্যাদি কার্যকরণে ছিল এখনকার রাষ্ট্র ইত্যাদির আদলে বিচারমন্ত্রীর বিচার বিভাগ, যুদ্ধ মন্ত্রীর দায়িত্বে যুদ্ধ বা লুন্ঠন ও দন্ডদান ইত্যকার বিষয়াদি।

কিন্তু, দি ফান্ড জানেন না এমন কিছু নাই ধরিত্রীতে এবং ফান্ড কাউকে জবাবদিহী করতে হয় না, ফান্ডের দোষত্রুটি বা পাপস্খলনে সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় না, ফান্ড দোষীকে দন্ডদান ও দন্ডকার্যকরণে কারো মুখাপেক্ষি বা দারস্ত হতে হয় না। অত:পর, ভূমন্ডলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমারেখায় প্রভুত্বকারী তবে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সৃষ্ট বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বে ও নির্দেশে প্রণীত প্রাচীন রোমান ধর্ম বা গ্রীক মাইথোলজির কিং অব গডসরাও যে, দি ফান্ডের এখতিয়ার,ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ইত্যাদির তুলনায় একদম নগণ্য তাওতো নিশ্চিত হয় উপরোক্ত বিবরণী দ্বারা। কাজেই, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা কাল হতে বর্তমান কালের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় “ দি ফান্ড” এর মতো এতো সর্বব্যাপক ও সর্বব্যাপী এবং

সর্বাত্মকক্ষমতাধর কর্তৃত্ব কখনো পৃথিবীতে গঠিত হয়নি এবং হওয়ার সুযোগও ছিল না। সুতরাং, ১৮৪৮ সালে যে, ফিনান্স পুঁজি ক্ষমতা দখল করেছিল কেবল ফ্রান্সে সেই সর্বভুক ফিনান্স পুঁজিই দখল করেছে সমগ্র পৃথিবীটাই এবং তদমূলে জগতের মুখ্য দেবতা বটে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার অংগীকারের অধিবেশন তথা ১ জানুয়ারী ১৯৪২ সালে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে তদমর্মে অংগীকারকারী ২৬ দেশের সরকারী প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এফ.ডি. রুজভেল্টের প্রস্তাব মতো গৃহীত ডিক্লারেশন অব ইউনাইটেড ন্যাশনস এর ভিত্তিতে ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের প্রস্তাবিত সনদ প্রস্তুতিতে আবশ্যকীয় ভূমিকা ও বক্তব্য রেখেছিল- চীন,রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘ কনফারেন্সে জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয় এবং ২৬ জুন,১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশ কর্তৃক জাতিসংঘের সনদ স্বাক্ষরিত হয়।

অথচ, সনদের ১ নং অনুচ্ছেদ কার্যকরণ ও বাস্তবায়নে তথা বিশ্ব “শান্তি” ও “নিরাপত্তা” লাভে ইউরোপীয় ও মার্কিনীদের প্রণীত মানবাধিকার ভিত্তিক ও যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-রীতি ভংগ-লংঘন করে এমনকি বেসামরিক এলাকা ও জনবসতিতে হামলা-আক্রমন না করা সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান অস্বীকার ও অকার্যকর করে খোদ মাকিনী প্রেসিডেন্ট এইছ.এস.ট্রুম্যানের নির্বাহী আদেশে প্রতিপক্ষ জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগষ্ট আনুবিক বোমা হামলা করে নিমিশে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা ও বেসামরিক স্থাপনা ইত্যাদি ধ্বংস করার মাধ্যমে জাপানকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করেছিল যুক্তরাষ্ট ১৫ আগষ্ট ১৯৪৫ সালে। ফলে, সমগ্র দুনিয়ায় কবরের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো।

আনুবিক বোমার মাধ্যমে অনুরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল কমান্ডার যুক্তরাষ্ট্রকে দুনিয়ার সর্দ্দার গণ্যে চীন, ফ্রান্স, ইউ.এস.এস.আর, ইউ.কে ও ইউ.এস. এ সহ সনদ স্বাক্ষরকারী অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক জাতিসংঘ সনদ অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবরে জাতিসংঘ অফিসিয়ালি কার্যকারতা পায়। এহেন শান্তির- বিশ্বভান্ডার জাতিসংঘের শান্তি সনদ বাস্তবায়নে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ। তবে, ২য় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মান ও জাপান ইত্যাদি এখন জাতিসংঘের যেমন সদস্য তেমন ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডারের মধ্যে জাপান ও জার্মানী যথাক্রমে ২য় ও ৩য় অংশীদার বটে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের। কাজেই, পুঁজিবাদী সমাজ নিজেই যেমন নিজের শত্রু তেমন ধ্বংসের যেমন কারণ তেমন পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিই পুঁজিপতিকে পুঁজিশূন্য বা শ্রেণীচ্যুত করে বলেই কেন্দ্রীভূত পুঁজির পারস্পারিক দখল-বেদখলে বিরোধ ও বৈরীতা থাকলেও সমগ্রীকভাবে পুঁজিবাদ আবার কেবলই সাবজেক্টিভ বলে নিজেকে নিজে বিনাশ করতে চায় না বলেই যেকোন প্রকারেই কেবলই বেঁচে-বর্তে থাকতে চায় বলেই কেন্দ্রীভূত পুঁজির স্বসৃষ্ট মহাসংকট ঠেকাতে পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যকার প্রতিযোগী ও প্রতিপক্ষকে বাগে আনতে ও কেবলই যেকোন

প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া হয়ে দিগ-বিদিগ জ্ঞানশূন্য বন্ধ উন্মাদ পুঁজিবাদ প্রায় আট কোটি মানুষকে হত্যা করেছিল দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে।

অত:পর, এখন মিলে-জুলে বা জোটবদ্ধ হয়ে ফিনান্স পুঁজির তাবে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে পুঁজিবাদের ছোট ছোট তরফ সহ অন্যান্য অংশীদারকে এবং অতি অবশ্যই ছোট ছোট রাষ্ট্রের গন্ডীতে বন্দী-আবদ্ধ করে রাষ্ট্রিক শিকলে হাত-পা বেঁধে মুল শত্রু শ্রমিকশ্রেণীকে ভয়ানকভাবে ঠেংগাতে হবে দুনিয়ার সর্বত্র এবং একযোগে ও একক কমান্ডে এবং সর্বাধিক কার্যকরী পন্থায়, সর্বাধিক দ্রুততম সময়ে ও সকল রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার দ্রুততর সম্মিলন ঘটিয়ে। এমন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থার উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা এবং উপযুক্ত পাহারাদার মি: যুক্তরাষ্ট্র ফিনান্স পুঁজির অনুরূপ দানবীয় ক্ষমতাবলে দুনিয়ার সকল দেশ-রাষ্ট্রকে বন্দী ও শৃংখলিত করে এবং শৃংখলের শিকলটির নট বা রশি টেনে ধরার মাথাটি রেখেছে নিজ দখলে- মুলত এস.ডি.আরের ক্ষমতায় বলেই বিশ্ব পুঁজিবাদের মোড়ল আমেরিকাই প্রায় একক ক্ষমতাবলে ছাঁটাই- নিয়োগ করে থাকে দেশে দেশে তাদের অর্থাৎ বিশ্বপুঁজিবাদের লোকাল এজেন্ট তথা ঋণদাস রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও সংসদপতি।

সেজন্যই বাংলাদেশের ক্ষমতা দখলের ভোটাভোটিতে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দিরা লবিং করে মার্কিন প্রশাসনে। যুক্তরাষ্ট্রই মদদ দিয়ে ক্ষমতাসীন করেছিল জেনারেল আয়ুব, বোকাসা, ইদি আমিন প্রমুখ বর্বরদের আবার আমেরিকাই কাজ ফুরালে বা ভাগের জন্য দামাদামি করলে ধরে নিয়ে যায়, ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে ও হত্যা করে স্বীয় এজন্টেকে, যেমন করেছিল পানামার নরিয়েগা বা হালের ওসামা বিন লাদেন এবং ইরাকের সাদ্দাম হোসেন প্রমুখকে। অত:পর, বিশ্ব শান্তির সনদধারী জাতিসংঘের সদস্য বৃন্দ যারা -সদস্য বা ঋণদাস বটে লর্ড অব লেন্ডিং লর্ডস অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের তারা, কেউ কার্যত, অকার্যকর বৈ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়।

কাজেই -মহাপ্রভু দি ফান্ডের রাজত্বে দেশ বা রাষ্ট্র বিশেষের আয় সূচক বা ইন্ডেক্সের হের-ফের হতে পারে বটে কিন্তু কেবলই পৃথক পৃথক রাষ্ট্র আছে বলেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্র বিশেষের সীমানায় বা গন্ডীতে প্রকৃতার্থেই পৃথক পৃথক আর্থ-সমাজব্যবস্থা বিরাজ করার সুযোগ নাই বরং, মহাপ্রভু দি ফান্ডের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সমগ্র দুনিয়ার অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে এবং বৈশ্বিক পরিসরে বিরাজিত অনুরূপ ব্যবস্থাটি কেবলই পুঁজিবাদী অর্থনীতি। ফলে- পুঁজির নিয়ম অনুসারেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার পুঁজি বৃহৎ বৃহৎ মাল্টিন্যাশনালের তহবিলে। তন্মধ্যে অধিকাংশ ভাগ পাচ্ছে-নিচ্ছে ক্রেডিট ট্রেডার কোম্পানীগুলো। এ বিষয়ে প্রামাণ্য হিসাব মিলবে খোদ সি.আই. এ'র ওর্য়াল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্যে ।

অত:পর, তদ্বিষয়ে কতিপয় তথ্য উল্লেখিত হলো- ২০০৮ সালে বৈশ্বিক আমদানীর পরিমান- ১৬.২১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০৭ সালে বৈশ্বিক রপ্তানীতে অংশীদার- ১.১৪৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানী করে যুক্তরাষ্ট্র একাই -১৩.৭%, অন্যদিকে জার্মানী-৭.৩%, ফ্রান্স-৪.৬%, যুক্তরাজ্য-৪.৫% এবং জাপান-৪.১%। ২০০৭ সালে

বিশ্বে - মোট মজুদ অর্থ-১২.৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, তন্মধ্যে- যুক্তরাষ্ট্র -১.৩৭৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার; বিশ্বে মোট মজুদ কোয়াশী অর্থ-২৭.৩১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, তন্মধ্যে- যুক্তরাষ্ট্র -১০.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিশ্বে ষ্টক অব ডোমেস্টিক ক্রেডিট-৬৯.৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ,তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-১.১৪৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার । ২০০৮ সালে- মোট বৈশ্বিক ঋণের পরিমান-৫২.১৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার; তন্মধ্যে জুন-২০০৭ সালে যুক্তরাষ্টের এক্সটার্নাল ঋণ- ১২.২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৮ সালে ষ্টক অব ডি এফ আই এট হোম- ১৬.৬৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার; যুক্তরাষ্ট্র একাই ২.২২০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহীতা, এবং ষ্টক অব ডি এফ আই এট এব্রড-১৬.৬৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ; যুক্তরাষ্ট্র একাই ২.৭৫১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার গ্রহীতা। এবং ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মার্কেট ভ্যালু অব পাবলিকলী ট্রেডেড শেয়ারসের পরিমান- ১৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। অত:পর, কেন্দ্রীভূত ফিনান্স পুঁজির একক আধিপত্য কর্তৃত্ব এবং এর প্রধান সুবিধাভোগী যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য লারজেষ্ট এস.ডি.আর হোল্ডার অব দি ফান্ড । সুতরাং , জাতিসংঘের উদ্দেশ্য - শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করার অর্থ- ফিনান্স পুঁজির কর্তৃত্ব-আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখা এবং বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ায় অনুরুপ শান্তির- ক্রমোন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের বৈশ্বিক মহা ভান্ডার ।

বিভক্তির পুর্বে ব্রিটিশ ভারতের সরকারের অংশীদার ছিল- গান্ধী,নেহেরু ও জিন্নাহ সাহেবেরা। কাজেই, তাদের না জানার কথা নয় যে, এস .ডি. আরের ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করে ফান্ডের জন্মকালেই সদস্য হয়েছিল ব্রিটিশ কলোনী ভারত। ভারত দখলদার ব্রিটিশ ১৩০০ মিলিয়ন মাকিন ডলার পরিশোধ করে ফান্ডের দ্বিতীয় লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার বনেছিল। অথচ, ব্রিটিশের এককালীন ঔপনিবেশ যুক্তরাষ্ট্র-২৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করে বিশাল ব্যবধানে ফার্ষ্ট লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার তথা ফান্ডের একচ্ছত্র কর্তাগিরির সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছিল। অত:পর, সমগ্র দুনিয়াটা ভাগে-যোগে লুটপাটে উত্তম ব্যবস্থা মর্মে ফান্ড প্রতিষ্ঠা করে কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্বীকার ও মেনে নিয়ে একদা মহাক্ষমতাধর সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রের মুখ রক্ষায় যেমন তেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গ্যাসবোমা দ্বারা কূর্দী জনগণকে হত্যার হুকুম জারী ও হাজার হাজার নিরস্ত্র কূর্দীকে হত্যা করতে সফল হয়েছিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি:চার্চিল সাহেব বলেই সাবেকী আভিজাত্যে আঘাত লাগলেও প্রকাশ্যে ও কার্যত মকির্নীদের ফিনান্স ক্যাপাসিটির দাফট ও দুর্বৃত্তপনা মেনে নিয়ে কেবলই অনুরুপ লুন্ঠনে সহযোগী ও সহঅংশীদার হওয়ার বিষয়টি কবুল করেছিলেন খোদ ভারতেশ্বরী ব্রিটিশ ক্যুইন স্বয়ং ।

উল্লেখ্য- ১৬৪৮ সালে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠার পরে হল্যান্ডও অনিচ্ছাকৃতভাবে মেনে নিয়েছিল ব্রিটিশের তুলনায় তার পিছিয়ে পড়া অবস্থানটি আর লগ্নিপুঁজিতন্ত্রী স্বৈরশাসক লুই বোনাপার্টও ফ্রান্সের হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে কার্যত এবং নেগেটিভলি প্যারী কমিউনের জন্ম নেওয়ার রাজনৈতিক শর্ত তৈরী করে অবশেষে পরাজয় ও বন্দিত্ব বরণ করেছিল জামার্নীর।

দি ফান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়াময় হার-জিতের ব্যাপক ও বিশাল পরিবর্তন ও শক্তির ভারসাম্যে ভীষণ রদ-বদল হওয়ার পরও মুক্তিকামি-স্বাধীনতাকামীদের রণকৌশল-নীতি পূর্ববৎ বা অপরিবর্তিত থাকবে এমনটা অজ্ঞতা বা চিরকালীন ধান্ধাবাজি তথা রাজনীতির কূট চালে হয়তো ঠিক কিন্তু প্রকৃত মুক্তিকামিদের জন্য যথার্থ-উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক কর্মকৌশল নয়।

তবু, দি ফান্ডের বিনাশ-বিলোপে দি ফান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই না করে বা তদমর্মে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য ও কর্মসুচী গ্রহণ না করে কেবলই ফান্ডের ছোট তরফের সহযোগী ইংলন্ডকে নাম্বার ওয়ান দুশমন গণ্যে "ক্যুইট ইন্ডিয়া" শ্লোগানের আবরণে-আড়ালে কার্যত বিশ্বপুঁজিবাদের গোলামী কবুল করে নিয়ে ভুয়া স্বাধীনতার চাতুরী-অজুহাতে জন্মলগ্নে মুসলিম লীগ ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য পোষণকারী দল হয়েও পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবীতে ভারত বিভক্তিতে নেহেরু -জিন্না দু'জনেই, নায়ক না হলেও যুগ্মভাবে খল নায়ক বটে।

কিন্তু, দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব হতে মুক্ত হতে না পারলে অর্থাৎ ফান্ডের বিনাশ-বিলোপ সাধন করা না গেলে আসলেই রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন যে সম্ভব নয় তা, না বুঝার মতো পন্ডিত-ব্যারিষ্টারতো তারা নন। আরো অবাক হতে হয় উত্তরাধিকার সুত্রে দি ফান্ডের লোকাল এজেন্ট হয়েও অন্ত:ত ইন্ডিয়া কি করে অর্থাৎ পন্ডিত নেহেরুরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" লিখে ভারতীয় ভগবান বা ঈশ্বর নয়, খোদ আমেরিকা-ইংলন্ডীয় "গর্ড" এর নামে শপথ নিয়ে তা বাস্তবায়নের বিহীতাদি সম্পাদনে স্বঘোষিত নাস্তিক নেহেরুজী ও তদীয় দোষররা এমত ধরনের প্রতারণা-ভন্ডামি সমেত ভারতের জগা-খিচুড়ি মার্কা সংবিধানখানি প্রণয়ন করতে পারলেন ?

অথবা, এস.ডি.আরের ১২০০ মিলিয়ন মর্কিন ডলার প্রদান করে দি ফান্ডের ৩য় লারজেষ্ট শেয়ার হোল্ডার হয়েছিলেন " রুশী কমিউনিষ্ট" মি: ষ্ট্যালিন বলেই দুনিয়ার সকল ঘরানার লেনিনবাদী বা কথিত কমিউনিষ্টরা ফিনান্স পুঁজির ধুর্তামি ও কর্তৃত্ব -আধিপত্য বিষয়ে মার্কসের অনুসন্ধান, পর্যালোচনা,বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত, অনুসিদ্ধান্ত ও অভিমতকে ভুলে বসবেন? এতটা ষ্ট্যালিন প্রীতি বা ব্যক্তিবাদীতা বা অজ্ঞতা-অন্ধত্ব বা ভাববাদীতা কমিউনিষ্টদের পক্ষে কেবল অন্যায়, অশোভণ ও বেমানানই নয় বরং, **ভীষণ ভীষণ এবং ভীষণ ভয়ংকর ও মারাত্মক ক্ষতিকর** ।

আবার ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধে' বিরোধীতা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবু, দি ফান্ডের সদস্য হয়ে 'মুক্তিযুদ্ধের' অংগীকার বিসর্জন দিয়ে কেবলই দি ফান্ডের লোকাল এজেন্ট হওয়া যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নয় তা- তদানিন্তন রাষ্ট্র সেবকরা না বুঝলেও বিষয়টিকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে বিবেচনায় নিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি তথা সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সাম্যবাদের লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কর্মরত সমাজ কর্মীদের। অন্যথায়, মুশিকের হিমালয় পর্বত প্রসব যেমন সত্য তেমন সত্যই থেকে যাবে কেবলমাত্র দেশ বা রাষ্ট্র ভিত্তিক বা নয়া ও জনগণতন্ত্রীদের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ।

দেশ-জাতির গন্ডি ও সীমামুক্ত শ্রমিকশ্রেণীকে জাতি-দেশ ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে এমন বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকলেও নানান জাতের বর্ণচোরা কমিউনিষ্টরা (সরল বিশ্বাসজাত আন্তরিকগণ নন) নিজ নিজ অসৎ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের দুরভিসন্ধিতে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে কৌশলে ও চাতুরীমুলে অমান্য-অস্বীকার ও অকার্যকর করে এবং জালিয়াতিমুলে শ্রমিকশ্রেণীকে দেশ-জাতির গন্ডি-সীমায় বন্দি করেছিল সমাজতন্ত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার নামে ।

তাছাড়া, " তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ন" শিরোনামে পুঁজির অষ্টম ভাগ, ৩২ অধ্যায়ে- "আধুনিক শিল্পের সামনে অন্য শ্রেণীগুলি ধ্বংস ও অদৃশ্য হয়ে যায়, প্রলেতারিয়েতই এর বিশেষ ও অপরিহার্য উৎপাদ ... নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, ছোট শিল্প মালিক , দোকানদার, কারিগর, চাষী - এরা সকলে মধ্যশ্রেণীর টুকরো হিসাবে নিজেদের অস্থিত্বটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্য বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাই তারা বিপ্লবী নয়, রক্ষণশীল।বলতে গেলে প্রতিক্রিয়াশীলও,কেননা ইতিহাসের চাকা পিছনে ঘোরাবার চেষ্টা করে তারা ।" এবং
" ফ্রান্স ও জার্মানীতে কৃষক সমস্যা" নিবন্ধে এ্যংগেলস লিখেছেন- " ছোট কৃষককে তার সম্পত্তিতে টিকিয়ে রাখার জন্য আপনাদের এই চেষ্টায় তার স্বাধীনতা রক্ষা পায় না, কেবল তার দাসত্বের বিশেষ রূপটিই বজায় থাকে; শুধু জীবন্মৃত অবস্থায়ই চালিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তার বাঁচারও উপায় নেই , মরারও উপায় নেই।" এবং
ভূমি বিষয়ে একই নিবন্ধে সমাজতন্ত্রের কর্তব্য হিসাবে তিনি লিখেছেন-" প্রকৃতপক্ষে তার কর্তব্য হচ্ছে কেবল উৎপাদন উপায়গুলিকে উৎপাদকদের কাছে **সাধারণ মালিকানা** হিসাবে হস্তান্তরিত করা। " এবং
কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে জমির মালিকানার অবসান করা সহ " শিল্পবাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্য।" বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভূমিহীন গ্রামীণ মজুরকে ভূমির শৃংখলে আবদ্ধ করা নয় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীতে পরিণত করা নয় যা, ইষ্ট্র ইন্ডিয়া কোম্পানীও করেছিল সমাজতন্ত্রের ধ্বজ্বাধারী ও কৃষক দরদীর ছুতায় সেনা পোষক এবং পুঁজির সেবক ভন্ড লেনিনের ভূমি সংস্কারের ১০০ বছর পূর্বে ১৮১৭ সালে দক্ষিণ ভারতে রায়তোয়ারী ব্যবস্থা পত্তনের মাধ্যমে বরং সামাজিক মালিকানায় বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক শিল্পের সহিত কৃষির সংযুক্তিকরণ এবং গ্রাম-শহরের ব্যবধান ঘোচানোই সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

অথচ, পুঁজিবাদের কারণে-সৃষ্ট ভূমিহীনদেরকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামান্য পরিমান জমি প্রদান, জাতীয় পুঁজির বিকাশ সাধন ও জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে- "নয়াগণতন্ত্র" বা "জনগণতন্ত্র" ইত্যাদি চটকধারী শ্লোগানের ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মৈত্রীতে ও তদ্রুপ জোটের মাধ্যমে বা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের একনায়কত্ব বা শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকের একনায়ত্ব বা শ্রমিকশ্রেণী,কৃষক, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী ও অপরাপর শ্রমজীবী জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে ও লক্ষ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন বা জাতীয় ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন বা তদ্রুপ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী ইত্যাদির মতো কর্মসূচি রূপায়নে তদ্রুপ রণনীতি ও রণকৌশল কার্যকরণে "মার্কসবাদী-

লেনিনবাদী” পার্টি বা ওয়ার্কার্স বা কমিউনিষ্ট পার্টি নামধারী দলগুলো-কমিউনিষ্ট ইস্ত হার মতেই কার্যত ও মুলত প্রতিক্রিয়াশীল কর্মতৎপরতা অব্যাহতভাবে জারী রেখেছে।

অন্যদিকে, দি ফান্ডের সর্বাত্মক ক্ষমতার প্রতিক- মহাশক্তিধর “ দি” এর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব-আধিক্য তথা ফিনান্স পুঁজির বৈশ্বিক বিজয় ও প্রত্যক্ষ আধিপত্য সমগ্র পৃথিবীতে ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবং সেই ধারবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের মাধ্যমে দুনিয়াটাকে পুঁজির কঠোর শাসনের মধ্যে নিতে সফল হয়ে পুঁজিবাদই সগৌরবে ও মহাগর্বে -মুক্তবিশ্বের রণনীতি সর্বক্ষেত্রে কার্যকরণে বিশ্বায়ন বিশ্বয়ান বলে মহা হাঁক-ডাকের ভয়ানক ঢংকা-নিনাদসহ মহা উল্লাসে বিনা প্রতিরোধে মুক্তবাজারী বিজয় রথ চালিয়ে বিশ্বময় এক জঘন্য-বর্বর,হিংসাত্মক ও ভয়ানক ভয়-ভীতি ও ত্রাস-সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার পরও- পুঁজির এরূপ সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপক ক্ষমতা তথা কেন্দ্রীভূত বৈশ্বিক চরিত্র ও প্রত্যক্ষ ভূমিকাকে বিবেচনায় নিতে অক্ষম-অযোগ্য কমিউনিষ্টরা বা ধান্ধাবাজরা, অস্তিত্বহীন জাতীয় পুঁজি বা জাতীয় পুঁজিপতি ইত্যকার কাল্পনিক বিষয়াদির মেকি স্বার্থ সুনিশ্চিতকরণের ছুতায় ভুয়া জাতীয় পুঁজি, ভুয়া জাতীয় পুঁজিপতি,ভুয়া জাতীয় স্বার্থ, ভুয়া গণতন্ত্র ইত্যকার ভুয়া কদাকার রাজনৈতিক বক্তব্যের হেতুবাদে কথিত কমিউনিষ্ট, অকমিউনিষ্ট এমন কি কমিউনিষ্ট বিরোধীরাও নিজ নিজ দেশ-জাতি বা জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের মধ্যে ও রাষ্ট্রীয় গন্ডিতে ভুয়া স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, ভুয়া গণতন্ত্র উদ্ধার-পুনরোদ্ধার ইত্যকার ভুয়া রণনীতি ও ভুয়া কর্মসূচী ভুয়াভাবে বা প্রতারণামুলে বা কাল্পনিকভাবে বাস্তবায়নে বা রূপায়নে নানানমুখী রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে। আবার সামঞ্জস্যহীনভাবে বা বিভ্রান্তি ছড়াতে এমনকি বিশ্বব্যাংক-আই.এম. এফ বিরোধী নানান রাজনৈতিক কর্মসূচীও তাঁরা পালন করে থাকে।

তবে, শ্রমিকশ্রেণীর মুল সংকট-সমস্যাদিকে আড়াল করার অপকৌশলে ও শ্রেণী সংগ্রামকে ভোতা-খোড়া ও অকার্যকরকরণের দুরভিসন্ধিতে তথা শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠন গড়ে উঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকল্পে-অর্থায়নসহ দি ফান্ড কর্তৃক প্রণীত বা ক্ষেত্রবিশেষ অনুমোদিত নীতি-কৌশল যেমন- দারিদ্র দুরীকরণ, ফেয়ার ট্রেড ও ফেয়ার বা ন্যয্য মজুরী নিশ্চিতকরণ, সৎমানুষের শাসন , আইনানুগ নয় বরং, বর্বর ‘আইনের শাসন’ নিশ্চিতকরণ, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, দুর্নীতি দমন, জেন্ডার ইকোয়ালিটি বা নারী-পুরুষের সমতা অর্জন, ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন, স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন,বিদেশী নয় জাতীয় ভূমি হতে উত্থিত নীতি-কৌশল গ্রহণ-প্রয়োগ এমনকি, বিশ্বব্যাংক-দি ফান্ডের গণতান্ত্রিকায়ন ইত্যকার ভুয়া-মুখরোচক বিষয়াদিকে প্রতারণামুলে উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীসহ সকলের সামনে ভুয়া আশাবাদ সৃষ্টি ও ভ্রান্ত করণীয় নির্দিষ্টকরণসহ ও তদার্থে মোহগ্রস্ততা-মাদকতা ও অন্ধত্ব সৃষ্টি-বৃদ্ধি এবং ভুয়া জাতীয় ঐক্য সাধন এবং ভুয়া জাতীয় উন্নতির নামে কতিপয় ব্যক্তির আর্থিক উন্নতি-সমৃদ্ধি সাধন ইত্যকার রূপ বুলিবাগিসতায় ওস্তাদ সিভিল সোসাইটির তথাকথিত নাগরিক আন্দোলনের আবরণে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর জন্য যে সকল বিষয়াদি আদৌ গুরুত্বপুর্ণ নয় বা যে সকল বিষয়াদি কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির মাধ্যমে অর্জনযোগ্য বা যেসকল সমস্যা-বিষয়াদি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পরিচালিত

ও বিকশিত বৈশ্বিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় ও মাধ্যমে নিস্পন্নযোগ্য সে সকল বিষয়াদিসহ ক্ষেত্রবিশেষ তদ্রুপ নন ইস্যুকে প্রধানতম ইস্যু হিসাবে চিহ্নিতকরণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য ও বৈশ্বিক সংগঠন বা বিশ্বব্যাপী কাঠামো সম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীর একক ও একমাত্র সংগঠন ছাড়া বা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র রক্ষক দি ফান্ড সহ তদার্থে পরজীবীদের পরজীবীতার সকল প্রতিষ্ঠান -সংস্থা ও সংগঠনের বিলোপ সাধন বা সমাজতন্ত্র অর্জিত না'হলেও বা সমাজতন্ত্র ব্যতীতই দি ফান্ডের রাজত্বেই উপরোল্লেখিত কর্মসূচী সমুহ বাস্ত বায়নের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রিক ব্যয় সাশ্রয়সহ প্রশাসনিক কাঠামোর কিঞ্চিত নল-খোলছে পাল্টানো বা প্রশাসনিক-রাজনৈতিক সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমেই মানবজাতির মুক্তি-স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব বটে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখেই রূপ সমাজতন্ত্র বিরোধী বক্তব্য তথা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী অর্থাৎ ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবর্জিত বা কৃত্রিম-ক্ষতিকর ইত্যকার ইস্যুতে শ্রমিকশ্রেণী সহ জনগণকে সম্পৃক্ত,নিমজ্জিত-ব্যতিব্যস্ত ও বিভ্রান্তকরণের অসৎ উদ্দেশ্যে ঐসকল ক্ষতিকর বিষয়াদিকে শ্রুতি মিষ্ট বাক্যালংকরণে ও ক্ষেত্রমতো আসলে নির্বিষ তবে ঢং-ঢাংয়ে আক্রমনাত্মক -তীর্যক বক্তব্য এবং অতি অবশ্যই কালারফুল ও দৃষ্টিনন্দন কর্মসূচীর মাধ্যমে এন.জি.ওরাও তথা নানান ঘরানার নীতি-সংলাপ গোষ্ঠী , ধান্ধাবাজ-ব্যবসাদার উন্নয়ন সন্ধানী গবেষক চক্র, নীতি-নৈতিকতাহীন ভাড়াটিয়া লেখক, টকশোয়ের ইতর বকোয়াজ এবং সৌম্যমূর্ত্তির নীতিবাগিস পেশাদার পন্ডিত প্রবর প্রভৃতি গোষ্ঠী-সম্প্রদায়, বৈশ্বিক পুঁজির সুযোগ-সুবিধাভোগীতা, বিশেষত এন.জি.ও দের বৈদেশিক অর্থ প্রাপ্তির হেতুবাদে জাতি-রাষ্ট্রিক গন্ডী অতিক্রমনে বা নানান দেশে গমনাগমনে বা বিদেশীদের নিত্য আনাগোনায়-মূল্যবোধে না হলেও আকারে-প্রকারে বৈশ্বিক চরিত্র লাভের কারণে বৈশ্বিক পরিসরে নানান কর্মকান্ড করে থাকে বটে। তথাকথিত কমিউনিষ্টরাও এসব বক্তব্য-বিবৃতি বা কর্মসূচীতে সামাজিক অগ্রগতির যতি বা চিহ্নান্বষণে বোকা ও মূর্খের মতো বিগলিতবোধ করে থাকে।

অত:পর, কথিত কমিনিষ্টদের রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাজতন্ত্র যা, উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাৎকরণে ব্যবহৃত বা সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা নয় বরং, রাষ্ট্রিক মনোপলির মাধ্যমে রাষ্ট্রজীবী সহ পরজীবীতার সকল রক্ষক-পোষক অর্থাৎ সকল শোষকের চাহিদা পুরণে অধিক হতে অধিকহারে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে শ্রশিকশ্রেণীকে বাধ্য করার বা চাষীভূমি ও গ্রাম্যতায় গ্রামীণ মজুরশ্রেণীকে বন্দী ও আবদ্ধকরণের রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদ বা তদার্থে নয়া ও জনগণতন্ত্র বা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক গন্ডীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা কেবলই রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র বা তদানুরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমন্বয়ে সমাজতান্ত্রিক বৈশ্বিক ফেডারেশন গঠন, এবং সর্বশেষ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ফেডারেশনের বিলুপ্তিতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি রূপ রাজনৈতিক বক্তব্য-বিবৃতি ও বিবরণী যা কেবলই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের লেনিনীয় বিকৃতি-জালিয়াতি, প্রতারণা-জোচ্চুরি ও মাওবাদী বিভ্রান্তি -ভন্ডামি এবং মার্কস-এ্যাংগেলসদের তত্ত্বায়িত-ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ -বৈরী ও বিরোধী এবং সাংঘর্ষিক; তবু, কার্যত পুঁজিবাদের রক্ষক-সংরক্ষক লেনিনবাদী-মাওবাদী রাষ্ট্রগুলো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও

অনুরূপ ভুয়া সমাজতন্ত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের অজুহাতে ব্যক্তি বিশেষ হত্যা-খুনের ঘৃণ্য -বর্বর রাজনীতি সমেত অনুরূপ রাজনীতির ধারক-বাহক সকল ঘরানার তথাকথিত কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক ক্রিয়াদি সহ খোদ পুঁজিবাদের উল্লেখিত কার্যকলাপের পরিণতি ও ফলশ্রুতিতে- পুঁজিবাদী স্বার্থান্ধতা-স্বার্থপরতা ও কেন্দ্রীকতা যেমন সর্বগ্রাসী-সর্বগ্রাহী ও দানবীয় রূপ লাভ করেছে তেমন প্রাক মধ্যযুগীয় বর্বরতার কাল্টিজম সহ অবৈজ্ঞানিক মতবাদের কর্তৃত্ব বহাল তবিয়্যতে বহাল ও কার্যকর মর্মে কতিপয় বিষয় বিবৃত হল-

(১)**অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কর্তৃত্ব বহাল তবিয়্যতে বহাল -**
ভারতীয় মাইথলোজীতে আদি মানব "মনু"র অংশ হচ্ছে মানুষ। মনুর দেহগত ভাগ-বিভাজন মতো পা-ভুক্তরা নিম্নবর্গীয়-ভুমি/জলদাস ও ক্ষেত্রবিশেষ অচ্যুত-অস্পৃশ্য এবং মনুষ্যপদবাচ্যহীন মেনকা-রম্বা বা উর্বশী-লক্ষ্মীরা কেবলই অপ্সরা বা সেবিকা এবং দেবদাসীর আবরণে কেবলই বারোয়ারী যৌনদাসী ।

অপরাপর বহু মিথের অন্যতম একটি তথা Book of Genesis এর বিবরণ মতে- গড ইলোহীম কর্তৃক সৃষ্ট প্রথম মানব স্বীয় সহকারী হিসাবে পশু পেলেও পশুদের মধ্যে কেহই তার নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় ' তাঁর' সুখের জন্য ' তাঁর থেকে নেওয়া হয়েছে' বলেই প্রথম মানবী জন্মেই ' তাঁর" অর্থাৎ পুরুষের নিকট ঋণী । অবশ্য কেবল জন্ম ঋণীই নয়, উপরন্ত জন্মই হয়েছে পশুর বিকল্প হিসাবে হেতু নারী পশুর অধম গণ্য হলেও ফলাফল বিষয়ে কি ও কেন দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপনকারী (অর্থাৎ জ্ঞানী, লেখক) প্রথম মানবী কারণ জানতে চেয়েও মানুষটির নিকট হতে উত্তর না পেয়ে নিষিদ্ধ -' Tree of knowledge of good and evil' এর ফল ভক্ষণের পরিণতির ঝুঁকি নিয়েও মানবীই উদ্যোগী হয় এবং তাঁরই সাহসী উদযোগে তাঁরা উভয়ে জ্ঞানী বৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে- উভয়েই জ্ঞানী হয়ে (দুষ্টের মতোই) তাঁরা উভয়ে দেহগত নগ্নতা বিষয়ে সম্যক পরিচিত তথা জ্ঞানী হয়ে পরিচ্ছদ ব্যবহার করেছিল বলেই তাঁরা অমরত্ব প্রাপ্তির "জীবন বৃক্ষের" সন্ধান প্রাপ্তির উপযুক্ততা লাভ করার দায়ে ও উক্ত জীবন বৃক্ষের ফলাহার হতে বারিত করতে তাঁরা ঈশ্বর কর্তৃক 'শ্রম' বা 'কৃষির' দন্ডে দন্ডিত হয়ে 'ইডেন গার্ডেন' হতে বিতাড়িত হয়েছিল । তবে, ফলাহারে 'তাঁকে' প্ররোচিত করার দায়ে সে চিহ্নিত হলো 'পাপের তোরণ' হেতু দন্ড স্বরূপ পেল -রক্ষক পুরুষ তথা স্বামীর প্রতি আজীবন বিশ্বস্থ থাকা সমেত গর্ভধারণের যন্ত্রণা। তাইতো, দাস্যবৃত্তির দন্ডযোগ্য অপরাধী নারী-চিরকালীন ঋণী,দুষ্ট, দু:খী ও দাসী বলেই ইংরেজী ভাষাতেও -বাংলার 'সে' নয় "হি " হেতু " শী" অর্থাৎ " ওমেন" তথা 'সে' নয় মানুষ, বরং জন্ম ঋণের দায়ে ঋণী বা দু:খী ব্যক্তি (অর্থাৎ জ্ঞানী, লেখক) বিধায় ঋণশোধে কেবলই অজ্ঞ-মুঢ় ও বর্বর পুরুষের ভোগ্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী বা ভোগ-সম্ভোগ ও রমন যোগ্যতায় পরুষের সম্পত্তিরূপ রমনী এবং পুরুষের জিন্মায় মহলবাসী বলে মহিলা ।

উল্লেখ্য-ভু-সম্পত্তির মালিক বৈ ভুমিদাসেরাও আজকের যুগের শ্রমিকশ্রেণীর মতোই সম্পত্তিহীন ছিল। শ্রম শক্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি বিক্রেতা কেবলই পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-

মুল্য উৎপন্নের উপযোগীতার নিরিখেই বিবেচিত হওয়া বৈ উৎপন্নের মালিক হয় না। ফলে- যে ব্যক্তি নিজেই শ্রম শক্তি বিক্রেতা সে নিজের শ্রমশক্তি ব্যতীত শ্রমেরও যেমন মালিক নয় তেমন শ্রমের মাধ্যমে উৎপন্ন মুল্যেরও মালিক নয়। অত:পর, শিশ্নধারী হলেও শ্রমিক যেমন উৎপন্নের মালিক গণ্য হয় না তেমন, যোনিধারী শ্রম শক্তি বিক্রেতারও উৎপন্নে মালিক হওয়ার কার্যত সুযোগ নাই। আসলে শিশ্ন বা যোনি নয় শ্রম শক্তি বিক্রেতা সকলেরই পরিচয় হচ্ছে শ্রমিক। একইভাবে, শিশ্নধারী দাস যেমন ভূ-পতির বা ক্রেতার সম্পত্তি ছিল তেমন যোনিধারীও দাসের নয়, দাসপ্রভুর সম্পত্তি ছিল। সুতরাং, কি সেকালে বা একালে সম্পত্তিহীনরা নয়, প্রকৃতার্থে ও কার্যত শিশ্নধারী সম্পত্তিবানরাই কেবলই সম্পত্তির জোরে " পুরুষ" আর সম্পত্তিহীন শিশ্নধারীও কেবলই সম্পত্তিহীনতায় কেবলই যোনিধারীর মতোই অবলা-অসহায় "নারী" তুল্য। যদিচ, দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতির ভিন্নতা প্রকাশক দেহগত অংগাদির মুল্য উৎপন্নে তফাত মানব দেহ গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞানে সমর্থিত নয় তবু,তদার্থে তফাত গণ্যে কেবলই অংগ বিশেষের পরিচয়ে পরিচিতকরণে প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তিগত মালিকানার ফারাকের কারণেই এবং সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা রক্ষা-সুরক্ষায় রাজনৈতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে অসভ্য বোধের জেন্ডার।

অত:পর, চিন্তা করতে সক্ষম শরীরের একমাত্র অংগ ও কেন্দ্র -মস্তিষ্কের গুরুত্ব ও কর্মতৎপরতা বিষয়ে অজ্ঞতাতো বটেই তদপুরি বর্বর দাস-ভূমিদাসতন্ত্রের জাগতিক-বৈষয়িক স্বার্থপরতা ও একাধিপত্য সংরক্ষণের অসৎ উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন জেন্ডার সৃষ্টি করেছে আরেক দিকে তেমন নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থায়ী বা চিরস্থায়ীকরণে ততোধিক অজ্ঞতা-মুঢ়তা সমেত স্বার্থান্ধতায় জগত ও জীবন বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে দাসপতি-ভূপতিরা নানান কল্পকাহিনী বা মিথ ইত্যাদি প্রস্তুত করেছে।

জগতসহ জীব বা প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে দাসমালিকরা যেমন ছিল অজ্ঞ তেমন নিজেদের পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা অক্ষয়করণে-জগত ও জীবন সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তথা জ্ঞানার্জনের সামান্যতম প্রচেষ্টাও সহ্য করতো না দাসতন্ত্র। ফলে-দাস ও সামন্ত তন্ত্রের ইতিহাস কেবলই অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের ইতিহাস। দখলে জোর-জবরদস্তিই নিয়ামক। তবু, জবর দস্তির রাজনীতিকেই মানানসই ও যুৎসই করে নিতে তাঁরা সাধারণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানকে অস্বীকার না করে বরং সেই সকল দৃশ্যমান ঘটনাপঞ্জীর হেতুবাদ বা মুল কার্যকারণ না জানলেও লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মনগড়া মততন্ত্র বা মিথ বানাতে গিয়ে দেহের বিশেষ বিশেষ অংগকে রি-প্রোডাক্টশনের ডাইরেক্ট অর্গান হিসাবে চিহ্নিত করেছে। যদিচ, শরীরের কোন অংশই পৃথকভাবে বা আলাদাভাবে রি-প্রোডাক্টিভ অর্গান নয় বরং রি-প্রোডাক্টশনের উদ্দেশ্যে হোক বা কেবলই যৌন বিনোদনের জন্যই হোক যৌন কর্ম সমস্ত দেহেরই সম্মিলিত কর্ম বটে। তবে, নিয়ামক বটে কেবলই মস্তিষ্ক। কারণ-মস্তিষ্কই শরীরের একমাত্র অংগ-যা, চিন্তা করতে সক্ষম।

অথচ, মস্তিষ্কের হুকুম তামিলে প্রস্রবন ও প্রজননে ব্যবহৃত অংগের আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদিকে উত্তম-অধম বা শারীরিক-সামাজিক ক্ষমতা-অক্ষমতা দোষে দুষ্ট ও সেরূপ

গণ্যে সম্পূর্ণত অবৈজ্ঞানিকভাবে শিশ্নকে সকল ক্ষমতার আকর বা আধার নির্ণয়-নির্ধারণে কেবলমাত্র শিশ্নধারীকে কার্যত শিশ্নকেই মানুষ (ম্যান =পুরুষ) এবং শিশ্নহীনকে অমানুষ (হিজড়া) ও মানুষের অধম (নারী) গণ্যে ও শনাক্তকরণের মাধ্যমে যোনীধারী ব্যক্তিকে সন্তান উৎপাদনের কারখানা স্বীকৃতিতে কেবলমাত্র গর্ভধারণ ও প্রজননের ফিস বাবত ভরণ-পোষণ দেওয়ার রেওয়াজ চালু করলেও স্ত্রী বা যোনীধারী ব্যক্তির শ্রমের দাম পরিশোধের দায়-দায়িত্ব হতে রেহাই নিতে তথা যোনিধারীকে ফাঁকি দিতে গৃহকর্মকে মূল্যহীন বা গুরুত্বহীন পরিশোধযোগ্য শ্রম নয় রূপ কুযুক্তিতে নারীর শ্রমশোষণ প্রক্রিয়াকে বৈধ ও জায়েজীকরণে হেটায়ার বা মুক্তনারীকে পতিতা-বেশ্যা ইত্যকার নানান কুৎসিৎ অভিধায় চিহ্নিত করে তৎপ্রতিবিধানে কেবলমাত্র শিশ্নধারীর অধীনতা ও দাসত্ব বৈ স্বেচ্ছাধীন বা মুক্তভাবে সামাজিক জীবন ধারণ অসম্ভব বা খুবই ঘৃণ্য ও দুর্বিসহ স্বপ্রমাণে-প্রথা ভংগকারী অর্থে ব্যভিচার ইত্যাদির দায়ে প্রেমিক-সন্তানসহ বিদ্রোহী বা ব্যভিচারী নারীকে হত্যা-খুন, নির্বাসন-বিসর্জন ইত্যকার নানান নিষ্ঠুর-নির্মম তান্ডবের নজির স্থাপন করা সহ নানান নোংরা কল্পকাহিনী প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে শিশুকাল হতেই কেবলই পুরুষের কর্তৃত্বে-অভিভাবকত্বে জীবন ধারণের জন্য তৈরী করার সামাজিক প্রক্রিয়ায় যোনিধারী শিশুকে মেয়েতে রূপান্তর ও যোনীকে নারী অংগ হিসাবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে নারী হিসাবে পরিচিতকরণ এবং স্বামি পরিচয়ের মালিক/প্রভুর অধীনে একান্ত অনুগত-বাধ্যগত অথচ ভুয়া সন্মানিক জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ ও মোহগ্রস্ত তায় বা মানসিকভাবে হীনমন্যতায় বা গোলামী মানসিকতায় বা মূর্খতায় কেবলই স্ত্রীধর্ম পালন তথা চাহিবামাত্র স্বামীকে দেহদানসহ স্বামীর উত্তরাধিকার জন্মানো ও লালন-পালন করা সমেত স্বামীর হুকুম-নির্দেশ বিনা ওজড়ে কবুল করে সমগ্র জীবন কেবলই স্বামীর সেবায় নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে নারীজনমকে স্বার্থককরণে স্বামী-পুত্র সমেত একমাত্র বিবাহিত জীবনের ঘরকন্যার পেশা/বৃত্তিকে জীবনের একমাত্র পাথেয়-উদ্দেশ্য গণ্যে মনোদৈহিক উভয়ক্ষেত্রেই নিজেকে শিশ্নধারী/পুরুষ অপেক্ষা দুর্বলতর জীব সাব্যস্তকরণে-প্রথাগত প্রক্রিয়ায় ঘর সংসারের চৌহদ্দির বাইরে প্রকাশ্যে চলা-ফেরায় বা ক্রিয়া-কর্মে বিধিনিষেধ আরোপ ও অন্ধরমহলে রূপ চর্চা বৈ প্রকাশ্যে শরীর চর্চা অথবা জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিকতায় নিষিদ্ধ নারীকে কেবলই যৌনসামগ্রী নির্ণয়ে- নারীর অংগবিশেষ দেখামাত্রই যৌন বিকারগ্রস্ত অসভ্য-বর্বর পুরষকূলের যাবতীয় “পাপকর্ম” হতে পরিত্রাণে বা দুর্বল-অসহায় নারীকে সহায় ও সবলে রক্ষায় যোগ্য-উপযুক্ত পুরুষের মহলস্থিত অর্থে মহিলা এবং রমনে- রমনী সাব্যস্তকরণে- নারীর নিজের নয় প্রকৃতই মালিকের ঘরগৃহস্থালীতে বন্দী-আবদ্ধ করে অসভ্য মালিকগোষ্ঠীর সর্বজনীন দাসী-দেবদাসী স্থিরকরণের আবশ্যকতায়- দাসপ্রভুদের বা প্রভুদের ভৃত্য বিশেষ পন্ডিত প্রবরদের প্রণীত নানান কোড-মিথ ইত্যাদি বিশেষত ভারতীয় মিথে - মাথাই দেহের সর্বোচ্চ অংশ মর্মে সমাজের,প্রকৃতার্থে দাসতান্ত্রিক সমাজের আর্থিক কাঠামোর প্রথম ধাপ বা মাথা-ব্রাহ্মণকে মনুর মাথাজাত গণ্যে পরজীবী ব্রাহ্মণদের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে চর্তুবর্গের শ্রেণীভেদ প্রথা অক্ষয়করণে বর্ণভেদী-শ্রেণীভেদী রাজনীতির স্বার্থে, রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় ও রাজকীয় সুযোগ-সুবিধায় প্রণীত “মনু সংহিতা” বা অনুরূপ কার্যকারণে প্রণীত আরো বহু কোড বহুদিন হতে মানে না বহুজনে। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে দুনিয়ার ১৫% জন কোন ধর্ম বা মিথ স্বীকার বা মান্য করে না।

কিন্তু ভারতীয় বৈদিক ধর্মের প্রয়োজনে ও ভিত্তিতে হস্তলিপির পেশাজীবি ব্রাহ্মণ তথা "পানি" কূল দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বা রীতি-নীতি অর্থাৎ মিথভিত্তিক রাজনীতির উদ্দেশ্য সাধনে উপযুক্ত শব্দের উদ্ভাবন ও ব্যবহার; তবে যেহেতু পানিকূল দাসতন্ত্রের সেবক-আজ্ঞাবহ ভৃত্য বলেই মানুষে মানুষে সম্পর্ক বুঝাতে দাস-প্রভু সম্পর্কের অনুকলে বা তদানুরূপ শব্দ চয়ন ও ভাষার প্রকরণ রীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত পন্ডিত ব্যক্তি বিশেষ সেহেতু সাধারণভাবে বা কালের ক্রমিকতায় ও সামাজিক প্রয়োজনে ও বিবর্তনে পুর্বাপর উদ্ভুত-ব্যবহৃত শব্দের কার্যকারণ,ব্যাপ্তি-পরিণতি বা গুণাগুণ বুঝতে- বুঝাতে অক্ষম-অযোগ্য এবং প্রকৃতি ও প্রাণের বা জীবের উদ্ভব-বিকাশ ও পরিণতি এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবে তৎবিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ ও যথার্থ বোধের সুযোগহীনতায় কেবলই দৃশ্যমান পরিস্থিতি ও বিদ্যমান অধীনতামূলক দাসত্বের সামাজিক সম্পর্ক ভিত্তিক চিন্তায়-কল্পনায় কল্পিত-স্থুল বা কেবলই বিহরাংগ বিবৃত ও বিবরণীর দায়ে আংশিক সত্য বা অসত্য তথা যাবতীয় ভুল-ভ্রান্ত ও মানবিকতার প্রতি অমর্যাদাকর ও লজ্জাস্কর অমানবিক সম্পর্কের শব্দ যথা প্রভু,স্বামি, মালিক, পতি, পতিঅংগ, স্ত্রী, দাসী, গোলাম, নারী-পুরষ, পরুষালি কর্তৃত্বের জনক, এমনকি প্রাণীদেহে অস্থিত্বহীন তবু মানব শরীরের নাকি সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ অংগ- "আত্মা" এবং কার্যত অনুপস্থিত ত্রিভুবন,ভুবেনশ্বরী-ভুবেনশ্বর বা চক্রধরের ইচ্ছানির্ভর ধরিত্রী ও পাতালপুরি ইত্যকার শব্দরাজির সমাহার ও সমন্বয়ে গঠিত ও প্রস্তুতকৃত বা উদ্ভাবিত ও বিবর্তিত ভাষা এবং ভাষাকে সুস্পষ্টকরণ ও শৃংখলিতকরণে প্রণীত টেক্সট তথা " ধাতুপাতা " ও " গণপাতার " ভিত্তিতে ভারতীয় ব্যাকরণবিদ পানিনি কর্তৃক খ্রীষ্টপুর্ব ৪০০ সালে প্রণীত " অষ্টধার্য্য " বা আট অধ্যায় /চ্যাপ্টার ভিত্তিক ব্যাকরণ বা অনুরূপ ভ্রান্ত-অবৈজ্ঞানিক বোধের ল্যাটিন ভাষার ব্যাকরণ অথবা প্রকৃতি ও ভাষা বিষয়ে এরিষ্টটলীয় ভ্রান্তবোধজাত ব্যাকরণ বা উক্তরূপ অবৈজ্ঞানিক বোধ প্রসুত-সৃষ্ট শব্দরাজি ও ব্যাকরণ রীতি-নীতি বাতিল করা বৈজ্ঞানিক -মানবিকবোধে একান্ত অপরিহার্য হওয়া সত্বেও কমিউনিষ্ট আতংকে ভীত-সন্ত্রস্ত বুর্জোয়াশ্রেণী স্বার্থান্ধতায় শ্রমিকশ্রেণীকে সনাতন নীতিবোধ ইত্যাদির আবরণে সহজেই প্রতারিত করার হীনমানসে ও নিজেদের কায়েমী সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখতে-মানব সভ্যতার মানদন্ডে ও বিজ্ঞানের নিরিখে এবং ইতিহাসের নিক্তিতে আবর্জনা বিশেষ তথা যাবতীয় পুরানো/চিরন্তন মূল্যবোধ ও মিথের সাথে সখ্যতা-জোটবদ্ধতা গড়ে তোলা বা অক্ষুন্ন রাখার কারণে সামাজিক মূল্যবোধসহ ভাষার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও অধুনিকায়নে- ভাষা ও ব্যাকরণের আবশ্যকীয় পরিবর্তন ও সংশোধন না করা ; এবং

জীববিজ্ঞানী ডারউইন একদা বলেছিলেন -প্রাকৃতিক কারণেই বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়াদি গাধাও জানে। অথচ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে গাধার চেয়েও অধম চিরস্থায়ী নেতৃত্বের মৌরশী কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত কথিত কমিউনিষ্ট আসলে, গোত্রপতি সর্দ্দার,মততন্ত্রের পীর বা ততোধিক অধম ব্যক্তিগণ কমিউনিজমের নামে কার্যত বিকল্পহীনভাবে বর্জনীয় মিথ-মততন্ত্র ইত্যকার বিষয়াদিই চর্চা করায় সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুসরণ,অনুশীলন,প্রয়োগ ও তদমর্মে খুঁটি-নাটি সম্পর্ক নির্ধারণে অক্ষমতা-অযোগ্যতা এবং সর্বোপরি সমাজতন্ত্রের নামে প্রতারণামূলক কর্মতৎপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পার্সোনাল কাল্টিজম

প্রতিষ্ঠায় সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকেই মন্ত্র-তন্ত্রের আবরণে আবৃত ও বিকৃত করে নিজেদের নামযুক্ত নানান ইজম, মততন্ত্র, চিন্তাতন্ত্র,দেশপ্রেমিক শিক্ষাতন্ত্র ইত্যাকার বানোয়াটি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্ভট খায়েশে- নিষ্ঠুর প্রয়াশে, বদছুরত খবিশ বা বন্যজন্তু-জানোয়ারের অধম গণ্যে বিপরীত-ভিন্ন চিন্তার স্বগোত্রীয় বা একদা সহযোগী রাজনৈতিক জীব হত্যায় মত্ত ও লিপ্ত থাকার হেতুবাদে প্রকৃতি সম্পর্কিত কোপার্নিকাসের তত্ত্ব যেমন আজো বহু ক্ষেত্রে অস্বীকৃত হয়ে আসছে ,তেমন দহনক্রিয়ার সহযোগী বায়ুর রাসায়নিক মৌল উপাদান অক্সিজেন, যা জীবনের শ্বাসক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় তা- ১৭৭৭ সালে ফ্রান্সের ট্যাক্স কালেক্টর-ব্যাংকার এন্টনি লাঁভোয়াজিয়ে কর্তৃক আবিস্কৃত হয়ে রসায়ন বিজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন এবং জীবন ও জীবের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কিত সকল মিথ বা বানোয়াটি-ভুয়া মততন্ত্র খারিজকারী বেচারা পাদ্রী ডারউইনের উদ্ঘাটিত জীববিজ্ঞানের প্রকৃত সত্য-তথ্য ও তত্ত্ব অর্থাৎ 'On the Origin of Species' ১৮৫৯ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হওয়া ও তা জনার পরেও আমরা আমাদেরকে মনুর অংশ " মানুষ" শব্দ দ্বারা চিহ্নিত ও শনাক্ত বা পরিচিতিকরণ কেবল অজ্ঞতা-মূর্খতা, প্রতারণা-ভন্ডামি ও অসভ্যতা-বর্বরতাই নয় বরং অনুরূপ পরিচিতি দ্বারা বিজ্ঞানের বেসিক কনসেপ্টকে অস্বীকার বা আড়াল করে বা কেবলই স্থুল ব্যবহারিক সুবিধা হাসিল বৈ বিজ্ঞান বিকাশে প্রতিবন্ধকতা বা সমাজের বিজ্ঞানমনস্কতা ও সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনাকে ব্যাহত-ক্ষতিগ্রস্ত করে অর্থাৎ সমাজের অগ্রগতি-প্রগতিকে বিঘ্নিত করে মানব সমাজকে প্রকাতার্থেই মুক্ত বা শ্রেণীমুক্তকরণের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করণের মাধ্যমে আমরা কার্যত কবুল করছি মনু সংহিতা বা তদানুরূপ মিথ ইত্যাদি অর্থাৎ কাল্পনিক মানব তত্ত্ব ও ভুয়া জীব বা প্রাণতত্ত্ব।

(২) পার্সোনাল কাল্ট ও কাল্টিজমের কর্তৃত্ব বহাল তবিয়্যতে বহাল-

রাজনৈতিক স্বার্থে রাজনীতিকের পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টিতে রাজনীতির দুষ্ট ও কুটিল অংকে রোমান কিং রোমেলাসের দাদা কিং অব গডস বা চীপ গড জুপিটারের নামে সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহের নাম জুপিটার বাংলায় 'বৃহস্পতি', জুপিটারের পিতার নামে সেট্রাণ বাংলায় 'শনি' দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রহ, সম্ভব:ত গ্রীক থেকে পালিয়ে এসেছিলেন বিধায় কিং এন্ড গড সেট্রাণ স্বীয় পুত্র হতে অপেক্ষাকৃত হীন-দুর্বল গণ্যে এমনটি ঘটেছে, এবং রোমেলাসের পিতা গড অব ওয়ার- মার্সের নামে মার্স বাংলায় ' মংগল' গ্রহ ইত্যাদির যেমন নামাকরণ করা হয়েছে তেমন জুপিটারের বোন কাম স্ত্রী জুনোর নামে জানুয়ারী মাস এমনকি, ধর্মীয় পদে নির্বাচন করতে গিয়ে ভোটারদেরকে ঘুষ দিয়ে রোমের রাজনীতিতে দুর্নীতিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত এবং রোমান রিপাবলিকের প্রচলিত আইন ও নিয়মভংগে আজীবন রোমের শাসক বনতে গিয়ে নিজ পক্ষে সিনেট ও আমলাতন্ত্রে বেআইনীভাবে স্বীয় পছন্দের লোক নিয়োগ করে শাসকগোষ্ঠীর অপরাপর অংশের প্রকাশ্য হামলায় মৃত্যুবরণকারী জুলিয়াস সিজারের নামে জুলাই মাসের নামকরণ, তাও আবার সিজার নাকি,গড জুপিটারের আত্মীয় বলে জুপিটার-সিজারের আত্মীয়তা চিরস্থায়ীকরণ এবং সাপ্তাহিক দিনগুলোর নামও রাখা হয়েছে কেবলমাত্র ছোট্ট রোমের মধ্যে কর্তৃত্বকারী অথচ, আটলান্টিকের অপরপাড়ের সন্ধান না জানা কিং অব গডস মি: জুপিটার ও তার কেবিনেট সদস্য তথা গড ও গডেসদের নামেই। জাপান-চীন সহ আরো অনেক দেশেও রাজনীতিকরা তাদের সৃষ্ট গড-গডেসদের নাম অনুসারেই সোলার সিষ্টেমের গ্রহ বা বর্ষপঞ্জীর দিন-মাসের নামকরণ করেছিলেন।

কিন্তু হালে সমগ্র পৃথিবীতো বটেই সূর্যেরও ভবিতব্যসহ বয়স এমনকি ইউনিভার্সের কেবল বয়ষ নয় , বরং ৯,৩০০ আলোক বর্ষের স্পেস বা ব্যাসার্ধের দৃশ্যমান ইউনিভার্সের মোট অনুন্য ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি এবং প্রতিটি গ্যালাক্সিতে ১০ লাখ হতে ১০০কোটি তারার অবস্থান বা সূর্যের সবচাইতে নিকটবর্তী তারা- ফক্সিমার আলো ২ বছর ৩ মাসে পৃথিবীতে পৌঁছে, ইত্যকার যাবতীয় তথ্য এখন বিজ্ঞানীদের জানা। অথচ, ধরিত্রীর মোট জনসংখ্যার হারে প্রাচীন রোমান ধর্মপন্থী বা রোমান মিথের গড জুপিটারের পূঁজারীদের সংখ্যা দুনিয়াময় কেবল দুরবিন দ্বারা নির্ণয়যোগ্য, তন্মধ্যেও আবার গড জুপিটারের ভক্ত বা প্রাচীন রোমান ধর্মের অনুসারীদের অনেকের পরিজন অনেকেই মানেন না কোন ধর্ম । তবু, বহাল তবিয়্যতে জুপিটার বা জুপিটাররা রাজত্ব করছে তাবৎ বিশ্বে , চালু রয়েছে জুলিয়ান বকলমে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার । ফলে-জুপিটারদের নামযুক্ত গ্রহগুলো সহ দিন-মাসের নাম ধামিক-অধার্মিক বা অপরাপর ধর্মী নির্বিশেষে যে যখন উচ্চারণ করে, তখন- রোমেলাসরা দুই জমজভাই যৌথভাবে খ্রীষ্ট্রপূর্ব ৭৫৩ সালে রোম কিংডম প্রতিষ্ঠা করলেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে ছোটভাই রেমোসকে হত্যাকারী এবং নিজ পক্ষীয় যুদ্ধাদের-পুরস্কৃতকরণে ও শোষণের নিমিত্তে স্বীয় রাজ্যের নাগরিক বৃদ্ধিতে রমনী সন্মোহন ও ভোগের দুরভিসন্ধিতে প্রতারণামূলক আমন্ত্রণের মাধ্যমে সেবাইন ট্রাইবকে আমন্ত্রণপূর্বক নিজ রাজ্যে এনে উৎসবের ছদ্মাবরণে সেবাইন নারীগণকে জবরদস্তিতে আটক ও গণধর্ষণ এবং বলপূর্বক স্ত্রী গণ্যে থাকতে বাধ্য করে এবং অনুরূপ রমনীগণের জন্ম দেওয়া সন্তানকে যুদ্ধের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে সন্ধিস্থাপনে সেবাইন ট্রাইবকে বাধ্য করার কলংকিত বীর-রাজা ও দুরন্ধর রাজনীতিক রোমেলাসদের অসৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হয় বলেই এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরাসহ এতদমর্মে সকলেই কেবল অবৈজ্ঞানিকতা নয় ,বরং যুগপৎ বিজ্ঞানবিরোধী গহবরে অবস্থান করা সহ রোমেলাসদের দুর্বৃত্তায়নের দুষ্ট রাজনীতির বন্ধন ও কব্জামুক্ত হতে পারছেন না এবং পেশাগত বিজ্ঞানীরা অনুরূপ গর্তে থাকছেন বটে বিত্তের লোভে তথা ব্যক্তিগত স্বার্থে ।

অবশ্য " লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ারে" মার্কস লিখেছেন- " মৃত পুর্বপুরুষদের সমস্ত ঐতিহ্য জীবিত লোকের মাথায় দু:স্বপ্নের মতো চেপে বসে থাকে। এমন কি যখন মনে হয় তারা নিজেদের মধ্যে ও বস্তুজগতে বিপ্লব সাধনে,তথা অভূতপূর্ব কোন সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, বৈপ্লবিক সংকটের ঠিক সেই পর্বগুলিতেই তারা অতীতের ভূত নামিয়ে এনে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তাদের নাম, রণধ্বনি ও সাজসজ্জা ধার নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস পটে নতুন দৃশ্যটিকে কালপূজ্য ছদ্মবেশ ও ধার করা ভাষায় উপস্থিত করতে চায়। "

কমিউনিজের ভূত ঠেকাতে আতংকগ্রস্ত ইউরোপ এমন ভূত তথা কালপূজ্য ছদ্মবেশের আবরণে জোটবদ্ধ হয়েছিল বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে-" এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকী ইউরোপরে সকল শক্তি- পোপ এবং জার, মেট্রেরনিখ ও গিজো , ফরাসী র‍্যাডিকালেরা আর জার্মান পুলিশ গোয়েন্দারা ।"

ফলে- অনুরূপ জোটগত স্বার্থ রক্ষায় ধনন্তরীরূপ কার্যকরী বটে প্রাচীন রোমান ধর্মের মিথ ভিত্তিক দিনপঞ্জী ইত্যাদি। স্বার্থবাদীদের উল্লেখিতরূপ বোধ-বিকৃতি বা অবৈজ্ঞানিকতা ইত্যাদিকে বিতাড়ন করতে সক্ষম কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ-বোধহীন বলেই বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারক-বাহক শ্রমিকশ্রেণী হেতু কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে- " কিন্তু কউিনিজম চিরন্তন সত্যকেই উড়িয়ে দেয়, ধর্ম ও নৈকিতাকে নতুন ভিত্তিতে পুনর্গঠিত না করে তা সব ধর্ম ও সব নৈতিকতা উচ্ছেদ করে; তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।" এবং

" কমিউনিষ্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সংগে একেবারে আমুল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সংগেও একেবারে আমুল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কী।" এবং

উক্তরূপ বিচ্ছেদ সংগঠনে তথা পুঁজিতন্ত্র উচ্ছেদে মার্কসের আবিস্কার বিষয়ে " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন- " এই আবিস্কারগুলির ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। পরের কাজ হল তার সব কিছু খুঁটিনাটি ও সম্পর্কপাত বিস্তারিত করা।"

অত:পর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিষ্ট বৈ অন্যকারো এতদমর্মে খুব একটা দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু, মার্কসদের পরবর্তী কমিউনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীরা যদি উক্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো তাহলে কি কিং রোমেলাসদের কাল্টিজমের কর্তৃত্ব তথা জুপিটারের মিথযুক্ত খ্রীষ্ট কাল্টের গ্রেগরিয়ান দিনপঞ্জী বা বর্ষপঞ্জী এখনো মানবজাতিকে ব্যবহার করতে হতো ?

(৩) অজ্ঞতা-বর্বরতা ও প্রতারণা-জালিয়াতির রমরমা বাজার-

ব্যক্তিগত মালিকানা যে দ:ুখের আকর এধরনের উপলব্ধি হয়েছিল ভারতীয় গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর, দু'জনেরই । দু'জনেই ব্যক্তিগতভাবে রাজকীয় উত্তরাধিকার পরিত্যাগ করলেও সামগ্রীকভাবে ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদের বিষয়টি বলা সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে। তবু তাঁরা উভয়ে দু:খ জয় তথা মুক্তি সন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের দু'জনেরই বিশ্বাস ছিল না প্রথাগত ঈশ্বরে। তবু, তাঁদের অনুসন্ধানী মতামত রূপ পেল ধর্মের। এটিও মৃত পুর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যের দু:স্বপ্ন বটে।

বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বিবৃত হয়েছে - " তারা চায় প্রলেতারিয়েতবিহীন বুর্জোয়া শ্রেণী। যে দুনিয়ায় তারা সর্বেসর্বা, স্বভাবতই সেই দুনিয়াই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ; তাই বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র এই সুবিধাজনক ধারণাকে নানা রকমের অল্পবিস্তর পরিপূর্ণ মততন্ত্রে বিকশিত করে। এরূপ মততন্ত্রকে কাজে পরিণত করে প্রলেতারিয়েত সোজাসোজি সামাজিক নব জেরুজালেমে যাক, এই বলে এরা আসলে এটাই চায় যে, প্রলেতারিয়েত বর্তমান সমাজের চৌহদ্দির ভিতরেই থাকুক, কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী সম্বন্ধে তার সমস্ত বিদ্বেষভাব বিসর্জন দিক।"

অথচ, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকেও "সমাজতান্ত্রিক " ভিয়েতনামের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৪ এ মার্কসের নামের বন্ধনীভুক্ত করে সেটিকে " মার্কসবাদ" এর আবরণে " ডক্ট্রিণ" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও " ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান" নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন- "ঈশ্বর ছাড়া যদি ধর্ম সম্ভব হয় তা হলে পরশপাথর বাদ দিয়েও এ্যালকেমি হতে পারে।"

কিন্ত, এ্যালকেমির অবস্থা যাহাই হোক না কেন বুদ্ধদের মতামত রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে বা রাজাশ্রিত হয়ে বিভক্ত হয়েছে বহু ভাগ-উপভাগে। ব্রিটিশ শিল্পপতি রবার্ট ওয়েন সহ বহুজন ক্রিয়াশীল ছিলেন-চেষ্টা করেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি নিশ্চিত করতে, তবে ইউটোপীয়ভাবে। কিন্তু,মার্কস-এ্যাংগেলস উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হলেন- শ্রম ও পুঁজির ভূত-ভবিষ্যত এবং একই সাথে ইতিহাসের ভূত-ভবিষ্যত চিহ্নিত ও শনাক্তকরণে অর্থাৎ আবিস্কার করলেন - বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, নির্মিত হল সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তথা সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান। অবশ্য তাঁদের পূর্বে যে আরো বুহজন এরূপ চেষ্টা করেছিলেন এ বিষয়ে বিশেষত- বস্তবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব আবিস্কার করেছিলেন "জার্মান কায়িক শ্রমিক ইয়োসেফ দিৎসগেন" , তাও জানিয়েছেন এ্যাংগেলস তাঁর " ল্যুদভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান" নিবন্ধে।

অত:পর, বিজ্ঞান- যেহেতু ধর্ম বা মিথ বা মততন্ত্র নয় সেহেতু ধর্ম বা ধর্মীয় আচার-আচরণ বা তদ্রুপ মুল্যবোধ বা মততন্ত্র সমেত সাবেকী অন্ধত্বের বোধ ইত্যাদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলেই ধর্মীয় গুরুর শিষ্য বা চেলা-চামুন্ডা কর্তৃক ধর্মের বহুমুখী ভাগ-বিভাজন ও নববিধান প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবল অনাবশ্যকই নয়, বরং তদানুরুপ ক্রিয়াদি বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতাকেই অস্বীকার করার নামান্তর বটে। সুতরাং, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নববিধান বা নবসংযোজন বা ধর্মের মতো ব্যবহার মোটেও বৈজ্ঞানিক কর্ম নয়, তবু সেরূপ করা হয়েছে।

কাজেই, তদমর্মে খুঁটিনাটি ও সম্পর্কাদি নির্ধারণ ও চিহ্নিত করা ব্যতীত দেশ, কাল,জাতি বা বিশেষ/উদ্ভুত পরিস্থিতি ইত্যাদির দোহাইতে নতুন করে নতুন নতুন ক্যারিশমেটিক গুরুর বা এভার টেলেন্টেড শিষ্যের ইর্মোটাল কীর্তি বয়ানের আবদারে সমজাতন্ত্রের বিজ্ঞানের নবসংজোযন বা নববিধান রচনার সুযোগ নাই বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তদমর্মে প্রয়োজন পড়ে না। যেমন প্রয়োজন পড়ে না "এইছ টু ও =পানি" এই সুত্রের নব সংজোযন বা আপেক্ষিকতার তত্ত্বের নবতত্ত্বায়ন বা অক্সিজেন দহনে সহায়ক মৌল রসায়ন রূপ সুত্রের নবাসুত্রায়ন বা ত্রিভুজের তিন কোনের সমান দুইসমকোন বা বর্গক্ষেত্রের সকল বাহু সমান বা এভরি এ্যাকসান ইক্যুয়েল টু রিএ্যাকসন বা তাপ মাত্রার শুন্য ডিগ্রিতে বরফ আর ১০০ ডিগ্রিতে বাস্প হয় পানি ইত্যকার বৈজ্ঞানিক সত্যের, নব-সত্যায়ন। আর যদি নব-সত্যায়নের বা নতুন তত্ত্বায়নের প্রয়োজনীতাই দেখা দেয় বা সত্যি সত্যি যদি তদ্বিষয়ে নতুন তত্ত্ব-সুত্র বা সত্য তথা ট্রুথ নির্ণিত- নির্মিত হয় তবেতো, পুরনোটি আর তত্ত্ব -সুত্র থাকে না বা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে স্বীকৃত ও গণ্য হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত নয়।

অতপর, উদ্বৃত্ত-মুল্য বা মৃতশ্রমই পুঁজি এবং পুঁজি ও মজুরী শ্রমের বৈরী সম্পর্কের পতন ও বিনাশের অনিবার্য কারণ- পুঁজি বিকাশের শর্তে সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় সমগ্র দুনিয়াটাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার আয়ত্তাধীনে এনেও অনিবার্য পরিণতিতে কেন্দ্রীভবন অর্থাৎ অতিউৎপাদন সংকটে নিপতিত পুঁজি মরিয়া হয়ে যেমন শ্রমিকের তেমন পণ্যের মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি সাধন, দুর্যোগ-দুদর্শা সৃষ্টি ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনের পরেও ট্রাষ্ট ইত্যাদি গঠন বা রাষ্ট্রিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে অবাধ প্রতিযোগিতার স্বীয় চরিত্র বিরোধী সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হয়ে উৎপাদন বিকাশে স্বীয় অক্ষমতা-অযোগ্যতায় বহু পুঁজিপতিকেও মজুরে পরিণত করে বলে মার্কসের " নিরাকরণের নিরাকরণ" প্রক্রিয়ায়- উৎপাদন সম্পর্কের সহিত উৎপাদনী উপকরণের বা শক্তির সাংঘর্ষিকতা-বৈরীতা ও বিকল্পহীনভাবে নতুন সম্পর্ক বৈ নিস্পত্তির অযোগ্য বিরোধ।

ফলে- উৎপাদন বিকাশে উপযোগী-উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপনে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণের সমাপ্তিতে রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কারিগর শ্রমিকশ্রেণীই মানব সমাজের সর্বশেষ শ্রেণী রুপ তত্ত্ব যদি এ্যাংগেলসের ভাষ্যে বিজ্ঞান হয়ে থাকে তবে কি আর কারো এতদ্বিষয়ক খুঁটিনাটি সম্পর্ক ইত্যাদি নির্ধারণ করা ছাড়া তদ্বিষয়ে নতুন করে তত্ত্বায়নের সুযোগ বা অবকাশ আছে ? তৎসত্ত্বেও,যদি প্রয়োজন হয় নতুন করে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কার বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নবসংজোযনী বা নববিধানের বা নতুন নতুন সুত্রায়নের তবেতো এ্যালকেমির অবস্থা যাহাই হোক না কেন পরশ পাথরই থাকে না অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে এ্যাংগেলসের বক্তব্যের সত্যতা-যথার্থতাও থাকে না এবং মার্কসও অস্বীকৃত হয়। তদমর্মে নজির-

ক) ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া-

কোরিয়ায় "জুসে ধারণা" ইত্যাদির নামে রাষ্ট্র কেন্দ্রীক নিউ কমিউনিজম চালু করে কার্যত রাষ্ট্র বিলুপ্তির "সমাজ" রুপ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়েছে।রোমের রোমেলাসরা ডিভাইন রাইটহোল্ডার , ইর্টার্নাল বটে জুপিটার-জিউসরা। কিন্তু-উত্তর কোরিয়ার ১৯৯৮ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায়-" সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমিতে" "অমর জুসে ধারণার " প্রবর্তক কিম ইল সং " ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট"হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কোরিয়ার সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৪৩ এ, নতুন ধরনের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র বিনির্মাণ এবং ৫২ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে জনজীবনের সকলক্ষেত্রে জুসে ভাবধারার প্রয়োগ করা হবে যেমনটি প্রস্তবানায় বর্ণিত হয়েছে সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী মতাদর্শ হিসাবে তেমনটি অনুচ্ছেদ -৩ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, রাষ্ট গাইডেড হবে জুসে আইডিয়া দ্বারা । কোরিয়ার ইত:পুর্বেকার সংবিধানে মার্কসের নামযুক্ত "বাদ" ইত্যাদি ব্যবহার করা হলেও বর্তমান সংবিধান হতে কেবল "মার্কসবাদ-লেনিনবাদই" নয়, সত্যি সত্যিই মার্কসের নামও বাদ অর্থাৎ নির্বাসন দেওয়া হয়েছে নিউ কমিউনিষ্ট টাইপের রাষ্ট্র গঠনে নতুন জুসে ভাবধারার জন্যই এবং আধুনিক জুসে ধারা যেহেতু কার্যকর সেহেতু মার্কসদের আবিস্কৃত বিজ্ঞান পুরাতন,অপ্রয়োজনীয় ও বর্জনীয় । বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে কিম ইল স্যুং ব্যতীত আর কেহই " চিরন্তন রাষ্ট্রপতি " নন। তবে একালের জুপিটার হতে দোষ নাই বলে কিমের জন্ম সালকে ভিত্তি ধরে ১৯৯৭ সাল হতে

জুসে বর্ষপঞ্জী চালু করেছে কোরিয়া । মার্চপাষ্ট সংগীতে গাওয়া হয়- পাহাড়ের ঝরণা হতে বন-জংগলের পশুপাখির কলরবে সর্বত্রই যেন অনুরণিত হয়- কোরিয়ার জনগণের মুক্তিদাতা ও রক্ষক চিরিঞ্জিত বীর মহান কিমের বীরত্বগাঁথা ।

ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবী স্বীয় সংবিধানের মালিকানা দাবী করে নাই কিন্তু বেদান্ত পন্থীরা মালিকানা স্বত্ব ত্যাগে রাজি নয় তাই, জন্মান্তরবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের বিধান " কোড অব মনু" বা মনু সংহিতা নামে অভিহিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট কিমের ব্রাহ্মণকুলীয় নিউ কমিউনিষ্টদের বিপুল-ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় মানবকুলে নয়, দেব-দেতবা কুলেই কিমের জন্ম হয়েছে রূপ ভ্রান্ত ধারণা জনমনে জন্ম নিয়েছিল বলেই -জুসে আইডিয়া ভিত্তিক "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" বিনির্মাণে "ব্রিলিয়ান্ট" এন্ড "টেলেন্টেড" কিমকে মানব প্রজাতিভুক্ত উল্লেখ করত কোরিয়ান জাতির " সূর্য" ঘোষণাপূর্বক রচিত সংবিধানের প্রাককথায় " Constitution of D.P.R.K is a Kim-ll Sung's Constitution" বিবৃত করার মাধ্যমে কোরিয়ার সংবিধানের মালিকানা দেওয়া হয়েছে 'মহান কিমকে'। এবং বলা হয়েছে সমগ্র কোরিয়ান জাতি তাঁকে " ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট" হিসাবে আপ-হোল্ড করবে। যদিচ, কোরিয়ান জাতির এক বিশাল অংশ যাঁরা দক্ষিণ কোরিয়ায়র বাসিন্ধা তাঁরা অনেকেই কিমকে শত্রু হিসাবেই চিহ্নিত ও গণ্য করে।

কিন্তু, ' ইটার্নাল, ইমোর্টাল, এভার ভিক্টোরিয়াস, ন্যাশনস সেইভার, ব্রিলিয়ান্ট এন্ড টেলেন্টেড গ্রেট লিডার' ইত্যকার পরজীবী লালন-পালন ও পরিপোষণ নয় বরং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান মতে- অনুরূপ পরজীবীতা ও পেশাজীবীতার স্রষ্টা-পোষক ও রক্ষক ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ, এবং ব্যক্তিমালিকানা সংরক্ষণে মধ্যযুগেই সৃষ্ট সকল প্রকার উত্তরাধিকার প্রথা বাতিল এবং সাবেকী মূল্যবোধ হতে বিচ্ছেদ তথা সকল প্রকার পরজীবীতা সমেত খোদ রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদই কমিউনিষ্টদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং করণীয়।

অথচ, কিমকে উল্লেখিত সকল শব্দ দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়েছে সংবিধানমূলেই এবং কোরিয়ার সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭৪ অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মেধাস্বত্ব আইনের অনুগমনে রাষ্ট্র কর্তৃক পেটেন্ট রাইট ও কপি রাইট সংরক্ষণের বিধান করাসহ তদমর্মে ও অপরাপর খাত হতে অর্জিত আয়কে পুঁজিবাদী নিয়মে সঞ্চিত ও পুঞ্জিভূতকরণে অনুচ্ছেদ-২৪ দ্বারা প্রাইভেট প্রপার্টি রক্ষা ও উত্তরাধিকার প্রথাকে সুরক্ষায় নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে । দুনিয়ার পুঁজিওয়ালাদের অবাধ শ্রম শোষণের নিমিত্তে বিশেষ ব্যবস্থারূপ- 'স্পেশাল ইকোনোমিক জোন' ১৯৯১ সাল হতে কোরিয়ায় চালু করা হয়েছে এবং যাহার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সংবিধানে অনুচ্ছেদ-৩১ দ্বারা । বিদেশী ব্যক্তি -সংস্থার সাথে করা যাবে জয়েন্ট ভেঞ্চার , রাষ্ট্র হবে শ্রমবাজারের একমাত্র ঠিকাদার বর্ণিত আছে অপরাপর অনুচ্ছেদে । এবং মিথ-ধর্মের নামে চালু সাবেকী মূল্যবোধ চর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে অনুচ্ছেদ-৬৮ দ্বারা এবং পরিবারকে সমাজের সর্বনিম্ন ইউনিট গণ্যে একদম মনু সংহিতার চেন্স ও আদলেই বিবাহ ও পরিবারকে রাষ্ট্র কর্তৃক সুরক্ষার বিহীত করা আছে অনুচ্ছেদ-৭৮ এ ।

যদিচ, 'পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- "একপতি-একপত্নি প্রথাও নারী-পুরুষের সম্ভাব প্রসূত উদ্ভুত নয়,----------। বরং তা দেখা দিচ্ছে নারী পুরুষের একজন কর্তৃক অপরের উপর আরেকজনের আধিপত্য হিসাবে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এযাবৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একটি বৈরী ঘোষণারূপে।" এবং

" সমষ্টি-বিবাহ সভ্যতার ঘাড়ে যে উত্তরদায়িত্ব চাপিয়ে দেয় সেটা দুপেশে ব্যাপার, যেমন সভ্যতার সৃষ্ট সবকিছুই দুপেশে,দুমুখো, স্ববিরোধী ও বৈরদ্যোতক: একদিকে একপতিপত্নী প্রথা,অন্যদিকে হেটায়ারিজম ও তার চূড়ান্ত রূপ গণিকাবৃত্তি। -----------। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে এই নিন্দাবাদ গণিকা বিলাসী পুরুষকে আঘাত করে না, আঘাত করে মাত্র স্ত্রীলোককে: তারা বর্জিত ও পতিত হয়ে আর একবার প্রমাণ করে যে, সমাজের বুনিয়াদি নিয়ম হচ্ছে স্ত্রীলোকের ওপর পুরুষের চূড়ান্ত আধিপত্য।" এবং

" পুরুষের নিরংকুশ আধিপত্যের ফলে স্ত্রী পুরুষের তীব্র বিরোধ সুপরিস্ফুট;" এবং

" কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে বিবাহ নির্ভর করে পাত্রপাত্রীদের শ্রেণীর ওপর এবং সেই হিসাবে এগুলি সুবিধার বিবাহই থেকে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই এই সুবিধার বিবাহ প্রায়ই অত্যন্ত স্থুল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়-কখনো দুপক্ষের কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রীর বেলায়; স্ত্রীর সংগে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এইটুকু যে, সে ফুরনের মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, পরন্তু সে দেহটা বিক্রি করে চিরকালের মতো দাসত্বে ।"

অর্থাৎ প্রকৃতার্থেই - পরজীবী বুর্জোয়া বা পরজীবীতার বুর্জোয়া বোধে বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত বেশ্যাবৃত্তি বুর্জোয়াদের জীবনেরই অংগ ও বৈশিষ্ট্য এমনকি তেমন ভ্রান্তবোধে ও উপর্যপুরি প্রথাগত গোলামি মানসিকতায় আক্রান্ত অনেক স্ত্রীও নিজের সুন্দরী ছুরৎ- রূপজীবী দেহবল্লরীর গর্ববোধে স্বীয় জীবনধারণে একমাত্র পেশা- বিবাহিত নারী বা গৃহবধূর জীবন গ্রহণে সর্বাধিক যোগ্য -উপযুক্ত গণ্যে অথবা নিজেকে কেবলই পুরুষের ভোগ্য সম্ভারে গণ্যে স্বীয় শরীর কেবলমাত্র স্বীয় স্বামির জন্য বরাদ্ধকৃত মর্মে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক না হলেও মুর্খতার কুপমন্ডুকতায় নিজের সমগ্র শরীরকে কেবলমাত্র যৌন সম্ভার বিবেচনায়- অবলা ও অসহায় নারীর পরিত্রাণে দায়ভাগী -পরিত্রাতা বলবান পুরুষকুলকে পাপের হাত হতে মুক্ত রাখতে নিজেরই সমগ্র শরীরকে সর্বদাই খুব করে ঢেকে-আবৃত করে কিম্ভুতকিমাকার এমনকি, সাচ্ছন্দে স্বাভাবিক পথচলতিতেও নিজেকে অযোগ্য করে রাখে; এবং কেউ কেউ বৈবাহিক বৃশ্যাবৃত্তির আতিশয্যে আহ্লাদিত- গর্বিতবোধে কোন প্রকার সামাজিক বা শ্রমধর্মী ক্রিয়ায় ঘৃণাবোধ করাসহ সম্ভোগ/প্রজনন সুবিধার বিনিময়ে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাকে অতিমাত্রায় মুল্যবান বিবেচনায় স্বীয় স্বার্থকতা- সফলতার অহংকারে-দেমাগে কেবলই **পটেরবিবি** সেজে থাকতে পছন্দ করে। আর পুরুষ সেতো, বারোয়ারী -ব্যভিচারী এমনকি স্বপ্নেও নির্বিচার যৌন সম্ভোগ প্রয়াশী হাড় বজ্জাত বটে, তবে উত্তরাধিকার শর্তে সম্পত্তির লোভে বুর্জোয়া পুরুষও স্বীয় পছন্দকৃত বা প্রণয়নীকে নয় জোড় বাঁধতে বাধ্য হয় বটে সম্পত্তিওয়ালা অভিভাবকের পছন্দে।

কিন্তু, শ্রমজীবী জনগণ স্বশ্রমে জীবন ধারণকারী বলেই পরজীবীদের মতো বিবাহের নামে বা বৈবাহিক ছদ্মবেশে আসলেই বন্দীত্ব -বেশ্যাবৃত্তির যেমন তাদের প্রয়োজন নাই তেমন স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সহিত জোড় বাঁধতে যেমন তাঁরা বাধ্য নয় তেমন একান্ত

ভালোবাসার সংগীর সহিত মিলিত হতেও বাঁধা নাই। অথবা কেবলমাত্র পারস্পারিক আকর্ষণ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়ার আবশ্যকতা তাঁদের নাই হেতু শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমুলক তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বুর্জোয়া বোধের তথাকথিত বৈবাহিক আইন-কানুন, মুল্যবোধ ইত্যাদি কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়,বরং ক্ষতিকর মর্মে তেমন ধরনের আইন-কানুন, প্রথা ও সংস্কৃতিসহ মানুষে মানুষে বৈরীতা সৃষ্টিকারী ঘৃণ্য সকল মুল্যবোধকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার মাধ্যমে সমাজকে শ্রেণীবৈরীতা মুক্ত করাই কমিউনিষ্টদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

ফ্রে. এ্যাংগেলস পুর্বোল্লেখিত পুস্তকেই লিখেছেন- " একই ব্যক্তির, মানে এক পুরুষের অধিকারে প্রচুর সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে এবং অপর কাউকে নয়, কেবলমাত্র সে পুরুষের নিজের সন্তানসন্ততিকেই সম্পত্তি দিয়ে যাবার ইচ্ছা থেকেই এই একপতিপত্নী প্রথা আসে। এই জন্যই নারীর পক্ষেই একপতিত্ব বাধ্যতামুলক, পুরুষের জন্য নয়। অতএব স্ত্রীলোকদের একপতিত্বে পুরুষদের গোপন বা প্রকাশ্য বহুপত্নীত্ব বাধেনি। উত্তরাধিকারযোগ্য স্থায়ী সম্পদের অন্ততপক্ষে বেশীর ভাগ অংশকে,উৎপাদনের উপায়কে-সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে আসন্ন সমাজ বিপ্লব কিন্তু উত্তরাধিকারের এই সব দুশ্চিন্তাকে সর্বনিম্নে নামিয়ে আনবে। যেহেতু একপতিপত্নী প্রথা অর্থনৈতিক কারণ থেকে জন্মেছে, তাই সেসব কারণ চলে গেলে কি এটিও লোপ পাবে ? " এবং
ঐ পুস্তকেই তিনি আরো লিখেছেন- " সম্পত্তির সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকারের জন্য একপতিপত্নী প্রথা ও পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।" এবং
ফে. এ্যাংগেলস তাঁর " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" নিবন্ধে লিখেছেন-
" ওয়েনের মনে হয়েছিল সমাজ সংস্কারের পথ রোধ করে আছে তিনটি বৃহৎ প্রতিবন্ধক; ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ধর্ম ও বর্তমানের বিবাহ প্রথা।" এবং

পরজীবীতা প্রসংগে তিনি ঐ পুস্তকেই লিখেছেন- " কিন্তু এ স্বীকৃতি অনুসারে শ্রেণী-বিভাগের যদি একটা বিশেষ এতিহাসিক ন্যায্যতা থেকে থাকে,তবে তা শুধু একটা বিশেষ যুগের জন্য, কেবল একটা নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতির আমলে। তার ভিত্তি ছিল উৎপাদনের অপ্রতুলতা। আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পুর্ণ বিকাশের ফলে তা ভেসে যাবে । এবং বস্তুত, সমাজের শ্রেণী বিলোপে ঐতিহাসিক বিকাশের এমন একটা মাত্রা ধরে নেওয়া হয় যেখানে অমুক অমুক বিশেষ শাসকশ্রেণী কেবল নয়, যেকোন রকম শাসক শ্রেণীরই এবং সেইহেতু, শ্রেণী-ভেদের অস্তিত্বই হয়ে উঠছে এক অপ্রচলিত কাল-ব্যতিক্রম। সুতরাং, তা ধরে নেয় উৎপাদনের এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ, যেখানে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দখল এবং সেই সংগে রাজনৈতিক আধিপত্য, সাংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে তাই নয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিকাশের প্রতিবন্ধক।" এবং
তিনি " পরিবার , ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নিবন্ধে লিখেছেন-" তখন এ কথা স্পষ্ট হবে যে, সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে আবার নিয়ে আসাই

হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত; এবং এর জন্যই আবার দরকার হচ্ছে সমাজের অর্থনীতির একক হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপ।”

অর্থাৎ- ঐ পস্তুকেই বিবৃত তাঁর মতেই -“ উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সংগে সংগেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনৈতিক একক (unit) থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা হয়ে উঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহবন্ধনের মারফৎ অথবা তার বাইরে, শিশু যেভাবেই জন্মাক না কেন, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নিবে।” এবং
সব রকমের উত্তরাধিকার প্রথা বিলোপ ও শিশুর দায়িত্ব সমাজেরই উল্লেখ করে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে এ বিষয়ে বর্ণিত আছে- “আধুনিক পরিবার অর্থাৎ বুর্জোয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠা কোন্ ভিত্তিতে হয়েছে? সে ভিত্তি হল পুঁজি, ব্যক্তিগত লাভ। এই পরিবারের পুর্ণ বিকশিত রূপটি শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই অবস্থারই অনুপুরণ দেখা যাবে প্রলেতারীয়দের মধ্যে পরিবারের কার্যত অনুপস্থিতি এবং প্রকাশ্যে পতিতাবৃত্তির ভিতর। অনুপুরক এই অবস্থার অবলোপের সংগে সংগে বুর্জোয়া পরিবারের লোপও অবশ্যম্ভাবী, পুঁজির উচ্ছেদের সংগেই ঘটবে উভয়ের অন্তর্ধান।”

অত:পর, পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী আধুনিক পরিবার প্রথা বিলোপ ও বেশ্যাবৃত্তি নির্মুল নিশ্চিতকরণ এবং সমাজের পরিপুর্ণ গণতন্ত্রায়নে প্রত্যেককে সমমর্যাদাবান ব্যক্তি মর্মে নিশ্চিতকরণে অর্থাৎ সকল প্রকার শ্রেণী বৈরীতা-বিরোধীতার অবসানে-পরিবার নয়,ব্যক্তিকে “ সমাজের অর্থনৈতিক একক” হিসাবে নিশ্চিতকরণে উল্লেখিত ক্রিয়াদি সম্পাদন করাই সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং কমিউনিষ্টদের আবশ্যকীয় ও বিকল্পহীন করণীয় হলেও তা না করে বরং বিপরীতে ক্ষতিকর বুদ্ধিবৃত্তি-মেধাস্বত্ব রাইট, উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা এবং তদমর্মে পরিবারকে সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েও নিউ কমিউনিষ্ট ‘মহান কিমরা’ সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করছে বলে দাবী করার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-বিজ্ঞানকে কেবল অস্বীকার ও অকার্যকরই করেনি বরং কোরিয়ার সংবিধানমুলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্তি -বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা সহ জঘন্য জালিয়াতি ও প্রতারণা করেছে।

তাছাড়া- ষ্টেম সেল গবেষণার সফলতা মানুষের জীবনচক্র যেমন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করবে তেমন মৃত প্রাণীর ক্লোনিং সফলতায় এটিও নিশ্চিত যে, প্রাণীকূলের সংখ্যাবৃদ্ধিতে ক্লোনিং এখনো উপযুক্ত পন্থা হিসাবে গৃহীত না হলেও ভবিষ্যতে হবে না এমনটা বলার যুক্তি নাই। তবে- প্রাণ বিকাশে অর্থাৎ মানুষ বা গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রথাগত প্রজনন পদ্ধতি-ব্যবস্থা যে এখন খুব আবশ্যকীয় তেমনও নয়। ভবিষ্যতে নারীকূল প্রেগনেন্সির দায় বহন করবে কি না সে বিষয়টি এখনই বহু নারীর সক্রিয় বিবেচনাধীন বা ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ বলেই অন্ত:ত জাপান সহ বেশ কিছু বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বিবাহের হার সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে সাড়ে ৩ বলিয়ন বছর আগে, তাও নিস্প্রাণ বস্তু হতে এবং প্রজনন ক্রিয়া ছাড়াও প্রাণীর বংশ বিস্তার হয়েছিল এবং এখনো কোন কোন

প্রাণীর ক্ষেত্রে সেই ধারাই প্রযোজ্য এবং মানুষের বয়স প্রায় দুই লাখ বছর। তন্মধ্যে - একপতিপত্নী রূপ পারিবারিক প্রথার সুচনা হয়েছে মাত্র সাড়ে ৩ হাজার বছর পুর্বে।

কিন্তু,তৎপুর্বেওতো মানুষ জন্মলাভ করেছিল এবং বিভিন্ন রকমের পরিবার যেমন- একরক্তসম্পর্কের পরিবার,পুনালুয়া পরিবার,সমষ্টি বিবাহ ও জোড়াবাঁধা পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। সমাজবিজ্ঞানী হেনরি লুইস মর্গান সহ অনেকেই প্রমাণ করেছেন যে, ঐ সকল পরিবারে বা প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় পিতা-মাতার সহিত সন্তানের বা ভাই-বোনের মধ্যে যৌনসম্পর্ক ছিল বা সকল নারীই জন্মগতভাবেই সকল পুরুষের স্ত্রী বলে গণ্য হতো। কিন্তু বন্য জীবনে মানুষ যে কেবলমাত্র নারী-পুরুষের সম্পর্কই নয় বরং সেইম সেক্স রিলেশন সহ বিষ্টিলিটি তথা অবাধ যৌনাচারে অভ্যস্ত ছিল তাও প্রমাণিত।

পৃথিবীর প্রথম ধর্মগ্রন্থ- পিরামিড টেক্সটের বিবরণে পৃথিবীর প্রথম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী অর্থাৎ ইজিপ্টের ফারাও রাজবংশ প্রতিষ্ঠাকারী- যুদ্ধ ও আকাশ দেবতা - গড হরোস এবং মরুভূমির গড সেটের মধ্যে সমকামী সম্পর্ক ছিল । এথেন্সের কিং গড জেউস এবং ভারত দখলকারী হাফগড আলেকজান্ডার দি গ্রেটও ছিল সমকামী। প্রাচীন রোমে হোমোসেক্সসুয়াল সম্পর্কের সামাজিক চুক্তিকে বিবাহ বলে গণ্য করা হত বলে ‘মেরেজ’ শব্দের উদ্ভব-ব্যবহার হয়েছে রোমান মিথোলজিতেই। এবং কিং গড জুপিটারের নাতি-পুতি সকলেই তথা একমাত্র সম্রাট ক্লডিয়াস ব্যতীত রোমের আর সকল সম্রাটই সমকামী ছিল। জার্মান সেন্সলর ব্রেনহার্ড ভোনও ছিল অনুরূপ। ইউরোপীয়দের আগ্রাসন ও দখলের পুর্বে -ধর্ম, আইন ও পুলিশহীন আমেরিকায়ও এসবের প্রচলন ছিল।

আগুন আবিস্কার ও খাদ্য হিসাবে মাছের ব্যবহার যেমন বুহ জনগোষ্ঠীকে মাইগ্রেশনে সহায়তা করে স্থানিকতার গন্ডী হতে মুক্ত করেছে তেমন অর্থনীতির ক্রমবিকাশে নির্বিচার যৌন সম্পর্ক কালক্রমে নিষিদ্ধ হয়েছে এবং সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে যে, একপতিপত্নী প্রথার পরিবারের উদ্ভব হয়েছে তা এই নিবন্ধেই ফে, এ্যাংগেলসের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে।

হিব্রু বাইবেলের এক্সোডাস-২২:১৯,১৮:২৩, ২০:১৫ ইত্যাদি সহ অন্যান্য অনুচ্ছেদে সেইমসেক্স সহ বিষ্টিলিটি মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্থিরকৃত ও নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার আক্কাডিয়ান/ সামারিয়ান আইন/মিথে -কুকুর ও শুকুরের সহিত যৌনসম্পর্ককে মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হলেও ঘোড়া ও খচ্ছরের সহিত সম্পর্ককে নির্দোষ গণ্য করা হয়েছে। চীন-ভারত সহ নানান দেশের পুরান/মিথ ও ইতিহাসে - বিষ্টিলিটি /সেইমসেক্স সহ নির্বিচার যৌন সম্পর্কের বিবরণ আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম রোমের রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে গৃহীত হওয়ার পর খ্রীষ্টান সম্রাট থিরোডাস- ৬ আগষ্ট, ৩৯০ সালে সমকামিতাকে মৃত্যুদন্ড যোগ্য অপরাধ হিসাবে স্থির করে ডিক্রি জারী করে। অথচ, রাজস্ব আয়ের হানি না ঘটাতে বা সম্রাটের আয় বৃদ্ধিতে ৫১৮ সাল পর্যন্ত রোমের সমকামী বেশ্যালয় হতে টেক্স আদায় করতো স্বয়ং সম্রাট। অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্মের রাষ্ট্র রোমের, খ্রীষ্ট্র ধর্মীয় সম্রাটও অর্থ আয়ের বেলায় ধর্মীয় বিধান কার্যকরী করেনি। কারণ-

পূর্বাপর অনেক রাজা-বাদশা, সম্রাট ও রাজনীতিকের মতোই ধর্ম বিশ্বাস নয় ,বরং তাঁদের স্বার্থাধীন নীতি তথা রাজনীতিকেই ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে অনুরূপ ধর্মকে বা ধর্মীয় রাজনীতিকে কেবলই ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহারের জন্য যেমন সম্রাট,তেমন রাষ্ট্রকে ধর্মের আবরণ পরিয়েছিলেন রোমান সম্রাট কেবলমাত্র রাজনীতির স্বার্থান্ধতায় । রুশ সম্রাট জার সহ ইউরোপের প্রায় সকল সম্রাটগণই নারী-পুরুষের সম্পর্ক বৈ অন্যধরনের যৌন সম্পর্ককে দন্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্থির করেছিল।

কিন্তু, ফ্রান্স বিপ্লবের পর বিপ্লবী ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের এসেম্বলী ১৭৯১ সালে সমকামিতা ইত্যাদি সম্পর্কিত ক্রিমিনাল কোডকে খারিজ করে দেওয়ার পর হতে অনুরূপ যৌন আচরণ আবারো ইউরোপীয় সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে থাকে। ১৮৬০ দশকে আমেরিকা ও ইউরোপে " ফ্রি লাভ" আন্দোলন গড়ে উঠে। কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনে প্রজনন নয় , বরং আর দশটা শারীরিক ক্রিয়া-কলাপের মতোই যৌনক্রিয়াকেও শরীরেই একটি আবশ্যকীয়, স্বাভাবিক এবং আনন্দদায়ক কর্ম হিসাবে বিবেচনা করে অপরের ক্ষতি না করার শর্তে তথা স্বেচ্ছা বা সহ সম্মতিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরস্পরের সহিত পরস্পরের শারীরিক-মানসিক মিলন বা তদার্থে সুসম্পর্কের স্বীকৃতিতে ফ্রি লাভ মোভমেন্টকারীরা আন্দোলন করতে থাকে। সমকামীদের অধিকার আদায়ের আবেদনে-ইউনিয়নবাদী কমিউনিষ্ট , বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী সংগঠক ও ইংলন্ডের বিখ্যাত দার্শনিক ব্রাটেন্ড রাসেলও সহি-সাক্ষর করেছিলেন। তবে, শ্রেণীহীন সমাজে যৌন সম্পর্ক কিরূপ হবে তা শ্রেণীধারণামুক্ত মানুষই নির্ধারণ করবেন বলে ফে.এ্যাংগেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' পুস্তকে মত প্রকাশ করলেও ঐ পুস্তকেই প্রাচীন গ্রীসের সমকামিতাকে "অধ:পতিত হয়ে তারা বালক-রতির বিকৃতিপঙ্কে নেমে গেল" বলে মন্তব্য করেছেন ।

রুশের ক্ষমতায় লেনিনদের যাত্রাকালে, ১৯২২-২৪ সালের মধ্যে জারীকৃত ডিক্রিতে সমকামিতা বিরোধী বা এন্টি গে ল' লিখিত হয় নাই বলে এদ্বিষয়ে জারের আমলের আইন-দৃষ্টিভংগি পরিত্যাক্ত হয় । এবিষয়ে- নিউ ইন্টারন্যাশনালিষ্ট ম্যাগাজিন, ইস্যু নং-২০১,নভেম্বর-১৯৮৯ সংখ্যায় "স্যাক্সুয়াল পলিটিক্স" শিরোনামে সমাজবিজ্ঞানি জেফরী উইক লিখেছেন-" After 1917, the new Soviet in Russia removed all penal restriction on Homosexual activities."

অন্যান্য আরো অনেক লেখক -গবেষকও লিখেছেন- ডিক্রি বলেই ফ্রি সেক্সকে নাগরিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় রুশে । তবে, নাজি জার্মানীর হিটলার ১৯৩৩ সালে সমকামিতাকে মৃত্যুদন্ডীয় অপরাধ হিসাবে স্থির করে। স্পেনের ফ্যাসিষ্ট ফ্রাংকোও হোমোসেক্সসুয়ালিটিকে অপরাধ হিসাবে নির্ধারণ করে। জেফরীই লিখেছেন-ইউ.এস.এস.আরের ষ্টালিনও সমকামিকাতাকে পুনরায় অপরাধ হিসাবে গণ্য করে মার্চ, ১৯৩৪ সালে। এক্ষেত্রে লেনিন নয়, হিটলারের চেলাই বটে ভন্ড ষ্ট্যালিন। ষ্টালিন অনুসারী অপরাপর ভন্ডরাও গোপনে যাহাই করুক না কেন প্রকাশ্যে সমকামিতাকে

অপরাধ হিসাবে গণ্য করলেও ১৯৪৮ সালের পর হতে পুর্ব জার্মানী,হাংগেরী এবং আলবেনিয়া সমকামিতাকে অপরাধ হিসাবে আর চিহ্নিত করে নাই।

আমেরিকান ও ইউরোপীয় লেসবিয়ান ও সমকামীদের নানান সংগঠন গড়া সহ আন্দোলনের পরিণতিতে ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডে গঠিত হয়- International Lesbian and Gay Association. (ILGA). ১৯৬০ সাল হতে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ে অবাধ যৌন স্বাধীনতাকে বন্ধনীভুক্ত করা হয়- Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Rights (LGBT) হিসাবে। বর্তমানে- IGLHRC means International Gay and Lesbian –Human Rights Commission are working with UN.

এসকল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের ৬ টি রাষ্ট্র সহ বেলজিয়াম, স্পেন, নরওয়ে, ন্যাদারল্যান্ড,সুইডেন, সাউথ আফ্রিকা এবং কানাডা আইনানুগভাবে সেইম সেক্স ম্যারেজ এর ব্যবস্থা চালু করেছে। তাছাড়াও, সিভিল ইউনিয়ন, পার্টনারশীপ, কো-হ্যাবিট্যান্ট ইত্যাকার নানা শব্দে ও আইনে এলজিবিটিকে বৈধতা প্রদান করেছে ধরিত্রীর বহু রাষ্ট্র। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে- মার্কিনী দখলীভুক্ত ইরাকেও ২০০৩ সাল হতে এবং এমনকি জর্ডান,বাহরাইনে সমকামিতা অপরাধ হিসাবে গণ্য নয়। আর বিষ্টিলিটি- ১৯৪৪ সালেই আইনানুগ বৈধতা দিয়েছে সুইডেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্ত:ত ২০টি অংগরাষ্ট্র এবং মেক্সিকো, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যান্ড,হাংগেরী, ফিনল্যান্ড, এমনকি কম্বোডিয়ায় বিষ্টিলিটি অবৈধ বা দন্ডমুলক অপরাধ নয়।

২ জুলাই,২০০৯ সালে ভারতীয় ইটিভি'র সংবাদে জানানো হয়েছে- দিল্লী হাইকোর্ট সমকামিতাকে বৈধতা প্রদান করেছে। দুনিয়ার বহু রাজনৈতিক দল এমনকি যুক্তরাজ্যের লেবার সহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামা- ক্লিন্টনদের ডেমোক্রেটিক পার্টিও এল.জি. বি.টি'র সমর্থক। সর্বোপরি, জাতিসংঘ কেবলমাত্র এখনই এলজিবিটি'র সক্রিয় সমর্থক নয়, বরং জাতিসংঘের বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা,১৯৪৮, অনুচ্ছেদ:২৫(২) – "মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাহিরে যেভাবেই ভুমিষ্ঠ হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।" দ্বারা এলজিবিটির বৈশ্বিক বৈধতার সূচনা করেছে বুর্জোয়াদের বিশ্বক্লাব।

অত:পর, মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান, স্বীয় পিতার সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকার নয় এবং বিবাহ বহির্ভূতভাবে সন্তান প্রসবকারী চরম দন্ডযোগ্য অপরাধী হলেও জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিশেষত যারা উল্লেখিত মানবাধিকার ঘোষণা অনুমোদন করেছে তারা সকলেই বিবাহ বহির্ভূত তথা অবৈধ সন্তানের প্রতি বৈরীতা প্রদর্শনে উপযুক্ত নয়। অথচ, ক্ষেত্র বিশেষ বৈরীতা করছে বলেই উল্লেখিত রাষ্ট্রগুলোর পদাধিকারীগণ কার্যত না মানছে ধর্ম , না মানবাধিকার ঘোষণা। তবু, তারা নাকি ধর্ম ও আইন মান্যকারী বটে শপথমুলে! আসলে কি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকারী বা সিকিউরিটি

কাউন্সিলের সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী অথবা অনুরূপ হাজারো স্ববিরোধীতায় নিমজ্জিত অ/ধর্মীয় রাষ্ট্রবিশেষের অধিকর্তা গয়রহ নিতান্তই ভন্ড এবং জনগণের সহিত লিপ্ত তারা ভন্ডামিতে বলেই জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নিজেদের আর্থ-রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা হাসিলে এরূপ পরস্পর বিরোধীতায় বা সাংঘর্ষিকতায় কার্যত অকার্যকর আইন-নীতি ইত্যাদি গ্রহণ-বর্জনে তাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় না।

এছাড়াও উল্লেখিত মানবাধিকার ঘোষণা বলে প্রথাগত একপতিপত্নী পরিবার যেমন প্রথাগত ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও ঐতিহ্যগত জৌলস হারিয়েছে তেমন এল.জি.বি.টি'র প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্ত:ত শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে একপতিপত্নী পরিবার বিলুপ্তির সমূহ অবস্থা তৈরী হচ্ছে। অত:পর, আমেরিকা-ইউরোপসহ যেসকল দেশে শ্রমিকশ্রেণীসহ জনসাধারণের অংশবিশেষ ইতিমধ্যে সেইম সেক্স ম্যারেজসহ এল.জি.বি.টি'র সুযোগ-সুবিধাভোগী বা অদুর ভবিষ্যতে যারা তদ্রুপ সুবিধা পাবে, বা যারা ফ্রি লাভ বা ফ্রি সেক্সের সমর্থক তারা কি নিউ কমিউনিষ্ট কিমদের প্রথাগত পরিবারের রক্ষক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন সমেত নিউ ষ্ট্যাইলের "সাম্যবাদ" কবুল করবে ?

সমাজতন্ত্রকে প্রলেতারিয় একনায়কত্ব হিসাবে চিহ্নিত করে অনুরূপ একানয়কত্ব দেখার জন্য প্যারী কমিউনের প্রতি চোখ ফেরাতে বলেছেন ফ্রে.এ্যাংগেল তার লিখিত " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধের ভূমিকায়"। কমিউনের ছিল বিশ্বপ্রজাতন্ত্রের পতাকা, মন্ত্রীত্বেও ছিল জার্মান-পোলান্ডের শ্রমিক প্রতিনিধি । " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে মার্কস লিখেছেন- " কমিউনের প্রথম আদেশ ছিল স্থায়ী সেনাদলের বিলুপ্তি ,তার স্থানে সশস্ত্র জনবলের প্রতিষ্ঠা।" এবং সরকারী পদ-পদবীতে একক সংস্থা কর্তৃক স্থায়ীভাবে নিয়োগের পরিবর্তে " সমাজের অন্য কর্মচারীদের মতনই ম্যাজিস্ট্রেট-জজেরা ও হয়ে উঠল নির্বাচিত , দায়িত্বশীল এবং প্রত্যাহার্য।" এবং

"কমিউনের প্রাথমিক খসড়ায় স্পষ্ট ভাষায় এটা ঘোষণা করা হয় যে ক্ষুদ্রতম একটি পল্লীগ্রামেরও রাজনৈতিক শাসনের রূপ হবে কমিউন আর গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতে স্থায়ী সেনাবাহিনীর বদলে গড়ে তুলতে হবে অত্যান্ত স্বল্পমেয়াদী একটি জাতীয় মিলিশিয়া। প্রতি জেলায় গ্রাম্য কমিউনগুলি সদর শহরে অবস্থিত একটি প্রতিনিধি পরিষদ মারফৎ তাদের সাধারণ কাজ সম্পাদন করবে। এই জেলা পরিষদেরা আবার প্যারিসে জাতীয় প্রতিনিধিমন্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাবে; প্রত্যেকটি প্রতিনিধিকে যে কোন সময়ে ফিরিয়ে আনা চলবে, প্রত্যেকে বাধ্য থাকবে নিজ নির্বাচকদের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ পালন করতে। ------ জাতীয় ঐক্য ভাংগার কথা নাই, বরং পক্ষান্তরে ঐক্য সংগঠিত হবে কমিউনের কাঠামো অনুসারেই। নিজে জাতির একটি গজিয়ে উঠা পরগাছা হয়ে যে রাষ্ট্র নিজেকে সেই জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও উর্দ্ধে অবস্থিত জাতীয় ঐক্যের প্রতিমূর্তি বলে দাবী করে, সেই রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদে জাতীয় ঐক্যই বাস্তব হয়ে উঠবে।------শাসক শ্রেণীর কোন লোকটি পালার্মেন্টে জনসাধারণের অপ-প্রতিনিধত্ব করবে, তিন বা ছয় বৎসর পর পর সেই সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে সর্বজনীন ভোটাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের জন্য সেই কাজই করবে, অন্যান্য সকল মালিকদের বেলায় তার ব্যবসার জন্য শ্রমিক বা

কার্যাধ্যক্ষ বেছে নেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নির্বাচনের ক্ষমতার মাধ্যমে যা সম্পন্ন করে থাকে। -----উপরতলা থেকে নিয়োগ এর চাইতে কমিউনের আদর্শের পরিপন্থী আর কিছু হতে পারে না।” এবং

ঐ নিবন্ধে মার্কস স্বীয় অভিমত হিসাবে লিখলেন- “ এটা হল মুলত শ্রমিকশ্রেণীর সরকার, আত্মসাৎকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের ফল তা, অবশেষে আবিস্কৃত সেই রাজনৈতিক রূপ যার আওতায় শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন কার্যকর করতে হবে । ”

অতপর, মার্কস-এ্যাংগেলস নয়, “ শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনের” ***রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি আবিস্কার করেছিল স্বয়ং প্যারী কমিউন*** । তবে-সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানীগণ ঘোষণা করেছেন-সমাজতন্ত্র কার্যকরণে - বিশ্বজনীন চরিত্রের অনুরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে কমিউনিষ্টদেরকে । উল্লেখিত নিবন্ধটি “১৮৭১ সালের ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের ভাষণ” হিসাবে রচিত এবং “ সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ সকল সদস্যের প্রতি” লিখিত বলেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব অর্থাৎ সমজতন্ত্রের উক্ত রূপ সুত্রায়ন বা তত্ত্বায়ন কার্যত, শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিরও সমাজতন্ত্র বিষয়ক তত্ত্ব । সুতরাং,সমাজতান্ত্রিক কর্মসুচী বাস্তবায়ন করতে হলে অনুরূপ রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বৈ অন্য ধরনের ব্যবস্থা বিশেষ করে -রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী বৈ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয়।

অথচ, নিউ কমিউনিষ্টরা নিউ কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কৌশলে সংবিধানমুলে গড়ে তুলেছে প্যারী কমিউন রূপ “সমাজ” নয়, রাষ্ট। উত্তর কোরিয়ার সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯০ মতে- ৫বছরের জন্য নির্বাচিত সুপ্রিম পিপলস এসেম্বলীকে (সাপ) অনুচ্ছেদ-৮৭ দ্বারা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংগঠন; এবং

অনুচ্ছেদ-১০৬ দ্বারা সুপ্রিম পিপলস এসেম্বলীর প্রেসিডিয়ামকে “সাপের” অনপুস্থিতিতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রিক অর্গান; এবং

অনুচ্ছেদ-৯১(১২) দ্বারা “সাপ” কর্তৃক চীপ জাষ্ট্রিস নির্বাচন ও বদলী ; এবং

অনুচ্ছেদ-১৪৮ দ্বারা সেন্ট্রাল কোর্টের প্রেসিডেন্টের মেয়াদ সাপের মতোই ৫ বছর নির্ধারণ ; এবং

অনুচ্ছেদ-১৬২ অনুযায়ী সেন্ট্রাল কোর্ট, সাপের অনুপস্থিতিতে সাপ প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী ও দায়বদ্ধ; এবং

অনুচ্ছেদ- ১৫৫ অনুযায়ী সেন্ট্রাল কোর্ট বিশেষ আদালতের ডিরেক্টর ও জজ নিয়োগ ও অপসারণ করে; এবং

অনুচ্ছেদ-৪ অনুযায়ী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শ্রমজীবি মানুষ তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং কোরিয়ার সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছে- শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, শ্রমজীবি বুদ্ধিজীবি ও অপরাপর সকল শ্রমজীবী মানুষ; এবং

অনুচ্ছেদ-২৯ অনুযায়ী সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিনির্মাণে শ্রমজীবী মানুষের সৃজনশীল শ্রম ব্যবহার করবে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র শ্রমজীবীদের শ্রম ভাড়া নিবে; এবং
অনুচ্ছেদ-১১ অনুযায়ী ডি.পি.আর.কে অর্থাৎ কোরিয়ার রাষ্ট্রটি তার সকল কার্যাবলী পরিচালনা করবে কোরিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টির কর্তৃত্বে।

অত:পর, খোদ রাষ্ট্রটি-ই, পার্টির নিয়ন্ত্রাধীন বটে কিন্তু পার্টি কমিটি-নেতৃত্ব ইত্যাদি শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নয়। কিন্তু, প্যারী কমিউনে কেবলমাত্র প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি; এবং কমিউন শ্রম ভাড়া/ছিনতাই করেনি বরং যে কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন বা অপরাপর সামাজিক যেকোন কাজই করুক না কেন সর্বোচ্চ বেতন ছিল শ্রমিকের সর্বোচ্চ বেতনেরই সমপরিমাণ।

তবে, মিষ্টিভাষী ভারতীয় চার্বাকের ভাষায়- পেশাগত ভাড়-ভন্ড ব্রাহ্মণ অথচ, মনুর বিধানে সমাজের মাথা বলেই ব্রাহ্মণই জ্ঞানী-বিচারক ও সর্বসুযোগ-সুবিধা সর্বাধিক ভোগী। কোরিয়ার নিউ কমিউনিষ্টদের ক্ষেত্রে- কিমের বিধানে শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী নামের আবরণে কার্যত মনু সংহিতার ব্রাহ্মণতুল্য ও ব্রাহ্মণ গণ্য ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মকর্তা বিশেষই আমৃত্যু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাভোগী ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় ব্রিলিয়ান্ট -গ্রেট লিডার কিমের উত্তরাধিকার ও অনুগামী হিসাবে কার্যত রাষ্ট্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে জনগণের নিকট জবাবদীহিহীন কোরিয়ার ওয়ার্কাস পার্টি বর্ণিত অনুচ্ছেদ-১১ অনুযায়ী এবং জুসে আইডিয়ার অনুরূপ ব্রাহ্মণদের সেবক রাষ্ট্রটি ভাড়া করছে শ্রমিকের শ্রম তাও সংবিধানের অপরাপর বিধানাবলী দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। কাজেই , জুসে ব্রাহ্মণেরাই অর্থাৎ মেধাবী ও মেধাস্বত্বানদের সুবিধা নিশ্চিতকরণে কেবলমাত্র রাষ্ট্রই শ্রমের মনোপলি ক্রেতা-ভাড়াটিয়া তাই একমাত্র একচেটিয়া শ্রমবাজারের হেতুবাদে শ্রমশক্তি বিক্রেতা মজুরশ্রেণী শ্রমের দাম বা মজুরী পায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দামাদামি বা চাহিদা-সরবরাহের নিয়ম-নীতিতে নয় বরং কেবলমাত্র ক্রেতার ইচ্ছায় হেতু অনুরূপ রাষ্ট্রীয় মনোপলি-র বলি তথা দাসানুদাস হওয়া বৈ কোরিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর অনুন্য শ্রমশক্তি বিক্রয়ে নূন্যতম সুযোগও স্বীকৃত নয় নয়া কমিউনিষ্ট কিমদের সংবিধানে ।

উল্লেখ্য-রোমান রিপাবলিকের প্যাট্রিশীয়ানরা অভিজাত ও ক্ষমতাবান ছিল বটে কিন্তু দাস ক্রয়-বিক্রয়ে এতটা মনোপলি ভোগ করত না বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ " ডিরেক্টর" হিসাবে এক মেয়াদের বেশী যোগ্য ও উপযুক্ত হিসাবে গণ্য হতো না। তদপুরি- ডিরেক্টর পদে দুইজন ডিরেক্টরের প্রত্যেকেই এক মাস এক মাস করে অদল-বদল বা বাই রোটেশানে চীপ বা প্রধান কার্য নির্বাহী ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করতো বলে কার্যত ৬ মাসের অধিক মেয়াদে ডিরেক্টরও কেউ হতে পারতো না। শ্রমশক্তি বেচা-কেনার মতো ব্যবস্থা-অবস্থার অবসানই-সমাজতন্ত্র,রূপ তত্ত্ব -সূত্রায়ণে মার্কসের পুঁজি গ্রন্থেরই কেবল বিশ্লেষণ নয় বরং এডাম স্মীথ সহ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মতেও শ্রম যেই খাটাক বা ভাড়া নিক সেই পুঁজিপতি। মার্কস কেবল প্রমাণ করেছিলেন- শ্রমের দাম পরিশোধ না করেই অপরের শ্রম আত্মসাৎ করেই পুঁজি নিজের শরীর বৃদ্ধি ও পুষ্ট করে। সুতরাং-সমাজতন্ত্রের আবরণে-ছুতায় মুলত রাষ্ট্রীয় সর্বাত্মক একচেটিয়া কর্তৃত্বে ও সুযোগে

সর্ববিদ উপায়ে কোরিয়ার শ্রমিকদের শ্রম আত্মসাৎ করছে জুসে ধারণার কথিত নিউ কমিউনিষ্টরা হেতু কেবল মার্কস-এ্যাংগেলস নয় বরং এডাম স্মীথের মতানুসারেই জুসে ঘরানার কমিউনিষ্টরা কেবলই পুঁজিপতি বলেই " উদ্বৃত্ত-মুল্য" ভোগী এক বর্বর-জঘন্য স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতন্ত্রী গোষ্ঠী।

পুরানো সব নৈতিকতা উচ্ছেদ নয়, এক্কেবারে বৈদিক যুগের চিরন্তন সত্য ও নৈতিকতাকে ধারণ করার জুসে আইডিয়াকে বলা হচ্ছে নতুন যুগের নতুন টাইপের কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা ! জালিয়াতি -প্রতারণা এবং ভন্ডামি আর কাকে বলে ? কিছুটা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে এবং কিছুটা সিভিল সাজতে ও সাধারণকে বোকা বানাতে কতিপয় বিষয়কে দন্ডনীয় গণ্য করা হলেও পুঁজির টিকে থাকার জন্মশর্ত ও বৈশিষ্ট্য শোষণ-পীড়ন, প্রতারণা-জায়িলায়াতি, চালাকি- জুচ্চোরি, ঠগবাজি-লুন্ঠন, দখল-বেদখল, হিংসা-সন্ত্রাস এবং ভন্ডামি অব্যাহত রাখতে ২০০৮ সালে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ বৈশ্বিক পরিসরে সামরিক খাতে ব্যয় করেছিল- ১৪০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশী, তন্মধ্যে কোরিয়ার ব্যয়-৫,৫০০,০০০,০০০ মার্কিন ডলার , তথ্য-উইকিপিডিয়া।

যদিচ, কোরিয়ার ২০০৭ সালে মোট জি.ডি.পি-৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মাত্র এবং জনপ্রতি বার্ষিক আয় ১৭০০ মার্কিন ডলার দেখানো হলেও -প্রদর্শিত হিসাবেই সামরিক খাতে ব্যয় মোট জি.ডি.পি'র প্রায় ১৩% দেখানো হলেও কার্যত ও প্রকৃত হিসাবে এখাতে অনুন্য ব্যয় ৪০% বিধায় কার্যত এতবিশাল ব্যয়ের সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রিক ব্রাহ্মণ্যকুলের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ সমেত বিলাসী জীবনযাপনের খরচ সমেত সামগ্রীকভাবে মোট রাষ্ট্রিক ব্যয় উক্ত ফাঁকিজুঁকির গড় আয়ের হিসাব হতে বাদ দিলে কোরিয়ান শ্রমজীবী মানুষের মাথাপ্রতি বার্ষিক আয় গড়ে মোটেও ৪০০ মার্কিন ডলারও নয়। আর বস্তুগতভাবে প্রকৃত আয় আরো কম বলেই জীবনের দায়ে সীমান্তের লোকজন চীনে গিয়ে কাজ করলেও অপরাধ গণ্য করা হয়। কেবলমাত্র চীনে গিয়ে মজুর খাটার দায়ে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ নির্মম দন্ড ভোগী। ভিন দেশে গিয়ে শ্রমশক্তি বিক্রি করার অপরাধ প্রবণতার শিকার কোরিয়ার ঐ সকল শীর্ণ-হীন কায়া মানুষের ছবি তোলা ও সংরক্ষণের দায়ে মার্কিনী সাংবাদিকদ্বয়ের ১২ বছরের কারাদন্ড মওকুফে খোদ সাবেক মার্কিনী প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন কোরিয়ায় গিয়েছেন ২০০৯ সালে। অর্থাৎ কোরিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতে সোল অথরিটি- অমর কিমের জুসে ধারণার পোষক-রক্ষক ওয়ার্কার্স পার্টির নেতারূপী আদি ভারতীয় ব্রাহ্মণদের রাষ্ট্রিক মনোপলি অমান্য -অস্বীকার করে শ্রম শক্তি বিক্রির জন্য একদা বন্ধু "সমাজতান্ত্রিক" চীনে গিয়েও কিঞ্চিত বেশী দামে শ্রম বিক্রি করতে দিতে পারে না 'স্বয়ং সম্পূর্ণ' নিউ কর্উনিষ্টরা তাদের অধীনস্ত দাসানুদাসদের।

উল্লেখ্য-ভারতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্ত বা রাজা বল্লাল সেনরা যদি এতবিশাল ব্যয়ের বিপুল সংখ্যক সৈন্য না হোক অন্ত:ত লাঠিয়ালও পালন-পোষণ করতে পারতো তবে, ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো পারতো । সমাজতন্ত্রী মাত্রই জানার কথা যে, রাষ্ট বিলোপে -স্থায়ী সামরিক বাহিনী বিলুপ্ত করাই সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক ও মৌলিক শর্ত বলেই প্যারি কমিউন প্রথম সুযোগেই স্থায়ী সেনা বাহিনী বিলুপ্ত করেছিল ।

মার্কসের পূর্বোল্লেখিত নিবন্ধ অনুসারে- ২০ মার্চ কমিউনের ক্ষমতা দখল,২৬ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং ২৮ মার্চ নির্বাচিত পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তানান্তর করাকালীন কমিউনের দায়িত্ব পালন করেছিল জাতীয় রক্ষী বাহিনী। কিন্তু "তৎপূর্বে জাতীয় রক্ষী বাহিনী নিজেদের পুনর্গঠন করে নেয় ও প্রাক্তন বোনাপার্টপন্থী বাহিনীগুলোকে বাদ দিয়ে সকলের সম্মিলিত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে তুলে দেয় তাদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার। " অর্থাৎ বিলুপ্তকৃত জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কমান্ডও ছিল নির্বাচিত।

কিন্তু, কোরিয়ার সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০০, ১০১, ১০২, ১০৩ ও ১০৫ এ বর্ণিত আছে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সামরিক অর্গান, মেয়াদ ৫ বছর, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান যুদ্ধ ঘোষণা ও নির্দেশ-আদেশ প্রদান করবেন, কাউন্সিল ক্যাডার নিয়োগ, বদলী ,সেট আপ নির্ধারণ, পদ-পবদী প্রদান ও অপসারণ ইত্যাদি করবে এবং কাউন্সিল 'সাপের' নিকট কার্যত সাপ প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকবে এবং অনুচ্ছেদ-৯১(৫) অনুযায়ী সাপ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নিয়োগ করবে। অত:পর, উক্ত অনুচ্ছেদগুচ্ছ দ্বারা ব্যবস্থিত রাজনৈতিক অবস্থা প্যারী কমিউনের সহিত সম্পূর্ণত অসমাঞ্জস্যপূর্ণ, বৈরীতাপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক এবং পরিপন্থী । তৎসত্ত্বেও, কিমরা সমাজতন্ত্রী?

কিমের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ এ বর্নিত আছে-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও বিপ্লব সুরক্ষা,জনস্বার্থ এবং দেশের স্বাধীনতা, মুক্তি ও শান্তি নিশ্চিত করবে সেনাবাহিনী। উল্লেখ্য, সম্পত্তিবানদের সম্পত্তি দখল-বেদল হওয়ার ভয়-শংকায়, অশান্তি ও অনিশ্চয়তায় থাকে বটে প্রাইভেট প্রোপার্টিওয়ালারা- তাতো পুঁজিরই জন্মদোষে অর্থাৎ পুঁজিওয়ালা প্রতেকে প্রত্যেককে পুঁজিহীন বা সম্পত্তির মালিকানাহীন করতে নিজ নিজ পুঁজির সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় স্বীয় সম্পত্তির মালিকানা রক্ষার মরণ চেষ্টায় রত হেতু পুঁজির এমন প্রবণতাকে " নিরাকরণের নিরাকরণ" সূত্র দ্বারা মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে নিশ্চিত করেছিলেন যে, নিরকরণের প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতিশ্রেণী নি:স ও বিলুপ্ত হবেই এবং বিলীন ও বিলুপ্তিই পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি ।

তাছাড়া,পুঁজিপতিদের অনুরূপ পরিণতি কেবলমাত্র মার্কস দেখেছেন তাতো নয়। প্রকৃতপক্ষে, পুঁজিপতিশ্রেণী এরূপ নিরাকরণ প্রক্রিয়ায় মধ্য দিয়েই পুঁজির হুকুম নির্দেশিত গোলাম হিসাবেই নিত্য আচার-আচরণ করতে বাধ্য বলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বা ভাগ-বিভাগ, নিজেরাই নিজেদেরকে অনুরূপ প্রতিযোগিতামুলক অবস্থায় নিক্ষেপ করে এবং পুঁজি টিকে থাকার শর্তেই অনুরূপ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেরাই নিজেদের শত্রু হিসাবে নিজেদেরকেই মালিকানাহীন করা সহ নিজেদের বিপদাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল বলেই- নিরাকরণের নিরাকরণ সূত্রটি মার্কস সূত্রায়িত করতে সক্ষম হলেন।

অর্থাৎ পুঁজিবাদই পুঁজিবাদের শত্রু বলে পুঁজিবাদ বিনাশ-ধ্বংসে শ্রমিকশ্রেণীর যেমন ষড়যন্ত্র -চক্রান্ত করার প্রয়োজন নাই তেমন পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণী বৈ অন্য কেউ পুঁজিপতিকে শ্রেণীচ্যুতকরণ বা শ্রমিকশ্রেণীতে নিপতিত করে না।

কোরিয়ার জুসে ধারণার ইন্টেলেকস্যুয়াল এন্ড লিগ্যাল ইনহেরিট্যান্সদের সার্বভৌমিত্ব সংরক্ষণ করা সহ তাদের পিস ও ফ্রিডম নিশ্চিতকরণে পার্টি কর্তাদের মেধাস্বত্ব সহ প্রপার্টির সেফটি নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে বিশেষত প্রধানতম সর্দ্দারের নিরাপত্তার স্বার্থে ও আবশ্যকতায় খোদ পার্টির বহু পদাধিকারীকে হত্যা-খুন করাসহ ক্ষুদার জ্বালায় প্রতিবেশী চীনে গিয়ে শ্রম শক্তি বিক্রির দায়েও নির্মম শারীরিক নির্যাতন করাসহ দীর্ঘমেয়াদি কারাদন্ড প্রদানে যখন যা করার দরকার পড়ে তাই করছে জুসে ঘরানার সেনাবাহিনী তথা কোরিয়ার কিমদের সৃষ্ট দুষ্ট-দুর্বৃত্ত, নির্মম-নিষ্ঠুর ও আতংক বাহিনী । বিভিন্ন ওয়েব-সাইটে সেরূপ নজির-প্রমাণ ভুরি ভুরি আছে । লক্ষ্যণীয়-২০০৮ সালে কোরিয়ার মোট জনসংখ্যা-২২,৯১২,২০০, অথচ,আয়তনে বিশ্বে ৪র্থ স্থান দখলকারী সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা-৫৮,০৬,০০০,গড়ে নাগরিকদের প্রায় ২৬% সৈনিক। দুনিয়ার আর কোন দেশে গড়ে এত সংখ্যক সৈনিক নাই ।

অত:পর, এতো বিশাল বহরের সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাদি যোগায় কোরিয়ার শ্রমিকশ্রেণী না কি, ভুতে ? দেশপ্রেম যে সম্পত্তি প্রেম তাও, মার্কস নিশ্চিত করলেও অনুচ্ছেদ-১৬৫ মতে- ন্যাশন সেইভার এন্ড এভার ভিক্টোরিয়াস এন্ড ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট কিমের গুণকীর্তন বা বন্ধনা গীত তথা "পেট্রোয়টিক সং"-ই,কোরিয়ার জাতীয় সংগীত । কাজেই, জাহান্নামে যাক শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাকিতাবাদ ! ধিক, জুসে ধারার নিউ কমিউনিষ্ট কিমদের।

তাছাড়া, সম্পত্তিবান দেশপ্রেমিকদের সম্পত্তি রক্ষা ও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধিতে দেশকে রক্ষা ও বিদেশ দখলে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর ছদ্মাবরণে কার্যত সম্পত্তিবানদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী বিশেষ রাষ্ট্রিক গুন্ডামির দ্বারা প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধা ও নিরীহ মানুষ হত্যা-খুন বা সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে থাকে,সেই সেনাবাহিনী রাষ্ট্রিক অখন্ডতা অতিতে কখনো-সখনো রক্ষা করলেও হালের দি ফান্ডের লর্ডশীপের রাজত্বে তেমন স্বাধীন রাষ্ট্রই নাই বিধায় পুর্বের মতো ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনী দিয়ে বিশেষ কোন রাষ্ট্রের তথাকথিত স্বাধীনতা বা ভুয়া সার্বভৌমিত্ব রক্ষার প্রশ্ন যেমন অবান্তর,তেমন জন্মকাল হতেই সেনাবাহিনী শান্তি নয়, অশান্তির জন্যই ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ - দাসত্ব ব্যবস্থা তথা মানুষ কর্তৃক মানুষকে পরাধীন ও অধীনস্তকরণে এবং প্রভু বা শাসক-শোষক শ্রেণী কর্তৃক তাদের শোষণ-শাসন জারী ও অব্যাহত রাখতে সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম দিয়েছিল প্রকৃতই মানুষকে হত্যা-খুন করা বা ভূ-সম্পত্তি জবর দখল করার জন্যই।

কাজেই, হত্যা-খুন, লুন্ঠন-ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও উৎপাদনী উপকরণসহ সামাজিক অবকাঠামোর ধ্বংস সাধনে যে বাহিনীর জন্ম অর্থাৎ জনমনে ভয়-আতংক ও অশান্তি সৃষ্টির জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্র কর্তৃক যে সেনা বাহিনীর পত্তন সেই অশান্তির খাস খাজাঞ্চি- সশস্ত্র গুন্ডারা জনগণের শান্তি নিশ্চিত করবে অমন উদ্ভট বক্তব্য শয়তান বিশ্বাস করলেও মানুষ পদবাচ্য কেউ স্বীকার করতে পারে না। বরংচ, যতোদিন যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধা থাকবে ততোদিন পৃথিবীতে শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

অথচ, সাম্যবাদী সমাজ যে - শাশ্বত শান্তির সমাজ তাতো কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচয়িতাগণ বহুবার প্রমাণ করেছিলেন। কাজেই, যাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী অর্থাৎ মার্কসদের আবিস্কৃত সমাজবিজ্ঞানের সূত্র মান্যকারী তারা শাশ্বত শান্তির প্রবক্তা ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রায়োনীয়ার বলেই সকল প্রকার খুনাখুনির কারক ও জারক ব্যক্তিমালিকানা বিলোপে ও সকল প্রকার উত্তরাধিকার প্রথা বাতিলে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা বুর্জোয়া কর্তৃত্ব অবসানে সদা-সক্রিয় থাকে বলেই হত্যা-খুনসহ ব্যক্তিমালিকানার যাবতীয় ঘৃণ্য কার্যকলাপ বা দুশ্চরিত্র পরিত্যাগ-পরিহার করে থাকে এবং ব্যক্তিমালিকানাজাত সকল দুস্কর্ম হতে সর্বসময়ে মুক্ত থাকতে বা তদ্রুপ থাকার জন্য প্রতিনিয়ত নিজের সাথে নিজে একদিকে যেমন কঠিন যুদ্ধ করে তেমন তদমর্মে আন্তরিক পরামর্শসহ সহযোগী-বন্ধু ও সমাজের সার্বিক সহযোগীতা সানন্দে গ্রহণ করে থাকে। একই কারণে- হত্যা, খুন বা অপরের ক্ষতিসাধন -কমিউনিষ্টরা করতে পারে না। অর্থাৎ, সমাজের শান্তি নিশ্চিতিকরণের শর্তে নিজের শান্তি নিশ্চিতিতে সদা তৎপর শাশ্বত শান্তিবাদী কমিউনিষ্টরা যেমন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করে না তেমন হত্যা-খুনের মতো ঘৃণ্য বিষয়াদি চিন্তায়ও ঠাঁই দেয় না।

মার্কস-এ্যাংগেলসের বিবরণীতেই পরিস্কার ও সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে যে, যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী গড়তে প্যারী কমিউন সর্বপ্রথমেই যেমন যুদ্ধাবাহিনীকে বিলুপ্ত করেছে তেমন সমাজের স্বার্থ রক্ষায় তথা জনগণের শান্তি রক্ষায় প্রত্যেকেই একেকজন শান্তি রক্ষী হিসাবে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করেছিল। অন্তত, প্যারী কমিউনের যুগে পুলিশ বাহিনীর নিকট যেমন কাউকে যেতে হয়নি তেমন রাস্তায় ছিনতাই-চুরি ইত্যকার দুস্কর্ম সংঘটিত হয়নি বলেই প্যারীর সকলেই নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে যার যখন প্রয়োজন কি রাত বা দিন সর্বসময়ে রাস্তায় চলা-ফেরা করেছে নির্ভয়ে। আবার,চুক্তিভংগকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের অন্যায় যুদ্ধ মোকাবেলায় জীবন দিয়েছে-প্যারিসের রাস্তায় রক্ত ঢেলেছে প্যারির মানুষই। নিজের মুক্তির জন্য এভাবে সানন্দে জীবন দান ইতিহাসে কখনো ঘটেছে বলে মার্কস অন্তত প্রমাণ পাননি বলেই তিনি “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকে লিখেছেন-“ প্যারিসের জনগণ উৎসাহভরে কমিউনের জন্য প্রাণ দিল, ইতিহাসের জানা কোন সংগ্রামে যার তুলনা নেই,”।

অর্থাৎ ভাড়াটিয়া সেনাবাহিনী নয়, বা তদ্রুপ খুনি মানসিকতার ব্যক্তিও নয়, স্রেফ শাশ্বত শান্তির প্রকৃত ধারক-বাহকরা জনগণকে নিয়ে জনগণের সাথে সম্মিলিতভাবে জনগণের শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে বিধায় মার্কসদের মতে প্যারী কমিউনপন্থীরাই সমাজতন্ত্রী হেতু কমিউনিষ্টরা যুদ্ধাস্ত্র সমেত যুদ্ধাবাহিনী বিলোপ করা বৈ লালন-পালন করে না এবং তজ্জন্য শ্রমজীবী মানুষের অদেয় মজুরিও আত্মসাৎ করার সুযোগ তৈরী করে না।

অত:পর, প্যারী কমিউনের জনগণ যেমন নিজ নিজ শান্তি রক্ষা করেছে এবং শান্তির জন্য বিশ্বগুন্ডা বিসমার্ক-তিয়েরদের হিংসার বলি হয়েছে, কিন্তু হত্যা করেনি যুদ্ধবন্দী বিশপকেও তেমন কমিউনিষ্টরা কমিউনিষ্ট বিপ্লব সহ গণ শান্তি ও মুক্তি অর্জন ও রক্ষায় অনুসরণ করবে বটে প্যারী কমিউনেরই নীতি। যে বা যারা অনুরূপ নীতি মানেন না তারা

আদৌ কমিউনিষ্ট বা শান্তিবাদী? কোরিয়ার কিমরা যে, প্যারী কমিউনপন্থী নয় তাওতো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে উপরোল্লেখিত অনুচ্ছেদ মুলে হেতু কিম গোত্রীয় বা কিম সমর্থকরা- মার্কস, এ্যাংগেলস ও কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের মতেও কমিউনিষ্ট নয়।

রাষ্ট্র রক্ষায় সেনাবাহিনী প্রয়োজন তাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রক-পরিচালক কোরিয়ার ওয়ার্কাস পার্টি কেবলই সেনা নির্ভরশীল হয়ে কেবলই কিমের রাষ্ট্র রক্ষার কর্মকেই বানোয়াটিমুলে গণমুক্তি, জনশান্তি ইত্যকার গালভরা বুলিতে সমাজতন্ত্রকে কলংকিত করার অপচেষ্টায় মত্ত রয়েছে। সুতরাং, সমাজতন্ত্র যে, রাষ্ট্র নয় বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বিশেষ নয়, বরং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিলোপ-বিনাশে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন একটি " সমাজ" মাত্র তাও আবারো যেমন কোরিয়ার বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা তেমন কিমের সংবিধানমুলে প্রতিষ্ঠিত কিমের রাষ্ট্র দ্বারাই প্রমাণিত হল।

আরো উল্লেখ্য- দি ফান্ড, নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের কথিত মুক্তবাজার অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমের বাজারে বহুধরণের ক্রেতা বিদ্যমান, প্রধান দুটিসহ রাজনৈতিক দলও বহুসংখ্যক, বিদেশেও শ্রমিকরা যাতায়াত করছে । তবু শ্রম শক্তি ক্রেতাদের অর্থাৎ পুঁজিওয়ালা ও পুঁজিবাদীদের পারস্পারিক দখল-বেদখলের জেরে সৃষ্ট অস্থিরতায় স্থিতি বজায় রাখতে তথাকথিত দেশপ্রেমিক পুঁজিওয়ালাদের পিস এন্ড ইন্ডেপেন্ডেস সুরক্ষায় বাংলাদেশের সেনা কর্তারা ত্রাণকর্তা হিসাবে কথিত বিপন্ন অথচ ভুয়া জাতীয় স্বাধীনতা-শান্তি রক্ষা এবং দুর্নীতি দমন ও ভদ্রজনের শাসন আবশ্যকীয় অজুহাতে দি ফান্ড প্রভুদের ঈশারা-ইংগিতে বা সমর্থন-অনুমোদনে যখনই প্রকাশ্যে বা গোপনে বা ব্যাকিংয়ের আবরণে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল-বেদখল করেছে তখন- শ্রমিকশ্রেণীতো বটেই এমনকি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ, পিসফুলি ও ঠিকঠাক মতো রক্ষায় ব্যর্থ ও অযোগ্য রাজনীতিকদেরকেও বেমানানভাবে টানা-হিঁচড়া ও জেল-জরিমানা সমেত হেনস্তাকরণে উপযুক্ত ধনন্তরি বটিকা অর্থাৎ ভয়ানক সন্ত্রাস ও ভয়ংকর ত্রাস ছড়াতে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার মাধ্যমে গণমনে সৃষ্ট ক্ষোভ-অসন্তোষ দমন-দুরীকরণের কৌশল তথা ছল-চাতুরী ও চালাকির দ্বারা সেই সকল অভিযুক্তদেরকেই দায়মুক্ত ঘোষণা পুর্বক শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ-পিড়ীন ও দমনে অতীতের তুলনায় আরো বেশী মাত্রায় যোগ্য ও উপযুক্তকরণ সময়কালে শ্রমজীবি জনগণতো বটেই পুঁজিওয়ালাদের বিভিন্ন ভাগ-বিভাগের ব্যক্তিরাও কি ভয়াণক দমবন্ধকরা দু:সহ-দুরাবস্থায় পতিত ও নিপতিত হয়,তাতো- বাংলাদেশ সম্পর্কে সাধারণ খোঁজ খবর যারা রাখেন তারা জানেন।

অথচ ২০০৮ সালেও বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা-২০০,২০০, জনগণের হারে -হাজারে ৩.৩ অর্থাৎ শতে .৩৩। অত:পর, উত্তর কোরিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমশক্তির একমাত্র ক্রেতা-অর্থাৎ শতে ২৬ জন আর্মি ধারী কিমদের রাষ্ট্রটি শ্রমশোষণে কি মাত্রায় গায়ের জোর কতটা বন্যতা-হিংস্রতা নিয়ে প্রয়োগ-ব্যবহার করছে তা বোধ হয় কেবলই অনুমানযোগ্য । তবে, শোষণ-পীড়নে বর্বরতার এমন রাষ্ট্র বর্তমান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। অনুরূপ বর্বরতা-অসভ্যতা অক্ষুন্নকরণে কোরিয়ার লাখ লাখ মানুষকে অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু শয্যায় পাঠিয়ে সমগ্র দেশময় ভয়বহতম দুর্ভিক্ষাবস্থা সামালে

কিমদের ঘোষিত প্রধান শত্রু যুক্তরাষ্ট্র হতে রিলিফ নিতে লজ্জিত না হলেও অনুরূপ মানবিক বিপর্যয়ের কারণ কিন্তু কিমদের স্থায়িত্ব-অমরত্ব নিশ্চিতিতে বিশাল ব্যয়ের সমরশক্তিসমেত বিরাট সংখ্যক পরজীবীর বিলাশী জীবনাচার অটুট-অক্ষুন্নকরণে পারমানবিক বোমা বানানো বা তদার্থে বিস্ফোরণ ঘটানো।

অবশ্য, নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পরিকল্পিতভাবে একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সুবাদে বিশ্ব পুঁজির স্বপক্ষে গোপন কোন চুক্তি বা আঁতাতের হেতুবাদে অনুরূপ বোমা বা বিস্ফোরণ কর্মসুচি পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ভবিষ্যত অনুসন্ধান হতে বিষয়টি বাদ যাবে না। সুতরাং,সেনা-পুলিশ সমেত নিউ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রটি পরজীবী কিমদের পরজীবীতার প্রধানতম হাতিয়ার বিশেষ হলেও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমুলক সমাজ যে, অনুরূপ রাষ্ট্র নয় বা অনুরূপ রাষ্ট্র বিশেষ যে, শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের শত্রু বৈ কোনক্রমেই মিত্র বা অনুকূল নয় তাওতো নিশ্চিত। অত:পর, কিমদের অনুরূপ ভন্ডামি-প্রতারণা ও জোচ্চুরির হেতুবাদে পলাতক গড সম্রাটের পুত্র কিং গড জুপিটার অথবা ভারতীয় ঈশ্বর ব্রহ্মার সাধের মনু ও মনু সংহিতা এখনো বহাল তবিয়্যতে কর্তৃত্ব করবে না কেন দুনিয়ায় ?

শেষত, সংবিধানে বর্ণিত জুসে আইডিয়া কার্যকরণে জুসে আইডিয়ার রাষ্ট্র হচ্ছে ডি.পি.আর.কে। জুসে অর্থ সেল্ফ রিলায়েন্ট অর্থাৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ বা স্বনির্ভর এবং এটিই ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট মি: কিমের অতিমুল্যবান নিউ কমিউনিজমের নিউ আইডিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতিবাচক সুযোগ-সুবিধাভোগী এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সক্রিয়-প্রত্যক্ষ সামরিক-আর্থিক সহযোগিতায় ডি.পি.আর.কের প্রতিষ্ঠাই কেবল হয়নি, উপরন্ত কিমের রাষ্ট্রের শিল্প-প্রযুক্তি সহ সামগ্রীক ক্ষেত্রে সকল ধরণের সহযোগিতা করেছিল চীন-সোভিয়েত উভয় রাষ্ট্র। সমর্থনও করেছিল অনেক ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতা বহির্ভূত পার্টি । অথচ, রুশ-চীন পন্থী অনেক নেতা-কর্মীকে হত্যা-খুন বা লেবার ক্যাম্পে বন্দী রেখে মি: কিম স্বীয় রাষ্ট্রিক পদ পদবী নিশ্চিত করে এবং শ্রমজীবী জনগণের উপর বর্ণিত রূপ দাসত্বমুলক রাষ্ট্রিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিয়ে এখন কিমেরা ভান ধরছে স্বনির্ভরতা বা স্বয়ং সম্পূর্ণতার! অথচ, কেবল কোরিয়াবাসী নয়, দুনিয়াবাসীও জানে যে, ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হতেও সহযোগিতা নিয়েছে জুসে ধারণা বাস্তবায়নের কারিগর তথা কিমের কোরিয়ার জনাবে আলা মি: ছোট কিম। পরমানু প্রযুক্তি নাকি কোরিয়ায় পাচার হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ সেবক পাকিস্তান হতে । কাজেই, দুনিয়ার বুহ মানুষের রক্ত-জীবনের বিনিময়ে ও আর্থিক-রাজনৈতিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত ডি.পি.আর.কে এ, কিমদের জুসে তথা স্বনির্ভরতার আইডিয়া যে কেবলই ধাপ্পাবাজি-ধোঁকাবাজি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপর্যপুরি, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশেরই অপরিহার্যতায় বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈশ্বিক তৎপরতার কারণেই যে, “জাতিগত পার্থক্য ও জাতিগত বিরোধ ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে ” তা বর্ণনাপুর্বক কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বিবৃত হয়েছে-“ প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্ত:ত অগ্রণী সভ্য দেশেগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।” কাজেই,

ইটার্নাল কিমদের জুসে আইডিয়া যে, কমিউনিষ্ট ইস্তেহারের পরিপন্থী তাওতো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং–সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের নামে কিমরা জুসে আইডিয়ার নামে নিজেদের জন্ম বৃত্তান্ত অস্বীকার করার মাধ্যমে পূর্বাপর সহযোগী–সমর্থক গোষ্ঠীর প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করে কমিউনিজম সম্পর্কে জালিয়াতি–প্রতারণা ও মনগড়া–বানোয়াটি বক্তব্য –ধারণা চালু করার মাধ্যমে কার্যত মার্কসদের আবিস্কৃত–ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে কেবল অস্বীকারই নয়,বরং নিজ দেশেতো বটেই এমনকি দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে সুযোগ–সুবিধা নিশ্চিত করেছে –শ্রমিকশ্রেণীর নয়, অতি অবশ্যই বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ও পুঁজিপতিশ্রেণীরসহ তাবৎ পরজীবীগোত্রের ।

খ) স্যোলালিষ্ট রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম–

উপযুক্ত ও যথার্থ তুলনা ও মূল্যায়নের নিমিত্তে সমাজতন্ত্রের নামযুক্ত রাষ্ট্র বলেই সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে শুরুতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানীদ্বয়ের কতিপয় প্রণিধানযোগ্য ও প্রামাণ্য বক্তব্য উল্লেখ আবশ্যকীয় বিবেচনায় তা করা হল–

(ক) “গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা” নামে আ.বেবেলের কাছে লেখা চিঠিতে এ্যাংগেলস লিখেছেন– “ স্বাধীন জনগণের রাষ্ট্র পরিণত হল মুক্ত রাষ্ট্রে । ব্যাকরণগত অর্থে মুক্ত রাষ্ট্র হচ্ছে সেই রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সম্পর্কে মুক্ত, অর্থাৎ স্বৈরাচারী সরকার সমন্বিত রাষ্ট্র। রাষ্ট্র প্রংসগে এই সমগ্র বাখানিটাই বাদ দেওয়া উচিত,বিশেষত কমিউনের পর থেকে; রাষ্ট্র কথাটার প্রকৃত অর্থে কমিউন আর রাষ্ট্রই ছিলনা। নৈরাজ্যবাদীরা আমাদের মুখের উপর ‘ জনতার রাষ্ট্র’ ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিরক্ত করে তুলছে, যদিও আগেই প্রধোঁর বিরুদ্ধে মার্কসের লেখা* পুস্তকটি এবং পরে ‘ কমিউনিষ্ট ইশতেহার’ সরাসরি ঘোষণা করছে যে, সমাজতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগে সংগে রাষ্ট্র আপনা থেকেই মিলিয়ে যাচ্ছে এবং অন্তর্হিত হচ্ছে। সুতরাং, রাষ্ট্র যখন এমন একটি উৎক্রমনকালীন সংস্থামাত্র যা বিপ্লবের সময়, সংগ্রামে ব্যবহৃত হয় বিরোধী পক্ষকে সবলে দমন করে রাখার জন্য তখন মুক্ত জনগণের রাষ্ট্রের কথা বলা নির্জলা প্রলাপ মাত্র: প্রলেতারিয়েত যতক্ষণ রাষ্ট্রকে ব্যবহার করছে ,ততক্ষণ সে এটা ব্যবহার করছে স্বাধীনতার স্বার্থে নয় তার প্রতিপক্ষকে দমন করে রাখার জন্যই, আর স্বাধীনতার কথা বলা যখনই সম্ভব হচ্ছে , তখনই রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের অস্থিত্ব আর থাকবে না। তাই আমাদের প্রস্তাব , ‘ রাষ্ট্রের’ বদলে সর্বত্র ‘ সমাজ’ কথাটি ব্যবহার করা হোক, পুরানো সেই জার্মান শব্দটি দিয়ে ফরাসী ‘ কমিউন’ কথাটা বেশ ভালভাবেই বোঝান যায়।” এবং

এই নিবন্ধেই লাসালদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য নেওয়া প্রসংগে তিনি লিখেছেন–
“আন্তর্জাতিকতাবাদকে নামান হল আমাঁ গ্যেগের স্তরে, আর সমাজতন্ত্রকে সেই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী ব্যুশের স্তরে, যে ব্যুশে এই দাবী তুলেছিলেন সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, তাদের পরাস্ত করারই উদ্দেশ্যে। ”

অত:পর, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী–রাষ্ট্র মানে পরাধীনতা বা স্বাধীনতাহীনতা আর স্বাধীনতা মানে রাষ্ট্রহীনতা এবং সমাজতন্ত্র মানে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র নয়, বরং রাষ্ট্র বিনাশী "সমাজ"।

কাজেই, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও তদমুলে জাতি ভিত্তিক বা জনগণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র – শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি নয়, বরং মুক্তির পথে মুল বা প্রধান প্রতিবন্ধক। কারণ রাষ্ট্র সৃষ্টি নয়,বিলোপ করাই যেমন সমাজতন্ত্রের করণীয় তেমন দেশবিশেষের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়, বরং দেশ–রাষ্ট্রের গন্ডীমুক্ত বিশ্বে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীসহ সমগ্র মানবজাতির ভাগ–বিভক্তির শ্রেণীপরিচয়ের বিনাশ সাধনই কর্তব্য।

তাছাড়া, ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক বা ভূখন্ডভিত্তিক জাতি ইত্যাদি তাওতো নয় অমিশ্রিত অর্থাৎ প্রায় সকলক্ষেত্রেই শংকর জাতি, এরূপ ধর্ম বা ভূখন্ড–ভাষাবোধের জাতির মুক্তি সাধন, না কি অনুরূপ সকল জাতি পরিচয়ের বিলুপ্তিই সকল জাতির সকল মানুষের মুক্তির শর্ত ? অনুরূপ মুক্তির শর্তও কিন্তু রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। আর জাতীয় পুঁজিপতি, সেতো ছিল পুঁজির জন্মকালে। কিন্তু, পশ্চিম ইউরোপীয় জাতীয় পুঁজিপতিদের পুঁজির সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন স্বার্থে ইউরোপের কতিপয় পুঁজিবাদী দেশ যখন হতে উপনিবেশিকতার নীতি গ্রহণ করেছিল তখন হতে তারাই আর জাতীয় চৌহিদ্দীর মধ্যে সীমিত ও সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি বা অপরাপর জাতিগুলোর জাতি স্বত্বা ইত্যাদিও অটুট–অক্ষুন্ন রাখেনি। পুঁজির প্রয়োজন ও আবশ্যকতায় সমগ্র দুনিয়ায় তৈরী করেছে একটি মাত্র জাত তথা পুঁজিবাদের গোলাম বুর্জোয়া জাত। অবশ্য নিজের অজান্তেই পুঁজিবাদ জন্ম দিয়েছে আরো একটি জাত যা, তারই কবর খনক অর্থাৎ শ্রমিক জাত। অত:পর, উপনিবেশিকরাই নিজেদের পুঁজির উপযোগী –অনুকূল বাজার সৃষ্টিতে উপনিবেশগুলোতে সহযোগী–সহগামী ও অনুগামী পুঁজিপতি জন্ম দিয়ে বিশ্ব পরিসরে পুঁজিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে । ফলশ্রুতিতে– পুঁজির সৃষ্ট পুঁজিপতিরা কেউই কার্যত কোন দেশ বা জাতি বিশেষের নয়, কেবলই তারা পুঁজির জটিল জালে আটকাপড়া স্মল ফিস বা পুঁজির হুকুম তামিলকারী গোলাম বিশেষমাত্র । পুঁজির স্বার্থে ও সংঘাতে পুঁজিপতিরা পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল বলেই তারা নয় মোটেই, দেশভিত্তিক বা আদি–অকৃত্রিম কোন জাতিভিত্তিক। অন্ত:ত –কার্যক্রমে পুঁজিপতিরা আন্তর্জাতিক বলেই পুঁজিও নয় জাতিক বরং আন্তর্জাতিক।

পুঁজির এরূপ বিশ্বজয় ও বৈশ্বিক অবস্থা বিষয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে– "নিজেদের প্রস্তুত মালের জন্য অবিরত প্রসারমান এক বাজারের তাগিদ বুর্জোয়াশ্রেণীকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের ঢুকতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র। বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ব–বাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগ্য ব্যবস্থাতে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষুব্ধ করে তারা শিল্পের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই জাতিগত ভূমিটা যার উপর শিল্প আগে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত সাবেকী জাতীয় শিল্প হয় ধ্বংস হয়েছে নয় প্রত্যহ ধ্বংস হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করেছে এমন নতুন নতুন শিল্প,

যার প্রচলন সকল সভ্য জাতির পক্ষেই জীবনমরণের প্রশ্নের শামিল; এমন সব শিল্প যা শুধু দেশজ কাঁচামাল নিয়ে নয় সুদূরতম অঞ্চল থেকে আনা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করছে; এমন সব শিল্প যার উৎপাদন শুধু স্বদেশেই নয়, দুনিয়ার সর্বাঞ্চলেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশজ উৎপন্নে যা মিটত তেমন সব পুরনো চাহিদার বদলে দেখছি নতুন চাহিদা, যা মেটাতে দরকার সুদুর দেশ-বিদেশের ও নানা আবহাওয়ার অবস্থাতে উৎপন্ন সামগ্রী। আগেকার স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে পাচ্ছি সর্বক্ষেত্রেই আদান-প্রদান, জাতিসমূহের বিশ্বজোড়া পরস্পর-নির্ভরতা। বৈষয়িক উৎপাদনে যেমন, তেমনই বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষেত্রেও। এক একটা জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি। জাতিগত একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণচিত্ততা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ে: অসংখ্য জাতীয় বা স্থানীয় সাহিত্য থেকে উদ্ভূত হয় একটা বিশ্ব সাহিত্য। সকল উৎপাদন যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি ঘটিয়ে যোগাযোগের অতি সুবিধাজনক উপায় মারফত বুর্জোয়ারা সবল এমনকি অসভ্যতম জাতিদেরও টেনে আনছে সভ্যতার আওতায় । যে ভারী কামান দেগে সে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে, বর্বর জাতিদের অতি একরোখা বিজাতি-বিদ্বেষকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে, তা হল তার পণ্যের শস্তা দর। অন্যথায় বিলুপ্তির ভয় দেখিয়ে সকল জাতিকে বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালী গ্রহণে তারা বাধ্য করে; বাধ্য করে সেই বস্তু চালু করতে যাকে তারা বলে সভ্যতা- অর্থাৎ বাধ্য করে বুর্জোয়া বনতে। এককথায়, বুর্জোয়াশ্রেণী তার নিজের ছাঁচে জগৎ গড়ে তোলে।

গ্রামাঞ্চলকে বুর্জোয়া শ্রেণী শহরের পদানত করেছে। সৃষ্টি করেছে বিরাট বিরাট শহর, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বাড়িয়েছে প্রচুর, এবং এইভাবে জনগণের এক বিশাল অংশকে বাঁচিয়েছে গ্রাম্যজীবনের মূঢ়তা থেকে। গ্রামাঞ্চলকে এরা যেমন শহরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছে, ঠিক তেমনই বর্বর বা অর্ধ-বর্বর দেশগুলিকে সভ্য দেশের, কৃষি প্রধান জাতিগুলিকে বুর্জোয়া-প্রধান জাতির, প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের উপরে নির্ভরশীল করে তুলছে।

জনসমষ্টির, উৎপাদনের উপকরণের এবং সম্পত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা বুর্জোয়া শ্রেণী ক্রমশই ঘুচিয়ে দিতে থাকে। জনসমষ্টিকে এরা পুঞ্জীভূত করেছে অল্প লোকের হাতে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ, আইন-কানুন, শাসনব্যবস্থা অথবা করপ্রথা সম্বলিত স্বতন্ত্র কিংবা শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলিকে ঠেসে মেলানো হয় **এক-একটা** জাতিতে যাদের একই শাসনযন্ত্র, একই আইন সংহিতা, একই জাতীয় শ্রেণী-স্বার্থ, একই সীমান্ত এবং একই শুল্কব্যবস্থা। ”

অত:পর, ১৮৪৮ সালের পূর্বেই সমগ্র দুনিয়াকে যে, পুঁজিবাদ গ্রাস করেছে এবং ঠেসে ঠুসে অনেক জাতিকে একত্রিত করে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রীয় শৃংখলে বন্দী করেছে তাওতো প্রমাণিত। ফলে- কোন জাতিই আর থাকতে পারেনি পৃথক-বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বর্বর জাতিগুলো বাধ্য হয়েছে পুঁজিবাদী জাতিগুলোর নিয়ন্ত্রণভুক্ত হতে। তবে, পুঁজির আদি জন্মভূমি ইটালী বা বিকাশভূমি হল্যান্ড-ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স-স্পেন ইত্যাদিতে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীর আন্ত:বিরোধ ও বহির্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক বৈরীতা বা পুঁজির বিভিন্ন

ভাগ-বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে অনিবার্যভাবে বিরোধ-বৈরীতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ দেখা দিয়েছিল তখন পুঁজিপতিরাই- যারা নিত্যই পরস্পরকে দখল-বেদখল ও উচ্ছেদ করে ও অপরাপর দেশ দখল -বেদখলে লিপ্ত হয়ে অন্যান্যদের ভাষা-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিনাশে খুবই পারদর্শী বা প্রতিপক্ষের ধর্মনাশে যারপর নাই ওস্তাদ তারাই নিজ শ্রেণী স্বার্থ বা সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলে সুকৌশলে ধর্মপ্রেম-জাতিপ্রেম বা দেশপ্রেম বা স্বাধীনতা-সার্বভৌমিত্ব রক্ষা বা অর্জন বা জাতীয় মুক্তি সাধন ইত্যাদির মতো মনোলোভা রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে বিভিন্ন সময়ে এমনকি কখনো কখনো ৮০ বছর,৩০ বছর, ৭ বছর বা ৫ বছর স্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নানান ধর্মের, নানান ভাষার ও নানান ভূখন্ডের - যুদ্ধা ছাড়াও অসংখ্য নীরিহ মানুষকে হত্যা-খুন করাসহ বহু জনপদ বিরান করেছে। ধর্ম-ভাষা বা জাতি ও ভূখন্ড রক্ষা তথা দেশপ্রেম-ধর্মপ্রেমের আবরণে কার্যত পুঁজির দখল-বেদখল বা জবরদখলী কার্যক্রমে হত্যা-খুন, অগ্নি সংযোগ-ধর্ষণ, লুণ্ঠন-ধ্বংস, এবং সাম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রতিপক্ষের সর্ব প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি বা সর্বনাশ ও বিনাশ সাধন, এসবইতো ঐতিহাসিক “মহান” পুঁজির মহান কর্ম বা পুঁজি বাণিজ্যের বাণিজ্যিক সন্তান । উল্লেখিত দুস্কর্মরূপ সন্তানাদি ছাড়া পুঁজির সঞ্চায়ণ, সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবন ছিল অসম্ভব। অনুরূপ সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে সমগ্র ধরিত্রী বা সকল জাতি বা সকল ভাষা-ভাষী বা ধর্মাবলম্বী বা বিধর্মী বা স্বদেশী বা বিদেশী সকলকেই কেবলই একটি ইন্দ্রজালে বন্দী করেছে পুঁজি।

ফলে-অনুরূপ ঐন্দ্রজালিকতায় অন্ত:ত ১৮৪০ সালের পর হতে একমাত্র পুঁজিই সমগ্র দুনিয়ার প্রভু গণ্যে “ স্বাধীন”, আর পরাধীন বা গোলাম বটে শ্রমিকশ্রেণীসহ খোদ পুঁজিপতি শ্রেণীও । আরো উল্লেখ্য - দুনিয়া দখলের পর মালিকানার নিরিখে ক্ষমতার বাড়তি-কমতিতে বা বিরোধ-বৈরীতায় দুনিয়ার পুঁজিপতিরা ছিল পরস্পরের চাচাত,ফুফাত-মামাত সম্পর্কাধীন আত্মীয়। কিন্তু জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের নিয়ন্ত্রণে ও জঠরে জন্ম নেওয়া বা লালিত-পালিত তাবৎ পুঁজিপতিরা পরস্পরের কেবলই **সহোদর** । তবে,উত্তরাধিকার সূত্রে ও উত্তরাধিকার বিরোধে লিপ্ত **মামা-ভাগ্নে** । কে কখন কাকে সম্পত্তিচ্যুত করবে বা পুঁজিপতিশ্রেণীর কে কখন দেউলিয়ায় পরিণত হয়ে শ্রেণীচ্যুত হবে তা বলা মশকিল হলেও এটি নিশ্চিত যে, কেউ না কেউ বা সংকটকালে অনেকেই দেউলিয়া হবেই এবং সেজন্যই চিরকালীন অনিশ্চয়তার সমাজ হচ্ছে পুঁজিবাদ। কাজেই, পুঁজির বিকাশ তথা সঞ্চালন-কেন্দ্রীভবনে পুঁজিওয়ালাদের প্রতারণামুলক রণধ্বণি - দেশপ্রেম-জাতিপ্রেম বা স্বাধীনতা-মুক্তি বা জাতীয় স্বার্থ -সার্বভৌমিত্ব বা প্রজাতান্ত্রিক মুক্ত রাষ্ট্র ইত্যাদি পুঁজিবাদের জন্য আবশ্যকীয় হলেও সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজিবাদী জোয়াল হতে মুক্ত করা তথা ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিনাশ-বিলোপ ঘটানো বৈ ইত্যকার কোনো অজুহাতেই কমিউনিষ্টরা রাষ্ট্র নির্মাণ-বিনির্মাণ করতে পারে না। এমনকি, শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের আমলেও ‘রাষ্ট্র ’শব্দটি ব্যবহারেও ঘোরতর আপত্তি আছে স্বয়ং ফে. এ্যাংগেলসের।

মার্কসের লিখিত ও সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত “ শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী”-তে বর্ণিত আছে-

“ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম; ------সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তিই হচ্ছে সেই মহান লক্ষ্য, যা সাধনের উপায় হিসাবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তার অধীনস্ত হতে হবে; সেই মহান লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়েছে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকদের মধ্যকার বহুবিধ শাখার মধ্যে সংহতির অভাবে এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার ভ্রাতৃত্বসুচক ঐক্যবন্ধন না থাকায়; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্যা নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর: ” এবং অতিতের ভুল না করার বিষয়ে সতর্কতা উচ্চারণের মাধ্যমে এই বক্তব্য শেষ করেছেন মার্কস।

অত:পর, মার্কসের মতে পুঁজিবাদ দেশ বা বিশেষ রাষ্ট্রের সমাজ নয় বরং ধরিত্রীর সকল দেশকে অধীনস্তকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি বৈশ্বিক সমাজ। তাই, **স্থানীয় বা জাতীয় ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়** এবং সমাজতন্ত্রে কতিপয়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের সুযোগ প্রদান ও সম্পত্তির মালিকানা বজায় রেখে সম্পত্তিবানদের উপর রাজনীতিকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব করার মাধ্যমেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।অথবা, স্থায়ী সেনাবাহিনী , আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ , গণপ্রতিনিধি ইত্যকার অশ্রমিক পরজীবীদের পরিপোষক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র বিশেষ নয়-সমাজতন্ত্র । অথবা, বুর্জোয়া রাষ্ট্র দখল করার মাধ্যমে পুরানো রাষ্ট্রকেই শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলার সুযোগ-অবকাশ সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানে নাই।

তাছাড়া, বিশ্বজনীন বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে বুর্জোয়া দলের আদলে দল বিশেষ উপযুক্ত নয় বলেই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল এবং সমিতির ৭।ক) ধারায় বলা হয়েছে-

“ মালিক শ্রেণীর যৌথ ক্ষমতার বিরুধ্বে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসাবে সক্রিয় হতে পারে শুধুমাত্র তখনই, যখন তারা নিজেদের এমন একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টিতে গঠিত করে, যে পার্টি মালিক শ্রেণী দ্বারা গঠিত সমস্ত পুরনো পার্টির বিরোধী। সামাজিক বিপ্লব ও তার শেষ লক্ষ্য -শ্রেণীর বিলোপ সাধনকে জয়যুক্ত করতে হলে একটি রাজনৈতিক পার্টিতে প্ররেতারিয়েতের এই সংগঠন অপরিহার্য। ”

সুতরাং- বৈশ্বিক পরিসর বা আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে নয় কেবলই রাষ্ট্র বিশেষের সীমানা কেন্দ্রীক ও ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল বিশেষের আদলে বা পদ-পদবী সমেত কমিটি-কাঠামো ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বুর্জোয়াদের অনুকরণ-অনুসরণ করে যতোই দলীয় লক্ষ্য -কর্মসুচিতে, কমিউনিজম-সমাজতন্ত্র লিপিবদ্ধ করুক না কেন যদি, সেই দলটি ঐ একটি মাত্র রাষ্ট্রের সীমানা-গন্ডী ও কাঠামোতেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাল্পনিক স্বপ্ন দেখে ও তদার্থে রাজনৈতিক কর্মসুচি গ্রহণ ও পালন করে এবং কেবলই

জাতীয় স্বার্থে বা তদ্রুপ স্বার্থবোধের বিবেচনায় বা আন্তমূলে ও চূড়ান্ত অর্থে বুর্জোয়া বোধ-স্বার্থের প্রতিফল ঘটায় ও এমত কার্যেই লিপ্ত থাকে এবং সর্বপুরি যদি, সাম্যবাদের লক্ষ্যে গঠিত শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনের অংশীদার না হয় বা বৈশ্বিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি গড়ে না তোলে বা তদমর্মে প্রচেষ্টা না করে তবে ঐরূপ দল বিশেষ শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত নয়। এবং কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হচ্ছে বৈশ্বিক পরিসরের একটি সোসাইটি, যা- সমাজতান্ত্রিক সমাজেরই অগ্রদুত।

কাজেই-শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠন গড়া ও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কেবলমাত্র নিছক ধারণাবশত বা কল্পনা বিলাসীতায় নয় বরং পুঁজির জন্ম-বিকাশ ও পরিণতি তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীসীমাবদ্ধতার হেতুবাদে ও পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার মরিয়া প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ঔপনিবেশিক নীতির প্রয়োগ করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল দখল -বেদখল করার হেতুবাদে পুঁজি একদিকে যেমন বৈশ্বিক চরিত্র অর্জন করেছিল তেমন বিশ্বকে পুঁজিবাদী ধারায় রূপান্ত র সাধনে দখলীকৃত ভূখন্ডেও পুঁজির সঞ্চালন-বিকাশ সাধন তথা শিল্প-কলকারখানা স্থাপন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ অর্থাৎ রেলসহ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ,গ্যাস-বিদ্যুতের আবশ্যকীয় ব্যবহার ও তদানুকূলে আইন-নীতি প্রণয়ন এবং অনুরূপ নীতি-আইন বাস্তবায়ন ও কার্যকরণে বুর্জোয়া ধাঁচের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও কোর্ট-কাচারীর বিহীতাদি সম্পাদন করেছে বলে উপনিবেশিক পুঁজিপতিরা স্থানীয় বাসিন্ধাদের মধ্যে হতে একটি বিশেষ সহযোগী শ্রেণী গড়ে তুলেছে যারা নিজ দেশ নয়, প্রেমে আবদ্ধ বটে পুঁজির এবং বিদেশী হলেও পুঁজিবাদীদেরকেই আধুনিক-সভ্য জ্ঞানে পুঁজা করে; যেমনটা করেছিলেন বংগীয় জমিদার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও ইংরেজ চাকুরে বঙ্কিম চ্যাটার্জী।

তবে, পুঁজিতন্ত্র বিতাড়ন নয়, বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ নয়, কেবলই পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় দেশ বিশেষে অবস্থিত পুঁজিপতি গোষ্ঠী কখনো কখনো পুঁজিবাদীদের বিভিন্ন ভাগ-বিভাগের সহিত মারাত্মক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেও পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন ভন্ডুল করা বৈ সফল হতে দিতে রাজী নয় স্বীয় শ্রেণী স্বাথেই, প্রয়োজন হলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত পুঁজিপতি প্রতিপক্ষ পুঁজিবাদীর সহিত হাত মিলাতে দ্বিধা বোধ করে নাই । এমনকি পেটার্নাল ষ্টেট যুক্তরাজ্য হতে কলোনিয়াল ষ্ট্রেট যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের মাধ্যমে পৃথক হলেও বা ভারত-পাকিস্তানের আদলে দেশ-রাষ্ট্র ভাগাভাগি করা হলেও একদা পিতা বা প্রভূ যুক্তরাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক বা সদ্ভাব গড়ে তুলতে বা বজায় রাখতে যা যা প্রয়োজন হয়েছে ঠিক তাই তাই করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, বাদ যায়নি ভারত বা পাকিস্তান।

অথবা, কেন্দ্রীভূত পুঁজির আধিক্যে যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার মাতুব্বর হয়েছে বলেই একদা 'পিতা ইংল্যান্ড' তদীয় জন্মপরিচয়হীন পুঁজির উত্তরাধিকার তবে বেয়াড়া-অবাধ্য সন্তান যুক্তরাষ্ট্রেরই এখন সহযোগী-সহগামী হয়ে ইরাক-আফগানিস্তান সহ যত্র-তত্র সামরিক বাহিনী নিয়েও হাজির হয়। জাপান-জার্মানীও ভুলে গেছে বিশ্বযুদ্ধ বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের নৃশংসতা সমেত মিত্র শক্তির বিজয়কালীন হিংস্রতা সমেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ততা

ইত্যাদি। কারণটা-পুঁজি অর্থাৎ শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী চরিত্র। যেমন ভারতে তেমন আমেরিকায় সর্বত্রই পুঁজির প্রসার ও সঞ্চালন নিশ্চিতকরণে পণ্য-পুঁজির বাজার সৃষ্টি ও প্রসারের জন্যই স্থানীয় পুরোনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে শুরু হতেই ভাংচুর ও দুরীভূতকরণের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে পুঁজির উপযোগী করে বা পুঁজির ছাঁচে গড়ে তোলেছে ইউরোপ । কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের বক্তব্যের যথার্থতা নিশ্চিত করে কেবলই মিলিয়ে যাওয়াই নয় , উপরন্ত সাম্প্রতিক ইতিহাসে পুঁজির কেন্দ্রীভূবনের সাথে সাথে প্রায় সকল জাতি-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূতীকরণ হয়েছে কেবলমাত্র একটি একক সংস্থা তথা বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের কর্তৃত্বে । অর্থাৎ সমগ্র জগতটাই এখন প্রত্যক্ষভাবে দি ফান্ডের অধীন ও নিয়ন্ত্রিত বলেই অগুণতি বিরোধ-বৈরীতা ও ঝগড়া-বিবাদ সত্ত্বেও দুনিয়ার সকল পুঁজিবাদীরা এখন সমস্বরে-তারস্বরে রব তুলছে -দুনিয়ার পুঁজিপতি এক থাক্, দি আর্থকে ভিলেজ গণ্যে সম্মিলিতভাবে তাবে রাখ ধরিত্রীসমেত জাতশত্রু শ্রমজীবীকে ।

পুঁজিবাদ স্বদেশেই শ্রমিকশ্রেণীকে একদিকে যেমন পরবাসী করেছে তেমন অন্যদেশেও চালান করে শ্রমিককে ভিন দেশী বা অভিবাসীতে পরিণত করেছে। অনুরূপ ধারাবাহিকতায় উপনিবেশিকতার সুচনা হতেই ভিন দেশ দখলে পুঁজির আগ্রাসী নীতির কারণেই তথা পুঁজিপতিশ্রেণীর ছল-চাতুরী ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত সমেত জবর-দখলী প্রবণতা ও প্রণোদনায় পুঁজির বহুমুখি হামলা-আক্রমন ও যুগপৎ বৈশ্বিক উৎপাদনী ব্যবস্থার নবীকরণ-আধুনিকায়ন বা পরস্পরের দখল-বেদখলের কারণে পুরানো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বা স্বনির্ভর বা স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা বা প্রাচীন কৃষি হতে উৎখাত হওয়া জনগোষ্ঠীকে কেবলই শিল্প ভিত্তিক শহর-বন্দর বা ভিনদেশে- বিদেশে অভিবাসন-নির্বাসন ও বসবাস করতে বাধ্য করার মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত জনগোষ্ঠীকে শ্রমিকে পরিণত করার হেতুবাদে শ্রমিক শ্রেণীকেও একদম আক্ষরিক অর্থেই দেশ-জাতির গন্ডীমুক্ত অবস্থা ও অবস্থানে উপনীত করেছিল বলেই তদ্বিষয়ে স্মৃতিকারতা থাকলেও উল্লেখিত স্থানিকতাহীন- ভুমিহীন, নিজস্ব বসতিহীন ও ব্যক্তিমালিকানাহীন শ্রমিকশ্রেণী- তার নিজ জন্মকালীন ভূখন্ডে -রাষ্ট্রে বা বিদেশে এবং হোক স্বদেশী বা বিদেশী বা বহুদেশীয় পুঁজিপতি বা রাষ্ট্রিক পুঁজির শিল্পোদ্যোগ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা সার্ভিস সেক্টর সবখানে-সর্বত্রই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থাৎ শ্রমের বাজারে কেবলই শ্রমশক্তি বিক্রেতা তথা কেবলই শ্রমিক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে । এতে সম্মিলন ঘটেছে নানা স্থান, নানা দেশ, নানা জাতি, নান ধর্মের মানুষের যাদের এখন একটাই মাত্র পরিচয় তারা-শ্রমিক।

বাজারের নিয়মে শ্রমশক্তি বিক্রির ক্ষেত্রে শ্রমিক যেমন প্রতিযোগী তেমন কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় কেবলই তাঁরা পরস্পরের সহযোগী-সহমর্মী ও সহব্যাথী। ফলে-কর্মসূত্রে সাবেক দেশে, জাতি, ভাষা, ধর্ম. বর্ণ পরিচয় ভুলে বৃহদায়তন উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় কেবলই তারা শোষিত ও ভুক্তভোগী শ্রমিক এবং কেবলই শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত বলেই একই রূপ সমস্যায় আক্রান্ত ও জর্জরিত হয়ে তা প্রতিবিধান ও সমাধানে তাঁরা সংগঠিত ও সম্মিলিত হয় কেবলই শ্রমিক পরিচয়ে ও শ্রমিকস্বার্থে ।

অনুরূপ আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে অর্জিত ঐক্য-সংহতির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী একদিকে নিজেদের শক্তি-সামর্থ যেমন উপলব্ধি করে তেমন বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার

ভয়ানক নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করাসহ পরস্পরের বৈরীতা-বিরোধীতা সত্ত্বেও বুর্জোয়াদের আন্তর্জাতিক ঐক্য-সংহতির রূপ দেখা সহ বুর্জোয়াশ্রেণী ও রাষ্ট্রের ক্ষতিকরতা ও অপ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল বলেই ১৮৭১ সালে জন্ম হয়েছিল প্যারী কমিউনের এবং তৎপুর্বে ১৮৬৪ সালে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতির।

বৈশ্বিক পরিসরে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রসারতা -ব্যাপ্তি ও স্বার্থজনিত কারণেই কেবলই শ্রেণীস্বার্থে বুর্জোয়ারা জোটবন্ধভাবে তথা আন্তর্জাতিক পরিসরেই ঐক্যবন্ধ ও সম্মিলিতভাবে দমন-পীড়ন ও পরাজিত করেছে প্যারী কমিউনকে, ধ্বংস করেছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতিকে। তবু কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমিতির সহিত সংশ্লিষ্টলতা সমেত আন্তর্জাতিক বোধের দায়ে বা অনুরূপ বোধের কার্যক্রমকে জাতীয় স্বার্থের বিরোধী গণ্যে দেশদ্রোহিতার অপরাধে দন্ড দিয়েছে জার্মান সহ নানান দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক-কর্মীকে। বিশ্বপরিসরে কর্মরত বা সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ-বঞ্চনায় নিয়োজিত বিশ্বের বুর্জোয়ারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদে যেমন দেশপ্রেমের ধ্বজা ধরে তেমন শ্রমিক আন্দোলনের মুখেও তাঁরা দেশাত্নতভাই, জাতিভাই, ধর্মভাই ইত্যকার নানান মনভুলানো বুলির ছল-চাতুরীতে একদিকে শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত-বিভক্ত করার অপপ্রয়াশ চালায়, অন্যদিকে ঘুষ সহ নানান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে লুম্পেন-দালাল শ্রমিক/নেতা সৃষ্টি করে ও দাংগা-হাংগামা,হত্যা-খুন সংগঠিত করে কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের হার-মাত্রা ও সুযোগ অব্যাহত রাখতে। তবে, পুঁজিবাদের ভুত-ভবিষ্যত দেখে-শুনে ও জেনে-বুঝে বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশবিশেষও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হয় না তেমন নয়। অত:পর, শ্রমিকশ্রেণী কেবলই শ্রমশক্তি বিক্রেতা হিসাবে জীবনপাত করছে বিধায় শ্রমিকশ্রেণীকে প্রকৃতই বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক অবস্থায় উপনীত হতে বাধ্য করেছিল পুঁজিবাদ বলেই সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানায় আবন্ধ -আটক হেতু নিতান্তই সংকীর্ণ স্বার্থের পুঁজিবাদীরা প্রকৃতার্থেই নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানাহীন শ্রমিকশ্রেণীই প্রকৃতপক্ষে এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী ও অকৃত্রিম বিশ্বায়নপন্থী বা বিশ্বপ্রেমিক; এবং

জন্মশর্তেই বিপরীত পক্ষ ও বৈরী স্বার্থভুক্ত -শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিশ্রেণী সহ সকল শ্রেণীর জনগণের স্বার্থ সমভাবে রক্ষায় অক্ষমতা হেতু শিল্পোন্নত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো স্বীয় রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব রক্ষায় অযোগ্য ও অক্ষম হয়েছিল বলেই কেবলমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থেই অপরাপর দেশ-রাষ্ট্র দখল-বেদখলে লিপ্ত হয়ে উপনিবেশে পরিণতকরণে ও তদমর্মে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে জাতি রক্ষক রাষ্ট্র নয় বরং জাতি-রাষ্ট্র বিনাশী ও ব্যভিচারী রাষ্ট্র হিসাবে আভির্ভুত হয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রই পুর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় অধিকতর হিংস্রতা-দুর্বৃত্ততায় নিপতিত হয়ে স্বীয় ব্যভিচারের দায়ে খোদ রাষ্ট্রের ক্ষতিকরতা ও অপ্রয়োজনীয়তা এবং অনাবশ্যকতা নিশ্চিত করেছিল ; এবং

জন্মদোষ ও জন্মসুত্রেতো বটেই উপর্যপুরি বিকাশের পরিণতিতে পুঁজির প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়াবৃত্তি পরস্পরকে গ্রাস করে বলেই পুঁজি নিজেই নিজের শত্রু ও ধ্বংসের যেমন কারণ তেমন পুঁজিবাদ যে, মুল্য বা সম্পত্তির স্রষ্টা-অধিকারী কারিগর-শ্রমিকশ্রেণীকে

সম্পত্তিহীন করার মাধ্যমে পুঁজির বিকাশ সাধন করছে সেই সম্পত্তিহীনদের সংখ্যা না বাড়িয়ে পুঁজি টিকতে পারে না বলেই পুঁজিবাদ একদিকে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে, অন্যদিকে পুঁজিপতিশ্রেণী তেমন অন্ধের মতো কেবলই উদ্বৃত্ত-মূল্যের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদন করে বলেই নৈরাজ্যিক পুঁজিবাদী সমাজ চক্রাকারে অতি উৎপাদনের পুন:পুন সংকটে নিপতিত হয়ে নিজেই নিজের বিনাশী ক্রিয়ায় নিরত লিপ্ত হেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ অনিবার্য বিধায় পুঁজি ১মখন্ড,দ্বিতীয় অংশ, অষ্টমভাগ,৩২ অধ্যায়ে বিবৃত মার্কসের ভাষায় -" এটা হল নিরাকরণের নিরাকরণ।"

অর্থাৎ পুঁজি কর্তৃক প্রথমে সম্পত্তিহীন হওয়া শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক পুঁজিপতি শ্রেণীকে সম্পত্তিহীনে পরিণতকরণ তথা সম্পদের প্রকৃত মালিক সংখ্যাধিক্য কর্তৃক জবর দখলকারী সংখ্যাল্পকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা প্রসংগে একই নিবন্ধে মার্কসের বর্ণনায় -" উৎপাদনের উপায়গুলির সর্বজনীন অধিকার" অর্জন তথা ব্যক্তিগত মালিকানা সমেত খোদ রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদই- "সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী" রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পরিণতি বা পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ পুঁজির-ই স্বাভাবিক পরিণতি বলেই অনুরূপ পরিণতি পরিপূরণে পুঁজির স্রষ্টা শ্রমিক শ্রেণীই যেহেতু একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত এবং সক্ষম শ্রেণী সেহেতু সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ও অনুপযোগী ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক স্বয়ং রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ ও নিপতিত না করা ব্যতীত এবং শ্রেণী হিসাবে নিজেরও বিনাশ-বিলোপ না ঘটিয়ে স্বয়ং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের ১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন-" সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস (জমির উপর যৌথ মালিকানা সম্বলিত আদিম উপজাতীয় সমাজের অবসানের পর থেকে) হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক এবং শোষিত, শাসক এবং নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে লড়াইয়ের ইতিহাস; শ্রেণী সংগ্রামের এই ইতিহাস হল বিবর্তনের কয়েকটি পর পর ধারা, যা আজকের দিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে, যেখানে একই সংগে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণী পার্থক্য ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বরাবরের মতো মুক্তি না দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীটি-অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত -শোষক ও শাসকের, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।"

অর্থাৎ স্বয়ং পুঁজিবাদেরই জন্ম দেওয়া শ্রমিকশ্রেণীই ইতিহাসের সর্বশেষ শ্রেণী ।কাজেই, শ্রমিকশ্রেণীই শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর কবল হতে নিজেকে মুক্ত করবে তেমন শ্রেণী হিসাবে নিজের অবসান ঘটিয়ে মানবজাতির ইতিহাস হতে শ্রেণী সংগ্রাম শব্দটিকে ঝাড়ে-মূলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। এইরূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবজাতির মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয় সে বিষয়েও ইস্তাহারে বর্ণিত আছে- " মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, তার সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবনের প্রতিটি বদলের সংগে সংগে তার চিন্তাভাবনা, মতামত ও ধ্যানধারণা, এককথায় মানুষের চেতনা যে বদলে যায়, ----? " এবং

" কমিউনিষ্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সংগে একেবারে আমুল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সংগেও একেবারে আমুল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কী।"

অর্থাৎ ক্রিয়েটার,সেইভার, ব্রিলিয়েন্ট, টেলেন্টেড, এভার ভিক্টোরিয়াস, প্রটেক্টর বা গড- কিং বা সান অব গড কিং ফারাও, বা হাফ গড- সেমিগড সমেত ৩৩কোটি গড-গডেস এর কিং গড ভারতীয় ঈশ্বর ব্রহ্মা বা ব্রহ্মার মনু, জাপানী গড শিন্টু, রোমান গড জুপিটার, গ্রীক গড জেউস বা যিশু খ্রীষ্ট সহ প্লেটো-এরিষ্টোটল-ম্যাকিয়াভ্যালী, এডামস্মীথ-মিল, মালথ্যাস-মিলটন, হেগেল-ভোলতেয়াররা সবাই একদম, সবাই তথা শ্রেণী আধিপত্যে ও শোষণে বিশ্বাসী বা শোষণে-পীড়নে, অন্ধত্বে -কুসংস্কারে ও অবৈজ্ঞানিকতার সহায়ক- সহযোগী সকল মিথ-মত ও মততন্ত্র ইত্যাদির বিনাশ-বিলোপ নিশ্চিত ; এবং

পুঁজি যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট দেশ-রাষ্ট্র বিশেষের গন্ডীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় বলেই স্বয়ং প্যারী কমিউন, শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন বা একনায়কত্বাধীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার আবিস্কারক-উদ্ভাবক হলেও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য ও সংহতির অভাবে খোদ প্যারী কমিউনও স্থায়ী হয়নি ইত্যাদি রুপ বিষয়াদি অর্থাৎ পুঁজি বৃক্ষের বীজ, অংকুরোদ্গমন,মুল-কান্ড,লতা-পাতা,ফুল-ফল ইত্যকার সকল বিষয় তথা জন্মবৃত্তান্ত সহ পুঁজির ঐতিহাসিক পর্যায় গুলো ও ভাগ-বিভাগ বা উপবিভাগ ইত্যকার বিষয়াদি দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভংগিতে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, ও অনুপুংখ বিশ্লেষণ ও তুলনা করার মাধ্যমেই তুল্যমুল্যের আপেক্ষিকতার নিরিখে মার্কস-এ্যাংগেলসরা উল্লেখিত রুপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন ।

সুতরাং, লেনিন বা লেনিনবাদীদের রাষ্ট্র, হোক না সমাজতন্ত্রের বন্দনীভুক্ত তা, সহ সকল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র রক্ষক সকল সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিলোপ-বিলীন হওয়া যেমন ইতিহাসের রায় তেমন শ্রমের শ্রেণীধর্মের বিনাশ অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিনাশ ও বিলোপে -লেনিনদের রাষ্ট্র নয় মার্কসদের সমাজ অর্থাৎ মার্কস-এ্যাংগেলসদের সুত্রায়িত-ব্যাখ্যাত শ্রেণীহীন সমাজই মানবজাতির ভবিতব্য।

অত:পর, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিষয়ক তত্ত্ব -সুত্র অর্থাৎ সামাজিক বিজ্ঞানকে অবৈজ্ঞানিকভাবে মার্কসবাদের আবরণীতে ব্যবহার করে, কার্যত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মৌল নীতি তথা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বিবৃত-"পুঁজিপতি হতে হলে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে শুধু একটা ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। পুঁজি একটা যৌথ সৃষ্টি; সমাজের অনেক লোকের মিলিত কাজের ফলে, এমন কি শেষ অবধি, সমাজের সকল লোকের মিলিত কর্মেই পুঁজিকে চালু করা যায়। পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি। কাজেই পুঁজিকে সাধারণ সম্পত্তিতে অর্থাৎ সমাজের সকল লোকের সম্পত্তিতে পরিণত করলে, তার দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পতিতে রুপান্তরিত হয় না। মালিকানার সামাজিক রুপই কেবল বদলে যায় । তার শ্রেণীগত প্রকৃতিটা লোপ পায়।"

অর্থাৎ পুঁজি সামাজিকভাবে উৎপাদিত হয় বলেই পুঁজি ব্যক্তিগত নয় সামাজিক । কাজেই, পুঁজি উৎপন্নের জন্মশর্তেই বৈরীতামুলক সম্পর্কের ব্যক্তিমালিকানা নয়,বরং উৎপাদন উপকরণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাযুজ্যপূর্ণ সম্পর্কের সামাজিক মালিকানাই যথার্থ - উপযুক্ত ও কার্যকরী । কাজেই, রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা উৎপাদন উপকরণের রাষ্ট্রিক মনোপলি ইত্যাদির আবরণে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধা যেমন পুঁজিবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয় তেমন বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি ও বৈজ্ঞানিক সূত্র তা- যেখানেই উৎপন্ন হোক বা যিনিই উদ্ভাবন, সৃষ্টি বা তত্ত্বায়িত-সুত্রায়িত বা লিপিবদ্ধ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করুন না কেন তাও কিন্তু সামাজিক বৈ ব্যক্তিগত নয়।

এ প্রসংগে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বিবৃত হয়েছে " এক একটা জাতির বুদ্ধিবৃত্তিগত সৃষ্টি হয়ে পড়ে সকলের সম্পত্তি।" সুতরাং, মার্কস-এ্যাংগেলসদের আবিস্কৃত, সুত্রায়িত ও ব্যাখ্যায়িত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা তদ্বিষয়ক কর্মাদিও এমনকি, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মুলেই যেমন সামাজিক কর্ম ও সামাজিক সৃষ্টি তেমন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিষয়ক সকল আবিস্কার- তত্ত্ব বা তদ্রুপ সাহিত্যের মালিক বটে বিশ্ববাসী তাও মার্কসদেরই বিবৃত তত্ত্বমুলে যথার্থ ও সত্য হেতু মার্কসদের আবিস্কৃত-সুত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত তত্ত্বাদি বিশ্বের সকলের সাধারণ সম্পত্তি । অনুরূপ সামাজিক সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও , মার্কসের বৈজ্ঞানিক কর্মে অকৃত্রিম সংগী ও সহযোগী বিজ্ঞানী এ্যাংগেলসের থিওরিটিক্যাল, এনালিটিক্যাল এন্ড প্র্যাকটিক্যাল কন্ট্রিবিউশনকে বেমালুম হাপিস করে ও এতদমর্মে বিশ্বের অপরাপর সকলের মালিকানা অস্বীকার-অকার্যকর গণ্যে ও তদমর্মে সমাজতন্ত্রবিরোধী তথা বুর্জোয়া মেধাস্বত্বও নয়, এক্কেবারে সাবেকী বা পৌরানিক পীর-পুরোহিততন্ত্র বা তদ্রুপ ব্যক্তিস্বত্ববোধে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যাবতীয় তত্ত্বের স্বত্ব হতে খোদ এ্যাংগেলসসহ দুনিয়ার সকলকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে বা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে তথা কমিউনিষ্ট ইশতেহারকেই কার্যতই অস্বীকার ও অকার্যকর গণ্যে- কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের আলখাল্লা পরিহিত কতিপয় ব্যক্তি মুলত ও কার্যত বিপন্ন পুঁজির রক্ষক প্রকৃতই মরণাপন্ন পুঁজিকে রক্ষা করার অপ্রয়াশে পুঁজিপতিশ্রেণীর কবর খনক শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত-প্রবঞ্চিত ও বিভ্রান্ত করতে আদি পুঁজিবাদীদের মতোই সামাজিকভাবে সৃষ্ট উৎপন্নের ব্যক্তিমালিকানার অবৈজ্ঞানিক সুত্রে; এবং

উক্তরূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভন্ডদের ভন্ডামির স্বার্থে - তাঁদের নিজদের নামের সাথেও নানান কিছিমের "বাদ", "চিন্তা" বা " শিক্ষা" ইত্যকার শব্দরাজি যুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টির অপপ্রয়াশে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে মাটিচাপা দিয়ে বেচারা মার্কসকে শিখন্ডী বানিয়ে কার্যত নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণে-স্বয়ং মার্কসকেই, মার্কসদের আবিস্কৃত, তত্ত্বায়িত ও ব্যাখ্যাকৃত এবং প্রয়োগকৃত তত্ত্বের সত্ত্বাধিকারী-উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত-নির্ণিত করে, বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও খোদ মার্কসকে পুরোহিতের মতো মততান্ত্রিক সাজিয়ে বা তদ্রুপ সাব্যস্তকরণে- মিশরীয় ফারাও ডাইনেষ্টীর কিংগণ যেমন ছিল আংকেল তেমন ভিয়েতনামীদের "আংকেল" হোচিমিনদের "মার্কসবাদী-লেনিনবাদী" নিদানমুলে ষ্ট্যালিনীয় ফতোয়ায় প্রতিষ্ঠিত স্যোসালিষ্ট রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম এর সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "সমাজতন্ত্র" কতটা মাত্রায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

বা প্যারী কমিউনের সহিত সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যপূর্ণ তা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা সাপেক্ষ তদমর্মে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা গেল। যদিচ, ৫ আগষ্ট,১৮৯০ সালে ক.শ্ মিদ সমীপে এ্যাংগেলসের পত্রে এ্যাংগলেসই এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, " মার্কস বলতেন , ' আমি যতটুকু জানি তা হল এই যে, আমি মার্কসবাদী নই।' " এবং ফে.এ্যাংগেলসও তাঁর ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পুস্তকে লিখেছেন- " এই আবিস্কারের ফলে সমাজতন্ত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞান।" এবং এ্যাংগেলসও নিজেকে মার্কসবাদী নয়, বরং আগাগোড়া কমিউনিষ্ট এবং অত্যান্ত বিনয়ের সাথে নিজেকে মার্কসের সাহিত্যের ব্যবস্থাপক হিসাবে দাবী করেছিলেন মার্কসের মৃত্যুর পরে ।

অত:পর, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হোচিমিনদের ভিয়েতনামের সংবিধানের প্রতি নজর দেওয়া যাক-

ভিয়েতনামের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২১ এ বর্ণিত আছে-" In the private individual and private capitalist sectors people can adopt their own ways of organizing production and trading , they can set up enterprise of unrestricted scope in fields of activity…… Encouragement shall be given to the development of the family economy."

অর্থাৎ প্রাইভেট ইন্ডিভিযুয়েল এবং প্রাইভেট পুঁজিপতিরা বিনা বাঁধায় তাদের ইচ্ছা মতো উৎপাদন ও ব্যবসা করতে পারবে এবং পারিবারিক অর্থনীতিকে উৎসাহিত করবে রাষ্ট্র। এবং

অনুচ্ছেদ-২২ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে পুঁজি ও আইনানুগ সম্পত্তি রাষ্ট্রের নিকট হতে সুরক্ষা পাবে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি, দেশের ভিতরে ও বাইরে জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং অংশীদারী কারবার করতে পারবে ;

অনুচ্ছেদ-১৫ এ বলা আছে-পণ্য অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদন ও ট্রেডিং ;

অনুচ্ছেদ-১৮ দ্বারা হস্তান্তরের অধিকার সহ ভূমি, ব্যক্তিমালাকানায় ভোগ-ব্যবহার করার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে;

অনুচ্ছেদ-৩৬ বলা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাইভেট বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে;

অনুচ্ছেদ-২৫ দ্বারা নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে যে বিদেশী বিনিয়োগ জাতীয়করণ করা হবে না এবং বিদেশী পুঁজি তা- সংস্থা,সংগঠন ও ব্যক্তি যে পর্যায়েই হোক , তা বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে ;এবং

অনুচ্ছেদ-২৩ এ বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ বা বাজার দামে ক্রয় করবে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আইনানুগ সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হবে না।

অত:পর, শিক্ষা যেমন পণ্য ,তেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাও পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা ভিত্তিক এবং দেশী-বিশেী পুঁজি আমদানী ও বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও রাষ্ট্রায়ত্তকরণ না করার রাষ্ট্রিক নিশ্চয়তা বিধান এবং পুঁজিপতিদের পুঁজি সুরক্ষার বিধি-বিধান করবে রাষ্ট্র বিধায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ,ব্যক্তিমালিকানার অবসান ও শিক্ষার দায়িত্ব সমাজের মর্মে

নিশ্চিত করার কোন অবকাশ অবশিষ্ট নাই হেতু উক্ত সংবিধানমূলে গঠিত বর্তমান ভিয়েতনামের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাটিতো নয়ই এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নয়। তবু, উক্ত সংবিধান দ্বারা কেবল রাষ্ট্রই নয় , গঠন করা হয়েছে সম্পূর্ণত একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিধায় ভবিষ্যতেও সমাজতন্ত্রের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক বটে ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি।

সমাজতন্ত্রকে ভিয়েতনামে চিরতরে প্রতিহতকরণে অনুচ্ছেদ-৫৮ দ্বারা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষার সহিত আইনানুগ উত্তরাধিকারের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ভিয়েতনামের শ্রমিকশ্রেণীকে জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে সীমিতকরণই কেবল নয়;
অনুচ্ছেদ- ৬৪ দ্বারা পরিবারকে "সমাজের সেল" নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন কিমদের রাষ্ট্র স্বয়ং বিবাহ ও পরিবারকে সুরক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে ; এবং ধর্মীয় প্রথার মতোই পিতা-মাতা সন্তানকে 'ব্রিং-আপ' করবে এবং সন্তানগণ পিতা-মাতা ও দাদা-দাদীকে দেখা-শুনা ও যত্ন-আত্তি করবেন। সেই কারণেই-
অনুচ্ছেদ ৭৬ দ্বারা- পরিবার ইত্যাদির স্রষ্টা-রক্ষক ও সংরক্ষক পৌরানিক মিথ বা মতবাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। মানবিক সম্পর্ক ও মানুষের প্রতি মানুষের বা সমাজের বা রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে পুঁজিবাদী ইউরোপও এতটা সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগি অনুমোদন করে না।শিশুদের শিক্ষা সমেত বেকার, অক্ষম ও বৃদ্ধদের এমনকি, বহিরাগত অভিবাসীদের প্রতিও ইউরোপের বহু দেশে বহু ধরণের দায়-দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তবে, পুঁজিপতিদের ব্যক্তিমালিকানা পাকাপোক্তকরণে বৃটিশ বুর্জোয়া ব্যবস্থার ঢংয়ে ও অনুকরণে সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিহীতাদি করা হয়েছে ভিয়েতনামে এবং তদমর্মে -অনুচ্ছেদ-৬ এ বর্ণিত হয়েছে জনগণ তাদের চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করবে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সংস্থার এজেন্সি মারফৎ; এবং
অনুচ্ছেদ-৮৫ দ্বারা যথারীতি সংসদের মেয়াদ ৫ বছর এবং
অনুচ্ছেদ ১২৮ দ্বারা সুপ্রিমকোর্টের প্রেসিডেন্টের মেয়াদও ৫ বছর নির্ধারণ করা আছে। জাতীয় সংসদের ষ্ট্যান্ডিং কমিটি, প্রশাসনিক সরকার ইত্যাদির মেয়াদও ৫ বছর এবং সকলেই জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিযুক্তকৃত ও দায়বদ্ধ বিবৃত আছে-
অনুচ্ছেদ-৯০, ১০৯, ১২৮ ইত্যাদিসহ সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন জনগণের রাষ্ট্র বলে রাজনৈতিকভাবে সংশোধনবাদী ও শ্রমিকশ্রেণী বিরোধী রাষ্ট্র গণ্যে চীন-রাশিয়ার বিরোধে চীনের পক্ষভুক্ত ভিয়েতনাম রাষ্ট্রটি হচ্ছে জনগণের রাষ্ট্র এবং উহা প্রতিষ্ঠিত আছে জনগণ ও জনগণের মধ্যকার তথা শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং দি ইন্টেলিজেনশীয়া অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীর জোটের ভিত্তিতে, অনুচ্ছেদ-২ দ্বারা তা নির্দিষ্টকৃত ; এবং যথারীতি কোরিয়ার কিমের আইনানুগ উত্তরাধিকারী-তথা ভারতীয় ব্রাহ্মণরূপী রাজনীতিক বা রোমান প্যাট্রিশীয়ানগোত্রের একালীন প্রতিনিধি অর্থাৎ জুসে বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক সংগঠনের আদলে - " মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও হো-চি মিন এর চিন্তাধারা " অনুযায়ী গঠিত-পরিচালিত "ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট পার্টি",

ভিয়েতনামের সমাজ ও রাষ্ট্রটিকে পরিচালনা করবে অনুচ্ছেদ-৪ মতে অর্থাৎ রাষ্ট্রটির নিয়ন্ত্রক ও কর্তৃত্বকারী -মহান নেতা - হো চি মিনের চিন্তাধারার আইনানুগ রাজনৈতিক উত্তরাধিকারগণই রাষ্ট্রের মুল মালিক এবং সমাজের মোড়ল-মাতুব্বর বটে।

"আংকেল"হো চি মিনের উত্তরাধিকারীগণ কি মাত্রায় ক্ষমতাধর তা বর্ণিত হয়েছে অত্র সংবিধানের প্রাক কথায় অর্থাৎ আইন সভা বা রাষ্ট্রীয় কোন কর্তৃপক্ষ নয় বরং খোদ ভিয়েতনাম পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় সংসদ ভিয়েতনামের ১৯৮০ সালের সংবিধানের পরিবর্তে উক্ত সংবিধানটি প্রবর্তন করেছে। ভিয়েতনামী ব্রাহ্মণদের নিরুংকুশ স্বার্থ হাসিলে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টিতে অনুচ্ছেদ-৪৮ এ বলা হয়েছে, ভিয়েতনাম রাষ্ট্র -দেশপ্রেম ও বিপ্লবী বীরত্ব বিকশিত করবে; এবং
অনুচ্ছেদ- ১৩ এ বলা আছে "ভিয়েতনামিদের মাতৃভূমি প্রবিত্র ও অলংঘনীয়" ; এবং
অনুচ্ছেদ- ৭৬ দ্বারা নির্দেশ করা আছে "নাগরিকগণ মাতৃভূমির প্রতি অবশ্যই আনুগত্য প্রদর্শন করবে" এবং " বিশ্বাসঘাতকতা চরম দন্ডনীয় অপরাধ" এবং অনুরূপ উৎকট স্বাদেশিকার নৈমত্তিক চর্চায়-
অনুচ্ছেদ-১৪৩ এ বর্ণিত জাতীয় সংগীতে গীত হয়-
" মাতৃভূমিকে রক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ভিয়েতনামের সৈনিকগণ সামনে এগিয়ে চল " এবং শেষ লাইনে গাওয়া হয়- " Our Vietnam is strong eternal." অর্থাৎ কোরিয়ার কিমের মতোই ভিয়েতনামও চিরন্তন!

অত:পর, মহান দেশ প্রেমিক হোচিমিন পন্থীরা ভিয়েতনামের পবিত্র ভূমিতে অলংঘিতভাবে আবদ্ধ থেকেই অমরত্ব লাভে নিরত নিয়োজিত থাকবে বিধায় ভিয়েতনাম সংবিধানমুলেই পৃথিবীর অপরাংশ অপবিত্র হেতু দেশপ্রেমিক কমিউনিষ্ট হোচি মিন পন্থীদের সাংবিধানিক আইনে পবিত্র ভিয়েতনাম ব্যতীত দুনিয়ার অপবিত্র অংশের শ্রমিকশ্রেণী যারা কেবল জন্মসুত্রেই অপবিত্র সেই অপবিত্র দুনিয়ার অপবিত্র শ্রমিকশ্রেণীর সহিত সমাজতান্ত্রিক সংহতি বা বৈশ্বিক ঐক্য কিভাবে অর্জিত হবে বা বৈশ্বিক পরিসরে কিভাবে পবিত্র ভিয়েতনাম মিলিত হবে ?

কিন্তু মার্কস তো "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" নিবন্ধে লিখেছেন- " জাতীয় ঐক্য ভাংগার কথা নেই, বরং পক্ষান্তরে ঐক্য সংগঠিত হবে কমিউনের কাঠামো অনুসারেই। নিজে জাতির একটি গজিয়ে উঠা পরগাছা হয়ে যে রাষ্ট্র নিজেকে সেই জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও উর্ধ্বে অবস্থিত জাতীয় ঐক্যের প্রতিমুর্তি বলে দাবী করে, সেই রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদে জাতীয় ঐক্যই বাস্তব হয়ে উঠবে। " এবং একই নিবন্ধে মার্কস আরো লিখেছেন- " পার্লমেন্টারী সংস্থা না হয়ে কমিউনকে হতে হল একটি কাজের সংস্থা, একই সংগে কার্য নির্বাহক ও আইন প্রণয়নী সংস্থা। পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার না রেখে, তার রাজনৈতিক প্রকৃতির সবটাই ঘুচিয়ে দিয়ে , তাকে রুপান্তরিত করা হল কমিউনের কাছে দায়ী ও যেকোন সময় প্রত্যাহার যোগ্য তার সংস্থা রুপে। "

তিনি আরো লিখলেন- " প্রজাতন্ত্রের জন্য কমিউন এনে দিল প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির ভিত্তি। কিন্তু মিতব্যয়ী শাসন বা 'প্রকৃত প্রজাতন্ত্র' , এ দুটির কোনটাই কিন্তু তার চরম লক্ষ্য ছিল না, এরা হল তার আনুসাংগিক ঘটনা মাত্র।"

অথচ, 'সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম' স্বীয় সংবিধানমূলে মার্কস বর্ণিত প্যারি কমিউনের সহিত বৈরী-সাংঘর্ষিক ও পরিপন্থী এক রাষ্ট্র বিশেষ মাত্র। তবু, ভিয়েতনাম সমাজান্ত্রিক?

অথচ, মার্কসের নামযুক্ত "বাদ" ব্যবহার করেই ভিয়েতনাম রাষ্ট্রকে চিরন্তন ঘোষণা করা হচ্ছে। হোচিমিনের একান্ত অনুগত-বাধ্যগত চেলা-চামুন্ডা তথা ভিয়েতনামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্যের হের-ফের হলে কঠোর-কঠিন দন্ডের বিহীত করা আছে। প্যারী কমিউন ধ্বংস করার পর সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ১৮৭৮ সালে অনুরূপ আইন করেছিল জার্মানী। " গোথা কর্মসুচির সমালোচনা" নিবন্ধে এ্যাংগেলস তা জানিয়েছেন। কারণটাও প্যারী কমিউনই।

প্যারী কমিউন প্যারিসে জন্ম নিলেও তা কেবল ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগঠিত কোন বিপ্লব নয় , এটি ছিল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লব, যেমন ১৭৮৯ সালের ফ্রান্স বিপ্লব বা ১৬৪৮ সালের ইংল্যান্ডের বিপ্লব ছিল না কেবলই ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডীয় বিপ্লব ছিল ইউরোপে বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লব, মর্মে লিখেছেন - মার্কস। কাজেই প্যারী কমিউনকে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করতে এককভাবে ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণীর যোগ্যতা - ক্ষমতাও ছিল না । দমনকারীদের সম্পর্কে মার্কস প্রগুক্ত নিবন্ধেই লিখেছেন- " ইতিহাসে এমন দৃশ্য এর আগে কবে দেখা গিয়েছিল , যেখানে এক বিজয়ী জয়লাভ সম্পূর্ণ করছে বিজিত সরকারের শুধু সশস্ত্র পুলিশ নয়, তার ভাড়াটে গুন্ডায় নিজেকে রূপান্তরিত করে? প্যারিসের কমিউন ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোনও যুদ্ধের অস্থিত্ব ছিল না। বরং ঠিক বিপরীত-কমিউন শান্তির প্রাথমিক শর্ত মেনে নিয়েছিল আর প্রাশিয়া ঘোষণা করেছিল তার নিরপেক্ষতা। সুতরাং প্রাশিয়া যুদ্ধের অংশীদার ছিল না। তার ভূমিকা হল গুন্ডার, কারণ প্যারিসের পতনের জন্য তার রক্তক্ষরণের দক্ষিণা বাবত নগদ ৫০ কোটির শর্ত সে আগেই চাপিয়েছিল। আর অবশেষে এই ভাবে উদ্ঘাটিত হল যুদ্ধের আসল চরিত্র- ধর্মধ্বজ নীতিপরায়ন জার্মানীর হাতে নাস্তিক অধ:পতিত ফ্রান্সের বিধাতা নির্দিষ্ট শাস্তি ।"

ঐ নিবন্ধেই বর্ণিত আছে সহযোগিতার নিমিত্তে আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখা-১৮৭০ সালে ১২ জুলাই তারিখে রিভেইল পত্রিকায় প্রকাশিত " সকল জাতির শ্রমিকদের প্রতি " নামে এক ইস্তাহারে বলেছিল " শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য আমরা কোন সীমানা মানি না" এবং জার্মানীর খেমনিৎসে ৫০ হাজার শ্রমিকের প্রতিনিধিদের এক সভায় ঘোষণা করা হয়েছিল এই বলে যে, " আমাদের দিকে প্রসারিত ফ্রান্সের শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বসুচক হাতে হাত ধরতে পেরে আমরা খুশি। **দুনিয়ার মজুর এক হও।** শ্রমজীবি মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির এই ধ্বনি স্মরণে রেখে আমরা কখনোই ভুলবা না যে, সর্ব দেশের শ্রমিকরাই আমাদের মিত্র আর **সকল দেশের স্বৈরাচারিরাই আমাদের শত্রু**। " এবং

এতদ্বিষয়ে " জার্মানীর কৃষকযুদ্ধ' গ্রন্থের মুখবন্ধে এ্যাংগেল লিখেছেন– " ১৮৭০ সালেই জার্মান শ্রমিকশ্রেণীকে কঠিন এক পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল: সে পরীক্ষা হল বোনাপার্টিয় যুদ্ধ-প্ররোচনা ও তার স্বাভাবিক ফল, অর্থাৎ জার্মানীতে ব্যাপক জাতীয় উত্তেজনা। জার্মান সমাজতন্ত্রী শ্রমিকেরা নিজেদের একমুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হতে দিল না। তাদের মধ্যে উগ্রজাতিবাদের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। বিজয়ের চরম উন্মাদনার মধ্যেও তারা শান্ত থেকে দাবি করেছিল ' ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সংগে ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করা হোক; কোন দেশ দখল করা চলবে না ।' এমন কি সামরিক আইনও পারল না তাদের নীরব রাখতে। কোনো রণ গৌরব, জার্মান ' সাম্রাজ্যের বিভূতির' কোন বুলি তাদের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। তাদের একমাত্র লক্ষ্য থেকে গেল ইউরোপের সমগ্র প্রলেতারিয়েতের মুক্তি সাধন। ---------যুদ্ধকালীন সামরিক আইনের পর মামলা এল দেশদ্রোহিতার জন্য রাজ মানহানির জন্য--। "

সুতরাং, পুঁজির আন্তর্জাতিক রূপ-চরিত্র ও স্বার্থে দেশের সীমায় সীমিত না থেকে প্যারী কমিউন নির্মূল তথা ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পাক্কা গুন্ডামিতে পাক্কা ওস্তাদ তবু, "দেশপ্রেমিক" জার্মানীর স্বৈরাচারী বিসমার্ক -জাতীয় স্বার্থ বিরোধীতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং দেশদ্রোহীতার দায়ে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে দমন করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জঘন্য-বর্বর আইন পাশ করেছিল , সমাজতন্ত্র উচ্চারিত হলেই দন্ড দিয়েছে, নিষিদ্ধ করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ। অবশ্য, প্যারী কমিউনের দুশমন- দেশপ্রেমিক বিশ্ব গুন্ডাদের পক্ষে এটাইতো ছিল স্বাভাবিক । "স্যোসালিষ্ট" ভিয়েতনামও দেশীতো বটেই বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের জন্য ভিয়েতনামের ভূমি অবারিত-উদার করে দিয়ে বিদেশী পুঁজি সহ সকল পুঁজিপতির পুঁজি সমেত ভিয়েতনামের ভূমি প্রহরায় কঠোর-কঠিন দেশপ্রেমিক হতে অর্থাৎ হোচিমিন কাকুদের হুকুম-নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মান্য ও পালন করে দেশপ্রেমের পারাকাষ্ঠা দেখাতে অন্যথায় দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ও দেশদ্রোহিতার দায়ে নির্মম-নিষ্ঠুর দন্ডাদি ভোগার জন্য বলেছে ভিয়েতনামের শ্রমিকশ্রেণীকে এবং তদ্রুপ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে জার্মানীর বিশ্বগুন্ডা বিসমার্কের মতোই তাও আবার এক্কেবারে ভিয়েতনামের সংবিধানে। তবু, নাম তার সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম। হায়রে কপাল না ছাঁই, ভিয়েতনামের হতভাগা শ্রমিকশ্রেণীর।

দাস মালিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় দাসদেরকে দিয়েই পুলিশবাহিনী গঠন করার সুবাদে এথেন্স দুনিয়ার প্রথম নগর রাষ্ট্র হিসাবে ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। ভিয়েতনাম-কোরিয়া উভয়েই নিয়মিত পুলিশ বাহিনীতো লালন-পালন করছেই তদপুরি, কোরিয়ার মতো অত ভারি স্থায়ী সেনাবাহিনী না বানালেও জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে কার্যত,সম্পত্তিবানদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দেশপ্রেমের দোহাই ও জিকির তুলে অনুচ্ছেদ-৭৭ এর মাধ্যমে নাগরিকগণের সামরিক বাধ্যবাধকতার বিধি-বিধানে কার্যত সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক যোগদানে শ্রমিকশ্রেণীকে বাধ্য করে মাতৃভূমি রক্ষার "মহান অধিকার" ভোগের অর্থাৎ দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের জান-মাল রক্ষায় বাধ্যতামূলকভাবে জীবন বিসর্জন দেওয়ার অধিকার হিসাবে ভিয়েতনাম 'রাষ্ট্র' বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশপ্রেমিকের মহান অধিকার আস্বাদন এবং " চিরন্তন

দেশ” ভিয়েতনামকে প্রতিপক্ষ সহ অনিবার্য কারণেই ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের বৈরী বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য ও সংহতির বৈশ্বিক সংগঠনের মতো কোন দুষ্ট চক্রের হাত হতে রক্ষা করার “পবিত্র দায়িত্ব-কর্তব্য” পালন-সম্পাদনের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বীরের বিপ্লবী কর্তব্য সাধনে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিতকরণের কৌশলে ভিয়েতনামের শ্রমিকশ্রেণীকে ব্যক্তিমালিকানা তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের রাজনৈতিক আন্দোলন হতে যোজন যোজন মাইল দুরে রাখা এবং ভিয়েতনামে- পুঁজিবাদ বা ব্যক্তি মালিকানা বিরোধী আন্দোলন-সংগঠন গড়ে উঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে -শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামীণ মজুরশ্রেণীকে বিনা বা নামমাত্র মজুরিতে তবে কেবলমাত্র ভুয়া দেশেপ্রেমের ভুয়া মূল্যে দেশের সীমার গন্ডীভুক্ত ও বস্তাবন্দী করে দেশী-বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের ব্যক্তিমালিকানা সুরক্ষায় সম্পত্তির মালিকানা বিহীন জনগণকে উৎকটভাবে ব্যবহার করার উপযুক্ত সাংবিধানিক বিধি-ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি শুধুই সিম্পল নয়, অথবা সিম্পলী বৈরী ও সাংঘর্ষিকই নয় প্যারী কমিউনের বা নয় কেবল বিকৃতিই,বরং বৈশ্বিক পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় স্থানীয় মজুর কম মজুরিতে সরবারহ করার উপযুক্ত ঠিকাদার হিসাবে আংকেল হো চি মিনরা দেশপ্রেমের তাবিজ-কবজে দস্তরমতো সমাজতন্ত্রের সাথে জাল-জালিয়াতি ও প্রতারণায় যেমন ওস্তাদি দেখিয়েছে তেমন মোক্ষ ব্যবসাদার বটে তাঁরা অজ্ঞতা ও অন্ধ আবেগের ।

শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এরকম ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মাধ্যমে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র নিজ নিজ দেশেই নয় দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আবেগ-চিন্তা ও চেতনাকে বিকৃত ও বিভ্রান্তকরণের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে ইতিহাসের পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার অপ্রচেষ্টায় রত-সক্রিয় তথাকথিত সমাজতন্ত্রী-কমিউনিষ্টরা অথবা মাথামোটা অন্ধ অনুগামী ও অনুপন্থী ভাববাদী কমিউনিষ্ট-সমাজতন্ত্রীরা কার্যত মানব প্রগতির গতি রুদ্ধ - অবরুদ্ধ ও প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে। উল্লেখ্য- “ ‘প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার’ ভূমিকা ” নিবন্ধে এ্যাংগেলস লিখেছেন- “ - বস্তুর গতি শুধুমাত্র স্থুল যান্ত্রিক গতিই নয়, শুধুমাত্র স্থান-পরিবর্তনের গতিই নয়; উত্তাপ, আলো, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক শক্তি, রাসায়নিক সম্মিলন ও বিভাজন, জীবন ও সর্বশেষ চেতনা-এ সবই বস্তুর গতি।”

অত:পর, কথিত কমিউনিষ্টরা ভুয়া জাতি ভিত্তিক বা ভুয়া রাষ্ট্র কেন্দ্রীক সমাজতন্ত্র-নিউ কমিউনিজম ইত্যকার ভ্রান্ত-অসত্য ও বানোয়াটি বক্তব্য মূলে অথচ, মার্কসের নাম ব্যবহার করে শ্রমিকশ্রেণীকে দাস বানিয়ে বর্ণিত রূপ দাস-প্রভু ব্যবস্থা পত্তনের মাধ্যমে অনুরূপ শ্রম দাসত্বের নির্মম-নিষ্ঠুর ব্যবস্থাকেই জালিয়াতিমূলে সমাজতন্ত্র মর্মে রাজনীতির বিশ্ববাজারে বাজারজাতকারী ব্যবসাদার বা প্রভু হয়েও চাতুরালীমূলে ও কৌশলে সমাজতন্ত্রের মোড়ক ও মুখোশের আড়ালে শ্রমিক শ্রেণীর নেতা সেজে নিজেদের শয়তানি রূপটাকে কমিউনিষ্ট সুলব -শোভন চেহারার আবরণে “মহান চিন্তাদাতার” কাল্টকেন্দ্রিক হীন চিন্তা তথা কাল্টিজম দ্বারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর “ চেতনা” তথা গতিকে বিভ্রান্ত-বিকৃত,রুদ্ধ ও অবরুদ্ধ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন ফিনান্স পুঁজির স্বার্থ হাসিলে বিশ্বস্থ অনুচরের দায়িত্ব পালন করছে অন্যদিকে শ্রমিকদের সামাজিক চিন্তা-চেতনার গলায় প্রতিক্রিয়াশীলদের দেশপ্রেমের রশির ফাঁসটা আকটাতে ভালোভাবেই এ যাবৎ সফল

হয়েছে। দুনিয়ায় এখনো রেশ থাকতে পারে- সন্তান কর্তৃক বৃদ্ধ পিতা-মাতার মাংস ভোজনের,তবে- প্রথম সহস্রাবদ্ধের শেষদিকে জার্মানীর ওয়েলটেবিয়ান ও উইলজিয়ানরা অনুরূপ জঘন্য প্রথার বদাভ্যাস পরিত্যাগে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কিম-হো চি মিনদের মতো ভুয়া কমিউনিষ্টরা কেবল মার্কস-এ্যাংগেলসের মাথাটি চিবিয়ে খায় নি বরং বিশ্বের তাবৎ শ্রমিকশ্রেণীর মাথাসহ সমগ্র দেহটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে হাজার বছর আগের ওয়েলটেবিয়ান ট্রাইবের পরিত্যক্ত বদাভ্যাস বশে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মিত্রশক্তির অংশীদার ফ্রান্স ১৯৪০ সালেই অক্ষশক্তির নিকট আত্মসমর্পন করেছিল । ফ্রান্সের কলোনী ইন্দোচীনের ভবিষ্যত বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, এই দুই রাষ্ট্রের দুই সমর কাম পুলিশকর্তা -রোজভেল্ট ও ষ্ট্যালিন ২৫ নভেম্বর, ১৯৪৩ সালে তেহরান করফারেন্সে মিলিত হয়েছিল। জার্মানকে সহযোগীতা করার অপরাধের দন্ড স্বরূপ ইন্দোচীনের স্বাধীনতাই ফ্রান্সের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিৎ বলে মত পোষণ করেছিলেন ষ্ট্যালিন। রোজভেল্ট ১০০% সহমত পোষণ করেছিল। ফ্রান্সের বিষয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারী,১৯৪৫ সালে সান ফ্রান্সিকোতে এক প্রেস কনফারেন্সে রোজভেল্ট জানালেন ইন্দোচীনে একটি ট্রাষ্টি প্রতিষ্ঠা করা হবে যে, ট্রাষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র - সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ আরো কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি থাকবে। স্থানীয়দেরকে প্রশাসন বিষয়ে ট্রাষ্টি প্রশিক্ষিত করবে, যার মেয়াদ হবে ৫০ বছর।

১৯৪০ সালে অক্ষশক্তির সদস্য জাপান, ভিয়েতনামে অনুপ্রবেশ করে ও যুদ্ধের ভিত্তিভূমি হিসাবে ভিয়েতনামকে ব্যবহার করে । ৯ মার্চ ,১৯৪৫ সালে জাপান ভিয়েতনামে ফ্রান্সের বাহিনীকে নিরস্ত্র করে ও ভিয়েতনামের প্রভু ফ্রান্সের অধিকর্তাগণ হয় পালিয়ে যায় অথবা আত্মসমর্পণ করে। ঐদিনই জাপানের পুতুল সরকার হিসাবে সম্রাট বাওকে নিযুক্ত করা হয়। ১৪ আগষ্ট, ১৯৪৫ সালে জাপান মিত্র শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। ২৫ আগষ্ট ১৯৪৫ সালে সম্রাট বাও সিংহাসন পরিত্যাগ করে। পদত্যাগ পত্রে তিনি ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করে আশা পোষণ করেছিলেন রাজকীয় পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ অক্ষুন্ন থাকার।

ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও ভিয়েতনামের সাময়িক সরকারের রাষ্ট্রপতি , মি: হো চি মিন ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ সালে এক সমাবেশে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, এবং এটিই ভিয়েতনামের স্বাধীনতার অংগীকার। ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে-মিত্রশক্তির তেহরান কনফারেন্স ও সান ফ্রান্সিসকোতে ভিয়েতনাম বিষয়ে ঘোষিত নীতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। তবে, অবিশ্বাস্য হলেও একদম শুরতেই যে ভাবে রোজভেল্টদের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত্য পোষণ ও তদমর্মে স্বাধীন ভিয়েতনামের নীতি হিসাবে ঘোষণাপত্রটি বিবৃত হয় তার প্রথম প্যারাটি হুবুহু উদ্ধৃত করাই শ্রেয় -

“ All men are created equal; they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.

This immortal statement was made in the Declaration of Independence of the United States of America in 1776. In a broader sense, this means : All the peoples on the earth are equal from birth, all the peoples have a right to live , to be happy and free.

The Declaration of the French Revolution made in 1791 on the Rights of Man and the the Citizen also states : " All men are born free and with equal rights and must always remain free and have equal right." Those are undeniable truths."

অত:পর, ধর্ম ও ক্রিয়েটারে অবিশ্বাসী হোচিমিন উল্লেখিত ঘোষণার কেবল পাঠকই নন, প্রণেতাও বটে বলেই শুরুতেই বাইবেলীয় ঈশ্বরকেন্দ্রীক মিথ্যাচার ও ভন্ডামিতে লিপ্ত হয়ে তিনি যাহাই বলুন না কেন , উপরোক্ত 'অস্বীকার অযোগ্য সত্য' হিসাবে ক্রিয়েটার সৃষ্ট 'জন্মগতগতভাবে মানুষ মুক্ত' রূপ বর্ণিত ঘোষণাপত্র দুটি কিন্তু সমার্থক নয়,অন্ত:ত মুক্তিদাতা স্রষ্টার প্রশ্নেতো নয়ই । ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক ভোলতেঁয়ার অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ নিশ্চিতকরণে চার্চের বিপক্ষে ছিলেন বলে অদৃশ্য গডকে সার্চ করে পাওয়া গেলে তাঁকে ভেনিশ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে- চার্চের রক্ষক গডের রাজত্বের অবসান তথা চার্চের বিলোপ সাধনে লিখেছেন " গড" নিবন্ধ। ফরাসী বিপ্লব চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং শিক্ষাকে চার্চের আওতামুক্ত গণ্যে সেক্যুলার অর্থাৎ ইহজাগতিকতার রাষ্ট্রিক নীতি ঘোষণা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণার শুরুতেই আমেরিকানদের বিচ্ছিন্নতার অধিকার যে, প্রাকৃতিক আইন ও প্রকৃতির গড কর্তৃক এনটাইটেলড, তা-বিবৃত করেই ভিয়েতনাম ঘোষণায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতাংশেও নিশ্চিত করেছে যে, বাইবেলীয় গড/ ঈশ্বরই সকলকে জন্মগতভাবে সমানাধিকার প্রদান করেছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২এর সেকসনে -১ দ্বারা আবশ্যক না হলেও আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগণ রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালনে প্রথাগতভাবে গডের গ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ করে থাকেন।

কলোম্বাসের আমেরিকা দখলের পরে ১৬০৭ সালে ব্রিটিশরা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বৃটেনের দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদী, দাস, বন্ডেড দাস এবং ব্যবসায়ীরাই আমেরিকায় বসতি গেড়েছিল। কিন্তু ন্যাটিভ আমেরিকানরা উপনিবেশ কর্তাদের মেনে নিতে চায়নি বলে ১৬২২ সালেই যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে " স্বাধীন" যুক্তরাষ্ট্রের আমলেও অর্থাৎ ১৭৯১ সালে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করেছিল। নানান যুদ্ধে যেমন ন্যাটিভরা আহত-নিহত হয়েছে তেমন ইউরোপীয়দের বাহিত নানান রোগ সহ এতদ্বিষয়ক কারণে আমেরিকার ৯০% ন্যাটিভ মৃত্যুবরণ করেছিল। খ্রীষ্ট্রীয় ধর্মের আধিপত্য -আগ্রাসন হতে রেহাই পেতে আত্মহত্যা করেছিল বহু রেড ইন্ডিয়ান। পরাজিত ন্যাটিভদের দাস বানিয়েছে বিজয়ীরা। বিদেশী দখলকারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে গভীর জংগলের গহীনে আশ্রয় নিয়ে এখনো " আনকন্টাক্টেড পিপলস" বা "ট্রাইব" হিসাবে জীবন ধারণ করছে অনেক আমেরিকান ন্যাটিভ। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী

ন্যাটিভরা সকলেই আমেরিকার নাগরিক হিসাবে গণ্য হয়েছে কেবলমাত্র দি ইন্ডিয়ান সিটিজেনশীপস এ্যাক্ট-১৯২৪ মুলে। উল্লেখ্য, বাইবেলীয় ধারণায় প্রকৃতিতে মানুষের অধিকারের ভিত্তিতে- প্রপার্টি রাইট, ন্যাচারাল রাইট এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যকার বিষয়াদি সহ রাষ্ট্র বিষয়ে 'সামাজিক চুক্তি' লিখেছিলেন ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক জন লক। অত:পর, জন লকের ভাব শিষ্য ভার্জিনিয়ার থমাস জেফারসনের ড্রাপ্টকৃত- 'প্রাকৃতিক আইন' বা ইশ্বরের আইনী জন্মসমতাবাদী "অমর" ঘোষণায় আদি আমেরিকানরা কি নাগরিক অধিকারের সমতারও অংশীদার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে?

পণ্য ও পুঁজির বাজার নিশ্চিতকরণে ১৭৫৬-১৭৬৩ সালের " সপ্তবর্ষী যুদ্ধে" ১৪ লাখ মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে স্পেন- ফ্রান্স জোটকে কিঞ্চিত পরাজিত করেছিল ইংলন্ড। কিন্তু, বিশাল ঋণের ব্যয়ভার লাঘবে ইংলন্ডের সম্রাট জজ-৩'র জারীকৃত ১৭৬৫ সালের ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট, আমেরিকান তামাক ব্যবসায়ী জেফারসনসহ বহুজনের ঋণের বোঝাকেই বাড়িয়ে তুলছিল বলে অনুরূপ সকল বৈষম্যমুলক আইন প্রত্যাহার সহ বিটিশ পণ্য বর্জনের ঘোষণা ও কলোনিয়াল বৃটিশদের কনসেন্ট ব্যতীত ট্যাক্স নির্ধারণ না করা প্রসংগে প্রতিকার প্রার্থনায় পিতৃরাষ্ট্র ও মাতৃভূমির সম্রাটের নিকট ৮ জুলাই,১৭৭৫ সালেও পিটিশন পাঠিয়েছিল জন ডিকসন-জেফারসনরা। সপ্তবর্ষী যুদ্ধে জয়ী সম্রাট জজ-৩, আবেদন মঞ্জুর নয়, পুঁজি হারানোর যন্ত্রণা বা দেনাগ্রস্ততায় ক্ষিপ্ত বেয়াদপ সন্তানদের শায়েস্তার নিমিত্তে সেনাশক্তি প্রয়োগ করায় ৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে ১৩ কলোনিয়াল ষ্টেটের ৫৬জন কর্তার স্বাক্ষরে প্রণীত হয় কথিত অমর ঘোষণাপত্র। ঐ ঘোষণায় কলোনিয়াল বা ইউরোপীয় আমেরিকানদের প্রতি বৈরী আচরণের দায়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিবৃত বহু অভিযোগের মধ্যে অন্যতম হিসাবে বর্ণিত আছে-

" For Cutting off our Trade with all parts of the World. For Imposing Taxes on us without our consent."

অর্থাৎ সম্মতিহীন কর ধার্য এবং দুনিয়াময় ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত করায় 'প্রকৃতিবাদী' পুঁজিপতিরা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থেই ইংলন্ড হতে তাদের অমর ঘোষণাপত্রের ভাষায় " বিচ্ছিন্ন" হওয়ার ঘোষণা দিতে নিজেরা নয়, কেবলই সম্রাটের অবিচারের হেতুবাদে বাধ্য হয়েছে। অত:পর, ইংলন্ডের শত্রু ফ্রান্স ও স্পেনের সমর্থনে দায়-দেনাগ্রস্ত পিতাকে হারিয়ে ১৭৮৩ সালের প্যারিস চুক্তিমুলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উপযুক্ত ও যোগ্য সন্তান-আমেরিকা ইংলন্ড হতে পৃথক ও আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । আবার আমেরিকায়ই ১৮৯৮ সালে স্পেনের সাথে যুদ্ধ করে কিউবা, ফিলিপাইন সহ নানান কলোনী দখল করে নেয়। তখন কিন্তু - জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, প্রাকৃতিক আইন, জন্মগত সমতা এসবের কোন তোয়াক্কা করতে হয়নি আমেরিকাকে।

হোচিমিনদের ঘোষণামুলে অমন মহান রাষ্ট্রের প্রথম মহান প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন স্বীয় দায়িত্বভার কালে ফিলাডেলপিয়া রাজ্যের আইন ভংগ করে নিজ তামাক খামার বাড়ীর দাসদেরকে প্রেসিডেন্ট হাউসে বাই রোটেশনে রাখতেন। তিনিই দাস মালিকদের সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে দাসকে কেবলই সম্পত্তি গণ্যে পলাতক দাসদের বংশ পরম্পরায় দাস গণ্যে যে কোন রাজ্য হতে পলাতক দাস বা দাসের বংশধরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধরে এনে

মালিকের নিকট প্রত্যার্পণের নিমিত্তে “ The Fugitive Slaves Act-1793 ” জারী করেছিলেন এবং তাঁরই দাস-“অনি জজ” প্রেসিডেন্ট হাউস হতে পালিয়ে গিয়ে ‘মুক্ত’ মানুষকে বিবাহ করেও জীবনের অবশিষ্ট ৫২ বছর পালিয়ে ছিলেন।

মৃত্যুকালে তামাক খামারী -প্রেসিডেন্ট জজ ওয়াশিংটন ৩৭৭ জন এবং প্রেসিডেন্ট জেফারসন উত্তরাধিকারদের জন্য বহু দাস রেখে গেছেন। তবে, দাসদের প্রতি মায়া-মমতা বা দাসদের দাসত্ব ঘুচিয়ে মুক্তমানুষের জীবন নিশ্চিতিতে বা তদ্রুপ বোধে নয় স্রেফ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাহিদা পুরণে আবশ্যকীয় শিল্প শ্রমিকের প্রয়োজনে আব্রাহাম লিংকন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৮৬০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বিজয়ী হলে দাসপন্থী ১১ বিদ্রোহী রাজ্য বিদ্রোহ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ৮ ফেব্রুয়ারী,১৮৬১ সালে কনফেডারেশন সরকার গঠন করে। ১৮৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান হয় বিদ্রোহীদের পরাজয়ের মাধ্যমে তাও যেমন পুঁজির তেমন পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মেই। এক্ষেত্রেও, হোচিমন কর্তৃক “ অমর” হিসাবে স্বীকৃত আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা -গৃহযুদ্ধ লিপ্ত কোন পক্ষই যে মান্য করেনি সে বিষয়ে হোচিমিনের সন্দেহ থাকলেও খোদ আমেরিকার ইতিহাস কিন্তু তা নিশ্চিত করে। এছাড়াও, তৎপুর্বে - যুক্তরাষ্ট্রের দাসেরা ১৮০০, ১৮২২ এবং ১৮৩১ সালে বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৩ তম সংশোধনীর মাধ্যমে দাস প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। ১৮৬৮ সালের সিটিজেন শীপ আইনে দাসরা নাগরিক হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং সাদা-কালোর বৈষম্য দুরীকরণে মাত্র ১৮৬৪ সালে মহান আমেরিকায় প্রণীত হয় সিভিল রাইটস এ্যাক্টস। তবে বর্ণ বৈষম্য যে, নির্মূল হয়নি তার প্রমাণতো ২০০৮ সালে নির্বাচনী প্রচারকালে মিডিয়ায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ওবামাকে কালো আদমি হিসাবে চিহ্নিতকরণ। এমনকি সাদা-কালোর বিবাহে এখনো আমেরিকার আদালতের আপত্তি করার সংবাদ মিডিয়ায় প্রচারিত হয়।

অত:পর, যে ঘোষণাপত্র কেবলই পুঁজির বিচ্ছিন্নতা সমেত মানুষে মানুষে বৈরীতা-বিরোধীতার ফলশ্রুতি এবং দাসকে গণ্য করে কেবলই সম্পত্তি মর্মে এবং মানুষকে বিচার করে ইউরোপীয় সাদা তথা প্রভু এবং আফ্রিকান বা রেড ইন্ডিয়ান কালা তথা দাস বলে কেবলই সাদা-কালোর রংয়ে সেই জঘন্য-ঘৃণিত ও বর্বর এবং মানব সত্ত্বা বিরোধী ঘোষণা কেবলমাত্র আংকেল হোচিমিনদের মতো পুঁজির দালাল-গোলাম যুগপৎ প্রভু-খুনি ও জঘন্য ব্যক্তিদের নিকটই “ অমর” হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে।

অতএব, হত্যা-খুন, জোচ্চুরি, বজ্জাতি, জবরদস্তি, লুন্ঠন, দাসত্ব ও মজুরি দাসত্বের মাধ্যমে কর্দমাক্ত-ক্লেদাক্ত পুঁজি সৃষ্টি করে ঐ হিংসুটে বর্বর পুঁজির বিকাশ-সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনের তাড়না ও আবশ্যকতায় উল্লেখিত ঘোষণামুলে প্রতিষ্ঠিত ‘মহান-স্বাধীন’ যুক্তরাষ্ট্রটিই আজকের দুনিয়ায় কেবলই বিপুল অংকের কেন্দ্রীভূত পুঁজির ক্ষমতায় দি ফান্ডের মতো ফিনান্স সিন্ডিকেটের পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণে সমগ্র দুনিয়ার সকল জাতি-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ-ক্ষুন্ন করেছে; নৈমত্তিক অমর্যাদা সহ খবরদারী-নজরদারী ও মাতুব্বরী করছে সকল জাতির উপর তাও আবার দি ফান্ডের শর্তে সকল

ঋণদাস রাষ্ট্রের সংবিধান, আইন-বিধান ইত্যাদি ভংগ-অমান্য ও উপেক্ষা করে - অধ:পতিত ঋণদাস রাষ্ট্রগুলোর কর্তাগণ্যে দুনিয়ার তাবৎ নিলর্জ্জ গোলামদের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর উপর পুঁজির নিরংকুশ আধিপত্য- নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন-অব্যাহত রাখতে দুনিয়ার মোট সামরিক ব্যয়ের প্রায় অর্ধ্বাংশের দায় বহন ও দুনিয়াময় মহা ত্রাস-সন্ত্রাস ও আতংক চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকি আফ্রিকান বংশোদ্ভুত ওবামাও কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ভয়ানকভাবে ঘোষণা দেন দুনিয়াটাকে বদলে ফেলার- সেই "সাম্রাজ্যবাদী - ব্যভিচারী" রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ ভিন্ন জাতি বিনাশকারী, ভিন্ন দেশ দখলকারী, বাইবেলীয় ইশ্বরকে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক আইনের স্রষ্ঠা বানিয়ে ভূয়া জন্মগত সমতাবাদী তামাক চাষী-ব্যবসায়ী, দাস মালিক -খুনি তথা কলোনিয়ালিষ্ট জেফারসন-ওয়াশিংটনদের স্বার্থে প্রণীত ঘোষণাপত্র যদি হয় সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিষ্টদেরও " অমর" বাণী, তা'হলে কমিউনিজমের নামে কেবলমাত্র উক্তরূপ ভন্ডামি-বজ্জাতি, জালিয়াতি-প্রতারণার দায়ে উক্তরূপ ভুয়া 'কমিউনিষ্ট'- কার্যত দাসতন্ত্রের রক্ষক পুঁজিবাদ-সন্ত্রাসবাদের দালাল-গোলাম, হার্মাদ ও রাবিশ সমজতন্ত্রী বা হাড় বজ্জাত খবিশ 'কমিউনিষ্টদের' প্রতিকার-প্রতিশোধের ভারতীয় প্রথা-ঐতিহ্য অনুযায়ী-মুখে রং-কালি মেখে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ঝাড়ু -জুতা পেটা তথা ঝেঁটিয়ে রাজনীতির ময়দান হতে বিদায় করাটা কেবল শ্রমিকশ্রেণীরই নয়, বরং যারাই- সামান্যতম ভাবে দাসত্বের বিরোধী ও মানবিকতার পক্ষভুক্ত তাঁদেরও অতীব জরুরী কর্তব্য।

'কাকু' হোচিমিনদের অমর বাণীর মাকির্নী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সমর্থক-সহযোগী ছিলেন ফ্রান্সের রাজা লুইস- ১৬। অথচ, হোচিমিনের ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণামুলে 'অস্বীকার অযোগ্য সত্য' তথা ফ্রান্স বিপ্লবের মানবধাকার সনদ কিন্তু প্রণীত হয়েছিল -উল্লেখিত কিং লুইসের রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক ও চার্চীয় শোষণ-দু:শাসন, অত্যাচার-নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে -তবে, নাস্তিক ভল্টেয়ারের অবাধ বাণিজ্যের ফতোয়ায় কেবলই পুঁজিরই সামাজিক চাহিদায়। ফরাসী বিপ্লবের অপরিহার্যতা-অনিবার্যতা ও ব্যাপ্তী ইত্যকার বিষয়াদি আমলে নিয়েও কার্ল মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থের ১ম খন্ড,২য় অংশ, অষ্টম ভাগ, "অধ্যায় ২৮।-১৫শ শতাব্দী থেকে দখলচ্যুতদের বিরুদ্ধে অমানুষিক বিধান"-এ লিখেছেন- " বিপ্লবের তুফান শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী, সংগঠনের যে অধিকার শ্রমিক সবেমাত্র অর্জন করেছিল, তা কেড়ে নেওয়ার মতো দু:সাহস দেখিয়েছিল। ১৪ জুন, ১৭৯১ তারিখের একটি নির্দেশনামায়, তারা শ্রমিকদের সকল রকম সম্মিলনকে ' স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের বিরোধী প্রচেষ্টা' বলে ঘোষণা করে এবং সে প্রচেষ্টার দন্ড ধার্য হয় ৫০০ লিভর জরিমানা ও তৎসহ এক বছরের জন্য সক্রিয় নাগরিক অধিকারচ্যুতি। এই আইন রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার সাহায্যে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার সংগ্রামকে পুঁজির পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, এবং বিভিন্ন বিপ্লব ও রাজবংশীয় পরিবর্তনের মধ্যেও তা জীবন্ত রয়ে গেছে। " অর্থাৎ মানবাধিকার সনদের প্রণেতা ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার সর্বপ্রথম সর্বাধিক আঘাত হেনেছিল ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী সভা-সংগঠনের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছিল মার্কসের সাক্ষ্য মতে হোচিমিনের দাবীকৃত কথিত সত্যের সনদ পন্থী ফ্রান্স সরকারের আইনমুলে। তবু তদ্বিষয়ে মার্কস বা

সত্য-মিথ্যার ধার না ধেরে কাকু হোচিমিনের প্রণীত ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রমূলে ফরাসীর শ্রমিকশ্রেণী ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের মতোই সমান আধিকার লাভ করেছিল বটে এবং শ্রমিক-মালিকের অনুরুপ সমানাধিকার পন্থী ও সত্যনিষ্ঠ এবং ফ্রান্সের কলোনী ভিয়েতনামের স্বাধীনতা পন্থী হোচিমিন। অত:পর, মার্কস, না- হো চি মিন, কে কতটা মাত্রায় শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষভুক্ত তাতো প্রমাণিত বটে উল্লেখিত বিবরণীতেই। অথচ, গুরু লেনিন সমেত হো চি মিনরাই সর্বক্ষণই বলে বেড়াত তাঁরা “মার্কসবাদী”।

আরো উল্লেখ্য-ফরাসী ব্যাংকার-করসংগ্রাহক ব্যবসায়ী অথচ রাসায়ণ বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি সম্পাদনকারী বিজ্ঞানী এন্টনি লাভোয়াজিয়ের -প্রিস্টলেদের ফ্লজিস্টন সংক্রান্ত ধারণাকে ধুলিসাৎ করে অক্সিজেন আবিস্কার করেছিলেন ১৭৭৮ সালে। অক্সিজেন আবিস্কারের বিবরণ দিয়ে পুঁজি, ২য় খন্ডের পূর্বাভাষ-এ, ফে. এ্যাংগেলস ৫মে,১৮৮৫ সালে লিখেছেন-“ প্রিস্টলে ও শীলের তুলনায় লাভোয়াজিয়েরের অবস্থান যা ছিল, উদ্বৃত্ত-মুল্যের তত্ত্বের ব্যাপারে পুর্বসুরীদের তুলনায় মার্কসের অবস্থানও তা-ই।” উল্লেখিত বিজ্ঞানী এন্টনি লাভোয়াজিয়ে ১৭৮৩ সালে হাইড্রোজেনও আবিস্কার করেন। তিনিই “ ল’ অব কনজারভেশন অব মাস” অর্থাৎ বস্তু আকৃতি-প্রকারে পরিবর্তিত হলেও বস্তুর ভর সমানই থাকে রূপ তত্ত্বায়ন করেন। তিনি মেট্রিক পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহযোগিতা করা সহ আরো বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু সুইজারল্যান্ডে জন্ম গ্রহণকারী চিকিৎসক ও ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা মারাটের একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বীকৃতি জানাতে অস্বীকার করেছিলেন বিপ্লব পূর্বকালে বলে উল্লেখিত বিপ্লবী নেতা মারাটের অভিযোগের ভিত্তিতে পানি মিশ্রিত তামাক বিক্রি সহ নানান অভিযোগের দায়ে মাত্র ৫০ বছর বয়ষে বিজ্ঞানী এন্টনিকে- ৮মে, ১৭৯৪ সালে গিলোটিনে হত্যা করা হয়েছিল।

এন্টনির প্রাণ রক্ষার আবদনের জবাবে- আজন্ম রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনস্ত বিচারকরা বিচারের নামে যেমন অবিচার বা কুবিচার বা অনাচার করেন কেবলই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষকে খুশি করে নিজের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা হাসিলে উল্লেখিত ক্ষেত্রেও তেমন অনাচার সাধনে জনৈক বিপ্লবপন্থী বিচারক প্রদত্ত রায়ে বলেছিল- “ The Republic needs neither scientists nor chemists; the course of justice can not be delayed.”
সুতরাং, পুঁজির স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নয় অর্থাৎ পুঁজির জন্যই যে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতা অতীব আবশ্যক এবং ভোলতেয়ারও বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বপক্ষেই উকালতি করেছেন তাঁর সব কিছুই ক্ষমতাসীন হওয়ামাত্রই ভুলে গেল প্রতারক-বিশ্বাসঘাতক ও সংকীর্ণ পুঁজিপতিশ্রেণী। তদার্থে - বাদ থাকেননি বিজ্ঞান বিষয়ে পুঁজি ও পুঁজিপতির মতোই স্বার্থান্ধ-ভন্ড,অজ্ঞ-মূর্খ , সুবিধাবাদী ও সংকীর্ণ মানসিকতার উল্লেখিত বিচারক। যদিচ, হত্যাকান্ডের মাত্র দেড় বছরের মাথায় তাঁর প্রাইভেট জিনিষপত্র তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রত্যার্পণকালে সরকারের তরফে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত নোটে বলা হয়- “ To the widow of Lavoisier, who was falsely convicted.” (উইকিপিডিয়া)।

এইতো হো চি মিনদের “ অস্বীকার অযোগ্য সত্যের” ফ্রান্সের “মহান মানবাধিকার সনদ” প্রণেতা বুর্জোয়া বিপ্লবের বিপ্লবী নেতা এবং তদীয় দুস্কর্মের আইনী সহযোগী বিচারপতি মহাশয়ের কেবলই ন্যায়বিচারের নিমিত্তে বিজ্ঞানী বা রাসায়নবিদের সামাজিক অনাবশ্যকতার ফলসিফিকেশন কি ভয়ানকভাবে সংঘটিত করেছিল স্বার্থান্ধ বুর্জোয়াশ্রেণী। তবু, রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট- যাদের বিষয়ে ঐ পূর্বাভাষেই ফে. এ্যাংগেলস লিখেছিলেন- “ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের উষ্ণ গ্রীষ্মকালীন বর্ষাধারায় যারা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছিল তাঁরা বোধহয় এ সব কিছুই ভুলে গেছেন।”

অত:পর, রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট হো চি মিন যে, বুর্জোয়া ভন্ডদের স্বার্থবোধের ঘোষণা- সমান আধিকার বা মুক্ত মানুষের মানবাধিকার ইত্যাদিকে “ অমর’ বা ‘ অস্বীকার অযোগ্য সত্য’ হিসাবে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বিবৃত করলেন- তা কি কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি ও বিজ্ঞানকে ভুলে যাওয়া নাকি , কেবলই অজ্ঞতা-মুর্খতা না কি,শ্রমিকশ্রেণীর সহিত চরম বেঈমানি- বিশ্বাসঘাতকতা ?

ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণা কতটা পরিমান সত্য, তা ফরাসীর কৃষক-শ্রমিক বহু বছর যেমন জেনেছে তেমন স্বৈরাচারী বোনাপার্টিয় হত্যা-খুন সমেত সাধারণ মানুষসহ কৃষক নির্যাতন-নিপীড়ন এবং ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের কার্যনির্বাহী -সমর্থক ও প্যারিসবাসীকে হত্যা করার নির্মম-বর্বর বিবরণ ইত্যাদি সম্পর্কে মার্কস যেমন বিভিন্ন গ্রন্থে সুবিস্তৃতভাবে লিপিবন্ধ করেছেন তেমন সি.আই.এ ’র ফ্যাক্ট অনুযায়ী ২০০৪ সালে ফ্রান্সের সমতার মাত্রা অর্থাৎ আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য -সর্বোচ্চ ১০%: ২৪.৮% এবং সর্বনিম্ন ১০% : ৩% ।

তাছাড়া- বর্তমান দুনিয়ার মহা প্রভু দি ফান্ডের ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের অন্যতম সদস্য হিসাবে ভোটের হার -৪.৮৬%। যুক্তরাষ্ট্রের সমতার অনুরুপ বিষয়াদি ইতিপুর্বে আলোচিত হয়েছে। অত:পর, কাজের লোক বটে হো চি মিন, বোকা বটে মার্কস- এ্যাংগেল বলেই মার্কসরা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সনদ অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করেননি হো চি মিনের ভাষায় “অমর” ও “আনডিনাইবেল ট্রুথ” তথা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণাপত্রকে বলেই ১৮৪৭ সালে তাঁরা রচনা করেছিলেন কমিউনিষ্ট ইস্তাহার।

তবু, হো চি মিন বা তদানুগামীরা যুক্তরাষ্ট্র পন্থী হিসাবে গণ্য না হয়ে অর্থাৎ ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রমুলে বাইবেলীয় ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের আইন তথা প্রাকৃতিক আইনের বিধানিক দাস-প্রভু সম্পর্ক ও শ্রেণী বৈষম্যের অনুমোদক ও সমর্থক এবং তদনিমিত্তে- কার্যত ও বস্তুত স্বাধীন না হলেও কেবলই হোচিমিনের ঘোষণামুলে ‘স্বাধীন’ ভিয়েতনাম রাষ্ট্রটিকে ব্যবহারের অংগীকারকারী হয়ে কার্যতই প্যারী কমিউন ও কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে বেমালুম অস্বীকার করে অর্থাৎ মাটি চাপা দেওয়ার পরও হোচিমিনরাই দুনিয়াখ্যাত সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিষ্ট ?

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন মার্কস-এ্যাংগেলসদের, রাষ্ট্রিক পদ-পদবী ভোগ-ব্যবহার করেননি এ্যাংগেলস এবং রাষ্ট্রহীনভাবেই ১৮৮৩ সালে মারা গেলেন মার্কস। কিন্ত, নীরিহ কিচেন বয় মি: হো চি মিন একাই ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ও প্রাইম মিনিষ্টার ছিলেন ২রা সেপ্টেম্বর-১৯৪৫ সাল হতে ২০ সেপ্টেম্বর-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত; এবং প্রধানমন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করলেও বিরতিহীনভাবে রাষ্ট্রপতি ছিলেন স্বীয় মৃত্যু তারিখ- ২ সেপ্টেম্বর,১৯৬৯ সাল পর্যন্ত; এবং দলের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতা ও দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারিক তথা প্রোপাইটার এন্ড ওনার ছিলেন আমৃত্যু ।

অনুরূপ ,ডি.পি.আর.কে'র প্রধানমন্ত্রী পদে ৯ সেপেটম্বর-১৯৪৮ হতে ২৮ সেপ্টেম্বর-১৯৭২ এবং রাষ্ট্রপতি পদে - ২৮ ডিসেম্বর-১৯৭২ হতে ৮ জুলাই-১৯৯৪ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন ইটার্নাল কিম ইল সুং। মৃত্যুদিন পর্যন্ত দলীয় পদ-পদবী দখলীকরণের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা নাই লেনিনবাদী দুই মোড়লের মধ্যে।

অত:পর, রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট ও নিউ কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক চরিত্র-প্রকৃতি ও কীর্তিকলাপ এবং ঐতিহাসিক অবস্থা ও অবস্থান অনুধাবনে রাজনীতির ইতিহাসের প্রতি কিঞ্চিত দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে-

(ক) ইজিপ্টশিয়ান মাইথলোজী অর্থাৎ খ্রীষ্ট পুর্ব ২৪০০ হতে ২৩০০ সালের মধ্যে বিবৃত পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচীন ধর্মের নীতি সংগ্রহ " দি পিরামিড টেকস্টস" অর্থাৎ "কফিন টেকস্টস " বা "মৃতের গ্রন্থ" এর বর্ণনা মতে- প্রথমে ছিল "নান" অর্থাৎ কালো পানি । পরবর্তীতে, নানের মধ্যে সৃষ্ট "বেন-বেন" অর্থাৎ পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গড "অটম " পৃথিবীর ঈশ্বর " গেভ" এবং আকাশের গডেস " নাটকে" সৃষ্টি করেছিল। নাট ও গেভের ৪ সন্তানের মধ্যে হতে "ওসরিসকে" পৃথিবীর শাসক বা কিং বানিয়ে "ঈশিসকে " তার রানী করেছিল। কিন্তু, নাট-গেভসের ঈর্ষান্বিত অপর পুত্র গড " সেট" ওসরিসকে হত্যা করে পৃথিবীর শাসক হয়েছিল। ঈশিস-ওসরিসের পুত্র গড " হরোস" যুদ্ধে গড সেটকে পরাজিত করে এবং পৃথিবীর শাসনভার লাভ করে। তবে, গড সেট লোয়ার মিশর এবং গড হরোস আপার মিশরের শাসক ছিল। অবতাররূপে আবির্ভূত হওয়া গড হরোসের ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে তদীয় বংশ জাত শাসক " নারমেস" বা " মেনেস" খ্রষ্টপুর্ব -৩১৫০ হতে ৩১২৫ সালের মধ্যে লোয়ার ও আপারকে ঐক্যবদ্ধ করে ইতিহাসের প্রথম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা কিংডম হিসাবে "মিশর" প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে - " Lord of 2 Land" এবং যুগপত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রধান কর্তৃত্ব হিসাবে "গ্রেট হাউস" অর্থাৎ "ফারাও" ডাইনেষ্টির প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পিরামিড টেকস্টের বহু বিশাল বিবৃতির মধ্যে একটি অন্যতম বর্ণনায় বলা হয়েছে-মৃত্যুর পর কবর হতে কিং অবশ্যই জেগে উঠবে। খাবার খাবে। দ্বার রক্ষী তাকে পিতা গেভের নিকট নিয়ে যাবে। গড গেভ আনন্দিত হয়ে কিংকে স্বাগত জানাবে এবং বলবে তুমি কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। অত:পর, ফারাও চিরদিন স্বর্গে বসবাস করবে। এসকল বিবরণ লিখিতবাবে বিবৃত হওয়ার পুর্বেই রানী সহ স্বর্গীয় সুখ ভোগ ও অমরত্বের মোহে

চুতর্থ ডাইনেষ্টির ২য় ফারাও "খুফু" নিজের জীবতাবস্থায় খ্রীষ্ট পুর্ব -২৫৬০ সালে স্বীয় কবর হিসাবে পৃথিবীর ৭ম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য " গ্রেট পিরামিড অব গিজা" নির্মাণ করেছিল। উল্লেখ্য, বর্তমান তুরস্কের "কারিয়ার" খ্রীষ্টপূর্ব -৩৭৭ হতে ৩৫৩ সালের কিং "মাউসোলেস" তার সাম্রাজ্য জেরুজালেম পর্যন্ত বিস্তৃত করে জেসাসদের প্রার্থণা মন্দির ধ্বংস করেছিল এবং ৭ম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য অর্থাৎ তার সমাধি হিসাবে "মাউসোলিয়াম অব মাউসোলেস" নির্মাণ করেছিল। স্বীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুরক্ষায় ভারতীয় দেব-দেবতার মন্দির ভাংচুর করেছিল মোগল সম্রাট আওরেংগুজেব। ক্রাউন পিন্স দারা এবং প্রিন্স সুজা ও মুরাদ এই ভ্রাতৃত্রয়কে হত্যা, বড়বোন প্রিন্সেস জাহানারা ও স্বীয় পিতাকে বন্দী করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছিল মোগল সম্রাট শাজাহানের ৩য় পুত্র উল্লেখিত সম্রাট আরংগুজেবই। সম্রাটের কর্তৃত্ব রক্ষায় অযোগ্য ও অক্ষম হলেও উক্ত মোগল সম্রাট শাজাহানও জীবৎকালেই স্বীয় টম্ব হিসাবে ৭ম আশ্চর্যের আরেক আশ্চর্য "তাজমহল" নির্মাণ করেছিল।

(খ) হিন্দু মাইথলোজি এবং মহাভারতের আদি পর্বের বর্ণনা মতে- "কুশা" অর্থাৎ পৃথিবীর দায়িত্ব প্রদানের নিমিত্তে সৃষ্ট ঈশ্বর প্রজাপতির মস্তিষ্ক জাত সন্তান রাজা কুশের দৌহিত্র- রাজা ও যুদ্ধা এবং তিন প্রধান ঈশ্বরের অন্যতম ঈশ্বর বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করে স্বীয় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সুনিশ্চিতকরণে স্বর্গ ও যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র তদীয় কোর্ট সার্ভেন্ট অর্থাৎ অপ্সরা মেনকাকে ছলা-কলা ও মায়াবী ব্যবহার দ্বারা বিশ্বামিত্রকে বশীকরণ-কাবু ও পরাভূত করার নির্দেশ করায় প্রভু ইন্দ্রের স্বার্থ হাসিলে সুন্দরী মেনকা বিশ্বামিত্রের ধ্যানভংগ করিয়ে তার সহিত শারিরীক মিলনে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু, ইন্দ্রের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত বুঝতে পেরে দেবতা বিশ্বামিত্র স্বীয় সম্ভোগের দায় গ্রহণ না করে বরং স্বয়ং সৎ ও সচ্চরিত্র সেজে ভ্রষ্টাচারিতার অভিযোগে পাপিষ্টা তবে গর্ভবতী মেনকাকে বিতাড়ন করেছিল। কলংকিত মেনকা বর্তমান মহারাষ্ট্রের কল্যাণীতে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে শিশু সন্তানটিকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ায় পরিত্যক্ত শিশুটি শকুন বা পাখি কর্তৃক পরিবৃত ও রক্ষিত হয়েছিল বলেই শকুন্তলা নামের ঐ কন্যাই কবি কালিদাশের নায়িকা "দেবী শকুন্তলা"।

দেবাশ্রমবাসী শকুন্তলার সহিত গান্ধাহার (আফগানিস্থান), সিন্ধু ও বংগ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের ক্রাউন প্রিন্স দস্যুয়ন্তর "গান্ধর্ব্য" রীতি অর্থাৎ কেবলমাত্র বর-কনের স্বেচ্ছাসম্মতিতে এবং আনুষ্ঠানিকতাহীন ও বিনা সাক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ জাত সন্তান প্রিন্স ভারত স্বীয় পিতা রাজা দস্যুয়ন্তের রাজ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে কিং ভারত, বিখ্যাত "১০ রাজার যুদ্ধে" অপরাপর ট্রাইবের সকল রাজাকে পরাজিত করে -উজবেকিস্তান, আফগাস্তিান, তাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, টুরকেমেনিশ ও পারসিয়ান পর্যন্ত রাজ্য সমূহ দখল করে সমগ্র "পৃথিবী" অর্থে সমগ্র ভারতে নিজ দখলী স্বত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল।অত:পর, ধরিত্রীর পরিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা বশত শুধুমাত্র বর্ণিত ভূমি খন্ডকে পৃথিবী হিসাবে স্থির ও নির্ধারণপুর্বক কথিত পৃথিবীর কিং কার্যত পৃথিবীর অংশ বিশেষের কিং "ভারতের" ভূমি হিসাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০০ সালে "ভারতবর্ষ" নামকরণ করা হয়েছিল।

বর্তমান ভারতের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের নাম হিসাবে কিং "ভারত" সংরক্ষিত আছে। কিং ভারতের পুর্ব-প্রজন্মভুক্ত সহ অসংখ্য দেব -দেবীর নামে কার্যত যারা ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা কিংডমের কিং প্রমুখদেরকে তাদের জন্ম-মৃত্যুদিবস সহ নানান ঘটনাবলীতে ঢোল-বাধ্যযোগে শোক ও উৎসবের মাধ্যমে উদযাপন-পালন করা হয়। দাস ও ভৃত্যগণ ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মংগলাকাংখায় দেব-দেবতাদের মুর্তি বানিয়ে পুঁজা-অর্চণা করার পৌত্তলিকতার প্রচলন করেছিল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পুরণে অর্থাৎ দাসগণকে দাসত্বের মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ রেখে সর্বসময়ে বিনা প্রশ্নে ও বিনা ওজড়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বা কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব মান্যকরণে। প্রাচীনকালের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রায় সকলেই জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবস বা অন্যান্য ঘটনাবলীর স্মরণে অনুরূপ পুঁজা-পার্বন বা আচার-অনুষ্ঠান করার বিধান-প্রথা চালু করেছিল।

(গ) গ্রীক অনুবাদে " গেইটওয়ে অব গড (এস) " অর্থাৎ ব্যাবিলন, "সামেরিয়ান টেকস্টস" মতে " ল্যান্ড অব দি অমুরিটিজ" বা অমরুটি জনগণের গড তথা ফাদার অব অল গডস বা কিং অব অল গডস ইল বা ইলির পুত্র "মারঢুক" বা অক্কাডিয়ান মাইথলোজিতে গড "অমার-টু" বা "মার-টুর" ভূমি অর্থে " দি মার-টু ল্যান্ড" এবং ব্যাবিলিয়ান মাইথলোজিতে " দি হলি সিটি" বর্তমান ইরাকের ট্রাইগ্রীস নদী হতে ইউপ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত কিংডম; উল্লেখিত মাইথলোজি মতে খ্রীষ্টপুর্ব-২৪০০ হতে ২৩০০ সালের মধ্যে সার্জন অক্কাডিয়ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জল,শষ্য, যাদু এবং ন্যায়বিচারের ঈশ্বর মারঢুক ছিল ব্যাবিলনের প্যাট্রণ । সামেরিয়ান টেকস্টস মতে-গড মারটু ছিল মেশপালক, তবে আকাশ দেবতা অনুর পুত্র । তবে, সার্জন অক্কাডিয়ানের উত্তরাধিকার হিসাবে অনু খ্রীষ্ট পুর্ব-২৩৩৪ সালে মেসোপোটেমিয়ার শাসক ছিল। মাইথলোজির বিবরণ মতে- চীপ গড ইল একদিন সমুদ্রতীরে এসে ২ জন মহিলাকে দ্রুত উঠা-নামা করা অবস্থায় দেখলে তার মধ্যে কামলিপ্সা জাগ্রত হওয়ায় সে ঐ দুই মহিলাকে সাথে নিয়ে গিয়ে তাদের নিকট জানতে চায়-তারা, তাকে পিতা, না স্বামি, কিভাবে দেখতে চায়। পিতৃহীন কিনা তা লিখা নাই মইথলোজিতে তবে সন্দেহাতীতভাবে দু'জনেই অসহায় ও অরক্ষনীয়া হেতু রক্ষক ও সহায়ক হিসাবে গড ইলকে পেতে বা কর্তৃত্ব পরায়ন ব্যক্তিটির আচার-আচরণেই শিশ্নধারী ইলের জোর-জবরদস্তির বর্বর মনোভাব বুঝতে পেরেই গড ইলের মতো "বলবান-ক্ষমতাবান" পুরুষকে প্রত্যাখানের ভোগান্তি ও যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি লাভে- "দুর্বল" নারী দুজনই গড ইলকে স্বামি হিসাবে নমস্কার করে। অত:পর, তাদের গর্ভে ৭০ জন পুত্র বা দেবতা জন্ম লাভ করেছিল এবং ঐ দেবতাগণই কেউ সুর্য, কেউ সাগর, কেউ আকাশ, কেউ ঝড় ইত্যাদির দেবতা হিসাবে চীপ গড ইল কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। এতে অন্তত একটি বিষয় পরিস্কার যে, প্রকৃতিতো বটেই এমনকি, সাগর সমেত ধরিত্রী ও চন্দ্র - সুর্য বিষয়েও গড ইল ছিলেন পরিপুর্ণভাবে অজ্ঞ।

তবু, গড ইলের মতো বর্বর-কামোন্মাদ, অজ্ঞ-মুর্খ তবে, রাজকীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা রাজনীতিকরাই কল্পকথার লর্ড বটে। কাজেই, জগত সম্পর্কে ভয়ানক রকমের অজ্ঞ

হলেও লুণ্ঠন,জবর-দখল ও পরজীবীতার বিষয়ে ভয়ংকর চালাক-চতুর ব্যক্তিরাই তাঁদের পরজীবীতার স্বার্থে যে সকল রাজনৈতিক মততন্ত্র বানিয়েছিল সেসকল মততন্ত্রই বস্তুত পক্ষে ধর্ম বা মাইথলোজি বলেই ঐসকল রাজনৈতিক মতামত বা ধর্ম বা মাইথলোজি মতে-দেবতাদের দাসত্ব করার জন্য ঈশ্বর মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছিল । গডের অংশীদার ও উত্তরাধিকার হিসাবে রাজা-সম্রাটগণ মনুষ্য প্রজাতিভুক্ত নয় বলে রাজাগণ যেমন প্রজা-দাস তথা স্বশ্রমজীবী মানুষতো নয়ই এমনকি মনুষ্য প্রজাতিভুক্তও নয় তেমন তাঁরা ক্ষমতা-এখতিয়ারেও নিছক মানুষের মতো নয় বরং ডিভাইন রাইটহোল্ডার হিসাবে বিশেষ প্রতিভাবান ও ক্ষমতাবান বা বলবান বলেই গডের পক্ষে রাজা-সম্রাটগণ নিজ নিজ প্রজা-দাসগণকে গডের হুকুম-নির্দেশ মান্যে বা গডের নির্দেশনা বিরোধী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকতে বাধ্য করার এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ।

এমনই কর্তৃত্ব বলে যথারীতি দাসদের শায়েস্তাকরণ তথা আশ্রয়দানকারী সহ যুদ্ধে পলাতক বা পলাতক দাসকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিধান সমেত চুরি-অপরহরণ সহ তুচ্ছ ঘটনাদিতেও মৃত্যুদন্ড সমেত বহুবিধ দন্ডের নিয়ম-রীতি বা পারিবারিক আইন ও ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আইন হিসাবে পূর্বেকার মৌখিক আইন ইত্যাদিকে সংগ্রথিত করে ইতিহাসে প্রথম লিখিত আইন বা সংবিধান, ১২ টি টেবিলে খোদাইকৃত ২৮২ টি ধারা সম্বলিত “কোড অব হাম্মুরাবী” খ্রীষ্ট পূর্ব -১৭৬০ সালে জারী করেছিল ব্যাবিলনের ৬ষ্ঠ রাজা এবং ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট হাম্মুরাবী। উল্লেখ্য- পিতা ৫ম কিং সিন নুবাল্লিক এর উত্তরাধিকার হিসাবে খ্রীষ্ট পূর্ব -১৭৯৫ সালে ব্যাবিলনের সিংহাসন লাভ করে সিংহাসনের ব্যাপ্তি প্রসারে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে একের পর এক যুদ্ধ -হামলা ও আক্রমন করে বরশিপ্পা,কিশ, শিপ্পা ইত্যাদি প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ দখল করে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে আমৃত্যু অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব-১৭৫০ সাল পর্যন্ত ব্যাবিলন সিটি ডাইনেষ্টির সম্রাট ছিলেন হাম্মুরাবী । সম্রাট হাম্মুরাবী নিজেই দাবী করতেন যে, তিনি-“ কিং অব দ্যা ল্যান্ড অব দ্যা অমরুটিজ”। তার প্রণীত সংবিধানের মুখবন্ধে লিখিত আছে- তা মোটামোটি এই- গড অনু এবং বেল পদোন্নতি প্রাপ্ত প্রিন্স হাম্মুরাবীকে নাম ধরে ডেকে নিয়ে বলেছিল-হাম্মুরাবী তুমি ঈশ্বরকে মান্যকারী এবং প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক বা ভীতু । কাজেই, শান্তির নিমিত্তে ভূমির জন্য ঈশ্বরের সঠিক নিয়ম-নীতি তুমি বহন করে নিয়ে যায়। ঐশ্বরিক বিধিমালা বলেই ঐ বিধিমালার কোন মৌলিক বিধি-বিধান অন্য কেউ এমনকি কোন রাজাও পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারবে না। উল্লেখ্য, স্বয়ং গড মারদুকের নিকট হতে সম্রাট হাম্মুরাবী “কোড অব হাম্মুরাবী” গ্রহণ করছে রূপ প্রতিচ্ছবি খোদ আমেরিকার সুপ্রিমকোর্টের দেওয়ালে এখনো শোভা পাচ্ছে।

(ঘ) গ্রীক মাইথলোজি মতে- পৃথিবী হতে স্বয়ং সৃষ্ট কিং “সেক্রোপস” খ্রীষ্ট্র পূর্ব ১৫৫৬ সালে এথেন্সের শাসক ছিল। আরেক ভূমিপুত্র তবে,পূর্ব গ্রীসের থেরমোপাইলিয়ার কিং ডিইকেলিয়নের সন্তান কিং এমপিকটায়োন কিং সেক্রোপসের নাতনিকে বিবাহ করে তদীয় শ্বশুর কিং ক্রানাসকে বিতাড়িত করে এথেন্স দখল করেছিল এবং স্বীয় কর্তৃত্বে ও নিজ নামে “এমপিকটায়োনিক লীগ” প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু, এরূপ “লীগ” মেনে নেয়নি কিং সেক্রোপসকে অস্ত্র ও জলপাই বৃক্ষ উপহার দাতা-এথেনা, যিনি মাউন্ট

অলিম্পিকের শাসক ও গ্রীক মাইথলোজির প্রধান ঈশ্বর জিউসের কন্যা । চীপ গড জিউস তদীয় বোন ও স্ত্রী অর্থাৎ কুইন অব মাউন্ট অলিম্পিক গডেস হেরাকে লুকিয়ে মিটুর সাথে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু,হেরার আপত্তিতে মিটুর সন্তান জন্মানোর বিরুধ্বে চীপ গড তথা এথেনার পিতা অবস্থান গ্রহণ করা সত্ত্বেও মিটু গর্ভস্থ সন্তানকে জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে । মিটুর আকাংখা ও সাধনার সফলতায় মাথাব্যাথায় আক্রান্ত জিউসের কপাল দ্বিমাথাযুক্ত কুড়াল দ্বারা কেটে যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত এথেনাকে বের করতে হয়েছিল। জিউস-মিটুর কন্যা ওয়ার গডেস কুমারী এথেনা-অস্ত্র তৈরীর জন্য কর্মকার দেবতা হেফাসথাসের নিকট গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে উক্ত খোড়া কর্মকার তথা গড হেফাসথাস বলপূর্বক এথেনার কুমারিত্ব হরণ করতে চেষ্টা করেছিল। কুমারিত্ব রক্ষায় জোরজুরির ঘটনা হতে সৃষ্ট তবে, ভূমি হতে জন্মলাভকারী এবং গডেস এথেনার পালিত পুত্র ইরিকথোনিউস গডেস এথেনার স্বক্রিয় সমর্থনে কিং এর্মপিকটায়োনকে পরাজিত করে “ কিংডম অব এথেন্স ” প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তীতেও এথেনা স্বীয় পোষ্যপুত্র তথা ইরিকথোনিউসকে রক্ষা করেছিল।গড বিশ্বকর্মার লাম্পট্যের দায় বহন তথা সম্রাট ইরিকথোনিউসকে ঈশ্বর সন্তান তুল্যে লালন-পালন এবং সমর্থনের ঈনাম স্বরূপ কুমারী যুদ্ধদেবতা এথেনার নামে এথেন্সের নামকরণ করা হয়েছিল।

(ঙ) “ট্রয় যুদ্ধ” হতে পলাতকদের পুর্বসুরী নিমিটর ও আমুলিকাস ভাতৃদ্বয় তাদের পিতা কিং এলবা লোংগার সিংহাসন গ্রহণ করেছিল। কিন্তু, নিমিটরকে বিতাড়ন করে এলবা লোংগা রাজ্যের সিংহাসন এককভাবে দখল এবং ভাতুস্পুত্রকে হত্যা ও ভাতুস্পুত্রী রহেয়ার কুমারিত্ব অক্ষুন্নে তাঁকে সন্যাসী হতে বাধ্য করেছিল নিমিটরের ছোট ভাই আমুলিকাস। কিন্তু, রোমান মাইথলোজি বা “পাগান” ধর্মের চীপ গড, আইন ও সামাজিক শৃংখলার দেবতা তবে, লেটিন ভাষার শাব্দিকার্থে “পিতা” জুপিটার এবং তদীয় বোন ও স্ত্রী জুনুর পুত্র গড অব ওয়ার মারস একদা জোর-জবরদস্তিতে জংগলে নির্বাসিত রহেয়ার কৌমার্য হরণ করেছিল। ফলশ্রুতিতে-সন্যাসী রহেয়া যমজ সন্তান-রোমেলাস ও রেমনসকে জন্ম দিয়েছিল। ভারতীয় “মনু” যেমন অসবর্ণের সন্তান উৎপাদনকারী সমেত সন্তানদের মুলোৎপাটন ও নির্মুলকরণে বিধান দিয়েছিল তেমনই, স্বীয় সম্পত্তি বা রাজত্বের অন্যকোন উত্তরাধিকার /দাবীদার সৃষ্টি হওয়া থেকে নিজকে সহ নিজবংশজাত উত্তরাধিকারকে সুরক্ষিত করতে ও বিপদমুক্ত রাখতে এবং স্বীয় কিংশীপ নিরংকুশ করার জন্য কিং আমুলিয়াস,রাজাজ্ঞা ভংগে-অমান্যে গর্ভধারণ ও গর্ভস্থ সন্তান জন্মদানের দায়ে রাজদ্রোহী ও দোষী গণ্যে ও সাব্যস্তে সন্যাসী সিলভিয়া অর্থাৎ রহেয়াকে জীবন্ত কবর দেওয়া ও রহেয়া সিলভিয়ার যমজসন্তান দুটিকে হত্যার করার নির্দেশ কার্যকরীকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজভৃত্য দয়াপরবশ হয়ে হত্যা না করে তাদেরকে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

রূপে মুগ্ধ নদীদেবতা টাইবারিনেস সিলভিয়াকে বিবাহ করে এবং সন্তান দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে পালটিনি হিলে রেখে দেয়। লেটিন/রোমান ট্রাইবের জনৈক রাখাল ফেয়াসটুলাস ও তাঁর স্ত্রী,যুগপত বেশ্যা বলে লুপা ও উর্বরতার দেবী বলে অক্কা লারেনটিয়া রোমেলাস ও রেমনসকে লালন-পালন করেছিল। রোমেলাস ও রেমনস যৌথভাবে কিং

আমুলিকাসকে হত্যা করে কিংডম অব এলবা লোংগা পুনর্দখল করে খ্রীষ্ট পুর্ব ৭৭১ সালে এবং পালটিনি হিল সহ ৭টি হিল নিয়ে রোমান কিংডমপ্রতিষ্ঠা করেছিল । তবে, দুই ভাইয়ের বিবাদে, রোমেলাসের নির্ধারিত স্থান পালটিনি হিলে কিংডমের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । রোমেলাস স্বীয় নামে রোম নগরীর নামকরণ করেছিল এবং কিং হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে- অপরাধী,নির্বাসিত ও পলাতক দাসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান এবং নাগরিকগণের স্ত্রী প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে পার্শ্ববর্তী সাবিয়ান ট্রাইবকে একটি উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়ে সাবিয়ান মহিলাদেরকে অপহরণ তথা বলপূর্বক সম্ভোগ করেছিল বলে যুদ্ধ করে সাবিয়ানদেরকে রোম কিংডমের অধীনস্ত করেছিল।

স্বীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পরামর্শক হিসাবে সেনেটর তথা পিতা অর্থে প্যাট্রিশিয়ান বা বৃদ্ধ-সম্পদশালী ও স্ত্রী আছে এ রূপ নভেলম্যানকে প্রথমে, ১০০ ও পরবর্তীতে ৩০০ সেনেটর মনোনীত করেছিল কিং রোমেলাস । যমজভাই রেমনসকে হত্যা করে নিজেও রহস্যজনকভাবে নিহত হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রীষ্ট পুর্ব ৭১৭ সাল পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিল কিং রোমেলাস। মরণোত্তর গড অব ওয়ার কুইরিনাস হিসাবে রোমান জনগণ কর্তৃক পূঁজিত হয়ে আসা গড জুপিটারের ধর্ষক পুত্রের পুত্র তথা জুপিটারের দৌহিত্র উল্লেখিত রোমেলাসের কৃর্তি-কুকৃর্তি ইত্যাদির স্মারক বটে রোম। জুপিটারের স্ত্রী জুনু রোমের ফিনান্স দেখ-ভাল করত বলে জুনুর নামে জুন মাসকে বাজেট বর্ষের প্রথম মাস এবং যুদ্ধ করার জন্য গরমকাল উপযুক্ত বলে স্বীয় পিতা ওয়ার লর্ড মারসের নামে মাচ মাস স্থির করে ১০ মাসের বর্ষ গণনার বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডার চালু করেছিল কিং রোমেলাস। তবে, রোমান কিংডমের ২য় কিং রাজ্য রক্ষার ঈশ্বর তথা গড অব গেইটস বা ডোর-জানুর নামে বর্ষ শুরুর মাস হিসাবে "জানুয়ারী" মাসের নামকরণ করে ফেব্রুয়ারী মাস যোগ করে ১২ মাসের বর্ষ স্থিরকরণ করে তদানুরূপ বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডার চালু করেছিল। ফেব্রুয়ারী মাসকে সংশোধন করে "লিপ ইয়ার" চালু করে নিজ নামে জুলাই মাসের নামকরণ করে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার চালু করেছিল রোমান রিপাবলিকের প্রায় শেষ আমলের ডিক্টেটর জুলিয়াস সিজার ।

(চ) অতিতে জাপানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল এবং এখন ঈশ্বর বিশ্বাসী জাপানীদের ধর্ম - "শিন্টু" অর্থাৎ "ঈশ্বরের পথে"র বিশ্বাস মতে-প্রাণ ও বিশ্ব স্রষ্টা ইজানাগির- বোন ও স্ত্রী ইজানামি জাপান দ্বীপপুঞ্জ প্রসব ও সূর্যদেবতা "আমাটারাসু" সহ আরো অন্যান্য দেব-দেবতার জন্ম দিয়েছিল। আমাটারাসের কন্যা সাগর দেবীর পুত্র অর্থাৎ আমাটারাসের নাতি মিকুটু তদীয় ছোট মাসি টামেওরির নিকট প্রতিপালিত হয়। পরবর্তীতে মিকুটু স্বীয় মাসি ও পোষ্যমাতা টামেওরিকে বিবাহ করে। তাদের ৪টি সন্তান জন্মলাভ করেছিল,এখনকার মাইয়াজাকিতে। তন্মধ্যে-সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শানো নো মিকুটু জিম্মু স্বীয় বড়ভাইদের সাথে জাপানের পুর্বাঞ্চলে অভিবাসী হয়েছিল। কিন্তু, বর্তমানের ওসাকাতে স্থানীয়দের সহিত যুদ্ধে জিম্মুর বড়ভাই আটিসু নিহত হলে জিম্মু অভিবাসী গ্রুপের দায়িত্ব গ্রহণ করে যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন করে পরবর্তীতে নাগাসুনেহিকোর যুদ্ধে বিজয় লাভ করে-খ্রীষ্টপুর্ব -৬৬০ সালে জাপান এম্পেরার স্থাপন করেছিল। খোদ ইজানাগির

উত্তরসূরী হিসাবে "কামী" অর্থাৎ ঈশ্বর এবং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সম্রাট, এই উভয় দায়িত্ব যুগপত আমৃত্যু অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব-৫৮৫ সাল পর্যন্ত পালন করেছিল জিম্মু। শিন্টুগণ কর্তৃক ওয়ারিয়র কামী বা যুদ্ধদেবতা হিসাবে পুঁজিত, সম্রাট জিম্মুর জন্মদিনকে জাপানে বছরের প্রথম দিন গণ্যে নব বর্ষ উৎসব উদযাপন করা হয়। জাপানের বর্তমান সম্রাট আকাহিতো সম্রাট জিম্মুর ১২৯তম বৈধ উত্তরাধিকার ।

(ছ) ৩ বিলিয়ন একর ভূমিতে জারের রাশিয়াকে সম্প্রসারিত করে ১৬৮২ সালে রুশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী তবে, মাত্র ১০ বছর বয়সে ডুমা কর্তৃক সমর্থিত হয়ে জার পিটার্স-১,রুশিয়ার জারের দায়িত্ব নিয়েছিল। পারিবারিক বিরোধ বিশেষত সৎভাই-বোনদের সহিত দীর্ঘদিন যাবৎ দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে ক্রমাগত বিজয় অর্জন এবং সৎবোন সোপিয়ার একক কর্তৃত্ব এবং নানান ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত প্রতিহতকরণ করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন এবং সোপিয়াকে দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহবন্দী রেখেছিল সম্রাট পিটার-১।

১৭০০-১৭২১ পর্যন্ত সুইডেন-রাশিয়ার মধ্যে সংঘটিত গ্রেট নর্থারেণ ওয়ারে বিজয়লাভকারী জার পিটার-১, মে-১,১৭০৩ সালে সুইডেনের বাল্টিক প্রদেশের ইনগ্রেরিয়া দখল করেছিল। সম্রাট পিটার-১, স্বীয় দখলী স্বত্ব বলবত ও নিশ্চিতকরণে ২৭মে,১৭০৩ সালে ইনগ্রেরিয়ায় নিজ নামে সেন্ট পিটার্সবার্গ সিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঈশ্বরের অংশীদার ও উত্তরাধিকার হিসাবে সম্রাট জারের অনুমোদন ব্যতিত কোন আইন গৃহীত হওয়ার বিধান ছিল না, রাশিয়ার ১৯০৬ সালের সংবিধানেও এবং জাতীয় সংগীত হিসাবে "ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন" আসলে প্রার্থনা সংগীত হিসাবে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় গীত হত।

অত:পর, উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা নিশ্চিত হয়েছে যে, এঁদের প্রত্যেক রাজা-সম্রাটের নিকট তাদের দখলীভুক্ত ভূমি বা তার চতুর্পাশ্বস্থিত ভূমি-পানি ইত্যাদি মিলেই ছিল প্রত্যেকের গড/ঈশ্বরের পৃথিবী। ঈজিপ্টিশিয়ান ফারাও কিংডমের অর্থাৎ ৫২০০ বছর পূর্বে -পৃথিবীতে কোন কিংডম, রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল বলে এখনো জানা যায়নি। যদিচ, মানবজাতির বয়স দুই লাখ বছর এবং পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে সাড়ে তিনশত কোটি বছর পূর্বে। আর ধরিত্রী বা পৃথিবী তাও গঠিত হয়েছে ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর পূর্বে; এবং পৃথিবীর প্রায় সকল শক্তির উৎস-সূর্য, যেটির মোট রাসায়নিক পরিমানের মধ্যে হাউড্রোজেন-৭৪.৯%, হিলিয়াম-২৩.৮%, অক্সিজেন-১%, কার্বন-০.৩%, নিওন-০.২% এবং আয়রণ-০.২% সেটি উৎপন্ন হয়েছে ৪.৫৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে, থাকবে আরো ৫.৩৩ বিলিয়ন বছর, ইতো:মধ্যে সূর্যের তাপ কমেছে ২৫% ; এবং যে গ্যালাক্সিতে সূর্যের বাস তাতে অনূন্য ৪০০ বিলিয়ন তারা আছে, অন্যান্য গ্যালাক্সিতে অনূন্য ১০ মিলিয়ন হতে ১ ট্রিলিয়ন তারা আছে এবং সাধারণভাবে তারা ১ বিলিয়ন হতে ১০ বিলিয়ন বছর টিকে; এবং অনূন্য ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে দৃশ্যমান ইউনিভার্সে যা, জন্ম নিয়েছে ১৩.৭৩ বিলিয়ন বছর আগে এবং দৃশ্যমান ইউনিভার্সের স্পেসের ব্যাপ্তি হচ্ছে-৯,৩০০ আলোক বর্ষ।

কাজেই, প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত প্রাণ সম্পর্কে যেমন মহাক্ষমতাধর রাজ-রাজাদের কোন ধারণাও ছিল না তেমন তাঁদের দ্বারা সৃষ্ট মততন্ত্র অনুয়ায়ীও পৃথিবী গঠিত হয়নি বা বিশেষ বিশেষ গড বা ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্টি বা পৃথিবী প্রসব করা সহ এতদ্বিষয়ক সকল মতামত হালে বিজ্ঞান নাকচ করে দিয়েছে। অত:পর, বিশেষ প্রতিভাধর বা মহা জ্ঞানী ব্যক্তি বিশেষ যে বা যিনি ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলেই রাজা বা সম্রাট আর বাকীরা বোকা-অজ্ঞ বা ঐশ্বরিক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান নয় বলেই শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে স্বশ্রমজীবী বিধায় কেবলই রাজাজ্ঞা পালনে বাধ্য ব্যক্তি মাত্র বা দাস তেমন বক্তব্যও কেবলই কল্পকথা বৈ সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা বিজ্ঞানই প্রমাণ করেছে -দাস ও প্রভু বা গড/ইশ্বর বলে কোন ধারণা আদিকালের মানুষের যেমন ছিল না তেমন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উদ্ভবের পূর্বে সমাজে শ্রেণী বা শ্রেণীভেদও ছিল না ।

পরজীবী কর্তৃক শ্রমজীবীর উৎপন্ন মুল্য আত্মসাতেই সমাজে শ্রেণী বিভাজন সৃষ্টি করেছে রাজনীতিকরাই। কাজেই, কেবলমাত্র কিংডম বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গঠিত হওয়ার পরই স্ব-স্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলবত-বহাল ও বজায় রাখার জন্যই মিশরের ফারাও ডাইনেষ্টি, ব্যাবিলনের হাম্মুরাবী সহ অন্যান্য রাজা বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ স্ব -স্ব রাজনৈতিক প্রয়োজন তথা হত্যা-খুন, কয়েদ-নির্বাসন দন্ড, দখল-বেদখল এবং কর-রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় ইত্যকার যাবতীয় জাগতিক কর্মে স্বীয় কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণে ইটার্নাল গডের উত্তরাধিকার হিসাবে ডিভাইন রাইট হোল্ডার সাজতে তাদের মতো করে নানান গড-গডেস সহ নানান ধর্ম বা ধর্মীয় রীতি-নীতি হিসাবে রাজকীয় বিধি-বিধান বা তদানুরূপ প্রথা-নিয়ম ইত্যাদি সমেত নানান নামের নানান ইটার্নাল গড বা গডেসের সৃষ্টি করেছিল। অথচ,নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের তথ্য-প্রমাণে ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে, ফারাও ডাইনেষ্টি বা হাম্মুরাবীর সাম্রাজ্য বা রোমেলাসদের রাজত্বকাল বা তাদের কর্তৃত্বে বা কর্তৃক লিখিত বা চালুকৃত আইন-নীতি ও গল্প বা কল্প কথা বা কাহিনী ইত্যাদির বয়স হতে মানবজাতি অন্তত ১৯৫,০০০ বছর বেশী বয়সী । এমনকি মানুষের আদি জন্মভূমি আফ্রিকা হতে পরবর্তীতে শুরু হলেও ভারতেও ষ্টোনযুগের বয়স অনূন্য ৭২ হাজার বছর। মাটি বা সিরামিকসের বাসন-কোষণ ইত্যাদি জাপানের পোর্টারগণ ১৬ হাজার বছর আগে প্রস্তত করেছিল। অত:পর, জাপানের পোর্টাররা, বয়সের হিসাবে অন্তত গড জিম্মুর গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার অর্থাৎ চীপ গড ইজানাগিরও পূর্বসুরী ।

উল্লেখিত মাইথলোজিক্যাল ঘটনাবলী ও মাইথলোজির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা ও নিশ্চিত হয় যে, উল্লেখিত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্থাৎ কিং ও তাদের কিংডম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি বা রাজার সম্পত্তি হিসাবে যেমন স্বীকৃত হয়েছে তেমন রাজা বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কর্তৃক স্ব-স্ব রাজ্য বা কিংডমের মালিকানার সুবাদে নিজ নিজ কিংডম বা কিংডমের কর্তৃত্ব স্বরূপ স্বীয় সিংহাসন রক্ষায় নিজেকে সর্বাধিক উপযুক্ত-যোগ্য ব্যক্তি গণ্যে অপরাপরগণকে তদাপেক্ষা হীন গণ্যে মানুষের সাথে মানুষের পেশাগত তফাত ও বৈরীতা সৃষ্টি করেছিল। অনুরূপ বৈরীতা সৃষ্টি ও রক্ষণ-সংরক্ষণে জোর-জবরদস্তির বোধই পোষণ ও পরিপোষণ করেছে বছরের পর বছর রাজ-রাজাগণ। এরূপ জবরদস্তি ও বৈরীতার আবশ্যকীয় অনুসংগ 'জেন্ডার' সৃজিত ও ব্যবহৃতও হয়েছে উল্লেখিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বেই।

কাজেই, অংগ বিশেষের হের-ফেরে মানুষে মানুষে ফারাক সৃষ্টি বা তদ্রুপ ফারাকের আবরণে মানুষ কর্তৃক মানুষকে ভোগ-সম্ভোগের ঘৃণ্য -বর্বর রীতি-নীতি অর্থাৎ জেন্ডার কেন্দ্রিক জঘন্য সংস্কৃতিও চালু ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজনৈতিক কর্তৃত্বেই। তবে, হেনরী লুইস মর্গান সহ অনেকেই প্রমাণ করেছেন যে, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উদ্ভব বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে পৃথিবীর কোন অংশ বা অংশবিশেষের উপর ব্যক্তিগতভাবে কারো মালিকানা ছিল না। বন্যাবস্থা বলা হলেও ঐকালে প্রত্যেকের কাজ হোক তা , গৃহস্থালী বা শিকার কোন কিছুই অবহেলিত বা অমর্যাদাকর ছিল না বা কোন পেশা/কর্মই অন্যকোন কর্ম হতে উত্তম বা অধমরূপ গণ্যে মানুষে মানুষে তারতম্য করা হত না । কাজেই, বন্যাবস্থা হলেও মানবজাতিতে তখন যেমন সাম্য বৈ প্রভেদ বা শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী বৈষম্য বা শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী বৈরীতা ছিল না ঠিক তেমন জেন্ডার কেন্দ্রীক হীনমন্যতা-বর্বরতা ও বৈরীতা বা বন্যতাও ছিল না।

পৃথিবীর সৃষ্টি বা প্রাণের উদ্ভব-বিকাশ ইত্যকার বিষয়াদিতেও তেমন কোন জ্ঞান বন্যাবস্থায় ছিল না । কিন্তু,রাজনৈতিক আমলেও বিশেষত ধর্ম-মাইথলোজি ইত্যাদির কালে তদমর্মে উপযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক বোধ-বুদ্ধি জন্মানের সুযোগ যেমন কম ছিল তেমন কেবলই রাজনৈতিক ব্যক্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা শক্তিবিশেষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য বৈ সঠিক বিষয় জানা বা তদানুরূপ চিন্তা করাকেও অপরাধগণ্যে প্রতিবেশী রাজ্য দখল ও সাম্রাজ্য বিস্তারের হেতুবাদে চীপ গড কর্তৃক পদোন্নতপ্রাপ্ত প্রিন্স হাম্মুরাবীর কোড বা অনুরূপ কোড অব মনু বা তদানুরূপ অপরাপর লিখিত-অলিখিত দন্ডযোগ্য নিদান-বিধান ও ভাববাদী দর্শন-ইতিহাস তৈরী করা হয়েছে ।

কাজেই রাজ-রাজাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের তা হোক যথার্থ বা অযথার্থ বা অযৌক্তিক ও গণক্ষতির কারণ ও কারক তা অমান্য বা অবহেলা করা অর্থাৎ রাজাজ্ঞা ভংগে-ভংগকারীর দন্ড ইত্যাদি কার্যকরণে লেডি জাষ্টিস বা অনুরূপ গড-গডেস সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিকৃত ভারতীয় চর্বাক বা গ্রীক কবি দিয়াগোরাস সহ বহু বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার মানুষকে হত্যা করা সহ নানানভাবে দন্ডিত করার মাধ্যমে মুক্ত চিন্তাকে অবদমিত করা সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মনোভাব তিরোহীতকরণে সাংস্কৃতিকভাবেও বন্ধাত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই প্রাণীর প্রাণ ধারণে মৌলিক উপাদান অক্সিজেন এর সহিত হাইড্রোজেন যোগ করলে অর্থাৎ “এইছ ২. ও” সূত্রে জীবন ধারণের মৌলিক উপাদান - পানি গঠিত হয় মর্মে জীবনের মৌলিক বিষয়াদির মতো আবিশ্যিক জ্ঞান রাজকীয় ইতিহাসের কালে তথা জঘন্যতা-বর্বরতার দাস-সামন্ত যুগে উদ্ভাবিত হয়নি। ফলে-কেবলমাত্র ফ্রান্সের বিজ্ঞানী এন্টেনিও কর্তৃক ১৭৭৭ সালে অক্সিজেন ও পরবর্তীতে হাইড্রোজেন আবিস্কৃত হওয়ার পর ১৮০৫ সালে জন লভিস গে কর্তৃক সূত্রায়িত ও ১৮১১ সালে এমেডো এভোগাড্রো কর্তৃক স্বীকৃত “ এইছ ২.ও” ফর্মুলাটিও তৎপুর্বেকার মানুষ পায়নি।

অথচ, প্রতিনিয়ত প্রত্যেকেই অক্সিজেন গ্রহণ ও পানি পান করছে। আবার প্রতিটি মাইথলোজিতে দৃশ্যমান যে, এথেনা, মেনকা বা সিলভিয়া ইত্যাদি দেবী রূপ নারীর ভয়ানক রকমের অসন্মান ও অমর্যাদা করার মাধ্যমে জেন্ডার বৈরীতা সৃষ্টিতে নারীকে

পরাস্ত ও পরাজিত করেছিল ঐ সকল নির্বোধ তবে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিশেষমাত্র। অথচ, ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত " অন দি অরিজিন অব স্পাইসিস" গ্রন্থে বিবৃত "বিবর্তন তত্ত্ব" দ্বারা একদা যাযক ও জীব বিজ্ঞানী ডারউইন নিশ্চিত করেছিলেন বটে-"ওল্ড টেস্টামেন্টের" বিবরণে-গডের হুকুম অমান্যে প্ররোচনাকারী হিসাবে স্বামীর কর্তৃত্বাধীন থাকা সহ গর্ভধারণের বেদনায় অভিশপ্ত ও দায়-দেনাগ্রস্ত " ওম্যান" অর্থাৎ "বিকজ শী ওয়াজ টেকেন ফ্রম অ্যা ম্যান" সঠিক বা সত্য বক্তব্য নয়।

অত:পর, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-পীড়ন এবং তদনিমিত্তে মানুষকে দাস বানানো বা মানুষকে মুক্ত পৃথিবীর সকল সুযোগ-সুবিধা মুক্তভাবে গ্রহণ ও ভোগ-ব্যবহার করার মুক্ত সুযোগ-অধিকার হতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বা তদানরূপ রাজনৈতিক কার্যপ্রক্রিয়া শুরু করেছিল উল্লেখিত রাজা বা সম্রাটগণই, অর্থাৎ দুষ্ট-দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষই।

"পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নিবন্ধে ফে. এ্যাংগেলস- সুবিস্তৃত তথ্য-প্রমাণ সহ উল্লেখ করেছেন-নগর রাষ্ট্র এথেন্স এর জন্মকালীন সেখানকার নাগরিকগণ গড়ে প্রত্যেকে "১৮ জন দাসের মালিক" ছিল। পরজীবী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উত্থান বা সুচনাকাল হতে শ্রমজীবী ব্যক্তি "দাস" বৈ মানুষ হিসাবে গণ্য ছিল না। তবে,স্বশ্রেণীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতার এনাম স্বরূপ কেউ কেউ নাগরিক হিসাবে কালেভদ্রে উত্তীর্ণ হলেও সাধারণভাবে দাসগণ, নাগরিক বলে স্বীকৃত ছিল না,বরং দাস সহ পরাধীন -অধিত গোষ্ঠী-গোত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বাধীন রেখে অধিপতি শ্রণী কর্তৃক অধীত শ্রেণীকে শোষণ-পীড়ন ও দমন করার জন্য সৃষ্ট রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখিত রাজন্যবর্গের মতোই অপরাপর কিং বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিশেষ স্ব-স্ব কর্তৃত্ব -আধিপত্য নিশ্চিত ও দীর্ঘস্থায়ীকরণে নিজ নামে বা স্বীয় পিতা-পুত্র প্রমুখদের নামে দুনিয়ার বহুস্থানের নামকরণ করেছিল ।

সকলের উদ্দেশ্য,একই - জীবিতকালেতো বটেই মরণোত্তরকালেও তাদের নামযুক্ত স্থানগুলোতে বসবাসকারী সহ অন্যান্যরা যাতে, তাদের ক্ষমতা- কর্তৃত্ব ও আধিপত্য অর্থাৎ ভূমি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দখল-বেদখলে তাদের দ্বারা সংগঠিত চুরি, বিশেষত গরু চুরি, (দেবতা জারযুয়নের গরু চুরির দায়ে ককাসকে হত্যা করেছিল জিউসপুত্র হারকিউলাস, এবং ভারতীয় সহ বিভিন্ন মাইথলোজিতে দেবাতাগণের গরু চুরি সম্পর্কিত কারণে সংঘটিত নানান লোমহর্ষক যুদ্ধের বিবরণ আছে। তাছাড়া, পরস্পারিক শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে পরাস্তকরণে ও স্ব-স্ব আধিপত্য নিশ্চিতকরণে পরস্পরের সহিত পরস্পরের বালক রতিতে লিপ্ত হওয়া ইজিপ্টশিয়ান গডদ্বয় যথাক্রমে হরোস ও সেতুর.দৈহিক সম্পর্কের উত্তরসুরী গ্রীক গড জিউস নিজেই বালক রতি উপভোগের নিমিত্তে তদাধীনস্ত রাজপুত্র গ্যানিমেডকে স্বীয় বাহন ঈগলের দ্বারা চুরি করেছিল। মানুষ সহ জীবের স্রষ্টা ও সকল ক্ষমতার মালিক হয়েও চুরি অথবা চুরি করতেও অসফল-অক্ষম হয়ে যুদ্ধেও লিপ্ত হতো আদিকালের গড/দেবতা বা রাজারা। হায়! রাজা বা দেবতার কি করুন দশা !) দস্যুতা, অপহরণ, বলপুর্বক সম্ভোগ,যুদ্ধ, হত্যা, খুন,বন্দীত্ব-দাসত্ব ও ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা, নিষ্ঠুরতা,হিংস্রতা,শঠতা,চালাকি, প্রতারণা. ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ,

ভনিতা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি রূপ গুণাবলীতে খ্যাতিমান ছিল বটে জিউস পুত্র হারকিউলাসের মতোই জুপিটারপুত্র লর্ড মারস।

অনুরূপ গুণাবলী-রাজা বা সম্রাটদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিধায় অনুরূপ গুণাবলী অর্জন করতে হবে ভবিষ্যত রাজা-বাদশা ও সম্রাটগণের বলে বর্ণিতরূপ বর্বরতা-অসভ্যতার মাধ্যমে তথাকথিত সভ্য ও অভিজাত বা গড-গডেস বনা রাজ-রাজন্যগণ যাতে অধীনস্ত গণ কর্তৃক মান্য হওয়াতো আবশ্যিক বটেই তদপুরি, অন্যান্য রাজ-রাজাগণ কর্তৃক সন্মানিত হওয়ার মতো যোগ্য ও উপযুক্ত রাজকুমার যোগান দিতে "প্রিন্স" রচনা করেছিলেন রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার তাত্ত্বিক রাজভক্ত মান্যবর ম্যাকিয়াভেলী।

ওস্তাদ ম্যাকিয়াভেলীর উপযুক্ত ছাত্র হলে, হবু রাজাগণ, তদীয় রাজ্যের দাস ও প্রজা, শোষণ-শাসনে দক্ষ-যোগ্য হয়ে পুর্বসূরীগণের মতোই পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় হতে পারবে বা তদানুরূপ অধিপতি মর্মে সর্বকালীন জীবত ব্যক্তিগণ কর্তৃক তাঁরা স্মরিত-পুঁজিত ও অনুসরিত হবে বা নিজ নিজ নারকীয় বাহাদুরী জাহির করার মাধ্যমে স্বীয় অমরত্ব নিশ্চিতকরণের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে নিজ নিজ ধাম তথা রাজধানী সহ স্বদেশ-স্বারাজ্য বা স্থান বিশেষের পুর্বোল্লেখিত রূপ নামকরণ বা পিরামিড, তাজমহল ইত্যাদির মতো ব্যয়বহুল বহু স্থাপনা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিল অমরত্ব প্রত্যাশী বহু বর্বর রাজন্য। রোমান কিংডমের ৭ম কিং কর্তৃক নির্মিত এবং প্রজাতান্ত্রিক রোমের প্রথম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্বোধনকৃত গড জুপিটারের মূর্তি স্থাপনে নির্মিত মন্দির সহ বহু রাজা নিজেই নিজের মূর্তি-মন্দির নির্মাণ বা তাদেরই উত্তরাধিকার বা অপরাপর রাজা-বাদশাগণ বা তাদের সুবিধাভোগী বা সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশীগণ কর্তৃক উক্তরূপ গড-গডেস রূপ রাজা-বাদশা ও সম্রাটগণের মূর্তি বানিয়ে টেম্পল-মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিল। জিউস, এথেনা, জুপিটার, মারস ও রোমেলাস, ইজিপ্টশিয়ান কিং এবং গড হরোস এবং তদীয় প্রতিপক্ষ গড সেতু সহ অসংখ্য রাজ-রাজা বা অনুরূপ গড-গডেস ও দেব-দেবতা ইত্যাদির অগুণতি মন্দির বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস-ইটালীতে দর্শনীয় স্থান হিসাবে গণ্য বটে এবং দর্শনার্থীগণও জানছেন বটে মানবজাতি ও মানবতার শত্রু অর্থাৎ মানুষের শোষক-পীড়ক সাবেক রাজন্যবর্গ বা গড-গডেসগণকে।

হিন্দুজমের সপ্তঋষির অন্যতম ঋষি তথা কিং ভারতের পোষ্যপুত্র কিং বরদ্বাজ বা বৌদ্ধধর্মালম্বী কিং দ্যা গ্রেট আশোক বা গুপ্ত ডাইনেষ্ঠীর রাজাগণ সহ অন্যান্য রাজ-রাজাগণ স্ব-স্ব রাজ্যের রাজ দেবতা বা বিশ্ব দেবতা ইত্যাদি হিসাবে বিশ্বামিত্র, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা ও বৌদ্ধ সহ অসংখ্য দেব-দেবীর অসংখ্য মন্দির-আশ্রম ভারতময় স্থাপন করেছিল।

কথিত "বিশ্ব" সম্রাট চেংগিস খান নিজ দুনিয়ায় স্বীয় উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে রাজপথ-জনপদ হতে নাগরিকগণের ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত নিজের মূর্তি বা প্রতিমূর্তি অর্থাৎ রাজপথে পাথর নির্মিত মূর্তি এবং মদ-পানীয় ও খাবার সহ খাদ্য সামগ্রীর জন্য ব্যবহৃত

গ্লাস,বাসন-কোষণ ইত্যাদিতেও স্বীয় প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছিল বা তদানুরূপ করতে নাগরিকগণকে বাধ্য করেছিল। স্বীয় বা স্ব-স্ব গোত্র-শ্রেণী বা নাগরিকরূপ অধিপতি শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষণ করেছিল রাজা বা সম্রাট তথা দেব-দেবতাগণ। অধিপতি শ্রেণীর অনুরূপ স্বার্থ নিশ্চিতকরণে অর্থাৎ তাদের খাদ্য-পানীয় ও বস্ত্র যোগানো, আবাস-নিবাস বানানো , বাহন সহ যোগাযোগের নৌ-রাজপথ প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ, খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও আগুনের কাঠ সংগ্রহ এবং যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ সহ যুদ্ধের সিপাহী হওয়া বা যুদ্ধের খোরাক করা হয়েছিল দাস-ভূমিদাস তথা নীচুজাতের অধিত শ্রেণীকেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ রাজ-রাজাদের মধ্যেকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজকর ও রাজস্বের অতি মাত্রায় বাড়াবাড়িতে বা বেগার খাটাতে বেজায় রকম বজ্জাতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সমগ্র জাতিটিই দেশান্তরী হওয়া সহ পৃথিবীতে বহুবার বহু দুর্ভিক্ষ-মহামারী হওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করায় বহু জনপদ বহুবার বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছিল বলেই অধিপতি শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট তবে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে অপরের মতামত নিজের বলে চালিয়ে দিতে ওস্তাদ পেশায় পাদ্রি, মালথাস ১৭৯৮ সালে " এ্যান এছে অন দি প্রিন্সিপাল অব পপুলেশন" নিবন্ধে ভ্রান্ত "জনসংখ্যা তত্ত্ব " জাহির করেছিলেন বটে। কিন্তু ঐ সকল দুভিক্ষ-মহামারিতে রাজ-রাজন্য কারো মৃত্যু হয়েছিল বলে ইতিহাসতো নয়ই মাইথোলোজিও সাক্ষ্য দেয় না। অথবা, " এস্কাইলাসের" বর্ণনায়- সন্মানের সহিত কবরস্ত হওয়ার অধিকার, কেবল মাত্র অভিজাতকুলের এবং তদার্থে কবরের পদাধিকারভুক্তিকরণের শর্তে অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের লাশ অর্থাৎ মৃত দাসদেরেকে কুকুরের খাদ্য হিসাবে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গ্রীকের "থিবিসের পরিষদ"।

বলা চলে অনুরূপ শ্রেণী ঘৃণায় ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদে- দাসদের ছোঁয়া-ছোয়ি বা স্পর্শকৃত খাদ্য-জল ইত্যাদি বর্জনীয় বা নীচুজাতের ছায়া মাড়ালে অভিজাতদেরকে স্নান করে পবিত্র হওয়াটাই বিধান বা প্রথা বলেই বেতমিজ অস্পৃশ্যদেরকে গায়ের জোরে বা প্রয়োজনে খুন-খারাবী করে তমিজে রাখতে ভারতীয় অধিপতিশ্রেণীর প্রতিভূ ,স্বার্থান্ধ ও ধূর্ত এবং অহিংসা বিষয়ে কপটচারী ভন্ড গান্ধির আবিস্কৃত হরিজনকে তাঁর হরির বিধান মান্যে ও মানাতে এখনো সক্রিয় বটে বিহারের অভিজাতকুলের "রণবীর সেনা" রূপ প্রাইভেট গুন্ডাবাহিনী। কিন্তু তামাম পরজীবী বা অভিজাতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি দেখা দিলেই হিংসার অজুহাতে তা বন্ধ করার জন্য শান্তিপুর্ণভাবে স্বীয় মৃত্যুর ভান করতেন বটে শান্তিবাদী গান্ধী।

উল্লেখ্য- ১৯৩৯ সাল হতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ "ভারত স্বাধীন হল" গ্রন্থে জানিয়েছেন- দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতের যোগ দেওয়া না দেওয়া বিষয়ে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব বিষয়ে "গান্ধীজী সেই সময় জেদ ধরে বসলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবশ্যই গুরুত্বপুর্ণ , কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপুর্ণ হল অহিংসা নীতিতে অবিচল থাকা।" কিন্তু যখন শর্তসাপেক্ষ যোগ দেওয়ার পক্ষে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন - " গান্ধীজি সভায় আদ্যান্ত উপস্থিত থেকে এই সিদ্ধান্তের অংশীদার হন। এবার আর তিনি এ প্রশ্ন তোলেন নি যে, যুদ্ধে কংগ্রেসের যোগ দেওয়ার অর্থ অহিংসা জলাঞ্জলী দেওয়া। " এবং হিংসার

সর্বাধিক মজবুত ও কার্যকর হাতিয়ার অর্থাৎ সেনাবাহিনী বিষয়ে গান্ধীর মনোভাব প্রসংগে জনাব আজাদ জানালেন– " এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হল তাঁদের একজনও ভারতীয় সেনাবাহিনী তুলে দেওয়ার কথা বলেনি।"

অত:পর, দুনিয়ায় সকল হিংসার কারণ ও কারক ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে মালিকানাহীনদের প্রতি চরম হিংসুটে অধিপতিশ্রেণীর তথা হিংসার কারবারীদের রমরমা ব্যবসা ও আধিপত্যের দীর্ঘকালীন হিংসায় অভিশপ্ত শ্রমিক–কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ যখন বারে বারে বিভিন্ন দেশে সকল প্রকার হিংসামুক্ত হতে হিংসুকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন–সংগ্রামে লিপ্ত তখন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন যেমন হচ্ছে তেমন খোদ ভারতের অধিপতিশ্রেণীর হিংসার চিরকালীন বলি অস্পৃশ্য ব্রাত্যজন তথা দাস অর্থাৎ শ্রমজীবী–কর্মজীবী মানুষও শোষণমুক্তির প্রত্যয়ে ভুল–শুদ্ধ যাহাই হোক না কেন বহু ধরনের আন্দোলন করে আসছিল। ঠিক ঐসময়েই রাজভৃত্য গোলামকুল তথা শকুনী গোত্রীয় বিচারপতি/কর্তা, আমলাচক্র–পেশাজীবী সমেত জমিদার–জোতদার ও ব্যবসাদার, উঠতি শিল্পপতি–ব্যাংকার সহ তাবৎ হিংসার কারবারী ভারতীয়দের মোড়ল বিড়লা ভবনবাসী গান্ধী, অধিপতি শ্রেণীর স্বার্থ ও শ্রেণী আধিক্য রক্ষায় চলমান আন্দোলনকে বানচাল করতে বিক্ষুব্ধ জনগণের আন্দোলনকে কথিত "অহিংসার" মোড়কে ভরে আন্দোলনকারীদেরকে বিভ্রান্ত–বিভক্ত ও পরাভূত করার ঘৃণ্য চেষ্টায় তাবৎ পরজীবী– শোষক গোষ্ঠীর পক্ষে যখন যেমন বোলচাল দরকার, তখন তেমন কথাবার্তা–বোলচাল করতে, হোক তা– পূর্বাপর স্ব–বিরোধী তাতেও লজ্জাবোধ করে নাই। কিন্তু, গান্ধীর কপট বোলচালে "জীবনের চরমতম আঘাত" পেয়ে ভারত বিভক্তি প্রশ্নে গান্ধীর ভূমিকা প্রসংগে মৌলানা আজাদ ঐ গ্রন্থেই জানিয়েছেন– গান্ধী তাঁকে বলেছিল "কংগ্রেস দেশভাগে রাজী হতে চাইলে হবে, তবে তা হবে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমি কিছুতেই ভারত বিভাগে রাজী হব না।"

কিন্তু " কখনো মাথায় তোলা , কখনো পায়ে ঠেলা– মুখ্যত গান্ধীজীর এই নীতির ফলেই ভারতীয় রাজনীতিতে জিন্নাহ আবার নিজের আসর জমিয়ে নিতে পেরেছিলেন।" এবং "মি: জিন্নাহকে কায়েদ–ই–আজম বা মহান নেতা নামে ডাকার রেওয়াজটি গান্ধীজীই প্রথম চালু করেছিলেন।" বলে উল্লেখিত পুস্তকে লিখেছেন– জনাব আজাদ।

অত:পর, বিনিময়ে মহাত্মা খেতাব পাকাপোক্তকরণে সহযোগিতা করেছিল জিন্নাহরা, নইলে যে, কেবলই হিন্দুত্বের আত্মা হয়েই থাকতে হতো গুজরাটের করম চাঁদকে । ঐ গ্রন্থে আযাদ আরো জানিয়েছেন– মৃত নয়, বরং জীবিত দেহকে অটুট ও অক্ষুন্ন রেখেই অন্তিম কালে ভারত বিভক্তিতে গান্ধী সম্মতি দিয়েছিলেন মর্মে মৌলানাকে খোদ গান্ধী জানালেন– " লর্ড মাউন্টব্যাটনের কানে এ কথা তিনি তুলেছেন এবং লর্ড মাউন্টব্যাটন সে কথা শুনে 'আহ্লাদে আটখানা' হয়েছেন।" প্রফেসর হুমায়ুন কবীর লিখিত গ্রন্থটির পূর্ণাংগ সংস্করণের প্রথম প্রকাশ–১৯৮৯ খ্রী:, কলকাতা,ভারত।
অত:পর, শান্তিবাদী গান্ধী কেবল পাকিস্তান–হিন্দুস্তান সৃষ্টির কারিগর যারা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত দিল্লী–কলকাতা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা–আসাম ও বাংলায় দাংগা–

হাংগামায় হাজার হাজার মানুষকে হিংসার বলি অর্থাৎ হত্যা-খুন, ধর্ষণ-লুণ্ঠন, জবরদখল বা দেশান্তরী করেছিল তাদেরকেই কেবল সহযোগিতা করেছেন এমন নয় বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খুনি চার্চিলদেরকেও সক্রিয় সহযোগিতা করতে কার্পণ্য করেন নাই।

হিন্দু মাইথলোজি মতে- অসুরের রাজা রাম্বা মহিষের প্রেমে পড়ে জন্ম দিয়েছিল মহাবীর মহিষাসুরকে। দেহ নয়, আত্মাই সব, কাজেই দেহ নশ্বর বলে আত্মার অবিনশ্বরতায় ফতোয়াদানকারী জন্মান্তরবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারিত প্রথাগত স্বর্গ-নরকের দেব-দেবতাকে অস্বীকার করেছিল মহিষাসুর। ফলে- ভীত সন্ত্রস্ত ও শংকিত যুদ্ধ দেবতা ইন্দ্র সহ স্বর্গের সকল দেবতাগণ স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সম্মিলিত হয়েছিল মর্তের মহিষাসুরের বিরুদ্ধে। কিন্তু, স্বর্গের বিজয় নিশ্চিতকরণে- দেবী গংগা নদী, হতে গডেস "দুর্গা " জন্মলাভ করে মহিষাসুরকে বদ করে বিশ্বামিত্রা-শিবদের রক্ষা করে চার্তুবর্ণের অভিজাতকূল বা পরগাছাকূল ব্রাহ্মণদের বিজয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরাজিত করেছিল ভারতের দাসশ্রেণীকেই এবং দাসের অধম দাস অর্থাৎ নারী হিসাবে দেবী দুর্গা পরাজিত করেছিল নিজেকেও ।তবে, পুরুষ এবং বেচারা দেবতাদের অসহায়ত্বও কম নয়।

অথচ, ব্রাহ্মণ্যবাদের দাসী সেই দেবী দুর্গার মাহাত্মে "শারদীয় বিজয় উৎসব" পালন করে থাকে বংগ সহ ভারতের নানান স্থানের অস্পৃশ্যকূলতো বটেই খোদ সি.পি.আই (এম) এর পশ্চিম বংগের ক্রিড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী স্বয়ং উক্তরুপ দুর্গা উৎসবের গুণকীর্তনে কসুর করেন নাই বা দুর্গাপুঁজা উপলক্ষ্যে নানান সাময়িকীর শারদ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে ঈশ্বর সমেত ভারতীয় দেব-দেবী বিরোধী তথা বস্তুবাদী বলে দাবীদার খোদ সি.পি.আই (এম) পশ্চিম বংগ রাজ্য কমিটি।

মার্কিনী প্রেসিডেন্ট " প্রাতরাশ" প্রার্থনার অজুহাতে বিশ্বের তাবৎ প্রভু কূলভুক্ত তবে আন্ডার ডেভেলাপ কান্ট্রির কর্তা বলে সমানুপাতে হুজুরের গোলাম জাতীয় রাজনীতিকগণকে ফি বছর আমেরিকায় জড় করার মাধ্যমে দুনিয়াময় মার্কিনী মিরাশী স্বত্ব বা কর্তৃত্ব নিরুংকুশ বা পুনর্নবায়ণ করে থাকে। ভারতীয় টাটা-বিড়লারা দেব-দেবতার মন্দির-গীর্জা নির্মাণ-সংস্কার বা পুঁজা-অর্চনায় পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। অথচ, বুর্জোয়ারাই পুঁজির বিকাশ ও প্রসারে হিসাব বিজ্ঞান সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে ইতিহাসের অন্ধ হাতিয়ার বিশেষ বলেই পরলৌকিকতা পরিহার করে দর্শনের ক্ষেত্রেও ইহজাগতিকতার মতবাদিক বিকাশ ও প্রসার সাধন করেছিল। কারণ-উৎপাদনের মান-পরিমান নির্ধারণ ও ক্রমবর্ধিত উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধর্মকেন্দ্রীকতা, ঈশ্বর নির্ভরতা এবং ধর্মীয় অস্পৃশ্যতা বা ধর্মীয় জাত-গোত্রের বাচ বিচার বা ধর্ম-বর্ণ ও বংশ-গোত্রের বৈষম্য-ব্যবধান অটুট-অক্ষুন্ন থাকাবস্থায় নানান ধর্মের সীমারেখাভুক্ত নানান দেশের নানান ধর্মীয় ভোক্তা ও ক্রেতা সাধারণ ভিন্ন ধর্মকেন্দ্রীক রাষ্ট্রের বা অপর ধর্মাবলম্বী পুঁজিওয়ালা ব্যক্তির বা অপর বা প্রতিপক্ষ ধর্ম ভুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীর উৎপাদিত পণ্য ক্রয় না করলে পুঁজি সমূলে মারা যাবে, এমনকি ধর্মীয় বাচ-বিচার করলে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকও অকুলান হবে ।

কাজেই, পুঁজিওয়ালার -পণ্য উৎপাদনে বা পণ্য বিক্রিতে, ধর্ম দেখলে চলবে না। পুঁজিপতির মুল ধর্ম শোষণ এবং পুঁজি রক্ষায় শোষণ ধর্ম পালনে ব্যর্থ হলে পুঁজিপতিকে মর্তেই নরকবাসী হতে হয়। আবার শ্রমেরও উৎপাদনী ক্ষমতা বৈ কোন ধর্ম নাই। অত:পর, জন্মশর্তে পরস্পর বিরোধী পুঁজি ও শ্রম কারোই নিজ নিজ ধর্ম বৈ প্রথাগত ধর্ম নাই বা প্রথাগত ধর্মের অধীন হওয়া চলে না । কাজেই , পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল ও মৌল অনুসংগ এবং পুঁজি ও পুঁজিবাদী সমাজ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী -বিজ্ঞানের বিকাশে এন্টনিও, কোপার্নিকাস, ডারউইন প্রমুখ সহ অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণের আবিস্কৃত-রসায়ন সূত্র , প্রকৃতির নিয়ম, প্রাণ সৃষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং পদার্থ-জীব ও চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পুরকৌশল, প্রকৌশল ও কৃতকৌশল সহ অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমুহ ইতো:পুর্বেকার এতদ্বিষয়ক সকল ভ্রান্ত মত অর্থাৎ একই ধরিত্রীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজার রাজকীয় সীমানাভুক্ত বহু পৃথিবীর বহু মালিক মর্মে বহু ঈশ্বর কর্তৃক ঈশ্বরগণের প্রত্যেকের চিরন্তন কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণে ও তদানুরূপ প্রয়োজনে প্রত্যেক ঈশ্বরই স্বীয় সীমানাভুক্ত পৃথিবী ও আকাশ-পাতাল এবং প্রাণ ইত্যাদি সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ঈশ্বরিচ্ছাধীন উৎপাদন সহ ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রতিভা-মনন ও মনীষা ইত্যাদি প্রদান- নির্ধারণ এবং ঈশ্বরের পক্ষে রাজা বিশেষের মাধ্যমে ঐশ্বরিক মালিকানা সংরক্ষণ ও নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদিকে স্রেফ-মাইথলোজি গণ্যে; এবং মাইথলোজী পুঁজিবাদী উৎপাদনে প্রতিবন্ধক বলেই ঐ সকল মাইথলোজি বা প্রাকপুঁজিবাদী সমাজের রাজনীতি তথা ধর্মকে বা ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্রিক নীতি বা ধর্মীয় রাজনীতিকে পরিহার-পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় উৎসাহ প্রদান এবং তদমর্মে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অধিকতর বিনিয়োগ করেছিল খোদ পুঁজিবাদ।

কাজেই, উদ্বৃত্ত-মুল্যের লোভে পুঁজিবাদই স্বীয় প্রয়োজনে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কিত যাবতীয় মতামতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল হেতু পরলৌকিকতার ধর্মবাদী বা ধর্মকেন্দ্রীক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে ইহলৌকিকতার রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে ধরিত্রী সহ সকল সম্পত্তি ও সম্পদ ইত্যাদিতে ঈশ্বর বা রাজার মালিকানা স্বত্ব -স্বামীত্ব বাতিল ও রহিতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণ তথা উৎপাদনের শক্তি ও উপায়কে ব্যক্তিমালিকানাধীন গণ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজতন্ত্র -উৎখাত ও উচ্ছেদ করার মাধ্যমে শিল্প,কল-কারখানার মালিক, ট্রেডার-ব্যাংকার প্রমুখ সম্পত্তিবান ব্যক্তির সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার-স্বার্থ সংরক্ষণ করার উপযুক্ত-উপযোগী এবং ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার "বুর্জোয়া রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করেছিল বুর্জোয়া শ্রেণী।

দান্তে- এডাম স্মীত হতে ভল্টেয়ার প্রমুখ সাহিত্যিক , অর্থনীতিবিদ- দার্শনিক ছিলেন তদার্থে সহায়ক। কিন্তু , আন্ত:সংকটে পতিত নানামুখীন ও চতুর্পাশ্বিক সমস্যা ও সংকটে নিমজ্জিত এবং বিশেষত বুর্জোয়া বিকাশের শর্তাধীনে স্বসৃষ্ট অথচ, বুর্জোয়াদের সমুলে ধ্বংসকারী শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ-প্রসার ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় সংগঠিত আন্দোলন-সংগঠন এবং ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ-বাতিল করে সামাজিক বা সাধারণ মালিকানার দাবী ও অনুরূপ তত্ত্ব আবিস্কার অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র বিনাশের আশংকার হেতুবাদে নিস্ফল আত্মরক্ষার অপচেষ্টার নীল নকশা হিসাবে একদা

পরিত্যাক্ত ভারতীয় গড ইন্দ্রদের অনুসরণে প্রতারক-ভীত ও আতংকগ্রস্ত বুর্জোয়ারাই দর্শন সহ এমতরূপ বিষয়ে নির্লজ্জভাবে নিরত আপোষ করা শুধু নয়, বরং দাস-সামন্ত যুগের বীর বা রাজন্যবর্গ তথা প্রাকপুঁজিবাদী সমাজের রাজ-রাজাদের গুণকীর্তন বা স্থান বিশেষ মতো ইন্দ্র-খ্রীষ্ট তথা নানান ধর্মের মাহাত্ম কীর্তন-প্রচার ও তদানুরূপ আচার অনুষ্ঠান করছে কেবলই পুঁজিবাদী প্রতারণা-ধোঁকাবাজি ও জোচ্চুরিকে জায়েজ ও বহাল রাখতে এবং শ্রমিকশ্রেণী সহ শ্রমজীবী জনগণকে পুঁজিবাদী যুগের পূর্বেকার অন্ধকারময় বর্বরতার মতবাদিতায় আবিষ্ট ও আশ্রিত বা বোকা বানিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে পুঁজিবাদ বিরোধী অবস্থান হতে দুরে সরিয়ে রেখে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর স্বীয় মুক্তি তথা শ্রেণীহীনতার মুক্তচিন্তায় অক্ষম-অযোগ্য ও বন্ধা করার বদমতলবে।

অধিপতি শ্রেণীর অনুরূপ ফাঁদে আটকা পড়ে অথবা যুগ পরম্পরায় অধিপতিশ্রেণীর স্বার্থের খুঁটি ও খড়-কাঠি রূপ ব্যবহৃত বা হিংস্রতার বলি হওয়া নীচুজাতের ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য দাসগোত্রীয় বা অধিত গোষ্ঠী বা আপাত আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত তবে, মুল্যবোধ-সংস্কৃতি ও মন-মানসিকতায় একদম দাসানুদাসসহ বহু জন নানান ক্রীড়া উৎসব সহ বহু ধরনের পুঁজা-পার্বন বা অনুরূপ অনুষ্ঠান-উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষকে দাস বানিয়ে স্বয়ং প্রভু বা প্রভুগোত্রীয় সাজার তথা পরজীবীতার উদ্ভাবক -পোষক ও ভূতুড়ে রক্ষক ঐসকল গড-গডেস বা দেব-দেবতা বা বীর, রাজা-সম্রাটগণের ক্ষমতা-এখতিয়ার বিষয়ে খোদ রাজা-সম্রাটগণ কর্তৃক বা কর্তৃত্বে রাজ দরবারের বেতন-ভাতা ভোগী রাজ কবি-সাহিত্যিক বা রত্ন-নবরত্ন বিশেষ কর্তৃক রাজা-বাদশাগণের ফরমায়েশ মতো প্রণীত-রচিত পিরামিড টেকস্টস, সামেরান টেকস্টস, প্যাগানিজম, পলিথিয়েজম, এনিম্যালিজম, ন্যাচারালিজম, জুডাইজম ইত্যাকার নানান ইজম ভিত্তিক বিবরণী বা গ্রন্থাদি অথবা লাখেরাজি ভূমি ও বেগারখাটা চাষীসহ দাস পাওয়ার লোভে, রাজ-রাজন্যদের পাওয়ার অব ডিভাইন সোর্স এন্ড রাইট মর্মে ঐশ্বরিক ও অলৌকিক ক্ষমতায় তাদেরকে অতিমাত্রায় ক্ষমতাবান গণ্যে বা তদ্রুপ চিত্রিতকরণে বিচিত্র রচনাবিশেষ সহ রাজকীয় ক্ষমতা সংহত-বিস্তৃতকরণে তথা দাস-ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদেরকে নিয়ন্ত্রণ, দমন-পীড়ন বা হত্যা-খুন করার জন্য প্রণীত আইন বা কোড ও ইতিহাস বিষয়ক রচনাদি যথা অপরাপর ১১টি ট্রাইবের উপর জুডা ট্রাইবের নিয়ন্ত্রন ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে অলমাইটি জাহে্‌হ বা কিং অব অল গডস এলকিনের অন্যতম স্ত্রী হান্নার পুত্র ও হিব্রভাষীদের শেষ জাজ ও যাযক স্যামুয়েলের বুক অব স্যামুয়েল, বা অন্যান্যদের শাহনামা, বাবর নামা বা আইনী-আকবরী, কোড অব হাম্মুরাবী, মনুসংহিতা, সোলন পুর্ব ড্রাকোস কন্সটিটিউশন, রোমান ১২ টেবল আইন অথবা, বীর-রাজাগণের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সহ মাতৃতন্ত্রকে পরাজিত ও পরাভূতকরণের বানোয়াটি গালগল্প,ভ্রান্ত -ভুয়া দার্শনিক ভিত্তি বা তদমর্মে অবশ্যই বিজয়ীর অপ্রতিহত ক্ষমতা মর্মে কেবল নারীকেই নয় পুরুষকেও,চালাকি-ভনিতা, কপটচারীতা ও জোর-জবরদস্তি এবং বলপূর্বক ভোগ-সম্ভোগের আদিরসাত্মক বর্ণানাদি সমেত গ্রীক-রোমান মাইথলোজি ইত্যাদি সমেত নানান পৌরানিক গাল-গল্প ভিত্তিক বানোয়াটি বিবরণ বা ক্ষেত্রবিশেষ ঐসবের করাপ্ট ভার্শন -শ্লোক সংশ্লিষ্ট বিবরণীর গড তথা জুপিটার-জুনোর মতোই কামক্রিড়ায় লিপ্ত বা স্বর্প-ঈগল বাহী বা ত্রিশূল ও চক্রধর শক্তিধর রাজা/দেবতার মূর্তির পদপাদে সাষ্ঠাংগ

প্রণিপাত সমেত বর্বর বীর-অসভ্য রাজন্যবর্গের অসীম ক্ষমতার স্তুতি-প্রশস্তি ও গুণকীর্তন বা তাদের ব্যক্তিগত লাম্পট্য বা প্রেম-বিরহ বা সুখ-দু:খের কথামালা ইত্যাদি কাব্যকথা বা পুঁথি'র সুরে ও সুরেলা কণ্ঠে আবৃতকরণ এবং ঢোল-বাদ্যযোগে নৃত্য,গীত-সংগীতের মাধ্যমে শোক-আক্ষেপ ও আহ্‌জারী বা গর্ব ও আনন্দ উল্লাসযোগে বারোয়ারী বয়ান বা বীর-রাজাগণের নাম-যশ কীর্তন মর্মে সংকীর্তন বা শ্রবণ করার মাধ্যমে কথিত দেব-দেবতা তথা রাজা-সম্রাটগণের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী ও সিংহাসন আরোহন সহ বিজয়ের নানান স্মারক পর্ব ইত্যাদি নানান বিজয় উৎসব ও নানান আচার অনুষ্ঠান নানান উপাচারে মহা ধুম-ধাম সহ এখনো পালন করছে দুনিয়ার অনুন্নত অংশ/স্থান সহ পুঁজির আদি জন্মভূমি খোদ ইউরোপেও ।

চন্দ্র-সুর্য বা আকাশের দেবতা অথচ, জল-মাটির পৃথিবীর চন্দ্র-সূর্যবংশীয় রাজাগণের প্রত্যাশামতো তাদের সর্বকালের ভক্ত-পুঁজারীগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা নিজেদের দুনিয়াবি দু:খ-দুর্ভোগ নিরসন বা পেশা ইত্যাদির উন্নয়ণ ও উন্নতি বিধানসহ তাবৎ বিষয়ে রিলিপ চায়, ঐসকল রাজা বা দেবতাগণের নিকট বলেই উল্লেখিত মৃত রাজাগণ এখনো ক্ষেত্রবিশেষ কৃত্রিমভাবে জীবিত এবং শাসক-ত্রাতা ও রক্ষাকর্তা বটে, থ্রি ডব্লিউ অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভের ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির একালেও । মানবজাতির জন্য এরূপ নৈরাজ্যিক-দুরাবস্থা ভয়ানক লজ্জাস্কর হলেও এ অবস্থার পোষক-রক্ষক কিন্তু নির্লজ্জ পুঁজিবাদী ও পরজীবী গোষ্ঠী। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধা ভোগ-ব্যবহার করেও উক্তরূপ দাসোচিত মানসিকতার হেতুবাদে প্রতিবন্ধকতা তৈরীসহ ব্যাহত- বিঘ্নিত হচ্ছে বিজ্ঞানের সার্বজনীন মানবিক ব্যবহার ও কাংখিত অগ্রযাত্রা এবং সমানতালে প্রলম্বিত ও বিলম্বিত হচ্ছে শ্রেণীমুক্তি ।

দাস বা দাসোচিত মনোবৃত্তির পুঁজিবাদী চক্র, রাজ-রাজন্য রূপ ব্যক্তিবিশেষকে অনুরূপ পূঁজণীয়-স্মরণীয় হিসাবে বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থেই লালন-পালন করছে । পুঁজিবাদীদের আধুনিক মিডিয়াও স্বীয় জন্মশর্ত বিরোধীভাবে প্রচার-প্রকাশ করছে অনাধুনিক ও অবৈজ্ঞানিকতার ভাবাদর্শ ভিত্তিক নিউজ-ভিউজ ও নানান ধরণের নাটক-সিনেমা,গীত-সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান বা তদানুরূপ নিন্দনীয়-জঘন্য আচার অনুষ্ঠান । ভন্ড-প্রতারক অথচ কথিত ভদ্রজনের সিভিল সোসাইটি বিশেষ বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ-পীড়নকে সংরক্ষণে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্নীতি-সন্ত্রাস, অত্যাচার-অনাচার ইত্যকার কুকর্মকে আড়াল করার অপচেষ্টায় ভদ্রচালের কুটকৌশলে খোদ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ ইত্যাদিকে ব্যক্তিবিশেষের কুকীর্তি-দুর্নীতির ফল স্বরূপ চিত্রায়িত করে প্রতারণা ও শোষণে ওস্তাদ ব্যক্তিবিশেষের সাফল্য বা কৃত্রিম মাহাত্ম কীর্তন সহ সন্ধান করছে তথাকথিত- "সৎমানুষ" ।

ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থে উক্তরূপ ব্যক্তি পুঁজা, ব্যক্তিবাদীতা বা পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টি-বিকাশ ও সংরক্ষণ করা আবশ্যক বটে। আদিতে যেমনটা করেছিল মিশরীয় ফারাও সহ অন্যান্য রাজ-রাজারা। কিন্তু, মানুষে মানুষে বৈষম্য-বৈরীতা মোচনে সাম্য লাভে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপে- বুর্জোয়া মালিকানাহীন তথা ব্যক্তিগত মালিকানাবোধমুক্ত-

ব্যক্তিস্বার্থহীন অর্থে সাম্য প্রত্যয়ী কমিউনিষ্ট অর্থাৎ সাম্যবাদীরা কি পৌরানিক কালের পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টি বা ব্যক্তি বিশেষকে পুরাকালের রাজ-রাজন্য তূল্যে বরণীয়-স্মরণীয় করার কোন ধরনের ক্রিয়াদি,তদানুরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যরা পুরাকালের মতোই দাস বা অনুগত বিবেচ্য বিধায় মানুষে-মানুষে বৈরীতা ও বৈষম্য সৃষ্টির কারক বা অনুরূপ সমতাহীনতা সৃষ্টি হতে পারে অথবা কেউ কেউ বিরল প্রতিভার গ্রেটম্যান -গ্রেট লিডার এন্ড গ্রেট টিচার রূপ বিবেচিত ও গণ্য হওয়ার মাধ্যমে বা তদানুরূপ যোগ্য ব্যক্তি মর্মে আমৃত্যু দলীয় ও রাষ্ট্রীয় পদ-পদবী বা অনুরূপ ক্ষমতা-কর্তৃত্বে কর্তৃত্ববান থাকার যোগ্য ও উপযুক্ত মর্মে তদানুরূপ ক্ষমতা-কর্তৃত্বে বহাল থাকেন; তবে অন্যান্য সকল মানুষ এমনকি দলীয় অপরাপর ব্যক্তিগণও ঐসকল "মহান" ব্যক্তিগণের তুলনায় সর্বকালেই অমহান-অযোগ্য বা তদানুরূপ প্রতিভাবান নয় বিধায় দলীয়-নেতায় নেতায় তো বটেই দলীয় কর্মী-সমর্থক সহ আমজনতা কি কার্যত বৈষম্যের শিকার ও অসমতার বস্তীবাসী বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য,রাগ-অনুরাগ বা তদানুরাগে কার্যত ভাববাদীবোধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বা ব্যক্তির মহিমা কীর্তন সহ ব্যক্তিবিশেষকে বরণীয়-স্মরণীয়করণের নামে প্রতিষ্ঠান বা স্থানবিশেষের নামকরণ কি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে করতে পারে ?

অথবা, অনুরূপ কার্যকলাপ দ্বারা অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতার ইটার্নাল কর্তৃত্বের অংশীদার বা উত্তরাধিকার হিসাবে ডিভাইন রাইটহোল্ডারই যেমন কেবলমাত্র প্রতিভাবান, মেধাবী বা গ্রেট এন্ড গ্রেটেষ্ট এন্ড ফিটেষ্ট ব্যক্তি মর্মে স্বীকার ও তদ্রুপ বিবেচনায় বা তদানুরূপ গণ্যতায় মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে- শ্রমজাত ও সামাজিক অবস্থার সম্মিলনী কর্মকান্ড হিসাবে গণ্য ও স্বীকৃতির মানদন্ডে বিচার করার বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনষ্কতা অস্বীকৃত হয় বিধায় অনুরূপ বিশেষ বিশেষ প্রতিভাবান-ক্ষমতাবান বা মহান ব্যক্তি বিশেষের অবৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক সত্ত্বা বা পার্সোনাল কাল্ট তৈরী হয় হেতু বিশেষ বিশেষ প্রতিভাবান -গ্রেট পার্সোনালিটিগণের গ্রেট এন্ড গ্রেটার পার্সোনাল কাল্ট তৈরী সমেত উল্লেখিত রূপ স্মরণ-বরণ অনুষ্ঠান বা নানান উপাচারে সম্পাদিত পুঁজা-অর্চণার মাধ্যমে কার্যত ডিভাইন রাইট হোল্ডারদের প্রবর্তিত ভাববাদীতার চর্চা করা সহ সাবেকী অজ্ঞতা-কুসংস্কার ইত্যাদির রাম রাজত্বই পুন:প্রতিষ্ঠা ও বহাল করা হয় না ?

অথবা, জানামতে মিশরেই প্রথম ব্যক্তি বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক অপরাপর মানুষকে পরাধীন ও অধীনস্ত করা হয়। ফলে- মানবজাতি প্রভু ও দাস-এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অনুরূপ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে পরাজিত-পরাভূত মানুষকে দাস গণ্যে দাসদের উপর দাস মালিকদের মালিকানা স্বত্ব নিশ্চিতকরণে বা দাসদেরকে শোষণ-পীড়ন বা ইচ্ছেমত হত্যা-খুন করার ক্ষমতা-এখতিয়ারসম্পন্ন মালিক গণ্যে দাস মালিকানা তথা দাস-প্রভু সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তিগত মালিকানা সংরক্ষণে রাজকীয় ক্ষমতা-কর্তৃত্ব স্থাপন এবং অনুরূপ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বহাল ও বজায় রাখার নিমিত্তে কেবলমাত্র মিশরীয় ফারাওগণ "অমর" গণ্যে পিরামিড টেকস্টস তৈরী করে গড গেভের উত্তরাধিকার হিসাবে সর্বজনীন আনুগত্য লাভে রাজাজ্ঞাবাহী দাস সমেত কবরে গিয়ে মরণের পরেও শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী আধিপত্য -কর্তৃত্ব রক্ষায় চিরঞ্জিত ব্যক্তি হিসাবে চিরন্তন সুখ-শান্তি ভোগ-উপভোগের মাধ্যমে পিতার বা প্রপিতার সহিত চিরন্তন স্বর্গবাসী হবেন রূপ পরজীবী-

শোষক তথা জীবিতকালে স্বীয় সাম্রাজ্যে সর্ব দুস্কর্মের কর্তৃত্ব রূপ রাজা-সম্রাটগণের অনুসরণ-অনুকরণে মোসোলিয়াম নির্মাণ বা মিসোলিয়ামবাসী হয়ে নতুন করে পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিপুঁজা-অর্চণার মতো বিহীতাদি বা অনুরূপ কার্যাদি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাকারী অর্থাৎ **কমিউনিষ্টদের করণীয় হতে পারে কি** ?

অথবা,কমিউনিষ্টরা কি বিশ্বব্যাপী শ্রেণীমুক্তি সুনিশ্চিতকরণের শর্তাধীনে রাষ্ট্রহীন বিশ্বে স্বীয় মুক্তি লাভে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের অনঢ়-অবিচল প্রতিরক্ষক বলেই কমিউনিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য হিসাবে- তদমর্মে শ্রেণীযুদ্ধসহ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র রক্ষক দি ফান্ডসহ অনুরূপ সকল সংস্থা-সংগঠন বিলোপ-বিনাশে নৈমত্তিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের কারণে- শোষকগোষ্ঠীর নানান রকম দমন-পীড়ন ,জেল-জুলুম বা জীবন হারানো ইত্যাদি অত্যাচার-অনাচার স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে বরণ করেন, না কি পার্সোনাল কাল্ট ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী-পুঁজিওয়ালা বা রাজা-সম্রাট ও প্রেসিডেন্ট নামীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পত্তনকারী মর্মে স্বার্থপর-স্বার্থান্ধ ও চরম বৈষয়িক হয়ে ঘৃণ্য ভাববাদী মতাদর্শের জন্ম-বিকাশ সাধনকারীদের মতোই বা তদানুরূপ ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ-অনুগমণে মরণোত্তর স্মরিত-পুঁজিত ও স্মরণীয় হয়ে জনমানসে এক বিশিষ্ট ও বিশেষ ব্যক্তি রূপ বিশেষ ভাব-শ্রদ্ধার আবেশে অধিষ্ঠান করার স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে মিশরীয় ফারাও কিং খুফু, বা রাজা ভারত, গড জিউস বা কিং রোমেলাসের মতো বিরল প্রতিভা ও বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্যান্যগণকে নিত্য জানিয়ে দেওয়া যে, তারা প্রকৃতই ব্যতিক্রমী ব্যক্তি বটে দুর্গত মানবতার উদ্ধারকর্তা মহান ব্যক্তি বিশেষ বলেই উদ্ধার পাওয়া জনসাধারণ কর্তৃক ভারতীয় পুরানের দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার বা এথেনার বার্ষিক উৎসব বা কিং ভারত, দেবী এথেনা ও কিং রোমেলাসদের মতোই যুগ যুগ ব্যাপী পুঁজিত-স্মরিত হওয়ার যোগ্য বা বিশেষ প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ তথা চিরঞ্জিত বা চিরন্তন ব্যক্তি মর্মে প্রাচীন কালের প্রভু হলেও একালে নিন্দিত-ঘৃণিত রাজকীয় বোধ-বিবেচনা ও মোহে বা "সুইট"-বংগানুবাদে মিষ্ট বিশেষণ ধারী রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট কিমদের মতো **সোশ্যালিষ্ট গড** বনতে কমিউনিষ্ট আন্দোলন করে থাকেন ?

কউিনিষ্ট হওয়ার সুযোগ-অবকাশ ছিল না, তবু,মিষ্টিভাষী অর্থাৎ চার্বাক,দিয়াগোরাস প্রমুখ অন্তত খ্যাতি-যশ অর্জন বা মরণোত্তর প্রাপ্তির জন্য জন্মান্তরবাদী দর্শনের বিপরীতে বস্তুগত জীবনবোধের দর্শন চর্চা করে নাই। সমাজতান্ত্রিক সমাজের মালিকানা ও জীবনবোধ প্রসংগে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে-" কমিউনিষ্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত মালিকানা সম্পর্কের সংগে একাবারে আমুল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশে যে চিরাচরিত ধারণার সংগেও একেবারে আমুল একটা বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কি। " এবং " তাই তা ইতিহাসের সকল অতিত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী" এবং "কমিউনিষ্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ" এবং তদানুরূপ ব্যবস্থাবলী হিসাবে- " সবরকমের উত্তরাধিকার বিলোপ।"

অত:পর, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত ও সুত্রায়িত সুত্র ও তত্ত্ব এবং তথ্য মতে-সাম্যবাদী বোধের মৌলিকত্ব ও অন্ত:স্থিত হেতুবাদে শ্রেণী-রাষ্ট্র

বিলোপকারী কমিউনিষ্টরা সকল প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিমুক্ত হয়ে প্রত্যেকের ফ্রিডম নিশ্চিতকরণে- সামাজিক মুক্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বা তদানুরূপ প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ মুক্তি অর্জনে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশ বা ভ্যানগার্ড হিসাবে জীবিকার্জনের নিমিত্তে ব্যয়িত সময় বা কাজকেও কমিউনিষ্ট কার্যক্রমের অংশ গণ্যে প্রত্যাহিক ও দৈনন্দিন কাজের মধ্যেকার সময়ের প্রধান অংশকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি নিশ্চিতকরণে বৈশ্বিক ও স্থানীয় পরিসরে শ্রমিকশ্রেণীর সমসাময়িক সমস্যা চিহ্নিতকরণ - নির্দিষ্টকরণ ও তৎসমাধানে বা তদনিমিত্তে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের নিরিখে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি,অর্থনীতি ও তথ্য-প্রযুক্তি সহ শ্রমিক আন্দোলন-সংগঠনের সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান- তদন্ত,তত্ত্ব-তালাশ ও জ্ঞানার্জন বা অনুরূপ বিষয়ে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তুলনামুলক পর্যালোচনা সহ তদার্থে সংগঠন নির্মাণ-বিকাশের প্রক্রিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণীহীনতার সাম্যবাদী সমাজ লাভে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব-সূত্র চর্চা-অনুশীলন ও প্রচার এবং সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত সক্রিয়তায় ও বিকাশে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সর্ম্পকে অবহিত থাকা ও বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনকে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রূপান্তরিত -উত্তীর্ণ করার মাধ্যমে বিশ্বের তাবৎ শ্রমিকদের মধ্যকার ঐক্য-সংহতি ও বন্ধুত্ব দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করা এবং সেলক্ষ্যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থাধীনে অনঢ়-অবিচল থেকে কেবলমাত্র অনুরূপ স্বার্থাধীনতার প্রয়োগিকবোধের বোধীস্বত্ববান মানুষ মর্মে অনিশ্চিয়তার ব্যক্তিমালিকানার বিরোধী বা ব্যক্তিমালিকানা বোধহীন বলে অনিশ্চয়তার ভয়-শংকা মুক্ত মানুষ অর্থাৎ স্বাধীন-মুক্ত মানুষের বোধে স্বত্ববান মানুষ হিসাবে নি:সংকোচে ও নিরুদ্বিগ্নে অর্থাৎ স্বাধীনভাবে স্বীয় মতামত যথারীতি প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ও নিরন্ত রভাবে বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীদুর্বলতার হেতুবাদে নিজের মধ্যে বহাল ও বিদ্যমান 'সেলফিজম' বা ব্যক্তিস্বার্থপরতা -হোক তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রপঞ্চ মাত্র বা পূর্বেকার প্রথাগত মুল্যবোধের অবশিষ্টাংশ বা ভ্রমাত্মক সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক ভ্রান্তি ও পেশাগত হীনমন্যতা ও সীমাবদ্ধতা অথবা সংগঠন ও দলীয়-পদ-পদবীর কর্তৃত্ব দখল-বেদখল বা তদ্রুপ মোহে পদ-পদবীর স্থায়ীত্ব কেবলই দীর্ঘকরণ ও তদ্রুপ মোহ বা ব্যক্তিগত সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানা প্রসার ও ভোগ-বিলাসিতার প্রতি মোহগ্রস্ততা বা ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক গ্রন্থি ও ঝোঁক বা ব্যক্তিগত প্রভাব-কৃতিত্ব ও কর্তৃত্ব বিনাশে প্রতিবন্ধক সম্পর্কাদি তথা ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতি ও পরিচিতির মোহ -লোভ ইত্যাদি সহ বিদ্যমান আর্থিক-সামাজিক ও পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং গতানুগতিক বা পুরানো বদাভ্যাস সমুহের হেতুবাদে সৃষ্ট ব্যক্তিবাদী প্রতিতি -ঝোঁক ও প্রবণতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও তদমর্মে নিজের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে নিজেরই অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ,নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনা ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এবং বন্ধু-সহযোগী ও সমর্থকদের আন্তরিক পরামর্শ ও অনুভূতি আন্তরিকভাবে গ্রহণ ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে কৃত্রিম ব্যক্তি সত্ত্বা বা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রীক চিন্তা-চেতনাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার নিরন্তর প্রক্রিয়ায় নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই লাগাতর সংগ্রাম জারী রাখা এবং প্রতিনিয়ত বা বিরতিহীনভাবে অনুরূপ সংগ্রাম বা ঝাঁটা-পিটা বা জ্বালাই-মোছা বা সাফ্-সুতরো করার নিরন্তর প্রক্রিয়ায় নিজকে ও সহযোগী বন্ধুকে সফেদ সাদাকরণের মাধ্যমে প্রত্যেকেই নিজেই যেমন নিজেকে তেমন সহযোগী-বন্ধু সকলেই সকলকে এক একজন কমিউনিষ্ট হিসাবে

পরিপুর্ণ দায়িত্ব পালন ও কমিউনিষ্ট সুলব আচার-আচরণ সমেত শ্রেণীহীন সমাজের মুক্ত মানুষের গুণাবলী অর্জনে সর্বাত্মক সহযোগিতা সমেত স্বীয় আন্তরিকতাময় মনোযোগীতা সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সমাজকর্মী হিসাবে একজন কমিউনিষ্টের যা যা করণীয় তা তা করা এবং যা যা না করণীয় তা করা হতে বিরত থাকা এবং ব্যক্তিমালিকানা, রাষ্ট্র-পরিবার এবং তদার্থক শ্রেণী ও শ্রেণীস্বার্থবোধের যাবতীয় ক্ষতিকর-অমানবিক ধারণার অনিবার্য বিলোপ নিশ্চিত ও তরান্বিতকরণে কার্যত নৈতিকভাবে একজন মুক্ত মানুষ তথা শ্রেণীহীন সমাজের সার্বজনীন মানবিক সত্ত্বার অগ্রণী সদস্য হিসাবে বেঁচে থাকার লড়াই-সংগ্রাম করা ও অনুরূপ লড়াইয়ের মাধ্যমে যতোক্ষণ বেঁচে থাকছে ততোক্ষণাবদি সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাই কেবলমাত্র এবং একমাত্র কমিউনিষ্ট কর্তব্য।

অত:পর, মুক্তিদাতা-ত্রাতা গণ্যে জীবিতকালে সর্বশ্রেণীর মানুষের বকলমে দাসগোষ্ঠীর প্রণামী সমেত প্রণাম লাভ বা মরণোত্তর স্মরিত-পুঁজিত হওয়া সহ তেমন ধরণের বিশেষ প্রাধিকারভুক্ত ব্যক্তির তথাকথিত গৌরবময় জীবন প্রাপ্তি বা পুঁজিত ও পুঁজারীর সম্পর্ক ভিত্তিক প্রভু-দাসত্বের সহায়ক ঘৃণ্য জীবন নয়, বরং আর দশ জন মানুষের মতোই কেবলই একজন মানুষ হিসাবে জীবনকে যতটামাত্রায় মুক্ত-স্বাধীন ও সামাজিক করা যায় বা মুক্তি অর্জনে যতটা বেশীমাত্রায় জীবন ও জীবনীশক্তিকে ব্যবহার করা যায় বা অনুরূপ ব্যবহারের নিমিত্তে আমৃত্যু লড়াই করাটাই কমিউনিষ্ট জীবনের শেষ ও শুরুর কথা ।

কিন্তু, ইতোমধ্যে বহুধা ভাগে বিভক্ত সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমাজতন্ত্রের নামে-আবরণে স্থাপিত রাষ্ট্রসমুহের কর্তাবিশেষগণ কি কমিউনিষ্ট সমাজ বিনির্মাণে অনুরূপ যুথবদ্ধ -সার্বজনীন লড়াই করার দায়িত্ব -কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, নাকি পরিত্যাজ্য ও পরিত্যক্ত সাবেকী মুল্যবোধে তাড়িত হয়ে **'কমিউনিষ্ট কিং'** (?) **বা ম্যাটিরিয়েলিষ্ট গড (!!?)** তথা জাতির মুক্তিদাতা হিসাবে "চিরঞ্জিত বীর" ও "চিরন্তন প্রেসিডেন্ট" হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিয়ে চাতুর্বর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদের আধুনিক সংস্করণ-ত্রিবর্ণের "অমর" আইডিয়া বিশেষ সমেত "পার্সোনাল কাল্ট" গঠন ও কাল্টিজমের প্রতিষ্ঠা ও চর্চা বা ব্যক্তিবাদীতা, ব্যক্তি পুঁজা-অর্চণা বা ব্যক্তি বন্ধনা বা ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফারাও কিং খুফু,মহারাজা ভারত বা কিং রোমালাসের মতোই নিজেদেরকে বিরল প্রতিভাবান-অসামান্য ক্ষমতাবান বা গণরক্ষক-জনমুক্তিদাতা হিসাবে জনসাধারণ্যে স্মরিত ও বরণীয় হওয়ার মতো কার্যক্রম সম্পাদনে রাষ্ট্র-দলকে ব্যবহার করেছেন ?

কমিউনিষ্ট নামধারী অথচ পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অগণন কার্যক্রম হতে মাত্র কতিপয় বিষয় তদমর্মে উল্লেখ করা হল-

(ক) ২১ জানুয়ারী, ১৯২৪ সালে ভ্লাদিমির লেনিন মৃত্যুবরণ করেছিল। পার্টি সেক্রেটারী জোসেফ ষ্ট্যালিন জনসাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্য লেনিনের মরদেহ -২৬ শে জানুয়ারীতে "লেনিন মাউসোলিয়ামে" রাখার ব্যবস্থা করেছিল এবং লেনিনকে অমরত্ব দানে নিত্য স্মরণীয় ও বরণীয় করতে পিটার্স বার্গ তথা পেট্রোগ্রাডকে " লেনিনগ্রাড" এ,পরিণত করেছিল। মস্কো সহ দেশের বিভিন্নস্থানে লেনিনের বহু মুর্তি স্থাপন করেছিল।

পরবর্তীতে- সোভিয়েত ব্লকভুক্ত পুর্ব ইউরোপের দেশ সমুহ সহ অন্যান্য বহু দেশের মধ্যে এনকি ভারতের দিল্লী ও কলকাতায়ও লেনিনের প্রতিমূর্তি স্থাপন এবং লেনিনের নামে বহু স্থানের নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য পোষাকে-আষাকে রামানুজ পশ্চিমবংগীয় মুখ্য মন্ত্রীর পার্টি সহ ভারতের অপরাপর রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি -গ্রুপগুলো ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসাবে ব্যাপক মুর্তি পুজা ও দেব-দেবতার বন্দনায় সাংকীর্তণ ইত্যাদির আচার-আচরণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধকারী বলে তাদের রাজনৈতিক দেবতা লেনিনদের মুর্তি বানানো বা তদ্রুপ ক্রিয়াকর্মে উৎসাহিত হওয়া বৈ ভিন্ন কিছু হওয়ার অবকাশ কই? তবে -সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পর লেনিনগ্রার্ডের নাম পরিবর্তন করে আবারো সেন্ট পিটার্সবার্গ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য- লেনিনরা রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট কিন্ত কমিউনিজম সমাজবাদ বৈ রাষ্ট্রিক নয়, তাই কমিউনিজমের দোহাইতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা যুক্তি সংগত কারণেই বিলুপ্ত ও বহুধা ভাগে বিভক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের নামে রাশিয়ায় লেনিনের ভাষায় " রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ছিল বিধায় পুঁজির স্বাভাবিক নিয়ম তথা পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন-সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনের হেতুবাদে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ তদসমর্থক রাষ্ট্রগুলো যৌক্তিকভাবেই যে, হালের অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা- আলোচ্য নিবন্ধে পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও নির্ণিত হয়েছে।

আদিকালের মুর্তিপূঁজা সমেত পূঁজারীদের জন্য পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিবন্ধনায় মার্কসবাদের নবসংযোজনী স্বরূপ লেনিনবাদ চালু করা হয়েছে রাজনীতির আদিকালের ধারণায়।অথচ, হবস-লক, রুশো-ভল্টেয়ার বা জেফারসন্সদের নামে "ইজম" বা বাদ চালু এবং মোসেলিয়াম নির্মাণ করেনি বুর্জোয়ারা । যদিচ, বাইবেলের বর্ণনায় সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য ইশ্বর পৃথিবীটা সকল মানুষকে প্রদান করেছিলন রুপ মতকেই সমর্থন করেছিল জন লক। অত:পর, লকের মতে- যে মানুষ পরিশ্রম করে যত পরিমান সম্পত্তি অর্জন করেছিল তা ভোগ ব্যবহার করার অধিকারই তার প্রাকৃতিক অধিকার। কাজেই, প্রাকৃতিকভাবেই মানুষ সমান এবং যেকোন ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর স্বয়ং শাসিত হওয়ার অধিকারটিও প্রাকৃতিক ।

সুতরাং-প্রত্যেকের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার অনুযায়ী সামাজিক চুক্তিমতো সরকার বা রাষ্ট্র গঠন-পরিচালনা করার প্রাকৃতিক অধিকার আছে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর। এ সকল মত তিনি লিখেছেন- 'লেবর থিওরী', ' রাইট টু প্রপার্টি', ' ষ্টেট অব ন্যাচার', 'ন্যাচারাল রাইট', 'সোশ্যাল কন্ট্রাক' ইত্যকার পুস্তকে। কলোনিয়ালিষ্ট বা "১৩ কলোনীর" শাসক জেফারসন্সরা জন লকের এসকল মতের সমর্থনে ও যুক্তিতেই আমেরিকার বিচ্ছিন্নতা তথা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেছিল।

কিন্তু, সামনের দু'পায়ের হাতে পরিণত হওয়া মানুষের মানুষ হয়ে উঠা সমেত দুনিয়ার সকল সম্পত্তি সৃষ্টিতে শ্রমের ভূমিকা, পুঁজির উদ্ভব -বিকাশ ও পরিণতি ইত্যাকার বিষয়ে কার্ল মার্কস আবিস্কার করেছিলেন উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব ; এবং

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সম্পর্কাধীন সমাজের ঐতিহাসিক নিয়ম তথা শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব বা মানব সমাজ বিকাশের তত্ত্ব; এবং

সমাজবিকাশের নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতিতে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ ও তদস্থলে ধরিত্রীসহ সকল সম্পদ-সম্পত্তিতে অর্থাৎ উৎপাদনের সকল উপকরণের সাধারণ তথা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ রাষ্ট্রহীন বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বহীন এবং শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজই পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি ও মানব জাতির ভবিতব্য ।

কাজেই, জনলক বা জেফারসন্সদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার বা তৎবোধে মার্কসবাদের আবরণীতে কার্যত জন লকের প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদ প্রচার-প্রসার বা পার্সোনাল কাল্টিজমের চর্চা-বিকাশ বা তদ্রুপ কার্যাদি করা রুশী মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট তথা রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট বা লেনিনবাদী- মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের উপযুক্ত কর্ম হলেও সমাজবাদী মার্কস-এ্যাংগেলসদের আবিস্কৃত-সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুয়ায়ী বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা অনুরূপ প্রকৃতিবাদী, জাতিবাদী বা কাল্টবাদী কর্ম ইত্যাদি সংগঠন-সম্পাদনে অযোগ্য।

কারণ- জাতি সমস্যা সমাধানে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে- " কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, তারা স্বদেশ ও স্বজাতিত্ব তুলে দিতে চায়। মেহনতি মানুষের কোন দেশ নাই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালক শ্রেণীর পদে উন্নীত হতে হবে, তাই সেদিক থেকে বলতে গেলে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার অনুগামী জীবনযাত্রার ধরনে একটা সর্বজনীন ভাব-এই সবের জন্যই জাতিগত পার্থক্য ও জাতিবিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যে সেগুলির আরও দ্রুত অবসানের কারণ হবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশেগুলোর মিলিত প্রচেষ্টা।যে পরিমাণে এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণাটাও বন্ধ হয়ে আসবে। যে পরিমানে জাতির মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ অন্তর্হিত হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হয়ে যাবে। "

কাজেই, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মতেই -জাতিসমুহের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ছুতায় সাবেকী রাষ্ট্রে ধ্বংসাবশেষ জোড়াতালি দিয়ে রাষ্ট্র সংখ্যা বৃদ্ধি বা নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন বা তদ্রুপ রাষ্ট্রিক সরকার ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ নয় ,বরং বিপরীতে- শ্রেণী শোষণ বন্ধে সভ্যদেশগুলোর অর্থাৎ তৎকালে ফ্রান্স-ইংলন্ড ও জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে অবিশষ্ট জাতিগত শত্রুতা-বৈরীতার অবসান করার জন্যই সদাকর্মতৎপর থাকাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার পন্থীদের যেমন ছিল আবশ্যকীয় কর্ম তেমন ছিল ২য় আন্তজাতিকের মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্য।

কিন্তু, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মতো যদি ২য় আন্তর্জাতিক প্রলেতারিও শ্রেণীকে সংগঠিত করতো, তবে হয়তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধটি হতো না অথবা হলেও তা হতো শ্রমিকশ্রেণী বনাম বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার বিশ্বযুদ্ধ। তদ্রুপ হলে- ইতিহাসবোধ সম্পন্ন ও সংকটাপন্ন বা বুর্জোয়া সংকটে সাম্ভাব্য শ্রেণীচ্যুত বুর্জোয়াদের অনেকে বা কেউ কেউ শ্রমিকেশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হতো মার্কসদের উদ্ঘাটিত সমাজ বিকাশের সূত্রমতোই। ফলে- তৎকালে অন্ত:ত পশ্চিম ইউরোপেই শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক আধিপত্য-কর্তৃত্ব অর্জন করতো।

কারণ-কমিউনিষ্ট ইস্তাহারেই বর্ণিত আছে-" বিগত বহু দশক ধরে শিল্পে ও বাণিজ্যের ইতিহাস হল শুধু উৎপাদনের আধুনিক হালচালের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের জন্য যে মালিকানা-সম্পর্ক প্রয়োজন তার বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস। যে বাণিজ্য সংকট পালা করে ফিরে ফিরে এসে প্রতিবার আরো বেশী করে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে ফেলে, তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকট শুধু যে, উপস্থিত উৎপন্নের অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, আগেকার সৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির অনেকটাও এতে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস পায়। এই সব সংকটের ফলে এক মহামারী হাজির হয়, অতি উৎপাদনের মহামারী। হঠাৎ সমাজ যেন এক সাময়িক বর্বরতার পর্যায়ে ফিরে যায়; মনে হয় যেন বা এক দুর্ভিক্ষে, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বন্ধ হয়ে গেল জীবন ধারণের সমস্ত উপকরণ-সরবরাহের পথ; শিল্প, বাণিজ্য যেন নষ্ট হয়ে গেল; এবং কি কারণে? কারণ, সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে, জীবনধারণের সামগ্রীর দেখা দিয়েছে অতি প্রাচুর্য, অনেক বেশী হয়ে গেছে শিল্প, অনেক বেশী বাণিজ্য। সমাজের হাতে যত উৎপাদন-শক্তি আছে, বুর্জোয়া মালিকানা বিকাশের জন্য তা আর সাহায্য করছে না; বরং যে অবস্থার মধ্যে এই শক্তি শৃংখলিত ছিল তার তুলনায় এ শক্তি হয়ে উঠেছে অনেক বেশী প্রবল; শৃংখলার বাধা কাটিয়ে ওঠা মাত্র সমস্ত বুর্জোয়া সমাজে এই শক্তি এনে ফেলে বিশৃংখলা,বিপন্ন করে বুর্জোয়া মালিকানার অস্তিত্ব। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ উৎপন্ন করে তাকে ধারণ করার পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা বড়ই সংকীর্ণ। এই সংকট থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী আবার কোন উপায়ে নিস্তার পায় ? একদিকে, উৎপাদন-শক্তির বিপুল অংশ নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হয়ে, অপরদিকে, নতুন বাজার দখল করে এবং পুরানো বাজারের উপর আরও ব্যাপক শোষণ চালিয়ে। অর্থাৎ বলা যায় যে, আরও ব্যাপক আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকেই কমিয়ে এনে। যে অস্ত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুলিসাৎ করেছিল সেই অস্ত্র আজ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজেরই বিরুদ্ধে উদ্যত। যাতে বুর্জোয়া শ্রেণীর মৃত্যুবান রয়েছে, শুধু সেই অস্ত্রটুকু সে গড়েনি, এমনলোকও সে সৃষ্টি করেছে যারা সে অস্ত্র ধারণ করবে, সৃষ্টি করেছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী, প্রলেতারীয়দের।"

অত:পর, পুঁজির সংকটকালে অর্থাৎ বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া উৎপাদন-শক্তির বিদ্রোহে যদি যোগ দেয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করে অর্থাৎ যথাযথভাবে যদি মৃত্যুবান শানায় -ছোঁড়ে বুর্জোয়াদের কবরখনক শ্রমিকশ্রেণী একমাত্র যার হাতে রয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর মৃত্যুবান; এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবদান ও উপাদান তথা আধুনিক উৎপাদন-শক্তির উপযোগী-উপযুক্ত নতুন সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ সাধারণ বা সামাজিক

মালিকানা প্রতিষ্ঠায় উপযুক্ত ও যোগ্য শ্রমিকশ্রেণীই পুরনো তথা বৈরীতামূলক ব্যক্তিমালিকানার অকোজো সম্পর্ককে বাতিল -ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে সক্ষম একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই হেতু পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী উৎপাদন শক্তির সহিত শ্রমিকশ্রেণীর সাযুয্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ-ব্যবহারেই কেবলমাত্র মৃত্যু ঘটবে বুর্জোয়াশ্রেণীর। বিদ্রোহী উৎপাদন উপকরণ ও তদসহযোগী শ্রমিকশ্রেণীর অনুরূপ যুদ্ধে সমাজ বিজ্ঞানের সূত্র মততো বটেই এমন কি " ত্রিভুজের যে কোন দুই বাহু অপরবাহু অপেক্ষা বড়" রূপ জ্যামিতিক সূত্রানুযায়ীও পরাজিত হবে বুর্জোয়াশ্রেণী বলেই নিশ্চিত ভাবে বিজয়ী পক্ষ বটে শ্রমিকশ্রেণী।

পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ের অনুরূপ সুযোগ পেয়েছিল ১৯০০ সালে। কারণ- ১ম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল- ১৯০০ সালের মহামন্দা তথা অতি উৎপাদনের মহা মহামারিতে আক্রান্ত বুর্জোয়াদের মহাউন্মদনার হেতুবাদেই । অত:পর, প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির অর্থাৎ ১ম আন্ত র্জাতিকের উদ্দেশ্য সাধনের অংগীকারে গঠিত ২য় আন্তর্জাতিক যদি কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত ও তত্ত্বায়িত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সূত্র যথাযথভাবে প্রয়োগ করতো এবং সেই ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীকে বৈশ্বিক পরিসরে সংগঠিত ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে বৈশ্বিকভাবে সমন্বিত ও কেন্দ্রীভূত করতো তবে বর্ণিত বিবরণমতে ১৯০০ সালের বুর্জোয়া সংকটই হতে পারতো পুন:পুন সংকট-মহাসংকটে নিপতিত তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিখরে উঠা বা সর্বোচ্চ স্থরে পৌঁছা বুর্জোয়াদের শেষ বা মরণকাল অর্থাৎ সামাধিকাল এবং কার্যত সর্বাধিক সংকটাপন্ন পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়াদের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

আর পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী বিজয় লাভ করলে ইউরোপের অপরাপর বুর্জোয়া রাষ্ট্র সহ যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের শ্রমিকশ্রেণী সন্দেহাতীতভাবে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত ও পরাভূত করতে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ সহ উপযুক্ত সহযোগিতা লাভ করতো পশ্চিম ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকারী -বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর নিকট হতে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীভূত পুঁজির রাষ্ট্রগুলো যখন বিলীন ও বিলুপ্ত হতো তখনো কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়া সাধনে প্রয়োজনীয় উপনিবেশ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তো বলেই ইত:পুর্বেকার উপনিবেশগুলো আর পরাধীন থাকতে হতো না। কারণ-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিমালিকানা সমেত পুঁজিবাদ উচ্ছেদ-উৎখাত করতো বলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণমূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের প্রক্রিয়াকেই বিলোপ করার হেতুবাদে উপনিবেশসমুহে দখল স্বত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাই কেবলই নি:শেষিত হতো না বরং বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীই নীতিগত কারণেই ব্যক্তিমালিকানা বিলোপের শর্তেই উপনিবেশীক নীতি পরিত্যাগ-পরিহার করে ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়কে সুসংহতকরণ ও বিশ্বের সকল শ্রমিকের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি নিশ্চিতিতে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত হিসাবেই উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীর সহিত শ্রেণীগত সংহতি ও ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হতো খুবই স্বল্পতম

সময়ে। অন্যদিকে উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীও উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নের যাবতীয় দায়-দুর্গতি ও দুর্যোগ মুক্ত তথা পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন নয় বরং উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধাহীন সমাজের সম মর্যাদার বাসিন্দা হিসাবে প্রকৃতার্থেই নিজের জন্যই সামাজিক উৎপাদনী কর্মকান্ডে সাধ্যমতো সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ সম্পন্ন এবং সকল প্রকার পরজীবীতামুক্ত বলেই সর্বকালের সেরা ও উন্নততর সমাজ তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজের অকল্পনীয় উন্নতি-সমৃদ্ধি অবলোকন বা তদ্রুপ প্রত্যক্ষ নজিরে নিজেরাই যেমন নিজেদের জন্য অনুরূপ শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতো তেমন তাঁদের নিজেদের শ্রেণীচেতনা যেমন দ্রুততর সময়ে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হতো তেমন শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহিত ও সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত -সংগঠিত ও অংশীদার হয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সকল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ও বলবান হয়ে খুব সহজেই যেমন নিজ নিজ দেশে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরাজিত-পরাভূত করতে সক্ষম হতো তেমন বিশ্ব পরিসরে আরো দ্রুত সময়ে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে সক্ষম হতো।

প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত মার্কস-এ্যাংগেলস, " উপনিবেশিকতা প্রসংগে" পুস্তকে-মুদ্রিত "এস.মেয়ার ও এ.ফগট্ সমীপে মার্কস " পাতা, ৩৫৯, ৯ই এপ্রিল, ১৮৭০ , পত্রখানিতে মার্কস লিখেছেন- " যে রাষ্ট্র শক্তি এতদিন বিশ্ববাজারের উপর প্রভুত্ব চালিয়েছে পুঁজির রাজপীঠ বলে, সেই ইংলন্ড আপাতত শ্রমিক বিপ্লবের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ দেশ, এবং তদুপরি এই-ই একমাত্র দেশ যেখানে এই বিপ্লবের বৈষয়িক অবস্থা কিছু পরিমাণ পরিণতিতে বিকাশ পেয়েছে। সেই জন্যে ইংলন্ডের সমাজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করাই হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ লক্ষ্য।" এবং

ঐ একই পুস্তকে -" কে.কাউৎস্কি সমীপে এ্যাংগেলস" , লিখিত ১২ সেপ্টেম্বর,১৮৮২ সালের পত্র, পাতা-৩৬৪ এ বর্ণিত আছে যে, " একবার যদি পুনর্গঠিত হয় ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা, তবে তাতেই এমন প্রকান্ড শক্তি ও এমন দৃষ্টান্ত মিলবে যে অর্ধ সভ্য জাতিগুলি নিজেরাই তার পিছু ধরবে; " ইউরোপের পুনর্গঠন বলতে এ্যাংগেলস যে, সমাজতান্ত্রিক সংগঠনই বুঝিয়েছেন তাও উক্ত পত্রেই লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ ১৮৭০ সালে মার্কস যেমন ইংলন্ডের উপর গুরুত্বারোপ করে ১ম আন্তর্জাতিকের বিপ্লবী করণীয় নির্ণয় করে ছিলেন তেমন তাঁদের পুর্বাপর বক্তব্য ও ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ক মতামতের ভিত্তিতে - ১৮৭১ সালে ফে. এ্যাংগেলস ১ম আন্তর্জাতিকের অনুরূপ করণীয়ের প্রেক্ষিতে ইউরোপে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পরে উপনিবেশগুলোতে কি অবস্থা হতে পারে তৎবিষয়ে যতকিঞ্চিত আলোকপাত করেছেন। এবং তাঁদের উভয়েরই অনরূপ মতামত তাঁদেরই অপরাপর নিবন্ধ ও পুস্তকাদি দ্বারাও সমর্থিত।

কিন্তু,দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ১৮৯৬ সালের লন্ডন কংগ্রেসে 'মার্কসবাদের' নামেই গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল- " কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে, তা সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপুর্ণ অধিকারের পক্ষে" ।

যদিচ, দেশ-জাতির গন্ডীমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী তথাকথিত আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার নয়, কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠা করবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিষয়ে ইতো:পুর্বে আলোচ্য নিবন্ধে মার্কসদের অনেকগুলো যুক্তি-তর্ক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মার্কসরা যেমন জাতিবাদী নয় তেমন সমাজতন্ত্রও জাতীয়তাবাদী কর্ম নয়, বরং পুঁজিবাদ যেমন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তেমন পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপনকারী সমাজও আন্তর্জাতিক না হওয়ার সুযোগ নাই; উপরন্ত পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিশ্রেণী যেমন জাত-জাতি বিনাশী তেমন পুঁজিপতিশ্রেণীর সৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীও কেবলই একটিমাত্র জাতি বলেই শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রও আন্তর্জাতিক তথা বৈশ্বিক।

অত:পর, জাতি বা জাতি রাষ্ট্রের গন্ডীমুক্ত বা কার্যত রাষ্ট্র বিলুপ্তকারী সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী ও বৈরী উক্তরূপ জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে গৃহীত প্রস্তাবের পরিণতিতে - ২য় আন্তর্জাতিকের বিলুপ্তিই কেবল হয়নি, কার্যত আন্তর্জাতিকের প্রায় সকল সদস্য দল-পার্টি যেমন সমর্থন-সহযোগিতা করেছিল পুঁজিপতিদের মধ্যকার ১ম বিশ্বযুদ্ধকেই তেমন যুদ্ধে লিপ্ত নিজ নিজ রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী সরকার বা রাষ্ট্রকেই।

অথচ, প্রাগুক্ত পুস্তকে মুদ্রিত ও ১৪ জুন, ১৮৫৩ সালে ডেইলী ট্রিবিউনে প্রকাশিত “চীন ও ইউরোপে বিপ্লব” নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- “ ইউরোপীয় রাজধানীগুলিতে প্রত্যেক দিনই সার্বজনীন যুদ্ধের বড়ো খবর মিলিয়ে যাচ্ছে পরের দিন সপ্তাহ খানেকের শান্তির খবরে। তবু নিশ্চিত থাকতে পারি যে ইউরোপীয় শক্তিগুলির সংঘাত যে পর্যায়েই উঠুক,কূটনৈতিক দিগন্তের চেহারা যত শঙ্কাজনক হোক, এদেশ বা ও-দেশের কোন উৎসাহী চক্র যে পদক্ষেপেরই চেষ্টা করুক না কেন, রাজরোষ বা জনক্রোধ দুই-ই সমৃদ্ধির বীজনে ঝিমিয়ে পড়ে। যুদ্ধেও নয় বিপ্লবেও নয়, এক সাধারণ বাণিজ্য ও শিল্প সংকটের প্রতিক্রিয়া ছাড়া ইউরোপের কান মলা যাবে বলে মনে হয় না, এবং সে সংকটের সংকেত মিলবে স্বভাবতই দুনিয়ার বাজারে ইউরোপীয় শিল্পের প্রতিনিধি ইংলন্ড হতে।”

অত:পর, চীন সহ বিভিন্ন পরাধীন দেশ বা ইউরোপীয় উপনিবেশে স্থানীয়দের জাতিয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার বা স্বাধীকার বা স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তি ইত্যকার যে কোন ধরণের রাজনীতির ছুতায় ২য় আন্তর্জাতিকের সর্দ্দার কাউৎস্কিদের মতো রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট বা কার্যত কমিউনিজমের বিরোধী কমিউনিষ্ট- “ উৎসাহী চক্র” বিশেষ যতই যুদ্ধ-অভ্যুত্থান করুক বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল করুক না কেন তাতে যে, ‘কান মালা যাবে না’ ইউরোপীয় পুঁজিবাদের তাওতো মার্কসদের সাক্ষ্যেই নিশ্চিত ছিল। তবে পুঁজিবাদকে পরাস্ত ও পরাজিত করতে সক্ষম শ্রমিকশ্রেণী অনুকূল সুযোগ-সুবিধার শর্ত ছিল বটে ইউরোপের অতি উৎপাদন সংকট । কাজেই, জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের অজুহাতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে বিশ্বের নানান জাত-জাতির তরিকাভুক্ত করে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করে বিশ্বের তামাম শ্রমিককে কেবলই নানান জাতির নানান দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর আওতাভুক্ত ও অধীনস্তকরণ বা পুঁজিপতিশ্রেণীর অনিবার্য আন্ত:বিরোধে দেশ-জাতি বিশেষের নামে

বিশেষ বিশেষ দেশে বসবাসকারী শ্রমিকশ্রেণী ঐ নির্দিষ্ট দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থাধীনে বৈরী দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিজেদেরকে বিলি-বন্দোবস্ত করার নীতি যেমন ২য় আন্তর্জাতিক স্বীয় ঘোষিত উদ্দেশ্যগত কারণেই গ্রহণ করতে পারে না তেমন অনুরূপ নীতি মতো কর্মতৎপরতা চালানোও শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম নয়।

উল্লেখ্য, ২য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাকালেই ঘোষণা করেছিল যে, এটি প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল রুলস মতোই কার্যতৎপরতা চালাবে। অত:পর, ১ম আন্তর্জাতিকের জেনারেল রুলস, অক্টোবর ১৮৬৪ হতে কিছু অংশ হুবুহু উদ্ধৃত হলো-
The International Workingmen's Association 1864

General Rules, October 1864

Written: between October 21 and 27, 1864;

First published: in *The Bee-Hive Newspaper*, November 12, 1864, and in the pamphelt *Address and Provisional Rules of the Working Men's International Association* ., London, November 1864.

Considering,

That the emancipation of the working classes must be conquered by the working classes themselves, that the struggle for the emancipation of the working classes means not a struggle for class privileges and monopolies, but for equal rights and duties, and the abolition of all class rule;

That the economical subjection of the man of labor to the monopolizer of the means of labor — that is, the source of life — lies at the bottom of servitude in all its forms, of all social misery, mental degradation, and political dependence;

That the economical emancipation of the working classes is therefore the great end to which every political movement ought to be subordinate as a means;

That all efforts aiming at the great end hitherto failed from the want of solidarity between the manifold divisions of labor in each country, and from the absence of a fraternal bond of union between the working classes of different countries;

That the emancipation of labor is neither a local nor a national, but a social problem, embracing all countries in which modern society exists, and depending for its solution on the concurrence, practical and theoretical, of the most advanced countries;

That the present revival of the working classes in the most industrious countries of Europe, while it raises a new hope, gives solemn warning against a relapse into the old errors, and calls for the immediate combination of the still disconnected movements;

For these reasons —

The International Working Men's Association has been founded.

It declares:

> That all societies and individuals adhering to it will acknowledge truth, justice, and morality as the basis of their conduct toward each other and toward all men, without regard to color, creed, or nationality;
>
> That it acknowledges *no rights without duties*, *no duties without rights*;

And, in this spirit, the following Rules have been drawn up.

1. This Association is established to afford a central medium of communication and co-operation between workingmen's societies existing in different countries and aiming at the same end; viz., the protection, advancement, and complete emancipation of the working classes.
2. The name of the society shall be "The International Working Men's Association."

(Source- Marx-Engels Archive, www.marxists .org)

এবং এতদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কমিউনিষ্ট লীগের নিয়মাবলী হতেও কিঞ্চিত উদ্ধৃতি হুবুহু উল্লেখ করা হলো–

"The Communist League

Rules of the Communist League

Working Men of All Countries, Unite!

Written: December 1847;Source: MECW Volume 6, p. 633;First published: *Wermuth und Stieber, Die Communisten-Verschwörungen des neunzehnten Jahrhunderts*, Erster Theil, Berlin, 1853;

SECTION I

THE LEAGUE

Art. 1. The aim of the League is the overthrow of the bourgeoisie, the rule of the proletariat, the abolition of the old bourgeois society which rests on the antagonism of classes, and the foundation of a new society without classes and without private property.

Art. 2. The conditions of membership are:

A) A way of life and activity which corresponds to this aim;

B) Revolutionary energy and zeal in propaganda;

C) Acknowledgment of communism;

D) Abstention from participation in any anti-communist political or national association and notification of participation in any kind of association to the superior authority."

(Source-Marx Engels Archive)

আরো উল্লেখ্য- ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন সহ বুর্জোয়াদের পক্ষে লড়েছিল। কিন্তু কি ফরাসী বিপ্লব বা ১৮৪৮-৫০ সালের শ্রেণী সংগ্রামের কালে ও পরবর্তীতে যখনই সুযোগ পেয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণী সকলের আগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর সাথেই এমনটা সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং মার্কস। এমনকি বুর্জোয়াদের পক্ষে লড়াই করা প্রসংগে শ্রমিকদের ভ্রান্তি বিষয়ে -" বুর্জোয়া জাতীয় রক্ষিবাহিনীর বিপরীতে তারা একে মনে করল প্রলেতারীয় রক্ষিবাহিনী । তাদের ভ্রান্তি ক্ষমার অযোগ্য। " বলেই মার্কস " ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮-৫০" পুস্তকে লিখেছেন।

তাছাড়া- মার্চ -১৮৫০ সালে " কমিউনিষ্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি" তে মার্কস-এ্যাংগেলস লিখেছেন-"পেটি বুর্জোয়াদের পার্টি-গণতান্ত্রিক পার্টি যখন জার্মানীতে নিজেকে আরো সংগঠিত করে তুলছে, তখন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হারিয়ে বসেছে তার একমাত্র দৃঢ় পদাবস্থানটি, খুব বেশী হলে পৃথক পৃথক অঞ্চলে আঞ্চলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগঠিত থেকেছে মাত্র, এবং এইভাবে সাধারণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণত পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন ও নেতৃত্বাধীন। এই অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে, শ্রমিকদের স্বতন্ত্র্য পুন:প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।"

অর্থাৎ জাত-পাতের ধার ধারা যাবে না বলেই ঐ বিবৃতিতেই বর্ণিত আছে- " কেন্দ্রীয় কমিটি তাই মনে করে যে যখন একটি নতুন বিপ্লব আসন্ন, যখন সেই কারণেই শ্রমিকদের পার্টিকে সর্বাধিক সংগঠিতভাবে, সর্বাধিক ঐকমত্য নিয়ে এবং যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে যাতে তাকে আবার ১৮৪৮ এর মতো বুর্জোয়াদের কার্যসিদ্ধির ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে এবং তার লেজুড়ে পরিণত হতে না হয়-ঠিক এই মুহূর্তেই প্রতিনিধির রওনা হওয়া চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপুর্ণ।" এবং

সতর্কতা সহ বিবৃতির সমাপ্তাংশে বর্ণিত আছে-" কিন্তু নিজেদের চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য নিজেদেরই যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে তাদের নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ যে কী সে বিষয়ে আপনাদের চিন্তাকে স্বচ্ছ করে তুলে, স্বাধীন পার্টি হিসাবে যথাশীঘ্র সম্ভব নিজেদের স্থান গ্রহণ করে এবং গণতন্ত্রী পেটি বুর্জোয়াদের কপটবুলিতে মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত না হয়ে প্রলেতারীয় পার্টির স্বাধীন সংগঠনের কাজ থেকে বিরত না হয়ে। তাদের রণধ্বনি তুলতে হবে: নিরন্তর বিপ্লব।"

অথচ, ২য় আন্তর্জাতিকের কপট নেতারা জাতিয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নামে প্রস্তাব নিয়েছে নানান দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় শ্রমিকশ্রেণীকে বিনা মজুরিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য ব্যবহার করতে তথা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব স্বকীয়তা-স্বাধীনতা বিলোপ করতে । কেবলমাত্র জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে-প্রলেতারীয় বাহিনী ভাবাটা যদি মার্কসের বিবেচনায় ক্ষমার অযোগ্য হয়, তবে জাতির নামে শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াদের অধ:পাতে নামিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবটিকে কি বলা যায় ? অথবা শ্রমিকশ্রেণীর অনুরূপ অধ:পাতের প্রস্তাব গ্রহণ-সমর্থনকারীদের অপরাধ কস্মিণকালেও ক্ষমার যোগ্য?

অনুরূপ জাতীয়তাবাদী নয়, তবু এক দেশে অর্থাৎ কেবলমাত্র ইংলন্ডের জন্য আলাদা সংগঠনের দাবী তোলার প্রেক্ষিতে প্রথম আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তাংশের সংশ্লিষ্টাংশ হুবুহ উদ্ধৃত করা হলো–

“Importance and Weakness of English Labour

Source: *Labour Monthly*, July 1923, pp. 30-36, “Selection from the Literary Remains of Karl Marx,” III England and Revolution, Max Beer;

Original German: Reprinted in *Neue Zeit*, Stuttgart, Vol. XX, part 2, p. 475. This article (“Importance and Weakness”) was a “Confidential Circular” of the General Council to the branches of the International;

Transcribed: by Ted Crawford.

In 1869, the General Council of the International Working Men’s Associations, who also functioned as Regional Council of England, was assailed from two opposite sides – from Bakunin’s Geneva paper, *Egalité*, and from some English members, both opposition elements demanding a division of function, that is, the severance of the English Regional Council from the General Council. In a meeting, held for this purpose on January 1, 1870, the General Council rejected the motion of the Bakuninists in the following reply formulated and drafted by Karl Marx.

Long before the *Egalité* was founded the motion to sever the General Council from the Regional Council was repeatedly brought forward and supported by two English members of the Council. It has always been rejected with practical unanimity. Our opinion is that, while the revolutionary impulse may perhaps come from France, it is surely England only that can be made into a lever for a lasting economic revolution. It is the only country which has no peasantry to speak of, and where landed property is concentrated in a few hands. It is the only country where the capitalist form, that is, combined living and mechanical labour on a large scale controlled by capitalist employers, has got hold of the

whole production. It is the only country where the great majority of the population consists of wage workers. It is the only country in which the class division and the organisation of the working class through the trade unions have attained a certain degree of maturity and comprehensiveness. Owing to her predominance on the world markets England is the only country where a transformation of its economic conditions must immediately react on the whole world. If landlordism and capitalism have their classical seats in that country, so are also all the material conditions of their destruction most highly developed there. The General Council, by functioning also as Regional Council, is in a position to get immediate hold of that great lever of proletarian revolution. How stupid, how criminal would it be to surrender such an instrument into English hands only!”

(Source- Marx-Engels Archive, www.marxists .org)

বুর্জোয়াদের দাবী ও বুর্জোয়াদের স্বার্থেই পূর্বাপর ব্যবহৃত ও কার্যকর জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে ২য় আন্তর্জাতিককে ব্যবহারকারী জার্মান কর্তাদের গুরু ও অনুসারীদের বিষয়ে খোদ মার্কস–এ্যাংগেলসের আরেকটি অভিমত হুবুহু উল্লেখ করাটা ২য় আন্তর্জাতিকের বুর্জোয়া কমিউনিষ্টদের ভন্ডামি উপলব্ধি করতে সহায়ক বিবেচনায় তা করা হলো–

“Strategy and Tactics of the Class Struggle

Abstract

Written: September 17-18 1879;

Transcribed: by Zodiac.

A Private Circulation Letter from Marx and Engels, (First drafted by Engels) to Germany's Social-Democratic leadership — Bebel, Liebknecht, Fritzsche, Geiser, Hasenclever, Bracke.

This was in response to an August 1879 article written by Karl Hochberg, Eduard Bernstein, and Carl August Schramm, entitled

"Retrospects on the Socialist Movement in Germany". The magazine piece advocated transforming the German Social-Democratic party from a revolutionary to a reformist platform.

It is an unavoidable phenomenon, well established in the course of development, that people from the ruling class also join the proletariat and supply it with educated elements. This we have already clearly stated in the Manifesto. Here, however, two remarks are to be made:

First, such people, in order to be useful to the proletarian movement, must bring with them really educated elements. This, however, is not the case with the great majority of German bourgeois converts. Neither the *Zukunft* [fortnightly Berlin magazine] nor the *Neue Gesellschaft* [monthly Zurich periodical] has provided anything to advance the movement one step. They are completely deficient in real, factual, or theoretical material. Instead, there are efforts to bring superficial socialist ideas into harmony with the various theoretical viewpoints which the gentlemen from the universities, or from wherever, bring with them, and among whom one is more confused than the other, thanks to the process of decomposition in which German philosophy finds itself today. Instead of first studying the new science [scientific socialism] thoroughly, everyone relies rather on the viewpoint he brought with him, makes a short cut toward it with his own private science, and immediately steps forth with pretensions of wanting to teach it. Hence, there are among those gentlemen as many viewpoints as there are heads; instead of clarifying anything, they only produce arrant confusion — fortunately, almost always only among themselves. Such educated elements, whose guiding principle is to teach what they have not learned, the party can well dispense with.

Second, when such people from other classes join the proletarian movement, the first demand upon them must be that they do not bring with them any remnants of bourgeois, petty-bourgeois, etc., prejudices, but that they irreversibly assimilate the proletarian viewpoint. But those gentlemen, as has been shown, adhere

overwhelmingly to petty-bourgeois conceptions. In so petty-bourgeois a country as Germany, such conceptions certainly have their justification, but only *outside* the Social-Democratic Labor party. If the gentlemen want to build a social-democratic petty-bourgeois party, they have a full right to do so; one could then negotiate with them, conclude agreements, etc., according to circumstances. But in a labor party, they are a falsifying element. If there are grounds which necessitates tolerating them, it is a duty *only* to tolerate them, to allow them no influence in party leadership, and to keep in mind that a break with them is only a matter of time.

In any case, the time seems to have come.

It is inconceivable to us how the party can any longer tolerate in its midst the authors of that [Hochberg, Bernstein, Schramm] article. If the party leadership more or less falls into the hands of such people, the party will simply be emasculated and, with it, an end to the proletarian order.

So far as we are concerned, after our whole past only one way is open to us. For nearly 40 years we have raised to prominence the idea of the class struggle as the immediate driving force of history, and particularly the class struggle between bourgeois and the proletariat as the great lever of the modern social revolution; hence, we can hardly go along with people who want to strike this class struggle from the movement. At the founding of the International, we expressly formulated the battle cry: The emancipation of the working class must be the work of the working class itself.

We cannot, therefore, go along with people who openly claim that the workers are too ignorant to emancipate themselves but must first be emancipated from the top down, by the philanthropic big and petty bourgeois. Should the new party organ take a position that corresponds with the ideas of those gentlemen, become bourgeois and not proletarian, then there is nothing left for us, sorry as we should be to do so, than to speak out against it publicly

and dissolve the solidarity within which we have hitherto represented the German party abroad. But we hope it will not come to that.

This letter is to be communicated to all the five members of the Committee in Germany, as well as Bracke....

On our part, we have no objection to this being communicated to the gentlemen in Zurich."

(Source- Marx-Engels Archive)

অত:পর, কমিউনিষ্ট পরিচয়ের কার্যত পুঁজির দালাল ও রক্ষক ২য় আন্তর্জাতিকের ভন্ডদের বজ্জাতি নয় প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের কান মলতে হলে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম-বিপ্লব করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হতে হবে কেবলমাত্র নিজেদের সংগঠনেই বলেই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা ও সংগঠনের গুরুত্ব প্রসংগে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারেও মার্কস-এ্যাংগলসরা লিখেছিলেন-" মাঝে মাঝে শ্রমিকেরা জয়ী হয়, কিন্তু অল্প দিনের জন্য। তাদের সংগ্রামের আসল লাভ আশু ফলাফলে নয়, মজুরদের ক্রমবর্ধমান সম্মিলনে।" এবং নানান জোড়াতালি বা আপোষ থাকলেও শ্রমিকশ্রেণীকে বৈশ্বিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্যই তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি অর্থাৎ প্রথম আন্তর্জাতিক। তাতে কিন্তু জাত-জাতি বা জাতি-পাতির কোন ব্যাপার ছিল না বরং জাতিয় সংগঠনে অংশ গ্রহণ করা হতেও বিরত থাকার বিধানই ছিল কমিউনিষ্ট লীগেরও এবং কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচনাকারীদের উদ্ভাবিত তত্ত্ব-সুত্রমুলেই অনুরুপ জাত-পাতের সেবা করার সুযোগ নাই কমিউনিষ্টদের। প্যারী কমিউনের পরাজয়ের পরে নানাবিদ আন্ত:বিরোধ সহ মুলত বুর্জোয়াশ্রেণীর হামলা-আক্রমনে ১৮৭৪ সালে ১ম আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত হয়। এবং ভালো হয়েছে যে, ২য় আন্তর্জাতিক বা তার উত্তরাধিকার ৩য় আন্তর্জাতিক ইতিহাসের নিয়মমতোই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নিয়েছে।

যদিচ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হওয়ার পর শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি-সামর্থে উৎফুল্ল হয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের লন্ডন,১ম মে, ১৮৯০ সালের ভূমিকায় ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন-
" ইউরোপ ও আমেরিকার প্রলেতারিয়েত তাদের লড়বার শক্তি বিচার করে দেখছে, এই সর্বপ্রথম তারা সংঘবদ্ধ, সংঘবদ্ধ একটি বাহিনী রুপে, **এক** পতাকার নিচে, **একটি** আশু লক্ষ্য নিয়ে: ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস ও আবার ১৮৮৯ সালের প্যারিস শ্রমিক কংগ্রেসে যা ঘোষিত হয়েছিল সেইভাবে আইন পাশ করে সাধারণ আট ঘন্টা কর্ম-দিবস চালু করতে হবে। আজকের দিনের দৃশ্য সকল দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে যে, আজ সকল দেশের প্রলেতারিয়েরা সত্যই এক হয়েছে। "

অত:পর, যে আশু লক্ষ্য নিয়ে ২য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত ও এ্যাংগেলসের সাক্ষ্যমতে অমন শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল সেই ২য় আন্তর্জাতিক যদি ঘোষিত উদ্দেশ্য হাসিলে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ এতদ্বিষয়ক নীতি ইত্যাদি যা মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক সূত্রায়িত-ব্যাখ্যাত এবং কমিউনিষ্ট লীগ ও ১ম আন্তর্জাতিক কর্তৃক অনুমোদিত সে মোতাবেক যদি যথার্থভাবে স্বীয় দায়-দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতো - তবে ১৯০০ সালের মহামন্দা, যার-পরিণতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেই মহামন্দাকে যথার্থভাবে মোকাবেলা করতো অর্থাৎ বিদ্রোহী উৎপাদন উপকরণের মহাবিদ্রোহের সহিত সাযুর্য রেখে ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যোগ দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে উল্লেখিত দুই মহাবিদ্রোহী শক্তির সমন্বয়ে গঠিত পর্যায়ক্রমিক মহাবিদ্রোহের ভয়ংকরতায় বিশ্বময় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যে অবস্থা সৃষ্টি হতো তাতে দুনিয়ার তাবৎ শোষক গোষ্ঠী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যে-অর্জিত শ্রমিক সংহতি ও সংগঠনের শক্তি ও কার্যকারিতা চাক্ষুস করতো ।

কিন্তু, ১৮৯৫ সালে এ্যাংগেলসের মৃত্যুর পর ১৮৯৬ সাল হতে আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কিত জন লকের তত্ত্বায়নে পরিচালিত হয়ে ২য় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যকেই কেবল বিনষ্ট ও বিভিক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বিপরীতে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থবাহী অথচ মেকি ও অন্ধভাবাবেগ বৈ বস্তুত অনুপস্থিত দেশপ্রেমের উছিলায় দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে রাষ্ট্র বিশেষের রাষ্ট্রিক গন্ডীতে আবদ্ধ-বন্দী করে বুর্জোয়াদের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র বিশেষের পক্ষে-বিপক্ষে ভাগ-বিভাগ করার মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকেই পরস্পরের শত্রু হিসাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে আন্তর্জাতিকের রাষ্ট্রবাদী কমিউনিষ্ট -পুঁজিবাদী ভাঁড়েরা ।

অত:পর, স্বীয় শ্রেণী স্বার্থের বিপক্ষে কেবলই বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে যুদ্ধমান রাষ্ট্রগুলোর শ্রমিকশ্রেণী পরস্পরের বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধে সহযোগিতা করেছে তেমন নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা-খুন করেছিল বিধায় তথাকথিত বুর্জোয়া দেশপ্রেম ও জাতিবোধে আচ্ছন্ন ও অন্ধ হয়ে বুর্জোয়াদের মিথ্যা-ভুয়া ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা ও প্ররোচনায় প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত হয়ে স্বীয় শ্রেণী নয় কেবলই বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই পরস্পরের বিরুদ্ধে নানান মিথ্যা অভিযোগ-অভিশাপ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও ঘৃণা-দ্বেষ পোষণ ও প্রচার করেছে হেতু দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের শত্রু বুর্জোয়াদের ক্ষয়ক্ষতিকেও ভুলভাবে নিজেদের ক্ষতি বিবেচনায় বা প্রাণহানি-অংগহানি সহ সত্যি সিত্য নিজেদের নানান ক্ষয়-ক্ষতির দায়েও বুর্জোয়াশ্রেণীকে নয়, বিপরীতে প্রতিপক্ষ বা শত্রুপক্ষ বা যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণীকেও শত্রুদেশের শত্রু গণ্যে শত্রু দেশের বুর্জোয়া ও শ্রমিককে একই কাতারভুক্তিকরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র ক্ষতিকর জাতিপ্রেম ও দেশপ্রেমের কাল্পনিক আবেগ দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর সহিত পুঁজিপতিশ্রেণীর আজন্ম বৈরীতার সম্পর্ক স্থগিত বা সাময়িক অবসান ঘটিয়ে বৈরী দেশের শ্রমিকশ্রেণীকেও কেবলই শত্রুপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করেছিল বলেই কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন সময়েই নয়, সুদুর ভবিষ্যতের জন্যও যুদ্ধলিপ্ত দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণী কায়িকতো বটেই মানসিকভাবেও পরস্পরের শত্রু হিসাবে যেমন যতোটা মাত্রায় নিজেদেরকে চিহ্নিত-শনাক্ত করেছিল ঠিক ততোটা মাত্রায় নিজেদের মধ্যেকার শ্রেণী সংহতি-ঐক্য গড়ে তোলার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়েছিল।

অথচ, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবন্ধ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপেই যুক্তিসংগত কারণেই শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করবে বলে মার্কস-এ্যাংগেলস যে সকল তত্ত্ব-সূত্র নির্দিষ্ট করেছিলেন সেইসকল গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সমুহকে অগ্রাহ্য না করে বা কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে মূলনীতি হিসাবে বিবেচনায় রাখলে ও সে মতো আন্দোলন ও সাংগঠনিক ক্রিয়াদি সম্পাদন ও তদার্থে সক্রিয় থাকলে ২য় আন্তর্জাতিক -১৯০০ সালের মহা মহামারীতে আক্রান্ত-বিপন্ন ও মরাণাপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণীকে বৈশ্বিক পরিসরে বিশেষত পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে সম্মিলিত প্রতিরোধ-প্রতিআক্রমনের মাধ্যমে হয়তো পরাস্ত নয়তো- ১ম বিশ্বযুদ্ধ হতে সাময়িকভাবে হলেও , বুর্জোয়াদের বিরত করতে পারতো।

কারণ-২য় আন্তর্জাতিকের উল্লেখিত রূপ সাংগঠনিক তৎপরতায় মরণাপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণী নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা পেতে সাক্ষাত মৃত্যুদুতের সহিত অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সহিত বোঝাপড়ার জন্যই নিজেদের সাংঘাতিক রকম ক্ষতি স্বীকার করে হলেও বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ নিস্পত্তিতে সাময়িক সমঝোতায় উপনীত হতো এমনকি বুর্জোয়াদের কেউ কেউ ইতিহাসবোধ ও নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতিজনিত কারণেই যেমন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হতো আবার কেউ কেউ অনুকুল ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায়ও মূল শত্রু শ্রমিকশ্রেণীর সহিত সন্ধি স্থাপন করতো।

তৎসত্ত্বেও -বুর্জোয়াশ্রেণী অতি উৎপাদনের মহামারি আক্রান্ত হেতু পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রতিযোগী হিসাবে নিজেদের বিভিন্ন ভাগ-বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যেকার বিরোধ-বৈরীতা ও শত্রুতামূলক ত্রিশংকু অবস্থায় থাকতো আবার সুযোগ-সুবিধামতো চুক্তি-সন্ধি ভংগ করতোই । ঐরূপ অবস্থায় বৈশ্বিক পরিসরে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় ও আধিপত্য লাভে -২য় আন্তর্জাতিকের সুসংগঠিত-সুশৃংখলিত এবং করণীয় বিষয়ে সুশিক্ষিত কর্মীবাহিনী সমেত শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বপরিসরে সুবিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ-প্রতিআক্রমনে শক্তির ভারসাম্যে অনিবার্যভাবে পর্যদুস্ত-বিধ্বস্ত, বিপন্ন-সংকটাপন্ন বুর্জোয়শ্রেণী হয়তো পরাজিত ও পরাভূত হত নতুবা নিদেনপক্ষে অস্তিত্ব রক্ষায় ও উদ্ধার আশায় বুর্জোয়াশ্রেণী- আবারো বাধ্য হয়ে যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়াত বা সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ করতো । তবে, পুন:পুন ভংগ ও চুক্তি সম্পাদন করার অবস্থায় তথা বুর্জোয়াদের অনুরূপ কার্যক্রমে শ্রমিকশ্রেণী শুরুতেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে না পারলেও সংকটোত্তরণে ব্যর্থ-অযোগ্য ও অক্ষম পুঁজিবাদ স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই আবারো ভীষণ সংকটে নিপতিত হয়ে আবরো শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ছাঁটাই-বন্ধ ইত্যাদির মতো অস্ত্র বুর্জোয়ারা যেমন ব্যবহার করতো তেমন আন্ত:বিরোধে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে ক্রমশই দুর্বল হতে দুর্বলতর ও বহু ভাগ-বিভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের নিশ্চিত পরাজয়কে সুনিশ্চিত করতো।

সুতরাং- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব -সূত্র পরিত্যাগী বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের নীতি পরিহারকারী-দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই বৈশ্বিক পরিসরে শ্রমিকশ্রেণী ঐক্য-সংহতি অর্জনে প্রতারিত-

বঞ্চিত হয়েছে বলেই পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও বুর্জোয়া সংকটের কারণেই আরো একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। স্বয়ং বিধ্বস্ত পুঁজিবাদ যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি হতে রেহাই পেতে অর্থাৎ পুন:পুন এবং অনিবার্য সংকট এড়াতে বিশ্বময় ভারসাম্যপুর্ণ বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গড়ে তোলেছিল বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিশেষ । তবু, জন্মসুত্রে প্রাপ্ত পুঁজিবাদের আজন্ম সংকট এড়াতে পারেনি বলেই ১৯৭০ এর দশকেও মন্দা দেখা দিয়েছিল। আবার, ২০০৭-৮ সালেও মন্দার মহামারীতে আক্রান্ত হয়েও কেবলমাত্র বিদ্রোহী উৎপাদন শক্তির সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ ও সাযুজ্যপুর্ণ আচার-আচরণে যোগ্য ও উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর অভাব অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিনাশ ও বিলোপে উপযুক্ত ও যোগ্য শ্রমিকশ্রেণীর উপযুক্ততার ও যোগ্যতার ভান্ডার অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের অগ্রদুত তথা শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠন ও ঐক্যের অভাব ও অনুপস্থিতিতে কার্যত তুলশীতলায় উপনীত হয়েও এখনো মরতে মরতে বেঁচে আছে পুঁজিবাদ, মুলত ২য় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক পান্ডা ও লেনিনবাদের হেতুবাদে ।

কিন্তু,মার্কস কর্তৃক লিখিত এবং ১৮৭০ এর ৯ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অনুমোদিত বক্তব্য এই: " প্রতিটি দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রত্যেকটি শাখা শ্রমিকশ্রেণীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করুক। আজ যদি তারা তাদের কর্তব্য পরিহার করে, যদি তারা নিস্ক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানের এই প্রচন্ড যুদ্ধ হবে আরও মারাত্মক আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অগ্রদুত: আর দেশে দেশে শ্রমিকের উপর ঘটবে তরবারির, ভুমির ও পুঁজির অধিপতিদের নতুন বিজয়।" অত:পর, দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটনের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াকে মার্কিনী পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণভুক্ত ও তা নিশ্চিতকরণে দি ফান্ডের মতো মহাক্ষমতাধর একটি একক কেন্দ্র গঠন ও ঐ কেন্দ্র হতে সমগ্র দুনিয়ায় পুঁজিবাদী শোষণ-আধিপত্য সংরক্ষণ -নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমাগত মজুরি-জীবন হরণ সহ নৈমত্তিক দুর্বিসহ জীবনে নিপতিত উপর্যপুরি কৃত্রিম জাতীয়তা ও ক্ষতিকর দেশপ্রেমের সুরায় আচ্ছন্ন-মতিচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত এবং তদানুরূপ কারণে ঐক্য ও সংগঠনহীন অর্থে অতীব দুর্বল শ্রমিকশ্রেণীর চলমান দুর্যোগ-দুর্দশার জন্য কেবলই রিগ্যান-থ্যাচার বা বুশ-ব্লেয়ার গোষ্ঠীই দায়ী ?

বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর উক্তরূপ মহা বিপর্যয় ও ক্ষয়-ক্ষতির সংগঠক-অনুগঠক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অনুকুলে ও অনুসরণে " রুশ মার্কসবাদী"-দের একাংশের নেতা "লেনিনের পার্টি" ১৯০৩ সালে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে দলীয় কর্মসুচীর ৭ নং অনুচ্ছেদে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে দলীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। ১৯০৫ সালেই লেনিন এই কর্মসুচীর সমর্থনে "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল -ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল" নিবন্ধে লিখেছেন-" আমাদের মার্কসবাদীদের জানার কথা যে, বুর্জোয়া স্বাধীনতা এবং বুর্জোয়া প্রগতির পথ ছাড়া, প্রলেতারিয়েত এবং কৃষকদের সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্য কোন পথ নেই, থাকতে পারে না।" এবং একই নিবন্ধে তিনি লিখেছেন-" বুর্জোয়া বিপ্লব হল এমন বিপ্লব যা বুর্জোয়া অর্থাৎ পুঁজিবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে যেতে পারে না। বুর্জোয়া বিপ্লব পুঁজিবাদী বিকাশের চাহিদা প্রকাশ করে, এবং তার ভিত্তি ধ্বংস করাতো দুরের কথা, তা সে ভিত্তি আরো প্রসারিত ও গভীরতর করে।" এবং

“পুঁজিবাদের আরো বিকাশ ব্যতিত অন্যকোন কিছুর মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সন্ধান করতে হবে এই চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীল। ” এবং “ বুর্জোয়া বিপ্লব প্রলেতারিয়েতের কাছে অতি উচ্চ মাত্রায় লাভজনক। বুর্জোয়া বিপ্লব প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে অবধার্যরূপে আবশ্যক। বুর্জোয়া বিপ্লব যতবেশী পরিপূর্ণ,চূড়ান্ত, যতবেশী সংগতিপূর্ণ হবে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম হবে ততবেশী সুনিশ্চিত।”

অত:পর, লেনিনের বক্তব্য যদি সঠিক হয় তবে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচয়িতাগণ লেনিন বিবৃত বুর্জোয়া বিপ্লবের মাহাত্ম ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি বলে নিশ্চিতভাবেই মার্কসরা প্রতিক্রিয়াশীল। অন্তত ইস্তাহারের উপরোল্লেখিত অংশ তাই প্রমাণ করে। কি সর্বনাশ! কমিউনিষ্ট লেনিন বুঝলেন কিন্তু দুনিয়াব্যাপী পুঁজির প্রসারকারী তবু বোকা বুর্জোয়াশ্রেণী বুঝতেই পরছে না বুর্জোয়া বিপ্লবটি আসলেই তাদেরই স্বার্থাধীন বা তাদেরই ভিত্তি প্রসারিত করে । তবে বুর্জোয়াশ্রেণীর চরম শত্রু হিসাবে পরিচিত লেনিন কেবল এর গুরুত্বই বুঝেছেন তা-ই নয় বরং বুর্জোয়া বিকাশের জন্য বিপ্লব করতে বা তজ্জন্য খাটতে হবে মার্কসবাদীদেরকে বলে সেই রূপ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন ।

কিন্তু কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচয়িতারা ১৮৪৮ সালেই লিখেছেন- দুনিয়াময় নানান জাতির স্থানীয় কাঠামো ও জাতীয় চরিত্র ধ্বংস করে দুনিয়াটাকে বুর্জোয়া ছাঁচে গড়ে ও বুর্জোয়া চরিত্র দান করে দুনিয়ার সকল জাতির বাজার দখল করেও অতি উৎপাদনের আতিশায্যে বা উৎপাদন প্রাচুর্যের মহামারিতে আক্রান্ত পুঁজিবাদ মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়েছে হেতু পুঁজিবাদের বিকাশের আর সুযোগ- অবকাশ নাই বলেই বুর্জোয়া সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ অর্থাৎ বুর্জোয়া সংকট এবং পুঁজিবাদের প্রকৃতিগত কারণেই পুন:পুন সংকট-মহাসংকট বুর্জোয়া সমাজের অনিবার্য পরিণতি বিধায় অনুরূপ সংকট-মহাসংকট তথা নিত্য নতুন উৎপাদন উপকরণের অনুরূপ বিদ্রোহ-মহাবিদ্রোহে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত এবং বিপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জোটবদ্ধ লড়াই বিশেষত সভ্যদেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রধানতম শর্ত। অথচ, প্রাগুক্ত নিবন্ধে লেনিন আবিস্কার করলেন পুঁজিবাদের আরো বিকাশের সুযোগ আছে। তবে, পুঁজিবাদের বিকাশের সমস্যাটা হচ্ছে-অবুঝ বুর্জোয়াশ্রেণী বোকামি করে বুর্জোয়া বিকাশের কাজটা করছে না, আবার বুর্জোয়া বিকাশের পর্যায়টি সমাপ্ত না হলে যে, শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় মুক্তি অর্জন করতে পারবে না। কাজেই-সমস্যাগ্রস্ত বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করার শর্তেই শ্রমিকশ্রেণীকে নিজ মুক্তি অর্জন করতে হবে। লেনিনের এরূপ সুত্রায়ণে, পুঁজিবাদের মুল্যায়নে মিথ্যুক না হলে বোকা বটে বেচারা মার্কস-এ্যাংগেলস, আর সত্যিবাদী যুধিষ্ঠির বটে জ্ঞানী -গুণি এবং লাসালের শিষ্য কাউৎস্কি -লেনিনরাই।

তবে কেউ কেউ হয়তো বলবেন লেনিনতো সভ্য দেশ বা আমেরিকা-পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর জন্য বুর্জোয়া বিপ্লবের কথা বলেনি, বলেছে কেবল রুশ আর দ্বিতীয় আন্ত র্জাতিকের ফতোয়ামতো রুশসহ অপরাপর পশ্চাৎপদ দেশগুলোর জন্য। তা-হলেতো বলতে হবে মার্কস-এ্যাংগেলস সমগ্র বিশ্বকে মোটেই দেখেনি-বুঝেনি বা বিবেচনায় নেয়নি বা বুর্জোয়া ডেভেলেপমেন্টও বুঝতেই পারেনি।

আবার, লেনিন সহ মার্কসবাদীরাই যে বলেন কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচয়িতারাই নাকি বৈশ্বিক দৃষ্টিভংগি দ্বারা পুঁজির গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন ? লেনিন ও লেনিনবাদীরা যাহাই বলুন না কেন - ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত " রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্ক" নিবন্ধে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছিলেন- " রুশীয় গোষ্ঠী মালিকানাকে যদি কোন্ কিছু বাঁচাতে পারে, একে এক নতুন এবং সত্যিকারের টেকসই একটা রূপে পরিণতির সুযোগ দিতে পারে, তবে সে হল কেবল পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারীয় বিপ্লব।" এবং কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের "১৮৮২ সালের দ্বিতীয় রুশ সংস্করণের ভূমিকা" লন্ডন,২১ জানুয়ারী,১৯৮২ সালে মার্কস ও এ্যাংগেলস লিখেছেন- " রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেত হয়ে উঠে যাতে দুই বিপ্লব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়,তা হলে রাশিয়ার ভূমির বর্তমান যৌথ মালিকানা কাজে লাগতে পারে কমিউনিষ্ট বিকাশের সূত্রপাত হিসাবে।"

অতএব, এটি প্রমাণিত সত্য যে মার্কস-এ্যাংগেলসদের দৃষ্টির বাইরে ছিল না রাশিয়া বরং নিবীড় পর্যবেক্ষণে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই তাঁরা বলেছেন যে, রাশিয়ার স্বার্থক বিপ্লবেরও শর্ত বটে পশ্চিম ইউরোপের প্রলেতারীয় বিপ্লবের সফলতা । তবে, এটিও সত্যি যে, মার্কস-এ্যাংগেলসরা যেন-তেন প্রকারে রাষ্ট্রিক ক্ষমতাতো নয়ই, রাজনৈতিক ক্ষমতাও ভোগ-দখল করার প্রবণতায় যেমন আক্রান্ত হননি তেমন ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে স্বীয় উদ্দশ্য হাসিলে কোন প্রকার তত্ত্ব-সূত্র নির্ধারণ করেননি বলে পুঁজি ও পুঁজিবাদের প্রকৃতই যা যা অবস্থা তাঁরা দেখেছিলেন তাহাই- নৈব্যক্তিক ও নির্মোহভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তত্ত্বয়ান-সূত্রায়ন করেছেন।

কিন্তু,ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ এখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, কাউৎস্কিরা জার্মান পুঁজির ভাড়া খেটেছিলেন বলে জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থেই জার্মান পুঁজিপতিদের প্রচারিত তথাকথিত জাতিয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ধুয়া তুলেছিলেন। এবং জনাব লেনিনও কেবলমাত্র রুশের সম্রাট জারকে সরিয়ে যে কোনভাবে রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনুকূল ও সহায়ক শক্তি হিসাবে কাউৎস্কিদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক সহযোগিতা সহ উক্তরূপ রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন বলে মার্কসদের আবিস্কৃত তত্ত্বকে গ্রহণ করার নামে কার্যত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সকল নীতি-তত্ত্ব ও সূত্রকে কৌশলে বিকৃত করার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে একটি "সমাজ" নয় বরং রাষ্ট ব্যবস্থা হিসাবে যেমন উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন তেমন পুঁজিবাদের আন্ত:বিরোধ বা পরিণতির স্বরূপ- সমাজতন্ত্র নয়, বিপরীতে কেবলই তাঁর মতো বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ও কলা-কৌশলের আশ্রয়ে বিদেশী পুঁজির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে অলীক মততন্ত্র বানিয়ে স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে নিয়োজিত ছিলেন বলে আলোচ্য নিবন্ধেই এতদ্বিষয়ক তথ্য-প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে।

অতপর, লেনিন সাহেব স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিষয়ক কাউৎস্কিদের ভুয়া বক্তব্য মার্কসবাদের আবরণে বাজারজাত করেছেন বলে

মার্কসরা নয়, কাউৎস্কি-লেনিনরাই প্রথাগত পুঁজিবাদীদের অপেক্ষা অধিকতর কৌশলী পুঁজিবাদী হিসাবে পুঁজিবাদী স্বার্থ সংরক্ষণে জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার ছুতায় রাষ্ট বিশেষের ক্ষমতা দখল-বেদখলে যেমন সমাজতন্ত্রের তেমন পুঁজিবাদের ভুয়া-মনগড়া বিবরণী প্রস্তুত করেছিলেন ।

কাউৎস্কিদের গৃহীত রাজনৈতিক লাইনের স্বাভাবিক পরিণতি ও অনিবার্যতায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ধ্বংস বা ভয়ানক পরিণতিতে সুইটজারল্যান্ডের জিম্মারওয়াল্ডে ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে লেনিনের উপস্থিতিতে গঠিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট কমিশন। কিন্তু বৈশ্বিক দায়িত্ব পালনে অমনোযোগী-অনাগ্রহী লেনিন কেবলই "রুশী মার্কসবাদী"-র দায়িত্ব সম্পাদনে ঐ কমিশন পরিত্যাগ করেছিল।

আবার ১৯০৮ সালে আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরুদ্ধে রোজা লুক্সেমবার্গের লিখা নিবন্ধের জবাব দিতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নে ২য় আন্তর্জাতিকের পক্ষে তবে পরবর্তীতে কাউৎস্কিকে শান্তিবাদীতার দায়ে দলত্যাগী হিসাবে গালাগালি করলেও আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ক্ষেত্রে খোদ কাউৎস্কিকেই সমর্থন করে রোজাকে সুবিধাবাদী হিসাবে চিহ্নিত-আখ্যায়িত করে লেনিন কর্তৃক লিখিত " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার" শিরোনামে প্রসভেশ্চেনিয়ে পত্রিকার ৪,৫ ও ৬ সংখ্যায় এপ্রিল-জুন,১৯১৪ সালে প্রকাশিত দীর্ঘ নিবন্ধে বর্ণিত আছে এই: " এর অর্থ, মার্কসবাদীদের কর্মসূচীতে ' জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের' যে কথা আছে তার তাৎপর্য ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"

অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের স্বাধীন বা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতেই হবে। অথচ, চলমান এই নিবন্ধেই ব্যবহৃত-উদ্ধৃত, মার্কস-এ্যাংগেলসের বক্তব্যেই বিবৃত হয়েছে যে -রাষ্ট্র ব্যভিচারী, রাষ্ট্র শ্রেণী শোষণকারীর যন্ত্র, রাষ্ট শ্রেণী স্বার্থ রক্ষাকারী, রাষ্ট্র শ্রেণী দমনকারী তথা রাষ্ট্র-ই স্বয়ং গুন্ডা, রাষ্ট্রই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণে ভয়ানক সন্ত্রাসী - দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজ এবং শান্তির প্রধান শত্রু অর্থাৎ রাষ্ট্রই নিজস্ব পুলিশ-সেনা বাহিনী সমেত আইন-আদালতের মাধ্যমে নিরস্ত্র জনসাধারণের সকল শান্তি হরণ করে নিত্যই জনগণকে ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে থাকতে বাধ্য করে; অত:পর, রাষ্ট্রই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রধান প্রতিবন্ধক এবং রাষ্ট্রই মানুষের স্বাধীনতার মুল দুশমন বলেই প্রত্যেকের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে এবং সমাজতন্ত্র যেহেতু হত্যা-খুন বা ইত্যকার অশান্তির সমাজ ব্যবস্থা নয়,কারণ- পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকরণে প্রাইভেট ওনারশীপের সুবাদে স্বল্প সংখ্যক পরজীবী ব্যক্তি কর্তৃক বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের উপর রাষ্ট্রিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণী আধিপত্য বজায়-বহাল রাখার ব্যবস্থা বিশেষ; বিপরীতে সমাজতন্ত্র - সকল প্রকার উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ ও বিলীন করার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণের সকল প্রক্রিয়া-ব্যবস্থা, প্রথা ইতাদি সমূলে নির্মূল করে বলেই সমাজতন্ত্রে অধিকসংখ্যক মানুষ কর্তৃক স্বল্প সংখ্যক মানুষ যারা ইত:পূর্বে ব্যক্তিমালিকানার সুবাদে উদ্বৃত্ত-মূল্য

আত্মসাৎকরণের সুযোগ-সুবিধাভোগী তাঁদেরকে উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োজিত করে প্রত্যেক মানুষকে উৎপাদনশীল-মর্যাদাবান মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা তথা 'শ্রম আর কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্ম হিসাবে নয়" বা কারো জন্য উদ্বৃত্ত-মুল্য সৃষ্টি করাও শ্রম ও শ্রমিকের কর্ম নয়, বরং শ্রম সকল মানুষের মর্যাদার বিষয় হিসাবে পরিণত হবে হেতু পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধাভোগী বা তদ্রুপ অভ্যাস বা আচরণকারী স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির উপর সংখ্যাধিক্য মানুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্বই সমাজতন্ত্র বিধায় সমাজতন্ত্রে সেনা-পুলিশ ইত্যকার সরকারী খুনি-সন্ত্রাসী বা গুন্ডাবাহিনীর আদৌ প্রয়োজনীয়তা নাই।

তবে, কেবল মাত্র সমাজতন্ত্রের শত্রু শ্রেণী কখনো কখনো পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত বা ইত্যকার দুস্কর্মাদি সংঘটন বা তদ্রুপ ব্যবস্থা করতে চাইলে বা করলে সমগ্র জনগণ স্বশস্ত্রভাবে অর্থাৎ প্যারী কমিউন যেভাবে স্বশস্ত্র জনগণের বাহিনী দ্বারা শত্রুশ্রেণীকে মোকাবেলা করেছে সেরকমভাবে দুস্কৃতিকারীদেরকে দমন করতে সক্ষম । উপরন্ত মার্কসরা নিশ্চিত করেছিলেন যে, স্বয়ং বয়োবৃদ্ধ পুঁজিবাদ খোদ রাষ্ট্রকেও অন্তিম দশায় পৌঁছিয়ে যেমন নিজের তেমন রাষ্ট্রেরও বিলোপ ও বিনাশের যাবতীয় উপাদান তৈরী করেছে। কাজেই, পুঁজিবাদের কবরখনক শ্রমিকশ্রেণী কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণীসহ রাষ্ট্রকে কবরস্তই করা বৈ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে না।

তাছাড়া- উৎপাদনের উপকরণের সাধারণ মালিক গণ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংখ্যাধিক্য মানুষ কোনক্রমেই আবারো কতিপয় পরজীবী ব্যক্তির নিকট উৎপাদন উপকরণের মালিকানা হস্তান্তর করতে রাজী হবে না,যেমন ব্যক্তিমালিকানা সমর্পন করতে রাজী নয় বুর্জোয়াশ্রেণী। এমনকি, সমাজতান্ত্রিক সাধারণ মালিকানায় ধরিত্রীও যেহেতু সকল মানুষের ব্যবহারোপযোগী উৎপাদন উপকরণ এবং প্রকৃতির অধিকারও সমভাবে সমাজের সকল মানুষের সেহেতু জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার বা জাতীয়তাবাদের দেশপ্রেম এসব ফালতু কোন রাজনৈতিক প্রলোভনেই সাধারণ মানুষজন অনুরূপ ভ্রান্ত বোধের সংকীর্ণ জাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বিশেষের সীমায় ও গন্ডিতে নতুনভাবে আবদ্ধ ও বন্দী হতে চাওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

মোটকথা- সাধারণ মালিকানার সুফলভোগী ও স্বশ্রমজীবী মানুষ কোনক্রমেই পরজীবী কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং খন্ড-বিখন্ড ধরত্রিীর সাবেকী সামাজিক-রাষ্ট্রিক অবস্থায় ফিরে যাবে না। ইতিহাস পিছনে নয়, সামনেই যায়।

সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভ হতে জন্ম নেওয়া সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের পরবর্তী ব্যবস্থা বলেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপক্কতায় -পরিপূর্ণতায় শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ বৈ শ্রেণী বিভক্তির পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্ম হওয়ার আক্ষরিক অর্থেই বা পদার্থ বিজ্ঞান বা জীব বিজ্ঞানের সূত্র মতোও সম্ভব নয়।

কাজেই, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের বিনাশ-বিলোপ সাধন অনিবার্য ও আবশ্যকীয় এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর মিমাংসার অতিত বৈরীতা-বিরোধীতা হেতু পুঁজিবাদী

সংকটের পরিণতিতে অনিবার্যভাবে সৃষ্ট সমাজতন্ত্র তথা প্রলেতারীয় একনায়ত্বের ফলে রাষ্ট্রতো বটেই রাষ্ট্রের অপভ্রংশ বিশেষও আক্ষরিক অর্থেই অনাবশ্যকতা ও অপ্রয়োজনীয়তায় বিলীন ও বিলুপ্ত হবে।

সুতরাং- মার্কসদের উদ্ঘাটিত তত্ত্ব অনুযায়ী বুর্জোয়া রাষ্ট্র, স্বাধীন রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্র ইত্যাকার ধরণের কোন রাষ্ট্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা করা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক কর্ম নয় বরং, রাষ্ট্রের বিনাশ ও বিলোপ সাধনে -শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠন বিশেষত পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাষ্ট্র নয়,"সমাজ" প্রতিষ্ঠা করাই ছিল শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকের করণীয়। তাছাড়া- এই নিবন্ধেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, লেনিনদের ফর্মুলা মতো প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক চীন, সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম সহ দেশ-জাতি ভিত্তিক ক্ষমতাদখলকারী -"কমিউনিষ্ট পার্টি"গুলোর কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীই সর্বাধিক শোষিত-নিপীড়িত ও নির্যাতিত বটে। কারণ- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যকার সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলো অক্ষম পুঁজিপতিদের দায় বহনে রাষ্ট্রিক খাত প্রতিষ্ঠা করলেও প্রথাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোতে মালিকানার নানান রূপের মধ্যে প্রধান খাত হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা।

অত:পর, বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিমালিকানার সুবাদে আত্মসাৎকৃত উদ্বৃত্ত্ব-মূল্যের অংশ বিশেষের ভাগীদার- ভোগীদার রাষ্ট্রজীবীরা স্বয়ং স্বার্থে অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বাথেই ভান-ভনিতা করে থাকে নিরপেক্ষতার বা মালিকপক্ষের সহিত শ্রমিকপক্ষের বিরোধ-বৈরীতা নিস্পত্তিকরণে তৃতীয় পক্ষরূপ মধ্যস্থতাকারী বা ক্ষেত্রবিশেষ কনসিলিয়েটর। যেমনটা আই.এল.ও'র কনভেনশন-৮৭ বা কনভেশন ৯৩ -৯৮ ইত্যাদিতে বিবৃত করেছেন বটে পুঁজিবাদী গুরু তবে শ্রমিক দরদী ষ্ট্যালিন-রুজভেল্টরা। অনুরূপ কনভেনশনে অনুসাক্ষরকারী বা সমর্থক রাষ্ট্রগুলোর শ্রমিকরা উল্লেখিত বিধি-বিধানের সুযোগে সভা-সমাবেশ ও সংগঠনের অধিকার সমেত শ্রম শক্তি বিক্রিতে শ্রমিকশ্রেণী কিঞ্চিত দামাদামির সুযোগ পায় বা এক মালিকের প্রতিষ্ঠান হতে অন্য মালিকের প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ বারিত নয় বলেই শ্রশমক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে চাহিদা-সরবরাহের নিয়ম খানিকটা জারী থাকে।

কিন্তু, লেনিন বা লেনিনবাদীদের রাষ্ট্র সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বা হালের কোরিয়া-ভিয়েতনাম ও চীন ইত্যাদিতে শ্রমের একমাত্র ক্রেতা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র পক্ষই এককভাবে শ্রম ঘন্টা-মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে থাকে এবং শ্রম বাজারে অনুরূপ রাষ্ট্রিক একচেটিয়ার কারণে দামাদামির সুযোগ হীনতায় সর্বাধিক কম দামে শ্রম শক্তি বিক্রেতা মজুর-রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বের বাইরে যেমন শ্রম শক্তি বিক্রির সুযোগ হতে বঞ্চিত তেমন মজুরি সমেত শ্রমিক স্বার্থ বিষয়ে সভা-সমাবেশ করা বা তদার্থে সংগঠন ইত্যাদি সংগঠিত করতে রাষ্ট্রিক কারণেই কার্যত অনুপযুক্ত বিধায় এহেন জঘন্য ও নিকৃষ্ট মজুরি দাসত্বের সুযোগে ও সুবাদে সর্বাধিক পরিমান উৎদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে কেবলমাত্র রাষ্ট্রজীবী লেনিনবাদী, মাওবাদী, কমিউনিষ্ট ও নিউ কমিউনিষ্ট এবং তাঁদের

সমর্থনপুষ্ট ও সহযোগিতাধন্য নানান গোত্রের বা নানান রাষ্ট্রের পুঁজিপতি। ফলে লেনিনবাদী বা মাওবাদী রাষ্ট্রগুলোতে যুক্তরাজ্য- যুক্তরাষ্ট্রের মতো শ্রম বাজার নয় বরং, লেনিন ও লেনিনবাদীদের মতে রাষ্ট্রিয় মনোপলির বাজারে শ্রমশক্তি বিক্রেতা শ্রমিকশ্রেণী কেবলই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হুকুমের দাস।

এমনকি, ইচ্ছামতো যত্রতত্রো যাওয়ার সুযোগও নাই কোরিয়ান কমিউনিষ্টদের রাষ্ট্রে বলেই জীবন বাঁচাতে চীনে গিয়ে কাজ করে ধরা পড়লেও কিমের ব্রাক্ষণরা দন্ড দিয়ে থাকে কোরিয়ার দাসগ্রোত্রীয় বা দাসের অধম দাস শ্রমজীবী জনগণকে। কারণ- শ্রমবাজারে রাষ্ট্রিক মনোপলি ক্ষুন্ন হলে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নের সুযোগ হ্রাস পাবে, তাতে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের পরিমাণও যে হ্রাস পাবে। ফলে- মহান কিমরা শ্রম শক্তি বিক্রির অবাধ অধিকারতো নয়ই এমনকি, বিদিশে-বিভুঁয়ে গিয়েও গোপনেও শ্রম শক্তি বিক্রি করতে দিতে পারে না লেনিনবাদী কমিউনিজমের টানে।

১৯২০,১৯২১, ১৯৩৬, ১৯৭৫ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নেও কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকা ও লেনিনের ছবি সম্বলিত প্লেকার্ড বাহী অভুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর মিছিল-সমাবেশে বন্দুক-বোমা এবং শেষত কামান-ট্যাংক চালিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করার নজির আছে। পোলান্ড সহ অপরাপর রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রে অর্থাৎ লেনিনীয় রাষ্ট্রগুলোতেও একই রকম নির্মমতা-নিষ্ঠুরতায় ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ ও ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে।

কাউৎস্কি-লেনিনদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের সুত্রায়ণে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত স্বাধীন বা জাতীয় রাষ্ট্র একটিও কার্যত স্বাধীন নয়, বিশেষত রোজভেল্ট-ষ্ট্যালিনদের সৃষ্ট-প্রতিষ্ঠিত আই.এম.এফের আমলে আই.এম.এফের এগ্রিমেন্ট মতো। আরো সুনির্দিষ্টভাবে- আই.এম.এফের চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৮ এর সেকসন ৫ বলে দি ফান্ডের সদস্য রাষ্ট্রের করকাঠামো নির্ধারণসহ নীতি -কৌশল প্রণয়নের এখতিয়ারে ও অনুচ্ছেদ-৯ মোতাবেক রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি-কৌশল অপরাধমূলক তৎপরতা গণ্য হলেও বিকল্পহীনভাবে দি ফান্ডের ব্যবস্থিত- নির্ধারিত নীতি গ্রহণ ও তৎমর্মে অপরাধ সংগঠিত হয়ে থাকলে বা থাকার সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকলে বা অনুরূপ অপরাধমুলক দুস্কর্ম দি ফান্ড কর্তৃক সংগঠিত হলে বা অনুরূপ দুস্কর্ম ইত্যাদি দি ফান্ডের দ্বারা চাপানোর দায়ে- দি ফান্ডকে আগাম দায়মুক্তি বা প্রয়োজনে দায়মুক্তি দিতে সদস্য রাষ্ট্র বাধ্য বিধায় সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রয়োজনে নিজ নিজ সংবিধান পরিবর্তন-স্থগিত বা অকার্যকর করতে বাধ্য হেতু অনুরূপ চুক্তিভুক্ত ঋণদাস রাষ্ট্রগুলোর নুন্যতম ক্ষমতা নাই নিজ সীমায় স্বাধীনভাবে কর নির্ধারণ বা উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালানার এমনকি, পয়:প্রণালী সংস্কার সহ পানি সরবরাহ ইত্যকার বিষয়ও আই.এম.এফের বেতনভুক কর্তাদের ইচ্ছাধীন বিষয়।

অত:পর, ষ্ট্যালিনদের দি ফান্ড -বিশ্ব প্রভু হিসাবে শাসন করছে সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অর্থাৎ একটিমাত্র কেন্দ্র হতে পরিচালিত-নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্বের তাবৎ ঋণদাস রাষ্ট্র। কাজেই আত্ম নিয়ন্ত্রণ নয় বরং স্ব-নিয়ন্ত্রণের স্বত্ব বিসর্জন দিয়ে ব্যাংক-ফান্ডের নিয়ন্ত্রণে

পরিচালিত হচ্ছে লেনিনদের অতীব প্রয়োজনীয় জাতীয় রাষ্ট্র বা স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো। শেষত লেনিনের রাশিয়াও টিকে নাই। যদিচ, লেনিনের জাতি সমস্যা বিষয়ক মন্ত্রী ষ্ট্যালিন পার্টি সম্পাদক হিসাবে ১৯৩৬ সালে খষড়া সংবিধান বিষয়ক তাঁর বক্তব্যে ঘোষণা করেছিল- সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে ইউনিয়নে কোন জাতিগত বৈরীতা-বিরোধ নাই এবং ১৯৭৭ সালের সংবিধানে বলা হল শ্রেণীগত তফাতও বিলীন হয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে বলেই সংবিধানমুলে প্রতিষ্ঠা করা হল শ্রেণীমুক্ত তথা জনগণের রাষ্ট্র।

কিন্তু, লেনিনের স্বজাতিয় রাষ্ট্র রাশিয়া- ২০০৮ সালে ষ্ট্যালিনের স্বজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র জর্জিয়াকে আক্রমন করার প্রেক্ষিতে জর্জিয়ার তরফে বলা হল পররাজ্য গ্রাসী ও আগ্রাসী রুশরা ৪০০ বছরের বেশী সময় ধরে জর্জিয়াকে জাতিগত ভাবে শোষণ করছে।

লেনিন বা ষ্ট্যালিন বা পুটিন যার বিরুদ্ধেই জর্জীয়দের অভিযোগটি হোক না কেন লেনিন- ষ্ট্যালিনদের উদ্দেশ্যমুলক বানোয়াটি ফতোয়া বা দাম্ভিক ঘোষণা ইত্যাদি যে বাস্তবতা বর্জিত বা কাল্পনিক তাতো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল।

অথবা, ষ্ট্যালিনদের জাতীয় সংগীতে বর্ণিত চিরদিন স্থায়ী হওয়ার জন্য গঠিত মুক্ত রিপাবলিক যা " আনব্রেকেবল" তা কিন্তু ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল রুশী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী গর্বাচেভদের আমলেই। অত:পর, বর্ণিত ঘটনাবলী প্রমাণ করে - নিপীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থে নিবেদিত বা নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক ও রক্ষক রুশী মার্কসবাদী লেনিনের এতদ্বিষয়ক বক্তব্য বা থিসিস ইত্যাদি যথার্থ অর্থেই বাস্তব নয়- সঠিক নয়।

সর্বপুরি, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমুলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বৈ জাতীয় রাষ্ট্র, জাতীয় স্বাধীনতা ইত্যকার বিষয়াদি যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বৈরী ও বিরোধী বক্তব্য এবং অনুরূপ বিকৃত বক্তব্যকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বা মাও চিন্তাধারার আবরণে যতই সাম্যবাদী তত্ত্ব হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হোক এবং এরূপ অপচেষ্টাকারী তা- তিনি কাউৎস্কি -লেনিনই হোন বা ষ্ট্যালিন- মাওসেতুং বা হোচিমিন-কিম ইল সুং যেই বলুন বা লিখুন না কেন অনুরূপ বক্তব্য -বিবৃতি যে ভুয়া-ভ্রান্ত, জালিয়াতি ও প্রতারণামুলক সে বিষয়ে সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই।

২য় আন্তর্জাতিকের কালেতো বটেই বর্তমান দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর তাবৎ দু:খ-দুর্দশা ও দৈন্যতার জন্য কাউৎস্কি-লেনিনরা সহ আমরা যারা তাদের চেলা-চামুন্ডা ছিলাম বা আছি তারা কি দায়ী নই? তবে, থ্যাংকস টু লেনিন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি পীড়িত পুঁজিপতির সেবক-রক্ষক। ফলে- এক্ষেত্রে তিনি বাইবেলীয় ধারার সেল্ফ ডিটারমাইনেশন বা ন্যাচারাল জাষ্টিস বা সমাজিক চুক্তির প্রবক্তা -জনলক-জেফারসন্সদের শিষ্য।

একারণেই- ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ তারিখে লেনিনের জারীকৃত “ Decree on Freedom of Conscience, Church and Religious societies” মাধ্যমে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বিবৃত সকল প্রাচীন অভিজ্ঞতার পরিপন্থী বা বিরোধী নয় বরং বিবেক সহ ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে বাইবেল সহ সকল প্রাচীন বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতামতের অবাধ চর্চা করার সুযোগ দেওয়ার এবং বর্ষপঞ্জীর আধুনিকায়ন বা বৈজ্ঞানিক সংস্করণ নয় বরং ৮ ফেব্রুয়ারী,১৯১৮ তারিখের ডিক্রিবলে লেনিনের রাশিয়ায় খ্রীষ্ট্রীয় বাইবেল রক্ষক পোপের গ্র্যাগরীয়ান ক্যালেন্ডার লেনিন কর্তৃক কার্যকরীকরণ; এবং

২০আগষ্ট, ১৯১৮ তারিখে “ মার্কিন শ্রমিকদের নিকট পত্র” এ লেনিন নিজেই লিখেছেন- “ আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতোই অধিকৃত-জমি ও লুঠ-করা মুনাফার ভাগ নিয়ে রাজা জমিদার পুঁজিপতিদের সংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন বিপুল-সংখ্যক লুঠেরা যুদ্ধের মাঝখানে যে ধরনের যুদ্ধের সংখ্যা এত কম, তেমন একটি মহান, সত্যিকারের মুক্তিসাধক, সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধ থেকেই নতুনতম সুসভ্য আমেরিকার ইতিহাস শুরু হয়েছে।” নাউজুবিল্লাহ। চুরি-ডাকাতি ও দুর্নীতির দায়ে নির্বাসিতদের উত্তরসূরী তবে দাসমালিক , জালিয়াত, মুনাফাখোর, লুটেরা এবং আমেরিকার আদিবাসীদের প্রতি ৮ জনের ৭ জনকে খুন ও অবশিষ্টদেরকে বন্দী-বিক্রি ও গহীন জংগলে বিতাড়নের দায়ে- বংশ পরম্পরায় খুনি জেফারসন্স-ওয়াশিংটনরা যদি **মুক্তিসাধক** ও **মহান** হয় তবে লেনিনের বিচারে দুর্বৃত্ত- দুষ্ট, বর্বর ও বদমাইশ কারা? সুতরাং, লেনিনের যোগ্য শিষ্য বলেই হোচিমিনও বলেছেন -জেফরসন্সরা **মহান-অমর** ।

যদিচ, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ পুস্তকে মার্কস লিখেছেন- “ পৃথিবীর সমস্ত নিয়মিত সৈন্যদলের যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নুখস্থ সমস্ত ঘরবাড়িগুলির ভস্মীভবন সর্বদাই তাদের অনিবার্য নিয়তি হয়ে এসেছে। অথচ, ইতিহাসের একমাত্র ন্যায়সংগত যুদ্ধ, পদানতকারীদের বিরুদ্ধে পদানতদের যুদ্ধের বেলায় সেটি যেন কোনোমতেই চলে না।” অর্থাৎ মার্কস কেবলমাত্র প্যারী কমিউনের যুদ্ধকে “ ইতিহাসের একমাত্র ন্যায় সংগত যুদ্ধ” হিসাবে বিবৃত করেছেন এবং প্যারী কমিউনপন্থীরা যে পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত নিয়মিত বাহিনীর মতো বর্বরতা-অসভ্যতা করেনি তার সাক্ষ্যও দিচ্ছেন হেতু মার্কস কিন্তু লেনিনের মতো আমেরিকার বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধকে মহান বা বিপ্লবী যুদ্ধ ইত্যকার কোন অভিধায়-শব্দে নয় বরং আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধকেও প্রথাগত বা বর্বর যুদ্ধ ছাড়া আরো কোন যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেননি, **মুক্তিরতো নয়ই**। এমনকি- দাসতন্ত্র হতে সামন্ততন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র হতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যুদ্ধকেও যথার্থভাবেই মার্কসরা মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। কারণ- ঐ সকল যুদ্ধও ছিল কেবলই একশ্রেণীর শোষকের পরিবর্তে আরেকশ্রেণীর শোষকের আধিপত্য লাভের যুদ্ধ বা শোষকদেরই পারস্পারিক জয়-পরাজয় নির্ধারক জঘন্য ঘটনাবলী বিশেষমাত্র । যেমন- প্রিন্স আওরংগুজেব কর্তৃক সম্রাট শাজাহানের সিংহাসন দখল যেমন ভারতীয় জনসাধারণের মুক্তির বিষয় নয় তেমন বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌলার পরাজয় ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত দখলও পরজীবী বৈ ভারতীয় সাধারণ মানুষের জয়-পরাজয়ের বিষয় নয়।

যদিও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীই ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করে মানবজাতির সভ্যতার অগ্রগতিতে একটি ধাপ তৈরী করেছিলেন। এ প্রসংগে- ২৫ জুন, ১৮৫৩, নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের ৩৮০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত " ভারতে বৃটিশ শাসন" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " যেন না ভুলি যে, এই হীন, অনড় ও উদ্ভিদ সুলব জীবন, এই নিস্ক্রিয় ধরণের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি করেছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায়। যেন না ভুলি যে, ছোট ছোট এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এই ভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির পশুবৎ পুজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপী বানর এবং শবলাদেবী রূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধ:পতনের প্রমাণ দিয়েছে। একথা সত্য যে, ইংলন্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থ সাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল; এশিয়ার সামাজিক অবস্থার মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।"

পুঁজিবাদের চরিত্র এমনটা বলেইতো মার্কসরা পুঁজিবাদের ঐহিতাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করেননি; তাই বলে পুঁজিবাদকে মানবজাতির মুক্তির ব্যবস্থা যেমন বলেননি তেমন বরং যথার্থভাবেই প্রমাণ করেছেন - পুঁজিবাদই শ্রেণী শোষণের বা শোষণমুলক ব্যবস্থার শেষ সমাজিক ব্যবস্থা বা শোষকদের শোষণের শেষ ধাপ বৈ আর কিছুই নয় । সাধারণ মানুষ যেমন দাসতন্ত্রে তেমন সামন্ত বা পুঁজিতন্ত্রেও কেবলই দাসই বিধায় মার্কসরা পুঁজিবাদকে,যেমন মজুরি দাসত্বের ব্যবস্থা তেমন আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীকে মজুরি দাস হিসাবে যথার্থভাবেই নির্ণিত করেছিলেন।

অত:পর, ১৩ কলোনিয়াল শাসক-শোষক জেফারসন্সরা নিপীড়ক হওয়া সত্ত্বেও যখনই পিড়ীত হয়েছিল তারা অন্য কেউ নয় খোদ স্বদেশীয় ও স্বশ্রেণীর দ্বারা তখনই বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধ করে নিজেদের কর্তৃত্ব লাভ করেছিল বলে লেনিনের রায়ে তাঁরা "বিপ্লবী, মহান-মুক্তিসাধক" গণ্য হলেও জেফাসন্সরা যেমন প্রকৃতই মহান বা মুক্তিসাধক নয় তেমন দুনিয়ার তাবৎ পীড়িত বুর্জোয়ার সেবক-সমর্থক "মহান" লেনিনের মতো- বুর্জোয়া ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে ছিলেন না বলেই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আমৃত্যু অনুগত ও আন্তরিক এবং বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক এবং শান্তিপ্রিয় মার্কস আমেরিকান জেফারসন্সদের বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধকে "ন্যায়সংগত যুদ্ধ" বলতে পারেননি, মহান-বিপ্লবী বা মুক্তিযুদ্ধতো নয়ই ।

রোজাকে সুবিধাবাদী প্রমানের নিমিত্তে ঐ একই নিবন্ধে লেনিন লিখেছেন- " নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়া যে পরিমাণে নিপীড়ক জাতির বুর্জোয়ার সংগে লড়াই চালায়, সেই পরিমাণেই আমরা সর্বদাই, সর্বক্ষেত্রেই ও সর্বাধিক দৃঢ়ভাবে তার পক্ষে,কেননা আমরা

হলাম নিপীড়নের সবচেয়ে নির্ভীক ও সংগতিপরায়ন শত্রু।" কি ভয়ানক ও সর্বনাশা বিবৃতি এবং কমিউনিষ্টদের করণীয় ও পরিচিতি !

নিরাকরণের নিরাকরণ সূত্র সমেত আলোচ্য নিবন্ধেই পুঁজি গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, পুঁজি সঞ্চালনের শর্তে ও কেন্দ্রীভূতকরণের প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতিকেও মালিকানা হতে উচ্ছেদ করে খোদ পুঁজি এবং সম্প্রতিকালে যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ব্যাংক- জেনারেল মোটর্স সহ বহু কোম্পানী দেউলিয়া হয়েছে। আমেরিকাতো বটেই দুনিয়ার নাম্বার ওয়ান ধনী ব্যক্তি মাইক্রোসপ্টের স্বত্বাধিকারী বিল সাহেবও একদিকে পুঁজি হারানোর দুশ্চিন্তা অন্যদিকে জাপানী নতুন প্রতিযোগির আতংকে আতংকিত বিল সাহেবের সচিত্র সংবাদ ২০০৯ সালের ১৩ নভেম্বরে প্রকাশ করেছে- www.yahoo.com।

তা-হলে কি আমেরিকার শ্রমিকরা এখন জেনারেল মোটর্সের দায়-দেনা পরিশোধ করে এরূপ দুরাবস্থার জন্য প্রতিযোগী বলে নিপীড়নকারী অপরাপর মোটর্স কোম্পানীর বিশেষত জার্মানীর ভক্স ওয়াগন ইত্যকার কোম্পানীর কারখানা জ্বালিয়ে দিবে ? অথবা, বিল সাহেবের শ্রমিকরা জাপানী প্রতিযোগী সহ বিল সাহেবের লোকসানের জন্য দায়ী সকল পুঁজিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে?

তাছাড়া কমিউনিষ্টদের কাজ কি বুর্জোয়ার স্বার্থ রক্ষা বা তদমর্মে কর্মতৎপরতা চালানো? কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে-" সুতরাং, কমিউনিষ্টরা হল একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলোর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ -যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নিয়ে যায়; অপরদিকে তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রলেতারিয়েতের অধিকাংশের তুলনায় তাদের এই সুবিধা যে, প্রলেতারীয় আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। কমিউনিষ্টদের আশু লক্ষ্য অন্য সমস্ত প্রলেতারীয় পার্টির উদ্দেশ্য থেকে অভিন্ন: প্রলেতারীয়কে শ্রেণী রূপে গঠন করা, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার।"

না, কোথাও কিন্তু বুর্জোয়াদেরকে সমর্থন-সহযোগিতা করার বক্তব্য নাই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে, বরং সর্বত্র এবং সর্বসময়ে প্রলেতারিয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়াদি বিবৃত হয়েছে। কাজেই, লেনিনের মতো বুর্জোয়া সমর্থক বা পীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থ রক্ষকরা যদি কমিউনিষ্ট হয় তবে, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার অস্বীকৃত ও অকার্যকৃত হয় বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহার পন্থীরা কমিউনিষ্ট হলে লেনিন সাহেবরা কমিউনিষ্ট নয়।

কমিউনিষ্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি,লন্ডন,মার্চ-১৮৫০ সালে মার্কস-এ্যাংগেলস লিখেছেন- " কমিউনিটিগুলির জন্য স্বাধীনতা, স্বায়ত্বশাসন বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বুলি দিয়ে শ্রমিকদের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না।" তবু, আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার পন্থীরা মার্কসবাদের নামেই স্বায়ত্বশাসন, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা

বলে শ্রমিক আন্দোলনে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। ঐ বিবৃতিতেই আরো বর্ণিত আছে- "আমাদের স্বার্থ এবং আমাদের কর্তব্য হল বিপ্লবকে নিরন্তর রাখা,-যতদিন না কমবেশী সকল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি তাদের আধিপত্যের আসন থেকে অপসারিত হচ্ছে; যতদিন না প্রলেতারীয়েত রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করছে এবং শুধু একটি দেশে নয়, পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান দেশে প্রলেতারীয় সংঘ এতটা এগিয়ে যাচ্ছে যে এই সব দেশের প্রলেতারিয়দের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে আর অন্তত প্রধানতম উৎপাদন শক্তিসমূহ প্রলেতারীয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদলবদল নয়-ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই ধ্বংস, শ্রেণী বিরোধকে মোলায়েম করা নয়-শ্রেণীসমূহেরই বিলোপ,বর্তমান সমাজের উন্নতি সাধন নয়-নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা।"

না, লেনিনের মতো নিপীড়িত জাতির পীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষাবলম্ভন নয় বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদলবদলও নয় বা বুর্জোয়া সমাজের উন্নয়নও নয়, বরং ব্যক্তিগতসম্পত্তির ধ্বংস সাধনই কমিউনিষ্টদের নিরন্তন করণীয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন মার্কস-এ্যাংগেলস। কাজেই, মার্কস-এ্যাংগেলসদের মতে সেই কমিউনিষ্ট যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানা বিনাশে , পুঁজিবাদের বিলোপে দুনিয়ার সর্বত্র কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এবং কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে এবং কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য কায়েমে নিরন্তর লড়াই করে। অত:পর, এতদশর্তে, মার্কস-এ্যাংগেলস কমিউনিষ্ট হলে পীড়ত বুর্জোয়ার সংরক্ষক-সমর্থক বকলমে পুঁজিপতিশ্রেণীর সহায়ক -সেবক ২য় আন্তর্জাতিকের কর্তারা সহ লেনিন কি কমিউনিষ্ট ? তবে, লেনিন নিজেই বলেছেন তিনি রুশী মার্কসবাদী। সুতরাং, মার্কস-এ্যাংগেলসের আবিস্কৃত-উদ্ঘাটিত ও তত্ত্বায়িত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আর মার্কসবাদ যেমন সমার্থক নয় তেমন কমিউনিষ্ট আর মার্কসবাদীও যে, এক ব্যক্তি বা এক কথা নয় তাওতো সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত।

'ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০ ' পুস্তিকায় মার্কস লিখেছেন- " পেটি বুর্জোয়ার যা স্বাভাবিক কর্তব্য সেটা করে শ্রমিকেরা; আর শ্রমিকদের কাজ, সেটা কে করে? কেউ না। ফ্রান্সে সে কাজ করা হয় না, তার ঘোষণা মাত্র হয়। জাতীয় চৌহদ্দির অভ্যন্তরে কোথাও সে কাজ সম্পন্ন হয় না; ফরাসী সমাজের ভিতরকার শ্রেণী-সংগ্রাম পরিণত হয় বিশ্বযুদ্ধে যাতে মুখোমুখি দাঁড়ায় বিভিন্ন জাতি। কাজ সম্পাদন শুরু হয় সেই মুহূর্তে, যখন বিশ্বযুদ্ধ মারফৎ প্রলেতারিয়েতকে ঠেলে দেওয়া হয় দুনিয়ার বাজারের মাতব্বর, ইংলন্ডের পুরোভাগে। এক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সমাপ্তি নয়, সাংগঠনিক শুরুটা লক্ষ্য করা যায় তা স্বল্পস্থায়ী বিপ্লব নয়।" অর্থাৎ দেশ-জাতি বা রাষ্ট্রের গন্ডীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাছাড়া- সমাজতন্ত্র অর্জনে প্রতিষ্ঠিত " শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলী" তে অনুরূপ সূত্রায়নসমেত মার্কস লিখেছেন- "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সমস্যাটি কোনো স্থানীয় বা জাতীয় সমস্য নয়, এ সমস্যা হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাধীন সমস্ত দেশকে নিয়ে, আর এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে সবচেয়ে অগ্রণী দেশগুলির ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক সহযোগের উপর;" অথচ, লেনিনরা এক দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূত্র হাজির করলেন ।

অতীতে যেমন স্বসৃষ্ট গডকে শিখন্ডী বানিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা অনুরূপ ক্ষমতাধারী বা অনুরূপ ক্ষমতার বৈধতা প্রদানকারী গ্রেট টিচার বা সেমিগড বা হাফগড বা গডের অংশীদারগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্যারিশমা জাহিরে বলতেন যে, তাকে সৃষ্টি করবেন বলেই স্বয়ং গড দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষ-পশু পাখি সব সৃষ্টি করেছেন বা তাঁকে জন্মই দিয়েছে অভিশপ্ত মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। অনেকটা সেরকম করেই মার্কসকে শিখন্ডী বানিয়ে নিজেদের অসভ্য কার্যক্রম জায়েজ করতে লেনিনকে মার্কসের একমাত্র ও উপযুক্ত শিষ্য প্রমাণে লেনিনের " শিষ্য" ষ্ট্যালিন বললেন " বিপ্লবের জন্যই লেনিনের জন্ম। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি ছিলেন বিপ্লব সংগঠনের প্রতিভা এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব সম্পর্কিত কলাকৌশলের সর্বশ্রেষ্ট ওস্তাদ। "

২৮ জানুয়ারী,১৯২৪ সালে ক্রেমলিন সামরিক স্কুলের স্মরণ সভায় প্রদত্ত ও ১২ ফেব্রুয়ারী,১৯২৪ সালে প্রাভদায় প্রকাশিত, ঢাকার গণ-প্রকাশন কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত লেনিন ও লেনিনবাদ প্রসংগে, জে.ভি. স্তালিন, পুস্তকে বর্ণিত উপরোক্ত বক্তব্য সহ আরো লিপিবদ্ধ আছে -" শ্রমজীবী মানুষের মহান নেতা ও মহান শিক্ষক, আমাদের লেনিন তাঁর ঐকান্তিক নির্দেশ দিয়ে গেছেন, দেখিয়ে দিয়ে গেছেন কোন পথ ধরে কমিউনিজমের মহান বিজয়ের পথে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে।" এবং
ঐ পুস্তকেই বিবৃত " মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকাশে লেনিনের সৃজনশীল অবদান- প্রথম মার্কিন শ্রমিক প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত অংশ, ৯সেপ্টম্বর,১৯২৭" এ বর্ণিত আছে-" এই অর্থেতেই লেনিনবাদকে আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ বলে বর্ণনা করে থাকি। নিম্নোক্ত কিছু প্রসংগভূত বিষয়ে লেনিন নতুন কিছু অবদান রাখেন, মার্কস-এর শিক্ষাবলীকে আরো বিকশিত করে তুলেন।
প্রথমত:- পুঁজিবাদের নতুন পর্যায় হিসাবে একচেটে পুঁজিবাদের-সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন। "পুঁজি" গ্রন্থে, মার্কস ও এ্যাংগেলস পুঁজিবাদের মুল ভিত্তিগুলোর বিশ্লেষণ প্রদান করেন। কিন্তু মার্কস ও এ্যাংগেলস বাস করতেন প্রাক্ একচেটে পুঁজিবাদের আমলে, পুঁজিবাদের স্বচ্ছন্দ বিবর্তনের ও সমগ্র বিশ্বের উপর তার " শান্তিপূর্ণ" বিস্তার সাধনের আমলে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর সুচনার দিকে পুঁজিবাদের সেই পুরানো পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে, যখন মার্কস ও এ্যাংগেলস ইতোমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এটা বোধগম্য যে, মার্কস ও এ্যাংগেলস পুঁজিবাদের নতুন অবস্থাগুলোকে কেবল অনুমানই করতে পারতেন যা পুরানো পর্যায়ের পরম্পরাক্রমে আসা পুঁজিবাদের নতুন পর্যায়ের ফলশ্রুতিতেই, বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী তথা একচেটিয়া পর্যায়ের ফলশ্রুতিতেই উদ্ভুত হয়েছিল, যখন পুঁজিবাদের স্বচ্ছন্দ বিবর্তনের অনুবর্তী হয়ে এসেছিল পুঁজিবাদের আকস্মিকতাপূর্ণ , প্লাবন সৃষ্টিকারী বিকাশ, যখন বিকাশের অসমতা ও পুঁজিবাদের অন্ত র্দ্বন্দ্বগুলো বিশেষভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আর যখন, বিকাশের চূড়ান্ত অসমতাজনিত পরিস্থিতিতে, বাজারের জন্য এবং পুঁজির রপ্তানীর ক্ষেত্রের জন্য সংগ্রাম অনিবার্য করে তোলে বিশ্বের ও প্রভাবাধীন অঞ্চলের পর্যবৃত্তিক পুনর্বন্টনের জন্য পর্যায়বৃত্তিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ।

লেনিন এখানে যে সহায়তাটি প্রদান করেন সেটি, আর ফলশ্রুতিস্বরূপ তাঁর নতুন অবদানটি হল এই যে, পুঁজি গ্রন্থের মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে তিনি পুঁজিবাদের শেষ পর্যায় হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের এক মুল্যবান মার্কসবাদী বিশ্লেষণ উপস্থিত করেন, এবং তার ক্ষতচিহ্নগুলো ও তার অনিবার্য পতনের শর্তগুলোকে গঠন করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাধীনে, আলাদা-ভাবে ধরলে, স্বতন্ত্র পুঁজিবাদী দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব। ----------

২। ক) তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থাকে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়ত্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় রূপ হিসাবে অবিস্কার করেন,-- --।

৩।ক) তিনি প্রমাণ করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ কর্তক পরিবেষ্টিত সর্বহারা একনায়কত্বধীন একটি দেশে পরিপুর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে, আর তা এই শর্তেই যে, চতুপার্শ্বস্থ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সামরিক হস্তক্ষেপ দ্বারা দেশটির টুটি টিপে ধরা হবে না।”

অত:পর, সমাজ বিকাশে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ব যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাতো বটেই এমনকি সমাজ-সভ্যতা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে “শ্রমের” ভূমিকা এবং ব্রেইনের “লিম্বিক সিস্টেম” যারা জানেন ও মানেন তাঁরা কেউই কথিত বিপ্লব নির্দেশিকার প্রণেতা মহান লেনিনের বিরল প্রতিভা বিষয়ক ষ্ট্যালিনীয় বক্তব্য কবুল করতে পারবেন না। তাছাড়া- অসত্যকে বানোয়াটিমুলে সত্য হিসাবে জাহির ও প্রতিপন্নকরণে বিশ্ব ওস্তাদ বিশ্বগুন্ডা হিটলারের পা'চাঁটা চেলা বিশ্ব বজ্জাত মি: গোয়েবলস তদ্বিষয়ে জনাব ষ্ট্যালিনের নিকট কতটা মাত্রায় শিশু তা নির্ধারণ সহ বিবৃত বিষয়টি সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা গেল:-

(১) “ ৩।ক) ” প্রসংগে-

অর্থাৎ রাশিয়ার চারদিকে জার্মান সহ যে সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আছে যাদেরকে বন্ধুভাবপন্ন বলেই সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়নি সেসকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র লেনিনদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র -রাশিয়ার “ টুটি টিপে” না ধরার শর্তেই কেবলমাত্র রাশিয়ায় “ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা যেতে পারে”। অথচ, পুঁজিবাদই পুঁজিবাদকে টুটি টিপে ধরেছিল বলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুর্বেও চার্চিলের ভাষায় আরো একটি বিশ্বযুদ্ধ অর্থাৎ ফ্রান্স-স্পেন জোটের সহিত প্রুশিয়া-ব্রিটেন জোটের ১৭৫৬-১৭৬৩ সালের “ সপ্তবর্ষী যুদ্ধ” সংঘটিত হয়েছিল এবং যে যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে ইন্দন যুগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার যুদ্ধের। অর্থাৎ সপ্তবর্ষী যুদ্ধের ঠেলা সামলাতে দায়-দেনাগ্রস্ত ব্রিটেনের রাজা অতিরিক্ত করারোপ করেছিল আমেরিকানদের উপর। রাজার করের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপীয় আমেরিকান অনেক চাষী-ব্যবসায়ীর মতো দায়-দেনা গ্রস্ত হয়েছিল ভার্জিনিয়ার তামাক চাষী দাস মালিক- জেফারসন্সও। সন্তানের দাবীতে '**পেটার্নাল ষ্টেট- ইংলন্ডের কিং জজ ৩য়'** এর নিকট সুবিচার প্রার্থনা করেছিল জেফারসন্সরা। শোষক পুঁজির হিংস্র -হায়েনা স্বভাবমতো ইংলন্ডীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সেবক রাজা জজ ৩য় -সেনা আক্রমনের মাধ্যমে বিচার নিস্পন্ন করতে সচেষ্ট হলে একান্ত বাঁচার তাগিদে রাজনৈতিক দল ইত্যাদি না থাকা সত্ত্বেও জেফারসন্সরা ক্রিয়েটারকে হাজির-নাজির গণ্যে ক্রিয়েটারের সাম্যের অধিকারে ও ক্রিয়েটারের সাম্য প্রতিষ্ঠায় আমেরিকার স্বাধীনতা, প্রকৃতপক্ষে ঘোষিত

বিবরণমতে " সেপারেশন" অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধ করেছিল। সুতরাং, পিতা-পুত্রের মধ্যেও পুঁজিরই কারণে যুদ্ধ হল বলে ব্রিটেনের শত্রু ফ্রান্স-স্পেন জেফারসন্সদের সমর্থন-সহযোগিতা করেছিল। অথচ, পুঁজিবাদ পতনের নায়ককে নায়কোচিত ভূমিকা পালনের সুযোগ দানের জন্য অন্তত ভিলেনের ভূমিকায়ও অভিনয় করবে না জার্মানী সমেত লেনিনের রাশিয়ার চারদিকের পুঁজিবাদী - সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলো?

বুর্জোয়াদেরকে শ্রেণীগতভাবে উৎখাত নয় বরং বুর্জোয়াদের আর্থিক সহযোগিতায় সিঁসমন্দি-ওয়েনেরা সমাজতন্ত্র কায়েমের প্রচেষ্টায় লিপ্ত শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করলেও তাদের প্রচেষ্টাকে ইউটোপিয় বলেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস। আদিকালে প্রকৃতি ও প্রকৃতির উপচার বন্য জন্তুর সাথে বৈ মানুষে মানুষে বৈরীতা ছিল না, কিন্তু যখন হতে শ্রেণীর উদ্ভব তথা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কর্তত্বের উদ্ভব হয়েছে তখন হতে এমন একটি ঘটনাও কি কেউ কখনো শুনেছে যে, উচ্ছেদকারীকে খোদ উচ্ছেদকৃতরা স্বেচ্ছায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করে নিজেদের উচ্ছেদ-পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চিত করেছে ?

এমনকি, ১ম বিশ্বযুদ্ধে জারের রাশিয়া ছিল ফ্রান্স-যুক্তরাজ্যের জোটসংগী এবং যুদ্ধটা জার্মানী শুরু করেছিল ২৮ জুলাই, ১৯১৪ সালে । কিন্তু পুঁজির টানে ও বৈরীতায় আটলান্টিকের অপর পাড়ের একদা পীড়িত জেফারসন্সদের যুক্তরাষ্ট্র,আদি পিতা বৃটেনের মিত্রশক্তি হিসাবেই জার্মান জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এপ্রিল,১৯১৭ সালে। স্বগোত্রীয়রা বা স্বশ্রেণীভুক্ত বুর্জোয়ারা পরস্পরকে রেয়াত করে নাই বলে ১ম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক-বেসামরিক মিলিয়ে আড়াই কাটি মানুষ অকালে নিহত হওয়া সহ মোট হতাহতের সংখ্যা- ৩কোটির বেশী । জন্তু-জানোয়ার, শিল্পকারখানা-পরিকাঠামো সহ সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেশুমার। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে আরো ভয়ানক আকারে ও ভয়ংকর রূপে। কেবলমাত্র নিহতের সংখ্যা-৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ । তবু কি বিশ্বাস করতে হবে যে, বুর্জোয়াদের ইনটেনসিভ কেয়ারে বিনা ওজড় আপত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষ টিকে থাকতে পারে। চাপে-তাপে বস্তু পরিবর্তন বা বিকশিত হয় বটে কিন্তু বস্তুর নিজ গুণে নয় কেবলই বর্হিশক্তির সহযোগিতায় টিকে থাকার নজির বস্তুজগতেও নাই। তৎসত্ত্বেও ষ্ট্যালিনরা মনে করেছিল ওস্তাদ লেনিনের কেরামতিতে ও ষ্ট্যালিনের মতো শিষ্যদের তেলছমতিতে প্রতিবেশী বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়ে রাশিয়ার "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি" টিকে থাকবেই। তবে অপরাপর অঞ্চলের বিশেষত আফ্রিকা বা এশিয়ার পরাধীন দেশগুলোর মধ্য হতে কোন্‌টি অনুরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলে টিকবে কি না সে ব্যাপারে কিন্তু, লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতার প্রবক্তা কিছুই বলেননি।

তবে প্রতিবেশী জার্মানী যে লেনিন সাহেবদেরকে তাঁদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় এমনকি লেনিনদের ক্ষমতা দখলেও সহযোগিতা করেছিল; এবং তদমর্মে জনাব ষ্ট্যালিনকেও সহযোগিতা করেছিল তাও কিন্তু ষ্ট্যালিনের উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা নিশ্চিত হয়।

ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান জন্মলাভের পর হতে এ যাবৎ অন্ত:ত ৩ টি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ভারত-পাকিস্তান এবং উভয় দেশই উভয়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ করছে হরহামেশাই। দুই কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরোধ ও বিদেশীদের হস্তক্ষেপ নৈমিত্যিক ঘটনা। কথিত সমাজতান্ত্রিক চীন ও ভিয়েতনাম বা ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা এমনকি যুদ্ধ করেনি? লেনিন-ষ্ট্যালিনের সোভিয়েত কি মাওয়ের চীন হতে বিজ্ঞানী-প্রকৌশলী সহ সকল সাহায্য প্রত্যাহার করেনি? অথচ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র অর্থাৎ জার্মানীর পুঁজিপতিরা সহযোগিতা করবে মর্মে মার্কসদেরকে বুড়ো আংগুল দেখিয়ে পশ্চিম ইউরোপকে ডিংগিয়ে নিজেরাই এককভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নয় , কেবলই 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র গঠন ও টিকে থাকবে তাও আবার শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সহযোগিতা না নিয়েই এবং কেবলই এবং একমাত্র প্রতিবেশী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কল্যাণে! লেনিনের ফতোয়ায় সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বটে ষ্ট্যালিনের ।

তবে হ্যাঁ, রাশিয়ার ক্ষমতা দখলেও এরকম সহযোগিতার কথা লেনিন বলেছিলেন-' রুশ সোশ্যাল -ডেমোক্রেটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পত্র' তারিখ-১৪ সেপ্টেম্বর,১৯১৭ সালে। ঐচিঠিতে বর্ণিত আছে- " রাশিয়ায় সত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পদে এখনো অপরিমিত; জার্মানরা আমাদের অন্তত সাময়িক যুদ্ধ বিরতি দেবে এ সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ। আর এখন যুদ্ধ বিরতি পাওয়ার মানে গোটা দুনিয়া জয় করা। "

অত:পর, লেনিনের উক্ত চিঠি মুলে প্রমাণিত যে, বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকলেও রাশিয়ায় বিপ্লব হবে এবং সে নিমিত্তে জার্মানরা যুদ্ধ বিরতি দিবে কেবলমাত্র বোকা জার্মানরা নিজেরা পরাজিত হয়ে ওস্তাদ লেনিনদেরকে বিশ্বজয়ের সুযোগদানের জন্যই। মারহাবা-মাশাল্লা। মহান লেনিনের মহান বুর্জোয়াদের নিশ্চয়ই এমনটাই স্বভাব-চরিত্র । আবার দেখুন-১৯০৫ সালে লিখিত " গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল -ডেমোক্রেসির দুই রণকৌশল" পুস্তকে লেনিন লিখেছেন- "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারার রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য। বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যা এই রূপান্তরে বাধা দিতে পারে ।" কি ভয়ানক কথা ।

অথচ, ১২ বছর পরে লেনিন বলছেন বিপ্লবের প্রয়োজনীয় সম্পদ নেই. তবে জার্মানির যুদ্ধ বিরতির মোক্ষ সুযোগটা পাওয়া গেলে বিশ্বটা জয় করা যাবে; মনে হয় যেন জার্মানরা ১ম বিশ্বযুদ্ধটা শুরু করছিল লেনিনদের বিশ্বজয়ের জন্যই। আবার ১৯০৫ সালে লেনিনই বলছেন বিল্পব কেবল অবিশ্যভাবী নয় , অনিবার্য বটে। এমনকি বিপ্লবে বাধা দেওয়ার কোন শক্তি বিশ্বে নাই । পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য কি ? জন্ম নেওয়া ও টিকে থাকার জন্য জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল তবু, পরাজয় ঠেকাতে না পারুক অন্তত বাধাও দিতে পারবে না কেউ রুশ বিপ্লবী লেনিনকে? তবে, খোদ জার্মানীই গো-হারা হারলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে । এত্তোসব বিবেচনার দরকার নাই, তাই ওস্তাদ লেনিন যা বলেছেন তার মানে- লেনিনরা দুনিয়ায় এতটাই শক্তিমান যে কোন শক্তিই তাদেরকে বাধা

দিতে সাহসও পাবে না। লেনিন ছাড়া এবং প্রাকপুঁজিবাদী যুগের গড ব্যতীত এমন মহাশক্তি আর কারো আছে কি ? অথবা, বিপ্লবী লেনিনদেরকে কেউ যদি বাধাই না দিল তবে বিপ্লব করতে হবে কেন? আবার, গডতুল্য বা ১৯১৭ সালে ক্ষমতায় অকুলান হলেও ১৯০৫ সালে মহাক্ষমতাধর লেনিনের রুশ নাকি টিকে থাকবে কেবলই পার্শ্ববর্তী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বদৌলতে !

আবার দেখুন- ২৩ আগষ্ট,১৯১৫ সালে " ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বনি" নিবন্ধে লেনিন লিখেছেন- " অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হল পুঁজিবাদের এক অনপেক্ষ নিয়ম। এ থেকে দাঁড়ায় যে, প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমনকি আলাদাভাবে একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব। পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে ও নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করে সে দেশের বিজয়ী প্রলেতারিয়েত দাঁড়াবে অবশিষ্ট দুনিয়ার বিরুদ্ধে, নিজের দিকে আকর্ষণ করবে অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণীগুলোকে, সেসব দেশে বিদ্রোহ জাগাবে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন দেখা দিলে শোষকশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে এমনকি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে। বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত যেখানে জয়লাভ করবে, সেসমাজের রাজনৈতিক রপ হবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, উক্ত জাতি বা জাতি সমুহের প্রলেতারিয় শক্তি তা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করে তুলবে সেই সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যারা তখনো সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হয়নি।"

অত:পর, ৯৯% সম্ভাবনার জার্মান বুর্জোয়াদের যুদ্ধবিরতি চুক্তির সুযোগ-সুবাদে রুশ বিপ্লব সাধনের দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর হওয়ার আগেই মহান লেনিন উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা দুনিয়ার সকল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে একে একে অপ্রতিহত গতির বিজয়ী যুদ্ধতো ঘোষণা করেই বসেছেন। তবু, জার্মান পুঁজিবাদীরা লেনিনকে রুশ ক্ষমতা দখলে সহযোগিতা করবে কেবলই জার্মান সহ সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সুনিশ্চিত পরাজয় নিশ্চিতকরণে? অথবা, শুধু প্রতিবেশী বুর্জোয়া নয় সকল দেশের সকল শোষক- পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এমন রণহুংকার ও অবশ্যই দুনিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিনাশ করার দৃঢ় প্রত্যয়ী ও বিশ্বজয়ে আত্মবিশ্বাসী লেনিনদেরকে টিকতে হবে কেবলই প্রতিবেশী পুঁজিপতিদের সাহায্য -সহযোগিতায় তাও আবার ১৯২৪ সালেও ? যদিচ, "প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেঈমান কাইৎস্কি" নিবন্ধে ৯অক্টোবর, ১৯১৮ সালে লেনিন দৃঢ়প্রত্যয়ে ঘোষণা করেছেন- " বিশ্ব বুর্জোয়ার ওপর জয়লাভ করবে বিশ্ব বলশেভিকবাদ।" অত:পর, এমনকি মার্কসবাদ নয়, বরং খোদ লেনিনের বলশেভিকবাদের বিজয়ে স্বয়ং লেনিনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা সহ লেনিন- ষ্ট্যালিনদের এতদ্বিষয়ক পুর্বপার সামঞ্জস্যহীন গালগল্প কেবলই গাঁজাখোরি মাতলামি বা মতলববাজির বকোয়াজ ছাড়া আর কিছু বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য কি ?

এছাড়া,গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই রণকৌশল পুস্তকে লেনিনই লিখেছেন- " রাশিয়ার মতো দেশে শ্রমিকশ্রেণী যন্ত্রণা ভোগ করে পুঁজিবাদের জন্য ততটা নয় যতটা পুঁজিবাদের অপর্যাপ্ত বিকাশের জন্য ।" অর্থাৎ লেনিনের ফতোয়ামতোই রাশিয়াতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয় যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ায় হবে। উপর্যপুরি,

লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী সমগ্র দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম করবেতো বলশেভিকদের রাশিয়াই; এবং তাই যদি হয়, তাহলেতো জনাব লেনিন যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই রণকৌশলের ফতোয়ায় তাওতো আর কার্যকরী করার সুযোগ পাবে না দুনিয়ার অন্যান্য "অ-পুঁজিবাদী"দেশগুলোর লেনিনপন্থীরা। অত:পর, পরস্পর বৈরীতা ও বৈপরীত্যের বা সাংঘর্ষিকতার উল্লেখিত বক্তব্যদ্বয়ের কোন বক্তব্যটি ভুল, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব না কি লেনিনদের বিশ্বজয়ের শর্তে বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা?

কিন্তু , ষ্ট্যালিনের দাবীমতো লেনিন যে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম করেছিল তাতো স্বয়ং লেনিনই প্রকারান্তরে কবুল করে নাই। ৫মে, ১৯১৮ সালে লেনিন তাঁর " বামপন্থী ছেলে মানুষী ও পেটি বুর্জোয়াপনা" নিবন্ধে লিখেছেন-" রাশিয়ায় বর্তমানে পেটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদের প্রাধান্য, তা থেকে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ে পৌঁছবার রাস্তাটা একই, সে রাস্তা গিয়েছে একই অন্তর্বর্তী ষ্টেশনের মধ্য দিয়ে যাকে বলা যায় ' উৎপাদন ও উৎপন্ন বন্টনের ওপর সর্বজনগণের হিসেব ও নিয়ন্ত্রণ"অর্থাৎ রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র একই বিষয় অন্তত, লেনিন তাই বয়ান করছেন।

ঐ একই নিবন্ধে লেনিন আরো লিখেছেন- " কেননা সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয় রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদী একচেটিয়া থেকে সামনের দিকে আশু পদক্ষেপ মাত্র। রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ হল সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণতম বৈষয়িক প্রস্তুতি, তার **দ্বারদেশ**। " কি সর্বনাশ! তবে যে, বোকাসোকা মার্কসরা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ মার্কা একটি সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন জাল বুনতে পারলেন না বরং লাসালীয় মুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করছেন গোথা কর্মসূচী গ্রহণকারী লাসালদের পার্টির সাথে এত্তোসব কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন মার্কসরা । তবু লেনিনরা মার্কসবাদী! অত:পর, অপরের টুঁটি টিপে না ধরার শর্তে - ষ্ট্যালিনের **ডিপেন্ডেন্ট সমাজতন্ত্র** নয়, রাশিয়ায় লেনিনরা প্রতিষ্ঠা করেছিল পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র যা নাকি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে তবে সেটি সবেমাত্র "দ্বারদেশে" উপস্থিত হয়েছে মাত্র। কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিষয়ে যাদের সাধারণ জানাশুনা আছে তারা নিশ্চয়ই পেটিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র বিষয়ে মার্কসদের মতামত বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানেন।

বিপ্লবে অকুলান সম্পদে পরিপূরণ হয়ে ক্ষমতা দখল ও লেনিনীয় পের্টিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র টিকে থাকার জন্য লেনিন-ষ্ট্যালিনরা কার নিকট প্রয়োজনীয় সাহায্য-সমর্থন পেয়েছিল তা তারাই ভালো জানেন। তবে, রাশিয়ার প্রতিবেশী জার্মান পুঁজিপতিরা কি ভয়ানক হিংস্রতায় নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে প্যারী কমিউন ধ্বংস করেছিল তার বিস্তারিত লোমহর্ষক বিবরণ দিয়েছেন মার্কস ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ পুস্তকে। ঐ বিবরণে বর্ণিত আছে-" ইতিহাসে এমন দৃশ্য এর আগে আর কখনো দেখা গিয়েছিল, যেখানে এক বিজয়ী জয়লাভ সম্পূর্ণ করেছে বিজিত সরকারের শুধু সশস্ত্র পুলিশ নয়, তার ভাড়াটে গুন্ডায় নিজেকে পরিণত করে? প্যারিসের কমিউন ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোন যুদ্ধের অস্থিত্ব ছিল না। বরং ঠিক বিপরীত-কমিউন শান্তির প্রাথমিক শর্ত মেনে নিয়েছিল আর প্রাশিয়া ঘোষণা করেছিল

তার নিরপেক্ষতা। সুতারং প্রাশিয়া যুদ্ধের অংশীদার ছিল না। তার ভূমিকা হল গুন্ডার,কাপুরুষ গুন্ডার, কেননা বিপদের কোন বালাই ছিলনা; ভাড়াটে গুন্ডার, কারণ প্যারিসের পতনের জন্য তার রক্তক্ষরণের দক্ষিণাবাবত নগদ ৫০ কোটির শর্ত সে আগেই চাপিয়েছিল। ” এবং

ঐ বিবরণে আরো আছে- “ শ্রেণী-শাসন আর জাতীয় পোষাকের ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারছে না, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সকল জাতীয় সরকারই এক।” এবং

“ ইউরোপীয় সরকারেরা যখন এইভাবে প্যারিসের সমক্ষে শ্রেণী-শাসনের আন্তর্জাতিক চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে,ঠিক তখনই তারা পুঁজির বিশ্বজনীন ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধী আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর পাল্টা সংগঠন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে ধিক্কার দিচ্ছে সকল সর্বনাশের উৎস হিসাবে। ------: তিয়েরের ১৮৩৫ সালের অর্থব সংগী, কাউন্ট জবের ঘোষণা করলেন যে আন্তর্জাতিককে নির্মূল করাই নাকি সমস্ত সভ্য সরকারের পক্ষেই প্রধান সমস্যা। ”

অত:পর, বহুবিদ উদ্দেশ্য হাসিলসহ শ্রমিকশ্রেণীকে বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের আন্ত র্জাতিক সমিতিকে দমন করার জন্য জার্মানীর গুন্ডা বিসমার্কের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে এক গোপনচুক্তি বলে গড়ে উঠে দি থ্রি ইম্পেরর লীগ এবং ১৮৮১ সালের চুক্তির ৬ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা এটি নিশ্চিত করা হয় এবং লীগের সদস্য যথাক্রমে- রাশিয়া, জার্মানী ও অস্ট্রো-হাংগেরী।

অবশ্য কুতর্কের খাতিরে কেউ যদি বলেন বিশ্বজয়ী লেনিনদের ভয়ে বা নিশ্চিত পরাজয়ের আশংকায় প্রতিবেশী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জার্মান, লেনিনের রাশিয়াকে আক্রমন করার সাহসই দেখাতে পারে না বলেই ষ্ট্যালিনরা বর্ণিতরূপ তত্ত্ব বিনির্মাণ করেছিল। একথারও সোজা জবাব,রুশ-জার্মানের পুর্বাপর ইতিহাস তা প্রমাণ বা নিশ্চিত করে না এবং ৩রা মার্চ,১৯১৮ সালে সম্পাদিত ব্রেস্ত-লিতোভস্স্ক তথা রুশ-জার্মান শান্তিচুক্তিকে সামরিক বিশ্লেষকগণ রাশিয়ার আত্মসমর্পন হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে- রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যান্ড-পোলান্ড,লিতুনিয়া-লাটভিয়া ইত্যাদি ভূখন্ডের স্বত্ব পরিত্যাগ করার হেতুবাদে। তৎসত্ত্বেও- ৫ নভেম্বর, ১৯১৮ সালেই জার্মানী ঐ চুক্তি অস্বীকার ও রাশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। উল্লেখ্য উক্ত চুক্তি বিষয়ে- “ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়” পুস্তকের ৬ জুলাই,১৯২০, ‘ফরাসী ও জার্মান সংস্করণের ভূমিকা’য় লেনিন লিখেছেন- “ রাজতান্ত্রিক জার্মানির হুকুমমাফিক ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক শান্তি চুক্তি এবং পরবর্তীকালে ‘ গণতান্ত্রিক’ প্রজাতন্ত্র আমেরিকা এবং ফ্রান্সের, আর ‘ মুক্ত’ ইংলন্ডের হুকুমমতো রচিত আরো বর্বর ও জঘন্য ভার্সাই শান্তিচুক্তি,”

অত:পর, আমেরিকা-ইংলন্ডের “ হুকুমমতো” সম্পাদিত ভার্সাই শান্তিচুক্তি যদি জার্মানীর পরাজয় হিসাবে স্বীকৃত হয়, তবে “ রাজতান্ত্রিক জার্মানির হুকুমমাফিক” সম্পাদিত “লেনিনদের চুক্তিটি কেন রাশিয়ার পরাজয় হিসাবে গণ্য হবে না?

সুতরাং, লেনিন নিজেই নিশ্চিত করেছেন যে, এমনকি রাশিয়া- নতুন রাষ্ট্র গঠনও নয় বরং সম্রাট জারের পুরানো রাষ্ট্রের বিশাল অংশ জার্মানিকে খেসারত দিয়ে এবং ১ম বিশ্বযুদ্ধ হতে জার্মানীর অনুকূলে মিত্রশক্তির প্রধানতম সামরিক শক্তি রাশিয়ার ১কোটি ২০ লাখ সেনাবাহিনীর হামলা-আক্রমন হতে জার্মানীকে অব্যাহতি দিয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে মুলত জার্মান যুদ্ধবাজদের সামগ্রীক-সকল শক্তি সংহতকরণের আপেক্ষিক সুযোগ দানের মাধ্যমে জার্মানীর শত্রুপক্ষ ইংলান্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিচালনায় আপেক্ষিকভাবে অনুকূল অবস্থা- সুযোগই সৃষ্টি হয়েছে । ফলে- ১ম বিশ্বযুদ্ধ আরো প্রলম্বিত ও আরো দীর্ঘায়িত হয়েছিল অর্থাৎ যুদ্ধের সমাপ্তিকালটা বিলম্বিত হয়েছে । কারণ-বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, খেসারত দিয়ে রাশিয়া যুদ্ধময়দান ত্যাগ করার পরও " বর্বর" মিত্রশক্তির নিকট লেনিনের সুবোধ -বেচারা জার্মান পরাজিত হয়েছে "জঘন্য"ভাবে।

অথচ, যদি লেনিনদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা জার্মানি না পেত উল্টো রাশিয়ার বহুর্মুখি হামলা-আক্রমনের মধ্যেই জার্মানীকে থাকতে হতো এবং যুদ্ধ শুরুর অবস্থার মতোই জার্মান সেনাশক্তির প্রধানতম অংশ যদি কেবলমাত্র রাশিয়ার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে হতো তবে জার্মানীর পরাজয়টা আরো বুহপুর্বেই নিশ্চিত হতো।

জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিশ্বাসী লেনিনরা অপরাপর কতিপয় জাতিকে তাদেরই ভূখন্ডসমেত যুদ্ধবাজ জার্মানীর নিকট সমর্পন করার মাধ্যমে পুঁজিবাদী জার্মানির একদিকে যেমন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে , অন্যদিকে তেমন শত্রুপক্ষের অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে বিজয়ী মনোভাব নিয়ে অধিকতর আক্রমন ও প্রতিআক্রমনে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছে ।

অত:পর, পরাজিত রাশিয়াকে সংগে পেয়েও এবং তৎপ্রসুত ১ম বিশ্বযুদ্ধ প্রলম্বিত ও দীর্ঘায়িত হওয়ার পরও চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে বেচারা জার্মান লেনিনের 'জঘন্য' ফ্যান্স-ইংলন্ড ও আমেরিকার নিকট বলে কেবলমাত্র লেনিনদের আত্ম সমর্পনের হেতুবাদে প্রলম্বিত বিশ্বযুদ্ধের বিলম্বিত সময়কালে জার্মান সহ যুদ্ধমান দেশগুলোর আরো বহু মানুষ বিশেষত শ্রমিকশ্রেণী প্রাণহানিসহ যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছে। কিন্তু,শান্তি চুক্তির নামে রাশিয়া যদি আত্মসমর্পন বা যুদ্ধময়দান পরিত্যাগ না করতো তবে সম্মিলিত মিত্র শক্তির হামলায় আরো আগেই জার্মানী তথা অক্ষশক্তি পরজয় বরণ করতো। শক্তির ভারসাম্যে জার্মানীর পরাজয় যত দ্রুততর সময়ে নিশ্চিত হতো ঠিক ততোটা সময়ের হত্যা-খুন সহ যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রেহাই পেত দুনিয়াবাসী।

কিন্তু রাশিয়া সমেত মিত্রশক্তি জোটবদ্ধভাবে যুদ্ধে থাকলে যতটা কম সময়ের মধ্যে জার্মানকে পরাজয়ে বাধ্য করতে পারতো তার থেকে বেশী সময় পরে জার্মানকে পরাজিত করায় উল্লেখিত সময়ে প্রাণহানি সহ যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির দায় যেমন বহন করেছে যুদ্ধমান দেশগুলোর সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট মানুষজন, তেমন রাশিয়ার মানুষও কিন্তু- শান্তি নয় , বরং অশান্তির তথা যুদ্ধের মধ্যেই ছিল অন্তত বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পরেও অর্থাৎ রাশিয়ার গৃহযুদ্ধ নিস্পত্তির দিন ১৭ জুন,১৯২৩ সাল তক সময়ে লেনিনদের দখলীকৃত ক্ষমতা সংহতকরণ পর্যন্ত বলে রাশিয়ার মানুষই সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ছিল বটে ভয়ানক অশান্তিতেই।

অত:পর, লেনিনদের তথাকথিত শান্তি চুক্তির হেতুবাদে বিশ্বযুদ্ধ প্রলম্বিতকরণের দায় ও দোষী কেবলই পুঁজিবাদীদের, " কমিউনিষ্ট" লেনিনদের কোন দায়-দোষ নাই ? লেনিনের ভাষায় ভার্সাই চুক্তিটি " বর্বর ও জঘন্য," কারণ পরাজিত জার্মানকে খেসারতে বাধ্য করা হয়েছিল । তবে কি লেনিন জার্মানীর বিজয় চেয়েছিলেন অর্থাৎ নবীন পুঁজিওয়ালা জার্মানী, তাঁর প্রতিপক্ষ প্রাচীন পুঁজিবাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক এটাই লেনিনের কাম্য ছিল? অবশ্য, এমনটা লেনিন চাইতেই পারেন। কারণ লেনিনতো আবার সর্বত্র-সর্বক্ষেত্রে পীড়িত জাতির নিপীড়িত বুর্জোয়াদের পক্ষে বলেই পীড়নকারী জাতির বিরুদ্ধে সেল্ফ ডিটারমাইনেশন ফর্মুলামুলে বিশ্বজয়ে আত্মবিশ্বাসী। এমনটাই - "মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান" নিবন্ধে জার্মানীর নিকট হতে অনুরূপ শান্তি চুক্তির ৯৯% সম্ভবনা নিশ্চিত করে এপ্রিল-১৯১৭ সালে লেনিন লিখেছিলেন- " আর এখন যুদ্ধবিরতি পাওয়ার মানে গোটা দুনিয়া জয় করা।"

অত:পর, এই বক্তব্য দ্বারা এটিওতো নিশ্চিত হয় যে, সামরিক শক্তিতে দুই বৃহৎ প্রধান দেশ অর্থাৎ-জার্মান ও রাশিয়া যদি একত্রিত হয় তবে বাকি দুনিয়ায় বিজয়লাভ সহজেই হতে পারে। নতুবা, লেনিন বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখলেন কি ভাবে? ২য় আন্তর্জাতির উপর ভরসা করে? সেতো কার্যত বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল বহু আগেই । তবে, এটি ঠিক যে, কাংখিত শান্তিচুক্তি কেবল ৯৯% নয়, ১০০% নিশ্চিত হয়েছিল অর্থাৎ " জঘন্য" হলেও লেনিনের প্রত্যাশিত ব্রেস্ত-লিতোভইস্ক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ।

যদিচ, 'ফ্রাঙ্কো-প্রশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণ,' ২৩ জুলাই,১৮৭০ সালে মার্কস লিখিত বক্তব্যে বলা আছে- "ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণী ফরাসী ও জার্মান শ্রমিকদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের গভীর বিশ্বাস যে, আসন্ন যুদ্ধের গতি যে-দিকেই ফিরুক না কেন, সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের নিধন ঘটাবে। " অর্থাৎ বুর্জোয়ার সাথে বুর্জোয়ার বা রাজার সাথে বা রাজার হুকুম মাফিক শন্তিচুক্তি নয়, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্যই যুদ্ধের অবসান ও শান্তি স্থাপনের শর্ত। কিন্তু, মার্কসবাদী লেনিন কি বললেন ? তবে, রুশজাতির 'মহান শিক্ষক'-বিরল প্রতিভাবান ও 'বিপ্লবের জন্যই জন্ম' নেওয়া মান্যবর লেনিনের বিশ্বজয় বিষয়ক স্বপ্ন বা ভবিষ্যতবাণী সত্য বা যথার্থ হিসাবে প্রমাণিত না হলেও তদমর্মে মার্কসদের সুত্রায়ন যথার্থ ও সঠিক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধের কারণ ও কারক পুঁজিবাদ বিনাশে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি গড়ে উঠে নাই বা তদার্থে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠন নাই বিধায় সমরাস্ত্র সমেত সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সমেত নানান দেশের নানান রকমের যুদ্ধই নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করে যুদ্ধের অবসান হয়নি।

কারণ-মার্কসদের পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯০০ সাল হতে অতি উৎপাদনে সংকটে নিপতিত পুঁজিবাদী দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রগুলো 'বিদ্রোহের' মুখে পড়েছিল মুলত উৎপাদন উপকরণের এবং তারই ফলে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে যেমন বিবৃত আছে অনুরূপ সংকটের ফলে দুর্ভিক্ষ ও সর্বব্যাপক-ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয় পুঁজিবাদ, এবং ক্ষতিও করে

নিজেরও। এবং " পুঁজির" ১ম খন্ড,২অংশ, সপ্তমভাগ, অধ্যায়-২৫। -" পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম" এ বর্ণিত আছে- " এটা হল ইতিমধ্যে গঠিত পুঁজিগুলির ঘনীভবন, তাদের আলাদা আলাদা স্বাধীনতার ধ্বংসপ্রাপ্তি, পুঁজিপতি দ্বারা পুঁজিপতির দখলচ্যুতি,বহু ক্ষুদ্র পুঁজির কয়েকটিমাত্র বৃহৎ পুঁজিতে রূপান্তর। " এবং ঐ অংশেই আরো লিখিত এই: " বহু ছোট ছোট পুঁজিপতির ধ্বংসপ্রাপ্তিতে, যাদের পুঁজি অংশত তাদের বিজেতাদের হাতে চলে যায়, অংশত অদৃশ্য হয়ে যায়। এছাড়াও, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সংগে এক সম্পূর্ণ নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়-তা হল ক্রেডিট ব্যবস্থা-যা* প্রথম পর্যায়ে অলক্ষ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে সঞ্চয়নের বিনীত সহকারী হিসাবে, সমাজের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিমাণে ছড়ানো অর্থ-সম্পদগুলিকে অদৃশ্য সুতার টানে আলাদা আলাদা পুঁজিপতি বা সংবদ্ধ পুঁজিপতিদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে; কিন্তু অচিরেই প্রতিযোগিতার যুদ্ধে এ এক নতুন ও ভয়ংকর অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিগুলির কেন্দ্রীভবনের জন্য এক বিপুল সামাজিক বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়।"

অত:পর,মার্কসের উক্তরূপ সূত্রায়নের সত্যতা নিশ্চিত করেই অনুরূপ সামাজিক বন্দোবস্তই নিশ্চিতকরণে ভার্সাই চুক্তির শর্তমুলে গঠিত হয়েছে " লীগ অব নেশনস" । অর্থাৎ বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি 'উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহের' নিকট মোটামোটি দাগে পরাভূত-পরাজিত হয়ে নিজেদের কথিত জাতীয়তাবাদী চরিত্র সর্বাংশে বিসর্জন ও জলাঞ্জলি দিয়ে এবং স্ব-স্ব রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন-হানি করে,পারস্পারিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে পুঁজিওয়ালারা বিশষত বৃহৎ পুঁজিওয়ালারা মিলে-মিশে বিশ্বময় শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ লুণ্ঠনের ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরো ধ্বংসের কবল হতে রক্ষার জন্য পুঁজির চরিত্রগত -প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বা বিপরীতে সামাজিকতার আত্মঘাতি রূপ তথা পারস্পারিক আলাপ-আলোচনার এক সামাজিক চুক্তির মারফত অর্থাৎ ভার্সাই চুক্তিবলে গড়ে তুলেছে তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন তথা "লীগ অব নেশসন"।

সুতরাং, জার্মানীর পরাজয়ে লেনিনদের প্রত্যাশিত বিজয় হয়নি বলেই ভাসাই চুক্তি লেনিনের ভাষায় যতই " বর্বর-জঘন্য" হোক না কেন তবু উৎপাদন উপকরণের "বিদ্রোহ" দমনে আংশিক সফল হয়েছে -পুঁজিবাদই এবং আপাত বিজয়ীও বটে পুঁজিপতি শ্রেণী, এমনকি জার্মানীর পুঁজিপতিশ্রেণীও।

তবে, ইতিহাসের বর্বর-জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ সংগঠনকারী ও সর্বাত্মক ধ্বংসকারী ১ম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মুল্য ভোগী-লোভী বুর্জোয়াশ্রেণীর নির্মমতা-নির্লজ্জতা, অসভ্যতা -বেহায়াপনা, হিংস্রতা ও বন্যতার কুৎসিৎ-বিশ্রি চরিত্রকে দুনিয়ার সামনে উন্মুক্ত ও উম্মেলিতই কেবল করেনি বরং একই সাথে পুঁজিপতিশ্রেণী আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের শত্রু 'সামাজিকতার' কোলে । অবশ্য, বুর্জোয়াশ্রেণীর যুগপৎ জয়-পরাজয়ের এরূপ ভয়ানক নাটক ইতিহাসে মঞ্চস্থ হতে পেরেছিল কেবলমাত্র , জাত-পাতের ঘেরাটোপে বন্দী বা কল্পিত-কৃত্রিম জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের আবরণে নিমজ্জিত-আবর্তিত,বিভক্ত- বিচ্ছিন্ন এবং বিভ্রান্ত-বিমোহিত হয়ে সাময়িকভাবে

স্বশ্রেণীবোধ বর্জিত শ্রমিকশ্রেণীর ভয়ানক রকমের অনুপযুক্ততাই নয় উপরন্ত কেবলই বুর্জোয়াশ্রেণীর গন্ডী-বেষ্টনীতে আবদ্ধ-বন্দী হওয়ার হেতুবাদে বুর্জোয়াদেরকে পরাজিত-পরাস্তকরণের উপযুক্ত -যোগ্য এবং কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে ও শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি লাভে যথাযথ কর্মসূচী-কৌশলসমেত বৈশ্বিক পরিসরে যুদ্ধ করে বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদ-উৎখাতে সবল- সক্ষম অর্থাৎ বৈশ্বিক পরিসরে শ্রমিকশ্রেণীর একটি একক সংগঠন গড়ে উঠার ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিশ্বাসঘাতক-কাউৎস্কিদের বদমাইয়াশি-বজ্জাতির ফলশ্রুতিতেই ।

উল্লেখ্য- ১ম বিশ্বযুদ্ধের সামরিক বাহিনীর রূপ-চিত্র ছিল নিম্নরূপ-
জার্মানী-১কোটি ১০ লাখ, অক্ষশক্তির মোট-২২,৮৫০,০০০ সৈন্য ; এবং
রাশিয়া-১কোটি ২০লাখ, ইংলন্ড-৮,৯০৪,৪৬৭, ফ্রান্স-৮,৪১০,০০০, ইটালী-৫,৬১৫,০০০ এবং আমেরিকা-৪,৭৪৩,৮২৬ , মিত্র মক্তির মোট-৪২,৫৪২,৮০২ সৈন্য । আরো উল্লেখ্য- বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ১৭ লাখ সমরিক ও ২০ লাখ বেসামরিক মোট ৩৭ লাখ লোক নিহত হয়েছে, আর ১৯১৭ সালে লেনিনরা ক্ষমতা দখলের পর হতে ১৯২৩ সাল তথা রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে লেনিনদের বিজয়কাল পর্যন্ত যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে মোট নিহতের সংখ্যা-৬০ লাখ । সূত্র উইকিপিডিয়া।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্য বিশ্বজয়ের নেশায় লেনিন মার্চ-১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন ৩য় আন্তর্জাতিক এবং ১৯২০ এর কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানিয়ে আন্তর্জাতিকের অন্যতম পরিচালক বানালেন এম.এন.রায়কে; অথচ, এই এম.এন.রায়ের রাজনৈতিক গুরুরাই গরুকে দেবতা গণ্যে , অনুরূপ দেবতা শাসিত ভারতীয় আর্য সমাজ ভারতে প্রতিষ্ঠায় জার্মান রাজার আর্থিক সহযোগিতায় ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করতে সচেষ্ট ছিল। এম.এন.রায়ও আর্য সমাজপন্থী বা দেশপ্রেমিক রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়ে অসফল হয়ে আমেরিকায় গিয়ে জার্মানীর দূতাবাসের সহযোগিতায় আমেরিকান স্ত্রী এভেলিন সহ মেক্সিকোতে বসবাস এবং কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার যোগ্যতায় লেনিনের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তবু, রায় ও রায়ের স্ত্রী সহ অপরাপর ভারতীয় মুসাফির সহ রাশিয়ায় আশ্রয়লাভকারীদের নিয়ে ১৭অক্টোবর,১৯২০ সালে তাসখন্ডে গঠিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সহ অনুরূপ দেশত্যাগীদের সমন্বয়ে চীনা পার্টি,তার্কি পার্টি সহ আরো অনেক “কমিউনিষ্ট পার্টির” জন্ম দিয়েছিল লেনিন।

কমিউনিজম সম্পর্কে গো-মূর্খ তবে বিভিন্ন কারণে দেশত্যাগী-ধান্ধাবাজ ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের কমিউনিষ্ট বানানোর জন্য লেনিন তাঁর প্রণীত ১৯১৮ সালের রুশ সংবিধানে প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা করেছিলেন । অনুরূপ দেশান্তরীদের মধ্য হতে লেনিনের বানানো কমিউনিষ্টরা একদিকে যেমন ছিল সাবেকী ধ্যান-ধারণা পুষ্ট তেমন জন্মলগ্নেই লেনিনবাদী বিধায় কার্যত এবং প্রকৃতপক্ষে মার্কস-এ্যাংগেলসদের উদ্ঘাটিত -ব্যাখ্যাত তত্ত্ব-সূত্র সম্পর্কে যেমন পরিপূর্ণ অবজ্ঞাত ছিল না তেমন যতটুকুই বা ‘পুঁজি’ ও কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সম্পর্কে অবহিত হয়েছে তাও বিবেচনা-মূল্যায়ণ করেছে কেবলই লেনিনবাদী দৃষ্টিভংগি দ্বারা বা তাবৎ কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে দেখেছে লেনিনীয় চশমা

দ্বারা বলেই " সমাজতন্ত্র" যে নেতা বিশেষের হুকুম-নির্দেশে নয় বরং পুঁজিবাদী সমাজের আন্তবৈরীতার অনিবার্য পরিণতি এবং সমাজতন্ত্র কোন প্রথাগত রাষ্ট্র নয় বরং কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যের " সমাজ" মাত্র, তাও জানার-বুঝার সুযোগ হয়নি আশ্রয়দাতা লেনিনের রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই রাষ্ট্রকেই সমাজতন্ত্র হিসাবে কবুল করে বা তদ্রুপ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তথা লেনিন প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেশের লেনিনবাদী কমিউনিষ্টদের ।

অত:পর, অনুরূপ লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট বলেই , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে "ফ্যাসিস্ট" জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলন্ডকে সমর্থন করে একদা বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবী এম.এন. রায় ১৯৪০ সালে ভারতে গঠন করেছিল "রেডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি" । ইতোমধ্যে লেনিনীয় কমিউনিজমও পরিত্যাগ করে রেডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট হয়েছিলেন শ্রী রায়। এহেন সমাজতন্ত্রী-কমিউনিষ্টদের নিয়ে গঠিত ৩য় আন্তর্জাতিক ১৯২৮ হতে কার্যত অকার্যকর এবং জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৯৪৩ সালে ৩য় আন্তর্জাতিককে একক সিদ্ধান্তে আফিসিয়ালী বিলুপ্ত করেছিল লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন।

কারণ- লেনিন যে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার জন্য ৩য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য পূরণে অর্থাৎ কেবল দেশ বিশেষের পুঁজি নয় বা কেবল এক বা একাধিক রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বেও নয় বরং বিশ্বের তাবৎ পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণে সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংরক্ষক-জাতিসংঘ সমেত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমবায়ে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল লেনিনবাদী ষ্ট্যালিনকেই । ফলে- "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুচ্ছের" সমন্বয়ে বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ফতোয়াদাতা লেনিনের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মাধ্যমে যেমন বৈশ্বিক রূপ লাভ করলো তেমন বিশ্বব্যাপী তা কার্যকর হল। কাজেই, বিশ্বের কেন্দ্রীভূত পুঁজির বৈশ্বিক চাহিদা-উপযোগিতার নিরিখে ও হুকুম-নির্দেশিত হয়েই পুঁজিবাদের বিশ্বমোড়লত্রয় বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের মতো বৈশ্বিক সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠা করেছিল বলেই বিশ্বের পুঁজিপতিশ্রেণীর বা বিশ্ব পুঁজিবাদী সমাজের অনুরূপ বৈশ্বিক কর্তা বা পুঁজিবাদের বৈশ্বিক রক্ষক- সংরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের গঠন প্রক্রিয়ার হেতুবাদে বা কার্যকারণে একইরূপ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বে বা রাষ্ট্রিয় মনোপলিতে রাষ্ট্রিক গুন্ডাবাহিনীর ভয়ংকর ও ভয়ানক গুন্ডামি-সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রিক বেষ্টনীতে আবদ্ধ ও অবরুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে বাধ্যকরণে তথা শ্রমিকশ্রেণীর উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে সর্বাধিক পরিমান উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও আত্মসাৎ তথা পুঁজি গঠনের জন্য দুনিয়ার কিঞ্চিত অংশে বা অংশবিশেষে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন বা দুনিয়ার অংশ বিশেষে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় রাষ্ট্রের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বা তদানুরূপ রাষ্ট্র গঠনে সক্রিয় রাজনৈতিক দল বিশেষ নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ লেনিনের ৩য় আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত করা ছাড়া তা রক্ষণ-সংরক্ষণের আবশ্যকতা থাকে কি ?

উল্লেখ্য-লেনিনের নিপীড়িত বুর্জোয়াদের স্বার্থে ও সমর্থনে আত্ম নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কসবাদকে বিশ্বপরিসরে প্রতিষ্ঠায় লেনিনের ইচ্ছামতো ৩য় আন্ত

র্জাতিকের উদ্যোগে এবং ষ্ট্যালিনের সর্বাত্মক সক্রিয় সমর্থনে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস সম্মেলনে ১৯২৭ সালে গঠিত হয় "লীগ এগেনেষ্ট ইম্পেরিয়েলিজম"। এম.এন.রায়ের আরেক সহযোগী বীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় কংগ্রেসের মোড়ল জওহরলাল নেহেরুকে নিয়ে ঐ সম্মেলনে যোগদান করেছিল।বীরেন্দ্রনাথও মোড়ল ছিলেন ৩য় আন্তর্জাতিকের এবং খুন হয়েছেন মস্কোতে ১৯৩৭সালে ষ্ট্যালিনের ফতোয়ার ফলস ট্রায়ালে । উক্ত বীরেন্দ্রনাথ লন্ডনস্থ ইন্ডিয়ান হাউজের সহযোগীতায় ভারতে আর্য সমাজের হোম রুলস প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে, জার্মান রাজা উইলহেম-২ এর ভ্রাতার প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ভারত হতে ব্রিটিশ খেদানোর জন্য সেপ্টেম্বর-১৯১৪ সালে গঠন করেছিল- "জার্মান ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন"।

জার্মান রাজার সহযোগী তবে ব্রিটিশ বিরোধী বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত এত্তোসব সংগঠন দ্বারা রাশিয়াকে নিরাপদ রাখা যাবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না বলেই প্রতিবেশী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রাপ্তি তথা সামরিক হামলা-আক্রমন হতে রেহাই পেতে গুরু মহামতি লেনিনের বাণীমতো শ্রী ষ্ট্যালিন এপ্রিল-১৯২৬ সালে জার্মানীর সাথে " নিউট্রিলিটি এগ্রিমেন্ট" করেছিল। ১৯১৮ সালের চুক্তিমতে লেনিনের " ফেভারড ন্যাশন" জার্মানীর সহিত অনুরূপ চুক্তি- গ্রেট ষ্ট্যালিনের পুঁজিবাদী জার্মানীর প্রতি মোহগ্রস্ততা বা জার্মান পুঁজির সাথে প্রেম-পীরিতি নাকি কেবলই ওস্তাদ লেনিনের নীতি বাস্তবায়ন?

জন্মসুত্রে বুর্জোয়ারাই বুর্জোয়াদের শত্রু। তবে শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে সমূলে উচ্ছেদের ভয়ে পরাজিত ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের পক্ষে গুন্ডামি করেছিল জার্মান বুর্জোয়ার সর্দার কেবলমাত্র জার্মান বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি বলেই নয়, বরং তাবৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থেই এবং বুর্জোয়ারা প্রমাণ করেছিল পুঁজিবাদ রক্ষায় তারা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা-খুন করলেও শ্রমিকশ্রেণীকে পরাজিত করতে তারা একাট্টা হয়ে শ্রমিকদেরকে বিভক্ত-বিভ্রান্ত করা সহ যে কোন নিষ্ঠুর-নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণে যেমন পিছপা হতে পারে না তেমন সংকট হতে উদ্ধার পেতে শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্র তথা সামাজিকতার নিকট আশ্রয় নিতে লজ্জিত না হয়ে বরং তদার্থে বাধ্য হয়ে পুঁজিবাদীরা নিজেরাই নিজেদের মরণদশায় উপনীত করতে বাধ্য হয়েছিল খোদ পুঁজিরই হুকুম-নিয়ন্ত্রণে; এবং

কমিউনিষ্টদের দায়িত্ব-কর্তব্য কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ-শ্রেণীগত ঐক্য-সংহতি অর্জন ও শ্রেণীমুক্তি হাসিলে বৈশ্বিক পরিসরে লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করা বৈ কোনভাবেই বুর্জোয়াদের ভাগ-বিভাগের পক্ষভুক্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য-সংহতি ও সংগঠন বিনষ্ট-ধ্বংস করা নয়, এসকল তথ্য-প্রমাণ ও সুত্র-তত্ত্ব এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সামনে উপস্থান করেছিল মার্কস-এ্যাংগেলস।

অথচ, মার্কসবাদী ষ্ট্যালিনরা লেনিনবাদের ফতোয়ায়-সংকটাপন্ন- মরণাপন্ন বুর্জোয়াদের ভাগ-বিভাগের সহিত বারে বারে জোটবদ্ধ হয়েছে। ১৯২৬ সালের নিরপেক্ষতা চুক্তির মর্মমূলে ২৩ আগষ্ট,১৯৩৯ সালে জার্মান-ইউ.এস.এস. আর অনাক্রমন চুক্তি সম্পাদন

করেছে। উক্ত চুক্তির মাত্র ৭ দিনের মাথায় ১সেপ্টেম্বর-১৯৩৯ সালে পোলান্ডের পূর্ব সীমান্তে সামরিক হামলা চালিয়ে নাজি জার্মান ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। ঐ চুক্তিরই সিক্রেট এডিশনাল প্রটোকল, অনুচ্ছেদ-২ মতে- কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই ষ্ট্যালিন পোলান্ডের পশ্চিম সীমান্তে হামলা করে এবং অক্টোবর মাসের মধ্যেই ১৩.৫ মিলিয়ন সিভিলিয়ান ও ৪৫২,৫০০ যুদ্ধবন্দী সমেত ২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার ভূমি দখল করে। এরই নাম জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার!

অত:পর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার জন্য যদি হিটলার দায়ী ও দোষী হয়, তবে উপরোল্লেখিত চুক্তিমূলে খুনি হিটলারের সহযোগী হিসাবে ষ্ট্যালিন দায়ী ও দোষী না হওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে কি?

১ম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির অংশীদার ইটালী ও জাপান পুঁজিবাদী নিয়মেই পক্ষ পরিবর্তন করে ২য় বিশ্বযুদ্ধে ঘাটছাড়া বেঁধেছিল পুরানো শত্রু জার্মানীর সাথে। রাশিয়ার লেনিনরা ১ম বিশ্বযুদ্ধে পক্ষপরিবর্তন করেছিল এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধেও চুক্তিমূলে সংগী হয়েছিল জার্মানীর। তবু, ওয়ার লর্ড ষ্ট্যালিনের নির্দেশনায় ৩য় আন্তর্জাতিকের পক্ষে থেকে ২য় বিশ্বযুদ্ধকে “সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ” হিসাবে আখ্যায়িত করে নিরপেক্ষতার ভান করা হল। ২৭মার্চ, ১৯৪১ সালে যুগোস্লাভিয়ায় জার্মান সমর্থিত সরকার উৎখাত করে রুশ সমর্থন লাভ করেছিল যগোস্লাভিয়ার সামরিক ক্যুদেতার নায়কেরা। হিটলারের আক্রমনের মুখে পরাজিত হয় যুগোস্লাভিয়ার নতুন সামরিক সরকার। কিন্তু পশ্চিম রণাংগনে জুন - ১৯৪১ সালে ২.৭ মিলিয়ন সৈন্য সমাবেশ করেছিল ষ্ট্যালিন। ২২ জুন, ১৯৪১ সালে হিটলার আক্রমণ করে ষ্ট্যালিনের ইউ.এস.এস.আরকে। লেনিনবাদীরা পক্ষ পরিবর্তনের মোক্ষ সুযোগ পেয়ে মিত্রশক্তিভুক্ত হল। ২য় বিশ্ব যুদ্ধে কেবলমাত্র ইউ.এস.এস.আরের নিহতের সংখ্যা আড়াইকোটির কম নয় এবং কেন্দ্রীভূত পুঁজির বলে পুঁজিবাদের বিশ্ব মোড়ল ব্যভিচারী রাষ্ট্রবাদীরা প্রায় ৭ কোটি মানুষ খুন করা সহ নির্ণয় অযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংস যজ্ঞ সাধন করে উৎপাদনের উপকরণের পুন:পুনিক বিদ্রোহকে দমন করে আবারো পুঁজির সুত্রমতো সামাজিকতার নিকট আশ্রয় নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার “পুলিশী দায়িত্ব” পালনে জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান মহাক্ষমতাধর বিশ্বব্যাংক-দি ফান্ড ইত্যাদি গঠন করেছিল বিশ্বের স্বঘোষিত ৩ পুলিশ তথা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন। ফলশ্রুতিতে বর্তমান বিশ্ব কেবল মাত্র দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রণে-পরিচালনায় পরিচালিত হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া স্বার্থে এমন একটি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান গড়ার অন্যতম কারিগর হয়েও ষ্ট্যালিন কমিউনিষ্ট ! অথবা নয় মোটেই রুজভেল্টদের সহযোগী ?

১৯৪৩ সালে তেহরানে বিশ্বশান্তি রক্ষায় ৩ পুলিশের আলাপচারিতার একটি ছবি দেওয়া গেল-সুত্র, উইকিপিডিয়া।

অত:পর, সমাজতন্ত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা বটে কিন্তু নয় রাষ্ট্র বলেই রাষ্ট্র বিশেষের কাঠামো ও গন্ডীতে যেমন, তেমন পুঁজিবাদী বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে উঠা পশ্চিম ইউরোপ বৈ অন্যদেশে অন্তত ঐ সময়ে প্রলেতারীয় বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল না বলেই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস সমেত পুঁজিবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে নিশ্চিত হয়েছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলসরা ।

উল্লেখ্য- ৮ আগষ্ট,১৮৫৩ সালে ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকার ১৮৪০ সাংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন-" ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগটার দায়িত্ব নতুন জগতের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি করা-একদিকে মানবজাতির পারস্পারিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ, এবং সে যোগাযোগের উপায়; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদনী শক্তির বিকাশ এবং প্রাকৃতিক শক্তিসমুহের ওপর বৈজ্ঞানিক আধিপত্য রূপে বৈষয়িক উৎপাদনের রূপান্তর। ভূতাত্ত্বিক বিপ্লবে যেমন পৃথিবীর উপরিতল গঠিত হয়েছে, তেমনি বুর্জোয়া শিল্প ও বাণিজ্যে সৃষ্টি হচ্ছে এক নতুন জগতের বৈষয়িক শর্ত। বুর্জোয়া যুগের ফলাফল-বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদনি শক্তিকে যখন এক মহান সামাজিক বিপ্লব আত্মস্থ করে নেবে এবং সর্বোচ্চ প্রগতি সম্পন্ন জাতিগুলির জনগণের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে সেগুলো টেনে আনবে, কেবল তখনই মানব-প্রগতিকে সেই বিরাটাকৃতি আদিম দেবমুর্তির মতো দেখাবে না যে নিহতের মাথার খুলিতে ছাড়া সুধা পান করতে চায় না।"

কাজেই, রাশিয়ায়তো নয়ই এমনকি শিল্পোন্নত ইংলন্ড-ফান্স ইত্যাদিতেও এককভাব নয়, এবং রাষ্ট্রতো নয়ই সমাজতন্ত্র একটি "সমাজ" হেতু এটি কোন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা নয় বরং অতি অবশ্যই সামাজিক সমস্যা বিধায় - " সমাজবিপ্লব" যা করায়ত্ত করবে "বিশ্বের বাজার এবং আধুনিক উৎপাদনী শক্তি" বলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হবে কেবলই " সর্বোচ্চ প্রগতিসম্পন্ন জাতিগুলোর " দেশেই এবং সম্মিলিতভাবে । এবং অনুরূপ মত

পোষণ করে –" ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" বইয়ের ১৮৯২ সালের ইংরেজী সংস্করণের জন্য বিশেষ ভূমিকায় ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন–" কিন্তু ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় শুধু ইংলন্ডের ওপরই নির্ভরশীল নয়। সে বিজয় অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর সহযোগে।"

অথচ, মার্কস–এ্যাংগেলসদের ঐ সকল বক্তব্য –সূত্র অস্বীকার করে মরণাপন্ন পুঁজিবাদ ও মৃতবৎ রাষ্ট্র রক্ষায় নিজেদের রাজনৈতিক অভিলাস চরিতার্থকরণে লেনিনরা যখন–যেমন প্রয়োজন হয়েছিল পূর্বাপর বিবৃত বিষয় বিবেচনা না করে ঠিক তখন তেমন বক্তব্য–বিবৃতি দিয়েছিল বলেই উল্লেখিত রূপ স্ববিরোধী ও সামঞ্জস্যহীন বিবৃতি বা অনৈতিহাসিক ও অযৌক্তিক এবং কাল্পনিক গাল–গল্প দাঁড় করাতে হয়েছিল ষ্ট্যালিনকে।

অত:পর, সমাজতন্ত্র বিষয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে যারা কমিউনিজমের প্রাথমিক সংবিধান হিসাবে গণ্য ও মান্য করে না বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচনাকারীদের দাবীমতো ইস্তাহার রচয়িতাগণ কমিউনিষ্ট হলে তবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান ও তদার্থে বৈজ্ঞানিক সূত্রকে অস্বীকারকারী লেনিন–ষ্ট্যালিনরা হতে পারেন বটে তাঁদেরই দাবীমতো "মার্কসবাদী" বা " লেনিনবাদী" কিন্তু কমিউনিষ্ট নয়।

আর নিপীড়িত বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থক বা কেবলমাত্র একটি দেশে তথা রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশেও রাষ্ট্র বিশেষের কাঠামোতে বা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকারী –লেনিনরা কমিউনিষ্ট হলে,হিটলার,চার্চিল ও রুজভেল্টদের মিত্র কারা? অথবা সর্বদা–সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা ও সমর্থনকারী তথা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচনাকারীগণ বা ইস্তাহার মান্যকারীগণ বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান মতো সমাজতন্ত্রকে বৈশ্বিক ব্যবস্থা তথা শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের তত্ত্ব –ফর্মুলা মান্যকারীগণ, উল্লেখিত তত্ত্বসমূহের কারণেই লেনিনদের নিপীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থরক্ষা সহ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" বা রাষ্ট্রবিশেষের কাঠামোর মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবৈজ্ঞানিক অর্থাৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা ইউটোপীয় মততন্ত্রের সহিত বৈরীতা–বিরোধীতাকারী বলেই নিপীড়ত নয় একদম বুশপতি খোদ মহামতি লেনিনের ভাষ্যে অতিমাত্রায় পীড়ক এবং বর্বর – জঘন্য, চার্চিল–রুজভেল্টের সহযোগী ও দি ফান্ড প্রতিষ্ঠাকারী ষ্ট্যালিনরা কমিউনিষ্ট হলে মার্কস–এ্যাংগেলসসহ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণকারীগণ কমিউনিষ্ট নয়।

অত:পর, লেনিনের জবানীতে লীগ অব ন্যাশন্স গঠনকারী ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি যদি হয়ে থাকে "বর্বর ও জঘন্য" তবে সেই চুক্তির পুন:নবীকরণ ও বর্ধিতকরণে ১৭ জুলাই–২আগষ্ট ১৯৪৫ সালে ইউ.এস.এস.আর, ইউ.কে এবং ইউ.এস.এ এই রাষ্ট্রত্রয়ের তিন প্রধানের জার্মানীর পোষ্টডাম কনফারেন্স বা বার্লিনচুক্তি এবং ১৫ আগষ্ট–১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর ২৪ অক্টোবর,১৯৪৫ সাল হতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রাকারী জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকারী রুজভেল্টের সহযোগী ও অন্যতম বিশ্ব পুলিশ – শ্রীযুক্ত ষ্ট্যালিন মহাশয় কেন জনাব লেনিনের মতেই বর্বর ও জঘন্য ব্যক্তি হিসাবে গণ্য–চিহ্নিত হবে না ?

উল্লেখ্য-বার্লিন চুক্তি খ্যাত ১৭ জুলাই এবং ২ আগষ্ট ১৯৪৫ এর পোষ্টডাম কনফারেন্স এর প্রসেডিং এর সংক্ষিপ্ত সারার্থ এই:-

ক) পার্ট ২, দ্বারা জার্মানীর সকল সামরিক শক্তি ও স্থাপনা পরিপূর্ণ ও চুড়ান্তভাবে বিলুপ্তকরণ;

খ) পার্ট-২ ,বি, দ্বারা জার্মানীর সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস ও বিলুপ্তকরণ;

গ) পার্ট-৪, এর শর্তে জার্মান নৌবাহিনীর জাহাজ ও বিশেষত বিজয়ীদের দখলাধীন সাবমেরিন ব্যতিত সকল সাবমেরিন ও জাহাজ বহর ডুবিয়ে দেওয়া;

ঘ) পার্ট-৬, দ্বারা যুদ্ধাপরাধীর বিচার কার্য সম্পাদন;

ঙ) পার্ট-১০, দ্বারা টিউটোরিয়াল ট্রাষ্টিশীপ গঠন ইত্যাদি;

চ) পার্ট-২, এর ১৩ ধারা মতে জার্মানীর কৃষি-শিল্প উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ তথা ডোমেষ্টিক পর্যায়ে সীমিতকরণ;

ছ) পার্ট-৩, দ্বারা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং

জ) পার্ট-৩ এর ১০ ধারা মতে বিজয়ী বাহিনী কর্তৃক দখলীকৃত স্বর্ণের দাবী না করার শর্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও অন্যান্যরা হিস্যামত ক্ষতিপুরণ পাবে;(সোভিয়েটের আড়াই কোটি মানুষের জীবনের উপযুক্ত দাম বটে-লেখক)

ঝ) এনেস্কসার -২, মতে জাপানকে বিনা শর্তে আত্ম সমর্পন এবং পরিপুর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নতুবা চরম দন্ড দান; এবং

ঞ) পার্ট-২, এর ধারা-১৬ মতে মিত্র শক্তির কন্ট্রোল কাউন্সিল গঠন-এখতিয়ার বর্ণিত হয়েছে।

ফলে- জার্মানী নিজস্ব একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারও হারিয়েছে। নিজস্ব সরকারহীন জাতি; বাহ্ কি দারুণ আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ! প্রথাগত জাতীয়তাবাদী - দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াসমেত লেনিনবাদী-ষ্ট্যালিনপন্থীর তথাকথিত দেশপ্রেম ও ভুয়া আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভুয়ামি-ভন্ডামিসমেত অসারতার উৎকৃষ্ট নজির নয় কি?

উল্লেখ্য-ভার্সাই চুক্তি জার্মানির নিজস্ব সরকার খারিজ করেনি, সেনা বাহিনী ও সমরাস্ত্র বিলোপ করেনি কিন্তু বার্লিন চুক্তিতে তাও করা হয়েছে এবং উপরোক্ত ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে লেনিনের সুত্রায়িত “পুরানো সাম্রাজ্যবাদের” প্রতিদ্বন্দ্বি-প্রতিপক্ষ জার্মানী ও জাপানের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে বিশ্ববাজার হতে পরাজিত উভয় রাষ্ট্রকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। তবে, লেনিনের শনাক্তকৃত “পুরানো সাম্রাজ্যবাদের” নতুন মিত্র সোভিয়েট ইউনিয়নকে ইউরোপসহ বিশ্ববাজারে প্রভাব বিস্তারের অন্যতম অংশীদার ও শক্তি হিসাবে কবুল করার যাবতীয় বিহীতাদি সুচারুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

অত:পর, লেনিনের ভাষ্যে -বর্বর ও জঘন্য ভার্সাই চুক্তির তুলনায় শত-সহস্রগুণ ‘বর্বর-জঘন্য’ বার্লিন চুক্তিকে লেনিন জীবিত থাকলে কি বলতেন , অথবা কি বলবেন লেনিনবাদীরা , না কি অনুরূপ ভয়ংকর চুক্তির মাধ্যমে “পুরোনো সাম্রাজ্যবাদের” সক্রিয় সহযোগী ও অংশীদার হিসাবে সমগ্র দুনিয়ায় রাশিয়ার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম

হয়েছিল বলে লাশের ব্যবসায়ী যুদ্ধবাজ তথা লেনিনের উপযুক্ত শিষ্য ষ্ট্যালিনকে বিশ্বসেরা লেনিনবাদী হিসাবে আখ্যায়িত ও পুরস্কৃত করা হবে?

আরো উল্লেখ্য- ১২ মার্চ, ১৯১৯ সালে জার্মানীর জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণে জার্মানির প্রথম নির্বাচিত চ্যান্সেলর ফিলিপ শেচিডেইম্যান ভার্সাই চুক্তিকে " মার্ডারাস প্লান" হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তিনি পদত্যাগ করার পরই কাউৎস্কির শিষ্যদের অনুমোদনে ভার্সাই চুক্তিতে সহি-সম্পাদন ও অনুমোদন করেছিল জার্মানী । উক্ত চুক্তিকে ১৯২০ সালে লেনিন বললেন- বর্বর ও জঘন্য চুক্তি। ফলে- উল্লেখিত জঘন্য চুক্তি বাতিল বা অকার্যকর করাই লেনিনবাদের নীতিতে উপযুক্ত কর্ম ও লেনিনীয় দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃত-গণ্য হলো। অত:পর, মার্চ, ১৯৩৫ সালে এডলফ হিটলার ভার্সাই চুক্তিকে ভায়োলেট করে জার্মানীর নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়তে শুরু করে। পরিণতিতে- ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্ববাসী আবারো এক নজিরবিহীন হিংস্র-ঘৃণিত ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও ভয়ানক ধ্বংসলীলার জঘন্য -লোমহর্ষক ও দু:খজনক অভিজ্ঞতা লাভ করলো। এতদকারণে-২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় হিটলারের গোপন সহযোগী স্বয়ং ষ্ট্যালিন মহাশয়ের মহাগুরু মহান লেনিন সাহেব কি জাতীয় সমাজতন্ত্রী হিটলারেরও নেতা নয় ?

সুতরাং, যুদ্ধোন্মাদ ও বিশ্বগুন্ডা হিটলারের দোষর খুনি ষ্ট্যালিনরা কমিউনিষ্ট হলে হত্যা-খুনের বিরোধী,শাশ্বত শান্তিবাদী মার্কস-এ্যাংগেলসসহ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মান্যকারী বা সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণকারীগণ কমিউনিষ্ট নয়।

তাছাড়া, লেনিনের জবানীতে লীগ অব ন্যাশন্স গঠনকারী ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি যদি হয়ে থাকে "বর্বর ও জঘন্য" তবে ভার্সাই চুক্তিমূলে গঠিত লীগ অব ন্যাশন্সের সদস্যপদ লাভকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের মোড়ল ষ্ট্যালিন ;এবং ভার্সাই চুক্তির পুন:নবীকরণ ও বর্ধিতকরণে ১৭ জুলাই ১৯৪৫ সালে জার্মানীর পোষ্টডামে কনফারেন্সের সক্রিয় অংশীদার সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধবাজ ষ্ট্যালিন; এবং ১৫ আগষ্ট-১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর ২৪ অক্টোবর,১৯৪৫ সাল হতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রাকারী জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকারী রুজভেল্টের অন্যতম সহযোগী-বন্ধু ও বিশ্ব পুলিশ- শ্রীযুক্ত ষ্ট্যালিন মহাশয় কেন মহাগুরু লেনিনের ন্যায় বিচারিক রায়েই বর্বর ও জঘন্য হিসাবে গণ্য-চিহ্নিত হবে না ?

(২) "২। ক) " প্রসংগে-

অথচ, " সোভিয়েত রাজ কী বস্তু ? " নিবন্ধে মার্চ,১৯১৯ সালে লেনিন লিখেছেন- "সোভিয়েত রাজ হল সমাজতন্ত্রে যাবার পথ, তা আবিস্কার করেছে মেহনতী জনসাধারণ, আর তাই তা সঠিক, তাই তা অপরাজিত।" অর্থাৎ প্যারী কমিউন কর্তৃক আবিস্কৃত ও মার্কস-এ্যাংগেলস এবং প্রথম আন্তর্জাতিক কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নয়,বরং জার-লেনিনের রাশিয়ার " মেহনতী জনসাধারণ" কর্তৃক আবিস্কৃত সোভিয়েত রাজই সমাজতন্ত্র ,অন্ত:ত লেনিনের মততো তাহাই।

অত:পর, মার্কসদের বা প্রথম আন্তর্জাতিকের অনুমোদিত ও স্বীকৃত সমাজতন্ত্রতো নয়ই বরং রাশিয়ার মেহনতী জনসাধারণ কর্তৃক আবিস্কৃত " সোভিয়েত রাজ" হচ্ছে সমাজতন্ত্রে যাবার পথ, তাওতো লেনিনের উল্লেখিত বিবৃতি দ্বারা নিশ্চিত হয়। সুতরাং, লেনিনের সমাজতন্ত্রের আবিস্কারক বটে রাশিয়ার মেহনতী জনসাধারণ, মোটেই নয় মার্কসদের স্বীকৃত ও প্রথম আন্তর্জাতিকের অনুমোদিত -প্যারী কমিউন।

তবু, লেনিন সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিষ্ট ? তবে লেনিন যে সমাজতন্ত্র যেমন আবিস্কার করেনি তেমন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও করেনি বরং রুশী মেহনতী জনসাধারণের আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রে যাবার পথে পা মিলিয়েছেন বা হেঁটেছেন মাত্র এবং ১৯১৯ সালেও তাওতো লেনিনের উপরোদ্ধৃত বক্তব্যই নিশ্চিত করে।

অত:পর, সোভিয়েতের আবিস্কারক বিষয়ে কে সঠিক লেনিন না ষ্ট্যালিন? কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁরা দু'জনেই কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ দেননি। অথচ, রুশের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁরা সামন্যতম খোঁজ-খবর রাখেন তারা সকলেই নিশ্চিত যে, এতদ্বিষয়ে লেনিনদের কারো দাবীই সঠিক নয়, সত্য নয়।

কারণ-
(ক)" রাশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক প্রসংগে" ১৮৭৫ সালে এ্যাংগেলস যে নিবন্ধটি লিখেছেন তাতে ' যৌথ কাজ কর্ম' যৌথ প্রতিষ্ঠান' যা সুপ্রাচীন কাল হতে ' গোত্রীয় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত' আর্তেল বা সোভিয়েতের জন্ম বিত্তান্ত যেমন বিবৃত হয়েছে তেমন সোভিয়েতের ক্রিয়াদি সম্পর্কে উল্লেখিত আছে- " অতএব পুঁজিপতির দ্বারা মজুরি-শ্রমিকদের শোষণকে ভালো রকমেই সাহায্য করে এই আর্তেল। অন্যদিকে এমনও আর্তেল আছে যেগুলি নিজেরাই এমন মজুরি-শ্রমিক খাটায় যারা তাদের সমিতির সদস্য নয়। " অর্থাৎ এ্যাংগেলসের সাক্ষ্যমতে গোত্রপ্রথার সোভিয়েট লেনিনদের মহা আবিস্কারের বহু বছর পুর্ব হতেই রাশিয়ায় বিরাজিত ছিল ।

সুতরাং, লেনিনের-ষ্ট্যালিনের বক্তব্য সঠিক হলে এ্যাংগেলসের বক্তব্য বেঠিক, এবং একই হেতুবাদে হয় এ্যাংগেলস, না হয় লেনিন-ষ্ট্যালিন রাশিয়ার ইতিহাস বিকৃতিকারী। কিন্তু, ১৮৭৫ সালে এ্যাংগেলসের লিখাটি প্রকাশিত হলেও তাও লেনিন বা ষ্ট্যালিন বা লেনিনের দাবীকৃত রাশিয়ার মেহনতী জনগণ বা আবিস্কারক জনসাধারণের পক্ষ হতে কেউ কখনো এ্যাংগেলসের উল্লেখিত বক্তব্যের সত্যতা বিষয়ে দ্বিমত করাতো দুরের কথা এমনকি কেউ কখনো তদ্বিষয়ে ভিন্ন মতও উত্থাপন করার নজির পাওয়া যায় নাই। যদিচ, রাশিয়ারই জনৈক ব্যক্তি যিনি পশ্চিম ইউরোপের পুর্বেই রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নানান কুযুক্তি হাজির করেছিলেন বলেই রাশিয়ায় ফরমায়েশী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদগ্রীব ও আগ্রহী তবে স্বপ্ন বিলাসী আলোচ্য ব্যক্তির ততোধিক কল্পনা বিলাসীতা ও অজ্ঞতার উপযুক্ত জবাব হিসাবেই এ্যাংগেলসকে উক্ত নিবন্ধটি লিখতে হয়েছিল; এবং

(খ) লেনিন কর্তৃক প্রণীত ও কার্যকৃত এবং লেনিনের ক্ষমতা দখলের দিনে লেনিন কর্তৃক ঘোষিত " ভূমি ডিক্রি" যেমন সোভিয়েত আবিস্কার বিষয়ে লেনিন ও ষ্ট্যালিনের বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে না তেমন রুশের সংবিধান বা সাংবিধানিক ইতিহাস বা লেনিনের কর্তৃত্বে প্রণীত ১৯১৮ সালের সংবিধান বা ষ্ট্যালিনদের ১৯২৪ সালের সংবিধান ইত্যাদিও লেনিন-ষ্ট্যালিনের এতদ্বিষয়ক বক্তব্যের অসত্যতা নিশ্চিত করে না। কারণ- এই উভয় সংবিধানেই সোভিয়েট গুরুত্বপুর্ণ রাষ্ট্রিক অংগ হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও লেনিনের ক্ষমতা দখল সংক্রান্ত ডিক্রি সহ ভূমি ডিক্রি যেমন লেনিনের বহু প্রতিক্ষীত ও দাবীকৃত এবং লেনিনেরই কর্তৃত্বে নির্বাচিত এবং লেনিন কর্তৃকই অবৈধভাবে বাতিলকৃত "সংবিধান সভার" অনুমোদন সাপেক্ষ পেট্রোগ্রার্ড সোভিয়েট কর্তৃক গৃহীত হয়েছে;এবং উল্লেখিত উভয় সংবিধানেরই অনুমোদক যে সুপ্রিম সোভিয়েত তাওতো ১৯১৮ সালের সংবিধানেই বর্ণিত আছে।

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে -" অবশেষে আবিস্কৃত সেই রাজনৈতিক রুপ যার আওতায় শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন কার্যকর করতে হবে।" বলে " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" নিবন্ধে মার্কস লিখলেন এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি তা অনুমোদন করে নিল এবং এ্যাংগেলস ঐ পুস্তকের ভূমিকায় ১৮ মার্চ, ১৮৯১ সালে লিখলেন- " তা বেশ মহাশয়েরা, আপনারা কি জানতে চান সেই একনায়কত্ব দেখতে কেমন ? প্যারিস কমিউনের প্রতি চোখ ফেরান। সেই হল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।"

তৎসত্ত্বে, মার্কসবাদী লেনিন কোন যুক্তিতে "সোভিয়েত রাজ" এবং লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন জনাব লেনিনের "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" বা "সমাজতন্ত্রে যাবার পথ"-কে সমাজতন্ত্র বলে চালিয়ে দিলেন বা প্যারী কমিউনের আবিস্কৃত প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ব্যবস্থার পরিবর্তে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে কেন সমাজতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করছিলেন তার কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেননি বা তদ্বিষয়ে মার্কস-এাংগেলসের তাত্ত্বিক বিভ্রাট বা ১ম আন্ত র্জাতিকের নীতিগত ভূল-ভ্রান্তি বা তদার্থে কমিউনের অসম্পূর্ণতা -সীমাবদ্ধতা কি কি ছিল বা প্যারী কমিউন কেন সমাজতন্ত্র নয়, তাও নির্ণয় ও নির্ধারণ করেন নাই। তবু, জ্ঞানী কেবল লেনিনরা অজ্ঞ বটে মার্কসরা !

তবে, সত্য বা বিজ্ঞান বিষয়ে সামান্যতম আন্তরিকতা আছে এমন যে কেউ নিশ্চয় বলবেন যে, একটি বিষয়ে নির্মিত সূত্র বা আবিস্কৃত তত্ত্ব যদি কেউ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা বাতিল করতে চায় তবে নি:সন্দেহে সেই তত্ত্ব বা সূত্রের অসম্পুর্ণতা-ভ্রান্তি বা বাতিলযোগ্যতা ইত্যকার বিষয়াদি নিশ্চিত করেই কেবলমাত্র তা করা যেতে পারে। সুতরাং-সত্য বা বিজ্ঞান বিষয়ে অসাধু লেনিনরা মার্কসবাদী বটে তবে, নয় তারা মার্কসদের তত্ত্বয়িত-সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সূত্র মান্যকারী বা তদ্রুপ তত্ত্বের প্রয়োগকারী এটিও নিশ্চিত হল বটে তাঁদেরই উল্লেখিত ভুয়া-ভ্রান্ত বা বানোয়াট-অসত্য বক্তব্য দ্বারা।তবে ঘৃণ্য রাজকীয়বোধ ও ততোধিক জঘন্য রাজকীয় সংস্কৃতি মুক্ত নয় বলেই "সোভিয়েতে"-এর পরে " রাজ" শব্দ লিখতে শরমিন্দা বোধ করেননি স্বঘোষিত সেরা সাম্যবাদী তবে রাজাধিরাজ লেনিন।

(৩) সাম্রাজ্যবাদ ও লেনিনবাদ প্রসংগে-

লেনিনবাদের ভিত্তি পুস্তকে " লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎস" নিবন্ধে লেনিনকে উদ্ধৃত করে ষ্ট্যালিন লিখেছেন-" রাশিয়াই বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হতে বাধ্য। আমরা জানি রাশিয়াতে বিপ্লবের গতি লেনিনের ভবিষ্যতদ্বাণীর সত্যতা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছে।"এই নিবন্ধেই ষ্ট্যালিন লিখেছেন-" এই কারণেই রাশিয়া লেনিনবাদের পীঠস্থানে পরিণত হল এবং কমিউনিষ্ট নেতা লেনিন হলেন এর স্রষ্টা।"

তবে, যে ষ্ট্যালিন পুর্বোদ্ধৃত বক্তব্যে জানালেন সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে মার্কসবাদ হল লেনিনবাদ । অথচ, রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব হয়েছে বলেতো লেনিনই স্বীকার করেনি ; আবার রাশিয়ায় এমনকি পুঁজিবাদও বিকশিত হয়নি বলেই বুর্জোয়া বিকাশে অপরিহার্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবই লেনিনদের করণীয় রূপ মতামত আলোচ্য নিবন্ধে লেনিনের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। তবু পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সকল বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেল রাশিয়া ? কিন্তু কখন-কিভাবে বা "সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের" কোন কোন প্রকাশ কি কারণে কবে রাশিয়ায় ঘটেছিল তাও কিন্তু ষ্টালিন লিখেন নাই। বিষয়টি একদমই সন্তানের জন্ম না হতেই নাতিপুতির দাদা-দাদি হওয়ার মতো নয় কি ?

ষ্ট্যালিনের বক্তব্য মতে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ মার্কস-এ্যাংগেলসরা দেখেনি তাই "সাম্রাজ্যবাদের যুগের" শ্রমিক বিপ্লব নিয়ে অনুমান করা ছাড়া সুত্রায়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে লেনিন যেহেতু সেই যুগে জন্ম নিয়েছেন এবং বিপ্লব করার জন্যই জন্মেছেন তাই লেনিনই সমাজতন্ত্রের অসম্পুর্ণ বিজ্ঞানের (ষ্ট্যালিনদের "মার্কসবাদ") সীমিত ভান্ডারে স্বীয় সৃষ্ট লেনিনবাদের সংযোজনী দ্বারা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান নয় বরং "মার্কসবাদকে" অসীম-অফুরন্ত করেছেন। যদি তাই হয় তবেতো মার্কসরা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান যেমন আবিস্কার করেন নাই তেমন পুঁজিবাদী দালানের ছাদটিই দেখেনি। তা হলে, পুঁজিবাদী দালানটির ভংগুর ছাদের জীর্ণদশা ও জীর্ণ ছাদ সমেত পুরো দালানটিই ধ্বংস হয়ে অনিবার্যভাবে নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের ডাষ্টবিনে অর্থাৎ পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি- প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সহ রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজের চিত্রটা মার্কসরা কেবলই কল্পনায় একেঁছিলেন?

অথচ, কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে- "বুর্জোয়াশ্রেণী শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম,।" এবং " উৎপাদনের পুরনো অবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তা হলে সেই পুরনো অবস্থার সংগে সংগে শ্রেণী-বিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বটাই দুর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান হবে। শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ সংবলিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।" অর্থাৎ, ইস্তাহার রচয়িতাগণ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যকার আর অন্যকোন স্তর-পর্যায় বা ফারাক নয় বরং পুঁজিবাদের মরণদশাই চিহ্নিত করে পুঁজিবাদের কবরের উপর সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সাম্যবাদের ভিত্তি তথা শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন স্বাধীন মানুষের স্বাধীন সমাজ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

তাছাড়া- ইস্তাহারের সুচনাতেই তাঁরা বলেছেন-“ ইউরোপকে আতংকগ্রস্ত করেছে একটা ভূত-কমিউনিজমের ভূত। এই ভূত ছাড়াবার জন্য এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসেছে সাবেকী ইউরোপের সকলশক্তি-পোপ এবং জার, মেট্রেরনিখ ও গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকালরা আর জার্মান পুলিশগোয়েন্দারা।” অর্থৎ -যে ইউরোপ তথা পুঁজিবাদ একদা প্রাক পুঁজিবাদী সকল ব্যবস্থা অর্থাৎ চার্চসমেত দাস ও সামন্ততন্ত্রীয় সকল মুল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে এমনকি স্বশস্ত্র যুদ্ধ পর্যন্ত করেছে, চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে, সম্রাটের ক্ষমতা বিলুপ্ত করেছে, নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, এবং ধর্ম বা পরলৌকিকতার বিপরীতে ইহলৌকিকতাকে সমাজ ও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই মহাক্ষমতাধর পুঁজিবাদ কি কারণে আবারো গির্জাসহ সাবেকী ইউরোপীয় তথা প্রাকপুঁজিবাদী প্রথা-প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাদির সহিত জোটবদ্ধ হল?

অথবা, পুঁজিবাদ যদি বিজয়ের আরো স্থান খুঁজে পেত বা ষ্ট্যালিন যেমন বলছেন- তেমন যদি বিকাশের সুযোগ থাকতো তবে ইউরোপীয় পুঁজিবাদ ভবিষ্যত মুখীন না হয়ে পশ্চাতমুখী হল কেন? নাকি কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত অবস্থা সত্যি-সত্যি ইউরোপে ঘটেনি ? কেবলই মার্কসরা স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে কেবলই বানোয়াটি মুলে ইস্তাহারে অনুরুপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন?

না, ষ্ট্যালিন বা লেনিন কেউই মার্কসদের বিবরণ বিষয়ে বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে প্রকাশ্যে বা সরাসরি অস্বীকার করেননি বা তদানুরুপ বক্তব্য জাহির করেননি। তাছাড়া- ইউরোপ বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সম্পর্কে যাঁরা জানেন তাঁদের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে নিশ্চিতভাবেই বলবেন যে, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা ইস্তাহারে বর্ণিত এতদ্বিষয়ক বিবরণ শতকরা একশতভাগ খাঁটি ও সত্য।

কাজেই, মার্কসদের বিবরণ যেমন খাঁটি তেমন পুঁজিবাদ যে ১৮১৫ সাল হতেই পুন:পুন অতি উৎপাদন সংকটে পতিত ও নিপতিত হওয়ার হেতুবাদে বিকাশের অনুপযোগী হয়েছিল তাও কেবল ইস্তাহার নয় খোদ ‘পুঁজি’ গ্রন্থে মার্কস সুবিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সহ তদমর্মে পুঁজিবাদী সমাজের বিনাশ ও বিলোপ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তথা ‘নিরাকরণের নিরাকরণ’ তত্ত্ব -সূত্রাদি নির্ণিত ও সূত্রায়িত করেছেন হেতু মার্কসরা পুঁজির সর্বাংশ অর্থাৎ পুঁজির জন্ম হতে জরাজীর্ণ বার্ধক্য অবস্থা সব-ই দেখেছেন ।

এবং দেখেছেন বলেই আলোচ্য প্রবন্ধেই উদ্ধৃত কমিউনিষ্ট লীগের নিয়মাবলীর ১নং সেকসনের ১নং অনুচ্ছেদেই বর্ণিত আছে যে, লীগের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব স্থাপনে বৃদ্ধ বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ সাধন করে নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা যা হবে শ্রেণীহীন এবং প্রাইভেট প্রপার্টি মুক্ত। তবু,উক্ত ১ নং অনুচ্ছেদে বিবৃত এই: “ old bourgeois society” মার্কসরা দেখেনি !

অত:পর, ষ্ট্যালিনের বক্তব্য সঠিক হলে সন্দেহাতীতভাবে যেমন কমিউনিষ্ট লীগ তেমন মার্কসরাও ছিল নেহাতই ইউটোপীয়ই নয় বরং পুঁজি ও পুঁজিবাদের বিকাশ-পরিণতি

ইত্যকার বিষয় এককথায় পুঁজিবাদী সমাজের ইতিহাস সম্পর্কে একদম সাচ্চা মিথ্যাবাদী । কারণ-পুঁজিবাদের বিকাশ ও পর্যায় সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের বক্তব্য সঠিক হলে মার্কসরা বেঠিক এবং সাম্যবাদ -সেতো অতি অবশ্যয়ই মার্কসদের উর্বর মস্তিষ্কের ইউটোপীয় চিন্তার ফল। হায় গড ! বস্তুবাদী ষ্ট্যালিনরা মার্কসদের কল্পিত মততন্ত্রকেই অমোঘ সত্য জ্ঞানে নিজেদের জীবন ক্ষয় করলেন? তবু, মার্কসবাদী ষ্ট্যালিনরাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী ?

অত:পর,লেনিন-ষ্ট্যালিনরা আদৌ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মান্য করতেন , না কি মানতেন এটিকে সমাজতন্ত্রের মৌল নীতিমালা বা সংবিধান হিসাবে? অথবা, আদৌ তাঁরা পাত্তা দিতেন কি কমিউনিষ্ট লীগের নিয়মাবলী ইত্যাদি? তবে, দ্বিমুখী ও দ্বিচারী ষ্ট্যালিনের মতানুযায়ীই মার্কসদের সমাজতন্ত্রের মতটি অতীব সঠিক-যথার্থ এবং তা বাস্তবায়িত হবে বলেই লেনিনের বলশেভিকরা বিশ্বজয়ী। কিন্তু বিনা বাধায় এবং টিকে থাকবে লেনিনীয় সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র বুর্জোয়াদের দ্বারা সামরিক হামলা-আক্রমন না করার শর্তেই। অত:পর, মার্কসদের বিবৃত শ্রমিকশ্রেণী নয়, শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠন-ঐক্য ও সংহতি নয়, শত্রুপক্ষ বুর্জোয়াদের সমর্থনেই টিকবে বটে লেনিনীয় সমাজতন্ত্র ! অনুরূপ বক্তব্য আজগুবি বা গোঁজামিলের বজ্জাতি না হলে- লেনিনীয় খাঁটি সত্য এবং সুত্রতো বটেই লেনিনবাদী ষ্ট্যালিনদের ।

সত্যি কথা বটে-পাত্র শূন্য থাকলে কাজের লোকের দায় তা ভরাট করা। তাই শ্রীমান লেনিন, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান না হোক, "মার্কসবাদের" অপূর্ণ ভান্ডারতো পূর্ণ করেছেন এটা দোষণীয় নয়। তবে, মার্চ-১৯১৩ সালে " মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি অংগ" নিবন্ধে লেনিন লিখেছেন- " মার্কসের মতবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ তা সত্য।"

অত:পর, মার্কসদের উদ্ঘাটিত তত্ত্ব অন্তত বিজ্ঞান না হোক যদি লেনিনীয় ফতোয়ামতো মতবাদও হয় এবং তা যদি হয় "সর্বশক্তিমান", তবেতো ঐ মতবাদে সকল শক্তিই সংরক্ষিত আছে বিধায় তা পূর্ণাংগ অর্থাৎ অপূর্ণাংগ নয় হেতু ঐ পূর্ণাংগ মতবাদের ভান্ডারে আর কোন শক্তি সংযোজিত হওয়ার অবকাশ থাকে নাই; আর যদি আরো নতুন নতুন শক্তি সংযোজনের জন্য ফাঁকা স্থান থেকেই যায় তবেতো -পদার্থ বিদ্যার সুত্রে বা ভাষার ব্যাকরণিক রীতিতে ঐ মতবাদ সর্বশক্তিমান হিসাবে অভিহিত হতে পারে না। কিন্তু ষ্ট্যালিনের দাবীমতো "মার্কসবাদে" শক্তির অভাব ছিল-ভান্ডার অপূর্ণ ছিল। অত:পর, কে ঠিক-লেনিন না ষ্ট্যালিন।তবে,বর্ণিতরূপ পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের দায়ে দুজনকেই সঠিক বলাটা, ব্যাকরণ ও পদার্থ বিদ্যার বিকৃতি সাধন বৈ ভিন্ন কিছু গণ্য হতে পারে না।

ঐ নিবন্ধেই লেনিন লিখেছেন- " পণ্য অর্থনীতির ভ্রুণাবস্থা থেকে, সরল বিনিময় থেকে শুরু করে তার সর্বোচ্চ রূপ, বৃহদাকার উৎপাদনের রূপ পর্যন্ত মার্কস পুঁজিবাদের বিকাশ আলোচনা করেছেন।" এবং " সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদের জয় হয়েছে । কিন্তু এ জয় শুধু পুঁজির উপর শ্রমের বিজয়লাভের পুর্বাভাষ। "

আর ১৯১৬ সালের বসন্তকালে মহাপন্ডিত লেনিন লিখেছেন-“ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়”, গ্রন্থখানি।

অত:পর, “সর্বোচ্চ রূপ” আর “ সর্বোচ্চ পর্যায়” শব্দ দুটোর মধ্যে যদি কোন তফাত-ফারকা থাকে তবে মার্কস পুঁজির সর্বোচ্চ বিকাশ অর্থাৎ লেনিনের “সাম্রাজ্যবাদ” ও ষ্ট্যালিনের “সর্বহারা বিপ্লবের” অবস্থাটি দেখেননি এবং “পুঁজিবাদের বিশ্ব জয়” ও তৎকারণে “ পুঁজির উপর শ্রমের বিজয়লাভের পুর্বভাষ”ও অবলোকন করেনি। কেবলমাত্র এ শর্তেই ষ্ট্যালিনের দাবীটি যথার্থ, কিন্তু এতে লেনিনের দাবী ও মুল্যায়ণের ভাগ্য কি হয়? এ নিয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণের উল্লেখের আগে মার্কসবাদ বিষয়ে ঐ নিবন্ধেই লেনিন আরো যা যা বলেছেন তার কিঞ্চিত বিষয় ব্যতিক্রমহীনভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

“ উনিশ শতকের জার্মান, ইংরেজী অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসী সমাজবাদ রূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ট সৃষ্টি তার ন্যায় সংগত উত্তরাধিকারী হল মার্কসবাদ। ” এবং জার্মান দার্শনিক হেগেল বা ফরাসী সমাজবাদের উল্লেখযোগ্য প্রুধোঁ বা ব্লাঙ্কি প্রমুখদের নাম উল্লেখ না করলেও লেনিন লিখেছেন- “ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুসন্ধান করে অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো মুল্যের শ্রম-তত্ত্বের সুত্রপাত করেন। মার্কস তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।” অর্থাৎ হেগেল, প্রুধোঁ সহ অ্যাডাম স্মিথ-রিকার্ডোরাই মার্কসের এবং মার্কসবাদের যোগ্য ও উপযুক্ত পুর্বসূরী। তা হলেতো সমাজতন্ত্রের মুল প্রবক্তা-ব্যক্তি উল্লেখিত হেগেল বা প্রুধোঁ ও অ্যাডাম স্মিতরাই! যদি তাই হয় তবে, লেনিনবাদের পরে যেমন “ মাও চিন্তাধারা” , “ হোচিমন থট” ইত্যাকার শব্দরাজি যুক্ত করছে লেনিনবাদীরা তেমন হেগেল-স্মিথদের নাম মার্কসবাদের পূর্বে বসবে না কেন ? অথবা, লেনিনবাদীরা কেন লিখবে না হেগেলবাদ-প্রুধোঁবাদ ও অ্যাডামবাদ? তবে, ২৩ ফেব্রুয়ারী,১৮৯১ সালে কাউৎস্কির কাছে লিখা চিঠিতে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- “মার্কসের মৃত্যুর পর আমি তাঁর সাহিত্যের ব্যবস্থাপক এবং সে হিসাবে আমার কিছুটা কর্তব্য আছে।”

কাজেই, সকল ধরণের উত্তরাধিকার বিলোপের প্রস্তাবক এ্যাংগেলস নিজেকে মার্কসবাদের বা মার্কসের উত্তরাধিকার নয়, বরং মার্কসের সাহিত্যের কর্তব্যবোধ সম্পন্ন এক ব্যবস্থাপক হিসাবে যেমন দাবী করেছেন মাত্র তেমন নিজেকে বলেননি - মার্কসবাদী।তদপুরি, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মুলেই কমিউনিষ্ট মার্কস-এ্যাংগেলস উভয়েই তাঁদের আবিস্কৃত-ব্যাখ্যাত তত্ত্ব ও সুত্রকে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বা নতুন বিজ্ঞান (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র) হিসাবে “ Strategy and Tactics of the Class Struggle” এবং “ ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র” সহ বিভিন্ন নিবন্ধে চিহ্নিত ও শনাক্ত করেছেন।

তাছাড়া-লেনিনের বক্তব্যমতো ভাববাদী হেগেলের উত্তরসূরী হলে -শ্রেণী সংগ্রামই যে, ‘মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম’ তা আবিস্কার করতে পারতো না মার্কস। তাদ্ভিন্ন,

পুরানো মতবাদ-দর্শন ইত্যকার বিষয় এবং কমিউনিজম সম্পর্কে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে -“ তাই তা ইতিহাসের সকল অতীত অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। ” এবং ইউটোপিয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পুস্তকে ফে. এ্যাংগেলস লিখেছেন-“ বিশ্ব এযাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে; যা কিছু অতীত তা সব কিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য।” সুতরাং, মার্কস-এ্যাংগেলসরা যে, হেগেল বা কুসংস্কারচ্ছন্ন তথা অতিতের কারো উত্তরসুরী নয়, তাওতো তাঁরাই নিশ্চিত করেছেন।

আর অ্যাডম স্মিত সম্পর্কে পুঁজি গ্রন্থের পঞ্চমভাগ, “ পুঁজির সঞ্চয়ন” এ মার্কস লিখেছেন- “ সত্য কথা এই যে যেখানে মুশকিলটা শুরু হয় অ্যাডাম স্মিথ সেখানেই তাঁর তদন্ত খতম করে দেন।” অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে পুঁজিবাদের ছাপাই সাক্ষী বটে স্মিথ। আর রিকার্ডো সম্পর্কে পুঁজি গ্রন্থের পঞ্চম ভাগ, “ অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মুল্যের উৎপাদন” এ মার্কস লিখেছেন- “ রিকার্ডো কখনও উদ্বৃত্ত-মুল্যের উৎস নিয়ে মাথা ঘামান না ।” অর্থাৎ শ্রমশক্তি ও শ্রমিকশ্রেণী বা উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব নিয়ে রিকার্ডো আগ্রহী নয়। বিপরীতে , ব্যক্তিমালিকানার মোহ মুক্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু বলেই বিজ্ঞানী মার্কস পুঁজির গোপন রহস্য বা পুঁজিবাদী সমাজের সকল ফাঁকিজুঁকি বা জারিজুরি তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্বের আবিস্কারক। অত:পর, মার্কসের সাক্ষ্যমতেই উদ্বৃত্ত-মুল্য বিষয়ে অনাগ্রহী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর বন্ধু এবং স্বার্থান্ধ স্মীত-রিকার্ডোদের কাজকে তিনি অর্থাৎ মার্কস যেমন এগিয়ে নেননি তেমন তিনি তাঁদের উত্তরাধিকারও নন। আর প্রুধোঁর বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ দায়ের ও প্রমাণ করেছিলেন স্বয়ং মার্কস।

তাছাড়াও “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকের ভূমিকায় ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- “ স্বভাবতই প্রধানত প্রুধোঁপন্থীরাই দায়ী ছিল কমিউনের অর্থনৈতিক হুকুমগুলির জন্য-তার মধ্যে যা প্রশংসনীয় ও যা নিন্দনীয় উভয়ের জন্য; যেমন ব্লাঙ্কিপন্থীরা দায়ী ছিল কমিউন যে রাজনৈতিক কাজ করেছিল তার জন্য, এবং যা করেনি তার জন্য। এবং উভয় ক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিহাস এই-মতসর্বস্ব ব্যক্তিরা কর্তত্বে এলে সচরাচর যা ঘটে থাকে- নিজ নিজ মর্তাদর্শ অনুসারে যা করণীয় দুই দলই করে বসল তার বিপরীত কাজ।” এবং তিনি আরো লিখেন- “ মার্কস ‘ গৃহযুদ্ধ’ গ্রন্থে যেটা ঠিকই ধরেছিলেন, এই সংগঠনের আবিশ্যিক পরিণতি হবে কমিউনিজম অর্থাৎ প্রুধোঁবাদী নীতির ঠিক বিপরীত। তাই কমিউন হল প্রুধোঁগোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রের কবরস্বরূপ।” অর্থাৎ প্যারী কমিউন যে প্রুধোঁদের উত্তরাধিকার রক্ষা নয় বরং প্রুধোঁদের কবর দিয়েছে তাওতো সাক্ষ্য দিচ্ছেন স্বয়ং এ্যাংগেলসই।

তবু, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সহিত বৈরী ও বিরোধী মতবাদিক সম্পর্কের ব্যক্তিবর্গের উত্তরাধিকার হিসাবে তাও আবার সকল প্রকার উত্তরাধিকার বিলোপের প্রস্তাবকারী- কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচয়িতা দু’জন ব্যক্তির অন্যতম খোদ মার্কসকে নির্দিষ্ট ও শনাক্ত করলেন পুঁজিবাদের উকিল স্মীত-রিকার্ডো বা প্রুধোঁদের উত্তরাধিকার হিসাবে স্বয়ং মার্কসবাদী লেনিন ।

নাকি, নিজেকে মার্কসের সেরা ও একমাত্র যোগ্য এবং উপযুক্ত উত্তরাধিকার স্বপ্রমাণেই এসকল ভুয়া বিবৃতি দিতে হয়েছিল মান্যবর লেনিনকে, যেমনটা তিনি বানোয়াটিমূলে প্রস্তুত করেছেন ভুয়া লেনিনবাদ ? উল্লেখ্য- লেনিনের মতো প্রতিভাবান বা মেধাবী কারো কামনা-বাসনা অনুয়ায়ী বা বানোয়াটি মুলে প্রবর্তিত বা প্রতিষ্ঠিত নয় বরং পুঁজিবাদেরই নিয়তি- সমাজতন্ত্র সম্পর্কে "ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" পুস্তকে এ্যাংগেলস লিখেছেন- " সে সময় থেকে কোনো বিশেষ প্রবুদ্ধ মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিস্কার হয়ে সমাজতন্ত্র আর রইল না,তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভেতরকার সংগ্রামের আবিশ্যিক ফল।" অর্থাৎ, সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়মে বিকল্পহীনভাবেই কেবলমাত্র পুঁজিবাদী সমাজ বিলীন করেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে বলেই সমাজতন্ত্র যেমন বিজ্ঞান তেমন একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, নয় কারো বানোয়াটি বা মস্তিষ্কপ্রসুত মতামত। এবং এ্যাংগেলসের সাক্ষ্যমতে- কেবল পুঁজিবাদই নয় বরং যুগপৎ বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীও বিকশিত হয়েছিল লেনিন নয়, মার্কসদের যুগেই বিধায় বিকশিত বা পরিপুর্ণ পুঁজিবাদের পরিণতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছিল এবং লেনিন নয়, মার্কসরাই আবিস্কর্তা-ব্যাখ্যাতা বটে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের।

তবু, কপটচারী লেনিনের সাগরেদ ভন্ড ষ্ট্যালিন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মার্কসরা পুঁজিবাদী সমাজের চরম বিকাশ অর্থাৎ বার্ধক্য দেখেনি । এবং, লেনিনই বলেছেন বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজির বিকাশ সাধন করতে হবে অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ "বৃদ্ধ"নয় বরং কেবলই যুবা বলেই যৌবনোচ্ছ্বল পুঁজি যৌবনের তাড়নায় বিকশিত হবেই এবং পুঁজির তদ্রুপ বিকাশের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে বিকল্পহীনভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও তদমর্মে বুর্জোয়াশ্রেণীর অযোগ্যতায় অনুরূপ মহান কর্মটি সম্পাদন করতে হবে লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের আবশ্যকতায় শ্রমিকশ্রেণীকেই বলেই তা কার্যত বুর্জোয়া বিপ্লব হলেও অনুরূপ বিপ্লবকে লেনিনীয় নিদানমতো বলতে হবে -নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

অত:পর, পুঁজি ও শ্রেণী সম্পর্কে বা শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী বৈরীতা বিষয়ে অথবা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এরূপ আজগুবি ফতোয়ার খ্যতিমান নির্মাতা- যিনি নিজ ঘোষণা বলেই অনুরূপ বিপ্লবী কর্মে সদা সচেষ্ট থেকে সদা সর্বত্র নিপীড়িত বুর্জোয়ার সেবায় নিবেদিত বিধায় বুর্জোয়া স্বার্থের এমন কৌশলী ও চালাক-চতুর পাহারাদার সেই মহামতি লেনিনের যুগে নয় মার্কসদের যুগেই পুঁজিবাদী সমাজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিল বলেই মার্কসের জন্মের পুর্বেই পুঁজিবাদী সমাজ যেমন সংকটে নিপতিত হয়েছিল তেমন পুন:পুন সংকট ও মহাসংকটের দুষ্টচক্রে আবর্তিত পুঁজিপতিশ্রেণীর বহুজন পরিণত হয়েছিল শ্রম শক্তি বিক্রেতায় । আর যতোবারই পুঁজিবাদী সমাজ সংকটে পড়েছে ততোবারই সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সংকটোত্তরণের বৃথা চেষ্টা করে সিন্ডিকেট-মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী বা রাষ্ট্রায়ত্তখাত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে পুঁজিপতিশ্রেণী। তবু, রেহাই পায়নি বলেই জন্ম নিয়েছিল প্যারী কমিউন। কাজেই পুন:পুন স্বসৃষ্ট সংকটের দুষ্টচক্রে নিমজ্জিত পুঁজিবাদী সমাজ মিমাংসার অতীত সমস্যায় নিপতিত হওয়াই কেবল নয় বরং আরো নতুন নতুন

সংকট-সমস্যার জন্ম দিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেই নিশ্চিত করেছে যে, পুঁজিবাদী সমাজের অবসান ব্যতীত মিমাংসার অযোগ্য বৈরী সামাজিক সম্পর্কের পুঁজিবাদী সমাজের সংকট ও সম্যসার নিস্পত্তি অসম্ভব বলেই পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ ও বৈরীতার সকল রূপ-লক্ষণ সুস্পষ্টভাবেই সুস্পষ্ট হয়েছিল বলেই মার্কস নিজ মস্তিষ্ক প্রসুত নয় বরং পরিণত-বৃদ্ধ পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব-বিকাশ ও বার্ধক্য বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ,পরীক্ষণ,নিরীক্ষণ করার মাধ্যমে বৃদ্ধ পুঁজিবাদের নিয়তি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

(বি:দ্র: কিঞ্চিত সংগোপনে বলে রাখি- লেনিনের বক্তব্য অনুয়ায়ী-বুর্জোয়া সমাজ বৃদ্ধ না হলে সন্দেহাতীতভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীও বৃদ্ধ নয় বলেই যৌবনের তাড়না ও উন্মাদনায় তরতাজা যুবা; তবু, লেনিনের মতে - যৌবনের তাড়নায় তাড়িত নয় বুর্জোয়াশ্রেণী এমনকি বুঝেও না নিজের যুবা বয়ষের যৌবন, অবশ্য তা বুঝে কেবল নিস্কাম পুঁজির কল্পিত যৌবনের কামোত্তেজনায় উত্তেজিত ধর্ষক তথা কমিউনিষ্ট লেনিন! তবে, বিগতা যৌবনার পীরিতের সকামী নাগর খোদ লেনিনই আবার বলছেন -নিজ শ্রেণী স্বার্থ হাসিলে তথা বুর্জোয়া বিকাশে বুর্জোয়ারা অযোগ্য। অথচ, দুর্ঘটনায় নিপতিত না হলে বার্ধক্যই বিকাশের প্রতিবন্ধক ও অযোগ্যতার হেতুবাদ বটে।

অত:পর, স্বার্থান্ধ লেনিনের স্বার্থপ্রণোদিত বক্তব্য অনুযায়ীই এটিও প্রমাণিত যে, লেনিনের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসুত- নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফতোয়া অনুয়ায়ী-পুঁজির পরিপুর্ণতা লাভে ও বিকাশের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজ স্বার্থ হাসিলের সুযোগ লাভে অযোগ্য অর্থাৎ বুর্জোয়া বিপ্লবে অক্ষম বুর্জোয়া শ্রেণী কেবলমাত্র লেনিনেরই বক্তব্য অনুযায়ীই অনুরূপ অক্ষমতা-অযোগ্যতার হেতুবাদেই যেমন বুর্জোয়া সমাজ বৃদ্ধ তেমন ততোধিক বার্ধক্যে উপনীত বটে বুর্জোয়া শ্রেণী । অবশ্য সে কারণেই প্রকৃতই মরণাপন্ন পুঁজিপতিশ্রেণী কোনমতে বেঁচে বর্তে থাকতে তথা শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় ঠেকাতে বারে বারে সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে উৎপাদন উপকরণের দাবী মতো উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানাকে অকোজে ও অকার্যকর গণ্যে যৌথ বা সামাজিক মালিকানার পথে অগ্রসর হয়ে একদিকে সমাজতন্ত্রের পথকেই যথার্থ ও সঠিক মর্মে নিশ্চিত করে অন্যদিকে প্রাইভেট ওনারশীপের ক্ষতিকরতা ও অপ্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করে সাধারণ মালিকানার অপরিহার্যতা অনিবার্য করে তোলার মাধ্যমে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়ের শর্ত তৈরী করেও কেবলই স্বার্থান্ধ পুঁজিবাদী গোত্র আসন্ন মৃত্যুর কবল হতে রেহাই পেতে লাসাল-কাউৎস্কি ও লেনিনের মতো কমিউনিষ্টদেরকেও ভাড়া করে বলেই কেবলমাত্র ভাড়াটিয়ার কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে বাধ্য হয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেই প্রমাণ করেছে যে, বুর্জোয়া সমাজ যেমন বৃদ্ধ এবং তেমন বুর্জোয়াশ্রেণীও চরম বার্দ্ধক্যে উপনীত হেতু পুঁজিবাদী সমাজ সন্দেহাতীতভাবেই বিকাশে অযোগ্য ।

অত:পর, পুঁজিবাদের ভাড়াটিয়া লেনিন বা লেনিনপন্থীরা যাহাই বলুক না কেন মূলত লেনিনের ফতোয়ার পরস্পর বিরোধী বা স্ববিরোধী বা পুর্বাপর সামঞ্জস্যহীন বক্তব্য-বিবৃতি বা অনুরূপ বক্তব্যের পারস্পারিক বৈরীতা ও অসারতা দ্বারাই নিশ্চিত হয়েছে যে,

খোদ লেনিনের উর্বর মস্তিষ্কজাত নিদানেও স্বয়ং লেনিনের কালেও বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের সুযোগ কেবলই অতীতের বিষয়)

তবে, মতলবাজরা যেমন বলে,তেমন ভাববাদী হেগেলেরও বক্তব্য এই যে, মস্তিষ্ক হতে সকল জ্ঞান সৃষ্টি ও বিকশিত হয় । কিন্তু পূর্বোক্ত পুস্তকেই এ্যাংগেলস লিখেছেন- "সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের শেষ কারণের সন্ধান করতে হবে মানুষের মস্তিষ্কে নয়, চিরন্তন সত্য ও ন্যায় নির্ণয়ে কোন ব্যক্তির উন্নততর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে নয়, উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে ।"

কাজেই, বিরল প্রতিভার মহান ওস্তাদ লেনিনের সৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক বক্তব্য কেবলই লেনিনের বিশেষ মেধার মতোই লেনিনীয় দুরভিসন্ধিমূলক পর্যবেক্ষণ প্রসুত এবং তদানুরুপ উর্বর মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যপূর্ণ আবিস্কার না কি সত্যিই সামাজিক বাস্তবতা প্রসুত বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটন তা- আলোচনা ও পর্যালোচনার শুরুতেই এ বিষয়ে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ পুস্তকখানির সাহায্য নেওয়াই শ্রেয়-

শুরুতেই বলে রাখি- সাম্রাজ্যবাদ বইটিতে মার্কসের এতদ্বিষয়ক অপূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা বা খামতি-কমতি যেমন বিবৃত হয়নি তেমন পুঁজির উদ্ভব-বিকাশ ইত্যকার বিষয়েও মার্কসকে উদ্ধৃত করা বা প্রাসংগিকতা হেতু ব্যবহার করা অতীব আবশ্যক হলেও মার্কসবাদী লেনিন কিন্তু তা করেননি।অথবা, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার, পুঁজি গ্রন্থ সহ অপরাপর পুস্তক সমেত বহু নিবন্ধ ও প্রবন্ধে মর্কস এবং এ্যাগেলসও বহুবার পুঁজির জন্ম বৃত্তান্ত সমেত শ্রমিকশ্রেণীর সহিত পুঁজিপতিশ্রেণীর এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর বিভিন্ন ভাগ-বিভাগ ও উপবিভাগ এবং অনুরুপ ভাগ-বিভাগের মধ্যেকার বিরোধ-বৈরীতা সমেত চুড়ান্তভাবে উৎপাদন উপকরণের পুন:পুন বিদ্রোহ তথা পুঁজিবাদের সংকট-মহাসংকটের প্রেক্ষিতে পুঁজিপতিশ্রেণীর অক্ষমতা-অকার্যকারীতা, ক্ষতিকরতা ও অপ্রয়োজনীয়তার পরিণতিতে প্রাইভেট প্রপার্টির বিলোপের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ রহিতকরণের মাধ্যমে নতুন সমাজের ভিত্তি অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং অনুরুপ তত্ত্ব-সুত্র দ্বারা যেমন পুঁজিবাদী সমাজের তেমন মানব জাতির ভবিতব্য নিশ্চিত করেছেন।

অত:পর, মানব ইতিহাস বিকাশের সুত্র আবিস্কর্তা মার্কসদের উক্তরুপ তত্ত্ব-সুত্র তথা পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসাবে অতি উৎপাদন বিষয়ক বক্তব্য কেন বা কি কি কারণে অযথার্থ -অসম্পূর্ণ, ভুল- ভ্রান্ত বা অসম্পুর্ণ বা সঠিক নয়,যৌক্তিক নয় তদমর্মে প্রয়োজনীয় ও যথার্থ যুক্তি-তর্ক সহ আবশ্যকীয় বিবৃতি- বিষয় উল্লেখ করা ছাড়া বা মার্কসদের উল্লেখিত বক্তব্যকে খন্ডন করা ছাড়া পুঁজিবাদের নতুন রুপ তথা আরো বিকশিত রুপ বা "পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" আবিস্কার করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকা বা তদমর্মে স্বীয় নব-আবিস্কার হিসাবে বিবৃত করার প্রয়োজনটা কিন্ত লেনিনবাদের আবিস্কারক শ্রী লেনিন উল্লেখ করেন নাই তাঁর মহা আবিস্কার মুলক আলোচিত গ্রন্থখানিতে।

তবে উক্ত বইতেই বর্ণিত আছে ১৯০০-১৯০৩ সালের মধ্যেই " পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যবাদে।" তবু, পুর্বোল্লেখিত বিবরণ মতো ১৯১৩ সাল পর্যন্ত লেনিনের নিকট মার্কসই ছিলেন পুঁজির " সর্বোচ্চ রূপ" তথা সর্বরূপদ্রষ্টা। অথচ, তার মাত্র ৩ বছরের কম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বইটি লিখার কালে ১৯১৬ সালে লেনিন নিজেই আবিস্কার করলেন- বোকা মার্কস পুঁজির সর্বরূপ দ্রষ্টা নয়, বরং কেবলমাত্র ১৯০৩ সালেই পুঁজি তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্থরে পৌঁছেছে বলেই "সাম্রজ্যবাদ- পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" নামে অতিমূল্যবান বইখানি তথা মার্কসবাদের নতুন সংযোজনী অর্থাৎ লেনিনবাদ পয়দা করলেন ব্রিলিয়ান্ট এন্ড জিনিয়াস লেনিন।

অত:পর, ১৯১৩ সাল পর্যন্ত পুঁজি ও মার্কস সম্পর্কিত তাঁর ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্তি এবং তদ্বিষয়ে তাঁর নিজের অজ্ঞতার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা সহ তদ্রুপ ভ্রান্তি ভঞ্জনে দায় এড়ানোর সুযোগহীন মার্কসবাদী 'ওস্তাদ'-'মহান লেনিন' উল্লেখিত বিষয়াদিসহ মার্কসদের "সমাজতন্ত্র" এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজেরই অন্ধত্ব- অজ্ঞতা বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা-কৈফয়িৎ কিন্তু ঐ পুস্তকে দেন নাই।

অথবা, তদমর্মে কৈফিয়ৎ না দেওয়ার কারণও বিবৃত করেননি। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারক বা আন্তরিক ভদ্রজন কি এমন রহস্যজনক আচরণ করতে পারে?

তবে, মতলববাজ প্রতিভাবান ওস্তাদরা জবাবদীহিতার উর্দ্ধে বলেই বোধ হয় তারা বিশেষ বিশেষ মততন্ত্র সৃষ্টি করতেই জন্ম নিয়ে থাকেন। তবে, স্রষ্টা লেনিন সমগ্র বইটিতেই "কুখ্যাত" কাউৎস্কির " প্রতিক্রিয়াশীলতা" বর্ণনা করে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ হবসনকে ঠেলে মাথায় তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা করলেও হবসনের "সাম্রাজ্যবাদ" নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০২ সালে অর্থাৎ লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের জন্মসাল- ১৯০৩ এর আগের বছর।

সুতরাং লেনিনের আস্থভাজন হবসনওতো লেনিন কর্তৃক সংজ্ঞায়িত - সাম্রাজ্যবাদ না দেখেই সাম্রাজ্যবাদ নামে বই লিখেছেন। কাজেই, সাম্রাজবাদের দিনপঞ্জী বিষয়ে লেনিন ঠিক হলে লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী - ১৯০৩ সালে বিকাশের শেষ পর্যায়-এ পৌঁছা পুঁজিবাদ না দেখেই অপূর্ণাংগ সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে ১৯০২ সালে মি: হবসনের লিখিত "সাম্রাজ্যবাদ" বইটির এমনকি নামকরণও যে যথার্থ ও সঠিক হওয়ার সুযোগ নাই তা কিন্তু লেনিন বলেনি। আবার মি: হবসনই যদি সাম্রাজ্যবাদ লিখেন এবং তা যদি তথপঞ্জী হিসাবে ব্যবহার করেন মি: লেনিন তবে সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে আবার লেনিনেরই অমর গ্রন্থ লিখতে হল তারও কোন ব্যাখ্যা কিন্তু লেনিন সাহেব নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেননি।

অত:পর, লেনিনবাদের সৃষ্টি তথা " সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" পুস্তকটি কেবলই মহাজ্ঞানী লেনিনের মতো মহা আবিস্কারকের মহাভ্রান্তি না কি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তির মহানেশা-উন্মাদনা ও স্বার্থান্ধতায় রচিত মহা বজ্জাতি-ভন্ডামির নজির মাত্র ?

উক্ত পুস্তকে সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক বিরোধের বিবরণ দিতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন- "ফিনান্স পুঁজির অতিকায় ' কারবারের' (এবং অতিকায় মুনাফার) সংগে খোলা বাজারে 'সাধু' ব্যবসার বিরোধ--।" অত:পর, ব্যাবসা-বাণিজ্যকে আদিকালে এমনকি ভারতীয় মনুও নীচুজাতের মধ্যে দেবতা গণেশ ভক্ত বণিকদের কর্ম হিসাবে তারিফ করা সহ অসাধু ব্যবসার বিষয়ে দন্ডবিধানের মাধ্যমে সাধু ব্যবসায়ীগণকে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু, শোষণহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত লেনিনও দেখি অন্তত ব্যবসা বিষয়ে মনুদের অনুগামী। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা যদি ' সাধু' হয় লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক নিদানে-সাহিত্যে তবে অসাধু কে ? তবে, কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে- " শিল্পের মালিক কর্তৃক শোষণ খানিকটা শেষ হওয়া মাত্র, অর্থাৎ তার মজুরির টাকাটা পাওয়া মাত্র, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যান্য অংশ-বাড়ীওয়ালা,দোকানদার, বন্ধকী কারবারী প্রভৃতি।" অর্থাৎ মার্কসের মতে কেবল শিল্প পুঁজিপতিই নয়, পুঁজির অপরাপর মালিক গয়রহ তথা ব্যবসাদারও শোষক ।

পুঁজি গ্রন্থে প্রথম ভাগ, "অধ্যায়-৩। অর্থ, অথবা পণ্যের সঞ্চলন" এ বিবৃত আছে- "পণ্যের ভিতর যে শ্রম বাস্তবায়িত থাকে তার অর্থ -নাম হল দাম।" কাজেই শ্রমিকের শ্রমের অপরিশোধিত দামের অংশ বিশেষই হল ব্যবসায়ীর মুনাফা । এবং "অধ্যায়-৫। পুঁজির সাধারণ সুত্রে স্বরিবোধ" এ বিবৃত আছে- " পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেরাই নিজেদের উপর মুনাফা অর্জন করতে পারে না।" অর্থাৎ ব্যবসাদার পুঁজিপতি শ্রমশোষণ করা বৈ মুনাফা অর্জন করতে পারে না বলেই ব্যবসাদার সাধু নয় বরং সর্বৈব অসৎ-শোষক । রাজস্ব আদায়কারী বুর্জোয়া সরকার বা সরকারী কর্মকর্তারা -কর ফাঁকির দায়ে অবৈধ বা অসাধু ব্যবসা ইতাদি বিভাজন বা তদ্রুপ বললেও লুণ্ঠিত -শোষিত শ্রমিক কি কোন ভাবেই ব্যবসাকে সাধু-অসাধু হিসাবে ভাগ-বিভাগ করতে পারে ? শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আন্তরিক যে কেউ এ প্রশ্নের জবাবে না ছাড়া হ্যাঁ বলতে পারবেন না।

এবং পুঁজির, দ্বিতীয় ভাগ, অধ্যায়-৪। " পুঁজির সাধারণ সুত্র"এ বিবৃত আছে- " পুঁজি প্রথমে অবধারিতভাবে অর্থের রূপ নেয়; এর আবির্ভাব হয় অর্থ-সম্পদ হিসাবে, ব্যবসায়ী ও মহাজনী পুঁজি হিসাবে।" অর্থাৎ ব্যবসায়ী পুঁজি বা বাণিজ্য পুঁজি বা মহাজনী পুঁজি সবই মৃত শ্রমের পুঞ্জিভূত রূপ তথা পুঁজির বিভিন্ন ভাগ-বিভাগ মাত্র। তাছাড়াও নকল-ভেজাল ইত্যকার বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার দন্ডের সরকারী বিবরণাদি পুঁজি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোথাও ব্যবসাকে সাধু বা অসাধু হিসাবে ভাগ-বিভাগ করা হয়নি; বরং, ফ্রাংলিনকে উদ্ধৃত করে পুঁজির অধ্যায়-৫। এ মার্কস লিখেছেন- " যুদ্ধ হচ্ছে দস্যুবৃত্তি এবং বাণিজ্য সাধারণ প্রতারণা।"

কাজেই, প্রতারণার আবার 'সাধু' -' অসাধু' রূপ-চরিত্র ! সেতো কালো টাকা সাদাকরণে ও ব্যবসাবান্ধব অর্থনীতি জোরদারে হালের দুর্নীতিবাজ-দুর্বৃত্ত রাজনীতিক তথা পেশাদার রাজনীতির কারবারীদের ব্যবসায়ী তোষণে ও জনগণকে প্রতারিত করতে ব্যবসাদার অর্থাৎ প্রতারকদের একাংশকে অসাধু সাজিয়ে সৎব্যবসায়ীর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা-চাহিদা সৃষ্টিকল্পে এবং নিজেরাও সাধু তথা সৎ রাজনীতিক সাজতে -

সাজাতে চরম অসাধু ফতোয়ার উপযুক্ত বুলিমাত্র। তবে, লেনিনের সাধু-অসাধু সকল ব্যবসার পরিণতি বিষয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে " বেচাকেনাই লোপ পায়" অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য ভোগের অন্যতম পন্থা ব্যবসা -শ্রমশক্তি শোষণের প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা বলেই ব্যক্তিমালিকানার বিলোপের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণভাবেই বেচাকেনার বিলোপও নিশ্চিত। অর্থাৎ পণ্য অর্থনীতির বিনাশের শর্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিলোপ অনিবার্য ও নিশ্চিত। সুতরাং, সাধু-অসাধু ব্যবসার প্রবক্তা মার্কসবাদী লেনিনও মার্কসের পুঁজি গ্রন্থের বিবরণে পুঁজি বিষয়ে অসাধু বলেই মার্কসদের যেমন বিরোধী-বৈরী তেমন কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে ততোধিক অসাধু ও প্রতিবন্ধক।

লেনিনের আলোচ্য পুস্তকে " পুঁজির রপ্তানি" পর্বে বর্ণিত আছে- " একচেটিয়ার আধিপত্যের কালে সর্বাধুনিক পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যটা হয়ে উঠেছে পুঁজির রপ্তানি। পুঁজিবাদ হল পণ্যোৎপাদন বিকাশে সর্বোচ্চ স্তর, যখন শ্রম-শক্তিটাও হয়ে দাঁড়ায় পণ্য।" এবং " ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সংগে পার্থক্য টেনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে বলা যেতে পারে কুসুদজীবী সাম্রাজ্যবাদ।" এবং " ফিনান্স পুঁজি সৃষ্টি করেছে একচেটিয়া যুগ।" এবং " পুঁজিবাদের পরগাছাবৃত্তি ও পচন" শিরোনামে লিখেছেন- "একচেটিয়াবৃত্তিই হল সাম্রাজ্যবাদের গভীরতম অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। এটা হল পুঁজিবাদী একচেটিয়া, অর্থাৎ যা বিকশিত হয়েছে পুঁজিবাদের মধ্য থেকে, যা রয়েছে পুঁজিবাদ, পণ্য উৎপাদন ও প্রতিযোগিতার সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে এবং সে সাধারণ পরিস্থিতির সংগে চিরস্থায়ী ও অনপনেয় বিরোধীতায় আবদ্ধ। তা সত্ত্বেও সমস্ত একচেটিয়ার মতোই এ একচেটিয়া থেকে জন্ম নেয় অচলতা ও পচনের অনিবার্য প্রবণতা।" অর্থাৎ অতিতের যে কোন সময়ের একচেটিয়ার মতোই সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বটে পচনশীলতা, তা-হলে এটি নতুন বিষয় হতে যাবে কেন ?

এই চ্যাপ্টারেই আরো বর্ণিত আছে-" তারপর: সাম্রাজ্যবাদ হল অল্প কয়েকটি দেশে মুদ্রা-পুঁজির বিপুল সঞ্চয়, তা পৌঁছেছে ১০-১৫ হাজার কোটি ফ্রাঁ সিকিউরিটিতে, যা আগেই দেখেছি। এই থেকেই আসে লভ্যাংশজীবীদের একটা শ্রেণীর, বলা উচিৎ একটা সামাজিক স্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, অর্থাৎ সেই রকমের লোকদের বৃদ্ধি যারা কুপন কেটে জীবনধারণ করে, কোন রকম উদ্যোগে অংশগ্রহণ থেকে যারা একেবারে বিচ্ছিন্ন,কুঁড়েমিই যাদের পেশা।" এবং " সাম্রাজ্যবাদ এবং সম্রাজ্যবাদী পরগাছাবৃত্তির এই হল মর্মবস্তু। সেই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক অর্থনৈতিক সাহিত্যে ' লভ্যাংশজীবী' রাষ্ট্র, অথবা কুশীদজীবী রাষ্ট্র কথাটি বহু প্রচলিত হয়ে উঠেছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি কুশীদজীবী রাষ্ট্র এবং অতিমাত্রায় সংখ্যাধিক্য অধমর্ণ রাষ্ট্রে দুনিয়া ভাগ হয়ে গেছে।" এবং " লভ্যাংশজীবী রাষ্ট্র হল পরজীবী, পচন ধরা পুঁজিবাদের রাষ্ট্র--।"

অর্থাৎ শিল্পপুঁজির একচেটিয়া কারবারী ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুরনো আর সুদ নির্ভর ফিনান্স পুঁজির নতুন সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ফ্রান্স,তবেতো শ্রী লেনিনের বইয়ের নাম হওয়া উচিত ' নতুন সাম্রাজ্যবাদ' নয় কি?

কুশীদজীবীতাই যদি হয় পরগাছাবৃত্তি, তবে স্বশ্রমজীবী বটে শিল্প পুঁজিপতি-বাণিজ্যজীবী! অত:পর, লেনিনের বিচারে কুঁড়েমি পেশার কুপন কাটা কুশীদজীবীরাই পচনশীল অংশ বলেই শিল্প পুঁজির সাম্রাজ্যবাদ ছিল নতুন সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি এবং শিল্প পুঁজিপতিরা স্বশ্রমজীবী বলেই তারা পচনশীল হয়ে উঠেনি। কাজেই, দোষটা কেবলই ফিনান্স পুঁজির বলেই অনুরূপ পরজীবীতার হেতুবাদে ফিনান্স পুঁজির যুগই হচ্ছে ' পুঁজিবাদের উপরে একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং উৎপাদনে অযোগ্য কুঁড়েদের পরজীবীতার কারণেই নতুন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাই একদিকে যেমন পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, অন্যদিকে তেমন পচনশীল বলেই সর্বশেষ অবস্থা হেতু শ্রমিকশ্রেণীর হাতে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে। কুশিদজীবী রাষ্ট্রের স্থলে জন্ম নিবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুর্বাপর ষ্ট্যালিনদের বক্তব্য মতো কুশীদজীবী রাষ্ট্র রাশিয়াও তদমর্মে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার যোগ্য ছিল । অতএব, বইটি লিখার মাত্র ১ বছর পরেই লেনিনবাদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দুনিয়ায় জন্ম দিয়ে এতদমর্মে প্রথমস্থান দখলকারী বক্তি হিসাবে খ্যাতিমান বটে ষ্ট্যালিনের গুরু শ্রীযুক্ত লেনিন।

পরজীবীতা নয়, বরং উৎপাদন সম্পর্কের সহিত উৎপাদন শক্তির বৈরীতা-বিরোধীতার কারণেই অতীতের সকল শ্রেণী বিভক্ত সমাজ পরিবর্তিত হয়েছে এবং নতুন পরজীবী শ্রেণী সমাজের অধিপতি হিসাবে স্বীকৃত ও গণ্য হয়েছে। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই সকল পরজীবীতার অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীমুক্ত -রাষ্ট্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে মর্মে মার্কস মানব ইতিহাসের সুত্র আবিস্কার করেছেন বলেই কমিউনিষ্ট এ্যাংগেলসরা ঐ সুত্র ও তত্ত্বকে, সঠিক ও যথার্থ হিসাবেই গ্রহণ করেছিল এবং, মার্কসের সমাধিপার্শ্বের বক্তৃতায় এ্যাংগলস বলেছিলেন -উদ্বৃত্ত মুল্য তত্ত্ব ও মানব ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম তথা শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস এ'দুটোর যে কোন একটি আবিস্কার করতে পারলেও যে কেউ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আবিস্কারক গণ্য হতে পারে।

অতএব, সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত উলেখিত তত্ত্ব যদি কেউ অস্বীকার করে এবং সাধু-অসাধুর কৃত্রিম ভাগ-বিভাজন দ্বারা প্রকাশ্যে গলাকাটা কতিপয় ব্যবসাদার ব্যতীত তামাম ব্যবসাদার ও শিল্প পুঁজিপতিকে আড়াল করে কেবলমাত্র ফিনান্স পুঁজির কুপনকাটাদেরকেই কেবলমাত্র পরজীবীতার দায়ে অভিযুক্ত করে পুঁজিবাদের পচনশীলতার কল্পকাহিনী বিবৃত ও প্রচার করেন তবে তিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে পারেন বটে, কিন্তু এ্যাংগেলসদের মতো কমিউনিষ্ট বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী নন।

উলেখ্য- " ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম" নিবন্ধে মার্কস কুপনকাটা ডিভিডেন্টভোগী সহ ব্যাংকারদের "লুম্পেন প্রলেতারিয়েত" হিসাবে চিত্রায়িত করেছেন। কাজেই ফিনান্স পুঁজির চরিত্র বিষয়ে ভিন্ন শব্দের আবরণে অর্থাৎ কুঁড়েমি বা পরজীবীতা বা তদমর্মে পচনশীলতা বিষয়ে অতি গুণবান লেনিন মহোদয় নির্গুণ মার্কস হতে নতুন কি গুণ যুক্ত করলেন?

ইতপুর্বে বর্ণিত কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের বিবরণ মতে- শিল্প বুর্জোয়ারাও শোষক তথা পরজীবী। তাছাড়া-সমগ্র পুঁজি গ্রন্থে মার্কস তন্ন তন্ন করে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আমলে নিয়েই কেবলমাত্র কুশীদজীবীদেরকেই উদ্বৃত্ত-মুল্য ভোগী হিসাবে চিহ্নিত-শনাক্ত করতে পারেননি। শ্রমের অপরিশোধিত মুল্য আত্মসাৎ করেই যে শিল্পপতি-পুঁজিপতিরা বৃহদায়তনে উৎপাদনী অবস্থায় অবতীর্ণ হয়ে একদিকে শ্রমিকশ্রেণীকে আধুনিক শৃংখলায় বন্দী -উপনীত করেছে এবং পুঁজিবাদী সঞ্চালন-কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ায় বিশ্বটাকে নিজের ছাঁচে গড়ে নিয়েও অতি উৎপাদন সংকটে নিপতিত হয়ে উৎপাদনী শক্তির 'বিদ্রোহে' নিপতিত হয়ে পুঁজিবাদ নিজের মৃত্যুদশা নিশ্চিত করেছিল বলেই শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপেই প্রলেতারীয় বিপ্লব সংগঠিত হবে বলেই মার্কস-এ্যাংগেলসরা কেবল অনুমান নয়, বরং পুঁজিবাদ পতনের সুত্র -তত্ত্ব উদ্ঘাটন -সুত্রায়ন ও তত্ত্বায়ন করেছিল। অবশ্য আজকের যুগে প্রধানত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার সদস্য রাষ্ট্র এবং সেসকল রাষ্ট্র সহ তাঁদের পরস্পরের যুগপত সহযোগী ও প্রতিযোগি মিলিয়ে জি-৭, বা জি-৮ বা আরো বৃহত্তর পরিসরে জি-২০ভুক্ত রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র বা ইউনিয়নই হচ্ছে- সমাজতন্ত্র প্রতিস্থাপনে পুঁজিবাদ বিনাশী উর্বর ভূমি।

জন লকের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ফতোয়ায় ভুয়া জাতীয় স্বাধীনতা-জাতিয় মুক্তি ইত্যকার রাজনৈতিক কর্মকৌশলে অধ:পতিত বেঈমান কাউৎস্কিরা যেমন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উল্লেখিত তত্ত্ব-সুত্র ইত্যাদিকে হাওয়া বা গায়েব করে দিয়েছিল ১৮৯৬ সালে তেমন কাউৎস্কিদের অনুগামী লেনিনরা নিপীড়িত-দেশপ্রেমিক বুর্জোয়ার সমর্থক-রক্ষক বনে কুশীদজীবী ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুবিধাভোগী-শোষক অপরাপর অংশকে পরজীবীতা তথা শ্রমশোষণের দায় হতে অবলীলায় মুক্তি দিয়ে তথাকথিত শ্রমিক দরদী এবং লেনিনবাদী সেজেছেন।

যে কারণে সাধু ব্যবসা খুঁজতে হল সে কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতনের দায়ে পচনশীল পরজীবী কুপনকাটাদের চিহ্নিত করে দেশপ্রেমিক শিল্প বুর্জোয়ার প্রগতিশীল ভূমিকা নির্দিষ্ট করে " সংখ্যাধিক্য অধমর্ণ রাষ্ট্রে" তথাকথিত পুঁজিবাদী বিপ্লব সাধনে উপযুক্ত বুর্জোয়া প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা জওহরলাল নেহেরুদের মতো পুঁজিবাদীদেরকে- লীগ এগেনিষ্ট ইম্পেরিলিজমের ব্যানারে জড়ো করার বিহীতাদি সম্পাদনে শ্রী লেনিন উপরোক্ত বানোয়াট বক্তব্য-বিবৃতি সহ লেনিনবাদের জন্ম দিয়েছেন।

তবে, সাম্রাজ্যবাদের লেনিনীয় ব্যখ্যামতো- কতিপয় কুশীদজীবী রাষ্ট্র পচে গিয়ে লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হলেও দুনিয়ার সংখ্যাধিক্য অধমর্ণ রাষ্ট্রে তখনো পুঁজিবাদ বিকশিত হওয়ার অবারিত সুযোগ বিদ্যমান থাকায় ধরিত্রীর অধিকাংশ দেশেই তখনো পুঁজির ভূমিকা প্রগতিশীল বিধায় পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা খুব সহসাই শেষ বা নি:শেষ হওয়ার অবকাশ নাই হেতু কতিপয় রাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর রাষ্ট্রে পুঁজি মরণদশায় অন্তত লেনিনীয় সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছায়নি। আবার লেনিনেরই ফতোয়ায় উপযুক্ত

হওয়া সত্ত্বেও লেনিনের বর্ণিত কুশীদজীবী রাষ্ট্র ফ্রান্সেও কেন লেনিনীয় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল না তা কিন্তু লেনিন বা ষ্ট্যালিন কেহই বলেননি। রাশিয়ায় যে সকল কারণে লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলো সেসকল কারণতো রুশ অপেক্ষা ফ্রান্সেই অধিকতর বেশীমাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল বলেই শ্রী লেনিন রাশিয়া নয় ফ্রান্সকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদী বা পচনশীল রাষ্ট্র হিসাবে বিবৃত করেছেন। তবু,সাম্রাজ্যবাদের বিরোধের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে গেল রাশিয়া? সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ-বৈরীতা ইত্যকার বিষয়ে লেনিন ভুল দেখেননিতো? নাকি নিজেদের দুর্বৃত্তায়নকে জায়েজীকরণে গুরু লেনিনের নামেই সাম্রাজ্যবাদের অনুরূপ বানোয়াটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ষ্ট্যালিন ?

অত:পর, লেনিনীয় নিদান মতো কুশীদজীবী রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী যখন লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করবে তখন মহাবীর লেনিনদের সশস্ত্র সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে অধিকাংশ অধমর্ণ রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধ করবে দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের সংগী হিসাবে নিজ নিজ দেশে পুঁজিবাদ বিকাশে। কাজেই, শ্রেণী শোষণের অবসানে নয় বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্যও নয় বরং দেশপ্রেমিক স্বাধীন বুর্জোয়ার শোষণ-শাসন কায়েম করার জন্য লড়াইকারী শ্রমিকশ্রেণী এবং ষ্ট্যালিনদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাসানুদাস শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য-সংহতি যে সমার্থক নয় তা বুঝতে পেরেই কি বলশেভিকদের দুনিয়া জয়ে সৃষ্ট লেনিনের সাধের ৩য় আন্তর্জাতিক বিলোপ করে দিলেন জনাব ষ্ট্যালিন? নাকি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ষ্ট্যালিন, যিনি নিজেই লেনিনের পুরানো সাম্রাজ্যবাদের পাহারাদার চার্চিল-রুজভেল্টের সহযোগী বিশ্বপুলিশ হয়েছিলেন বলেই বন্ধু চার্চিল-রুজভেল্টদের সার্বিক সহযোগিতায় গুরু লেনিনের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের বিশ্বজয়ে সম্পূর্ণত একক সিদ্ধান্তে ২য় আন্তর্জাতিকের কবর দিয়েছেলিন?

উপরোক্তরূপ কার্যাবলী দ্বারা ষ্ট্যালিনই প্রমাণ করে দিলেন লেনিনের নতুন সাম্রাজ্যবাদ তথা ফ্রান্স ইত্যাদি যেমন কোন নতুন সাম্রাজ্যবাদ নয় তেমন নব্য ধনী সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের নিকট দুনিয়াটাকে সমর্পন করে দুনিয়ার সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে টিকিয়ে রাখতে হবে আমেরিকা-ইংলন্ডের পুরানো সাম্রাজ্যবাদ । সেই মর্মেই দুনিয়ার কেন্দ্রীভূত পুঁজির ৩নং স্থান দখলকারী রাষ্ট্রের মোড়ল ষ্ট্যালিন নিজ হিস্যামতো পুঁজি-চাঁদা দিয়ে গড়ে তুললেন জাতিসংঘের মতো বৈশ্বিক সংগঠন এবং তদার্থে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ইত্যাদির মতো ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট।

লেনিন জীবিত থাকলে দি ফান্ড ইত্যাদিকে কি বলতেন তা অনুমান না করেও লেনিনবাদীদের নিকট নিশ্চয়ই জানতে চাইতে পারি যে, ফিনান্স পুঁজির পরজীবীতার দায়েই পুঁজিবাদ যদি লেনিনীয় নিদানে নি:শেষিত হয় এবং লেনিনীয় সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যায় ফিনান্স কারবারীরা যদি পরজীবী পচনশীল গণ্য হয় তবে, পরজীবীতা ও পচনশীলতার দায়ে ফিনান্স পুঁজি ও পুঁজিবাদ ধ্বংস না হয়ে বরং ষ্ট্যালিনদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট- দি ফান্ড কেন এখন দুনিয়ার তাবৎ অর্থনীতি-সমাজনীতি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং সমন্বয় করছে ? অত:পর, ফিনান্স

পুঁজি সহ পুঁজিবাদকে সংরক্ষায় বিশ্বব্যাংকের কো-ফাউন্ডার ও অংশীদার হিসাবে ষ্ট্যালিন মহোদয় সুদখোর পরজীবী-পচনশীল পুঁজিবাদী না কি কমিউনিষ্ট?

আর যদি- আই.এম.এফ-বিশ্ব ব্যাংকের বাস্তবতা যথার্থ হয় তবে - লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব-সূত্র ইত্যাদি বাস্তবতার ধোপে টিকে আছে কি এবং ষ্ট্যালিন লেনিনবাদী হলে চার্চিল-রোজভেল্টরা কেন লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট নয় ?

অথবা, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে দুনিয়াটাকে ভোগ-দখলে তথা শ্রমিকশ্রেণীকে বশীভূতকরণের যে ফতোয়া শ্রমিক দরদী মহান কাউৎস্কি দিয়েছিলেন বলে লেনিন মহোদয় একদা স্বীয় নেতার প্রতি এতোটা রূঢ় হলেন, বর্তমান জাতিসংঘ কি তদীয় ১ নং অনুচ্ছেদে কাউৎস্কির শান্তির ললিত বাণীকে কবুল করে কার্যত কাউৎস্কিকে সেই সময়ে নেতা না মানলেও বিশ্ব পুঁজিবাদ কি ১৯৪৫ সাল হতে তাঁকে নেতা মানা সহ কাউৎস্কির ফতোয়ায়-ই কবুল করে চলছে না ? এবং একই কারণে জনাব ষ্ট্যালিনও লেনিনের " বিশ্বাসঘাতক -বেঈমান" কাউৎস্কির যোগ্য ও উপযুক্ত শিষ্য নয়, অন্তত ষ্ট্যালিন যখন অনুরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠার মহা ভান্ডার জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় সহ সংগঠক ?

অথবা, কেবলই রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব বিজয়ের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র গঠনে লেনিনের মহা পরিকল্পনারই সফল বাস্তবায়নই আজকের যুগে সকল রাষ্ট্রের রক্ষক ও পুঁজির সংরক্ষক ষ্ট্যালিনদের প্রতিষ্ঠিত ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ নয় কি?

একথা কি মিথ্যা যে, জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিপতিরা কাউৎস্কির বিশ্ব শান্তি এবং লেনিনের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ বা সর্বরাষ্ট্রীয় মনোপলির ফতোয়াই কবুল ও কার্যকরী করে প্রকারান্তরে কাউৎস্কি- লেনিনদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বেই বা হেফাজতে এখনো বেঁচে-বর্তে আছে। যদিচ, বিশ্বের প্রথম নম্বর পুঁজিপতি সমেত অসংখ্য পুঁজিপতি মোটেই ছহি ছালামতে নাই, অতিশয় বৃদ্ধ পুঁজিবাদতো নয়ই।

সুতরাং- লেনিনের ভাষায় 'পুরানো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ' যখন টিকে আছে লেনিনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কান্ডারী ষ্ট্যালিনেরই সার্বিক সহযোগিতায় তখন লেনিনীয় নতুন সাম্রাজ্যবাদের ফতোয়ায় সৃষ্ট লেনিনীয় "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকবে কেন ? ডিম তাও দিলে খোষা ফেটে চৌচির হবে বাচ্চা জন্মানোর জন্যই বিধায় সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের তাও দেওয়ার হেতুবাদে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেংগে চৌচির হবে এবং সমাজতন্ত্রের ভড়ং বা খোষা ছাড়িয়ে কেবলই পুঁজিবাদের জয়গান গাইবে এটাইতো লেনিনের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের জন্য স্বাভাবিক। অতএব, মহাসংকটে নিপতিত বৃদ্ধ পুঁজিবাদের স্বার্থে লেনিনের সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের হেতুবাদে সৃষ্ট নতুন সাম্রাজ্যবাদের লেনিনবাদী ভুয়া তত্ত্বের ভুয়ামি প্রমাণে পুরানো সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ষ্ট্যালিনের উল্লেখিত কার্যক্রমই কি যথেষ্ট নয়?

অতপর,দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ-বিনাশ বা লেনিনসহ বুর্জোয়াদের জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার অস্বীকারকারী বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ষ্ট্যালিন যদি লেনিনীয় " জাতীয় নিয়ন্ত্রণ অধিকারের" রক্ষক হয় তবে বিনাশকারী কে ? নাকি, " রাষ্ট্র ও বিপ্লব" পুস্তকে উদ্ধৃত -ব্যবহৃত এবং লেনিনের সাক্ষ্যমতে- এ্যাংগেলস যেমন বলেছিলেন - " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার পুঁজিবাদে অসম্ভব , সমাজতন্ত্রে অবান্তর " ঠিক তাই বা এ্যাংগেলসের বক্তব্যকেই যেমন যথার্থ ও সত্য প্রমাণ করেছিলেন জনাব ষ্ট্যালিন তেমন প্রকৃত পক্ষেই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় লেনিনবাদী মততন্ত্র অর্থাৎ লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক আজগুবি বক্তব্য বস্তুতই যে ভুয়া সেটিই কবুল করলেন ?

অথবা, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের ফতোয়ায় দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে দেশ-জাতির নামে ভাগ-বিভাজন করে খন্ড-বিখন্ড ও বিভক্তিকরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন দুর্বল করা হয়েছে তেমন লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র আমেরিকার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রণে-পরিচালনায় দুনিয়ার সকল দেশের বুর্জোয়াকে ঐক্যবদ্ধ করে ও বিশ্বের তাবৎ বুর্জোয়াদের বৈশ্বিক ঐক্য অব্যাহত রেখে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের তথা নিত্য আতংকিত বুর্জোয়দের পতন বিলম্বিতকরণে সার্বিক ও সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে লেনিনবাদের পুঁজিবাদী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকেই নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছে ?

অত:পর, পতনোন্মুখ বুর্জোয়াদের কোনমতে বেঁচে থাকার টনিক বিশেষ -দি ফান্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন যদি কমিউনিষ্ট হয় তবে রুজভেল্ট-চার্চিলরাও কেন কমিউনিষ্ট নয়, অথবা পুরানো সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল-রুজভেল্টের সহযোগী হিসাবে ষ্ট্যালিন কেন নয় কমিউনিষ্ট বিরোধী ? কাজেই, লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র যে কার্যত রক্ষক-সংরক্ষক বটে বিপন্ন পুঁজিবাদের তাতে সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই বলেই লেনিনের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সহ সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গাল-গল্প যে কেবলই ভুয়া-মততন্ত্র তাতেও সন্দেহ থাকার সুযোগ নাই।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিভিডেন্ট কাটা সমেত ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য বা ফ্রান্সের পুঁজিবাদের দেবালয়স্বরূপ ব্যাংক ইত্যকার বিষয়াদি মার্কসের বিভিন্ন নিবন্ধ-রচনা হতে বক্ষমান নিবন্ধে উদ্ধৃত-উল্লেখিত হয়েছে। তবু,মার্কসের "পুঁজি" অষ্টমভাগ,অধ্যায় ৩১। -"শিল্প পুঁজির উৎপত্তি" অংশ হতে পুঁজি রপ্তানি ও কুশীদজীবীতা প্রসংগে কিঞ্চিত উলেখ করা গেল-

" আদি সঞ্চয়ের অতি পরাক্রান্ত একটি কলকাঠি হল জন ঋণ। যাদুকরের যাদুদন্ডের একটি ছোঁয়ায় যেন তাতে বন্ধ্যা মুদ্রার এসে যায় প্রসব ক্ষমতা, ও তা পরিণত হয় পুঁজিতে, সেজন্য শিল্পে বা এমনকি তেজারতিতেও খাটালে যে ঝঞ্ঝাট ও ঝুঁকি অনিবার্য, তা সইবার অপেক্ষা না করেই । রাষ্ট্রীয় উত্তমর্ণরা আসলেই কিছুই দিচ্ছে না, ঋণ দেওয়া টাকাটা তৎক্ষণাৎ পরিণত হচ্ছে একটা পাবলিক বন্ডে, যা সহজেই লেনদেন করা যায়, ঠিক পরিমান নগদ টাকা থাকলে যা হত হুবহু সেই কাজই হতে থাকে এ বন্ডে। কিন্তু

অধিকন্তু, এই ভাবে সৃষ্ট অলস কুসীদজীবীদের একটা শ্রেণী এবং সরকার আর জাতির মাঝখানকার মধ্যে স্বত্বভোগী লগ্নিদারদের বানিয়ে তোলা ধন ছাড়া-তথা যে সব খাজনাভোগী, বণিক,ব্যক্তিগত শিল্পোৎপাদকদের কাছে জাতীয় ঋণের মোট অংশটাই স্বর্গ-প্রেরিত পুঁজির কাজ করে, তাদের কথা ছাড়াও-জাতীয় ঋণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির, নানা রকমের লেন-দেন কারবার ও ষ্টক এক্সচেঞ্জের, সংক্ষেপে শেয়ারবাজারী ফাটকা ও আধুনিক ব্যাংকতন্ত্রের।"

অর্থাৎ সঞ্চয়ের আদিকাল হতেই ফিনান্স পুঁজির কুসীদজীবীতা ছিল ও আছে বলেই ব্যাংক ইত্যাদি গঠিত হযেছে। এই অংশেই মার্কস আরো লিখেছেন- " সমসাময়িকদের ওপর ব্যাংকওয়ালা, মহাজন, কুসীদজীবী, দালাল, ফাটকাবাজ ইত্যাদির কী ফলাফল ঘটেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে সময়কার, যথা বলিংব্রকের রচনায়।* জাতীয় ঋণের সংগে সংগে উদ্ভব হল এক আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ব্যবস্থা যা বিভিন্ন জাতির আদিম সঞ্চয়নের অন্যতম একটি উৎসকে প্রায়শই গোপন রাখে। যেমন ভেনিসের চৌর্যবৃত্তির আকরগুলি হল্যান্ডের পুঁজি-সম্পদের অন্যতম গুপ্ত ঘাঁটি ছিল এবং ভেনিস তার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় ঐ দেশকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়েছিল। হল্যান্ড ও ইংলন্ডের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ১৮শ শতাব্দীর গোড়াতেই ডাচ্ ম্যানুফ্যাকচারগুলি প্রচন্ড ভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। হল্যান্ড আর শিল্প ও বাণিজ্যের শীর্ষ স্থানীয় জাতি ছিল না। তাই, ১৭০১-১৭৭৬ সালের মধ্যে এই দেশের অন্যতম প্রধান ব্যবসা ছিল প্রভূত পরিমান পুঁজি দাদন দেওয়া, বিশেষত তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইংলন্ডকে। বর্তমানে ঐ একই ব্যাপার চলছে ইংলন্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে । পুঁজির একটি বিরাট অংশ যা আজ যুক্তরাষ্ট্রে আবির্ভূত কোনো জন্ম সার্টিফিকেট ছাড়াই, সেটা গতকাল ইংলন্ডে ছিল পুঁজিতে পরিণত করা শিশু রক্ত।"

অর্থাৎ কুসীদজীবীতা বা ফিনান্সতন্ত্র দুনিয়ায় নতুন কোন বিষয় নয় যে মার্কস তা দেখেননি। বরং যদি মনে করা হয় অন্তত লেনিন যেভাবে বিষয়টি হাজির করেছেন তাতেতো এটিই সিদ্ধান্ত টানতে হবে যে, নিপীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষ নেওয়ার সুবাদে কার্যত বিপন্ন পুঁজিবাদের প্রয়োজনেই খোদ 'পুঁজির' জন্ম-বিকাশ ও কেন্দ্রীভবনকে তথা মার্কসের সমগ্র গবেষণাকে ও কার্যত পুঁজির ইতিহাসকেই বাক্যালংকারে- বাগাম্বড়ে ও কৌশলে অস্বীকার করেছেন বলেই সাম্রাজ্যবাদ নামীয় পুস্তকে কার্ল মার্কসের পুঁজি গ্রন্থ বিষয়ে একান্ত নীরব থেকেছেন শ্রীযুক্ত লেনিন। এবং লেনিনের না জানার কথা নয় যে, কুশিদজীবীতার রমরমাভাব ও ধর্মীয় বিধান ইত্যকার বিষয়াদি নিয়ে সেক্সপিয়ারও ১৫৯৬-৯৮ সালের মধ্যে লিখেছিলেন- দি মার্চেন্ট অব ভেনিস।

উল্লেখ্য- ওল্ড টেস্টামেন্টে ইহুদিদের স্বজাতীয়দের মধ্যে সুদের লেন-দেন নিষিদ্ধ করা হলেও অপরাপর ধর্মীয় লোকদের নিকট হতে সুদ গ্রহণের মহাজনী কারবার নিষিদ্ধ করা হয়নি। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মে সুদ গ্রহণকে পাপ হিসাবে নির্ধারণ করা হয় ১৬ শতাব্দীর প্রথম দিক হতে। অত:পর, নাট্যকার শেক্সপীয়রের নীতিবোধে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অমান্যকারী খ্রীষ্টান এন্টিনিও সুদের কারবার করে যে পাপ করেছিল, তার প্রায়শ্চিৎ স্বরূপই ইহুদি মানি লেন্ডার শাইলকের দেনা শোধে এন্টিনিও'র ১ পাউন্ড মাংস প্রদানের দাবী বা ঘটনা

ঘটেছিল। এক্ষেত্রেও কিন্তু ধর্মীয় সুবিধায় বৃহৎ পুঁজির দাদন ব্যবসায়ী শাইলকই ক্ষুদ্র পুঁজির এন্টিনিওর উচ্ছেদকারী বটে মার্কস কর্তৃক আবিস্কৃত পুঁজিরই "নিরাকরণের নিরাকরণ" নিয়মেই। অত:পর, ধর্মে অবিশ্বাসী লেনিনও খ্রীস্ট ধর্মের মর্মমূলে কুপনকাটা কুঁড়েদেরই কেবলমাত্র শ্রমশোষণের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু, পুঁজিবাদের অভিশাপ হতে মুক্তি পেতে কেবল ফিনান্স পুঁজির কুশীদজীবীতা নির্মূলকরণে শিল্প পুঁজির তবে রুশ প্রতিবেশী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের অনাক্রমন সুবিধা নিশ্চিত করার দিবা স্বপ্নে বিভোর না হলে এমন অদ্ভুত বিষয়াদিকে তত্ত্ব ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা যায় কি ? অত:পর, লেনিন জার্মানীর সহযোগিতা নিয়ে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র বানাতে তৎপর হয়েছিল আর লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন ইংলন্ড-আমেরিকার সহযোগিতা-সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ ইউনিয়নের ব্লকভুক্ত রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্র রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন তাতে আর দোষণীয় কি ?

পুঁজি রপ্তানী সেতো মার্কসের সাক্ষ্যমতে হলান্ডই করে আসছিল খোদ ইংলন্ডে। আবার আমেরিকা যে ইংল্যান্ড হতে জন্মপরিচয়হীন পুঁজির সরবরাহ পেয়েছিল এবং ভবিষ্যতে আমেরিকাই হবে ফিনান্স পুঁজির বৃহৎ কারবারী তাওতো মার্কস পুঁজি গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করেছিল। ফিনান্স পুঁজির বৃহৎ অংশীদার হিসাবে বর্তমান যুগে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে নিশ্চিত করার মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত মার্কসের হিসাবকেই যথার্থ প্রমাণ করেছে। এমনকি আই.এম.এফ ইত্যাদির মাধ্যমে মার্কিনী লগ্নি পুঁজির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব মেনে চলা তথা রুজভেল্টের প্রস্তাব মানতে বাধ্য হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপীয়রা । অনুরূপ লগ্নি পুঁজির জোরেই মাকির্নীদের হুকুমদারী-নজরদারী নীরবে মেনে নিচ্ছে তাবৎ পুঁজিপতিশ্রেণী । তবে, দাদন পুঁজি তথা ফিনান্স পুঁজি বিষয়ে পুঁজি গ্রন্থের তথ্য ও তত্ত্ব মানতে অনাগ্রহী বা বিকৃতকরণে দক্ষ অথচ, পুঁজির সংকটোত্তরণে পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক গৃহীত ও ব্যবস্থিত তবে অনিবার্যভাবে আরো নতুন নতুন সমস্যার জন্মদাত্রী সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যের সত্যতা-যথার্থতা স্বপ্রমাণ ও পরিপুরণে ষ্ট্যালিনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত দি ফান্ডের মতো বিশ্বপ্রভুর বৈশ্বিক ক্ষমতা স্বচক্ষে অবলোকনে মহাজ্ঞানী লেনিন যদি এখন বেঁচে থাকতেন।

না, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় নয়, বরং " পুঁজিবাদের বিশেষ একটি পর্যায়-স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদ" আখ্যায়িত করে আলোচ্য পুস্তকের ৭ নং পর্ব লিখেছেন শ্রী লেনিন। অতএব, সাম্রাজ্যবাদের পরিচিতি বা স্থিতি সম্পর্কে খোদ লেনিনের বক্তব্য - " সর্বোচ্চ পর্যায়" এবং " বিশেষ একটি পর্যায়" । অত:পর, একই বিষয়ে উল্লেখিত বক্তব্য দুটোর কোনটি সঠিক ? না কি,দুটোই দুটোকে খারিজ করে? উপরন্ত, 'হাইয়েষ্ট' এন্ড 'স্পেশাল' শব্দদ্বয় যদি একার্থক বা একই অবস্থার পরিচায়ক না হয় তবে লেনিন যে, সত্যবাদী যুধিষ্টির নয় অন্তত "সাম্রাজ্যবাদ" বিষয়ে তাওতো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

অত:পর, পুঁজিবাদ মরণদশায় উপনীত না কি বিশেষ একটা স্তরে মাত্র অবতীর্ণ হয়েছিল লেনিনের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসুত কথিত সাম্রাজ্যবাদের বদৌলতে তা কিন্তু পরিস্কার হল না।

তবে, তাতে বর্ণিত আছে-" সুতরাং, সাধারণভাবে সমস্ত সংজ্ঞার শর্তসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক তাৎপর্যের কথা না ভুলে সাম্রাজ্যবাদের এমন একটা সংজ্ঞা দেওয়া উচিত, যার মধ্যে তার এই পাঁচটি মূল লক্ষণের কথা থাকবে: ১) উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভবন, যা এমন একটা উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়েছে যে তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে একচেটিয়া কারবারের, এবং অর্থনৈতিক জীবনে একটা নির্ধারক ভূমিকা তারা নিচ্ছে; ২) শিল্প পুঁজির সংগে ব্যাংক পুঁজির সম্মিলন এবং এই ফিনান্স পুঁজির ভিত্তিতে ফিনান্স চক্রতন্ত্রের উদ্ভব; ৩) পণ্য রপ্তানির তুলনায় পুঁজি রপ্তানির অসাধারণ গুরুত্ব বৃদ্ধি ; ৪) পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংঘগুলির উদ্ভব, নিজের মধ্যে যারা বিশ্বের বাটোয়ারা করে নিচ্ছে এবং ৫) বৃহত্তম পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে বিশ্বের আঞ্চলিক বাটোয়ারার পরিসমাপ্তি। "

অর্থাৎ বিশ্বের ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ার সুযোগহীন সাম্রাজ্যবাদের হেতুবাদে কেবলই লেনিনদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অবারিত হয়েছে বিধায় পুঁজিবাদ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। কিন্তু, লেনিনকে খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি, মাত্র- ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বকে পুঁজিবাদ নিজ প্রয়োজনে পুনর্বন্টন করেছে তথা পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে বিশ্বের আঞ্চলিক বাটোয়ারা সমাপ্ত হয়নি হেতু লেনিনের এতদ্বিষয়ক বক্তব্য লেনিনের জীবৎ দশায় চরম ভুল হিসাবে প্রমাণিত ও নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও অত্র পুস্তকের ১৯২০ সালের ভূমিকায় লেনিন এতদমর্মে কেবল নীরব নয়, বরং চালাকি ও চাতুরালীমূলে ১৯১৯ সালের ভার্সাইচুক্তিকে কেবলমাত্র " জঘন্য -বর্বর" চুক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আলোচ্য পুস্তকের ১ম পর্বে লেনিন লিখেছেন- " একচেটিয়া ইতিহাসের মূল খতিয়ান তাহলে এই: ১) ১৮৬০ -১৮৭০ সাল, অবাধ প্রতিযোগিতা বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর, চরম সীমা। একচেটিয়া মাত্র ক্বচিৎ লক্ষণীয় ভ্রূণাবস্থায় । ২) ১৮৭৩ সালের সংকটের পর কার্টেল বিকাশের ব্যাপক পর্ব, কিন্তু তখনো তারা ব্যতিক্রম। তখনও তারা পাকাপোক্ত হয়নি। তখনও তারা অস্থায়ী ঘটনা। ৩) উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তেজীবাজার এবং ১৯০০-১৯০৩ সালের সংকট; কার্টেলগুলি হয়ে উঠছে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম ভিত্তি। পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যবাদে।"

মার্কস-এ্যাংগেলস জানিয়েছেন- পুঁজিবাদ জন্ম দেয় সমাজতন্ত্রের এবং পুঁজিবাদের সৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীই সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজকে রিপ্লেস বা রূপান্তরিত করে সমাজতন্ত্রে অর্থাৎ পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হয় সমাজতন্ত্রে। আর লেনিন মহোদয় জানালেন- পুঁজিবাদ রূপান্তরিত বা পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে। অত:পর, পুঁজিবাদের পরিণতি বিষয়ে মহাপন্ডিত লেনিন ঠিক হলে সন্দেহাতীতভাবে মার্কস-এ্যাংগেলস বেঠিক এবং মহা মূর্খ ।তবে, মার্কসরা সঠিক হলে লেনিন ধান্ধাবাজ এবং ভন্ড।

তবে, লেনিনের সাক্ষ্যমতে-মার্কসতো দেখেছিলেন বটে লেনিন নির্ধারিত ১৮৬০ সালের একচেটিয়ার ভ্রূণ! দাদন পুঁজির উত্থান-ভূমিকা বিষয়ে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তবু, কুতর্কের খাতিরে যদি লেনিনের মতকে সত্য বা সঠিক হিসাবে গণ্য করা হয় তবে ১৮৮২

সাল পর্যন্ত বেঁচে থেকেও লেনিনের আবিস্কৃত একচেটিয়ার ভ্রূণ দেখেও একচেটিয়ার বৃক্ষটি না দেখা; অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থাকে পরিস্কার ও পরিপুর্ণভাবে না দেখাটা "পুঁজি"গ্রন্থ প্রণেতা মার্কসের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ গণ্য নয় কি ? আবার ১৮৬০ সাল হতে শুরু হয়ে ১৯০০ -০৩ সালে পুঁজিবাদ যে রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যবাদে, তথাপি, ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত বেঁচে থেকেও বোকা এ্যাংগেলস বিষয়টি সম্পর্কে টেরই পেল না ? কি সর্বনাশ ! মার্কস-এ্যাংগেলস দু 'জনেই কেবলই চোখ বুঝে শ্রমিক শ্রেণীর দুরাবস্থা অবলোকন করেছিল, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচনা করেছিল অথচ , একবারও চোখ খুলে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অবস্থা-অবস্থান তথা পচনশীলতা দেখতে চেষ্টা করল না ?

অত:পর, লেনিনের মহামুল্যবান বিবৃতি সত্য হলে মার্কসরা দুজনেই পুঁজি বৃক্ষ বিষয়ে ভয়ানক রকমের অমনোযোগী ও একচোখা ছিলেন অথবা ছিলেন বটে ইউটোপীয় বলেই পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি নয়, সমাজতন্ত্রের কেবলই স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা । তবু, বস্তুবাদী লেনিন-ষ্ট্যালিনরা পুঁজি বিষয়ে এমন অমনোযোগী-কল্পনাবিলাসী ও অজ্ঞদের কল্পিত সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞাকেই শিরোধার্য গণ্যে মার্কসবাদী বনেছিলেন ? দেশীয় প্রবাদে এমনটা গাঁজাখুরিকেই বোধ হয় বলা হয় ' শুনলে ঘোড়ায়ও হাসবে।'

তবে, পুঁজির সপ্তম ভাগ, "অধ্যায়-২৫।- পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম" অংশে মার্কস লিখেছেন- ইতিমধ্যে গঠিত পুঁজিগুলির ঘনীভবন, তাদের আলাদা আলাদা স্বাধীনতার ধ্বংসপ্রাপ্তি, পুঁজিপতির দ্বারা পুঁজিপতির দখলচ্যুতি, বহুপুঁজির কয়েকটি মাত্র বৃহৎ পুঁজিতে রূপান্তর।" অর্থাৎ ঘনীভবন তথা পুঁজির একচেটিয়া ও সিন্ডিকেট-ট্রাষ্ট গঠন ইত্যাদি মার্কসের অনুসন্ধানী নীবিড় দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি অন্তত লেনিন বা ষ্ট্যালিন যেমনটা বলছেন। এবং একই অংশে মার্কস লিখেছেন- " পুঁজিবাদী উৎপাদনের সংগে এক সম্পূর্ণ নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়-তা হল ক্রেডিট ব্যবস্থা-যা প্রথম পর্যায়ে অলক্ষ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে সঞ্চয়নের বিনীত সহকারী হিসাবে, সমাজের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিমাণে ছড়ানো অর্থ সম্পদগুলিকে অদৃশ্য সুতার টানে আলাদা আলাদা পুঁজিপতি বা সংঘবদ্ধ পুঁজিপতিদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসে; কিন্তু অচিরেই প্রতিযোগিতার যুদ্ধে এ এক নতুন ও ভয়ংকর অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিগুলির কেন্দ্রীভবনের জন্য এক বিপুল সামাজিক বন্দোবস্তে পরিণত হয়।"

অর্থাৎ লেনিনের ফিনান্স পুঁজি তথা জাতীয় ক্রেডিট ব্যবস্থা পুঁজিপতিদের সিন্ডিকেট বা সংঘগুলোর প্রতিযোগিতার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত একচেটিয়া বা কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে পুঁজি তার বিকাশের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে এক সামাজিক বন্দোবস্তে উপনীত হয়েছিল মার্কসের আমলেই বলে মার্কস পুঁজিবাদের " সর্বোচ্চ পর্যায়" যেমন দেখেছিলেন তেমন পুঁজিবাদের অপ্রয়োজনীয়তা বা পরিসমাপ্তি বিষয়ে পুঁজির ৭ম ভাগ, "অধ্যায় ২৪। - উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঁজিতে পরিবর্তন" অংশে লিখেছেন- " মূর্তিমান পুঁজি হিসেবে ছাড়া পুঁজিপতির আর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।"

অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর বিনাশ বা মৃত্যুবরণ করা ব্যতিত আর কোন ভূমিকা নাই । কাজেই, পুঁজির সর্বশেষ স্তর বা 'সর্বোচ্চ পর্যায়' বা 'সর্বোচ্চ রূপ' মার্কস দেখেছিলেন বলেই ঐতিহাসিক নিয়মেই শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক পুঁজিপতিশ্রেণীর বিনাশ ও পরাজয় কেবল পুঁজি গ্রন্থেই নয়, বরং " বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।" রূপ মত লিখেছিলেন কমিউনিষ্ট ইস্তাহারেও। সুতরাং, লেনিনীয় নিদানের নিপীড়িত জাতির পীড়িত বুর্জোয়ার প্রগতিশীল ভূমিকা পুঁজি গ্রন্থে যেমন স্বীকৃত নয়, তেমন অনুমোদিত নয় কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে ।

অথচ, পীড়িত বুর্জোয়ার অজুহাতে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে লেনিন মহাশয় যে, "পুঁজি" গ্রন্থের শেষ কোথায় হল তা উল্লেখ না করে বা মার্কসের পুঁজিকে এমনকি রেফারেন্স হিসাবেও ব্যবহার না করে মূলত দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে নয়া-পুরান সাম্রাজ্যবাদের ভাগ-বিভাজন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার আবরণে বুর্জোয়াদের পক্ষে বিভিন্ন দেশের বিশেষত কলোনীর শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে কার্যত দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে নানান ভাগে বিভিক্ত করে শ্রমিকশ্রেণীকেই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘাত ও বৈরীতা-বিরোধীতায় নিযুক্ত ও নিয়োজিত রেখে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ভয়াণক শত্রুতার জন্ম-বিকাশ ঘটিয়ে মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক প্রস্তাবিত ও কমিউনিষ্ট লীগ কর্তৃক গৃহীত দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধকরণের মূল নীতি " দুনিয়ার মজুর এক হও" ধ্বণিকে কার্যত অকার্যকর করার মাধ্যমে বিশ্ব পুঁজিবাদের বৈশ্বিক শোষণ অটুট-অক্ষুন্নকরণে পুঁজিবাদের বৈশ্বিক সংগঠন ইত্যাদির জন্ম দিতে রাশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার দুরভিসন্ধিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কতিপয় শব্দালংকারে পুঁজির সর্বোচ্চ পর্যায় প্রসংগে উল্লেখিত পুস্তকখানি বানোয়াটি মুলে রচনা করেছিলেন লেনিন মহাশয় তাতে আর আশ্চর্য কি।

আরো উলেখ্য-৫ মার্চ,১৮৫২ সালে - ইয়ো. ভেইদেমেয়ার সমীপে মার্কস লিখেছেন- "আমি নতুন যা করেছি তা হচ্ছে এইটে প্রমাণ করা যে, ১) উৎপাদনের বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের সংগেই শুধু শ্রেণীসমুহের অস্তিত্ব জড়িত; ২) শ্রেণী-সংগ্রাম অবশ্যাম্ভাবীরূপেই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে পৌঁছয়; ৩) এই একনায়কত্বটাও হল সমস্ত শ্রেণীর বিলুপ্তি ও একটি শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণ মাত্র --।"

কাজেই পুঁজিবাদী বৃক্ষের সর্বোচ্চ রূপ বা পর্যায় যে মার্কস দেখেছেন তাতো মার্কস নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন -১৮৫২ সালেই। অত:পর, এতদ্বিষয়ে মার্কসবাদী লেনিনের বক্তব্য সঠিক হলে মার্কস সত্যবাদী নয়। কিন্তু, মার্কস মিথ্যাবাদী একথা যেমন চরম ভন্ড ষ্ট্যালিন-লেনিনরা তেমন প্রথাগত বুর্জোয়ারাও বলেনি। সুতরাং-রুশী মার্কসবাদী লেনিন-ষ্ট্যালিনরা নির্ভেজাল মিথ্যুক।

১৮৭৭ সালে লিখিত " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" পুস্তকে এ্যাংগেলস লিখেছেন- " ট্রাষ্টগুলিতে প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা পরিণত হয় ঠিক তার বিপরীতে-একচেটিয়া কারবারে; এবং পুঁজিবাদী-সমাজসুলভ বিনা পরিকল্পনার উৎপাদন নতি

স্বীকার করে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক-সমাজসুলভ নির্দিষ্ট পরিকল্পনার উৎপাদনের কাছে। অবশ্যই তাতে এখনো পর্যন্ত পুঁজিপতিদেরই সুবিধা ও উপকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শোষণটা এত জাজ্বল্যমান যে তা ভেংগে পড়তে বাধ্য। ট্রাষ্টগুলির উৎপাদন পরিচালনা, ক্ষুদ্র একদল ডিভিডেন্ট-লিপ্সু কর্তৃক সমাজকে এমন নির্লজ্জ শোষণ কোনো জাতিই সহ্য করবে না।

যাই হোক না কেন, ট্রাষ্ট থাকুক বা না থাকুক, পুঁজিবাদী সমাজের সরকারী প্রতিনিধি রাষ্ট্রকে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিচালনভার গ্রহণ করতে হবে নিজের হাতে। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিবর্তনের এই প্রয়োজন সর্বাগ্রে দেখা দেয় যোগযোগ ও আদান প্রদানের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলিতে-ডাকঘর,টেলিগ্রাফ, রেলে।

আধুনিক উৎপাদন-শক্তির পরিচালনায় বুর্জোয়ারা আর সক্ষম নয়, এই যদি প্রকাশ পায় সংকট থেকে তবে উৎপাদন ও বন্টনের বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলির জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, ট্রাষ্ট ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিরূপে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় সে কাজের জন্য বুর্জোয়ারা কি পরিমান অনাবশ্যক। পুঁজিপতির সামাজিক ক্রিয়ার সবকটিই নির্বাহ হয় বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা। ডিভিডেন্ট পকেটস্থ করা, কুপন কাটা ছাড়া আর বিভিন্ন পুঁজিপতিরা যেখানে পরস্পরের পুঁজি হরণ করে সেই ষ্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকা খেলা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোন সামাজিক কর্ম নেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রথমে বিতাড়িত করে মজুরদের; এখন তা বিতাড়িত করছে পুঁজিপতিদের, মজুরদের মতোই তাদেরও ঠেলে দিচ্ছে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার স্তরে, যদিও শিল্পের মজুদ বাহিনীতে অবিলম্বেই নয়।

কিন্তু জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি বা ট্রাষ্টে অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানার রূপান্তর, এর কোনটাতেই উৎপাদন-শক্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের অবসান হয় না। জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি ও ট্রাষ্টে তা স্বত:ই স্পষ্ট। আধুনিক রাষ্ট্রও কিন্তু শ্রমিক তথা ব্যক্তিবিশেষ পুঁজিপতির হামলার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বাহ্য পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক পরিগৃহীত একটা সংগঠন মাত্র। রূপ যাহাই হোক না কেন, আধুনিক রাষ্ট্র মুলত একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, পুঁজিপতিদের একটি রাষ্ট্র, সামগ্রীক জাতীয় পুঁজির একটি রূপ মুর্তি। উৎপাদন শক্তিকে যতই সে হাতে নিতে চায়, ততই সে সত্য করেই হয়ে উঠে জাতীয় পুঁজিপতি,ততবেশী অধিবাসীকে তা শোষণ করতে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরি শ্রমিক অর্থাৎ প্রলেতারিয় রূপেই থেকে যায়। পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান হয় না বরং তাকে চূড়ান্ত শীর্ষে তোলা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত শীর্ষে উঠতেই তা উল্টে পড়ে। উৎপাদন-শক্তির রাষ্ট্র মালিকানা সংঘাতের সমাধান করে না, কিন্তু সে সমাধানের যা উপকরণ সেই টেকনিকাল সর্ত তারমধ্যেই লুক্কায়িত।

এ সমস্যার সমাধান সম্ভব কেবল আধুনিক উৎপাদন শক্তির সামাজিক চরিত্রের বাস্তব স্বীকৃতিতে; এবং সেই হেতু, উৎপাদন-উপায়ের সমাজীকৃত চরিত্রের সংগে উৎপাদন, দখল ও বিনিময় পদ্ধতির সামঞ্জস্য বিধানে। সাম্রগীকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া অন্য সমস্ত নিয়ন্ত্রণকে যা ছাপিয়ে উঠেছে সেই উৎপাদন শক্তির ওপর প্রকাশ্যে ও প্রত্যক্ষভাবে সমাজের দখল স্থাপন করেই কেবল তা সম্ভব। উৎপাদন-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের

সামাজিক চরিত্রটা আজ উৎপাদকের বিরুদ্ধে সক্রিয়, সমস্ত উৎপাদন ও বিনিময়কে তা থেকে থেকেই বানচাল করে দেয়, অন্ধ বলাৎকারী বিধ্বংসী ও এক প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই শুধু তার ক্রিয়া। কিন্তু সমাজ কর্তৃক উৎপাদনের-উপায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের সামাজিক চরিত্রের ব্যবহার উৎপাদকেরা করবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বুঝে,বিঘ্ন ও পর্যায়িক ধ্বংসের উৎস না হয়ে তা হবে উৎপাদনেরই প্রবলতম এক কারিকা।”

অত:পর, উল্লেখিত দীর্ঘ উদ্ধৃতি দ্বারা এটিই নিশ্চিত হয় যে, কেবলমাত্র পুঁজি গ্রন্থের রচয়িতা মার্কসই নয়, বরং এ্যাংগেলসও “ পুঁজির রপ্তানি”, পুঁজির একচেটিয়া”, পুঁজির শেষ স্তর বা পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় সুনিশ্চিভাবেই দেখেছেন বলেই পুঁজিবাদের পতনের সমুহ কারণ সহ সমাজতন্ত্র তথা ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ সাধন প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সত্য বলে উৎপাদন উপকরণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক মালিকানার চরিত্র অর্জন করাই যে পুঁজি ও পুঁজিবাদের অনিবার্য ভবিতব্য সেসম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। কাজেই, লেনিনের ভাষ্যে ১৯০৩ সালে যে, পুঁজিবাদ তার তথাকথিত “ সর্বোচ্চ পর্যায়” এ উপনীত হয়েছিল বিধায় মার্কসরা পুঁজির সর্বোচ্চ রুপ দেখেননি বলে লেনিন যে সকল তথ্য-উপাত্ত সমেত উল্লেখিত পুস্তকখানি লিখলেন তা যে, সর্বৈবই অসত্য-মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং পুঁজির ইতিহাসের বিকৃতি তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না।

উপর্যপুরি- উক্ত বইখানি রচনা করার মাধ্যমে মার্কসবাদী লেনিন যেমন ভয়ানকভাবে মার্কস-এ্যাংগেলসের পুঁজি বিষয়ক গবেষণা সহ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেছেন ঠিক তেমন ভয়ানকরকমের চালাকিতে মার্কসবাদের ঘেরাটোপে আবৃত হয়ে খোদ মার্কস-এ্যাংগেলস, দু’জনকেই অবতার গণ্যে কার্যত চাতুরীমূলে অস্বীকার করে হাপিস করার অসৎ উদ্দেশ্যে ও তদানুরুপ দুরভিসন্ধিতে এবং ধান্ধাবাজিতে ভয়ানক ভন্ডামি সহ চরম বদমাইশী ও দুর্নীতিমূলকভাবে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব মোড়ল সাজার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল।

তাছাড়া-আলোচিত পুস্তকটি লিখার অন্যতম একটি কারণ হিসাবে মি: লেনিন নানাভাবে বলার ও বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, দলত্যাগী কাউৎস্কি ’র যুদ্ধ নয় শান্তি বিষয়ক মতবাদের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখন বিশ্ব পুঁজিবাদ কাউৎস্কির শান্তিবাদ কাগজে-কলমে বা জাতিসংঘের সনদের মাধ্যমে গ্রহণ করলেও লেনিনের অত্র বইখানি লিখার প্রায় ৩ বছর পুর্বেই ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় কেবলমাত্র বিশ্বযুদ্ধের কারণেই দুনিয়ার শান্তি তিরোহীত হওয়ায় অন্তত ঐ সময়কালে কাউৎস্কির শান্তির বাণীর ভ্রান্ততা ও অসারতা নিশ্চিত করেছিল।

অত:পর, যে বিষয়টির অসারতা ১ম বিশ্বযুদ্ধের মতো বিভৎস ও হিংস্র ঘটনাবলীর মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছিল সে বিষয়ে এমন একটি ‘মহামুল্যবান’ রচনার দায় কি আসলেই কারো থাকতে পারে? আবার, যুদ্ধ শুরুর যত সময় পরে বইখানি মি: লেনিন লিখেছেন তার থেকেও কম সময়ের দুরত্বে ১ম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। আবার, যে শান্তি ও যুদ্ধ

নিয়ে মহান লেনিনের এই মহতী প্রচেষ্টার ফল " সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" তাতে কিন্তু ১ম বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে একটি বাক্যও বর্ণিত হয়নি; এমনকি ১ম বিশ্ব যুদ্ধের সাল-তারিখ বিবেচনায় না নিয়ে কোন পাঠক বইখানি পড়ে মোটেই বুঝতে পারবেন না যে, অতো দামী পুস্তকখানি লিখার সময়ে ধরিত্রীবাসী আক্রান্ত ছিল ১ম বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা। অথবা, বিশ্বযুদ্ধের কারণ বা যুদ্ধ নির্মূলে বা বন্ধে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় বা না করণীয় বিষয়াদি তিলমাত্র বিবৃত হয় নাই লেনিনের আলোচ্য বইটিতে। অথচ, লেনিন দাবী করছেন তিনি কমিউনিষ্ট এবং কাউৎস্কি দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক!

সুতরাং, দুনিয়ার বাস্তবতা ও রুশ ক্ষমতা দখল বিষয়ে লেনিনের যুগপৎ অমনোযোগিতা ও অধিকতর মনোযোগিতার বিষয়টিও আলোচ্য বই দ্বারা নিশ্চিত হয়। এছাড়াও, সমগ্র বইখানিতে বহু তথ্য-উপাত্ত বা বক্তব্য বিবৃতি লিপিবদ্ধ হলেও কোন পাঠক কি সত্যি সত্যি উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন যে, লেনিন সাহেব উক্ত বইখানি'র মাধ্যমে বিশ্ববাসী দুরে থাক অন্তত লেনিনবাদীদের জন্য সরাসরি কোন করণীয় নির্দেশ করেছেন ?

তৎসত্ত্বেও, সিদ্ধান্তহীন ও উপসংহারহীন এমততরো বইখানি-ই নাকি ষ্ট্যালিন বা লেনিনবাদীদের ভাষায় মার্কসবাদের নব সংযোজন ? লেনিনবাদীদের এমনতরো ভুয়া বক্তব্যে মার্কসরা খাটো না হলেও লেনিনের পান্ডিত্য কিন্তু শূন্য পর্যায়ে নির্ণিত হয়। তবে, দেবতার দোষ-ত্রুটি নির্ধারণ যেমন সাধারণ পূজারীর কর্ম নয় তেমন লেনিনবাদীদের কর্ম নয় ভন্ড লেনিনের অজ্ঞতা ও মূর্খতা নির্ধারণ।

তবে, লেনিন-ষ্ট্যালিনরা যাহাই বলুন না কেন খোদ মার্কস যে সাম্রাজ্যবাদ দেখেছেন তা নিশ্চিত করে মার্কসের লেখা ও প্রথম আন্তর্জাতিক কর্তৃক অনুমোদিত " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" নিবন্ধটি। ঐ নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " নবজাগ্রত মধ্য শ্রেণীর সমাজ যে রাষ্ট্রশক্তি বিকাশের সুচনা করেছিল সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে নিজের মুক্তির উপায় হিসাবে, পূর্ণগঠিত বুর্জোয়া সমাজ শেষ পর্যন্ত যাকে রূপান্তরিত করল পুঁজি কর্তৃক শ্রমকে দাসত্ব শৃংখলে বেঁধে রাখার উপায়ে, সেই রাষ্ট্রশক্তির একাধারে সর্বাপেক্ষা ব্যভিচারী এবং চূড়ান্ত রূপটাই হল সাম্রাজ্যবাদ।"

অত:পর, লেনিনের পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদ না কি মার্কস কর্তৃক সূত্রায়িত-রাষ্ট্রের চূড়ান্ত রূপটাই হল সাম্রাজ্যবাদ? লেনিন রাজনৈতিক ভন্ড কিন্তু ইতিহাস অনুগত মার্কস আন্তরিক সমাজকর্মী বলেই মার্কসের বক্তব্যের সত্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করে বটে আজকের যুগের জাতিসংঘ সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ। অর্থাৎ- পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেহেতু মার্কসের উপরোক্ত বক্তব্য মতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত রূপ সেহেতু রাষ্ট্রের বিনাশ ও বিলীন হওয়াটাই অনিবার্য। পুঁজিবাদী সংকটে শ্রমিকশ্রেণী বিজয়ী হলে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবেই কিন্তু কাউৎস্কি-লেনিনদের কারসাজিতে ও তাঁদের গোলক ধাঁধায় পড়ে ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় ঐতিহাসিক দায়িত্ব হিসাবে পুঁজিপতিশ্রেণীকে কবরস্তকরণে-উপযুক্ততা লাভে যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি বলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যা ব্যভিচারী এবং সাম্রাজ্যবাদী তা যথারীতি অক্ষয়-অটুট ও অক্ষুন্ন থাকবে তাতো হতে পারে না।

তাইতো মার্কসের বক্তব্যের যথার্থতা ও সত্যতা নিশ্চিত করে চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত রাষ্ট্র যেমন নিজেই বহুক্ষেত্রে বহু বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব-ক্ষমতা হারানোসহ বহুরকমের ভাংচুরের মাধ্যমে ডিফাংক্ট অর্থাৎ **মৃতবৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তেমন অনুরূপ ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে এখনো রক্ষা করছে লেনিন ও লেনিনবাদীরা সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ।**

উল্লেখ্য-আই.এম.এফের সদস্য রাষ্ট্র বিশেষ যে, কার্যত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র নয় বা প্রকৃতার্থেই বিশ্বব্যাংকের হুকুম নির্দেশিত ঋণদাস বা গোলাম বৈ কিছুই নয় তাতো আলোচ্য নিবন্ধে আই.এম.এফের চুক্তিপত্র সমেত আরো নানান প্রামাণ্য পত্র ও উপযুক্ত তথ্যাদি দ্বারা যুক্তিযুক্তভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। অত:পর, পুঁজিবাদই রাষ্ট্রকে যেমন ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী করেছে তেমন সংকটাপন্ন পুঁজিবাদই রাষ্ট্রকে অনুরূপ বৈশ্বিক কর্তৃত্বের অধীনস্তকরণ ও ক্ষমতাহীনতার পর্যায়ে উপনীত করে খোদ রাষ্ট্রের অনাবশ্যকতা নিশ্চিত করেছে বলেই খোদ মার্কসদের কালে চূড়ান্ত অবস্থায় নিপতিত অন্তি মযাত্রার মুখোমুখি পড়েছিল অর্থাৎ প্যারী কমিউনের জন্ম হয়েছিল।

অত:পর, রাষ্ট্র বিলোপে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ তদার্থে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনের অভাবে অতিশয় বয়ো:বৃদ্ধ তদপুরি ব্যভিচারী রাষ্ট্র স্বীয় অনাচার-দুরাচারের দায়ে অস্তিত্ব রক্ষায় অযোগ্য -অক্ষম হয়েছিল বলেই পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজির স্বার্থেই মৃতবৎ রাষ্ট্রকে দাফনের কবল হতে রক্ষা করতে অকার্যকর রাষ্ট্রের রক্ষক হিসাবেই জাতিসংঘ সমেত বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে।

তৎসত্ত্বেও, ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত রাষ্ট্র কার্যকর থাকতে পারছে না বলেই লেনিনবাদী বুর্জোয়ারা সমেত তাবৎ পুঁজিওয়ালারা তথাকথিত জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, জাতিয় মুক্তি, নয়া গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র ইত্যকার নানান রাজনৈতিক প্রতারণায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে কোন রকমে কায়-ক্লেশে টিকে থাকার প্রাণান্তকর অপচেষ্টা করছে । তবু প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের যখন-তখন নানান ধমক-ধামক সহ সন্দেহভাজন অপরাধীর মতো ফার্ম সার্ভিলেন্সের আতংকে আতংকিত রাষ্ট্রের অনিশ্চিত যাত্রায় ততোধিক আতংকিত হয়ে নিত্য যত্র-তত্র বা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বা বহুজাতিক ফোরামে হাজির হচ্ছে অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরই কেবল নয় বরং মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক কর্তাগণও।

সুতরাং, ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ সহ এটিও নিশ্চিত যে, রাষ্ট্র রক্ষার দুরভিসন্ধিতে রচিত বলেই লেনিনের “ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদ” বইখানি যেমন ভুয়া তেমন লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ কেবল ভুয়াই নয় বরং সাম্রাজ্যবাদকে অর্থাৎ চূড়ান্ত আবস্থায় উপনীত রাষ্ট্রকে সংরক্ষায় -রাষ্ট্রিক ভংগুর অবস্থা বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকরতা, অপ্রয়োজনীয়তা ও অনাবশ্যকতাকে আড়াল করার অপচেষ্টা মাত্র। অন্যদিকে ঐতিহাসিকভাবেই রাষ্ট্রের বিনাশ অনিবার্য এবং বিজ্ঞানী মার্কসও ইতিহাসের সাথে সহমতে রাষ্ট্র বিনাশী হেতু মার্কসের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক মতামতই সঠিক। কাজেই,

পুঁজিবাদের 'সর্বোচ্চ পর্যায়' নয় বরং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের 'চূড়ান্ত রূপ' হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। অত:পর, বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র নয়, দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রই সাম্রাজ্যবাদী এবং ব্যভিচারী তবে মৃতবৎ এবং বেঁচে থাকছে ততোধিক মরণাপন্ন ও বিপদাপন্ন পুঁজিবাদের বৈশ্বিক ইনটেনসিভ কেয়ারে। এবং রাষ্ট্র থাকবে ততোদিন যতোদিন না রাষ্ট্র বিলীনে উপযুক্ততা অর্জন করছে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী।

সাম্রাজ্যবাদ -রাজনীতি, না কি অর্থনীতির কোন মান বা পরিচয় প্রকাশক শব্দ? অর্থনীতিই আইন ও রাজনীতির ভিত্তিভূমি কিন্তু আইন বা রাজনীতির পরিভাষা আর অর্থনীতির পরিভাষা কি এক ? রাজনৈতিক শব্দের তাৎপর্য আর অর্থনীতির পরিভাষার কার্যকরতা কি এক, না কি সমার্থক? অথবা, পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সমার্থক কি? অথবা, রাষ্ট্রীক কর্মতৎপরতা আর অর্থনৈতিক তৎপরতা সমার্থক কি? অথবা, যে কোন শব্দ দ্বারা যদি যথেচ্ছভাবে বা যা খুশি তা বুঝানোর চেষ্টা করা হয় তবে সেরূপ শব্দ প্রকৃতই কোন অর্থ বহন করে কি? সুতরাং- রাজনীতি ও রাষ্ট্রের রূপ বুঝাতে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি মার্কসের পুর্ব হতেই রাষ্ট্রনীতির সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে আছে; যেমন পুঁজি শব্দও মার্কসের আবিস্কার নয়। তদপুরি, মাত্র ১৮৭১ সালে মার্কস কর্তৃক সুত্রায়িত ও প্রথম আন্তর্জাতিক কর্তৃক অনুমোদিত " সাম্রাজ্যবাদ" বিষয়ে ২য় আন্তর্জাতিকের মোড়ল লেনিন জানতেন না তা হতে পারে কি? তবু, লেনিন সাম্রাজ্যবাদ নামক পুস্তক রচনা করলেন, কিন্ত কার স্বার্থে এমনকি, রাজনীতির পরিভাষাকে করাপ্ট করে? অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ- যা, রাজনীতির বিষয় এবং মুলত রাষ্ট্রের অন্তিমযাত্রার অন্তিম দশা বা চালচিত্রই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে তাকে চাতুর্যপুর্ণভাবে অর্থনীতির চালচিত্র সাব্যস্তে।

সুতরাং- মার্কসের মতানুযায়ীই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই মানে রাষ্ট্র বিরোধী বা রাষ্ট্র বিনাশী লড়াই । অর্থাৎ ব্যভিচারী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক অবিচার-অনাচার ও ব্যভিচারের কবল হতে মুক্তির লড়াই।অর্থাৎ রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন, শোষণহীন ও অনাচারমুক্ত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু লেনিন ও লেনিনবাদীরা করছে ঠিক তার উল্টোটা। অর্থাৎ লেনিনবাদীরা রাষ্ট্রকে রক্ষায় কেবলই কেন্দ্রীভূত পুঁজির ওনারশীপের হেতুবাদে সাম্রাজ্যবাদ শনাক্তকরণের কারণে কেবলমাত্র কতিপয় কেন্দ্রীভূত পুঁজির দেশকেই সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রকৃত পক্ষে নিজ নিজ রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছে এবং তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই করার জন্য সেনা-পুলিশ সমেত নানান বিধংসী অস্ত্রে রাষ্ট্রকে সুসজ্জিত করে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি অনাচার-অবিচার ও ব্যভিচার কেবলই বাড়িয়ে যাচ্ছে কোরিয়া ইত্যাদির মতো । ফলে- রাষ্ট্র বিনাশের বা রাষ্ট্র রক্ষক বিশ্বব্যাংক সহ রাষ্ট্র রক্ষায় নিয়োজিত তাবৎ রাষ্ট্রীয় রক্ষী সমেত সকল ধরণের সমরাস্ত্র বিলীন ও ধ্বংস এবং রাষ্ট্রের সমর্থক সকল সংগঠন-প্রতিষ্ঠান বিলোপের লড়াই কেবল থেমেই যায়নি বরং সকল ক্ষেত্রে মদদ দিচ্ছে লেনিনবাদীরা। অথচ, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুয়ায়ী সমরাস্ত্র সমেত সেনাবাহিনী এবং কোর্ট-কাচারী সহ রাষ্ট্র বিলীন-বিলুপ্ত করার প্রাথমিক ও মৌলিক দায়-দায়িত্ব হচ্ছে কমিউনিষ্টদের। কাজেই, লেনিনবাদীদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার আড়ালে সুবিধা পাচ্ছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদই। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদের রক্ষক রাষ্ট্রকে রক্ষার দুরভিসন্ধিতে লেনিনের এমনতরো

জালিয়াতি-জুচ্চোরি ও প্রতারণা করা সত্ত্বেও মার্কসবাদী লেনিন এবং লেনিনবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ?

অত:পর, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক পুস্তকখানি যে, কেবল সাম্রাজ্যবাদের করাপ্ট ভার্শন নয়, উপরন্ত মার্কসের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সহিত বৈরী ও সাংঘর্ষিক বলেই উল্লেখিত বইখানি একদিকে যেমন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা তেমন বিকৃতি ও জালিয়াতি এবং তদার্থে ভ্রান্তি- বিভ্রান্তি ছড়াতে উপযুক্ত বলেই সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের নয় - মার্কসবাদের সংযোজনী হিসাবে এটিকে দুনিয়াময় প্রচার করে লেনিনবাদীরা সর্বাধিক ক্ষতি করেছে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর এবং সর্বাধিক সহায়তা করেছে পুঁজিপতিশ্রেণীর; উপরন্ত মরণাপন্ন পুঁজিবাদ সমেত পুঁজিবাদের রক্ষক রাষ্ট্র যা নিজেই ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী বিধায় মরণদশায় তথা ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত বলেই রাষ্ট্রের অনুরূপ সাম্রাজ্যবাদী অবস্থা আড়াল ও গোপন করে নতুন নতুন রাষ্ট্র পত্তনের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রকেই রক্ষা তথা সাম্রাজ্যবাদের আয়ু বৃদ্ধি করেছে হেতু লেনিনের আলোচ্য বইখানিও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ ও নিশ্চিত করে যে, **লেনিন চীট এন্ড বিট্রেয়িং মার্কস**।

(৪)। " শান্তিপুর্ণ " প্রসংগে-

শ্রী ষ্ট্যালিন যে, লিখেছেন- "কিন্তু মার্কস ও এ্যাংগেলস বাস করতেন প্রাক্ একচেটে পুঁজিবাদের আমলে, পুঁজিবাদের স্বচ্ছন্দ বিবর্তনের ও সমগ্র বিশ্বের উপর তার " শান্তি পূর্ণ" বিস্তার সাধনের আমলে।" অর্থাৎ মার্কসদের আমল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে স্বাচ্ছন্দে ও শান্তিপূর্ণ পথে , এ বক্তব্য আদৌ সত্য ? ১৪০০ সাল হতে ১৮০০ সাল পর্যন্ত কেবল ইউরোপীয় ভূখন্ডের মধ্যেকার বুর্জোয়াদের ৮০ বছর হতে ১ বছর মেয়াদী নানান যুদ্ধের যৎকিঞ্চিত বিবরণও যারা জানেন তারা ষ্ট্যালিনের এমন বক্তব্যে বেআক্কেল হয়ে হাসতেও পারবেন না। ১৮৪৮-৫০ সালে ফ্রান্স, ইংলন্ড ও জার্মানীতেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তাহাই কেবল নয়, বরং মার্কস-এ্যাংগেলস দু'জনই জার্মানীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলন এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে " ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০" নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছেন স্বয়ং মার্কস। আর ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউনের উত্থান-পতন বা পরাজয় সম্পর্কে কার্ল মার্কস বুর্জোয়া সমাজের যে অশান্তির বিবরণী দিয়েছিলেন " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে তাও যদি পড়ে থাকেন কেউ তবে তিনি ষ্ট্যালিনকে মুর্খও বলতে রাজি হবেন না। তাছাড়া,উপনিবেশ দখল-বেদখলে চীনের আফিম যুদ্ধ সহ যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণী কেবলমাত্র মার্কসের লেখনীতে আমেরিকার ট্রিবিউন সহ বিভিন্ন পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে তা- যারা পড়বেন বা পড়েছেন তারা ষ্ট্যালিনকে ভন্ড বলতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন।

এবার দেখা যাক পুঁজি গ্রন্থে এই বিষয়ে মার্কস কি লিখেছেন- অষ্টমভাগ, "অধ্যায় ২৬। আদিম সঞ্চয়নের গূঢ় তত্ত্ব" অংশে যাতে বর্ণিত আছে-

" সুতরাং পণ্য উৎপাদককে মজুরি শ্রমিকে পরিবর্তিত করার ঐতিহাসিক গতিটি প্রতিভাত হয়, একদিকে তাদের ভূমিদাসত্ব থেকে এবং গিল্ডগুলির শৃংখল থেকে মুক্তি হিসাবে আর

আমাদের বুর্জোয়া ইতিহাস বেত্তাদের কাছে শুধু এই দিকটিরই অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে এই সদ্যমুক্ত মানুষগুলি কেবল তখনই নিজেদের বিক্রেতা হতে পারে যখন তারা তাদের সমস্ত রকমের উৎপাদনের উপায় থেকে এবং পুরনো সামন্ততান্ত্রিক বন্দোবস্তে জীবনধারণের যেসব সুযোগসুবিধা ছিল, তার থেকে বঞ্চিত হয়। এবং তাদের উচ্ছেদের এই ইতিহাস মনুষ্য জাতির ইতিহাসে রক্ত ও অগ্নির অক্ষরে লিখিত আছে।"

অত:পর, **রক্ত ও অগ্নির অক্ষরে লিখিত** ইতিহাসকে " শান্তিপূর্ণ" হিসাবে চিত্রায়িত করার হেতুবাদে এবং কেবলমাত্র একারণেই ইতিহাসখ্যাত মিথ্যুক নাজী গোয়েবলসের মহাগুরু - স্ট্যালিন দুনিয়ার সকল মিথ্যাবাদীর মধ্যে নাম্বার -১, হিসাবে গণ্য ।

উল্লেখ্য, মিথ্যাবাদী-মতসর্বস্ব ব্যক্তিরা ক্ষমতায় এলে নিজ নিজ মতাদর্শের বিপরীত কাজ করে এমনটাই এ্যাংগেলস প্রুধোঁদের প্রসংগে লিখেছিলেন মার্কসের "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকের ভূমিকায় । অত:পর, নাম্বার ওয়ান মিথ্যাবাদী শ্রী স্ট্যালিনের ওস্তাদ জনাব লেনিনের অনুরূপ বিপরীত কর্মের কিঞ্চিত নমুনা উলেখ করা গেল- ' গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই রণকৌশল' বইয়ের শুরুর দিকেই লেনিন লিখেছেন- "সোশ্যাল -ডেমোক্রেসির দ্বারা পরিচালিত বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত সংবিধান সভার হাতে সমস্ত ক্ষমতার দাবি করে" এবং " এই ভাবে, সিদ্ধান্তে পরিস্কারভাবে সাময়িক বিপ্লবী সরকারের চরিত্র এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। উদ্ভব ও মুল চরিত্রের দিক থেকে এই সরকারকে গণ-অভ্যুত্থানের সংস্থা হতেই হবে। এর আনুষ্ঠানিক দায়িত্বের দিক থেকে এ সরকার হবে একটি সর্বজাতীয় সংবিধান সভা আহবানের হাতিয়ার। এর ক্রিয়াকলাপের সারার্থের দিক থেকে, তাকে কার্যকরী করতে হবে প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের নূন্যতম কর্মসূচী, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে একমাত্র এই কর্মসূচীই সক্ষম।"

অর্থাৎ সেনা-অভ্যুত্থান নয় ,গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত সাময়িক সরকার- বিদ্রোহী জনগণের স্বার্থ নিশ্চিতকরণে সংবিধান সভা আহবানের হাতিয়ার বিশেষ বৈ বিপ্লবী বা অভ্যুত্থানী সাময়িক সরকারের আর কোন উদ্দেশ্য লেনিনের মতে সঠিক নয়। এবং রাশিয়ার ক্ষমতা দখলের পর জারিকৃত ৩টি ডিক্রির অন্যতম ২৬ অক্টোবর, ১৯১৭ সালের ভূমি ডিক্রি যা লেনিনই লিখেছিলেন তাতে বর্ণিত আছে-" The land question in its full scope can be settled only by the Constituent Assembly." এবং এতে আরো বর্ণিত আছে- " The question of compensation shall be examined by the Constituent Assembly,"

But on december-26,1917, Lenin's Thesis on Constituent Assembly were published and he argued that the Soviets were a "higher form of democracy than the Constituet Assembly." এবং উক্ত থিসিসমূলে ৬ জানুয়ারী, ১৯১৮ সালে লেনিন এক ডিক্রি বলে রুশিয়ার সংবিধান সভা বিলুপ্ত করেন। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়' রুপ প্রবাদের যথার্থ প্রয়োগ নয় কি ? আর **লেনিন? উক্ত ঘটনামুলেও-স্বার্থান্ধ, ভন্ড, মিথ্যুক, বহুরুপী, প্রতারক ও প্রবঞ্চক।**

অন্যান্যদেরও দাবী ছিল, খোদ লেনিনেরই ১৯০৫ সাল হতে দাবীকৃত ও প্রতিশ্রুত এবং ২৬ অক্টোবর,১৯১৭ সালের ভূমি ডিক্রির শর্তমূলে রাশিয়ার সাময়িক সরকারের চেয়ারম্যান লেনিনের কর্তৃত্বের সরকারের তত্ত্বাবধানে রুশিয়ার সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ নভেম্বর,১৯১৭ সালে। ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সংবিধান সভার অধিবেশন জানুয়ারীর ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত করেন লেনিন। স্বীয় বক্তব্যমতো লেনিনের সাময়িক সরকারের দায়িত্ব ছিল সংবিধান সভার ক্রিয়াদি সম্পাদনে কেবলমাত্র " হাতিয়ার" বিশেষ । জনগণ কর্তৃক অনানুমোদিত " চেয়ারম্যান অব পিপলস কমিশার" পদটিতে জনগণ কর্তৃক অনির্বাচিত লেনিন জনগণের নির্বাচিত সংবিধান সভাকে বিলুপ্ত করে নিজেই হাতিয়ারের পরিবর্তে রাশিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মালিক-মোক্তার সেজে সংবিধান প্রণয়ন সহ ডিক্রি জারীর মাধ্যমে স্বীয় সরকারী কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সাবেক রুশ সম্রাট জারের সৃষ্ট সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ভোটদানকারী জনগণের মতামত অস্বীকার ও পদদলিত করায় রাশিয়াকে পড়তে হয়েছিল দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অশান্তি ও অভিশাপে।

উল্লেখ্য-লেনিনবাদী মাও সেতুংয়ের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানের সেনাশাসক ইয়াহিয়া খানও এতদ্বিষয়ে লেনিনবাদ ও লেনিনীয় কৌশল গ্রহণ করেছিল বলেই জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষিত ও শর্তাধীন 'লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক' (এল.এফ.ও) অর্থাৎ কোরান তথা ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে ইসলামিক পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামিক সংবিধান তৈরীর নিমিত্তে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ অংশ গ্রহণ না করলেও আওয়ামী লীগ সংখ্যাধিক্য আসন পেয়েছিল ১৯৭০ এর নির্বাচনে। প্রথমে স্থগিত ও পরে পরিষদের অধিবেশন আহবান না করে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ সেনা আক্রমনে ঢাকায় হাজার হাজার নিরীহ-নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষ হত্যা করেছিল ইয়াহিয়া। ফলশ্রুতিতে সশস্ত্র গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠে এবং বাংলাদেশের পত্তন হয়। ইয়াহিয়া হেরেছিল।কিন্তু, রাশিয়া সহ বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভাগ্য যে, লেনিন সেই সময়ে জার আমলের বিশাল সেনাশক্তির জোরে জয়ী হয়েছিল।

অত:পর, সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট পুস্তক ও তথ্য এবং উইকিপিডিয়ার সুত্রে রাশিয়ার ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার লাখ লাখ সৈন্য নিহত-আহত ও পালিয়ে ছিল, সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত হত প্রায়ই। পণ্যের দুস্প্রাপ্যতা-দুর্মুল্য ও দুর্ভিক্ষে অকালে প্রাণ হারিয়েছে অসংখ্য মানুষ। যদিচ-রাশিয়ায় কার্যকর জারের ১৯০৬ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৪,অনুযায়ী সম্রাট নিকোলাস জারকে মান্য করতে জনগণকে নির্দেশ দিয়েছে স্বয়ং ঈশ্বর; অথচ, ঈশ্বরের সেই নির্দেশ অমান্য করে খোদ জারকে অমান্যে ও খাদ্যের দাবীতে ২৫ ফেব্রুয়ারী-১৯১৭ সালে পেট্রোগ্রাডের হাজার হাজার ধর্মঘটী শ্রমিক মিছিলে-সমাবেশে যোগ দিলে ঈশ্বরের বাণী নয়, বরং জারের পুলিশ ব্যাপক গোলাবর্ষণ সহ অত্যাচারের সকল কৌশল প্রয়োগ করে আন্দোলনকারীদের উপর। অসংখ্য হতাহত শ্রমিকের পাশে নিজ নিজ সমর্থনসহ অবস্থান গ্রহণ করে অনেক সৈনিক এবং পর্যায়ক্রমে পুলিশও।

ফলে- ২৮ ফেব্রুয়ারী,১৯১৭ সালে রুশ জার তার ভাই গ্র্যান্ড ডিউক মাইকেল আলেক্সড্রোভিককে উত্তরাধিকার নিয়োগ দিয়ে স্বীয় পদ হতে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা প্রদান করে। কিন্তু, বেশামাল পরিস্থিতিতে ডিউক তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। অত:পর, ১৯১২ সালের নির্বাচনে গঠিত পার্লামেন্টের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক পার্টির নেতা প্রিন্স লভোভ এর চেয়ারম্যান শীপে প্রবেশনাল সরকার গঠিত হয়।

কিন্তু, মেনশেভিক পার্টি প্রভাবাধীন পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের সাথে শুরুতেই প্রবেশনাল সরকারের বিরোধ দেখা দেয় যার প্রমাণ মিলে পেট্রোগার্ড সোভিয়েতের জারীকৃত ১ নং সার্কুলারে। জার বন্দী হল, নতুন সরকার গঠিত হল কিন্তু রুটি বা শান্তি কোনটাই স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া যায়নি। অত:পর, প্রিন্স লভোভের সরকারের বিচার ও যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী, ১৯১২ সাল হতে সংসদে আর.এস.পি'র সদস্য এবং মি: লেনিনের স্কুল শিক্ষকের পুত্র মি: কেরেনেস্কি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নতুন প্রবেশনাল সরকার গঠন করে ২১ জুলাই ১৯১৭ সালে।

প্রতিশ্রুত সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেনি কেরেনেস্কি।আবার জার্মান শত্রু আমেরিকান ব্যাংকার জেকোব হতে বিশাল অংকের ঋণ নিলেও রাশিয়ার দুরবাস্থার তেমন কোন হেরফের হয়নি। জারের পরিবর্তে কতিপয় ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল-বেদখল বৈ সংবিধান, আইন ও ভূমিব্যবস্থা সহ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন বা সংস্কার ইত্যাদি হয়নি রাশিয়ায়। তবু লেনিনবাদীরা ফেব্রুয়ারীর পট পরিবর্তনকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে আখ্যায়িত করে।

ধোঁকাবাজি না, ভন্ডামি ? এতে যে, জারের ১৯০৬ সালের সংবিধানমুলে গঠিত পার্লামেন্ট বা ঐ পার্লামেন্টের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক পার্টিকেই বা ঐ পার্টির নেতা প্রিন্স লভোভকেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হিসাবে কবুল করা হয় তাও কিন্ত আমলে নেয়নি লেনিনবাদীরা।

অথবা, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমুল সংস্কার ছাড়া কেবলমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ব্যক্তি বিশেষের রদ-বদল যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র নয়, একথাও চালাক-চতুর লেনিনবাদীদের এখনো বোধগম্য নয়।

অথচ, রাশিয়ায় মি: তুকচবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিষয়ে ১৮৭৫ সালে " রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্ক" নিবন্ধে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- " ফুল তোলা কাপড় বা চায়ের একটি কেৎলি বানানোর মতো ফরমায়েস দিয়ে বিপ্লব বানানো যায় এমন কল্পনাও যদি আমরা করি,তবু আমি জিজ্ঞেস করবো: এখানে একান্তই যে শিশুসুলভভাবে বিপ্লবের ধারা কল্পনা করা হয়েছে বারো বছরের বেশী বয়স্ক কারো পক্ষে কি তা অনুমোদন যোগ্য? "

কিন্তু , 'বিপ্লবী' লেনিনরা বিশ্বজয়ের নেশায় জার্মানীর ৯৯% ভাগ সহায়তার শর্তে ১৯১৭ সালের ১০ অক্টোবরে বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১০-২ ভোটে ২৫

অক্টোবরে ক্ষমতা দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৬শে অক্টোবর ছিল শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগেস। অত:পর, লেনিনের বলশেভিক পার্টি পূর্ব সিদ্ধান্তমতো সেনাবাহিনী ও ট্রটস্কির প্রতিষ্ঠিত রেড গার্ডের মাধ্যমে ২৫ অক্টোবরের রাতেই শীত প্রাসাদ দখল করে, অর্থাৎ "গণ-অভ্যুত্থান" নয় , কেবলমাত্র লেনিনবাদী ফরমায়েশী 'বিপ্লব' সংঘটিত হয় ।

লেনিনদের "বিপ্লবে"কেরনস্কি পালিয়ে যায়, নিহত -২ এবং গ্রেফতার- ২৫। সৈনিক-শ্রমিকের সোভিয়েতের ২য় কংগ্রেসে লেনিনের লিখিত শান্তি ডিক্রি, ভূমি ডিক্রি ও সরকার গঠন বিষয়ক ডিক্রি পাশ হয়। লেনিন ডিক্রিবলে সাময়িক সরকারের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। কংগ্রেসে উপস্থিত ৬৫০ জন প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিক - ৩৯০, অবশিষ্টরা ছিল মেনশেভিক, আর.এস.পি ইত্যাদির এবং তারা অধিবেশন হতে ওয়াক আউট করে।

তাছাড়া, ঐ কংগ্রেসে কৃষক সোভিয়েত বা কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল তেমন প্রমাণ নাই । তবু শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকদের ডেপুটিদের একনায়কত্বের সরকার গঠন ও রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন করেছিল শ্রী লেনিন! যদিচ, অনরূপ সোভিয়েত ও গোষ্ঠীগত স্বত্বাধিকারে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে- মি: ত্কাচভের দাবী খারিজ করে সমাজতন্ত্র বিষয়ে " রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্ক প্রসংগে" ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- "আধুনিক সমাজতন্ত্র যে বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টা চালায় সংক্ষেপে তা হল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয়দের বিজয় এবং সকল শ্রেণী-বৈষম্য ধ্বংস করার ভিতর দিয়ে একটি নতুন সমাজ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লব যে চালাবে সেই প্রলেতারীয়েতেরই যে শুধু এর জন্য প্রয়োজন তা নয়, এরজন্য আরো প্রয়োজন এক বুর্জোয়াশ্রেণীর যার হাতে সমাজের উৎপাদন শক্তিগুলি এতটা বিকশিত হয়েছে যে, শ্রেণী-ভেদগুলির চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন সম্ভব। "

অথচ, রুশী মার্কসবাদী লেনিনরা মি: তকাচভের সমাজতন্ত্র নয় খোদ লেনিনীয় সমাজতন্ত্র কায়েম করেছিল শ্রেণী-ভেদ ধ্বংস না করেই বরং শ্রেণীশোষণে রাষ্ট্রের প্রধানতম হাতিয়ার সেনাবাহিনীর ডেপুটিদেরও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বলেই লেনিনবাদীরা আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী হলে স্বয়ং এ্যাংগেলস ইউটোপীয়।

অত:পর, জনাব লেনিনের দাবীকৃত ও দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সংবিধান সভার নির্বাচন লেনিনের চেয়ারম্যানশীপের সাময়িক সরকারের নিয়ন্ত্রণে-পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল। ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে মাত্র ৬০% । বলশেভিক পার্টি সাধারণভাবে শহরাঞ্চল এবং সৈনিকদের মধ্য হতে পশ্চিম ফ্রন্টের বিপুল সমর্থন পেলেও ভোটের ফলাফল-
মোট ৭০৩ ডেপুটির মধ্যে লেনিনের বলশেভিক পার্টি-১৬৮ ডেপুটি ও প্রাপ্ত ভোট-২৩.৫% এবং আর.এস.পি -৩৮০ ডেপুটি এবং প্রাপ্ত ভোটের ৪১%। লেনিনের ভূমি বিলি বা কৃষক ডেপুটিদের একনায়কত্বে আশ্বস্ত হয়নি বা লেনিনকে নেতা হিসাবে যেমন গ্রহণ করেনি তেমন বিশ্বাসও করেনি গ্রামাঞ্চলের ভোটারগণ। লেনিনের বলশেভিক পার্টির প্রাপ্ত ভোট মাত্র প্রদত্ত ৬০% ভোটারের মধ্যে মাত্র ২৩.৫% অর্থাৎ মোট ভোটারের

১৫% এর কম বলেই কেবলমাত্র প্রাপ্ত ভোট দ্বারাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় মোট জনসংখ্যার নিরংকুশতো নয়ই, এমনকি সাধারণ সংখ্যাধিক্যের সমর্থন ছিল না লেনিনের কথিত বিপ্লব কার্যত বলশেভিক পার্টির রাতের আঁধারে ক্ষমতারোহনের প্রতি ।

অথচ, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে মার্কস জানিয়েছেন- প্যারী কমিউনকে সহজেই পরাজয়ের কৌশল হিসাবে ভার্সাইতে পলাতক ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তিয়ের ৩০ শে এপ্রিল ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের ৩৫,০০০ কমিউনের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছিল। কিন্তু,ছোট্ট প্যারী কমিউনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও শোষণমুক্ত নতুন বিশ্ব সমাজের প্রতি আকর্ষণে গোটা ফ্রান্সবাসী কমিউন ভোটে যে রায় দিয়েছিল তাতে- লেজিটিমিস্ট,অর্লিয়ান্সী ও বোনাপার্ট পন্থীরা একজোট হয়েও ৭,০০,০০০ মিউনিসিপাল সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮,০০০ আসনও দখল করতে পারেনি। তবে , প্যারী কমিউন হতে বিশ্বাসঘাতক ক্রয়ে যেমন পিছপা হয়নি তেমনি জাতি-টাতি বা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভুয়া বুলি ইত্যাদি বাদ ও বিসর্জন দিয়ে বিসমার্কের নিয়ন্ত্রণাধীন জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভাড়াটিয়া গুন্ডা হিসাবে ব্যবহারে কার্পণ্য করেনি ফ্রান্সের চালাক-চতুর বুর্জোয়া প্রধানমন্ত্রী মি: তিয়ের।

সংবিধান সভার নির্বাচনে রুশ জনগণের সমর্থন না পেলেও স্বীয় ক্ষমতা সংরক্ষণে হত্যা-ক্যু, ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের রাজনীতির চিরাচরিত ব্যাকরণমতো রুশী চেয়ারম্যান লেনিন প্রথমে আর.এস.পি ভেংগে -একাংশকে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গড়েছেন, রাজতন্ত্রী পার্টি নিষিদ্ধ করেছেন । তবু, সংবিধান সভার ৫ জানুয়ারীর প্রথম অধিবেশনে বলশেভিক পার্টির প্রার্থীকে ২৪৪-১৫৩ ভোটে হারিয়ে আর.এস.পি'র প্রার্থী ভিক্টোর স্পীকার নির্বাচিত হওয়ায় পরের দিন সেনা-রক্ষীবাহিনী দিয়ে সংসদভবনে তালা আটকিয়ে অধিবশেন বন্ধ এবং ডিক্রি বলে সংবিধান সভা বিলুপ্ত করেন-একদা সংবিধান সভার দাবীদার-ডিক্রিবলে প্রতিশ্রুতিদাতা ও গণ-অভ্যুত্থান পন্থী লেনিন।

পরবর্তীতে সংবিধান সভা নয়, ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে লেনিনের চেয়ারম্যানশীপে 'সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার' সংবিধান গৃহীত হয়। অত:পর, জনগণ নয়, বা নির্বাচিত সংবিধান সভাও নয়, কেবলমাত্র লেনিনই ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্ববান কেবলই সেনা-পুলিশের কর্তৃত্ব বলে অর্থাৎ নীতি-নৈতিকতা নয়, কেবলই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভে ও সংরক্ষণে সুযোগের সদ্ব্যবহারের রাজনৈতিক উপযুক্ততায় এমনটাই বোল পাল্টানো লেনিন ও লেনিনবাদীদের রাজনৈতিক নিদান। এবং সে কারণেই রুশ দেশের জনগণকে পরাজিত ও পদদলিত করতেই স্বয়ং লেনিন সাবেকী আমলের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমস্বার্থ বিরোধী ও পরজীবীতার সহায়ক সোভিয়েতের ক্ষমতা ও গণতন্ত্র বিষয়ে পূর্বোক্ত ফতোয়া জারি করেছিলেন বলেই তিনিই পরবর্তীতে লিখেছিলেন " জনগণ আবিস্কার করেছে সোভিয়েত" এবং জনাব ষ্ট্যালিন দাবী করেছিলেন ' লেনিনই আবিস্কার করেছেন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাজ ' । তবে, দু'জনের আবিস্কারই যে, সর্বাংশে ভুয়া তা ইত:পূর্বে আলোচিত হয়েছে বক্ষমান নিবন্ধেই।

অথচ, ক্ষমতা দখল, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভূমি প্রদান, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার ‘শান্তি ডিক্রি’ জারী করার পরও রাশিয়ার জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও পরাজিত হয়ে - সেনাবাহিনী, পুলিশ বা সোভিয়েত ইত্যকার অতিতের জননিপীড়ক সংস্থা-সংগঠন অর্থাৎ ১৯০৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী রাশিয়ার সুপ্রিম অটোক্রাট জারের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রটাকেই নাম পাল্টিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে গণ ইচ্ছার বিপরীতে ও বিরুদ্ধে কেবলই রাশিয়ার রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য লেনিনদের কি ভয়ানক আবিস্কার বটে সোভিয়েত ।

অথচ, বিপ্লব বিষয়ে মার্কসের “ ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম ১৮৪৮ থেকে ১৮৫০” পুস্তকের ভূমিকা হিসাবে ৬মার্চ, ১৮৯৫ সালে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- “ চকিত আক্রমণের, অচেতন জনতার শীর্ষে একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের দিন শেষ হয়ে গেছে। সমাজ সংগঠনের পরিপূর্ণ রূপান্তরই যেখানে প্রশ্ন সেখানে জনসাধারণকে নিজেদেরই তার মধ্যে সামিল হতে হবে, আগেই তাদের উপলব্দি করে নিতে হবে প্রশ্নটা কি, কায়মনোবাক্যে কিসের জন্য তারা নামছে। ”

কিন্তু , বিপ্লব সম্পর্কে এ্যাংগেলসের অনুরূপ সংজ্ঞা বিবৃত হওয়ার মাত্র ২২ বছরের মাথায় খোদ জারেরই সেনাবাহিনীর পেশাগত নীতিহীন-পলাতক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লোভী সেনা কর্তাদের আশ্রয়ে ও তাঁদের মাধ্যমে রুশী মার্কসবাদী লেনিনরা পূর্ব পরিকল্পনা মতো রাতের আধাঁরে মাত্র ২ জনকে খুন ও ২৫ জনকে আটক করে কার্যত সামরিক ক্যু করে দুনিয়ার সর্বাধিক বৃহৎ ভূখন্ড এবং ইউরোপের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ রাশিয়ায় কথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটন করেছিল।

জনসম্পৃক্ততাহীন এবং জার্মানীর সহযোগিতায় সিলকৃত ট্রেনে রুশ ফেরৎ প্রবাসী নেতা লেনিনের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত ও রাজনৈতিক পরিকল্পনায় সংগঠিত ফরমায়েশী সেনা অভ্যুত্থান এবং লেনিনেরই ভাষ্যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উপযোগী ভূমি ব্যবস্থা ইত্যকার ঘটনাবলীকে লেনিনবাদীরা ‘দুনিয়া কাঁপানো ১০ দিন’ বা দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গাল-গল্প করলেও মহান লেনিনীয় প্রতিভার আরো কতিপয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির উক্তরূপ জনসম্পৃক্ততাহীন ও জনসমর্থনহীন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল-বেদখলের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তমূলক ঘটনা প্রবাহ আদৌ ‘বিপ্লব’ হিসাবে চিহ্নিত-শনাক্ত হতে পারে না,অন্তত ফে. এ্যাংগেলস কর্তৃক উল্লেখিত বক্তব্য মতোতো নয়ই।

অত:পর, মতলবাজ-ফেরেববাজ, যারা সচরাচর ক্ষমতায় গেলেই বোল পাল্টায় বা নিজের দেয় ওয়াদার বিপরীত কর্মটিই করে, তাদের পরিণতি বিশেষত প্রুধোঁপন্থীদের বিষয়ে “ ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকের ভূমিকায় ১৮ মার্চ, ১৮৯১ সালে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছিলেন-“ তাই কমিউন হল প্রুধোঁ গোষ্ঠীর কবর স্বরূপ।” সুতরাং- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে-গোপনকারী, বিকৃতকারী, ও জালকারী, ভন্ড-প্রতারক, জালিয়াত-প্রবঞ্চক, এবং ষড়যন্ত্র-চক্রান্তকারী ও ক্ষমতালোভী উন্মাদ এবং জনপ্রত্যাখাত ও ওয়াদা ভংগকারী সর্বোপরি সমাজতন্ত্রের ছদ্মাবরণে কার্যত বিপন্ন পুঁজিবাদের বিংশ শতাব্দির

সেরা দোস্ত -সেবক লেনিন-ষ্ট্যালিনদের ভুয়া সমাজতন্ত্রের ভুয়া তত্ত্বের ভুয়ামি স্বপ্রমাণ করা সহ খোদ ভুয়া সমাজতান্ত্রিক - সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন সমর্থিত-প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগুলোর কবর দিয়েছে স্বয়ং ইতিহাস। তবু, লেনিনীয় ভূতের আছরে অন্ধ অথবা ধান্ধাবাজরা এখনো দেশে দেশে ফেরি করছে লেনিনবাদ।

অনুরূপ ফেরীওয়ালা বেলজিয়াম ওয়ার্কার্স পার্টি সহ ৬৯ টি লেনিনবাদী পার্টি যারা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিষ্ট সেমিনারের (আই.সি.এস) ব্যানারে বিভিন্ন ধরণের জনমুখী দাবী-দাওয়া উপস্থাপন এবং এন্টি ষ্ট্যালিনিজমকে সোভিয়ত সহ পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সরাসরি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়াকেই চাতুরালীমূলে লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে কার্যত ষ্ট্যালিনবাদী রাষ্ট্র গঠনের আওয়াজ তুলে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের দুর্ভোগে নিপতিত সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করার মাধ্যমে চেষ্টা করছে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে। আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতায়-অযোগ্যতায় যদি সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ আরো সংকটে নিপতিত হয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভান্ডারের সাথে আন্তর্জাতিক সেনাশক্তি যুক্ত করে হাল আমলের গণতান্ত্রিক অধিকার বা মৌলিক অধিকার-মানবাধিকার ইত্যকার ভুয়া বোল-চালের যাবতীয় ভড়ং পরিহার করে কার্যত সেনাশক্তির স্বৈরতান্ত্রিক শৃংখলে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে প্রত্যক্ষভাবে শৃংখলিত করতে একান্ত বাধ্য হয় তবে সেক্ষেত্রে আই.সি.এস বা আই.সি.এস পন্থীদেরকে ভাড়া করবে না এমনটা নয়।

যদি এমনটা হয় তবে অতিতের সকল নারকীয়তা-নৃশংসতার বর্বর নজির যোজন যোজন মাইল পেছনে ফেলে হত্যা-খুন সমেত ভয়াণক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়ংকর তান্ডবের নিত্য নতুন পৈছাশিক রেকর্ড গড়বে বিশ্ব পুঁজির বৈশ্বিক গোলামরা।

সুতরাং,শ্রেণীমুক্তিতে স্বীয় মুক্তিসহ মানব ইতিহাসের মুক্তিকামীগণকে সরবে বদ করতে হবে মার্কসবাদী লেনিনীয় ভূত।

লেনিনবাদের পার্টি প্রসংগেঃ-

লেনিনবাদ হোক না ভুয়া,তবু তা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন " নতুন পার্টি" । জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ সালে ঢাকার চলন্তিকা বইঘর হতে প্রকাশিত জে.ভি. স্তালিনের " লেনিনবাদের ভিত্তি" পুস্তকে " পার্টি" নিবন্ধে লেনিনবাদী নতুন পার্টি সম্পর্কে বলা আছে-" একনায়কত্ব কায়েম করার জন্য, তাকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে পার্টি দরকার। পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের হাতিয়ার।"

অথচ, ইত:পুর্বে এই নিবন্ধেই বিবৃত হয়েছে যে, লেনিন-ষ্ট্যালিনরাই বলেছেন 'শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিকের সোভিয়েতই' হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাওয়ার পথ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র গড়ার হাতিয়ার যা লেনিনবাদের আবিস্কার। তবে কি 'সোভিয়েত রাজের' সমাজতন্ত্র আর শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যে ফারাক বা তফাৎ আছে? অন্তত, ষ্ট্যালিনরা তাইতো বলছেন। মতলববাজদের চরিত্রই তাই।

অপরদিকে- মার্কস-এ্যাংগেলসরা সমাজতন্ত্র বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে কবুল করেছিলেন- 'প্যারি কমিউনকে'। অবাধ ভোটে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্যারী কমিউন কোন পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। বরং, প্রুধোঁ ও ব্লাংকিদের পার্টির কর্মসূচীর কবর দিয়েছিল প্যারী কমিউন স্বয়ং।

১৯১৭ সালেও লেনিন তাঁর "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" পুস্তকে প্যারী কমিউনকে অস্বীকার করার দু:সাহস দেখায়নি। ১ম আন্তর্জাতিকের অনুমোদিত মার্কসের লিখিত বিবরণ অনুযায়ী প্যারী কমিউন ছিল রাষ্ট্র বিলোপকারী সেনা-পুলিশবাহিনীমুক্ত একটি সমাজ,যেখানে চুরি-ডাকাতি ছিনতাই কারো চোখেই পড়ত না এবং ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিকে যেকোন সময়ে প্রত্যাহারের শর্তে জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের জন্য নির্বাচিত এবং শ্রমিকের বেতনের সমান মজুরিতে নীতি-আইন প্রণয়ন,কর্মসম্পাদন, তথা বিচার-শিক্ষা বা অপরাপর সেবামুলক সকল প্রতিষ্ঠানের সকল সামাজিক কর্ম সম্পাদন-নিস্পন্নকরণে গণপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা বিশেষ।

প্যারী কমিউনের শত্রুদের দমনে ছিল " স্বশস্ত্র জনগণ" তাও নানান স্তরের কমান্ড ছিল সংশিষ্ট সকলের দ্বারা নির্বাচিত। নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ-বাস্তবায়নে নিজেরা ছাড়া-তদমর্মে কোন সুপ্রিম রক্ষক, অথবা গড, রাজা, বীর বা বিশেষ প্রতিভার বিশেষ ব্যক্তি ইত্যকার প্রয়োজন বোধ করেনি কমিউন।

কমিউনের অনুরূপ নীতি- কর্ম ও ধারণাবশেই কমিউন সদস্য ইউজিনি পোটিয়ের জুন,১৮৭১ সালে যে কবিতাখানি লিখেছিল তাই-পরবর্তীতে " আন্তর্জাতিক" হিসাবে স্বীকৃত ও গণ্য হয়ে আসছে। কাজেই, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অজুহাতে লেনিনের হুকুম মান্যকারী পার্টি বা লেনিনবাদী পার্টির কর্তৃত্ব -নিয়ন্ত্রণ যেমন প্যারী কমিউন কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত নয়,তেমন মার্কস-এ্যাংগেলস এবং ১ম আন্তর্জাতিক কর্তৃক অনুমোদনের অযোগ্য।

সুতরাং-কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ও প্যারী কমিউনের সহিত সাংঘর্ষিক-বিরোধী ও পরিপন্থী লেনিনবাদ, মাওচিন্তাধারা ইত্যকার -ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত বর্বর মততন্ত্রের ভূতকে নরকে প্রেরণ করাটাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের ঐতিহাসিক কর্তব্য।

লেনিনবাদী পার্টির বিশেষত্ব সম্পর্কে উপরোল্লেখিত পুস্তকে বিবৃত আছে- " সর্বপ্রথম পার্টিকে হতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী।" না হলে লেনিনবাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বলেই শ্রমিকশ্রেণীর জ্ঞানী-গুণিজনকে নিয়ে পার্টি গঠিত হবে বলে উক্ত নিবন্ধেই বলা হয়েছে। মনু সংহিতায়ও অনুরূপভাবে বলা আছে যে, সমাজকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে আবশ্যকীয় হিসাবে জ্ঞাণী-গুণিজন অর্থাৎ ব্রাহ্মণই সমাজের মাথা ও ঈশ্বর পূঁজারী বলেই ঈশ্বরের সেবক ব্রাহ্মণকে মান্য করতে হবে সর্বনমষ্য হিসাবে।

অত:পর, লেনিনবাদের লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালক-নিয়ন্ত্রক হবে বটে লেনিনবাদী পার্টি বিশেষই কোনক্রমেই সাধারণ শ্রমিক বা সাধারণ মানুষজন নয় বলেই লেনিন যেমন অজ্ঞ-অপদার্থ বা বোকা রুশ জনগণের গণরায় মান্য না করে নিজেই সংবিধান সভাকে বিলুপ্ত করার ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন তেমন-উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় হোচিমিন-কিমদের পার্টির অনুরূপ ভূমিকা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ যুক্ত আছে মর্মে আলোচ্য নিবন্ধেই উল্লেখিত হয়েছে। জয় বাবা মনু গোসাই, হোক না ভারতীয় তবুতো কোরিয়া-ভিয়েতনাম সমেত রুশি মার্কসবাদীরা মনুকেই শিরোধার্য্য করেছে লেনিনবাদের নামে।

জনাব ষ্ট্যালিন তাঁর পুস্তকে আরো লিখেছেন- " লেনিন বলেছেন : " পার্টি যদি চরম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, সামরিক শৃংখলার মতোই লৌহ- কঠোর শৃংখলা যদি এতে থাকে, পার্টি কেন্দ্র যদি শক্তিশালী এবং প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠান হয়, এর যদি ব্যাপক ক্ষমতা থাকে, সমস্ত পার্টি সভ্যেরই যদি এ অকুণ্ঠ আস্থাভাজন হয়- একমাত্র তবেই প্রচন্ড গৃহযুদ্ধের আমলে কমিউনিষ্ট পার্টি তার কর্তব্য পালন করতে পারবে।"

অর্থাৎ সামাজিক -সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বা শ্রেণীগত বোধের আন্ত:মিলন নয় বা একই উদ্দেশ্য তথা শ্রেণীহীন সমাজের নিমিত্তে পারস্পারিক বৈরীতামুক্ত বোধের মধ্যকার ঐক্য-সংহতি ও মিলন নয়, বা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইকারী হিসাবে গণতান্ত্রিক বোধের ভিত্তিতে মিলিত-পরিচালিত তথা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ণে আন্ত:বোধের আন্ত:মিলনের সচেতন ও স্বত:প্রণোদিত এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমাজিক বা সংগঠনগত শংখলা বা নিয়ম-নীতি মান্য নয় , বরং কেবলমাত্র বিগ বসের অনুগত-একান্তবাধ্যগত এবং গালা-গালি সহ যাহাই বলা হোক এমনকি গান পয়েন্টেও "ইয়েস স্যার" মার্কা দাসোচিত বর্বর মানসিকতার খুনিবাহিনীর তথা সামরিক শৃংখলা, তাও আবার কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের " চরম কর্তৃত্বে" নিয়ন্ত্রিত দলই হচ্ছে লেনিনবাদী পার্টি ।

আর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের চরম কর্তৃত্ব সেতো কেবলই মিশরীয় ফারাও ডাইনেষ্টীর কালেই চালু হয়েছিল এবং অনুরূপ রাজকীয় কর্তৃত্ব মুনষ্যগোত্রীয় বা মনুষ্য তুল্য নয় বা মনুষ্য প্রজাতিভুক্ত নয় বরং ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন বলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাহক-প্রচারক ও কর্তৃত্ব হেতু খোদ ঈশ্বরের পক্ষে চরম কর্তৃত্বের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব তথা রাজাই একমাত্র স্বীয় অনুগত দাসদের উপর চরম কর্তৃত্ব ফলানোর একমাত্র কর্তৃত্ব। কাজেই, লেনিনবাদী পার্টির চরম কর্তৃত্ব সম্পন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা লেনিন-ষ্ট্যালিনরা যে ফারাও ডাইনেষ্টির একালের উত্তরসুরী এবং লেনিনবাদী পার্টির চিন্তাগত ভিত্তি যে, ফারাও ডাইনেষ্টীর রাজকীয় চিন্তা নির্ভর তাতেতো নূন্যতম সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই।

সামরিক শৃংখলা-সেতো, অতিতকালেও কেবলই সামরিক বাহিনীর বিষয় এবং সামরিক বাহিনীও অনুগত ও বাধ্যগত ছিল রাজনৈতিক কর্তত্বের। বুর্জোয়ারাও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বা নিজেরাও নিজেদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছে কিন্তু রাজনীতিকে তদীয় অনুগত-বাধ্যগত সামরিক বোধের সমমাত্রায় নামায়নি। 'রাজনীতি' ও ' সামরিক নীতি'

শব্দ দুটোর ফারাক-তফাত বিস্তর। রাজনীতিই নিয়ন্ত্রক, সমারিক বাহিনী কেবলই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হুকুম তামিলকারী। সামরিক শৃংখলা-সেতো মানবিক বোধহীন কেবলই খুনে-লুটেরার সংস্কৃতি বা কেবলই হত্যা-খুন ও হামলা-আক্রমনে বা প্রতিআক্রমনে উর্ধতন কমান্ডারের কমান্ড অনুযায়ী যন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব পালনের নিয়ম-রীতি বিশেষ মান্য ও তামিল করা এবং তদার্থে ব্যতিক্রম বা হুকুম অমান্য করা মৃত্যুদন্ড সমেত দন্ডযোগ্য অপরাধ।

সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রকৃতার্থে সামাজিক সংগঠনই উপযুক্ত ও আবশ্যকীয় সংগঠন। অনুরূপ সংগঠন ছিল কমিউনিষ্ট লীগ এবং প্রথম আন্তর্জাতিক এবং ২য় আন্তর্জাতিকও প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণামূলে তাই। মার্কস-এ্যাংগেলস প্রণীত এবং কমিউনিষ্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক কর্তৃক গৃহীত সংগঠনদ্বয়ের সাধারণ বিধানাবলী অনুয়ায়ী উভয়ে ছিল মূলত সোসাইটি এবং পরিচালিত হতো কেবলই গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিমতো বলেই সংগঠনের সকল সদস্যই সমান হিসাবে স্বীকৃত এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল মূলত ও কার্যত সমগ্র সংগঠনের নির্বাহী তবে দায়বদ্ধ ছিল কংগ্রেসের নিকট।

অত:পর, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় সংগঠিত সংগঠন হবে উল্লেখিত নীতিমালা ভিত্তিক বিশেষত প্রথম আন্তর্জাতিকের ১৮৬৪ সালের জেনারেল রুলস অনুয়ায়ী। রুলসের আধুনিকায়ণ ও সংবর্ধিতকরণ করা যেতেই পারে তাই বলে সাধারণ নীতিমালা বিরোধী বা সদস্যদের মধ্যে সমতার অধিকার বিঘ্ন বা বিপন্ন হয় বা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি উপেক্ষিত হয় বা শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্র বিহীন সাম্যবাদী সমাজের সহিত সামঞ্জস্যহীন কোন সংশোধনীও তদমর্মে গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া- সেনাবাহিনী সমেত রাষ্ট্র বিলুপ্ত করাই যেখানে কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য সেখানে সেনা শৃংখলার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের চরম কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক পার্টি যে, সমাজতন্ত্রের সহিত বৈরী সম্পর্কের সংগঠন বিশেষ তা যিনি অস্বীকার করেন তিনি আদৌ কমিউনিষ্ট ? তবু, ষ্ট্যালিনের বক্তব্য অনুযায়ী লেনিনবাদী পার্টি হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার এবং তাও আবার সামরিক শৃংখলার কেন্দ্রীয় চরম কর্তৃত্বের পার্টি, অর্থাৎ চরম স্বৈরতান্ত্রিক পার্টি ।

তাছাড়া, রাজনীতি হচ্ছে - শ্রেণী স্বার্থবোধের সচেতন অনুভূতির তাড়নায় পরিচালিত-নিয়ন্ত্রিত এবং প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় স্বয়ং শত্রুপক্ষের পীড়নভোগী বা সর্বাধিক ঝুঁকির দায় বহনকারীর রাষ্ট্র নৈতিক বা রাষ্ট্র কেন্দ্রীক সাংগঠনিক ক্রিয়াদি। অত:পর, রাজনৈতিক দল যদি রাজনৈতিক বোধের পরিবর্তে সামরিক শৃংখলায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তবে 'রাজনীতি' শব্দটি যেমন গুরুত্ব হারায় তেমন ঐরূপ সামরিক শৃংখলার দল রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়ে কেবলই এবং কার্যত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের হুকুম-নির্দেশ পালনে এক বিশেষ ধরণের খুনে বাহিনীতে পরিণত হয়। অনুরূপ খুনাখুনির সামরিক শৃংখলার গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি-ই হচ্ছে লেনিনবাদী পার্টির পরিচালনার সূত্র। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি ভালো ব্যাখ্যা করেছেন ষ্ট্যালিনদের যোগ্য শিষ্য চীনা মার্কসবাদী মাওসেতুং,যিনি আরো ব্যাখ্যা করেছিলেন " দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ।"

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়,পিকিং হতে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত "মাও সেতুঙের রচনাবলীর নির্বাচিত পাঠ" পুস্তকে মাও বলেন-
" একজন কমিউনিষ্ট যিনি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী, একই সময়ে তিনি কি আবার দেশপ্রেমিকও হতে পারেন? আমরা মনে করি, তিনি যে তা কেবল হতে পারেন, তা নয়, তাঁকে তা হতে হবে।" অর্থাৎ কমিউনিষ্ট মাষ্ট বি প্যাট্রিয়ট।

অথচ, দিনেরই অংশ বিশেষ হলেও দিবা ও রাত্রির সহাবস্থানের যেমন সুযোগ নাই বা একের সমাপ্তিতে অপরের সুচনা হয়,তেমন বিশ্বের অংশ হলেও রাষ্ট্রের বেষ্টনীভূক্ত দেশখন্ড বিশেষের প্রতি প্রেম বা দেশপ্রেম আর দেশ-জাতির গন্ডীমুক্ত বা রাষ্ট্র বিনাশে সক্রিয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ কখনো সমার্থক হতে পারে না।

তাছাড়া, বংগানুবাদে যদি patrilineal হয় পিতৃগোত্রজাত, patrimony হয় পৈত্রিক সম্পত্তি, তবে ইংরোজী শব্দ "patriot" মুলান্তগত সম্পর্কে পৈত্রিক বা পৈত্রিক সম্পত্তি প্রেম হওয়াটা অবান্তর নয়। অত:পর, দেশপ্রেম শব্দের ভাষাগত মুল অন্বেষণ না করলেও বা তদ্রুপ বাচ-বিচার বিবেচনা না করলেও কমিউনিষ্ট মার্কসের বক্তব্য অনুযায়ী সম্পত্তি প্রেম অর্থে দেশপ্রেমিক মাও সেতুঙ কমিউনিষ্ট হলে দেশ-রাষ্ট্র হীন বা দেশপ্রেমহীন খোদ মার্কস কমিউনিষ্ট নয়।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা" নিবন্ধে " পার্টির শৃংখলা" বিষয়ে দেশপ্রেমিক মাও লিখেছেন-
" আমাদেরকে অবশ্যই পুনরায় দৃঢ়তার সংগে পার্টির শৃংখলার উল্লেখ করতে হবে; সেগুলো হলো: (১) ব্যক্তি সংগঠনের অনুগত; (২) সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অনুগত; (৩) নিম্নতর স্তর উচ্চতরের অনুগত; (৪) সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুগত।"

যদিচ, গডপুত্র বা প্রপৌপুত্র বা গডের অংশীদার বা গড কর্তৃক নিয়োগ কৃত সম্রাট-হাম্মুরাবি, কিং রোমেলাস বা কিং জিউসরা এমনকি ১৯০৬ সালের সংবিধানের ৪র্থ অনুচ্ছেদ মতো রুশ সম্রাট জারও ছিলেন কেন্দ্রাতীগ কর্তৃত্ব বা "সুপ্রিম অটোক্র্যাট " বলে ঈশ্বর অনুগত সকলেই ছিল নিজ নিজ কিং বা সম্রাটের অনুগত। কাজেই, লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট মানে- গড লেনিন বা লেনিনের উপযুক্ত ও যোগ্য শিষ্য ষ্ট্যালিন, মাওসেতুঙ, হোচিমিন প্রমুখদের অনুগত এবং বাধ্যগত অন্যথায় জীবন নাশ।

অথচ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের প্রয়োজনে বুর্জোয়ারাই পরলৌকিকতার ঈশ্বরকে পরিত্যাগ ও ঈশ্বর আনুগত্যের রাজনীতি পরিহার করে ইহলৌকিকতার রাজনৈতিক দর্শন যেমন গ্রহণ করে তেমন রাজনীতি-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্তত বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু করেছিল। অর্থাৎ নিজেদের প্রণীত আইন-বিধি দ্বারা নিজেদেরকে পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণে বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীকে সুবিধাজনকভাবে শোষণে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত নিজেদেরই প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা বৈ ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা ঐশ্বরিক ক্ষমতায় নিয়োগকৃত বা তদ্রুপ কর্তৃত্বে নিয়োজিত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষের সরকার

নয়। কিন্তু লেনিনরা চালু করে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা অর্থাৎ লেনিনের সামরিক শৃংখলা তথা উপরস্থ কর্তার হুকুম তামিলকরণে অধস্তনের বাধ্যবাধকতা।

অত:পর, মাওয়ের উল্লেখিত লেনিনীয় সূত্রমতো কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের অনুপস্থিতিতে খোদ কেন্দ্রীয় কমিটিই কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান/সেক্রেটারির অনুগত বা অধীন বলেই লেনিনবাদী পার্টির সকলেই কমবেশ জানেন যে, গ্রেট টিচার লেনিন, গ্রেট টিচার-জিনিয়াস এন্ড গ্রেট লিডার মাও, গ্রেট লিডার ষ্ট্যালিন, গ্রেট আংকেল হোচিমিন বা এভার ভিক্টোরিয়াস এন্ড ন্যাশনস সেইভরস কিমদের মতো "কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব" আমৃত্যু স্বীয় পদ-পদবীতে অধিষ্ঠান করার কারণেই লেনিনবাদের সামরিক শৃংখলার-পার্টি চেয়ারম্যান বা সেক্রেটারির আনুগত্যের হেতুবাদেই কেবলমাত্র দলীয় ও রাষ্ট্রিক পদ-পদবী নির্ণিত-বন্টিতই হয় এমনটাই নয়, এমনকি জীবন-মরণও নির্ভর করে সর্বাধিক ক্ষমতাধারী চেয়ারম্যান/সেক্রেটারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। আনুগত্যের হেরফেরের কারণেই চেয়ারম্যান মাও যেমন তাঁর ৪৫ বছরের সহযোগী লিউ সাউচিকে নির্জন বন্দীজীবনে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং একদা চীনের রাষ্ট্রপতি, হাউ টু বি এ গুড কম্যুনিষ্ট গ্রন্থের লেখক, মাওসেতুংয়ের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যাখ্যাতা এবং চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্বিক ও দীর্ঘকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট - লিউ সাউচি ১২ নভেম্বর,১৯৬৯ সালে মৃত্যুবরণ করলেও সে সংবাদ চীন ও দুনিয়াবাসী জানতে পেরেছে তাঁর মৃত্যুর ৮ বছর পর। মাওয়ের অন্যতম প্রধান সেনাপতি পেন ডিহুই যাকে নিয়ে মাও নিজে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতা লিখেছেন 'লং মার্চের' কালে, তাকেও রেডগার্ড দিয়ে পিটিয়ে মারতে বিচলিত হননি কবি মাও।

১৬মে ১৯৬৬ সালে শুরু করা সাংস্কৃতিক বিপবের নামে মাও বিরোধীদেরকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যা করার জন্য লেনিনবাদী মাও গঠন করেছিল ১কোটি ১০ লক্ষ লোকের রেড গার্ড। রেড গার্ডের প্রকাশ্য গণপিটুনির হাত হতে রেহাই পেতে মাওয়ের দলের অসংখ্য নেতা-কর্মী স্বয়ং খুন হয়েছে। কতসংখ্যক নেতা-কর্মী নিহত-আহত হয়েছে রেড গার্ড নামীয় মাওয়ের গুন্ডাবাহিনীর হাতেও তারও সঠিক পরিসংখ্যান নাই। খুনি-রেড গার্ডদের সকল কার্যক্রমকে মাওদের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আইন ও পুলিশী কার্যক্রমের এখতিয়ার মুক্ত রাখার জন্য চীনের পার্টির "চরম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব" মাও , নিজেই ২২ আগষ্ট, ১৯৬৬ সালে এক পাবলিক নোটিশ ইস্যু করেছিলেন কোন পাবলিক অফিস হোল্ড না করেই ।

অনুরূপ নোটিশ ইস্যু ও নৈরাজ্যিক কার্যক্রম দ্বারা নিজেরই সৃষ্ট "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্রকে স্বয়ং মাও সেতুং অকার্যকর করেছিলেন বলে ১৯৭৫ সালে এক নতুন সংবিধান অসাংবিধানিকভাবে প্রণয়ন ও কার্যকর করেছিল খোদ মাও। যুদ্ধ, দুভিক্ষ ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ১০ বছরে চীনে কত সংখ্যক মানুষ হতাহত হয়েছিল তার সঠিক হিসাব কখনো পাওয়া যাবে না ।

অন্যদিকে, লেনিনের চেয়ারম্যানশীপের সরকারের অর্থাৎ ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবরে গঠিত রুশিয়ার মন্ত্রী সভার মোট ১৭ জন সদস্যের মধ্যে লেনিন সহ ৩ জন স্বাভাবিক

মৃত্যুবরণ করেছিল। কিন্তু ট্রটস্কিকে খুন করা সহ লেনিনের অপর ১১ জন মন্ত্রীকে হত্যা করেছিল ষ্ট্যালিন কেবলই সামরিক শৃংখলার " চরম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব" বলেই এবং শেষত নিজেও বিষক্রিয়ায় ১৯৫৩ সালে নিহত হন। ষ্ট্যালিন হত্যার দায়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত "চেকা" চীপ মি: বেরিয়া ষ্ট্যালিনের হুকুম-নির্দেশে কত সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মীকে হত্যা, খুন-গুম ও অপহরণ এবং শ্রমশিবিরে প্রেরণ করেছিল তার হিসাবও পাওয়া যাবে না।

তবে বলশেভিক পার্টির দলীয় সংগীতে বিবৃত "লেনিনের পার্টি" র ১৯৩৪ সালের কংগ্রেসে লেনিনের শিষ্য ষ্ট্যালিন সর্বাধিক কম ভোট পাওয়ার হেতুবাদে ঐ কংগ্রেসে সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত কিরোভকে ঐ বছরের মধ্যেই রাস্তায় মরতে হল এবং ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত ১৯৯৬ জন ডেলিগেটের মধ্যে ১১০৮ জনকে আটক এবং তন্মধ্যে অনূন্য ৮০০ জনকে হত্যা এবং ঐ কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৯৮ জনকে বন্দী এবং " চরম কেন্দ্রীয় কর্তত্বের" কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অমান্যকারী গণ্যে পরবর্তীতে অধিকাংশকে হত্যা করা সহ ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লেনিনের দলের কমপক্ষে ৭ লাখ নেতা-কর্মী সহ অন্তত ১৫ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিলেন শ্রীযুক্ত ষ্ট্যালিন। সামরিক শৃংখলার চরম কর্তৃত্বের লেনিনবাদী পার্টির উপযুক্ত কাজ বৈ কি।

এ সকল হত্যাকান্ডে বিষের যতোটা মাত্রায় প্রয়োগ ঘটেছিল তার তুলনায় ইউরোপীয় রাজকীয় ইতিহাসে স্বজন-বিপক্ষজনকে হত্যায় বিষের সর্বাধিক ব্যবহারকারী 'বিশ্বজয়ী' হাফ গড " দি গ্রেট আলেজান্ডারের" রাজকীয় পরিবারের বিষক্রিয়ায় হত্যাকান্ডের ইতিহাস ধর্তব্যের যোগ্য নয়।

ষ্ট্যালিন কেবল বিরোধী বা আনুগত্যহীন দলীয় নেতা-কর্মীদেরকেই নয়, হত্যা-খুন , গুম ও বন্দী বা শ্রমশিবিরে পাঠিয়েছেন বটে প্রতিপক্ষের স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হত্যাকান্ড সহ হিসাবে করা হলে কোন প্রকার প্রতিযোগিতা ছাড়াই পৃথিবীর ১ নাম্বার হত্যাকারীর স্থান ষ্ট্যালিনের জন্যই এখনো সংরক্ষিত আছে। আর লেনিনবাদী পার্টির প্রস্তাবক-প্রতিষ্ঠাতা খোদ লেনিন, তিনিই বা খুনাখুনি হতে বাদ যাবেন কেন?

লেনিনের জীবৎদশায় সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় সুপ্রিমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯১৮ সালে লেনিন কর্তৃক প্রণীত ও জারীকৃত সংবিধান বহাল থাকা সত্ত্বেও লেনিনের ৫ ডিসেম্বর,১৯১৭ সালের ডিক্রিবলে গঠিত বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালে দন্ড বিধান করা হত বলে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরতা ছিল না ' সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের' ' সমাজতান্ত্রিক সংবিধানের'। অর্থাৎ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হত, লেনিনবাদী পার্টির " চরম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের" চরম নিয়ন্ত্রণে। ২০ ডিসেম্বর,১৯১৭ সালে ডিক্রি বলে গঠিত " চেকা" যার প্রতীক ছিল "তলোয়ার" তার মাধ্যমে যাকে যখন খুশি আটক-গ্রেফতার এবং হত্যা করা হত। এমন কি, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ১১ আগষ্ট, ১৯১৮ সালে স্বয়ং লেনিন- স্বহস্তে লিখিত আদেশপত্র দ্বারা ১০০ জনকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। লেনিনই শ্বেত সন্ত্রাস প্রতিরোধে সেপ্টেম্বর-১৯১৮ সালে " রেড টেরর" ডিক্রি জারী করেছিলেন।

ঈশ্বর কর্তৃক পুরস্কৃত হাম্মুরাবির কোড বা ওল্ড টেষ্টামেন্ট বা রোমান আইনেও বিনা বিচারে হত্যাতো নয়ই এমনকি দন্ড দানের বিহীত ছিল না। এমনকি রাশিয়ার জারের ১৯০৬ সালের সংবিধানের ২৭,৩০, ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ দ্বারা নাগরিকগণের আইনানুগ অধিকার সুনিশ্চিতকরণ, বিনা বিচারে যন্ত্রণাদান নিষিদ্ধকরণ, আইনানুগ বিহীত ছাড়া কাউকে আটক এবং অপরাধ সংগঠনকালে যে আইন ছিল না তেমন আইনে বিচার নিষিদ্ধকরণ ছিল। আংকেল হোচিমিন ও ইটার্নাল কিমের হত্যা-খুনের ইতিহাসও অনুরূপ। উইকিপিডিয়ায় এ সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য আছে।

সম্রাট ও রাজারা সদা-সর্বদা ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকতো বলেই রাজকর্মচারীগণ দিবা কর্মসূচীর শুরুতেই " গড সেভ দ্যা কিং" ইত্যাদি প্রার্থনা সংগীত গাইতে হতো রাজার হুকুমেই। বুর্জোয়ারাও ভয়মুক্ত নয়; তাই তারাও জাতীয় সংগীতের নামে নাগরিক বা প্রজাগণকে বাধ্য করতো অনুরূপ প্রার্থনা বা বন্দনা গাইতে । কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা বিনাশী অর্থেই ভয়মুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর অনুরূপ বন্দনা বা প্রার্থনা সংগীত গাইবার কোনই প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও ১৯২২ সালে রাশিয়া " আন্তর্জাতিককেই" রাশিয়ার জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেছিল । কিন্তু, ষ্ট্যালিন ১৯৪৪ সাল যে জাতীয় সংগীতটি আফিসিয়ালি কার্যকরী করেছিল তাতে বর্ণিত আছে-

> "Through days dark and stormy where Great Lenin led us
> Our eyes saw the bright sun of freedom above
> and Stalin our Leader with faith in the People,
> Inspired us to build up the land that we love."

অত:পর, রাজনীতির কুৎসিৎ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রাজনীতির প্রারম্ভকালে -গড হরোর বা সম্রাট হাম্মুরাবী, গডেস এথেনা বা সেমিগড রোমেলাসরা তাদের অসৎ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে সৃষ্টি করেছিল গড বা ঈশ্বর, তবে তাঁরা নিজেরা চীপ গড নয় বরং গডের অংশীদার-উত্তরাধিকার হিসাবে ডিভাইন রাইট হোল্ডার। কিন্তু লেনিন-ই একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তি যিনি বিনা বিচারে নিজ হুকুমে নিজ অধীনস্ত মানুষের জীবন নিতেন এবং সকলকে নিজের কর্তৃত্ব মান্যে চরম কর্তৃত্ব সম্পন্ন কেন্দ্রীকতার উক্তরূপ ফতোয়া চালু করেছিল বলেই লেনিনই একমাত্র প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তি যে বস্তুবাদের নামে নিজেই নিজেকে বস্তুবাদী গড হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অনুরূপ ক্রিয়াদি সমেত তাঁর অনুসারী-শিষ্য ষ্ট্যালিন-মাও, হোচিমিন-কিমরা জঘন্য সামরিক ধারণায় নিজেদেরকে গড বা সেমি গড গণ্যেই স্ব-স্ব পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠায় পৌরানিক প্রথার দাসোচিত মানসিকতার মূর্তি পুঁজা-অর্চনা সহ মিশরীয় ফারাও ডাইনেষ্টির কিংদের অনুগমনে ও অনুসরণে 'মাসোলিয়াম ও মমি'র কুসংস্কার এবং দেব-দেবতারূপী রাজ-রাজাদের মতো জন্ম-মৃত্যুদিনের কুরুচিপূর্ণ নানান আচার-অনুষ্ঠানের ঘৃণিত যাবতীয় কুসংস্কার চালু ও বহাল করেছে। দাস নয় বা দাসোচিত মানসিকতার ব্যক্তি নয় এবং মানবিক বোধ বা মানবিক মর্যাদা সম্পন্ন কোন মানুষ বা স্বাধীনতা প্রত্যাশী কোন ব্যক্তি উল্লেখিত রূপ কুসংস্কারের গোলামি করতে পারে না। সুতরাং- শ্রেণী হীন-রাষ্ট্রহীন

ও স্বাধীন এবং মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীগণ অনুরূপ কুসংস্কার ইত্যাদিকে ইতিহাসের আঁতুড়ঘরে পাঠাতে সচেষ্ট হবেন বৈকি। তবে, ঈশ্বর মানব জাতিকে মুক্তি দিয়েছে যে, লেনিনদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি এখন আর টিকে নাই।

অত:পর, হত্যা খুন ইত্যকার বিষয়ে মার্কস-এ্যাংগেলসের মতামতের প্রতি কিঞ্চিত নজর দেওয়া যেতে পারে-
২৩ জুলাই, ১৮৭০ সালে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ অধিবেশন কর্তৃক অনুমোদিত ও মার্কস কর্তৃক লিখিত " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" নিবন্ধে বর্ণিত আছে- " এতে প্রমাণ হচ্ছে যে অর্থনৈতিক দুদর্শা এবং রাজনৈতিক জ্বর বিকার সহ এই পুরাতন সমাজের জায়গায় নতুন এক সমাজ জেগে উঠছে, শান্তিই হবে তার আন্তর্জাতিক বিধান কারণ, সর্বত্রই তার জাতীয় অধিপতি একই-শ্রম । সেই নতুন সমাজের অগ্রদুত হল শ্রমজীবী মানুষের আন্তজাতিক সমিতি।" অর্থাৎ রাষ্ট্র বিশেষের গন্ডীতে আবদ্ধ রাজনৈতিক দল বা লেনিনবাদী পার্টি নয়, শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনই সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত ও উপযোগী সংগঠন। আর ব্যক্তিমালিকানার শর্ত-বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্থাৎ হানা-হানি,মারামারি বা হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যকার বিষয়াদি সমাজতান্ত্রিক নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । কারণ- শ্রেণী নাই, তাই শ্রেণী স্বার্থে রাষ্ট্র নাই এবং রাষ্ট্র নাই বলে রাষ্ট্রের পীড়নকারী হাতিয়ার সেনাবাহিনী-পুলিশ (চেকা-রেড গার্ড) নাই এবং সকলেই শ্রমিক-সকলেই মালিক এবং সমগ্র বিশ্বটাই সকলের কমন প্রপার্টি। কাজেই, শান্তি-শান্তি এবং শান্তিই হচ্ছে সমাজতন্ত্রের অমোঘ বিধান।

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ পুস্তকে মার্কস লিখেছেন- " ' উত্তম শ্রেণীদের' বিপ্লবে এবং আরো বেশী করে প্রতিবিপ্লবে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রাচুর্য থাকে, ১৮ই মার্চ থেকে ভার্সাই সেনাদলের প্যারিস প্রবেশ পর্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লব তার থেকে এমনই বিমুক্ত ছিল যে বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে জেনারেল লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমার মৃত্যুদন্ড এবং পাস ভাঁদোমের ব্যাপারটা ছাড়া হৈচৈ করার মতন আর কিছুই জুটলা না।"

এবং মার্কস আরো লিখেছেন- "কুখ্যাত জেনারেল ক্লেমাঁ পর পর চারবার হুকুম দিয়েছিল ৮১ রেজিমেন্টের সৈনিক সহ সমবেত নিরস্ত্র জনগণের প্রতি গুলি বর্ষণের জন্য। কিন্তু সৈন্যরা তা করেনি। বরং শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের শিক্ষাধীনে যে অভ্যাস সৈন্যবাহিনীর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে, পক্ষ পরিবর্তনের মুহুর্ত থেকেই তা অবশ্য বদলানো যাবে না। এই সৈন্যরাই হত্যা করে ক্লেমাঁ তমাকে।" অর্থাৎ হত্যা-খুন ইত্যকার বিষয়াদি শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের অভ্যাস বটে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নয় বলেই সমাজতন্ত্রে হত্যা-খুন ইত্যাদি পরিত্যাজ্য বৈ অপ্রাসংগিক ও অপ্রয়েজনীয় বিষয়, এবং শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্র বিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী।

" গোথা কর্মসুচির সমালোচনা" নিবন্ধেও জার্মান লাসালদের ' কয়েদী শ্রম নিয়ন্ত্রণ" প্রসংগে মার্কস লিখেছেন- " শ্রমিকদের সাধারণ কর্মসুচির মধ্যে এ একটা তুচ্ছ দাবি। সে যা হোক, স্পষ্ট করে বলা উচিৎ ছিল যে, প্রতিযোগিতার আশঙকায় সাধারণ ফৌজদারী

অপরাধীদের প্রতি জানোয়ারের মতো ব্যবহার চলতে দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য নেই শ্রমিকদের----" ।

অর্থাৎ বুর্জোয়াদের 'মানবাধিকার' বোধ সম্পন্ন ক্রিমিনাল কোড ও ক্রিমিনাল ল 'য়ের প্রয়োগ-ব্যবহারতো নয়ই বরং অনুরূপ জানোয়ারী ব্যবহারের অবসানই ঘটবে সমাজতন্ত্রে, এমনটাই সমাজ বিকাশের নিয়তি। অথচ, প্রথাগত বুর্জোয়াদেরও অধম লেনিনরা বুর্জোয়াদের জানোয়ার সুলব আচরণ নয়, একদম নিজ নিজ ইচ্ছা-অনিচ্ছা মতো তলোয়ারধারী 'চেকা' বা পিস্তলধারী ' রেড গার্ডের' মাধ্যমে বন্য কায়দায় হত্যা-খুন ও অপরহরণ করেছে নিজেদেরই এককালীন সহযোগী লেনিনবাদীদেরই।

লেনিন-ষ্ট্যালিন ও মাওদের এমন ভয়ংকর হিংস্রতার কিঞ্চিত নজির ইতিহাসে পাওয়া গেলেও প্যারী কমিউন দমনকারী বর্বরদের সম্পর্কে মার্কস " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে লিখেছেন- " ভল্টেয়ার তাঁর দুরদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন, বানর যদি ব্যাঘ্রোচিত প্রবৃত্তি কিছুক্ষণের জন্য অবাধে চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় তবে সে বানরের চাইতে ভয়াবহ আর কিছু হতে পারে না।" অতপর, কমিউনিষ্ট না হয়েও বা কমিউনিজমের জন্য সংগঠন-আন্দোলন ইতাদি সংগঠিত না করেও অথচ, কমিউনিজমের জন্য লড়াইকারী শ্রেষ্ঠ সেনাপতির ভুয়া দাবীতে মাননীয় লেনিন বা লেনিনবাদী মোড়লরা যা যা করেছে তাতে মার্কস জীবিত থাকলে বানরের ব্যঘ্র চরিত্র বিষয়ে ভল্টেয়ারের উদ্ধৃতি নয় সাক্ষাৎ উদাহরণ দিতেন বটে মার্কসবাদী লেনিনদেরই।

৮ অক্টোবর,১৮৮৫ সালে "কমিউনিষ্ট লীগের ইতিহাস প্রসংগে" নিবন্ধে ফে. এ্যাংগেলস লিখেছেন- " ' লীগের উদ্দেশ্য হল বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েতের শাসন, শ্রেণীবিরোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ আর শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা।' সংগঠনটি ছিল পুরোপুরি গণতান্ত্রিক, তার কমিটিগুলো ছিল নির্বাচনমূলক ও যেকোন সময় অপসারণীয়। শুধু এর ফলেই ষড়যন্ত্রের আকাঙক্ষায় বাধা পড়ল কারণ তার জন্য চাই একনায়কত্ব।"

অর্থাৎ ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের একনায়কত্ব নয়, গণতন্ত্র এবং একমাত্র গণতন্ত্রই ছিল কমিউনিষ্ট লীগের সাংগঠনিক নীতিমালা; মৌরশী স্বত্বাধিকারী নয় বরং নির্বাচিত পদাধিকারীগণ যেকোন সময়ে ছিল অপসারণীয় বলেই সংগঠনটি ছিল না কেবলই মার্কস-এ্যাংগেলসের যেমনটি ছিল লেনিন-ষ্ট্যালিনদের সামরিক একনায়কত্বের পার্টি ।

অথবা, লীগের উদ্দেশ্য - সমাজতন্ত্র বৈ লেনিনদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয় । অথবা, সমাজতন্ত্র নয়, মোটেই রাষ্ট্র হোক তা "সমাজতান্ত্রিক" বা "রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী" । এই নিবন্ধেই এ্যাংগেলস আরো লিখেছেন-" আর শ্রেণীগত অবস্থার অভিন্নতা উপলব্ধির ভিত্তিতে সংহতির যে সহজ অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, তা সব দেশের ও সব ভাষার শ্রমিকদের মধ্যেই একটি একক মহান প্রলেতারীয় পার্টি গড়ে তোলা ও সংহত রাখার পক্ষে যথেষ্ট।" অর্থাৎ রাষ্ট্রীক কাঠামোর মধ্যে কর্মরত অমুক-তমুক

দেশের পার্টি নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ার সকল ভাষা-ভাষীর শ্রমিকশ্রেণীর জন্য কেবলমাত্র একটি সংগঠনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উপযোগী ও উপযুক্ত বলেই অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন এ্যাংগেলস।

সুতরাং, লেনিন-ষ্ট্যালিনদের লেনিনবাদী পার্টি যে, মার্কস-এ্যাংগেলসদের উদ্ঘাটিত ও সূত্রায়িত তত্ত্বের উপযোগী নয় বরং সকল দেশের-সকল ভাষার শ্রমিকদের একটি একক সংগঠনের বিপরীতে কেবলই একটি মাত্র তথা রুশ দেশের রুশী মার্কসবাদীদের পার্টি বলেই মার্কস-এ্যাংগেলসদের নাম ব্যবহার করাসহ অবান্তর-ক্ষতিকর লেনিনবাদের জন্ম দেওয়াটা যে, কেবল মার্কস-এ্যাংগেলসের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা-প্রতারণা ও জালিয়াতিই নয়, উপরন্ত বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য-সংহতি নষ্ট-ধ্বংসকারী এবং শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগতধারণা বিনাশকারী বলেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিলাভে- লেনিনবাদ মারাত্মক বিপদ, ভয়ানক আপদ , ভয়ংকর ক্ষতিকর এবং বিরাট প্রতিবন্ধক ।

শেষত - পুঁজি নিজেইতো জাতীয় চৌহদ্দির মধ্যে পরিপূর্ণ বিকশিত হতে পারে নাই বলেই পুঁজিওয়ালারা যুদ্ধসহ তাবৎ দুস্কর্মের মাধ্যমে দখল-বেদখল করেছিল দুনিয়ার অপরাপর জাতি-রাষ্ট্রগুলো এবং পুঁজিবাদই তার নিজের মতো করেই দুনিয়াটাকে পরিবর্তন করে গড়ে পিঠে নিয়েছিল । অত:পর, বুর্জোয়াদের মুখে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যকার রাজনৈতিক বক্তব্য কেবল বেমানানই নয়, প্রকৃতপক্ষে তা পুঁজিবাদী অসৎ উদ্দেশ্যপ্রসুত।

তৎসত্ত্বেও -পুঁজিবাদের ধর্ষণেই জন্ম নেওয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং পুঁজিবাদী নিয়মে প্রতিনিয়ত ধর্ষিত পুঁজিপতিগোত্রের প্রতি দরদ দেখিয়ে লেনিন যেমন পীড়িত পুঁজির পক্ষ সমর্থন করার জন্যই লেনিনবাদের জন্ম দিয়েছেন তাওতো প্রমাণিত । উল্লেখ্য- লুই বোনাপার্ট সম্পর্কে মার্কস যেমন বলেছিলেন-“ নববধু অবশেষে পতিগৃহে এল, কিন্ত তখন সে বারবধুতে পরিণত হয়েছে।” অত:পর, লেনিনবাদের সারাংশে- ধর্ষিতা পুঁজিপতির স্বাধীনতা বা আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যাদি কেবলই “ বারবধুর” সতীপনার বদমাইশীরই নামান্তর।

তাছাড়া,লেনিনদের ভাবখানাই এমন যে, যেমন বিদেশী পুঁজিপতি অপেক্ষা দেশীয় পুঁজিপতি কেবলমাত্র দেশাত্ববোধের হেতুবাদে দেশপ্রেমিক শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ-পীড়ন করে না । বরং উপনিবেশে উভয় শ্রেণী-ই শোষিত-বঞ্চিত বটে বিদেশী পীড়ক জাতি বা পরদেশী পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক। যদি, তাই হয় তবেতো দেশপ্রেমিক পুঁজিপতিশ্রেণী শোষক-পীড়ক নয়, তাহলেতো দেশপ্রেমিক পুঁজিপতি শ্রেণীকে উৎচ্ছেদ করার কোন কারণ থাকতে পারে না। আবার ইংলন্ড ইত্যাদির মতো উপনিবেশিক দেশের পুঁজিপতিরাওতো সদা-সর্বদা দাবী করে থাকে তাওরাও দেশপ্রেমিক এবং দেশপ্রেমিক বলেই দেশপ্রেমের দায়বোধে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করে দারিদ্র দুরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। দেশপ্রেমিক হলেই যদি পুঁজিপতিকে সহযোগিতা ও সমর্থন করতে হয় কমিউনিষ্টদের তবেতো প্রত্যেক দেশের পুঁজিপতিকেই সর্বাত্মক সহযোগতা করতে হয়।

যদি দেশপ্রেমের বিষয়টা এতোটাই গুরুত্বপুর্ণ হয়ে থাকে লেনিনবাদী কমিউনিষ্টদের মানদন্ডে তাহলে দেশপ্রেমিক পুঁজিপতিশ্রেণীকে উৎখাত করতে হবে কোন কুযুক্তিতে?

অথচ,পুঁজি গঠনের শর্তই হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মুল্য সৃষ্টি তথা মুজরি দাসত্বের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও আত্মসাৎকরণ বা শ্রমশোষণ এবং শ্রমশোষণের হার নিয়ন্ত্রণের জন্যই বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে তা পুঁজি গ্রন্থে মার্কস প্রমাণ করেছিলেন। তদপুরি, পীড়িত বুর্জোয়া হোক আর দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া হোক তাঁরা কেউতো উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করে না যে তাঁরাও উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকের মতো শোষিত বলেই অনুরূপ শোষণ হতে মুক্তি পেতে কেবলমাত্র শোষণজনিত কারণেই দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া বা পীড়িত বুর্জোয়ার সাথে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠতে পারে।

তাছাড়া, শ্রমিকের দেশ-বিদেশ পরিচয় নয়, বরং শ্রমিকটি উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে সক্ষম কিনা এটাই পুঁজিপতির বিবেচ্য বিষয় এবং পুঁজির স্বার্থে আবশ্যকীয় কেবল দেশী বা বিদেশী শ্রমিককে শোষণ-পীড়ন করেই ক্ষান্ত বা স্বস্থিতে থাকার সুযোগহীনতায় কেবল বিদেশীই নয় বরং দেশীয় পুঁজিপতিকেও উৎখাত-উচ্ছেদে কুণ্ঠিত-লজ্জিত হওয়ার সুযোগ নাই বেচারা পুঁজিপতির। তবু, পুঁজি নিজেই যেখানে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় চৌহদ্দিতে পরিপুর্ণ বিকশিত হতে পারে না বলেই উপনিবেশিক নীতি গ্রহণ করেছিল বিধায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই সাম্রাজ্যবাদী রূপ লাভ করে যেমন ব্যভিচারী হয়েছিল তেমন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হানি করে কার্যত রাষ্ট্রেরই অনাবশ্যকতা ও অপ্রয়োজনীতা নিশ্চিত করেছিল বলেই পুঁজির অনিবার্য পরিণতি রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ যা কেবলমাত্র আন্ত র্জাতিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব বলেই মার্কস-এ্যাংগেলসরা কেবল ঐরূপ সুত্রায়ন করেই ক্ষান্ত থাকেননি উপরন্ত, তদমর্মে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তবু, মার্কসবাদের নামে কেবলই জাতীয় চৌহদ্দির মধ্যে বা রাষ্টীয় কাঠামোর মধ্যে বা কেবলমাত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে ষ্ট্যালিনরা যে, মহান লেনিনবাদ আবিস্কার করলেন সে বিষয়ে তাঁরাই যে নতুন ভন্ড তাতো নয়। জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নামে না হলেও "মুক্ত রাষ্ট্র" ইত্যাদির নামে লেনিন-ষ্ট্যালিনদের পুর্বসুরী বটে জার্মান লাসালীয়রা। উলেখ্য, ১৮৭৫ সালে মার্কস " গোথা কর্মসুচির সমালোচনা" নিবন্ধে উদ্ধৃত সমেত লিখেছেন- " 'সমস্ত সভ্য দেশের শ্রমিকদের পক্ষেই যা এক, সেরূপ প্রচেষ্টার আবিশ্যিক ফল হবে বিভিন্ন দেশের জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, এ সম্পর্কে সচেতন থেকে শ্রমিকশ্রেণী সর্বাগ্রে আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠোমোর মধ্যে নিজের মুক্তি সাধনের চেষ্টা করে।

'কমিউনিষ্ট ইশতেহার' এবং তারও আগের সমস্ত সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাসাল শ্রমিকদের আন্দোলনকে সংকীর্ণতম জাতীয় দৃষ্টিভংগি দিয়ে বুঝেছিলেন। এখানে তাঁকেই অনুসরণ করা হচ্ছে- এবং তাও আন্তর্জাতিকের কর্মকান্ডের পর!

আদৌ লড়াই করতে হলে শ্রমিকশ্রেণীকে যে স্বদেশে শ্রেণী হিসাবে নিজেকে সংগঠিত করতে হবে, আর তার নিজের দেশই যে তার সংগ্রামের আশু ক্ষেত্র, একথা তো স্বপ্রকাশ। এই অর্থে তার শ্রেণী সংগ্রাম জাতীয়, অবশ্যই সারবস্তুর দিক দিয়ে নয়, ' কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের' ভাষায় ' রূপের দিক দিয়ে'। কিন্তু আজকের দিনের জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো', ধরা যাক জার্মান সাম্রাজ্য, নিজেই আবার অর্থনীতির দিক থেকে বিশ্ববাজারের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, রাজনীতির দিক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ব্যবস্থার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। " এবং
এই গোথা কর্মসূচির প্রেক্ষিতে জার্মান শ্রমিক পার্টির সংগে সম্পর্ক বিষয়ে-লন্ডন, মার্চ ১৮-২৮, ১৯৭৫ সালে "আ.বেবেলের কাছে লেখা চিঠি"তে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- " যে পার্টি এমন কর্মসূচি মেনে নেয় তার প্রতি কোনও রকম দায়িত্ব এর ফলে অস্বীকার করতে আমরা সহজেই বাধ্য হতে পারি।" অত:পর, তাঁরা তাই করেছিলেন।

সুতরাং, লাসালীয়দের জাতীয় রাষ্ট্র বা সমাজতন্ত্রের "মুক্ত রাষ্ট্র" ইত্যাদি যে সমাজতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক তাতো মার্কসরা নিশ্চিত করেছিলেন।কাজেই, রাষ্ট্রহীন সমাজতন্ত্রী মার্কস-এ্যাংগেলস আর রাষ্ট্রপন্থী লাসালীয়রা তথা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এক দেশেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফেরিওয়ালা লেনিন-ষ্ট্যালিন কোম্পানী যে পরস্পর বিপরীত পক্ষ তাওতো নিশ্চিত। সুতরাং, যিনিই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী তথা কমিউনিষ্ট তিনিই কি সহজেই লাসালপন্থী ষ্ট্যালিনদের লেনিনবাদের ভুত সহজেই তাড়াতে পারা উচিৎ নয় ?

(খ) এ্যাংগেলসরা " কুসংস্কার" হিসাবে চিহ্নিত করলেও প্রাচীনকালের মুর্তি পুঁজার আদলে বা পুঁজারীদের মুল্যবোধে ও কুসংস্কারেই- ১৫৯৮ সালে স্থিরকৃত "ভোলগোগ্রার্ডের" নাম পরিবর্তন করে ১৯২৫ সালে "ষ্ট্যালিনগ্রাড" করা হয়েছে। ষ্ট্যালিনের অসংখ্য মনুম্যান্ট-মুর্তি স্থাপন সহ সোভিয়েট ইউনিয়নের অসংখ্য নতুন-পুরাতন স্থান-প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা এবং সড়ক ইত্যাদির নতুন নামকরণ করা হয়েছিল ষ্ট্যালিনের নামে । আর্মির আর্টিলারীর নামকরণ করা সহ সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন জাতীয় সংগীতে ষ্ট্যালিনের নাম যুক্ত করা হয়েছিল। মার্কসের মুর্তিও স্থাপন করা হয়েছে বহু স্থানে।

১৯২২ সালে সৃষ্ট পার্টি সম্পাদকের পদে এপ্রিল-৩, ১৯২২ সাল হতে মার্চ-৫,১৯৫৩ সাল অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত অধিষ্ঠিত এবং ৬মে,১৯৪১ সাল হতে মৃত্যুদিন পর্যন্ত "চেয়ারম্যান অব দি পিপলস কমিশনারস কাউন্সিল অব সোভিয়েত ইউনিয়ন" ছিলেন ষ্ট্যালিন। অত:পর , আমৃত্যুক্ষমতাভোগ-দখলকারী ফারাও ডাইনেষ্টির যোগ্য উত্তরসুরী বলেই মৃত্যুর পর প্রদর্শনীর জন্য লেনিন মাউসোলিয়ামে ষ্ট্যালিনের মমীকৃত মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়েছিল। "গ্রেট লিডার", "ব্রিলিয়ান্ট জিনিয়াস অব হিউম্যানিটি" রূপ নানান বিশেষণে ষ্ট্যালিনের নাম উচ্চারিত হত।

উল্লেখ্য-২৫নভেম্বর,১৯৩৬ সালে সোভিয়েতসের ৮ম কংগ্রেসে, ইউনিয়নের ১৯৩৬ সালের খষড়া সংবিধান প্রসংগে স্বীয় মতামত উপস্থাপনে ষ্ট্যালিনের মঞ্চে আগমন ও

প্রদত্ত বক্তৃতা শেষ করাকালীন সময়ে সমবেত সকল প্রতিনিধি ভীষণ আনন্দ ও উল্লসিত হয়ে এবং বাহাবা জানিয়ে উপরোল্লেখিত বিশেষণ সহ " লং লিভ দি গ্রেট ষ্ট্যালিন" শ্লোগান বা জয়কীর্তন করেছিল মোট অনূন্য ৩৬ বার, তাও আবার কখনো কখনো দীর্ঘসময় ব্যাপী প্রবল আওয়াজে সভাস্থল সরগরম করা হয়েছিল। তবে, এটি যে, নিতান্তই আনন্দের বহি:প্রকাশ তা কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ ও সমর্থন করে না, বরং বিপরীতে ষ্ট্যালিনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত ও ভয়কাতুরে ডেলিগেটগণ অমন তারস্বরে চিৎকার দিয়ে প্রভু ষ্ট্যালিনের মনোতুষ্টির চেষ্টা করেছিলেন মাত্র মুলত প্রভুর কৃপায় নিজেদেরই অকাল মৃত্যু ঠেকাতে অর্থাৎ নেহাৎই প্রাণ রক্ষার তাগিদে।

একই হেতুবাদে ১৯৩৬ সালের সংবিধান অটুট-অক্ষুন্ন রেখে ১৯৬১ সালে মোসেলিয়াম হতে ষ্ট্যালিনের মরদের সরিয়ে নিয়ে কবরস্ত করা হল এবং তার নামুযুক্ত স্থান-প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ২০তম পার্টি কংগ্রেসে নিকাতা ক্রুসেভ এর বিখ্যাত গোপন বক্তৃতা অর্থাৎ " অন দি পারসোনাল কাল্ট এন্ড ইটস কন্সিকুইন্স" এর নির্দেশনা মতো "ডি-ষ্ট্যালিনিজাইশেন" কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ঐসব পরিবর্তন বা ভাংগ-চুরের ঘটনা সংঘটিত ও সংগঠিত হয়েছিল। সম্প্রতিকালে উজবেকিস্তানের পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখীনস্ত মার্কসের মুর্তিকে অপসারণ করে তদস্থলে " জাতীয় বীর" হিসাবে ইতিহাসের কুখ্যাত খুনি তৈমুর লংয়ের মুর্তি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সাবেকী আমলের মুর্তি পুঁজার সংস্কৃতি চালু করা না হলে বেচারা কার্ল মার্কসের এমনটা অপমান-অসন্মান মানবজাতিকে প্রত্যক্ষ করতে হতো না এবং শ্রমিকশ্রেণীকে এতটা পরিমান লজ্জায় অবনমিত হতে হতো বলে মনে করার কারণ নাই।

বিরল প্রতিভার মেধাবী ব্যক্তির ভূমিকা প্রসংগে " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" গ্রন্থে এ্যাংগেলস লিখেছেন-"হেগেল বলেন, সেসময় বিশ্ব দাঁড়িয়েছিল তার মাথার উপর; প্রথমত এই অর্থে যে,মনুষ্য মস্তিষ্ক, মস্কিষ্কের চিন্তাপ্রসূত ধারণাগুলিই সর্ববিধ মানবিক কর্ম ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি বলে নিজেদের দাবী করে; কিন্তু ক্রমশ এই ব্যাপকতর অর্থেও যে, যে বাস্তবের সংগে এই নীতি মিলত না সে বাস্তবকে বস্তুতপক্ষে উল্টে দেওয়া হয়। তদানিন্তন সব ধরনের সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি প্রাচীন ঐতিহ্যগত ধারণাকে অযৌক্তিক বলে নিক্ষেপ করা হয় আস্তাকুঁড়ে। বিশ্ব এ যাবৎ কেবল কুসংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে; যা কিছু অতিত তা সব কিছুই কেবল অনুকম্পা ও ঘৃণার যোগ্য। এখন এই প্রথম দেখা দিল দিনের আলো, যুক্তির রাজদন্ড; (দ্র:-অনুবাদ বিভ্রাটে "রাজদন্ড" শব্দটি ব্যবহৃত বলে মনে করি। লেখক।) এখন থেকে কুসংস্কার, অবিচার,বিশেষাধিকার, নিপীড়নের জায়গা নিবে শাশ্বত সত্য, শাশ্বত অধিকার, স্বয়ং প্রকৃতির নিয়মজাত সাম্য এবং মানবের অলংঘনীয় অধিকার।" এবং

হেগেল-নিউটন ও লিনিয়সদের "চিরন্তন" বিষয়ক ভ্রান্তি প্রসংগে তিনি লিখেছেন- "দুদিক থেকেই আধুনিক বস্তুবাদ মুলত দ্বন্দ্বমুলক; রানীর মতো যা বিজ্ঞানের অবশিষ্ট প্রজাদের শাসনাধিকার দাবী করে আসছিল তেমন কোন একটা দর্শনের প্রয়োজন তার আর নাই। বিশেষ বিশেষ প্রত্যেকটি বিজ্ঞানই যতই বস্তুর এবং আমাদের বস্তুবিষয়ক

জ্ঞানের বিপুল সামগ্রীকতার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান পরিস্কার করে নিতে বাধ্য ততই সামগ্রিকতার জন্য একটা বিশেষ বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় অবান্তর নতুবা অনাবশ্যক। পূর্বতন সমস্ত দর্শনের মধ্যে যতটুকু টিকে থাকে তা হল চিন্তা ও তার নিয়মের বিজ্ঞান-যুক্তি প্রকরণ ও দ্বন্দ্ব তত্ত্ব। বাকি সবকিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের খাস বিজ্ঞানের মধ্যে লীন হয়ে যায়।”

অত:পর, দ্বান্দ্বিক নিয়মে “ বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।” বর্ণিত কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের উদ্ধৃত বক্তব্যকে পুর্নোল্লেখ করে একই গ্রন্থে এ্যাংগেলস লিখলেন-“ সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত।” এবং সাবেকী আমলের মতো অবতার রুপ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি নয় , বরং- কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের,১মে, ১৮৯০ সালের ভূমিকায় তিনি আবারো লিখলেন- “আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের অতি দৃঢ় মত ছিল যে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ হতে হবে। ”

অতপর, মহান ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সমস্বরে অভিবাদন বা চীনা সম্রাটের আমলের অনুকরণে অদেখা শক্তির নিকট মাওসেতুংয়ের “দীর্ঘজীবন কামনা” করার মতো বিষয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব হিসাবে গণ্য হতে পারে কি ? সাফ জবাব-না। তবু,পৌরানিক আমলের মতো ব্যক্তি বিশেষের নামে স্থান ও স্থাপনাদির নামকরণ, গ্রীক-রোমানদের মত মূর্তি স্থাপন বা ফারাওদের টেক্কা দিয়ে মরদেহ প্রদর্শণী বা অমরত্বের ধারণায় কিং মাসেলিয়াম কর্তৃক প্রবর্তিত কিং মাসেলিয়ামেরই প্রতিষ্ঠিত স্বীয় সমাধি তথা মাসোলিয়ামের অনুকরণে বিপুল ব্যয়ে লেনিনদের মাসোলিয়াম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । মেন্টেনেন্সেসের জন্যও ব্যয় খুব কম নয়, তবে লেনিনের মরদেহের জন্য সাম্প্রতিককালের মস্কো কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করছে না। লাশটি নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। মন্দ নয়। মালটির শরীকদারতো তারাও।

(গ) ১৯৭৫ সালে সায়গনের নাম পরিবর্তন করে “হোচিমিন সিটি” করা হয়। “মরদেহ দাহ করা শুধু স্বাস্থ্য সম্মতই নয়, তাতে কিন্তু চাষী জমি বেঁচে যায়” লিখেছিলেন আংকেল হোচিমিন । অথচ, মৃত্যুর পর মিশরীয় গড গেভের পুত্র তথা ফারাওগণের মতো ও অনুরুপ মূল্যবোধ-ঐতিহ্যের “আংকেল হোকে ” অমর করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় নির্মিত হ্যানয়ের “ হোচি মিন মাসোলাম”-এ, হোচিমিনের মমিকৃত দেহ রাখা হয় এবং এখনো রক্ষিত আছে। ভিয়েতনামী মুদ্রা-সরকারী ভবনে হোচিমিনের ছবি-মূর্তি ছিল ও আছে। জুপিটার বা জিসু অথবা কৃষ্ণ ও গণেশ-লক্ষ্মীদের মতোই জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী যেমন মহাসমারোহ পালিত-উদযাপিত হয় তেমন অন্যান্য লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট নেতাদের মতোই “আংকেল” হোচিমিনের জন্মশতবার্ষিকীও মহাধুমধামে পালন করেছিল- সরকার ও ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি। এসবেরই রুটকজ - প্রাইভেট ওনারশীপ। তবে, ফারাও ডাইনেষ্টির আংকলিজম বা পার্সোনাল কাল্টিজমই অনুরুপ রুটকজের ভিত্তিভূমি ও সেরুপ চর্চাই তদমর্মে দায়ী ।

(ঘ) চীনের ১৯৭৫ সালে সংবিধানের রিপোর্ট প্রদানকালে মাওয়ের চীনা পার্টির অন্যতম মোড়ল চাং চুং চিয়াও তার ভাষণে " আমাদের মহান নেতা চেয়ারম্যান মাও সেতুং" বাক্যটি বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছিল । ঐসংবিধানের অনুচ্ছেদ-২। এই: ----------"মার্কসিজম-লেনিনিজম-মাও থট ইজ দ্যা থিয়োরিটিক্যাল বেসিস গাইডিং দ্যা থিংকিং অব আওয়ার ন্যাশন।"

অত:পর, শ্রমকি শ্রেণী নয়, চীনা "ন্যাশন", চেয়ারম্যানের চিন্তায় চিন্তিত ও উদ্বোধ্য হয়ে এবং চেয়ারম্যানের সাংবিধানিক কর্তৃত্বমুলক সত্ত্বাধিকারের সুত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তিস্বার্থপরতার উদাহরণ যোগে "গ্রেট টিচারের" শিক্ষায় শিক্ষিত - অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের হয়তো কেউ কেউ এবং মুলত চীন গণপ্রজাতন্ত্রের ন্যাশনভুক্ত প্রজাগণ অর্থাৎ ক্ষমতাবান নাগরিকগণের সম্পত্তির "অলংঘনীয়" ব্যক্তিমালিকানার অধিকার সাংবিধানিক স্বত্বে স্বত্ববান হয়েছিল মাত্র ৭ বছরের মাথায় চীনের ১৯৮২ সালের নতুন সংবিধান এর কর্তৃত্ব মুলে।

অনুরুপ সাংবিধানিক অলংঘনীয় পুঁজিবাদী মালিকানার হেতুবাদে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান বা যুদ্ধ দ্বারা উক্ত সংবিধান বাতিল করা বৈ চীনে সমাজতন্ত্রকে অলংঘনীয় ভাবে পরাহুত করা হয়েছে। চীনের মুদ্রা,বাড়ী-প্রতিষ্ঠান ও স্থাপানায় মাওসেতুংয়ের ছবি মুদ্রিত ও রক্ষিত আছে। রাষ্ট্রিক স্বার্থে নানাবিধ কারণ সহ ষ্ট্যালিনের সমর্থক হওয়ায় নিকিতা ক্রুচেভদের সহিত মাওয়ের বিরোধ থাকায় ভিয়েতনামের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় তৈরীকৃত মাওয়ের মমিকৃত মরদেহ ১৯৭৬ সালে বেঝিংয়ের তিয়েনানমেন স্কোয়ারে মাও মাসোলিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়। ব্যয়বহুল উক্ত মাও মাসোলিয়ামটি নির্মাণে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিল চীনের দ্ররিদ্র জনগোষ্ঠীও । তবে সাবেক আমলে যেমন "সম্রাট ১০হাজার বছর দীর্ঘজীবী হউন" রুপ বন্ধনা ও প্রার্থনা করার মাধ্যমে চীনা সম্রাটগণের প্রসুস্তি ও দীর্ঘজীবন সমেত দীর্ঘস্থায়ীস্ত কামনা করা হত তেমন, চীনা পার্টির "লং লিভ চেয়ারম্যান মাওসেতুং" রুপ প্রাথনা মতো এখনো জীবিত বটে চেয়ারম্যান মাও।

কথিত আছে-ষ্ট্যালিনের পার্সোনাল কাল্টকে সমর্থন করে ভাল কাল্টিজমের পক্ষে সাফাই গেয়ে ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে মাও সেতুং বক্তৃতা করেছিলেন। ১৬ মে, ১৯৬৬ সালে সুচিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবে পদচ্যুত রাষ্ট্রপতি "লিউ সাউচির" স্থলাভিষিক্ত জেনারেল "লিন পিয়াও " ১৮মে,১৯৬৬ সালে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিল- "জিনিয়াস চেয়ারম্যান মাওয়ের প্রত্যেকটি কথা, সত্যিই মহান এবং আমাদের তুলনায় চেয়ারম্যানের প্রতিটি শব্দ দশহাজার গুণ অর্থসহ প্রসারিত হয়।" মাওয়ের স্কুল জীবনের বন্ধু ও তদাবদি অন্তত ৪৫ বছরের সহযোদ্ধা, তবে মাওয়ের দখলীভুক্ত ২টি পদের মধ্যে ১টি অর্থাৎ "ফার্ষ্ট চেয়ারম্যান অব দ্যা পিপলস রিপাবলিক অব চায়না"-র পদটি ১৯৫৮ সালে মাওয়ের নিকট হতে গ্রহণকারী লিউ সাউচিকে চীনা সমাজতন্ত্রের ১ নম্বর শত্রু গণ্যে এবং পার্টি সম্পাদক দেং শিয়াও পেংদের বিরুদ্ধে "সদর দপ্তরে কামান দাগো" বলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করা চেয়ারম্যান মাও ১৯৫৬ সালে উল্লেখিত রাষ্ট্রিক পদটি সৃষ্টি করে উক্ত পদে লিউ সাউসি স্থলাভিষিক্ত হওয়া পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ১৯৪৫ সালে গ্রহণ করে আমৃত্যু অর্থাৎ ৯সেপ্টম্বর-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

সম্প্রতি লিউ সাউচিকে রাষ্ট্রিকভাবে পুনর্বাসিত করা হয়েছে বটে। কিন্তু, মাও বিরোধী হিসাবে পরিচিত এবং পুঁজিবাদের লংঘন অযোগ্যতায় অলংঘনীয় ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠাকারী দেং পন্থীরাই অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান যোগে রাষ্ট্রিক ও পার্টিগত ভাবে চেয়ারম্যান মাওয়ের জন্মশত বার্ষিকী প্রাচুর্যের সহিত মহা ধুমধামে উদযাপন করেছিল। আর ১৯৬৫ সালে চীনে যে গানটি ডিফেক্টো জাতীয় সংগীত হিসাবে গীত ও বিশেষ সেটেলাইটে প্রদর্শিত হয়েছে , তাতে শ্রমিকশ্রেণী নয়, বরং নতুন চীন গড়তে -ন্যাশন গাইড মাওয়ের চীনা জনগণের প্রতি ভালোবাসার হেতুবাদে চীনের শ্রমিকশ্রেণী নয়, মুক্ত হয়েছে বটে চীনা জনগণই বিবৃত হয়েছে; সেটির ইংরোজী অনুবাদ এই -

"The east is red, the sun is rising
China has brought forth a Mao Zedong.
He works for the people's welfare.
Hurrah, He is the people's great savior.
Chairman Mao loves the people,
He is our guide,
To build a new China,
Hurrah, he leads us forward!
The Communist Party is like the sun,
Wherever it shines, it is bright.
Wherever there is a Communist Party,
Hurrah, there the people are liberated!"

(ঙ) ইটার্নাল নয়, ডিভাইন কিং ছিল বটে ফারাও কিং খুফু বা ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবীর কিন্তু, ১৯৩৫ সালে "বিকাম দি সান" অর্থবোধক 'কিম ইল সুং' নামধারী ব্যক্তিটিকে ডি.পি.আর.কে-র ১৯৯৮ সালের সংবিধানের মুখবন্ধে - "সান অব দি ন্যাশন" সহ "গ্রেট হিউম্যান বিয়িং" বললেও " শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক পিতৃভুমির" "জিনিয়াস" ও " ব্রিলিয়ান্ট" বিশেষণযুক্ত শব্দরাজি বহুবার যুক্ত করে "লৌহ কঠিন ইচ্ছাশক্তির" " চিরঞ্জিত বীর" এবং " ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট" হিসাবে বিবৃত করা হয়েছে। অভিধানে ইটার্নাল অর্থ-"চিরন্তন", "আদি-অন্তহীন " বা " দি -ই-গড" ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্থলে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩ দ্বারা "অমর জুসে আইডিয়াকে" প্রতিস্থাপিত ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আইডিয়াটিকে অমরত্ব প্রদানে বিশাল ব্যয়ে নির্মিত ১৭০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট অনিন্দ্য সুন্দর " জুসে টাওয়ার" পিয়ং ইয়ংয়ে ইটার্নাল প্রেসিডেন্টের অমরত্ব স্থায়ীভাবে নিশ্চিতিতে কিমের ৭০তম জন্মদিনে ১৯৮২ সালে উদ্বোধন করা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের আধুনিক সংস্করণে জুসে আইডিয়াধারী বুদ্ধিজীবীগণকে

কোরিয়ার ব্রাহ্মণ গণ্যে তাদের হাতে লেখা-লেখির ব্রাশ ধরিয়ে চিরকালীন চাষার হস্তে "কাস্তে" ও শ্রমিকের হাতে "হাতুড়ি" দিয়ে পিতৃভূমির সমাজতন্ত্রে কোরিয়ার চাষা-শ্রমিককে দৈহিক খাটুনির চিরকালীন পেশায় নিযুক্ত রেখে "জুসে" নামক অমর বাণী বাস্তবায়নকারী হিসাবে অনুরূপ "জ্ঞানী" বুদ্ধিজীবীচক্র গঠন ও চিত্রকলা-গবেষণা বা তত্ত্ব চর্চার নিমিত্তে রাষ্ট্রিক গ্রান্ট প্রদান এবং শ্রমজীবীর অর্থে উদ্ভাবিত বা সৃষ্ট ক্রিয়াদির "কপি রাইট" ও "পেটেন্ট রাইট" প্রদান ইত্যাদির অধিকার সম্বলিত অনুচ্ছেদ-৪৩ ও ৭৪ বাস্তবায়ণে অনুচ্ছেদ-৭৮ দ্বারা সমাজের বেসিক ইউনিট হিসাবে পরিবার ও বিবাহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে রক্ষা এবং অনুরূপ বুদ্ধিজীবিগণের "এডিশনাল আয়" সহ অন্যান্য আয় ইত্যাদিকে নিশ্চিতকরণে "উত্তরাধিকার" সমেত "প্রাইভেট প্রোপার্টি রাইট" রাষ্ট্র কর্তৃক "প্রটেক্ট " ও "গ্যারেন্টেড" করা হয়েছে অনুচ্ছেদ- ২৪ দ্বারা বিধায় কিম অনুগামি ব্রাহ্মণগণের প্রাইভেট প্রোপার্টি সহ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণে পাওয়ারফুল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-জনস্বার্থ এবং গণশান্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণী বা দেশবাসী জনগণ নয় প্রদান করা হয়েছে অনুচ্ছেদ-৫৯ দ্বারা জুচে টাওয়ারে স্থান না পাওয়া ভারতীয় ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্ত সেনাবাহিনীকে ।

খ্রীচিয়ানিটির অনুকরণে কিমের জন্মদিন ১৫ এপ্রিল-১৯১২ কে জুসে ইয়ারের প্রথম বর্ষ গণ্যে ১৯৯৭ সাল হতে "জুসে পঞ্জিকা" চালু ও কার্যকর করা হয়েছে। কিমের জন্ম ও মৃত্যুদিবসে রাষ্ট্রীয় ছুটি সহ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হয়। অত:পর, কিমের মূর্তি সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়াদি অনুমান যোগ্য। তবে, প্রদর্শনীর জন্য অমর কিমের মৃতদেহ গ্লাসের কপিনে সংরক্ষণ করা আছে মাসোলিয়ামে। অত:পর, হার মেনেছে মিশরীয় ফারাও সহ ইতোপূর্বেকার সকল পার্সোনাল কাল্ট। অমন অমর ও চিরন্তন রাষ্ট্রপতি কিমের বা কোরিয়ার প্যাট্রিয়োটিক সং ইংরেজী অনুবাদে এই:-

"Changbai Hills roll, stained with blood
Yalu River meanders, soaked in blood
Today Free Chosŏn(Joseon)'s wreath of glories
Radiates holy rays

2.Vast snowy fields of Manchuria please tell me
Endless night deep in the Taiga please tell me
Immortal guerilla warrior, who is he?
Outstanding patriot, who is it?

3.Liberator of the working people, our saviour
Democratic new Chosŏn(Joseon), great Sun
We rally around the 20 Principles
Everywhere in North Korea is spring

Refrain

Oh- Our brilliant and beloved General
Oh- Our exalted leader General Kim Il-sung."

ভাষাগত সমস্যা বা ব্যক্তিবন্ধনায় প্রয়োজনীয় শব্দের অভাবে অতিতে ফারাও কিংরা সহ ডিভাইন রাইট হোল্ডার কারো মহিমা কীর্তনে এমন গীত-সংগীত গাওয়া হতো কি না সে বিষয়ে ভবিষ্যতে উৎসাহীগণ অনুসন্ধান করতে পারেন বটে। তবু, আদিকালের সেইভার, গাইড, পিপলস লাভার বিষয়ে দুয়েকটি নজির উল্লেখ করা গেল-

কুমারী এথেনার পালিত পুত্র এথেন্সের সম্রাট ইরিকথোনিয়াস; ক্যুইন অলিম্পিয়ার কুমারীত্ব কালীন পুত্র গ্রীক বীর এবং মেসিপোটেমিয়া ও ভারত দখলকারী সম্রাট "আলেকজান্ডর দি গ্রেট";এবং কুমারী সিলভিয়ার পুত্র রোমান কিংডমের কিং রোমেলাস প্রমুখদের বৈধ বা স্বীকৃত পিতার অনুপস্থিতিতে বা তদানুরূপ পিতৃত্বের দাবীদার না থাকায় তারা প্রত্যেকেই ইশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র তথা ছোট-বড় গডের পুত্র মর্মে উল্লেখিত বীর বা রাজাগণের জন্মবৃতান্ত বয়ান করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট মাইথলোজিতে বর্ণিত রাজাত্রয়ীসহ আদিকালের বহু আনুষ্ঠানিক পিতাহীন রাজার পিতৃত্ব বিষয়ে একদিকে প্রজাগণের সংশয়-সন্দেহ দুর করা, অন্যদিকে এমনকি সাধারণ প্রক্রিয়ায় জন্ম নয় বলেই জন্মগত শর্তেই অসাধারণ বা বিশেষ ক্ষমতা-প্রতিভার মেধাবী ব্যক্তিই কেবল নয় বরং বিশেষ প্রক্রিয়ায় গডের ইচ্ছায় ও গডের ইচ্ছা পুরণে জন্ম হয়েছে হেতু গডের পুত্র মর্মে গডের উত্তরাধিকার বলেই অনুরূপ রাজাগণ প্রত্যেকেই স্ব-স্ব পিতা বা প্রপিতা রূপ গড হতে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে বলীয়ান এরূপ মাইথলোজির প্রত্যেক রাজাই কার্যতই এবং প্রকৃতই মানব প্রজাতিভুক্ত হওয়া সত্ত্বে প্রত্যেকেই অনুরূপ গড বা গডেসের পুত্র-প্রপৌত্র বলেই প্রত্যেক রাজাই নিজ নিজ রাজ্যে সর্বাধিক জিনিয়াস, ব্রিলিয়ান্ট, গ্রেট' এভার ভিক্টোরিয়াস বা এতদ্বিষয়ক প্রায় সকল বিশেষণের অধিকারী বিধায় স্বীয় রাজ্যের প্রজা তথা মানবপ্রজাতিভুক্ত দাসমালিকগণের সহিত তুলনায় অযোগ্য বা অতুলনীয় হেতু নির্দিষ্ট রাজার নির্দিষ্ট গড বা গডেসগণ যেহেতু ঐ রাজার সীমানাভুক্ত পৃথিবী সৃষ্টি করাসহ প্রাণের সৃষ্টি তথা প্রত্যেককে জীবন দান ও জীবনচক্রের স্থায়িত্ব ও তৎনিমিত্তে প্রত্যেকের জীবিকার সংস্থান করে থাকেন সেহেতু প্রত্যেকেই স্বীয় বেঁচে থাকার শর্ত হিসাবে নিজ নিজ রাজার জন্মদাতা গড বা গডেসের হুকুম নির্দেশ মান্যে বাধ্য।

তবে, গড ও গডেসগণ চিরন্তন স্বর্গবাসী বলে রাজাগণই গড ও গডেসের পক্ষে গডগণের সকল ক্ষমতা প্রয়োগাধিকারী হেতু রাজাজ্ঞা মান্য করা প্রত্যেক প্রজার জীবন মরণের শর্ত। অনুরূপ, মনুষ্য রূপ পশু অর্থাৎ দাসগোত্রীয়ভুক্তগণ স্বীয় প্রভু বা মালিক মর্মে নিজ নিজ মালিক অর্থাৎ দাসমালিকগণের হুকুম নির্দেশ পালনে মরণ শর্তে বাধ্য। রাজাজ্ঞা অমান্য বা রাজদ্রোহীতা ঈশ্বরদ্রোহীতার শামিল বলে ঈশ্বরের ক্ষমতা বলে এবং ঈশ্বরের পক্ষে রাজাই, দায়-দোষী মর্মে-গণ্যে যে কারো বেঁচে থাকার অধিকার হতে যে কাউকে বঞ্চিত করতে তথা যে কারো জীবন সংহার করতে পারেন বিধায় রাজাই মৃত্যুদন্ডদানকারী বা

দন্ড মুওকুফ ও স্থগিতকারী । ঐশ্বরিক হুকুম নির্দেশ লিখিত না থাকায় রাজার ইচ্ছা মাফিক দেয় মৌখিক আদেশ ইত্যাদিই ছিল ঐশ্বরিক আইন।তবে,স্বীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে আশ-পাশের অপরাপর ঈশ্বরগণের উত্তরাধিকার বিশেষ তথা বেশ কয়েকজন রাজাকে পরাজিত ও পরাস্ত করে নিজ রাজ্যের বিস্তার সাধন করে ব্যাবিলন সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল হাম্মুরাবী ।

কার্যত ও প্রকৃতপক্ষে পরাজিত রাজাগণের পাল্টা হামলা-আক্রমনের ভয়ে শংকিত ও আশংকিত হয়েই স্বীয় ঈশ্বরের ইচ্ছাপত্র স্বরূপ নিজেকে ঈশ্বরের 'পদোন্নত প্রিন্স' গণ্যে খোদ ঈশ্বরের বাহক যুদ্ধ বা সূর্য দেবতা মারফত খ্রীষ্ট পূর্ব-১৭৬০ সালে ইতিহাসের লিখিত প্রথম সংবিধানটি প্রাপ্ত হয়েছিল সম্রাট হাম্মুরাবী। ঐ সংবিধানেই মৃত্যুদন্ড সহ অপরাপর দন্ডের হেতুবাদ সহ আবশ্যকীয় বিধি-বিধান সুনিদিষ্ট করা হয়। তদমর্মে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থায় উপযুক্ত-সাক্ষ্য প্রমাণের রীতি-নীতি প্রচলন করা হয়। কার্যত, উল্লেখিত কোড দ্বারা একদিকে যেমন রাজা বিশেষের যখন-যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ দন্ড প্রদানের পরিবর্তে উপযুক্ত সাক্ষ্য -প্রমাণ সমেত সুনির্দিষ্ট অপরাধের দায়ে সুনির্দিষ্ট দন্ডের বিহীতাদি করার মাধ্যমে ইতিপুর্বেকার বা পরাজিত ও পরাস্ত রাজাগণের স্বেচ্ছাচারিতার কবল হতে দাসমালিক প্রজাগণকে কিঞ্চিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান অর্থাৎ কেবলই আইনের নির্দিষ্ট ধারায় নির্দিষ্ট দন্ড দানের বিধান জারী ও বহাল করার মাধ্যমে প্রজাসাধারণকে স্বপক্ষে ভিড়ানোর চেষ্টা করেছিল, অন্যদিকে পরাজিত রাজাগণের ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক ক্ষমতা হতে হাম্মুরাবীর ঈশ্বর যেমন শক্তিশালী তেমন ঈশ্বর কর্তৃক "পদোন্নত" প্রিন্স হাম্মুরাবীর ঐশ্বরিক ক্ষমতা অনেক বেশী বলে জাহির করা হয়েছিল ।

কিন্তু , আশংকা ও ভয় থাকলেও বেচরা হাম্মুরাবীর জানা ছিলনা যে, তার পদোন্নতিসহ লিখিত কোড সত্ত্বেও তার মৃত্যুর পর ব্যাবিলন আক্রান্ত হবে এবং তাঁর পুত্র সম্রাট শামসু-ইলানা-সোন ব্যাবলিয়নীয় সাম্রাজ্য অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবে না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যের বহু রাজাগণ নিজ নিজ স্বার্থে নিজ নিজ ঈশ্বর বা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন আইন মর্মে হাম্মুরাবীর কোডের মৃত্যুদন্ড সহ নানান দন্ডাদির বিধান সমর্থন ও গ্রহণ করেছিল। তৎসত্ত্বেও, রাজ্য-সাম্রাজ্য বিস্তার বা দখল-বেদখলের কারণে বিজয়ী রাজা বা সম্রাট কর্তৃক দখলীকৃত রাজ্যে বা রাজ্যাংশে অন্যান্য রাজাগণের রাজধর্মাধীন ইশ্বর বা ঈশ্বরগণের মুর্তি , মন্দির-প্রার্থনাগার ইত্যাদি ভাংচুর করাসহ পরাজিত রাজার ইশ্বরের পরিবর্তে বিজয়ী রাজার ঈশ্বরের আনুগত্য কবুলের শর্তে নানান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং ভিন্নধর্মাবলম্বীগণকে অত্যাচার-পীড়ন বা তাদের উপর নানান ধরণের কর ইত্যাদি চাপিয়ে দিয়ে বিজয়ী রাজা নিজের রাজ্যের সহিত নিজ ধর্মের প্রসার সাধন করত। ফলে- বিজয়ী রাজার ইশ্বর জয়ী হলেও পরাজিত রাজার ঈশ্বর পরাজিত-পরাভূত ও বিতাড়িত হয়েছে অহরহ। এই রূপ জয়-পরাজয়ে ঈশ্বর বিশেষ অস্বীকৃত হত বলেই রাজা বিশেষের আধিক্য রক্ষায় তদীয় গডবিশেষের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সুরক্ষাকরণে ঐ রাজার ধর্মবিশেষের ঈশ্বরের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপক ক্রিয়াকর্মকে মৃত্যুদন্ডযোগ্য গণ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টে ব্লাস্পেমি আইনের বিধান করা হয়েছিল। অবশ্য, সাবেকী জুডাইজমের আধিপত্য -কর্তৃত্ব ও স্বত্ব রক্ষায় ব্লাসপেমি আইনে-"সানহিড্রিওন" বা ইহুদিকোর্টে

জিসুর মৃত্যুদন্ড প্রদান করার প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে নিরিশ্বরবাদী ধর্ম, বৌদ্ধিজমের পঞ্চশীলা নীতি বিষয়ক গ্রন্থ "ধম্মাপদার" চ্যাপ্টার -১০ দ্বারা মৃত্যুদন্ড নাকচ করা হয়েছে।

বুর্জোয়া উত্থানের যুগে- মুক্ত শ্রমিক প্রাপ্তি,যখন-তখন যথায়-তথায় যাতায়াত ও যত্রতত্র বসবাসের অধিকারসহ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের স্বাধীনতা,দক্ষতা-যোগ্যতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে আবশ্যকীয় অবকাঠামো নির্মাণ অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের প্রয়োজনে পুঁজিওয়ালা কর্তৃক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালনা তথা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উত্তরাধিকার মুলে প্রতিষ্ঠিত রাজা নয়, নাগরিকগণের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়- মূলত, শিল্পবিকাশের প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধক সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিশেষত ইউরোপের ক্ষেত্রে চার্চের কবল হতে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মুক্তকরণ অর্থাৎ পুঁজিওয়ালাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সুনিশ্চিতকরণের হেতুবাদে অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিতকরণের প্রবক্তা, ১৭৮৯ সালে সংগঠিত ফ্রান্স বিপ্লবের অনুপ্রেরণাদাতা ও ফরাশী দার্শনিক ভোলতেঁয়ার তাঁর ১৭৬৪ সালে প্রকাশিত " দি ডিকশনারীয়া পিলোসফিক" গ্রন্থে জীবনের ইউনিভার্সাল রাইট তথা জীবন ধারণের মৌরশী সত্ত্বাধিকার বা বেচেঁ থাকার সার্বজনীন অধিকার সুনিশ্চিতকরণ অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারেন্টি নিশ্চিতিতে মৃত্যুদন্ড রহিতকরণে এমনকি কেউ কাউকে হত্যা করলেও দোষীকে রাষ্ট্র কর্তৃক মৃত্যুদন্ড নয় রুপ আইনানুগ বিধানাদি নিশ্চিতকরণে হাম্মুরাবী বা অন্যান্যদের সংবিধান মুলে জীবনদাতা ও গ্রহীতা হিসাবে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সামন্তরাজা বা চার্চ বিশেষ কর্তৃক মৃত্যুদন্ড প্রদান করাকে রাজনৈতিক ব্যভিচার অর্থাৎ অন্যায়-অন্যায্য, অযৌক্তিক-অমানবিক, ক্ষতিকর ও দোষণীয় গণ্যে মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে "গড" নিবন্ধে লিখেছিল - "ইফ দিয়ার ইজ নো গড, ফাইন্ড আউট দ্যা গড, ইফ দিয়ার ইজ গড ভ্যানিশ দ্যা গড" ।

পুঁজির সুযোগ নিশ্চিতকরণে এমন সহায়ক বক্তব্য ও ঈশ্বর বিদ্রোহে সাড়ম্বরে যোগ দিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। অনুরুপ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় - ১৮৪৯ সালে রোমান রিপাবলিক মৃত্যুদন্ড রহিত করেছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নতো বটেই হালে- জাতিসংঘ পুন:পুন উদ্যোগী হয়ে সর্বশেষ ৬২তম অধিবেশেনে ,১৮ ডিসেম্বর-২০০৭ সালে সার্বজনীনভাবে মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব,বিরত- ২৯, এবং বিপক্ষে-৫৪, ও পক্ষে- ১০৪ ভোটে গ্রহণ করেছে।

অথচ, ব্যক্তিগত মালিকানা হারানোর আশংকায় এবং তদানুরুপ ভয়ে ভীত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর উত্থান ও সফল আন্দোলন ঠেকাতে জীবন ও জগত বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা প্রসারে সুবিধাবাদী-ধান্ধাবাজ বুর্জোয়া শ্রেণীর পশ্চাদপসরতা অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃকই পরিত্যাক্ত ধর্ম তথা দাস-সামন্ততন্ত্রের রাজনৈতিক মতাদর্শের বন্ধ শিবিরে আবারো ফিয়ে গিয়ে চার্চের পুরোহিতের সাথে কোলাকোলি করে চার্চ সমেত বুর্জোয়া অস্তিত্ব রক্ষার অপপ্রয়াশ সম্পর্কে কমিউনিষ্ট ইস্তেহারের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে-" ইউরোপকে আতংকগ্রস্ত করছে একটা ভূত-কমিউনিজমের ভূত। এই ভূত ছাড়াবার জন্য এক পবিত্র জোটের মধ্যে এসে ঢুকেছে সাবেকী ইউরোপের সকল শক্তি-পোপ এবং জার, মেট্রেরনিখ ও গিজো ও ফরাসী র‍্যাডিকালেরা আর জার্মান পুলিশ গোয়েন্দরা।"

তবে, পুঁজির আন্ত:বিরোধ নিরসনে আবশ্যকীয় মর্মে পুঁজির সামাজিক চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ সমাজিক মালিকানাধীন সম্পর্ক স্থাপন তথা ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ ও বিনাশের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন ও বিনির্মাণ-পুঁজিরই ঐতিহাসিক নিয়তি বলেই ব্যক্তি বিশেষ নয়, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক পুঁজিবাদ মুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠাও সমান অনিবার্য।

অত:পর, দেশ-গোত্র বা জাত-বংশহীন শ্রমিকশ্রেণী নির্ভয়ে সামনে এগুনো ও জয় করা ব্যতীত বিকল্প নাই বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে-"শৃংখল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই।"

অথচ, লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন,হোচিমিন, মাওসেতুং ও কিম ইল সুংয়রা রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে অনুরূপ কর্তৃত্বমুলক ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা চিরকালীন ভোগ-ব্যবহারের দুরভিসন্ধিতে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে অস্বীকার ও অকার্যকরণে সমাজতন্ত্রেরই মোড়ক ব্যবহার করে প্রত্যেকেই নিজেকেই সর্বাধিক সেরা কমিউনিষ্ট নির্দিষ্ট ও নিশ্চিতকরণে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজমের মুখোশের আড়ালে ও আবরণে নিজেদের ব্যক্তিগত ভুতুড়ে ইমেজ বিল্ডিংয়ের ধান্ধায় ও সুবিধার্থে, কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিস্কর্তাকে শিখন্ডী হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ নিতে যেমন সচেষ্ট ছিল তেমন অতীতের রাজা-বাদশা বা সম্রাটদের চেয়েও অধিকতর কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং এহেন লেনিনবাদী কমিউনিষ্টদের মতামত বা বক্তব্যের সাথে সামান্যতম দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করলেও দীর্ঘদিনের সহযোগীকেও হত্যা-খুনে খামতি-কমতি করেনি মহান দেশপ্রেমিক বীরেরা।

বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক সুত্র তথা পণ্য উৎপাদন-পুঁজি সৃষ্টি সহ ইতিহাস সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তত্ত্বদ্বয় অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব ও শ্রেণী সংগ্রামের সুত্র - নিয়ম উদ্ঘাটক মার্কস সাবেকী আমলের নানা ইজম বা মতাদর্শিক রচয়িতা-প্রণেতা বা তদানুরূপ ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ বা স্বার্থান্ধদের প্রতিরূপ যেমন নয়,তেমন বিরল প্রতিভার অমোঘবাণী বিশেষের সোল এজেন্ট নয়, বরং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাহীনতো বটেই মরণেও রাষ্ট্রহীন খোদ মার্কস, কেবলই পুঁজির স্বরূপ উদ্ঘাটন ও দ্বান্দ্বিক নিয়মে শ্রেণীবিরোধের ইতিহাস অনুসন্ধান এবং শ্রেণী বিলোপের সুত্রায়নে আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত একজন নিষ্ঠাবান-পরিশ্রমী মানুষ বলেই তাঁর প্রতিটি কথা-বক্তব্য সাবেকী পুরান বা টেষ্টামেন্ট ভিত্তিক ইজম ইত্যাদির মতো দাড়ি-কমা সহ অনুসরণীয় বলে বিবেচ্য নয় এবং তা বিজ্ঞান সম্মতও নয়।

মার্কসের অকৃত্রিম বন্ধু ও সহযোদ্ধা এ্যাংগেলসও অনুরূপ মতই লিপিবদ্ধ করেছিলেন কমিউনিষ্ট ইস্তেহারের ১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণের ভুমিকায়। তাতে বিবৃত এই: "সর্বত্র এবং সব সময়ে মুলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার উপর,ইস্তাহারের মধ্যেই সে কথা রয়েছে, সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যে সব বৈপ্লবিক ব্যবস্থার প্রস্তাব আছে তার উপর জোর দেওয়া হয়নি। আজকের দিনে হলে এ অংশটা নানা দিক থেকে অন্যভাবে লিখা হত।" এবং ঐ ভুমিকাতেই তিনি

আরো লিখেছেন- “ তাছাড়া বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সম্পর্কে কমিউনিষ্টদের অবস্থান সম্বন্ধে বক্তব্যগুলিও (চতুর্থ অধ্যায়ে), সাধারণ মুলনীতির দিক থেকে ঠিক হলেও , ব্যবহারিক দিক থেকে অকেজো হয়ে গেছে; কেননা রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেছে এবং উল্লেখিত রাজনৈতিক পার্টিগুলির অধিকাংশকে ইতিহাসের অগ্রগতি এই দুনিয়া থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।”

উল্লেখ্য-স্রেফ,পুঁজিবাদী আধিপত্য বিনাশী জাত-গোত্রহীন শ্রমিকশ্রেণী; এবং চূড়ান্ত অর্থে পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানা জায়েজীকরণে বুর্জোয়াদের বানানো ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বৈরী অর্থাৎ শ্রেণীগত জন্মশর্তে সাম্যের সামাজিকতাবোধের ধারক-বাহক সমাজতান্ত্রিক শক্তি মর্মে শ্রমিকশ্রেণীর জন্মগত শত্রুশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর জন্মগত শ্রেণীবিরোধ তথা ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে উভয় শ্রেণীর মধ্যকার সৃষ্ট ও চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণেই এবং অনুরূপ সংঘর্ষে নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ইতিহাসের সর্বশেষ শ্রেণী অর্থাৎ শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ নির্মাতা বা প্রতিষ্ঠাকারী শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত থাকার হেতুবাদে তৎকালে সৃষ্ট বুর্জোয়া সমাজের অনিবার্য শ্রেণী বিরোধ- বৈরীতার সামাজিক ফসল- কমিউনিষ্ট মার্কস । সুতরাং মার্কস কর্তৃক সুত্রায়িত তত্ত্বসমূহ পুঁজির মতোই ব্যক্তিগত নয় হেতু সামাজিক ।

তবু, মার্কসের “ নিরাকরণের নিরাকরণ”, তত্ত্বসহ সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের দ্বারা পরিত্যক্ত ব্যক্তিবাদীতাসহ সাবেকী কাল্টিজম তথা প্যানিজম বা জুডাইজমের অনুসরণে ও অনুকরণে এবং তদমর্মে সাম্যবাদী বিজ্ঞানকে অস্বীকার-অকার্যকর করে বিজ্ঞানী মার্কসকে অবৈজ্ঞানিকভাবে সাম্যবাদী তত্ত্বের পুরোহিত বা একক মালিক গণ্যে মার্কস রচিত বিষয়াদিকে “মার্কসবাদ ” হিসাবে অভিহিতিকরণ করা হয়েছে। অথচ, মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক প্রণীত কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে নিজেদেরকে “কোন সংশয়” ছাড়াই “কমিউনিষ্ট” মর্মে চিহ্নিতকরণে তাঁরা “দৃঢ়” ছিলেন বলে জানিয়ে এবং সেমত পরিবর্তন করেনি বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের ১লা মে.,১৮৯০ সালের ভূমিকায় কমিউনিষ্ট নাম গ্রহণের ইতিহাস স্মরণ করেছিলেন ফে.এ্যাংগেলস স্বয়ং।

আলোচ্য নিবন্ধেই উদ্ধৃত -Strategy and Tactics of the Class Struggle চিঠিতে মার্কস-এ্যাংগেলস দুজনেই যেমন ‘সান্টিফিক সোশ্যালিজম’ বলেছেন তেমন শ্রেণী বিভক্ত সকল সমাজের সকল ভ্রান্ত মতাদর্শের বিপরীতে শ্রেণীহীন সমাজের সুত্রসমূহকে এ্যাংগেলস তাঁর “ ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র” নিবন্ধে যথার্থভাবেই “সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান”হিসাবে চিহ্নিত করে একটি বিশেষ দর্শনের অপ্রয়োজনীয়তা স্বপ্রমাণ করা সহ বিশেষ বিজ্ঞানের অবান্তরতার পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ঐ নিবন্ধেই উল্লেখ করেছেন- “বাকী সবকিছুই প্রকৃতি ও ইতিহাসের খাস বিজ্ঞানের মধ্যে লীন হয়ে যাবে।” বিধায় সাম্যবাদীদের তদ্বিষয়ক পরবর্তী ক্রিয়াদি সম্পর্কে লিখেছেন-“ পরের কাজ হল তার সবকিছু খুঁটিনাটি ও সম্পর্কগত বিস্তারিত করা। ”

অত:পর, সাম্যবাদী তত্ত্ব মতেই উল্লেখিত বিজ্ঞানকে মার্কস-এ্যাংগেলস "মার্কসবাদ" হিসাবে বিবৃত করে নাই। খুঁটিনাটি ও সম্পর্কগত বিষয়াদি বিস্তারিত করা সাম্যবাদীদের দায়িত্ব বটে কিন্তু থট-ইজমধারীরা সমাজতত্ত্ব বা সমাজের বিকাশের নিয়মের মতো মৌলিক কোন নিয়ম বা তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে কি ? অথবা, সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ও সম্পর্কগত বিষয়াদি নির্দিষ্টকরণ ও নির্ধারণ করা বৈ সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের নবতর সংযোজনী আদৌ প্রয়োজন হলে খোদ মার্কস-এ্যাংগেলসের বক্তব্যের ভ্রান্তি স্বপ্রমাণ আবশ্যক নয় কি? অত:পর, খোদ এ্যাংগেলস যিনি এককভাবেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বৈ মার্কসবাদ বলেননি বা লেখেননি সেই এ্যাংগেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী - সাম্যবাদী না কি মার্কসবাদী?

দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্ব বিশেষ কোন ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কজাত কর্ম নয় বলেই হেগেলের মতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল মার্কস। কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচনা হতে পুঁজি গ্রন্থ সম্পাদনায় ফে. এ্যাংগেলস অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ও সক্রিয় ছিল বলেই মার্কসের গবেষণা বিষয়ক কর্মাদি হেগেলীয় অর্থেও মার্কসবাদ বলে গণ্য হতে পারে না। ইজম-থট ও আইডিয়াধারীরা যেমন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তেমন তাঁদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বহালকরণে মার্কসবাদের নামে- বিভিন্ন মাইথলোজি বা কাল্টিজমে আন্ত:বিরোধে সৃষ্ট বিভিন্ন ঘরানা যেমন-ধর্ম বিশেষের "মহাজন" ও "হীনজান" বা "প্রটেষ্টান্ট" ও " ক্যাথলিক" ইত্যাদির আদলে নিজের নামযুক্ত তরিকার সদস্য গণ্যে নিজ থটের অনুসারী ব্যতীত অপরাপর মার্কসবাদীদেরকে মার্কসবাদের তরিকা হতে কেবল খারিজ করেই খান্ত থাকেনি বরং একালেরও ধর্মীয় মৌলবাদীদের অনুগমণে নিজ নিজ তরিকার মৌলিকত্ব স্বপ্রমাণে ও মৌলিকত্ব রক্ষায় একদা সহযোগীকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে ও তদানুরুপ ফতোয়ামতোই রাষ্ট্রিক আইন-কানুন , বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির তোয়াক্কা না করেই হালের লাদেনী কৌশলে হত্যা করেছিল। ফলে- মার্কসবাদের নামে সৃষ্টি হয়েছে বহু ঘরানার বহুগোত্র বা তরিকা বিশেষ।

কিন্তু, তাঁরা কেউ ফে. এ্যাংগেলসের নামযুক্ত কোন ইজম -থট বা আইডিয়া তৈরী করেনি। হেগেলীয় বিচারেও এ্যাংগেলসকে বিযুক্ত করে মার্কসবাদ নামকরণ অনৈতিহাসিক। অত:পর,সাম্যবাদের বিজ্ঞানকে অবৈজ্ঞানিকভাবে মার্কসবাদ হিসাবে অভিহিতকরণের মাধ্যমে মানব মুক্তির সার্বজনীন বিজ্ঞানকে সাবেকী ইজম ইত্যাদির বোতলে ভরে ইজমকর্তার উত্তরাধিকার হিসাবে মৌরশী পাট্টাধারীরা ব্যক্তিবন্ধনা বা ব্যক্তিবাদীতার সুযোগ সৃষ্টি ও অনুরূপ সুযোগেই লেনিন, ষ্ট্যালিন, হোচিমিন, মাও , কিমরা তাদের স্ব-স্ব ইজম-থট বা আইডিয়া ইত্যাদিকে স্ব-স্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি মর্মে গণ্য ও স্থির করে প্যানিজম বা জুডাইজমের ধারক-বাহক বা সাবেকী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠাকারীদের মতোই বা ততোধিক তুল্যে ও তদাতিরিক্ত ক্ষমতাধর গণ্যে সাবেকী বা ভাববাদী কাল্টদের তৈরীকৃত কৃত্রিম গুণাবলীর দ্যোতনা যুক্ত বিশেষণ বা সাম্য বিরোধী মর্মে বদগুণের শব্দরাজি দ্বারা প্রাচীনকালের কাল্টদের মডেলে নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী,মহান শিক্ষক, চিরঞ্জিত বীর, নবোত্থিত সূর্য ও মুক্তিদাতা-ত্রাতা এবং অমর ব্যক্তি রূপ চিরস্থায়ী আধিপত্যশীল কর্তৃত্ব মর্মে দাসগোত্রীয় ভক্তগণের চিরকালীন নমস্য-পুঁজণীয়-অনুকরণীয় ও

তদানুরূপ গণ্য ব্যক্তি বিধায় তদানুরূপ ব্যক্তিবাদীতা বা পার্সোনাল কাল্ট প্রতিষ্ঠায় সহযোগী- লিন পিয়াও মার্কা স্তাবক সমেত ব্রাক্ষণ্য গোত্র রক্ষায় স্বীয় প্রতিপক্ষ বা বিরোধী পক্ষসহ অবাধ্য দাসগোত্রীয়দের হত্যা-খুন ও পীড়নে ওস্তাদ, লাল-যুব নামের নানান নামীয় ক্ষত্রিয়গোত্রভুক্ত বাহিনী-ফৌজ দ্বারা স্বীয় থট বা আইডিয়া বিরোধীদেরকে বিনাশে তদমুলে সংঘটিত হীনতম কার্যক্রম দ্বারা ইতিহাসকে লজ্জিত করার মাধ্যমে ম্যাটেরিয়ালিষ্টিক কাল্টিজম চর্চা নিশ্চিতকরণে এমনকি স্বীয় কর্তৃত্বমুলে প্রণীত সংবিধান অস্বীকার বা অনুরূপ সংবিধানমুলে গঠিত রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষকে নিজেই অকার্যকরকরণে স্বক্রিয় হয়ে এবং তদানুরূপ অসাংবিধানিক কার্যক্রম হতে বিরত বা নির্লিপ্ত না থেকে স্বীয় ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী মর্মে নিজ নিজ দীর্ঘদিনের সহযোগীগণকে মার্কসিজমের শত্রু হিসাবে আখ্যায়িত ও চিত্রায়িতকরণের মাধ্যমে জুডাইজমের আদি সত্ত্বা সংরক্ষণে জীসু হত্যায় ইহুদী ট্রায়ালের মতো বিচারিক ভান-ভনিতা করার প্রয়োজনও বোধ করেনি, এমনকি বিনাবিচারে হত্যা-খুন ও গুম করা সহ স্বীয় কর্তৃত্ব-আধিপত্য নিশ্চিতকরণে নিজ নিজ থট ইত্যাদি কাল্টসত্ত্ব সুরক্ষায় করেনি এমন দুস্কর্ম ইতিহাসে আছে কি?

ইউ.এস.এস.আর, চীন, ভিয়েতনাম বা ডি.পি.আর কে'র কাল্টদের হত্যা-খুনের বিবরণী তা যেমন সমর্থন করে না তেমন হাম্মুরাবী বা মোগল-চেগিংসদের বর্বরতা লেনিনবাদীদের তুলনায় কেবলই নস্যিমাত্র। এতদমর্মে সন্দেহভাজনগণ একটু যতকিঞ্চিত সময় খরচ করলেই উইকিপিডিয়া সহ নানান সোর্স হতে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন। জন্ম সুত্রে কেবলমাত্র একটি বৈশ্বিক জাতির সদস্য হিসাবে সাবেকী সকল তরিকা মুক্ত বলেই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত সহযোগীতা বৈ আন্ত:বিরোধ থাকার সুযোগ-অবকাশ নাই বিধায় শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ অর্জনে কমিউনিষ্টদের মধ্যেও ভাগ-বিভক্তি হওয়ার অবকাশ নাই।

তবু, কেবলই ব্যক্তিস্বার্থে গদীনশিন উত্তরাধিকার সমেত স্বগোত্রীয়দের বুদ্ধিজাত সঞ্চয় এমনকি বুর্জোয়াদের মতো "কপিরাইট" বা "পেটেন্ট রাইট" ইত্যাদি রূপ সুবিধা নিশ্চিতকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে কাল্টিজমের আবশ্যকীয় অনুসংঘ হিসাবে মার্কসবাদের মোড়কে নানান তরিকা-ঘরানার খাঁটি সমাজতন্ত্র বা নিজদেশীয় ষ্টাইল বা স্বীয় রাষ্ট্রীক সমাজতন্ত্রের নামে সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট পার্সোনাল কাল্ট গঠন করেছিল বর্ণিত কাল্টগণ বলেই স্বসৃষ্ট রাষ্ট্রকেও স্বীয় কাল্টের প্রয়োজনে ধ্বংস-বিনাশ করতেও অসুবিধা হয়নি তাঁদের । যেমন, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অর্থাৎ চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান বৈ চীনা রাষ্ট্রের কোন পদাধিকারী না হয়েও ২২ আগষ্ট,১৯৬৬ সালে প্রদত্ত নোটিশ বলে মাওপন্থী যুবসংগঠনের খুনিদের প্রকাশ্য-হত্যা খুনের বিষয়ে আইনানুগ দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনে পুলিশকে বিরত থাকার নির্দেশ জারী করেছিলেন খোদ মাসেতুং। ফলে নিজের সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রটিকে নিজেই অকার্যকর ও পরিত্যাক্ত ঘোষণা করেছিলেন বলেই ১৯৭৫ সালে নতুন সংবিধান তৈরী করেছিলেন অসাংবিধানিকভাবে। আদি কালের ফারওরাও এমনটি করেছে বলে প্রমাণ নাই।

পুঁজির যেমন আদি কথা আছে তেমন মার্কস কর্তৃক উদ্ঘাটিত তত্ত্বেরও আদি কথা আছে। মার্কসের পুর্বেই পুঁজির গঠন-বিকাশ যেমন হয়েছিল তেমন পুঁজির প্রয়োজনে ও পুঁজিবাদী সমাজের উপযোগিতার সুযোগে তদার্থে উপযুক্ত ও উপযোগী বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আবিস্কার ও আবিস্কারক সমেত বিজ্ঞানীরা ছিল। বিজ্ঞানীগণের সুত্রায়িত তত্ত্ব ও তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করেই ইতিহাস ও পুঁজি সম্পর্কিত তত্ত্ব মার্কস আবিস্কার করেছিল। পুঁজির খন্ড,২ এর পুর্বাভাষে ফে. এ্যাংগেলস লিখেছেন- " এমনকি অ্যাডম স্মিথও ' পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস' এবং অধিকন্ত ভূস্বামীরও উদ্বৃত্ত-মুল্যের উৎসটা জানতেন ।" এবং " প্রিস্টলে ও শীলের তুলনায় লাভোয়াজিয়ের অবস্থান যা ছিল, উদ্বৃত্ত-মুল্যের তত্ত্বের ব্যাপারে পুর্বসূরীদের তুলনায় মার্কসের অবস্থানও তাই।"

অত:পর, পুঁজির সমর্থক স্মিথ নিজের জানা কথা খোলাসা করেনি। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু মার্কস বসে থাকেনি। তবে, মার্কস একা নন বা এককভাবেও নয় বরং বহুজনের সম্মিলিত বহু অর্জন, এমনকি বিপরীত মতামতের মুল্যায়ন-বিশ্লেষণ করেই মার্কস পুঁজির সূত্র তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব এবং শ্রেণী সংগ্রাম বা মানব ইতিহাস বিকাশের নিয়ম- সূত্র আবিস্কার করেছিলন। কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে মার্কস-এ্যাংগেলস লিখেছেন- "পুঁজিপতি হতে হলে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে শুধু একটা ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। পুঁজি একটা যৌথ সৃষ্টি; সমাজের অনেক লোকের মিলিত কাজের ফলে, এমনকি শেষ অবধি, সমাজের সকল লোকের মিলিত কর্মেই পুঁজিকে চালু করা যায়। পুঁজি তাই ব্যক্তিগত নয়, একটা সামাজিক শক্তি।"

কাজেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহার মুলেই মার্কসের আবিস্কার সন্দেহাতীতভাবে সামাজিক। তবুও পার্সোনাল কাল্টিজমের ধারক-বাহকরা সামাজিকতার ভূমিকাকে অস্বীকার করে কার্যত যেমন মার্কস-এ্যাংগেলসকে অস্বীকার করেছে তেমন তাঁদের আবিস্কৃত-ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকেও অস্বীকার ও অকার্যকর করে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিধায় অনুরূপ প্রতারকদেরকে আশ্রয় নিতে হয়েছে ঘৃণিত কাল্টিজমে বলেই ম্যাটারিয়েলিষ্ট কাল্টিজমের জন্মসূত্র "মার্কসবাদ" এর তকমাধারী বিভিন্ন তরিকা-ঘরানার মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা যেমন কমিউনিষ্ট নয়, তেমন শ্রেণীহীন সমাজ কর্মী বা কমিউনিষ্টরা নয় মার্কসবাদী।

অথবা, কমিউনিজমতো কারো ভূত দেখেনি বা ভূত ঠেকানোর জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাবান ও প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রয়োজন আছে বলে মনে করার কোন কারণ নাই বা কমিউনিষ্টতো মানুষই এবং অবশ্যই স্বীয় মুক্তি-স্বাধীনতা অর্জনে সার্বজনীন মুক্তিলাভে সদাক্রিয়াশীল কেবলই একজন মুক্তিকামী মানুষ বৈ দেবতা বা দেবতাতুল্য নয়; অথবা এমন নয় যে, কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রেই কমিউনিষ্ট হওয়া যায় । অত:পর,সাবেকী আমলের রাজাদের মতো কমিউনিষ্টদের পিতৃপরিচয় নিশ্চিত করার আবশ্যকতা নাই।

দেবতাধিক জিনিয়াস ও ব্রিলিয়ান্ট বলে গণ্য করা হলেও মানবকুলে জন্ম নেওয়া বিষয়ে সংশয় বা পিতৃপরিচয় নিয়ে সংকট ছিল বলে জানা যায়নি তবু, ডিভাইন রাইটের

সাবেকী রাজাগণের সকল গুণাবলীর অধিকতর গুণাবলী সম্পন্ন ক্ষণজন্মা ও চিরঞ্জিত বীর হিসাবে সংবিধানে বিবৃত "ইটার্নাল প্রেসিডেন্ট" কিম ইল সুংকে সংবিধানিকভাবে "গ্রেট হিউম্যান বিয়িং" গণ্য করা হয়েছে । কিমের রাষ্ট্রটি সেনা শক্তির চিরকালীন স্বভাবমতো হত্যা-খুনসহ তাবৎ বর্বরতার মাধ্যমে মালিকানাহীন বাসিন্ধাগণকে এই দুনিয়াই নরকবাসী করতে সক্ষম বলেই মহান কিমের "মোটো" মতো "জনগণ যেন স্বর্গে আছেন" ধরণের কিমগোত্রীয় 'জনগণের' স্বর্গীয় রাষ্ট্র তথা কিমদের সংবিধানমুলে সম্পত্তি অর্জনে সক্ষম ব্যক্তিগণের দুনিয়াবী স্বর্গ এবং চিরাচরিত দাস অর্থে সম্পত্তিহীন চাষা ও শ্রমিক কেবলই উক্তরূপ স্বর্গবাসী বুদ্ধিজীবী বা সম্পত্তিবানগণের সেবায় ও দাসত্বে বিনা বাক্যব্যয়ে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য হেতু "নতুন ধরণের সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের" নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত কিমের রাষ্ট্রটি সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র । এরূপ স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী পার্সোনাল কাল্টগণের চেলা-চামুন্ডা বা মার্কসবাদসহ নানান নামের তকমা দ্বারা বন্ধনীভুক্তরা যাহাই বলুক না কেন, সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের সাফ জবাব- মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণমুলক বা তদনিমিত্তে কর্তৃত্বকারক সকল বদগুণাবলীর বদছোঁয়াছুয়ির বদাভ্যাস হতে নিরত বিরত থাকতে এবং কাল্টিজমের অভিশাপমুক্ত থাকবে বলেইতো শ্রেণীহীন সমাজের জন্য লড়াকু মানুষই কমিউনিষ্ট ।

১০ ফেব্রুয়ারী-২০০৯ সালে আপডেটেড সি.আই.এ য়ের ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্যমতে- ২০০৮ সালে ভিয়েতনামের জি ডি পি- ২৯০০ মার্কিন ডলার, ২০০৪ সালে আয়ের হিসাবে -সর্বোচ্চ ১০% : ২৮.৯% এবং সর্বনিম্ন ১০% : ২.৯%। জন্মগত মুক্ত মানুষের সমতা ও সাম্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে। তবে , মাফ করা যায় এ জন্য যে, সমাজতন্ত্র বৈ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অংগীকার ভিয়েতনামের সংবিধানে বোধগম্য কারণেই সুস্পষ্টভাবেই নাই। ভিয়েতনাম বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আই.এম.এফের সদস্য এবং ভোটের ক্ষমতা- .১২% , অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্ধেকেরও কম।

অত:পর. ভিয়েতনাম -দি ফান্ডের দাসানুদাস তথা তস্য দাস রাষ্ট্র। এই নিবন্ধেই আলোচিত হয়েছে- দি ফান্ড বিশ্বব্যাপী ফিনান্স জাল ফেলে শিকার করেছে বিশ্বের প্রায় সকল মাছ। ফান্ডের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা মাকিনী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর বিখ্যাত " ৪ পুলিশম্যান" তত্ত্ব ব্যবহার করেছিল জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পঠভূমিকায়, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন এই রাষ্ট্র চতুষ্টয়কে দুনিয়ার পুলিশ হিসাবে প্রতিষ্ঠায়- জাতিসংঘের প্রয়োজনীয়তা প্রসংগে রুজভেল্ট পুলিশ তত্ত্বটি ব্যবহার করেছিলেন। সেই আমেরিকাই ফিনান্স পুঁজির জোরে অবশিষ্ট রাষ্ট্রত্রয়কে বিশাল ব্যবধানে পিছনে হটিয়ে দিয়ে দি ফান্ড গঠনকালেই ভোটিং ক্ষমতায় ফান্ডের নিয়ন্ত্রক-প্রভু বনে ২০০৭ সালেও দুনিয়ার মোট সামরিক ব্যয়ের ৪৬% দায় বহন করার মাধ্যমে কার্যত একা এবং এককভাবেই দুনিয়ার পুলিশী দায়িত্ব কব্জা করতে সক্ষম হয়েছিল বলে দি ফান্ডের আওতায় সকল রাষ্ট্র কার্যত স্বাধীনতা হারিয়ে কেবলই দি ফান্ডের হুকুম বরদারে পরিণত হয়েছে ।

তবে,দি ফান্ডের এস.ডি.আরের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে-১৬.৭৭% ভোটের মালিক হওয়ায় ৫ লারজেস্ট এস.ডি.আর হোল্ডারের অপর ৪ বিগ শেয়ারহোল্ডার যথাক্রমে-জাপান-৬.০২%, জার্মানী-৫.৮৮%, ফ্রান্স-৪.৮৬% এবং যুক্তরাজ্য-৪.৮০% ,মোট-২১.৫৬% ভোটিং ক্ষমতার কারণে পুঁজির সঞ্চালন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য যে কোন রাষ্ট্রের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে অধিকতর সুবিধাভোগী । তবু,উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে- ২০০৭ সালে দুনিয়ার সামরিক ব্যয়ের ৮৩% বহন করেছে মোট ১৫ টি রাষ্ট্র, তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দায় সহ দি ফান্ডের অপর ৪ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার রাষ্ট্রগুলোর দায়ভাগ ছিল মোট ৬৩%। অত:পর, যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত দি ফান্ডের অপর ৪টি লারজেষ্ট সদস্য মাত্র ১৭% এবং বিগ ৫ শেয়ারহোল্ডার ব্যতীত অপর ১০ টি রাষ্ট্র মাত্র ২০% দায় বহনকারী হিসাবে উল্লেখিত ১৫ টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪ টি রাষ্ট্রও একত্রে দুনিয়ার সামরিক ব্যয় বহনে ৯% পিছিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বলেই ঋণ দাস রাষ্ট্রগুলোতো বটেই এমনকি দি ফান্ডের অপর ৪ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডর রাষ্ট বা সর্বাধিক সামরিক ব্যয়ের অপর ১৪ টি রাষ্ট্রও কবুল করে নিয়েছে সমগ্র দুনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ফিনান্স এন্ড পুলিশী সার্ভিলেন্স-হেজমনি এন্ড মনোপলি। ফলে-ফিনান্স ক্যাপিটাল ও সমর শক্তির হেতুবাদে উল্লেখিত ১৪টি রাষ্ট্রও কেবলই দোহার, গণতন্ত্রের বৈশ্বিক মোড়ল ও মানবাধিকারের -জোকার ও মাতুব্বর যুক্তরাষ্ট্রের।

দখলী স্বত্ব বজায় রাখতে সদল-বলে দখলীভুক্ত এলাকায় শারিরীকভাবে উপস্থিত থেকে ঔপনিবেশিক প্রভুরা পুঁজির চাষ-বাস অর্থাৎ বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা লুণ্ঠনের হেতুবাদে " উৎপাদনের সামন্ত নিগড় ভাংগার" মাধ্যমে ভূমিব্যবস্থার সংস্কার এবং কর কাঠামো সহ কর নির্ধারণ, তদার্থে নীতি ও বিধি-বিধান গ্রহণ ও কার্যকরণ, এবং প্রশাসন,সেনা-পুলিশ ও বিচারিক ব্যবস্থা সমেত সরকারী ও রাষ্ট্রিক দায়-দায়িত্ব যেভাবে পালন-সম্পাদন করতো সে সম্পর্কে " লক্ষ্ণৌ আক্রমনের বিশদ বিবরণ" এ এ্যাংগেলস লিখেছেন-" বস্তুত. বৃটিশদের মতো এত পাশবিকতা ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো সেনাবাহিনীতে নেই। লুটপাট, বলাৎকার, হত্যাকান্ড-অন্য সব জায়গায় যা কঠোর ও সম্পূর্ণভাবে নির্বাসিত তা বৃটিশ সৈনিকের সনাতন অধিকার, মৌরসী স্বত্ব। " এবং

" ভারতের বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " রক্ত আর কাদা, দুর্দশা ও দীনতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবর্গ ও জাতিকে টেনে না নিয়ে বুর্জোয়ারা কি কখনো কোনো অগ্রগতি ঘটিয়েছে ? " এবং ঐ নিবন্ধেই তিনি আরো লিখেছেন-

" স্বদেশে যা ভদ্ররূপ নেয় এবং উপনিবেশে গেলেই যা নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেই বুর্জোয়া সভ্যতার প্রগাঢ় কপটতা এবং অংগাংগি বর্বরতা।"

অত:পর, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাভোগী তথা স্থানীয়-অস্থানীয় ও বিদেশী সকল শোষক গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিলে অর্থাৎ নেটিভ ওয়ার্কার্স বা স্থানীয় শ্রমজীবীদেরকে অধিকমাত্রায় শোষণে স্থানীয় এজেন্ট নিযুক্তি, অথবা ঔপনিবেশিক প্রভুর নিজ নিজ বাণিজ্য স্বার্থ নিরুংকুশকরণে অপরাপর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর বাণিজ্যিক একচেটিয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বি ঔপনিবেশিক শক্তির বাণিজ্যিক -রাজনৈতিক কর্তৃত্ব-এখতিয়ার খর্ব-বিনাশে বা

দখল-বেদখলে চোরাকারবারি-নকলবাজি, প্রতারণা- জালিয়াতি ও শুল্কফাঁকি ইত্যকার কদাকর তৎপরতায় বা প্রতিপক্ষ কর্মকর্তা বা রাজনীতিক প্রমুখদেরকে বশীকরণে ঘুষ প্রদানসহ নানান রূপ দুর্নীতির মাধ্যমে উপযুক্ত বিহীতাদি সম্পন্নকরণে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটের "আনসিন" হেডে ব্যয় করতে পারার সুযোগে উপনিবেশিক শাসন কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগণ নিজেরাও প্রচুর সরকারি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। অডিট-অনিয়মে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল বলে সুপারভিশন ছিল কিন্তু তাই বলে দি ফান্ডের মতো "সার্ভিলেন্স" ছিল না, জনগণের ভোটে নয়, খোদ ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক নিয়োগকৃত বেতনভুক কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত উপনিবেশের সরকারের উপর ।

অথচ,দি ফান্ডের চুক্তিমতো ফান্ডের সদস্য হিসাবে ঋণদাস রাষ্ট্রগুলোর সরকারের উপর সার্ভিলেন্স করা সহ যে সকল বাধ্যবাধকতার শিকলে আটক ও বন্দী করা হয়েছে তাতে হালের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সরকার অপেক্ষা উপনিবেশের সরকার অধিকতর ক্ষমতাবান-কর্তৃত্ববান ছিল। কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারগুলো কর নির্ধারণ, মুদ্রা নীতি সহ সামগ্রীক রাষ্টীয় নীতি নির্ধারণে এবং আইন ইত্যাদি প্রণয়নেও উপনিবেশিক সরকারের চেয়ে বহুলাংশেই কম-সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন । দি ফান্ডের ঋণজালে আটক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী, অর্থ-বাণিজ্য বা উন্নয়নমন্ত্রী ইত্যকার কর্মকর্তা বিশেষ দি ফান্ডের শর্তাধীন শর্ত-নীতিতে জনকর ইত্যাদি আদায়-উসুল করে নিজ নিজ দেশে অবস্থিত তাবৎ পুঁজিওয়ালাদের বিশেষত ফিনান্স পুঁজির সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই রেহাই পায় না, উপর্যপুরি, নিজ নিজ ট্যারিটরীর সামগ্রীক বিবরণ প্রদান ও দি প্রভুর হুকুম-নির্দেশ পালন-কার্যকরণে ব্যর্থতা-অক্ষমতার দোষাস্খালনে আবেদন-নিবেদন বা অনুকম্পা লাভে ফি বছর খোদ ফান্ডের হেড কোয়ার্টার বা ফান্ড নির্ধারিত স্থানে এবং ফান্ডের সিস্টার-ব্রাদার অর মাদার বা কাজিন ফোরামে মিলিত হতে হয়।

অত:পর, সদস্য সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত রাষ্ট্রীক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান বিশ্ব লর্ড- দি ফান্ড প্রতিষ্ঠার পর দি ফান্ডের অভিভাবকত্বে দুনিয়ায় অবাধে গমনাগমনে স্বাধীনতা বৃদ্ধি ও প্রসারিত হয়েছে ফিনান্স পুঁজি ও পণ্যের বলেই কলোনিয়াল আমলের কেবলমাত্র কতিপয় ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বিশেষের আঞ্চলিক দখলদারী ও কর্তৃত্বের স্থলে বিশ্বময় অবাধ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক-আই.এম. এফের । ফলে- দুনিয়ার সাবেক পরাধীন ও হালের কথিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ-পরিগণিত হয়েছে ফিনান্স পুঁজির বৈশ্বিক রক্ষক আই.এম.এফের ডি-ফেক্টো মালিক-পরিচালক অর্থাৎ বিশ্ব পুলিশ মি: যুক্তরাষ্ট্রের বারোয়ারী বারবধূতে। বলা চলে- একদা সামাজিক জীবনের সর্বনিম্ন ইউনিট একপতিপত্নীর পরিবার প্রথার স্থলে জোঁড়বাঁধা পরিবার নয় , এক্কেবারের বর্বর যুগের পুণালুয়া পরিবার তথা সমষ্টি বিবাহ প্রথার বারোয়ারী সম্পর্ক বৈশ্বিক পরিসরে অন্তত কথিত স্বাধীন দেশের কর্মকর্তাদের সাথে প্রবর্তন করতে সক্ষম ও সফল হয়েছে বৈশ্বিক পুঁজি । তবে সকল নারী-সকল পুরুষের স্ত্রী রূপ পুণালুয়া পরিবার বা সমষ্টি বিবাহের যৎকিঞ্চিত ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন হয়েছে বটে দি ফান্ডের রাজত্বে অর্থাৎ বিশ্বায়নের আবরণে প্রধান স্বামী বটে যুক্তরাষ্ট্র এবং উপপতির স্থান পেয়েছে অবশিষ্ট ৪ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার ষ্টেট, তবে পুঁজিবাজারে

মাঝে-মধ্যে সুযোগ নিতে চায় অপরাপর পুঁজিওয়ালারা এমনকি লেনিনবাদী-মাওপন্থী ও দেং অনুসারী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির চীন।

সুতরাং, বিভাগ-বিভক্তি ও পারস্পারিক প্রতিযোগিতা ও শত্রুতার জন্মচরিত্র হেতু পুঁজি সমগ্র দুনিয়াটাকে দখল ও করায়ত্তকরা সত্ত্বেও ছোট-বড় পুঁজিওয়ালাদের বিরোধ-বিবাদ ও প্রতিযোগিতা বিশেষত বৃহৎ পুঁজিওয়ালা তথা উপনিবেশিক দেশগুলোর পারস্পারিক বিরোধ ও শত্রুতা হাসিলে প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্র অপরের দখলীকৃত দেশ তথা উপনিবেশে পুঁজিবাদেরই সৃষ্ট পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্থানীয় বিক্ষুব্ধ বা আরো অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশী পুঁজিপতিগোষ্ঠী নিজেদের পুঁজির প্রসারে একদা জনক পুঁজিপতিকে শত্রু গণ্যে "দেশ-মাতা, মাটি"র স্বার্থ তথা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার অজুহাতে স্বাধীনতা ও জাতিয় মুক্তি ইত্যকার রাজনৈতিক শ্লোগাণের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ সংগঠিত করে লাখো লাখো মানুষকে হত্যা-খুন করে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে নিজ নিজ রাজনৈতিক ভন্ডামির মাধ্যমে বিভ্রান্ত-বিভক্ত করে পত্তন করেছিল নানান নতুন দেশ অর্থাৎ তথাকথিত নানান স্বাধীন রাষ্ট্র । ইংলন্ড হতে আমেরিকার বিছিন্নতায় সহযোগিতা করেছিল ফ্রান্স-স্পেন ইত্যাদি রাষ্ট্র । আবার ফ্রান্স-স্পেনের উপনিবেশে জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নামে স্থানীয় বুর্জোয়াদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাগণকে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল ব্যভিচারী যুক্তরাষ্ট্র। রাজনৈতিক ক্ষমতায় কম হলেও বা খুববেশী দেশের উপর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও সমগ্র দুনিয়ায় বাণিজ্যিক একচেটিয়া বিস্তারকারী জার্মানী, দুনিয়ার একচতুর্থাংশ দখলকারী ব্রিটিশ উপনিবেশে যখনই সুযোগ পেয়েছে বিশেষত ১ম বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে তখনই ভারতসহ বিভিন্ন দেশে বিট্রিশ বিতাড়নে আর্থিক-সামরিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল কথিত স্বাধীনতাকামী বুর্জোয়াশ্রেণীকেই।

বলিভিয়া-বেলজিয়াম হতে চীন- ভারত সহ সকল উপনিবেশের ইতিহাস কেবল পুঁজিবাদী উপনিবেশিক প্রভুদের কেবল শোষণ-শাসনেরই ইতিহাস নয়, উপরন্ত আছে প্রতিটি পুঁজিবাদী-উপনিবেশিক তথা ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পরস্পরকে পরাজিত-পরাভূতকরণের মাধ্যমে নিজের নিজের আধিক্য-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তথা অতিরিক্ত উৎপাদনে সৃষ্ট অতিরিক্ত পুঁজির বিহীত ব্যবস্থা সম্পাদনের নিমিত্তে সংগঠিত ও সম্পাদিত ষড়যন্ত্র-চকান্তের উর্বর লীলাভূমির কুটিল-কুৎসিৎ রাজনীতির ইতিহাস।

কিন্তু তাতেও রেহাই না পেয়েই পতনের প্রান্তসীমায় উপনীত সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারি রাষ্ট্রগুলো লিপ্ত হয়েছিল দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রের বুর্জোয়াদের উক্তরূপ দস্যুপনা-দুর্বৃত্তপনা, হানাহানি-খুনাখুনি এবং রাজনৈতিক বজ্জাতি-ভন্ডামিতে সহায়তা করতেই বুর্জোয়দের প্রতিপক্ষ নয়, এক্কেবারে শত্রুশ্রেণী-অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকে মরণাপন্ন বুর্জোয়াদের হিংস্র রাজনৈতিক চৌহদ্দির মধ্যে বন্দী-আটক , ভাগ-বিভাগ ও বিভক্তি এবং বিভ্রান্ত করার কারণে শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাস নির্ধারিত স্বীয় বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি অর্জনে অযোগ্য-অক্ষম হয়ে এমনকি নিজ নিজ ভূখন্ডেও কেবলই বুর্জোয়াদের বিভিন্ন বিভাগ-উপবিভাগের মধ্যে নিজেদেরকে শপে দেওয়া-শামিল করার

মাধ্যমে খোদ রাষ্ট্র বিনাশী শ্রমিকশ্রেণী কেবলই নতুন নতুন রাষ্ট্র গড়ার কুকর্মে যুক্ত-জড়িত হয়ে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ তথা রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার নীতি হতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে যোজন যোজন মাইল দুরে সরিয়ে রাখতে সর্বাধিক সচেষ্ট-সক্রিয় ছিল দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীরই নামে প্রতিষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিকের পান্ডা কাউৎস্কি কোম্পানী।

এছাড়াও রাষ্ট্রের বিনাশ বৈ প্রতিষ্ঠা অযৌক্তিক বা শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় না হলেও শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ছুতায় এবং মার্কসবাদের আবরণে কার্যত অতীব সুকৌশলে মার্কসকে জনমানসের আড়ালে পাঠিয়ে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব গড়া-বিনির্মাণের ভুয়া অজুহাতে মুলত তাতার-রুশী হিংস্র সম্রাটদের দুনিয়া জয়ের খায়েশ ও পুরানো ঐতিহ্যমতো বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে " জেনারেল ষ্টাপ" তথা ৩য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাকারী লেনিন এন্ড কোম্পানিও কাউৎস্কি কোম্পানী অপেক্ষা অধিক বৈ কোন অংশেই কম ভূমিকা রাখেনি -সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলোর পররাজ্যগ্রাসী বা পররাজ্য দখল-বেদখলে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের ফলশ্রুতি তথা জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার নামে ছোট্র ছোট্র ভুখন্ডে বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ঐ সকল রাষ্ট্রবিশেষের শ্রমিকশ্রেণী কেবলই মহান দেশপ্রেমিকের তকমায় বিশেষভাবে চিহ্নিত,গৌরবান্বিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে এবং তদ্ভিত্তিতে কতিপয় দুরন্ধর রাজনীতিকের নির্ধারিত সীমানায় আটক-আবদ্ধ হয়ে বিশ্বপ্রেমিক বা আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়ার সুযোগই কেবল হারায়নি বরঞ্চ বিশ্বের কমন ওনারশীপ অর্থাৎ ধরিত্রীর সাধারণ মালিকানা স্বত্ব পরিত্যাগ এবং তদার্থে ভুয়া জাতীয়তাবাদের ক্ষতিকর ধারণায় কল্পিতভাবে নিমজ্জিত বিধায় স্বীয় শ্রেণী চৈতন্য বিবর্জিত অর্থাৎ বৈশ্বিক ঐক্যহীন-সংহতিহীন ও সংগঠনহীন উপরন্ত বহুধা ভাগ-বিভাগে বিভক্ত ও বিভাজনের হেতুবাদে দুর্বল হতে দুর্বলতর শ্রমিকশ্রেণীকে আরো অধিকমাত্রায় শোষণ-পীড়নের সুযোগ লাভ ও নিশ্চিতিতে বুর্জোয়াশ্রেণীরই আবিস্কৃত-উদ্ভাবিত তবে কাউৎস্কি কোম্পানী ও লেনিনবাদেরও ফতোয়ায় তথাকথিত -"আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ও নিপীড়িত বুর্জোয়ার সর্বকালীন-সর্বাত্মক সমর্থক-রক্ষক বটে মি: লেনিন।

রুশ শ্রমিকশ্রেণীকে দাসের অধিক দাস গণ্যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎকারী তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গ্যাড়াকলে শ্রমিকশ্রেণীকে আবদ্ধ করে তাদেরই অপরিশোধিত শ্রমের দাম অর্থাৎ পুঁজি যেমন ঐ রাষ্ট্রের সেবক-কর্তা, এবং বিপুল ব্যয়ের ও বিশাল বহরের সেনা- পুলিশ অস্ত্রধারী মাস্তান ও ক্ষমতাধর রাজনৈতিক গুন্ডারা আত্মসাৎ করেছিল তেমন আত্মসাৎকরণের দুষণীয় প্রক্রিয়ার বিকাশ ও অনুরূপ ক্ষেত্র প্রসারকল্পে প্রতিষ্ঠিত ৩য় আন্তর্জাতিকের অর্থ যোগানদাতা বলশেভিক সর্দ্দার লেনিন রুশদেশের শ্রমিকদের প্রদত্ত বেগারী শ্রম হতেই উক্তরূপ অর্থ-সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। অনুরূপ উদ্দেশ্য পুরণে- ৩য় আন্তর্জাতিকের সদস্যভুক্তির ২১ শর্তমালার অন্যতম ৮ম শর্তে বর্ণিত আছে-"A particularly marked and clear attitude on the question of the colonies and oppressed nations is necessary on the part of the communist parties of those countries whose bourgeoisies are in possession of colonies and oppress other

nations. Every party that wishes to belong to the Communist International has the obligation of exposing the dodges of its 'own' imperialists in the colonies, of supporting every liberation movement in the colonies not only in words but in deeds, of demanding that their imperialist compatriots should be thrown out of the colonies, of cultivating in the hearts of the workers in their own country a truly fraternal relationship to the working population in the colonies and to the oppressed nations, and of carrying out systematic propaganda among their own country’s troops against any oppression of colonial peoples.”

অর্থাৎ চুলায় যাক বা তোলা থাক বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই-সংগ্রাম। লড়তে হবে শুধু “ নিপীড়িত জাতির” মুক্তি তথা বুর্জোয়াদের তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য। বুর্জোয়ারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লোভনীয় বেতন-ভাতা দিয়ে যুদ্ধা ভাড়া করে; কিন্তু ৩য় আন্তর্জাতিকের বর্ণিত শর্তাধীন পার্টিগুলির সৈনিকরা অথবা পার্টি গুলোর প্রভাবাধীন শ্রমিকশ্রেণী বিনাবেতনে-বিনাভাতায় যুদ্ধ করবে নিপীড়িত জাতির পীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষে । সামন্তবাদী বেগারী প্রথা শোষণমূলক গণ্যে তা দোষণীয় সাব্যস্ত করেছিল বুর্জোয়ারাই। কিন্তু, লেনিনের বিষাক্ত ভাবাদর্শে নিমজ্জিত শ্রমিকশ্রেণী বেগারী খাটবে, জীবন দিবে-রক্ত ঢালবে, যুদ্ধবন্দী হবে, কয়েদ খাটবে, বনে-বাদাড়ে অনাহারে ঘুরে বেড়াবে, সুযোগ মতো হত্যা-খুন করবে বা নিহত-আহত হবে কেবলই বিদেশী-বিজাতি পুঁজিপতির বিরুদ্ধে স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে যুদ্ধ করে । দেশী-বিদেশী বা নিপীড়ক-নিপীড়িত বুর্জোয়া ইত্যকার ভাগ-বিভাজনের মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্ত:বিবাদের অংশীদার হয়ে সমগ্র দুনিয়ায় অসংখ্য মানুষ উল্লেখিত রূপ ক্রিয়াদি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন নতুন রাষ্ট্র যাতে দেশীয় বুর্জোয়ার ছদ্মাবরণে প্রতিঠিত সরকার গুলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বমূলে প্রথমেই শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষের উপর হামলা-আক্রমণ ও দমন-পীড়নের যাবতীয় বিহীত ব্যবস্থা সম্পাদনে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষক সংবিধান-আইন, বিধি-বিধান,কোর্ট-কাছারী, পুলিশ-সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেই সাবেক প্রভু বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণী সহ দুনিয়ার অপরাপর বুর্জোয়াদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে প্রয়োজনে নব প্রবর্তিত সংবিধান অস্বীকার-অকার্যকর করে বিশ্ব পুঁজিপতিদের বিশ্বক্লাব জাতিসংঘ ও দি ফান্ডের সদস্য হয়।

ফলে, বিনা মজুরির যুদ্ধা অস্ত্রহীন হয়ে বন্দী হয় নিজ দেশীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দমনমূলক সংগঠন পুলিশ-সেনা শিকলে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিশু রাষ্ট্র, নবীন রাষ্ট্র ইত্যকার ছল-চাতুরী ও ছুতায় পূর্বের তুলনায় অধিকতর কম মজুরিতে ছদ্মবেকারীর জীবন পাত করতে বাধ্য হয় কেবলই দেশপ্রেমের বিনিময়ে। অথচ, দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে কেবলই নিজেদের সম্পদ-পুঁজি ও ক্ষমতা বাড়িয়ে চলে। তবে, পুঁজির চরিত্রমতো নবীন রাষ্ট্রগুলোর পুঁজিপতি শ্রেণী আন্ত:বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং লেনিনবাদীরা যথারীতি আবারো পীড়িত বুর্জোয়া বা অধিকতর প্রগতিশীল বুর্জোয়া বা

বিদেশী দালাল পুঁজিপতির তুলনায় অধিকতর জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষক দেশপ্রেমিক বুর্জোয়ার অনুসন্ধানে লিপ্ত হয় । যদিচ, সদ্য স্বাধীন বা নব্য রাষ্ট্রের বুর্জোয়ারা সকলেই তাদের মহা প্রভু দি ফান্ডের অনুগত - সেবক এবং দাস। অত:পর, বুর্জোয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে অপরাংশের ক্ষমতার লড়াইয়ে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে বুর্জোয়াদের দলেই মিলে যায় লেনিনবাদীরা ।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ভিত্তিক কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক কার্যকর না থাকায় লেনিনদের সৃষ্ট ৩য় আন্তর্জাতিকই কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক হিসাবে ভ্রান্তিবশত বিশ্বব্যাপী পরিচিত হওয়ায় এবং লেনিনবাদীরা মার্কসবাদী পরিচয়ে কমিউনিষ্ট ইস্তাহার ভিত্তিক কমিউনিষ্ট হিসাবে নিজেদেরকে সর্বত্র উপস্থাপন করায় ও লেনিনবাদী রাজনীতির বর্ণিত রূপ পরিণতিতে যেমন শ্রমিকশ্রেণী তেমন অশ্রমিক কমিউনিষ্ট পন্থী কার্যত লেনিনবাদী বুদ্ধিজীবীরা দলীয় নেতা-নেত্রীদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি বা আদর্শহীনতার দু:খে হয়তো, দল না হয় রাজনীতি পরিত্যাগ করা সহ অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও নানান সমস্যা-সংকটের দোহাইতে বুর্জোয়া দলগুলোর কাঠামোতে বন্দী হয়ে পড়ে। ফলে-বুর্জোয়ারা এখন আর কমিউনিষ্ট ভূত দেখে না, বরং দেখে ও দেখায় কেবল কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ধর্মীয় মৌলবাদের ভূত। মৌলবাদের বিরুদ্ধে ভুয়া লড়াইয়ে শামিল হয় লেনিনবাদীদের অবশিষ্টাংশ, এতেও লাভ বটে বুর্জোয়াশ্রেণীর। কারণ-এসব ভূত তাড়াতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের লড়াইটা থাকে অনুপস্থিত। ফলে- নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হতে লেনিনবাদীদের বদৌলতে রেহাই পেয়ে যায় যেমন মরণাপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণী তেমন ধ্বংসের প্রান্ত সীমায় বহু পুবেই উপনীত ব্যভিচারী রাষ্ট্র ।

কাউৎস্কি-লেনিনদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তথা প্রত্যেক জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, সম মর্যাদা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে জাতিসংঘ চার্টারের ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে । অত:পর, জাতিসংঘ ও উল্লেখিত সংস্থাগুলোর অধীনে হয়তো শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নয়তো শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের বিশ্ব সংগঠন ও বৈশ্বিক ঐক্য এবং বিশ্ব পরিসরে বৈশ্বিকভাবে পুঁজি ও পুঁজিপতিশ্রেণীর আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। জন্মান্ধ-মানসিক প্রতিবন্ধী বা রাজনৈতিক ভন্ড-মূঢ়রাও বলবেন না যে, জাতিসংঘ-বিশ্বব্যাংক সমাজতন্ত্রীদের বিশ্ব সংগঠন। তবে, চিরকালীন অশান্তির পুঁজিবাদের উক্তরূপ বৈশ্বিক শান্তিপূর্ণ অবস্থার প্রস্তবানার দায়ে কূলত্যাগী মি:কাউৎস্কি মহোদয়কে মারাত্মক তিরস্কার করেছিলেন মি: লেনিন তাঁরই 'সাম্রাজ্যবাদ- পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' পুস্তকে।

কিন্তু , ৩য় আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত করে ষ্ট্যালিন যে সহসংগঠক হিসাবে উল্লেখিত বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠনগুলো গড়ে তুললো তাতেও কিন্তু ষ্ট্যালিনকে লেনিনবাদ হতে বিচ্যুত হতে হয়নি। তবে,পুঁজিরই স্বার্থে বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশের সাথে বুর্জোয়া বৈরীতা ও বিরোধীতায় লিপ্ত ৩য় আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত না করলে চার্চিল-রুজভেল্টদের সাথে মিলেমিশে ষ্ট্যালিন কি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে পারতো?

অত:পর, বুর্জোয়া শ্রেণীকে ‘পীড়িত’ ও ‘পিড়নকারী’ রূপ তকমামুলে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করে পীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষে ৩য় আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে বিনা মজুরিতে খাটিয়ে বুর্জোয়াদের উল্লেখিত বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার দায় কি লেনিনবাদীরা এড়াতে পারেন, না কি পারেন তারা- জাতিয় মুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যকার বুর্জোয়া স্বার্থবাহী রাজনীতির হেতুবাদে সমগ্র দুনিয়ায় এযাবৎ সংঘটিত কথিত মুক্তিযুদ্ধ ইত্যকার ফলে যত মানুষ নিহত-আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার দায়-দায়িত্ব এড়াতে? সুতরাং, মহা প্রভু দি ফান্ডের কর্তৃত্বে লালিত-পালিত হালের বুর্জোয়াশ্রেণীর গুরু বটে কাউৎস্কি-লেনিনই।

অথচ, জন্ম শত্রু বুর্জোয়াদের সাথে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই প্রসংগে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত আছে- “ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারীয়তের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে হবে নিজেদের দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর সংগে।” অর্থাৎ দেশী বুর্জোয়ার সাথে খাতির করার অবকাশ নাই বা লেনিনীয় ফতোয়ার নিপীড়িত জাতির পীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষভুক্ত হওয়ারও সুযোগ নাই। কাজেই, বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্ত:বিরোধে বা পরস্পরকে উৎখাত-উচ্ছেদে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের লড়াই-যুদ্ধ বা বিভিন্ন-ভাগ-বিভাগ বা উপবিভাগের মধ্যকার হানাহানি তা হোক জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, তাতে শ্রমিকশ্রেণী কোনমতেই পক্ষভুক্ত নয় বা বুর্জোয়াশ্রেণীর অংশ বিশেষ অপর কোন অংশ বিশেষের অন্যায় আচরণের শিকার বলে বুর্জোয়াদের স্বাভাবিক চরিত্রগত ক্ষয়পরতায় দু:খভারাক্রান্ত হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর অনিবার্য ধ্বংস প্রসারতা বা নির্মুলী প্রবণতা হতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে রক্ষা করা শ্রমিকশ্রেণীর দায় নয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের নিরাকরণের নিরাকরণ প্রক্রিয়াকে ঠেকানো বা বিলম্বিতকরণ শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের জলাঞ্জলি বৈ আর কিছুই নয় বরং অতি অবশ্যই সুইসাইডাল বা সেল্ফ কিলিং ফর ওয়ার্কিং ক্লাস।

উপরন্ত কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে- “ যে পরিমাণে এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির শোষণ শেষ করা যাবে, সেই অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির শোষণটাও বন্ধ হয়ে আসবে। যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ অন্তর্হিত হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও শেষ হয়ে যাবে।” অর্থাৎ স্বজাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি সমর্থন নয়, বরং বুর্জোয়া তা দেশী বা বিদেশী যেখানকারই হোক বুর্জোয়ার অস্থিত্ব টিকে থাকার শোষণমুলক পন্থা-পদ্ধতি বন্ধ হলেই অর্থাৎ পুঁজির তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণ বন্ধ করা গেলেই সকল জাতি রাষ্ট্রহীন বিশ্বে মুক্ত পরিবেশে মুক্ত ও মিলিত হবে বলেই অনরূপ বৈশ্বিক মিলন সংগঠনে সর্বদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করাই কমিউনিষ্ট নীতি।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারেই শ্রমিকশ্রেণীর আজন্ম এবং নিরন্তর ভূমিকা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে- “বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম শুরু হয় জন্মমুহূর্ত থেকে। ”

অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর সুযোগ নাই বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমর্থন-সহযোগিতা করার যেমনটা-খাবার মুরগিটাকে আগে বড়ো করো তার পর জবাই করো রূপ লেনিনীয় বক্তব্য মতো আগে বেচারা নিপীড়িত বুর্জোয়া মুক্তি পাক, তবেই,সে শোষক-পীড়ক ও দুষ্ট হবে এবং যখন অমন দুষ্টামি করবে তখন তাঁর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী লড়াই শুরু করবে; মনে হয় বেচারা নিপীড়িত বুর্জোয়া উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ তথা শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ না করেই বুর্জোয়া বনেছে, আবার স্থানীয় বা জাতীয় বুর্জোয়া বলেই বিদেশী বা বিজাতীয় দুষ্ট বুর্জোয়ারা জাতিপ্রেমি-দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের নিত্যই পীড়ন করছে বলেই দেশপ্রেমিক শ্রমিকশ্রেণীর মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় শোষণমুক্তির নিরন্তর লড়াই নয়, কেবলই জাতিপ্রেম ও দেশপ্রেমে আকন্ঠ নিমজ্জিত হয়ে কেবলই জাতি ও দেশপ্রেমি হয়ে জাতি বা দেশ উদ্ধারে ব্রতী হয়ে বেচারা-নিরীহ জাতীয় বুর্জোয়াদের উদ্ধারের রাজনৈতিক কার্যাদি নিজের জীবন বাজি রেখে হলে সুসম্পন্ন করা; চুলায় যাক-নিজের জীবন বা নিজ শ্রেণী বা শ্রেণী স্বার্থ। শোষণ মুক্তি বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির লড়াই-সংগ্রাম বিষয়ে এমন বানোয়াটি ও উদ্দেশ্য প্রসূত এবং দুরভিসন্ধিমূলক বয়ান বা ফতোয়া সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বিকৃতি- জালিয়াতি ও করাপশন বৈ কমিউনিষ্ট নীতি নয়।

তাছাড়াও, ক্ষয়িষ্ণু ও বিভক্ত-বিভাজিত " বুর্জোয়াদের একটা ভাগ যোগ দেয় প্রলেতারিয়েতের সংগে," বক্তব্য উল্লেখিত বটে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বলেই দু:স্থ বা শ্রেণীচ্যুত বা শ্রেণীত্যাগী বুর্জোয়াকে সাথে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি করার বিপরীতে কোন দেশে কোন কারণেই বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ বিশেষের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণী যোগ দিয়ে বুর্জোয়াদের পাল্লা ভারী করার প্রশ্ন কেবল অবান্তরই নয়, বরং কমিউনিষ্ট নীতি-সংবিধান পরিপন্থী এবং তদমর্মে মানব জাতির অতীত অভিজ্ঞতারও বৈরী-পরিপন্থী ও বিকৃতিমাত্র। অর্থাৎ শত্রু শ্রেণীকে বিনাশ করার পরিবর্তে শত্রু শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা বা সংরক্ষণ করা সন্দেহাতীতভাবে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসের অস্বীকৃতি ।

অথচ, কাউৎস্কি-লেনিনরা ইতিহাসের ঐ রকম বিকৃতি সাধনে জাতিয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নামে ফতোয়া জারি করেছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্ত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় -হারু ও বিক্ষুব্ধ বুর্জোয়ার পক্ষে যোগ দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকেই। পুঁজির ইতিহাস রচয়িতা মার্কস-এ্যাংগেলসদেরকে ঈশ্বর হেফাজত করেছেন যে, তাদের নাম করে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই করার অন্তক্ষমতা ধ্বংস ও সংগঠনিক শক্তি নি:শেষকরণে প্রতারক কাউৎস্কি-লেনিনদের এমনটা ভন্ডামি-বজ্জাতি তাদেরকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে হয়নি। প্রবাদ আছে চোরে চোরে ঝগড়া-বিবাদ যত বাড়ে ততোই গৃহস্তেরই সুবিধা হয়। অত:পর, পুঁজির স্বার্থে পুঁজিবাদের ছাঁচে গড়া পুঁজিবাদী জগতে পুঁজির সঞ্চয়ন-সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনের ফলশ্রুতিতে ঐতিহাসিকভাবে নানান বিরোধ-বিবাদে জড়িয়ে পড়া পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ-বিবাদ ও বিসম্বাদ যতোই বৃদ্ধি পায় ততোইতো পুঁজিবাদ বিরোধী লড়াইয়ের সুযোগ-সুবিধা বেশী হয়।

সুতরাং, বিকাশের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে বলেই পতনের দ্বারপান্থে উপনীত হয়েও পতন ঠেকাতে তৎপর সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলোর সক্রিয় প্ররোচনা-

ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ফলশ্রুতি সহ উপনিবেশে গজিয়ে উঠা পুঁজিপতিশ্রেণীর অস্তিত্ব সুরক্ষার অন্তত নিজ দেশীয় বাজারের উপর নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারে বিদেশী পণ্য বর্জন করা সহ জাতীয় বা দেশীয় পণ্য কিনে ধন্য হওয়ার রাজনৈতিক কৌশলে কার্যত দুরারোগ্য জরাগ্রস্ত তায় বিলীনমুখী রাষ্ট্র বিশেষ ভেংগে-বিভক্ত করে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠনের রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে অতি জটিল-কঠিন বিরোধ-বৈরীতায় নিপতিত-লিপ্ত বিশ্ব পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সকল দেশের সকল শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ তথা বৈশ্বিক পরিসরে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই করার যে অনুকূল সুযোগ- পুঁজিবাদ নিজেই প্রস্তুত করে দিয়েছিল তা যদি বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণী কাজে লাগাতে সক্ষম হত ; অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত বক্তব্য ও নীতিমালা মতো - বহুধা ভাগ-বিভাগে জড়িত পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভুত দুরাবস্থার সুযোগ যদি বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী গ্রহণ করতে পারতো তবে ইতিহাসের নিয়মে ও ঐতিহাসিক নিদান মতোই সেনা-পুলিশ বেষ্টিত বুর্জোয়াশ্রেণীকে তাদের রাষ্ট্র সমেত খুঁজতে হত ইতিহাসের যাদুঘরেই।

তদমর্মে,পুঁজি গ্রন্থে মার্কস জানিয়েছেন- স্বোপার্জিতদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় খোদ পুঁজি স্বয়ং বুর্জোয়াদের অংশ বিশেষকে মালিকানা হতে উৎখাতকরণের প্রক্রিয়ায় মূলত বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেই নিজেকেই মালিকানাহীন করার অর্থাৎ 'নিরাকরণের নিরাকরণ' প্রক্রিয়ায় ও হেতুবাদে কার্যত বুর্জোয়াশ্রেণী নিজেকেই ব্যক্তিমালিকানা হতে বিচ্যুত বা উৎখাত করে নিজের মৃত্যু যেমন নিশ্চিত করে থাকে তেমন সমাজতন্ত্রের অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীকে বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু, কাউৎস্কি-লেনিনদের বেঈমানী-বিশ্বাসঘাতকতা ও জালিয়াতি-প্রতারণার কারণে পুঁজিপতি শ্রেণীর কবর না হলেও বা পুঁজিবাদের আয়ু কিঞ্চিত বর্ধিত হলেও লেনিনীয় পীড়িত জাতির নিপীড়িত-ক্ষুব্ধ পুঁজিপতিদের জন্য সৃষ্ট কথিত স্বাধীন রাষ্ট্র কিন্তু ফিনান্স পুঁজির সিন্ডিকেট তথা বিশ্বের মহা প্রভু আই.এম. এফের নিয়ন্ত্রণে-সত্যি সত্যিই স্বীয় স্বাধীন কার্য ক্ষমতা-কর্তৃত্ব যেমন হারিয়েছে তেমন রাষ্ট্রের অনাবশ্যকতা ও অপ্রয়োজনীয়তাকেই স্বপ্রমাণ করা সহ অকার্যকর রাষ্ট্রের অভিভাবক দি ফান্ডের বিনাশ-বিলুপ্তির মাধ্যমে দুনিয়া হতে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা বিলোপকরণে-ইত:মধ্যে মরে ভূত হওয়া ভূতুড়ে রাষ্ট্র এবং দমবন্ধ হওয়ার মতো মারাত্মক দুর্গন্ধযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বিলুপ্তকরণের ইস্যুটিকেই অধিকতর মাত্রায় খোলাশা-উন্মুক্ত করেছে শ্রমিকশ্রেণীসহ বিশ্ববাসীর নিকট ।

গ্রীক পুরাকথার সেই 'গ্র্যান্ডিং নট' যা দিয়ে কিং গড বিশ্বকে দখলীভুক্ত রাখতেন, ঠিক তেমন দি ফান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা অর্থাৎ প্রায় ১৭% ভোটাধিকারের বিগ নটটি মার্কিনী রাষ্ট্রপতির কব্জায় বলে দি ফান্ডের ফিনান্স পুঁজির দুনিয়া বিস্তৃত জালের নিয়ন্ত্রক সেই গ্র্যান্ডিং নটটি'র যাদুকরী ক্ষমতার কারণেই দি ফান্ডের লারজেষ্ট ৫ শেয়ার হোল্ডারদের অন্যতম শেয়ারহোল্ডার যুক্তরাজ্যও কিন্তু থাকে এখন যুক্তরাষ্ট্রের লেজ লেজে । কিং অব গডসের পিতা হয়েও পুত্র জুপিটারের চেয়ে বহু ছোট বটে গড শেট্রাণ বা শনি গ্রহের মতোই বৃটিশ পুঁজির জন্মপরিচয়হীন সন্তান যুক্তরাষ্ট্রের হালের সর্বগ্রাসী ক্ষমতার উত্থান বিষয়ে " পুঁজি, ১ম খন্ড, ৩১ পরিচ্ছেদ" এ " শিল্প পুঁজিপতি সৃষ্টি" প্রসংগে বলিংব্রকের বক্তব্যাংশ উদ্ধৃত করে মার্কস লিখেছেন- " জাতীয় ঋণের সংগে

সংগে উদিত হল এক আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যবস্থা, যার আড়ালে প্রায়ই ঢাকা থেকেছে এক একটা জাতির আদি সঞ্চয়। এই ভাবেই ভেনিসীয় চৌর্যব্যবস্থার বদমাইসি থেকেই গড়ে ওঠে হল্যান্ডের পুঁজি সম্পদের একটি গোপন ঘাঁটি- অবক্ষয়ের দিনে ভেনিস প্রচুর টাকা ধার দিয়েছিল হল্যান্ডকে। হল্যান্ড ও ইংলন্ডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। ১৮ শতকের গোড়াতেই ওলন্দাজ উৎপাদকেরা অনেক পিছে পড়ে যায়। বাণিজ্য ও শিল্প প্রধান একটি দেশ তখন আর হল্যান্ড নয়। তখন থেকে , ১৭০১-১৭৭৬ পর্যন্ত তার এক প্রধান কারবার হল প্রচুর পরিমাণ পুঁজি ঋণ দেওয়া, বিশেষ করে তার মহাপ্রতিদ্বন্দ্বি ইংল্যান্ডকে। সেই একই ব্যাপার আজ চলছে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে । জন্মপত্র ছাড়াই আজ যুক্তরাষ্ট্রে যে পুঁজির অভ্যুদয় ঘটছে তার অনেকখানিই ছিল গতকালের ইংল্যান্ডের মূলধনীকৃত শিশু রক্ত।”

অত:পর, হাল আমলের ব্যাংকিং পরিসংখ্যানেও মার্কসের বক্তব্যটি যথার্থ ও সঠিক হিসাবে প্রমাণিত অর্থাৎ, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ১৬৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৫ সালে বৃটেনে ব্যাংকের মোট শাখা-১২,০০০ এবং ১৭৮০ সালে ব্যাংক অব নর্থ আমেরিকা প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট ব্যাংক সংখ্যা- ৭,৫৪০ এবং মোট শাখা- ৭৫,০০০। আর এক্সপোর্ট সহ ষ্টক বা মজুত পুঁজির পরিমান পুবেই উল্লেখিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ঋণ ও মুদ্রা ব্যবস্থার মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাষ্টিশীপের প্রস্তাবনায় গঠিত এবং দি ফান্ডের সদস্য ভিয়েতনামের সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে- ভিয়েতনাম একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, দিবা স্বপ্ন না কি নির্জলা মিথ্যাচার ও জালিয়াতি? শেষত, বেসিক্যালী ব্যক্তির স্বাধীনতার মৌলিক শর্ত যেমন ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ, তেমনি জাতীয় মুক্তিরও শর্ত বটে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিনাশ ও ধ্বংস। অতীতে মানবজাতি মুক্ত ছিল-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী-পুলিশ ও বিচার বিভাগ এবং বাণিজ্য ও ব্যাংক ইত্যাদির কবল ও অভিশাপ হতে। কালের নিরিখে রাষ্ট্র ও রাজনীতি মুক্ত অতীতই হচ্ছে মানব জাতির সুদীর্ঘতম ইতিহাস। আগুনের ব্যবহার ও খাদ্য হিসাবে মাছকে ব্যবহারের সুবিধায় মানুষ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তিরত হওয়ার সুযোগ পেয়ে গৃহ পালিত পশুর দুধ-মাংস খেতে খেতেই মুলত পশু পালনের প্রয়োজনে ভূমি কর্ষণ অর্থাৎ চাষাবাদ করায়াত্ত করে । অত:পর, পুর্বাপর সকল কালেই উৎপাদনের উপকরণই মানুষের জীবন পাল্টায় বিধায় সমাজও পাল্টায় হেতু পুঁজিবাদী সমাজও পাল্টাবে। উল্লেখ্য-মানবজাতি প্রায় দুই লক্ষ বছর অতিক্রম করেছে।

তন্মধ্যে-শিকারের তীর,ধনুক জাতীয় অস্ত্রপাতির বয়স ৩৭ হাজার বছর, শিকার ও অভিবাসনে ব্যবহৃত নৌকার বয়স ৯ হাজার বছরের বেশী নয়, বাস্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কৃত হয়েছে ১৭৭৫ সালে, মানুষ বা ঘোড়ায় টানা ট্রেন এবং বাস্পীয় ইঞ্জিনের ট্রেন চালু হয়েছে যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৮০৪ সালে, ঘোড়ায় টানা মটরগাড়ী ও বাস্পীয় ইঞ্জিনের মোটর গাড়ী চালু হয়েছে যথাক্রমে-১৭৬৯ ও ১৮০১ সালে, বিমান ১৯০৩ সালে এবং ১৮০০ সালে ভোল্টেস ব্যাটারী, ১৮২৭ সালে ইলেক্ট্রিক সার্কিট, ১৮৭৬ সালে টেলিফোন, ১৮৯৬ সালে রেডিও, ১৯২৫ সালে টেলিভিশন, ১৯৪৫ সালে কম্পিউটার,

১৯৫১ সালে বিদ্যুৎ উৎপন্নে নিউক্লিয়ার রি-এ্যাক্টর, ১৯৭৩ সালে মোবাইল ফোন এবং ১৯৮০ সালে ইন্টারনেট যাত্রা শুরু করে। তবে ২০০৮ সালে বিশ্বে মোবাইল গ্রাহক- ৩শ কোটির বেশী এবং ইন্টারনেট একাউন্ট -১২০ কোটির বেশী। মাত্র ১৩০০ সালে সুচনা হয়েছে পুঁজির। তবে মিশরীয় ফারাও ডাইনেষ্টির বয়স ৫২০০ বছর আর আধুনিক নগর রাষ্ট্র এথেন্সের বষয় ২৫০০ বছরের কিঞ্চিত বেশী ও রোমে নির্বাচিত ডিরেক্টরশীপ চালু হয়েছে খ্রীষ্টপুর্ব ৫০১ সালে ।

সুতরাং, প্রায় ১৯৫ হাজার বছর মানুষ বসবাস করেছিল রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বহীনভাবে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে থেকেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে সামর্থমতো লড়াই করে প্রকৃতিকে বসবাসের উপযোগী করার নিরন্তর চেষ্টা করেছিল মানুষ এবং তা করেছিল যুথবদ্ধভাবে ।

অত:পর, ফারাও ডাইনেষ্টীর রাজনীতির প্রয়োজনে সৃষ্ট আইন-ধর্ম ইত্যাদিতে আবদ্ধ-বন্দী অতোদিনকার ঈশ্বর মুক্ত মানবজাতি; এবং কালক্রমে একের পর এক যেমন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনস্ত হয়ে শাসক-শোষকে বিভক্ত হয়ে আর মানুষ নয় বরং কেবলই শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত ও কেবলই শ্রেণী হিসাবে শনাক্ত হয়ে অধমর্ণ শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত দাস বা ভুমিদাস-জলদাস ইত্যকার নানান ছোটজাতের অস্পৃশ্য চাষা-ভূষা পরিচিতি নিয়ে পরজীবী রাজনীতিকদের নানান দুস্কর্মের দায় বহন করছে। পরজীবীতা-শোষণের ঐ কুৎসিৎ-হিংস্র অবস্থায় মানুষকে নিপতিত করতে ও রাখতে একদা মানুষ অথচ রাজনীতিক হওয়া রাজা-বাদশাগণ নিজেদেরকে মানুষের জবাবদীহিতামুক্ত রাখতে ও নিজেদের সকল হুকুম-নির্দেশ বিনা বাক্যে মান্য করাতে নিজেদেরকে ঈশ্বর পুত্র-পৌপুত্র বা হাফ পুত্র গণ্যে নিজ নিজ গড বা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিল।

আর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল বলে রাজা বা ঈশ্বর অমান্যে বা তদমর্মে প্রচেষ্টাকারীর ঈশ্বর ও ধর্মদ্রোহীতার দায়ে হত্যা-নির্বাসন সহ নানান দন্ডে দন্ডিত করার বিধি-বিধান জারী করেছিল বা তদার্থে দেব-দেবতা বা রাজান্নে পালিত পরজীবী বুদ্ধিজীবীরাই রাজার পক্ষে অতোসব ধর্মীয় বিধি-বিধান রচনা করেছিল। আবার রাজাদের রাজনৈতিক স্বার্থ-খেয়াল হাসিলে বা নিজের ধন-সম্পদ ও বিত্ত বৃদ্ধিতে বা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ তথা গরু ইত্যাদি পশু সংগ্রহে রাজারাই লিপ্ত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহে। তাতেও ব্যবহার করা হত ধর্ম। বিধর্মীকে হত্যা করার ঈনাম স্বরূপ রাজকীয় বখশিশ সহ ঈশ্বরের অফুরন্ত পুরস্কার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হত। পশু ও নারী এবং ভুমিও রাজকীয় পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হতো। ফলে- রাজাদের যুদ্ধ-বিদ্রোহে অতীতে বিশেষ বিশেষ ভুখন্ডের স্থায়ী বাসিন্ধা যেমন সমুলে বিনাশ হয়েছে বা হয়েছে দেশান্তরী তেমন বহু রাজার বহু ঈশ্বর পরাজিত হয়েছে বলে বহু ধর্মের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে । রাজ-রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও হয়েছিল অসংখ্য,হতাহতের সংখ্যা হিসাব না করাই শ্রেয়। আর বুর্জোয়া বিকাশের প্রয়োজনে ও আধুনিক উপকরণের উদ্ভব ও ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে প্রকৃতির নিয়ম আবিস্কার সহ প্রাণ ও প্রাণীর জন্ম-বিকাশ ইত্যকার বিষয়াদির বৈজ্ঞানিক-

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সূত্র- তত্ত্ব যেমন আবিস্কৃত হলো ,তেমন পদার্থ-রসায়ণ বিজ্ঞানের পথ ধরে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান-যন্ত্র ও পুরকৌশল এবং সর্বশেষ তথ্য-প্রযুক্তির আবিস্কৃত হওয়ায় উক্তরূপ উপকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণে অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের প্রয়োজনেই রাজনৈতিক সংস্কার তথা ডিভাইন রাইট হোল্ডার রাজার পরিবর্তে নির্বাচিত সরকার, ধর্মীয় বিধি-বিধানের স্থলে আইন সভার প্রণীত আইন ও তদানুরূপ আইনের বিধানে বিচার কার্য সম্পাদনে পৃথক বিচার বিভাগ এবং আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পত্তনের কালে বুর্জোয়াশ্রেণীই ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা ও ক্ষতিকরতা নিশ্চিত করেছিল বলেই বুর্জোয়া সংস্কারকরাই পরলৌকিকতার ধর্মীয় বোধ-বুদ্ধিকে বিতাড়নে ইহলৌকিকতার সূত্র-তত্ত্ব বিনির্মাণ ও কার্যকরী করেছিল।

আবার, আদিতে ইটালীতে ১৩০০ সালে জন্ম নেওয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর বয়স মাত্র ৭০০ বছর, লগ্নি পুঁজির প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান -১৪০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইটালীর Banco di San Giorgio তথা ব্যাংকের বয়স মাত্র -৬০০ বছর। এরই মধ্যে সমগ্র দুনিয়াটা করায়াত্ত করেও পুঁজিবাদ স্বীয় সৃষ্ট আধুনিক উপকরণের বিদ্রোহের কবলমুক্ত হতে পারেনি বলেই বহুবার ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণী এবং ভয়ানকভাবে পরাজিত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্যারী কমিউনের নিকট ১৮৭১ সালে।

অত:পর, মার্কস যথার্থভাবে প্রমাণ ও সুত্রায়ন করেছেন যে, শ্রেণী বিভাজনের পর হতে মানব জাতির ইতিহাসই অর্থাৎ লিখিত ইতিহাস হচ্ছে-শ্রেণীশোষণ, শ্রেণী শাসন ও শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। আর সেই সূত্র ধরেই এ্যাংগেলস প্রমাণ করেছিলেন যে, অতীতে এক সময়ে শ্রেণী-রাষ্ট্র ছিল না। ইতিহাসই প্রমাণ করে শ্রেণী বা শ্রেণী শোষণ বা শ্রেণী শাসন সৃষ্টি করেছে মানুষই বা মানুষের ইতিহাসও তাই। আবার ইতিহাসেরই নিয়মে শ্রেণী-রাষ্ট্রের ক্ষতিকরতা, অনাবশ্যকতা ও অপয়োজনীতা নিশ্চিত করেছে বুর্জোয়া শ্রেণী । তাই- পরিত্যাজ্য রাষ্ট্র এবং অভিশপ্ত শ্রেণী বিলোপ-বিলীনে শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র যোগ্য-উপযুক্ত শ্রেণী বলেই শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর নিজেরও বিলোপের উপযুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা-ই শ্রমিকশ্রেণীর আশু লক্ষ্য ও উপযুক্ত কর্ম এবং মানবজাতিরও মুক্তির শর্ত ।কাজেই, শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য হাসিলে উপযুক্ত নীতি-কৌশল হিসাবে কেবল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নয় এক্কেবারে শ্রেণী-রাষ্ট্র বিলোপের আন্দোলনকে কমিউনিষ্ট আন্দোলন হিসাবে ধার্য করে " কমিউনিষ্ট" শব্দটিও ধার করেই সাম্যবাদী সমাজের সংবিধান তথা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার প্রণয়ন করেছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস।

কাউৎস্কি-লেনিনরা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার অস্বীকার ও অকার্যকর করেও মার্কসদের নাম ব্যবহার করে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করায় মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ মরতে মরতেও কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য হাসিলে উৎপাদন উপকরণের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও তদ্রুপ প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে, তাতে উৎপাদনের হার-গতি ও পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পণ্য ও পুঁজির বাঁধাহীন চলাচল নিশ্চিতকরণে কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত পুঁজির প্রত্যক্ষ কেয়ার টেকার রাষ্ট্রগুলো দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রগুলোকে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণে বাধ্য করে বৈশ্বিক পুঁজির উপযোগী বৈশ্বিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমগ্র দুনিয়াটাকেই

কেবলমাত্র একটি মাত্র একক সংগঠন তথা দি ফান্ডের অধীনস্ত করেও পুঁজিবাদ অতি উৎপাদনের সংকট হতে মুক্তি পায়নি বলেই ২০০৮ সালেও সর্বাধিক লগ্নি পুঁজির একক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক সংকটে নিপতিত হয়েছে। দেউলিয়া হয়েছে আমেরিকার সিটি ব্যাংক-জেনারেল মোটর্সের মতো বিশাল দেহী কোম্পানী।

কাজেই, শ্রমশোষণের হেতুবাদে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী ভিত্তিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র রক্ষক দি ফান্ড বা ফান্ডের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত না করে -শ্রম শোষণহীন ও শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; এবং বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার হেতুবাদে ব্যক্তিমালিকানা কেবল অপ্রতুল-অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকরই নয় বরং উৎপাদন প্রসার- বিকাশের ক্ষেত্রে- অনুরূপ মালিকানা সম্পর্ক উৎপাদনী উপকরণ ও শক্তির সহিত বৈরী ও সাংঘর্ষিক বিধায় বৃহদায়ন উৎপাদনী ব্যবস্থার সহিত ব্যক্তিমালিকানার অনুরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কাধীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সামগ্রীকভাবে অর্থাৎ সমাজের জন্য কেবল বোঝাই নয়, উপরন্ত উৎপাদনের উপকরণের ক্ষমতা ও কার্যকরতার প্রতিবন্ধক।

অথচ, উৎপাদনী উপকরণের বিকাশ না ঘটিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না হেতু বৃহদায়তন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় -পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক খোদ রাষ্ট্রের বিলুপ্তিই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক নিয়তি ও পরিণতি বলেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আন্ত:বিরোধ তথা শ্রেণী বিরোধে সৃষ্ট প্যারী কমিউনের রাজনৈতিক আবিস্কারকে সমাজতন্ত্র হিসাবে কবুল করেছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস এবং শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি। কিন্তু, ইতিহাসের এমন আবিস্কার ও নিয়মকে আমলে নিতে অক্ষমতা হেতু রাষ্ট্র বিলুপ্তকরণের কোন বিধান ভিয়েতনাম অথবা কোরিয়ার সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাই, বরং ব্যক্তিমালিকানা, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী এবং উত্তরাধিকার সহ পরিবারের রক্ষক কোরিয়া-ভিয়েতনাম রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে ঐসকল বিষয়সমুহ রক্ষায় রাষ্ট্র দুটির সংবিধানের নিশ্চয়তাকৃত অনুচ্ছেদগুলো অস্বীকৃত ও অকার্যকর হয় বিধায় কোরিয়া ও ভিয়েতনামের বিদ্যমান সংবিধানমুলে গঠিত চিরন্তন রাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়ার সুযোগ নাই। তবু, চিরকালের জন্য পত্তনকৃত রাষ্ট্র দুটি সোশ্যালিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট! স্বার্থান্ধ বর্বর ও ঠগবাজ না হলে ভন্ড ও মুর্খের মতো এমন বারোয়ারী বজ্জাতি-জালিয়াতি ও মিথ্যাচার সম্ভব ?

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মুলধ্বনি -"দুনিয়ার মজুর এক হও" , শ্লোগানের আড়ালে কোরিয়া-ভিয়েতনামের মজুরগণকে ভুয়া জাতীয়তার উন্মাদনায় উন্মত্ত ও মতিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসাবে উপরোক্তরূপ রাষ্ট্রিক সীমায় গন্ডিবদ্ধ ও শৃংখলিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা বিশেষ তথাকথিত স্বাধীন বা ভুয়া সার্বভৌম রাষ্ট্র ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষতি করা হয়েছে বটে সকল দেশের মজুরগণেরই। মজুরের শত্রু বুর্জোয়ারা-দি ফান্ডের মতো মহাক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান দ্বারা ফান্ডের কতিপয় মালিক রাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর ঋণদাস রাষ্ট্রগুলোকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আটক-বন্দী করার মাধ্যমে প্রতিটি রাষ্ট্রের কথিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্রয় ও হরণ করার মাধ্যমে দুনিয়ার বুর্জোয়াদের এক হওয়ার শ্লোগান কার্যকরী করলেও আংকেল হো চি মিনদের মতো মিশরীয় ফারাও

ডাইনেষ্টির ভূত ও বিকৃত উত্তরসুরীদের পাপে একই রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী শ্রমিকদের মধ্যকার ঐক্য-সংহতিও নষ্ট-বিনিষ্ট হয়েছে। আর কাউৎস্কি-লেনিনদের "আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" এখন তামাম দুনিয়ার বুর্জোয়াদের গুরুত্বপূর্ণ অথচ ফালতু রাজনৈতিক বুলি। যদিচ জাতিসংঘ চার্টারের চ্যাপ্টার-১, অনুচ্ছেদ,১ এর ২নং ধারায়ও তা বিবৃত ও স্বীকৃত হয়েছে। অত:পর, দি ফান্ডের রাজত্বে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক গুরু-লেনিন বা লেনিনবাদীরা নয় কি ?

অনুরূপ, মহা প্রভু দি ফান্ডের জন্মকালীন সদস্য হয়ে, কেবলমাত্র একক ব্রিটিশের পরিবর্তে পুঁজিওয়ালাদের সম্মিলিত কাঠামোর আওতায় ও আয়ত্তে এবং সর্বশক্তিশালী যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যে ও কর্তৃত্বের ফিনান্স পুঁজির জালে আবদ্ধ ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বলে-স্বাধীনতার নায়ক-উপনায়ক বলে দাবীদার ও স্বীকৃত ব্যক্তিগণতো জানতেন বটে এটি তাদের স্বাধীনতা নয়, বরং কেবলই যেমন প্রভু পরিবর্তন তেমন নয়া আংগিকের রাষ্ট্রিক দাসত্ব বা পরাধীনতা। কুযুক্তিতেও বলার উপায় নেই যে, তারা দি ফান্ডের মহাপ্রভুত্ব সম্পর্কে জানতেন না। কারণ- ভারত সরকারের মন্ত্রী হিসাবে তারাতো আর দি ফান্ডের চুক্তিপত্র না পড়ে দেশভাগের হিস্যামতো নিজ নিজ এস.ডি.আরের অনুপাতে ভোটের হার ও কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। না- কি নতুন নতুন প্রভুর অধীনে বার বার পরাধীন হওয়াটাই ভারতের অতীতের রীতি-নীতি মতো গণ্য করেছিলেন মহাত্মন ও মান্যবর ভারতীয় স্বাধীনতা পন্থীরা ?

অত:পর, ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রতি কিঞ্চিত নজর দেওয়া যেতে পারে-
১৬ সেপেটম্বর,১৮৫৭ সালে ডেইলী ট্রিবিউনে প্রকাশিত " ভারতীয় বিদ্রোহ " নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " বৃটিশের হাতে নিপীড়িত, অবমানিত ও বিবস্ত্র রায়তদের মধ্যে ভারতীয় বিদ্রোহ শুরু হয়নি, শুরু হয়েছে বৃটিশদের হাতে খাওয়া, পরা, পিঠচাপড়ানি, পুষ্টি ও আবদার পাওয়া সিপাহীদের কাছ থেকে। " পরিণতি স্বরূপ বৃটিশ পার্লামেন্টের ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে ভারতের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছিল বৃটিশ ক্রাউন।

আর কোম্পানীর পরিণতি সম্পর্কে- " ভারত বিল" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- "বস্তুতপক্ষে, ওদের গোটা ইতিহসটাই হল বিকিকিনির ইতিহাস। শুরু করেছিল সার্বভৌমত্ব কিনে, শেষ করল সার্বভৌমত্ব বেচে। "

অত:পর, বুর্জোয়াদের বা লেনিনবাদীদের তথাকথিত "সার্বভৌমত্ব " বিকিকিনির বিষয় বটে, এবং ভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন বা স্বাধীনতা লাভের জন্যও অনুষ্ঠিত হয়নি। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী দেশীয় রাজ-রাজড়া , যারা কোম্পানীর সুবিধাভোগী ছিল অথচ, পোষ্য আইন বাতিলের ফলে আর্থিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছিল তারা, বিদ্রোহীদের অধিকাংশই ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু হলেও ভারতের শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পারিতোষিক ভোগী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ।

যে মোগল ডাইনেষ্টী নিজেই ভারত দখলকারী এবং দিল্লীর মোগলরাই -ডাস, ফরাসী ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ভারত দখলে প্রাথমিকভাবে সনদ ইস্যু করেছিল । ভারতের পরাধীনতা বিষয়ে ১৮৫৩ সালে " ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল " নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " -----এই মুহূর্তেও ভারত ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়ে আছে ভারতেরই খরচে এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারাই। বিজিত হবার নিয়তি ভারত তাই এড়াতে পারত না; এবং তার অতিত ইতিহাস বলতে যদি কিছু থাকে তো তার সবখানি হল পর পর বিজিত হবার ইতিহাস। ভারত সমাজের কোন ইতিহাস নেই- অন্তত জানা কোনো ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস বলে যা বলি, সে শুধু একের পর এক বহিরাক্রমণকারীর ইতিহাস, যারা ঐ অপ্রতিরোধী অপরিবর্তমান সমাজের নিস্ক্রিয় ভিত্তিতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গেছে। "

মার্কসের বক্তব্যের স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে একটি নজির উল্লেখ্য- পররাজ্যগ্রাসী ও দখলদার এবং দুনিয়ার অন্যতম খুনি এবং হাফ গড -" গ্রেট আলেকজান্ডার" পার্সিয়া দখল করে ভারত দখলের অভিপ্রায়ে ভারতের স্থানীয় রাজাদেরকে সার্বভৌমিত্ব বিকাতে আমন্ত্রণ জানালে বর্তমান পাকিস্তানের উত্তরাংশের তথা গান্ধারের রাজা কেবলমাত্র নিজ রাজ্য বা রাজধানী তক্ষশিলার কর্তৃত্বই আলেকজান্ডারের নিকট বিলিয়ে দেয়নি, একই সাথে তার প্রতিবেশী ও শত্রু পাঞ্জাবের ঝিলম নদীর তীরবর্তী পৌরভা রাজ্যের রাজা পুরুসকে আক্রমনে আমন্ত্রণ জানিয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রস্তাব দেয় এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ সালে আলেকজান্ডার ভারত দখল করে। অত:পর, তুর্কি, তাতার , রুশি, পারস্য বা ওলন্দাজ বা ইংরেজ, কে দখল করেনি ভারত ?

বাংগালী নয়, তবে দিল্লীর মোগল সম্রাট এর পক্ষে বংগের খাজনা-কর আদায় সহ সম্রাটের হুকুম-নির্দেশ অমন্যকারী ও ভঙকারীকে উপযুক্ত দন্ড বিধান সহ দমন-পীড়নে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্তিতে নবাব আলী বর্দ্দির পারিবারিক বিরোধ ও কোন্দল সত্ত্বেও উত্তরাধিকার সূত্রে নিযুক্ত বাংলার নবাব সিরাজ কর্তৃক পদাবানত নবাবের সেনাপতি মির জাফর আলীর সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ৫ জুন ,১৭৫৭ সালের সম্পাদিত চুক্তিমতো নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ধুরন্ধর ক্লাইভ মাত্র ৯০০ ইংরেজ সৈনিক ও ২১০০ ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে- ইতিহাসখ্যাত সপ্তবর্ষী যুদ্ধে ইংলন্ডের শত্রুপক্ষ ফ্রান্সের সমর্থনপুষ্ট বাংলার নবাবের ৫০,০০০ সেনার বিশাল বাহিনীকে ২৩ জুন,১৭৫৭ সালে পলাশীতে আক্রমন করে মীর জাফরের সহযোগিতায় নবারের ৫০০ সেনা হত্যা করে এবং কোম্পানী পক্ষে ভারতীয়-১৬ এবং ইংরেজ-৭ মোট ২৩ জন সেনার লাশের বিনিময়ে বাংলার নবাবী কর্তৃত্ব হতে সিরাজকে বেদখল দিয়েছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

কোম্পানী ভারতে এসেছিল একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ নিয়ে কিন্তু বাংলা দখলের পর কোম্পানীর প্রধান ব্যবসা হল রাজস্ব আদায় ও রাজনীতি। জগৎ শেঠ, রায় দুর্লব, উমি চাঁদ, এয়ার লতিফ, ঘষেটি বেগমরা পরজীবীতার আরো অধিকতর সুযোগ-সুবিধার জন্য ক্লাইভ ও মীর জাফরকেই সহযোগিতা করেছিল।

অত:পর, ইংরেজ বেনিয়ারাও ভারতের শাসক-শোষকদের সহযোগিতা নিয়েই ভারত দখল করেছিল বটে। তাই বলে ভারতকে সমগ্র ইংরেজ জাতি শোষণ-শাসন করতো- লেনিনদের এমন বক্তব্য আওড়ানোর মাধ্যমে একদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীকে আড়াল করা এবং অন্যদিকে ভারতের পরাধীনতার জন্য বৃটেনের শ্রমিকশ্রেণীকেও দায়ভাগী ও সুবিধাভোগী গণ্য করে তাদেরকেও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর শোষক-দুশমন হিসাবে অন্যায়ভাবে সাব্যস্ত করা সহজই হয়। তাতেও লাভ বটে উভয় দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীরই।

কিন্তু, ২১ সেপ্টেম্বর,১৮৫৭ সালে ডেইলী ট্রিবিউনে প্রকাশিত " ভারতে বৃটিশ আয়" নিবন্ধে যাবতীয় তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে মার্কস জানিয়েছেন-কোম্পানীর সম্পত্তি পাহারা ও শাসন নিশ্চিত করতে ব্রিটিশ সরকারের নিজ খরচে ব্রটিশ সরকারের সেনাবাহিনীর ৩০ হাজার সদস্য ভারতে নিয়োজিত ছিল; আর ভারত হতে আয়-সুবিধাভোগী ছিল- কোম্পানীর ৩০০০ ষ্টক হোল্ডার, ১৮ জন ডাইরেক্টস, সার্ভিস সেক্টর:- সিভিল-৮০০, চার্চ-১৬৭, মেডিকেল-৮০০, সেনা-৮০০০ এবং ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল ৬০০০ ইংরেজ সর্বমোট ১৮,৭৮৫ জন। তাছাড়া ছিল বার্ষিক ২কোটি ডলারের পেনসন সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তি। কিন্তু বৃটেনে মোট লোক সংখ্যা ছিল-৩ কোটির বেশী এবং বৃটেনের শ্রমিক সহ গরীব মানুষদেরকে ছলে-বলে কৌশলে পাঠানো হত বা কেউ কেউ বন্ডেড দাস হিসাবে চলে যেত আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে। আবার ভারতের ৩০ কোটি মানুষের মধ্যে খোদ মোগল সম্রাট সহ বহু রাজা-মহারাজা, সরকারী কর্মচারী , বিচার বিভাগীয় শকুন সহ শিল্পপতি-ব্যবসায়ী ও জমিদার গোষ্ঠী শোষণ করতো ভারতীয় শ্রমিক-কৃষক সহ সামগ্রীকভাবে শ্রমজীবী জনগণকে। উল্লেখিত ভারতীয় শোষক গোষ্ঠী ভারতের বাসিন্ধা হয়েও শোষিত নয় বরং ভারতের শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ-পীড়ন করতো বৃটিশ পুঁজিওয়ালা ও পুঁজিবাদী শোষকদের সহযোগী-দালাল গোষ্ঠী হিসাবেই। ফলে- বহু জাত-গোত্র, ধর্ম-বর্ণের ভারতীয়রা যেমন জাতিগতভাবে নয়, বা কেবলমাত্র ভারতীয় হিসাবেও নয়, শোষিত- পীড়িত হত কেবলই পুঁজিওয়ালা-পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদী গোষ্ঠী এবং পুঁজির সেবাদাস- সহযোগী শোষক-শাসক শ্রেণী কর্তৃক,অনুরূপভাবে বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণী নয় বা সমগ্র ইংরেজ জাতিও নয়, ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ-পীড়ন করত উল্লেখিত সংখ্যক পুঁজিপতি বা পুঁজিবাদের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী , তা তাদের জন্মস্থান-বসবাস, বা রং-বর্ণ বা ভাষা-ধর্ম যাহাই হোক না কেন, এক ও অভিন্ন তারা শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ-পীড়নে অর্থাৎ শ্রেণী চরিত্রে।

এজন্যই ঐ নিবন্ধেই মার্কস লিখেছেন- " এই যখন অবস্থা, তখন স্পষ্টতই বুঝা যায় যে ভারত সাম্রাজ্য থেকে গ্রেট বৃটেনের যে সুবিধা সেটা কেবল ব্যক্তিগত কিছু বৃটিশ প্রজার মুনাফা ও উপকারেই সীমাবদ্ধ।" অর্থাৎ উভয় দেশের মুনাফাভোগী ও সুবিধাভোগীরাই উভয় দেশের শ্রমজীবী মানুষের শোষণকারী হিসাবে শ্রমিকদের সাধারণ শত্রু বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অধিকতর দায়িত্ব ছিল মার্কসদের মতে ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীরই। কারণ- জন্ম সুত্রে

ও অভিজ্ঞতায় পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণী ছিল যেমন সমৃদ্ধ ও সংগঠিত এবং অধিকতর সচেতন তেমন পুঁজিবাদী সংকটের কেন্দ্রবিন্দুও ছিল পশ্চিম ইউরোপ।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে একদা বৃটিশের সুবিধাভোগী তবে ব্রিটিশ রাজ কর্মচারীর সহিত বৈরীতার হেতুবাদে জুনাগড় রাজ্যের পদচ্যুত চীপ মিনিষ্টার স্বামীজী কৃষ্ণ ভার্মার উদ্যোগে ১৯০৫ সালে লন্ডনে " ইন্ডিয়া হাউস" প্রতিষ্ঠা এবং একই সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে " ইন্ডিয়ান হোম রুলস সোসাইটি" , লক্ষ্য - কৃষ্ণ ভার্মার আদর্শিক গুরু স্বামী দয়ানন্দ শরস্বতী কর্তৃক ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত ভিত্তিক " আর্য সমাজ" অর্থাৎ "নোবেল সোসাইটি"র আদর্শ তথা কংগ্রেসী নেতা বি.জি.তিলকের ভাষায় খ্রীষ্টান- মুসলমান নয় একদম বেদমতে "গরুকে" পবিত্র মাতা জ্ঞানে খাঁটি হিন্দু বা ভারতীয় হওয়ার মতো বিষয়াদিই অর্থাৎ বেদ হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার, বেদান্ত বর্ণিত ঈশ্বর হচ্ছে সত্য ও ন্যায় এবং শক্তির উৎস হচ্ছে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরের ধর্মমতো জীবন যাপন করা রূপ মোট ১০ নীতিমালার "হোম রুলস" ভারতে প্রতিষ্ঠা করা।

স্বামী দয়ানন্দই তাঁর গুরু স্বামী ভিরজানন্দের বিখ্যাত বক্তব্য- " ব্যাক টু দ্যা বেদাস" এর ভিত্তিতে ১৮৭৬ সালে " স্বরাজের" দাবী জানান বলে স্বরাজ তথা সেল্‌ফ রুলসের দাবীদার প্রথম ভারতীয় তিনিই । পরবর্তীতে " ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়ানস" বলে কংগ্রেস নেতা তিলকও স্বরাজের দাবী তুলেছিলেন। এবার দেখা যাক বেদান্ত ভারতের অবস্থা বিষয়ে মার্কস কি বলেছেন। ২৫ জুন,১৮৫৩ সালে ডেইলী ট্রিবিউনে প্রকাশিত " ভারতে বৃটিশ শাসন" নিবন্ধে মার্কস লিখেছেন- " এই সব ছোটো ছোটো বাঁধিগৎ ধরনের সামাজিক সংস্থাগুলি বহুলাংশে ভেংগে গেছে ও অদৃশ্য হয়ে চলেছে, সেটা বৃটিশ ট্যাক্স- সংগ্রাহক ও বৃটিশ সৈন্যের বর্বর হস্তক্ষেপের ফলে তত নয় যতটা ইংরেজের বাস্প ও ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলেই। ঐ সব পারিবারিক গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল হাতে কাটা সুতা, হাতে বোনা কাপড় ও হাতে করা চাষের এক বিশিষ্ট সমন্বয়ের কুটির শিল্প যা থেকে তারা পেত আত্মনির্ভর শক্তি। ইংরেজের হস্তক্ষেপ সুতাকাটুনির স্থান করেছে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং তাঁতীর স্থান রেখেছে বাংলায়, অথবা হিন্দু সুতাকাটুনি ও তাঁতি উভয়কেই নিচিহ্ন করেছে এবং এই সব ছোট ছোট অর্ধবর্বর, অর্ধসভ্য গোষ্ঠীগুলিকে ভেংগে দিয়েছে তার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে এবং এই ভাবে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ার যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে একমাত্র বিপ্লব।

ঐ সব লক্ষ লক্ষ শ্রম পরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত হয়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার এক সমুদ্রে, সে সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে যুগপৎ তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকার্জনের বংশানুক্রমিক উপায় - দেখতে এটা মানবিক অনুভূতির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কে, এ কথা যেন না ভুলি যে এই সব শান্ত-সরল গ্রাম সংগঠনগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্য-মানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, তাকে

করেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত কিছু মহিমা ও ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। যে বর্বর আত্মপরতা এক একটা হতভাগ্য ভূমিখন্ডের ওপর পুঞ্জিভূত হয়ে শান্তভাবে প্রত্যক্ষ করে গেছে সাম্রাজ্যের পতন, অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান, বড়ো শহরের অধিবাসীগণের হত্যাকান্ড, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর চাইতে একতিল বেশী বিবেচনা এদের সম্পর্কে করেনি, এবং দৈবাৎ আক্রমণকারীর লক্ষ্যপথে পড়লে যা নিজেও হয়ে উঠছে আক্রমণকারীর এক অসহায় শিকার, সে আত্মপরতার কথা যেন না ভুলি। যেন না ভুলি যে এই হীন, অনড় ও উদ্ভিদ-সুলব জীবন, এই নিষ্ক্রিয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে, তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটিকেই হিন্দুস্তানে পরিণত করেছে এক ধর্মীয় প্রথায় যেন না ভুলি যে ছোট ছোটো এই সব গোষ্ঠী ছিল জাতিভেদপ্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কুলষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাহিরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং-বিকশিত একটি সমাজব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানি করেছে প্রকৃতির পশুবৎ পূঁজা, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেব রূপী বানর এবং শবলাদেবী রূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধ:পতনের প্রমাণ দিয়েছে।

এ কথা সত্য যে, ইংলন্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন: হল এশিয়ার সামাজিক অবস্থার মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলন্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলন্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র। ” এবং প্রাচীন এক জগতের ভেংগে পড়ার দৃশ্যে ইতিহাস অনুগতরা মন:পীড়ায় আক্রান্ত হতে পারে না বলে মার্কস নিবন্ধটির সমাপ্তি টানেন।

অত:পর, গোমাতা ভক্ত স্বামী দেবানন্দ যে স্বরাজের আহবান জানিয়েছে সেটি, উদ্ভিদ সুলব , অনড়-অচল প্রকৃতি নির্ভর জীবন তথা অজ্ঞতা-মূর্খতা ও দাসত্বের ব্যবস্থা বিশেষ পুন:প্রতিষ্ঠারই আহবান। পুঁজির সঞ্চলনে যেটি ভেংগেছে এবং পুঁজির সঞ্চয়-সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনের কারণে যে ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া বা পুন:প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব নয় এবং “স্বাধীন” ভারতে তা হয়নি। অথচ,পিছনে পড়ে যাওয়া বা বিদুরীত সাবেকী ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠার দাবী তোলা ইতিহাসের বিচারে অতি অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীলতা। বিশেষত যে এশীয় বর্বরতা ছিল মানবজাতির সভ্যতার পথে প্রতিবন্ধক,সেই অসভ্যতাকে ফিরিয়ে আনার অর্থতো সমগ্র মানব জাতিকে অসভ্যতা-বর্বরতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াশীল অপচেষ্টা মাত্র। অথচ, অনুরুপ প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে ফিরে যাওয়ার জন্যই ভারতীয় জাতিয়তাবাদের নামে স্থাপিত হল- **লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস**।

ইন্ডিয়া হাউসের আরেক প্রোডাক্ট-স্বাধীনতাকামী ভারতীয় হিন্দু মহাসভার-১৯৩৭ হতে ১৯৪৩ পর্যন্ত সভাপতি, ১৯০৬ সালে লন্ডনেই “ ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটির” প্রতিষ্ঠাতা ও স্বস্বীকৃত নাস্তিক মি: ভি.ডি. সাভারকার বলেন-“ হিন্দু হচ্ছে ভারত বর্ষের দেশপ্রেমিক বাসিন্দা।” তিনি আরো লিখেন- “ The Aryans who settled in India at the

dawn of history already founded a nation, now embodied in the Hindus.” অর্থাৎ কেবলমাত্র ইতিহাসের আদিকালে ভারতে বসতি স্থাপনকারী ভারতীয়রাই আর্য , অন্যরা হিন্দু জাতির অংশ নয়। সেজন্য মুসলিম-খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্মের অনুসারীদেরকে মক্কা সহ ভিন্ন দেশে হিজরতের নিদান দিয়েছিলেন; ১৯০৫ সালে বংগভংগের বিরোধী হয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী সেজেছেন তিনি । অথচ, শেষকালে অখন্ড ও স্বাধীন ভারতের জন্য জীবন ত্যাগী-নির্যাতনভোগী ভারত মাতার বহু সন্তানের ত্যাগ-তিতিক্ষাকে বেমালুম ভুলে ও পদদলিত করে দেশ মাতাকে ধর্মের নামে ভাগ-বিভাগ করে ভারত বিভক্তিতে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গড়ার পক্ষভুক্ত হলেন অধার্মিক তবে বিজ্ঞান বিরোধী এবং স্বার্থান্ধ ও দ্বিচারীতাদোষে দুষ্ট পন্ডিত প্রবর সাভারকার।

এহেন সাভারকারই “ Saha Soneri Pane” means “The Golden Periods of Indian history” and “ 1857- The First war of Independence” রচনা করেন। ১৮৫৭-দি ফাষ্ট ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স, পুস্তকখানি ১৯০৯ সালে হলান্ড, জার্মানী ও ফ্রান্স হতে প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর আর্য সমাজ বা হিন্দুত্বই ভারতীয় জাত-জাতির পরিচয় ও তদার্থে হিংস্র জাতিবাদী হিটলারের অগ্রজ হিসাবে ভারতের স্বর্ণ যুগের গাল-গল্প বা কল্পকথা লিখে তাকেই ইতিহাস হিসাবে বাজারজাত করেছেন মি: সাভারকার এবং আর্য সমাজ ভক্ত শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি-গীতিকার প্রমুখরা ভারতীয় ঐতিহ্যের তথা রামরাজত্বের গুণকীর্তন করাসহ পৃথিবীর সেরা ঐশ্বর্যের দেশই কেবল নয় উপরন্ত ভারতকে সকল দেশের “ রানী”বানিয়ে অপরাপর দেশকে রাজা গণ্যে প্রকারান্ত রে বিদেশী রাজাদের ভারতের কর্তৃত্ব গ্রহণের স্বীকৃতি ও বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে যেমন চিরকালীন দাসত্বের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে তেমন কেবলই স্বীয় জন্মভূমিকে সকল দেশের সেরা হিসাবে জাহির করে নিজেদেরকে জগত সেরা প্রতিপন্নে অন্যান্যদের জন্মভূমিকে নিকৃষ্ট সাব্যস্তে ও তাঁদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কেবলমাত্র জন্মভূমির হেতুবাদে অন্যান্যদের প্রতি বৈরী ও বৈষম্যমূলক মনোভাব ছড়িয়ে কার্যত প্রকৃতি সম্পর্কে যেমন অজ্ঞতা ও মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তেমন ভারতের ঘৃণ্য চাতুর্বর্ণের জাতপাত সমেত শ্রমজীবী ও পরজীবীদের মধ্যেকার শোষণমুলক-বৈরী সম্পর্ক বা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য - বিভক্তিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য-বিরোধ ও বৈরীতার যাবতীয় আর্থ-সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা ইত্যকার বিষয়াদিকে আড়াল করতে- ভারতের সকলের গোলা ভরা ধান-গোয়ালভরা গরুর বানোয়াটি রচনা লিখে অনঢ়-অচল বৃক্ষ সুলভ ভারতের বাস্তব নয় বরং কল্পিত চিত্রলিপি তৈরী করে নিজেরা রাজা সাজার লোভে ও দাসোচিত মানসিকতায় ভারতীয় বর্বর রাজ-রাজাদের অন্ধত্ব ও স্বার্থান্ধতায় সৃষ্ট চরম দাসত্বের পারিবারিক ব্যবস্থা অক্ষুন্নে আসলে সম্পত্তি বেহাত হওয়া হতে রেহাই পেতে অর্থাৎ উত্তরাধিকার তথা সপিন্ডদাতার সম্পত্তি রক্ষায় এবং নারীকে কেবলই পুরুষের ভোগ-সম্ভোগের সামগ্রী সাব্যস্তে- নৃশংস হত্যাযজ্ঞের সতীদাহ প্রথাসমেত দেবদাসীর ঘৃণ্য-জঘন্য ও নারকীয় প্রথা,পরিস্থিতি ও পরিবেশ, এবং যোগাযোগের দুর্গমতাসহ অব্যবস্থা, প্রকৃতি নির্ভরতা ও রাজকীয় শোষণ-শাসনে আকাল-দুর্ভিক্ষ,মহামারি সমেত চরম অভাব ও ভয়ানক দারিদ্রতাসমেত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা-অনুশীলনের সুযোগহীনতাসহ তদার্থে চরম বৈরী অর্থাৎ অজ্ঞতার সময়কালকে সোনালী কাল হিসেবে বিবৃত করে একদিকে ভারতের

ইতিহাসকে যেমন অস্বীকার করেছেন, তেমন কেবলমাত্র স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় যারা-ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিল ইংরেজ লুটেরা-বেনিয়াদের সহযোগে ভারতীয় শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ-পীড়নে ওস্তাদ বনেছিল বলে সন্তানকে স্কুলে পাঠাবার মতো বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে পেরেছিল, সেই শিক্ষিত গোষ্ঠী ব্যবসা-বাণিজ্য সহ উপযুক্ত পেশার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে -সাভারকারদের কল্পিত গল্পের আছরে আবিষ্ট-আপ্লুত হয়ে ও তা বিশ্বাস করে মূঢ়তা ও অজ্ঞতা এবং স্বার্থগত বিরোধ-বিদ্বেষ বশত কখনো কখনো ইংরেজ বিদ্বেষী হলেও তাঁরা কিন্তু পুঁজিবাদী সুযোগ-সুবিধা হাসিলে ইংরেজতো বটেই এমনকি জার্মানীসহ নানান দেশীয় পুঁজিপতিদের আতিথ্য গ্রহণেও কার্পণ্য করেনি বলে ভুয়া সোনালী ভারতের জয়কীর্তনের আবেশে ও ফালতু দেশপ্রেমের বুজরুকিতে নিজেদের বিত্ত-বেশাত ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রসারে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা বৈ খামতি করে নাই বলে কার্যত তারা প্রেমি ছিল পুঁজির হেতু বিদ্বেষী ছিল দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর এবং অতি অবশ্যই ভারতের শ্রমজীবী মানুষেরও ।

আরো উল্লেখ্য-সোনালী ভারতের দেশপ্রেমিরা বৃটিশ খেদানোর দাবী করলেও পুঁজিবাদের একমাত্র কবরখনক শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত হয়ে সামগ্রীকভাবে পুঁজিবাদের ধ্বংস-বিনাশে তারা রাজীতো নয়ই তদপুরি তাদের বানোয়াটি কল্পিত সোনার ভারতে দ্রাবিড় ও নীচু বর্ণের অস্পৃশ্য হিন্দুরা কেবলই দাস বৈ মানুষ হিসাবে গণ্য হয়নি; আবার ভারতীয় অথচ কনভার্টেড মুসলিম-খ্রীষ্টান বা অপরাপর সম্প্রদায় বা জাতি-গোষ্ঠী কিন্ত হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় হিসাবে গণ্য হয়নি বলেই কার্যত উল্লেখিত গোষ্ঠীর জনসমষ্টিকে নিজ জন্মভূমিতে বসবাসের অধিকার হতে বঞ্চিত করার উকৃষ্ট রাজনৈতিক বজ্জাতি বটে বর্ণিত নোবেল তথা আর্যসমাজের বানোয়াটি ইতিহাস ও কীর্তি ।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত মতামতের বিষয়ে সাভারকারের ঐতিহাসিক গুরু বটে বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য মি: ডিজরেলি। কারণ- ১৪ আগষ্ট, ১৮৫৭ সালে ডেইলী ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত “ ভারত প্রশ্ন” নিবন্ধে মার্কস কর্তৃক বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত ডিজরেলীর বক্তব্যের উদ্ধৃতাংশ হচ্ছে- “ ভারতের অশান্তি কি সামরিক হাঙ্গামা না কি তা ভারতীয় বিদ্রোহ? সৈন্যদের আচরণ কি একটা আকস্মিক আবেগের ফল, নাকি তা একটা চক্রান্তের পরিণতি ?” উক্ত নিবন্ধের শেষাংশে ডিজরেলীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মার্কস লিখেছেন- “ তাঁর এই সব প্রতিপাদন থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান ভারতীয় অশান্তিটা সামরিক হাঙ্গামা নয়, জাতীয় বিদ্রোহ, সিপাহীরা যার ক্রিয়মান হাতিয়ার মাত্র।”

অর্থাৎ ডিজরেলীর মতে সিপাহী বিদ্রোহ মুলত এবং কার্যত আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীদার ভারতীয়দের জাতীয় স্বাধীনতার বিদ্রোহ। মার্কস কিন্তু ডিজরেলীর এমত ফতোয়া প্রদানের বেশ পরেই এটিকে জাতীয় নয় , সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শনাক্ত করেছেন মর্মে আলোচ্য আলোচনার শুরতেই তদমর্মে মার্কসের বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার সাভারকারের বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

অত:পর, মজার বিষয় হচ্ছে- স্বামী দয়ানন্দ,তিলক বা সাভারকার নয়, কার্যত ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের কাংখিত স্বরাজ ও স্বাধীনতার সুত্রপাত করেছেন মি: ডিজরেলী সাহেব। সাভারকারদের মতো মতলববাজরা লেনিনদের মতোই নিজেদের হীন স্বার্থে যখন যাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় তখন তাঁকেই ব্যবহার করে বলে ভারতীয় স্বরাজ ও স্বাধীনতা পন্থী সাভারকার নিজে - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে বৃটিশ সরকারের পক্ষে ছিলেন বলে ১৯৪৩ সালে কংগ্রেসের 'ক্যুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের বিরোধীতা করেছেন।

স্বামীজী দয়ানন্দের আর্য সমাজ ও স্বরাজের ভাবাদর্শের পক্ষে ব্যারিষ্টার পি.মিত্র ১৯০০ সালে কলকাতায় গড়ে তোলেন অনুশীলন সমিতি এবং ১৯০৫ সালে বংগ ভংগের পরে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় যুগান্তর । এই উভয় সংগঠনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস ও ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাটির সাথে । ইন্ডিয়া হাউসের সহিত জড়িতরাই ১৯১৩ সালে আমেরিকায় গড়ে তোলে গদর পার্টি। এ সবকটি সংগঠন-দলের সহিত সুসম্পর্ক ছিল বৃটিশের প্রতিপক্ষ জার্মান সম্রাট কাইজার সরকারের। এরাই ছিল জার্মান ফ্রেন্ডস সোসাইটির সক্রিয় কর্তা। বৃটিশকে ভারত ছাড়া করা বিষয়ে জার্মানের সাথে তাঁদের নানান চুক্তি হয়, এবং সেমতে জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ ভারতীয় বহু স্বাধীনতাকামীকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে বলে কানপুর বা আমেরিকায় যেমন হিন্দু-জার্মান চক্রান্তের দায়ে বিচার হয়েছে এদের অনেকের তেমন অনেকেই রাশিয়ায় লেনিনদের আতিথ্য গ্রহণ ও লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট বনেছে। তবে বৃটিশ তাড়াতে জার্মান সহযোগিতা নিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনকারী বহুজন ১ম বিশ্বযদ্ধের শেষে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে লেনিনের শিষ্য ষ্ট্যালিনের পদাংক অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বৃটিশের পক্ষ নিয়েছে। আবার কেউ কেউ বিশেষত বাল গংগাধর তিলকের মতো গোমাতা ভক্ত নেতারা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ অষ্ট্রেলিয়া-কানাডার মতো ডোমিনিয়েন মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- " অল ইন্ডিয়া হোম রুলস লীগ"।

যুগান্তরের পত্রিকার নাম " বন্দে মা তরম"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম চট্যোপাধ্যায়ের রচিত বন্দে মা তরমই একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুল সংগীত ও পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে কিছুদিন গীত হয়েছিল। জাতীয় সংগীত হিসাবে অন্তত সাড়ে ৩ বছর প্রতিদিন 'বন্দে মা তরম' গাওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজী ও তাঁর সহযোগীদের মনে পড়েছিল এটি মুসলিম বিদ্বেষী তাই বাতিল করা হয়। ইংরেজ রাজকর্মচারীর পুত্র ও ইংরেজী শিক্ষিত এবং ইংরেজ সরকারে কালেক্টর বঙ্কিম বাবুও আর্য সমাজের অন্যতম ভক্ত ও সাফাইদার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাইতো "দেবী চৌধুরানী" ও "আনন্দমঠে" তিনি বৃটিশ সরকারের পক্ষ নিয়ে মুসলমান বিতাড়নে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে উপন্যাসদ্বয়ের নায়ক-নায়িকাকে উপস্থাপন করেছিলেন।

নাট্যকার দ্বিজেন রায়েরা ভারতীয় মোগল সম্রাট ও বাংলায় সম্রাটের গভর্ণর তথা বিদেশী নবাবদের দেশেপ্রেমের মাহাত্ম কীর্তন করেই ডিজরেলী-স্বামীজী ও সাভারকারদের ভারতীয় দেশপ্রেমের ফানুস ছড়িয়েছেন বিস্তর। ভারতীয় দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী বা স্বাধীনতা পন্থীরা ইন্ডিয়া হাউসের সুবাদে ফ্রান্স,জার্মান, আমেরিকা , জাপান ও রাশিয়ায়

আশ্রয় নিয়ে বা বসবাস করে ব্রিটিশ পুঁজির প্রতিপক্ষ উল্লেখিত দেশগুলোর কোন কোনটির সরকার বা কোন কোনটির পুঁজিপতিদের নিকট হতে অর্থসহ নানা প্রকার সহযোগিতা নিয়ে ভারত হতে ব্রিটিশ বিতাড়নে বছরের পর বছর প্রবাসী থেকেছেন। ডিসেম্বর, ১৯১৫ সালে আফগানিস্থানে গঠিত প্রথম ভারতীয় সাময়িক সরকারের প্রেসিডেন্ট রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ লেনিনের আমন্ত্রণে রাশিয়াবাসী হয়ে ১৯২২ সাল হতে জাপানে অবস্থান করে অনেকটা লেনিনের সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ফেডারেশনের আদলে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ' ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সেন্টার' পরিচালনা করে ৩২ বছর পর ভারতে ফিরে ভারতীয় সংবিধানমুলে গঠিত কেবলমাত্র ভারত রাষ্ট্রের সেবা করার জন্য গডের নামে সাংবিধানিক শপথমুলে ভারতীয় লোক সভার সদস্য হিসাবে ভারতের শ্রমজীবী জনগণের বিরুধ্বে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যারা আবার যুক্ত-জড়িত বৃটিশ-আমেরিকা সহ বিশ্ব পুঁজিবাদী শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সথে তাঁদের সেবা করেছেন। তবে এতে তিনি লজ্জিত ছিলেন এমনটা তথ্য পাওয়া যায়নি। আসলে-প্রতারকদের লজ্জা-শরমের বালাই থাকতে নাই যেমন থাকেনি খোদ লেনিন সহ লেনিনবাদী জালিয়াতদের এবং থাকছে না লেনিনবাদী ক্রিমিনালদের।

হিন্দু বা মুসলিম নয়, তবে ইংরেজী শিক্ষিত ও বরোডা রাজ্যের চীপ মিনিষ্টার দাদা ভাই নৌরজি বৃটিশ তুলা কোম্পানী -কেমা এন্ড কোং এর পার্টনার হিসাবে লন্ডন গিয়ে ১৮৫৯ সালে নিজেই তুলা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে ভালোই আয়-রোজগার করে বুর্জোয়াশ্রেণীর সুবিধার্থে ইংরেজ ব্যুরোক্রাট মি: এ.ও. হিউমের সহযোগে- "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস"প্রতিষ্ঠা করেন-১৮৮৫ সালে এবং তিনি কংগ্রেসর সভাপতিও হয়েছিলেন,এবং ব্রিটিশ লিবারেল পার্টির টিকেটে প্রথম এশীয় হিসাবে বৃটিশ কমন্স সভায় ১৮৯২-৯৫ পর্যন্ত সদস্য ছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস কালক্রমে ভারতের অংশবিশেষের স্বাধীনতার মৌরশী দাবীদার ও পাট্রাদার এবং শ্রী নৌরজী সাহেবের স্নেহধন্য ও শিষ্য মি: জিন্নাহ ভারতের অপর অংশ পাকিস্তানের জনক হিসাবে স্বীকৃত হন। মান্যবর নৌরজী সাহেবের সমর্থন পুষ্ট ইন্ডিয়া হাউসে নিয়মিত যাতায়ত ছিল জিন্নাহর। ভারতীয় 'বাপি' গান্ধীও অতিথী হয়েছেন ঐ হাউসে। বাদ যাননি- মহামতি লেনিন। অত:পর, জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ও নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা অর্জনের শর্তেই ৩য় আন্তর্জাতিকের সদস্যপদ প্রাপ্তির ফতোয়াকারী মার্কসবাদী লেনিন সাহেব কিন্তু নীতিগতভাবে সাভারকারের মতোই ডিজরেলী-স্বামীজি দয়ানন্দ প্রমুখের শিষ্য নয় কি?

জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, সেলফ রুলস , জাতীয় মুক্তি বা নিপীড়িত বুর্জোয়ার মুক্তি লাভ তা- যাহাই বলা হোক না কেন, ব্রিটিশের কমনওয়েলথভুক্ত থাকার শর্তে ১৯৪৭ সালে দ্বিখন্ডিত হয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলো বটে জাতিসংঘ ও আই.এম.এফের সদস্য হিসাবেই । দাসত্বের নাম যদি হয় স্বাধীনতা তবে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র। তবে নব্য স্বাধীন পাকিস্তানে লুন্ঠনে উন্মত্ত পুঁজিপতিশ্রেণীর আন্ত:বিরোধ ও বৈরীতায় জেরবার , মুলত নতুন করে জন্ম হলেও কার্যত মৃত্যপথযাত্রী ব্যভিচারী রাষ্ট্র পাকিস্তান নিজ রাষ্ট্রিক কার্যক্ষমতার চূড়ান্ত অক্ষমতায় তবে প্রকাশ্যে বাংগালী জাতির মুক্তির হেতুবাদে ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেংগে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। এহেন জাতীয়

মুক্তির বাংলাদেশে বাংগালী পুঁজিপতির সংখ্যা কোটিপতির মানে ২৫ হাজার ছুঁই ছুঁই। পাকিস্তান-ভারতের ধনপতির সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও ভারতে লক্ষকোটি টাকার শিল্পগোষ্ঠী বিদ্যমান। অত:পর,লেনিনের সমর্থিত ও পীড়িত মর্মে ভারত-পকিস্তান ও বাংলাদেশের পুঁজিপতি গোষ্ঠী অবাধে শোষণ- পীড়ন করছে দেশীয় শ্রমিকশ্রেণী সহ শ্রমজীবী জনগণকে নিজ নিজ ' স্বাধীন রাষ্ট্রের' স্বাধীন মালিক-মোক্তার হিসাবে।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীসহ দেশের সামগ্রিক অবস্থাটা কিঞ্চিত অনুমানের জন্য সি.আই.এর, ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক হতে ২০০৪ সালের কিছু তথ্য-উপাত্ত দেওয়া যাক-
ভারত:- শিক্ষার হার-৫৯.৫%, জি.ডি.পি বৃদ্ধির হার-৬.২%, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি-৩১০০ মার্কিন ডলার, লেবর ফোর্স:- কৃষি-৬০%, শিল্প-১৭% এবং সার্ভিস-২৩%, মোট রপ্তানী-৬৯.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট আমদানি-৮৯.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বৈদেশিক ঋণ-১১৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, আয়:-সর্বোনিম্ন ১০%: ৩.৫% এবং সর্বোচ্চ -১০% : ৩৩.৫%, দারিদ্র সীমার নীচে-২৫%, সামরিক ব্যয়-১৮.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার:

পাকিস্তান:- শিক্ষার হার-৪৮.৭%, জি.ডি.পি বৃদ্ধির হার-৬.১%, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি-২২০০ মার্কিন ডলার, লেবর ফোর্স:- কৃষি-৪২%, শিল্প-২০% এবং সার্ভিস-৩৮%, মোট রপ্তানী-১৫.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট আমদানি-১৪.০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বৈদেশিক ঋণ-৩৩.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, আয়:-সর্বোনিম্ন ১০%: ৪.১% এবং সর্বোচ্চ -১০% : ২৭.৬%, দারিদ্র সীমার নীচে-৩২%, সামরিক ব্যয়-৩.৮৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার:

বাংলাদেশ:- শিক্ষার হার-৪৩%, জি.ডি.পি বৃদ্ধির হার-৪.৯%, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি-১৫০০ মার্কিন ডলার, লেবর ফোর্স:- কৃষি-৬৩%, শিল্প-১১% এবং সার্ভিস-২৬%, মোট রপ্তানী-৭.৪৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট আমদানি-১০.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বৈদেশিক ঋণ-১৯.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, আয়:-সর্বোনিম্ন ১০%: ৩.৭% এবং সর্বোচ্চ -১০% : ২৭.৯%, দারিদ্র সীমার নীচে-৪৫ %, সামরিক ব্যয়-৯৯৫.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অত:পর, তুলনামুলক বিচারে দুই বারের স্বাধীন অর্থাৎ বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা সবচাইতে খারাপ। বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের ঋণদাসত্ব হতে কেহই মুক্ত নয়। কাজেই দেশীয় "পীড়িত পুঁজিপতিরা" স্বাধীন হয়েও ফিনান্স পুঁজির সিন্ডিকেটের নিকট বন্দীই রয়ে গেল। তবে-তাদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমন তাদের পুঁজির পরিমাণও বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু এই বর্ধিত পুঁজির দ্বি-স্থরের শিকলে দ্বিগুণ বন্দী হয়ে শ্রমজীবী মানুষের মজুরি যে কি মাত্রায় ১৮৫৭ সালের তুলনায় হ্রাস হয়েছে তা পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। অথচ, উল্লেখিত নতুন-স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় জীবন দেওয়াসহ সামগ্রীক ক্ষয়-ক্ষতির ৯৯% দায় বহন করেছিল শ্রমজীবীরাই।

অন্যদিকে হোম রুলস প্রতিষ্ঠায় স্বরাজপন্থীরা স্বরাজ বা আর্য সমাজ ভিত্তিক ইন্ডিয়াও গড়ে তুলতে পারেনি। এমন কি হিন্দুত্ববাদীরাও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত হয়ে রামরাজ্যের বিধান-নিদান নয়, বরং বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসাবে তাদেরই প্রেসিক্রিপশন মতো বিদেশী পুঁজি-পণ্যের অবাধ-যাতায়াতে মুক্তবাজার অর্থনীতি জোরদারকরণে ব্রতী হয়ে শ্রমিক-কৃষকসহ জনজীবনের সমস্যা বৃদ্ধি ও প্রকটতর করা বৈ রাম রাজত্বও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। কংগ্রেসও অতিতের ভুয়া গরীবী হটাও সহ ভুয়া সমাজতন্ত্রী নীতি পরিহার করে অথচ, ভারতের সংবিধানে সমাজতন্ত্র বহাল রেখে প্রতারণা ও জালিয়াতিমুলে মুক্তবাজার অর্থনীতিই কৌশলে কার্যকর করছে। ভারতীয় আর্য সমাজপন্থীরা ভারতকে যেমন রাম রাজত্বে ফিরিয়ে নিতে পারেনি তেমনি পুঁজিপতিশ্রেণীও বৈশ্বিক পুঁজির কবল হতে নিজেদের মুক্তি অর্জন করতে পারেনি। আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটি সম্ভব নয়, মানব জাতি কোনক্রমেই অতিতে ফিরে যেতে পারে না, যাওয়া সম্ভব কেবলমাত্র ভবিষ্যতের দিকে এবং সেটিই, ইতিহাস ও পুঁজির নিখুঁত পরীক্ষণ ও চুল-চেরা বিশ্লেষণ এবং আপেক্ষিকতার নিরীখে ও মানদন্ডে সূত্রায়িত ও তত্ত্বায়িত করেছিলেন মার্কস।

কিন্তু,কাউৎস্কি- লেনিনরা ভারতীয় আর্যসমাজ পন্থী হয়ে যে, স্বনির্ভর-স্বাবলম্বী অথচ, বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় স্বাধীন রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তাতে উপকৃত ও সুবিধা হয়েছে কোন শ্রেণীর তা নিশ্চয়ই উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত দ্বারা নিশ্চিভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও লেনিনবাদীরা-নিজেদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি বা কমিউনিষ্ট হিসাবে পরিচয় দিবেন ? অথবা, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জনে আন্ত রিকগণ, অতিতের অজ্ঞতা-মুর্খতা, ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি পরিহার করে মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক তত্ত্বায়িত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি-কৌশল প্রয়োগে সত্যি সত্যি এগিয়ে আসবেন এবং কার্যত দুনিয়ার মজুরকে একটি মাত্র সংগঠনের মাধ্যমে বৈশ্বিকভাবে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধকরণে মনোযোগী হবেন ?

প্যারী কমিউনের ভয়ে মূর্ছা গিয়েছিল বুর্জোয়াশ্রেণী,তাইতো দারু হিসাবে বিসমার্ক গড়ে তুলেছিল তিন সম্রাটের লীগ। ১৯০০ সালের অতি উৎপাদন সংকট অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ দমাতে গিয়ে পুঁজিবাদ নিজেই আত্মঘাতি হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন সীমিতকরণের বিহীতাদি সম্পাদনসহ শ্রমিকশ্রেণীর সভা-সংগঠনের স্বাধীনতা ও শ্রমিক স্বার্থ বিধান কল্পে আইনী বিধি-বিধান সমেত তদার্থে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা-সার্বভৌমিত্ব ক্ষুন্ন করে কার্যত রাষ্ট্রের মৃতবৎ অবস্থা তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করেছিল লীগ অব ন্যাশনস বা মরণাপন্ন ক্যাপিটালিজমের ইন্টারন্যাশনাল হসপিটাল । অত:পর, জন লক-জেফারসন্স, কাউৎস্কি-লেনিনদের জাতিয় 'আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার' বা স্বামীজি-সাভারকারদের স্বরাজ ইত্যাদি ঠাঁই নিল ইতিহাসের যাদুঘরে । তবে মার্কস যেমন বলেছিলেন সংকট উত্তরণে আরো অধিকতর সংকটের পথে এগিয়ে গিয়ে এবং পুঁজির চরিত্র বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হয়েই পুঁজিকে সাময়িকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে হয়; এবং ঠিক তেমনটাই ঘটেছে ভার্সাই চুক্তিমুলে লীগ অব নেশন্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

অর্থাৎ তথাকথিত জাতীয় -স্বাধীন রাষ্ট্র ইত্যাদি তাদের জাতিত্ব -স্বাধীনতা খুয়িয়ে কার্যত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আন্তর্জাতিক ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তৎপুর্বে, জাতিয় পরিসরে অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম পুঁজিবাদ স্বীয় স্বক্ষমতায় ১৮৪০ সালের মধ্যে সমগ্র দুনিয়াকে নিজ দখলীভুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে উপনিবেশিক নীতি কার্যকরণের মাধ্যমে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত পুঁজির সমস্যাক্রান্ত পুঁজিবাদ স্বসৃষ্ট সংকট হতে মুক্তি পেতে অর্থাৎ উপনিবেশ দখল-বেদখল ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রিক কাঠামো হতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে: স্পেন-ন্যাদারল্যান্ড, ন্যাদারল্যান্ড-বেলজিয়াম, স্পেন-অটোমান, ফ্রান্স-অটোমান, ফ্রান্স-ইংলন্ড, ইংলন্ড-আমেরিকা, আমেরিকা -স্পেন, জার্মান-ফ্রান্স, ইটালী-স্পেন, বলিভিয়া-স্পেন, ইত্যকার পুঁজিবাদী তথা ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো টানা-৮০,৩০,৭, ৫, বা ৩ বর্ষী ব্যাপী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক যুদ্ধ করেছিল এবং যুদ্ধ নিস্পত্তিতে চুক্তিও হয়েছিল দ্বিপাক্ষি বা বহুপাক্ষিক ।

অনুরূপ চুক্তিমুলে নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, আমেরিকা, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা ইত্যকার বহু দেশের পুঁজিপতিরা যেমন নিজেদের জন্য রাষ্ট্র গঠনের সুযোগ পেয়েছে তেমন উপনিবেশিক প্রভুরা হারিয়েছে নিজ নিজ সাম্রাজ্য -উপনিবেশ।

অর্থাৎ মার্কস যেমন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে শনাক্ত করেছিলেন-রাষ্ট্রের চূড়ান্ত রূপ হিসাবে ঠিক তেমনই পুঁজিবাদী ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ ক্ষমতা-এখতিয়ার ও অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে পারেনি। তবে,বয়োবৃদ্ধ-জরাজীর্ণ ও মরণাপন্ন রাষ্ট্রকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপে উপযুক্ততায় উপযুক্ত ও যোগ্য শ্রমিকশ্রেণীর অভাবেই যে, ততোধিক বৃদ্ধ ও সংকটাপন্ন পুঁজিপতিশ্রেণী অতোসব নতুন নতুন নামের রাষ্ট্র বিশেষ গড়ে তোলেছে , তাতে রাষ্ট্র সমেত রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থারই অসারতাও নিশ্চিত করছে ।

তাই বলে হারানোর শোক ভুলে নাই কেউই । পুনরোদ্ধার না হোক ক্ষতি সাধন করা চাই, বিশেষত হারানো উপনিবেশে চক্রান্তে লিপ্ত প্রতিপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নৈতিক কর্ম হিসাবে অনুরূপ নীতিই গৃহীত হয় । না হয়, উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করবে কোথায় বা সঞ্চিত পুঁজির সঞ্চালন ঘটবে কিভাবে। তাইতো, এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অপর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উপনিবেশে স্বরাজ, স্বশাসন, জাতিয়মুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যকার রাজনীতির বীজ বপন, ফুল-ফল সমেত স্বশাসন বা স্বাধীনতা বৃক্ষের লালন-পালনে যাবতীয় কর্ম-দুস্কর্ম সবই করেছে এবং সম্ভব হলে বা সুযোগ থাকলে প্রকাশ্যেই স্বশাসন পন্থীদেরকে সামরিক সাহযোগিতা করেছে । ইংলন্ডের কলোনীতে স্পেন-ফ্রান্স আবার স্পেন-ফ্রান্সের কলোনীতে ইংলন্ড একই রূপ রাজনৈতিক কায় কারবার করেছিল। নেদারল্যান্ড-বেলজিয়াম, আমেরিকা, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা হতে ভারত-চীন, ফিলিপাইন, কোরিয়া ইত্যকার রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস কিন্তু অনুরূপ কুকর্ম-দুস্কর্মের ইতিহাস। আবার যাদের সহযোগিতা নিয়ে স্বশাসন বা স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতা তথা নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছিল সেই নবীন রাষ্ট্র অধিকতর মাত্রায় শ্রমশোষণের মাধ্যমে সঞ্চিত পুঁজির সঞ্চালনে এমনকি পুরোনো সহযোগী-সমর্থক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধই

করেনি, সম্ভব হলে পুরনোদের উপনিবেশও দখল করেছে। আমেরিকা কর্তৃক স্পেনের কলোনী ফিলিপাইন বা কিউবা দখল বা তদ্রুপ নজির ইতিহাসে কম নাই।

অত:পর, সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলো যেমন পরস্পরের বিরুদ্ধে তেমন যুগপৎ সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত কখনো বন্ধ করেনি। তবু, জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, স্বশাসন, স্বাধীনতা ইত্যকার ফর্মুলা ফেরী করছে সাম্রাজ্যবাদী ও ব্যভিচারী রাষ্ট্রের ভাড়াটিয়া রাজনীতিক-ঐতিহাসিক, নাট্যকার-গীতিকার, কবি-সাহিত্যিক প্রমুখ । তাঁরা পুঁজিবাদ- সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হিসাবে পরিচিত অথচ, খোদ রাষ্ট্র যে, নিজেই সাম্রাজ্যবাদী ও ব্যভিচারী তা, যেমন তাঁরা আমলে নিতে সক্ষম হয়নি তেমন অজ্ঞতার কারণে হোক বা লেনিনীয় সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ঠ হয়ে অনুরূপ দুস্কর্মে নিয়োজিত থাকুক তাতেও কিন্তু লাভ বটে সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রেরই। কাজেই,যেমন সংরক্ষক তেমন পুঁজির সেবক-গোলাম কাউৎস্কি কোম্পানী এবং সেলামির বিনিময়ে বিদেশী পুঁজির আমদানী ও রাষ্ট্রীয় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সর্বনিকৃষ্ট পন্থায় শ্রম শোষণকারী লেনিনীয় রাষ্ট্র কার্যত পুঁজিবাদী সিন্ডিকেটগুলো সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের অজুহাতে অনুরূপ ঘৃণ্য তৎপরতায় এখনো লিপ্ত।

অথচ, কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত নীতিমালার নিরিখে ও মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক সূত্রায়িত ও তত্ত্বায়িত সূত্র-তত্ত্ব ইত্যাদির মানদন্ডে- লেনিনদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও জাতীয় পুঁজিপতি বা পীড়িত বুর্জোয়ার মুক্তি নিমিত্তে সৃষ্ট রাষ্ট্র ইত্যাদি যা- শ্রেণী বিলোপের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সমাজতো নয়ই বরং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি-সূত্র ও তত্ত্ব বিরোধী - বৈরী, সাংঘর্ষিক বলেই প্রায় প্রতিটি লেনিনবাদী রাষ্ট্র- স্ব স্ব রাষ্ট্রিক স্বার্থে পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা-যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সেসব বিষয়াদি সমেত কার্যত লেনিনবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিষয়াদি তথা সমাজতন্ত্র যে একটি রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা নয়, কেবলই রাষ্ট্র বিনাশ-ধ্বংসে আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ মাত্র,তা হিসাবে নিতে অক্ষম বা তদ্রুপ বিবেচনা ও মুল্যায়ন না করে কেবলই দাসনুদাসের অন্ধ আনগুত্যে- জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, জাতীয় মুক্তি, নয়া বা জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যকার ফতোয়া ফেরী করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না পারা তাবৎ লেনিনবাদীরা, তা হোক তারা-স্ট্রালিন পুঁজারী, মাওপন্থী বা ক্রুচেভ-টিটু বা হোক্সা-কিমের অনুচর।

লেনিনের হিসাব মতেই অষ্টাদশ শতাব্দিতে জার্মানীও ইংলন্ডের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত জার্মান পুঁজির সঞ্চলন নিশ্চিত করতে দুনিয়ার বাজারে অনুপ্রবেশ ব্যতীত গত্যান্তর ছিল না জার্মানীর। তাই,পুঁজির ব্যাকরণ মতোই জার্মানীর প্রতিপক্ষ ইংলন্ডকে তথা বিশ্ববাজারে আধিপত্যকারী ইংলন্ডের উপনিবেশ হতে ইংলন্ডকে তাড়িয়ে জার্মানীর অনুকূলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কার্যত জার্মানীর পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন-সঞ্চয়নের সুযোগ লাভে ব্রিটিশ কলোনীর স্বাধীনতা পন্থীদের সহিত জার্মানীর রাজা বা রাজার পক্ষ থেকে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক সমর্থন-সহযোগিতা সহ অর্থ-অস্ত্রসহ

প্রশিক্ষণ বা সেনা সহযোগীতাও করা হয়েছিল এমনকি, ২য় বিশ্বযুদ্ধকালেও। যুদ্ধ বন্দীদেরকেও একাজে ব্যবহার করেছিল জার্মান।

অত:পর, পুঁজিবাদের আদি মোড়ল ইংলন্ড সহ অন্যান্যদের সহিত বিরোধে জড়িয়ে পড়া পুঁজি-পণ্যের নতুন মোড়ল জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্যতম নেতা এবং ২য় আন্তর্জাতিকের পুরোহিত মি: কাউৎস্কি ২য় আন্তর্জাতিকের লন্ডন সম্মেলনে জেফারসন্সদের রাজনৈতিক বুলি তথা জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরণে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর করণীয় হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে কার্যত ২য় আন্তর্জাতিককে পরিণত করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থাধীন একটি সংগঠনে।

জার্মান পুঁজির সাহায্যে রাশিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে 'স্বনির্ভর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' এর ধুয়া তোলে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে আপাত কার্যকর ও উপযোগী -কাউৎস্কিদের ভুয়া জাতিয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তথা পীড়ক বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে পীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষে সদা-সর্বদা সক্রিয় সমর্থন-সহযোগীতার দৃঢ় ঘোষণা সম্বলিত কর্মসুচী- রুশ সোশ্যাল লেবর ডেমোক্রেটিক পার্টির ১৯০৩ সালের কংগ্রেসে লেনিনরা গ্রহণ করেছিল এবং সেই মতেই লেনিন তদ্বিষয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই রণ কৌশল, জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইত্যকার বই পুস্তক লিখে তা দলীয় নীতি-কৌশল হিসাবে প্রতিষ্ঠায় ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর নিকট আত্ম সমর্পন করার স্বস্বীকৃতিতেই " জঘন্য" চুক্তি সম্পাদন সহ তদমর্মে আর যা যা করণীয় তা তা করেছিল।

মার্কসরা সুত্রায়ন করেছিল পুঁজির ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি শ্রেণী স্বোপার্জিত ব্যক্তিকে যেমন মালিকানাহীন করে তেমন পুঁজিপতিদের অংশ বিশেষকেও ব্যক্তিমালিকানা হতে বিচ্যুত করে বলেই মালিকানা হারানো পুঁজিপতি শ্রমিকশ্রেণীর কাতারে নেমে আসে এবং ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করেও বুর্জোয়াশ্রেণীর একাংশ সচেতনভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষাবলম্বন করে থাকে ।

অথচ, জাতীয় মুক্তি-পীড়িত বুর্জোয়ার পক্ষ সমর্থন বা বুর্জোয়া মুক্তির সংগ্রাম বা জাতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থ রক্ষা করা ইত্যকার বুলির মাধ্যমে কাউৎস্কি-লেনিনরা সমাজতন্ত্রের নামে শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়োজিত করেছিল কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর পরাজিত অংশ বা বিক্ষুব্ধ অংশ বা নবীন ও নবোত্থিত বুর্জোয়ার পক্ষে । মার্কসের আবিস্কারকে দুনিয়া হতে নির্বাসন দেওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমুলকভাবে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে জালিয়াতিমুলে মার্কসবাদের বাক্সে বন্দী করে নিজস্ব রাজনৈতিক অভিলাশে বানানো-সৃজিত বক্তব্য-বিবৃতিকেই 'মার্কসবাদ' বা মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র হিসাবে জাহির করে শ্রমিকশ্রেণীর সাথে দুনিয়া সেরা "মার্কসবাদী" কাউৎস্কি-লেনিনদের বিশ্বসেরা বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতাপুর্ণ কার্যাদি -আপাতদৃষ্টে বুর্জোয়াদের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধে

গেলেও কার্যত-মুলত তা যে ছিল, রাষ্ট্র, পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে তা না বুঝার কারণ ছিল না বিশ্ব বুর্জোয়ার।

তাছাড়া- ১ম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর রাজা কাইজার পদত্যাগ ও পালিয়ে যাওয়ার পর কাউৎস্কির দলই সাময়িক সরকার গঠন করেছিল এবং স্বয়ং কাউৎস্কি দুনিয়াময় জার্মানীর পুঁজি-পণ্য বাজারজাতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারীর দায়িত্বও পালন করেছিল । অর্থাৎ বিধ্বস্ত জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণীকে উঠে দাঁড়াতে কাউৎস্কিরা ছাড়া জার্মান পুঁজির বিশ্বস্ত ও সমর্থ গোষ্ঠী আর কেউ ছিল না বলেই জার্মানীর পুঁজিপতিরা জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট পার্টিকে ক্ষমতাসীন করেছিল পার্টির চেয়ারম্যান ইবার্টকে প্রথম চ্যাঞ্চেলর মনোনীত করে এবং সংবিধান সভার নির্বাচনে জার্মানীর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে ১১ ফেব্রুয়ারী,১৯১৯ সালে দায়িত্ব পায় ইবার্ট।

ইবার্টরা পুঁজির প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য স্বপ্রমাণে তাঁরই এককালীন রাজনৈতিক প্রশিক্ষক এবং কাউৎস্কির একদা সহযোগী-দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা, বিশ্বযুদ্ধে পুঁজিবাদের পক্ষাবলম্বনের ঘোরতর বিরোধী এবং কাউৎস্কি-লেনিনদের তথাকথিত আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের বিরোধী জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা রোজা লুক্সেমবার্গ এবং রোজার সহযোগী জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান কার্ল লিভনেকথকে সাবেক রাজার গুন্ডাবাহিনী তথা ‘ফেরিকোরফস’ অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী জংগি মিলিশিয়া দিয়ে ইবার্টের চেঞ্চেলরশীপে ১৯১৯ সালের ১৫ জানুয়ারীতে নির্মম-নিশংসভাবে হত্যা করেছিল সমাজতন্ত্রী কাউৎস্কিদের গুন্ডারাজের সরকার। তবে, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিপ্লবের বক্তব্য দিলেও রোজাদের “ স্বতস্ফূর্ততার” তত্ত্বই তাদেরকে ইবার্ট বিরোধী জানুয়ারীর জনবিদ্রোহের সম্মুখভাগে নিয়ে যায় বলে অপরিপক্ক বিদ্রোহের ব্যর্থতা-অসফলতা সমেত অনেকের নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁদের স্বতস্ফূর্ততার তত্ত্বের ভ্রান্তি প্রমাণ করেছিল।

কিন্তু, ইবার্টরা ভয় পেয়েছিল জার্মান শ্রমিকশ্রেণী সহ সাধারণ মানুষকে। তাইতো,নিজেরা সহ ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন জার্মান বুর্জোয়াদের ভয়মুক্ত ও আশ্বস্তকরণে; এবং জার্মানবাসী সহ শ্রমিকশ্রেণীকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা বুঝিয়ে দিতে ইবার্টরা সাবেক রাজার হিংস্র গুন্ডাবাহিনীর সহযোগে নিহত রোজার লাশও রাতের আধাঁরে খালে ফেলে দিয়ে গুম করেছিল । তবে, অনুরূপ বর্বরতা-গুন্ডামির মাধ্যমে বিশ্ব গুন্ডাতন্ত্রের জার্মান সর্দ্দার বর্বর হিটলারের আগমনের রাস্তা সুপ্রশস্ত করেছিল কার্যত সৌম্য চেহারার ভুয়া শান্তির বিশ্ব দুত আসলে বিশ্ব ভন্ড কাউৎস্কিরাই।

কাউৎস্কি-লেনিনরা জাতীয় মুক্তি ইত্যাদির স্বপক্ষে তাদের সকল বক্তব্য বা নীতি-কৌশল ইত্যাদিকে সমাজতন্ত্রের শর্ত স্বরূপ বিবৃত করে এসব বুর্জোয়া নীতিকেই সমাজতন্ত্রের নীতি বিশেষত মার্কসবাদের খোলসে- আবরণে এবং ২য় আন্তর্জাতিকের ব্যানারে ছড়িয়েছে বলে তখন হতে এখনো লেনিনের স্ববিরোধী বা পূর্বাপর সামঞ্জস্যহীন ও সাংঘর্ষিক এবং ভুয়া-বানোয়াটি মতামত বা রাজনৈতিক জালিয়াতিকেই মার্কস-এ্যাংগেলসদের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উকৃষ্ট ফতোয়ায় পরিগণিত হওয়ায়

বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে উক্তরূপ জালিয়াতি-প্রতারণার হোতা বিশ্ব ভন্ড-প্রতারক কাউৎস্কি-লেনিনদের বিশ্ব প্রতারণা-জালিয়াতির নির্মম-নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হয়েছে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ।

বুর্জোয়া স্বার্থ হাসিলে শ্রমিকশ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী মুক্তির বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান হতে দুরে সরিয়ে রাখতে খুবই কার্যকরী মর্মে দুনিয়ার সকল বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ ও মিডিয়া ইত্যাদি লেনিনদেরকে দুনিয়া সেরা কমিউনিষ্ট , কমিউনিষ্ট বিপ্লবী ইত্যকার নানান বিশেষণে আখ্যায়িত করা সহ রাশিয়া ও রাশিয়ার মডেলে বা লেনিনবাদের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইত্যকার ভুয়া-ভ্রান্ত তথ্য-বক্তব্য উদ্দেশ্যপুর্ণভাবে প্রদান-প্রচার করার মাধ্যমে "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ" এর বন্দনীভুক্ত রাজনৈতিক দল বিশেষের আওতায় শ্রমিকশ্রেণীর অংশ বিশেষকে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। পেশাগত ভাবে শ্রমিক নয় বা শ্রম শক্তি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় না, এমন জনগোষ্ঠী অথবা বুদ্ধিজীবী -পেশাজীবীদের বামপন্থী দাবীদার অংশও লেনিনবাদীদের বানোয়াটি প্রচারণা-প্ররোচনা ও বুর্জোয়াদের ভুয়া তথ্যে বিভ্রান্ত হয়ে লেনিনদের রাষ্টিয় পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র গণ্যে এবং লেনিনকে সমাজতন্ত্রের আদি-অকৃত্রিম অবতার স্বীকৃতিতে প্রচার-প্রপাগান্ডায় লিপ্ত হওয়ায়-থাকায় কার্যত ১৮৯৬ সালের পর হতে- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর নিকট হতে হারিয়ে যায় বা চুরি করা হয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে।

এতে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমিকশ্রেণী আর সবচাইতে বেশী লাভবান হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণী। আবার, লেনিনবাদী রাষ্ট্র কার্যত সমাজতন্ত্র বিরোধী এবং সমাজতন্ত্রের জন্য ভয়াণক ক্ষতিকর তবু, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি -বিতৃষ্ণা সৃষ্টিতে সুপরিকল্পিতভাবে- লেনিন সহ পার্সোনাল কাল্টিষ্ট লেনিনবাদীদের স্বেচ্ছাচারিতা-হিংস্রতা, হত্যা-খুন ইত্যকার বিষয়াদিকে বুর্জোয়া মানবাধিকারের তুলনায় নিকৃষ্ট কর্ম গণ্যে প্রথাগত বুর্জোয়ারাই প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়ে সমাজতন্ত্র -সাম্যবাদ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ্যে- বিরূপ ধারণা বিনির্মাণে বহুলাংশেই সফল হয়েছে এবং লেনিনের রাশিয়া অনিবার্যতা হেতু ভেংগে চুরমার হয়ে যাওয়ায় সমাজতন্ত্র বিরোধী প্রচারণা সাধারণভাবে জনগ্রাহ্যতা পেয়েছে।

অথচ, যেমন স্বয়ং লেনিন নিজে জার্মান পুঁজির সহযোগিতা করেছিলেন তেমন লেনিনবাদী ষ্ট্যালিন লীগ অব নেশনসে যোগদান করাসহ বুর্জোয়াদের আজকের দিনের রক্ষক আই.এম.এফ সহ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে পুর্বাপর বুর্জোয়াশ্রেণীকে অর্থাৎ পুঁজিবাদেরই সেবা করেছেন তা কিন্তু বুর্জোয়ারা বলতে রাজী নয়। আর আদিকালের দেব-দেবী বন্দনায় সৃষ্ট মূর্তি পুঁজা -অর্চনার দাসত্বের বোধে ও তদানুরূপ ভাববাদী আবেশে আবিষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক বোধ-বুদ্ধিহীন লেনিনবাদীরা -মার্কসবাদের অকৃত্রিম মহাদেবতা লেনিন-ষ্ট্যালিনরা যাহাই করেছে তাহাই সমাজতন্ত্র হিসাবে দাসানুদাসের আনুগত্যে কবুল করেছিল ও করছে বলে লেনিনদের কোন অপরাধতো নয়ই এমনকি ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাঁদের চিন্তায় স্থান দিতে অক্ষম-অসমর্থ।

উপর্যপুরি, ষ্ট্যালিন জাতিসংঘের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার সুবাদে দুনিয়ার লেনিনবাদীরা জাতিসংঘের প্রস্তাব-বিধি ইত্যাদিকে আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে মান্যে-গণ্যে জাতিসংঘের ভুয়া মানবাধিকার সনদকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা এবং আই.এল.ওর কনভেনশন ইত্যাদিকে শ্রমিক স্বার্থের নীতি মর্মে তা বাস্তবায়ন বা তদমূলে শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা করা এবং অনুরূপ আইন-নীতি ও দি ফান্ডের চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মৃতবৎ রাষ্ট্রগুলোকে আর্টিফিশিয়ালী সক্রিয় রাখতে রাষ্ট্রগুলোর অচল হয়ে পড়া সার্বভৌম ক্ষমতা হরণ করা সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সমুদ্র সীমা-জলসীমা, পানি প্রবাহ ও পানির অধিকার ইত্যকার বিষয়াদিকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের এখতিয়ার ও জন অধিকার গণ্যে জাতিসংঘ বা তদমূলে প্রণীত আইন-চুক্তি বা সিদ্ধান্ত ইত্যাদিকে অকাট্য ভিত্তি ধরে তদমূলে জাতীয় পুঁজি ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় অনুরূপ নীতি-আইন,প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত ইতাদি বাস্তবায়ন অতিব গুরত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বিচেনায় শ্রমিকশ্রেণীকে জাতিসংঘের ঐসকল নীতিমালা কার্যকরণ-বাস্তবায়নে দেশপ্রেমিক ভূমিকা পালন করার জন্য দেশে দেশে কাজ করে থাকে সকল ঘরানার লেনিনবাদীরা।

ফলে, বিরোধপূর্ণ দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণীর কিয়দাংশ স্বাদেশিকতার গংগাজলে পূত-পবিত্র ও মূর্ছিত হয়ে মহান দেশপ্রেমিকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব-কর্তব্য জ্ঞানে নিজ নিজ রাষ্ট্রের পক্ষে গাঁইটের ট্যাকা খরচ করে কেবল আন্দোলন-সংগ্রামই করে না উপরন্ত বহু সময়ে রাষ্টীয় সেনা-পুলিশের গুলিতে জীবন দেয়-পংগু হয়। অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতে কসুর করে না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন দেশপ্রেমিক গুন্ডা-মাস্তানরাও। তৎসত্ত্বেও লেনিনবাদীরা লেনিনীয় ভাববাদিতায় এতোটাই মোহাবিশষ্ট যে, কমিউনিষ্ট দাবীদার হয়েও তাঁরা বুঝতে চায়নি এবং চায় না যে, জাতিসংঘের আইন-কনভেশন, প্রস্তাব-সিদ্ধান্ত ইত্যকার বিষয় যদি শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণার্থে প্রণীত ও ব্যবহৃত হয় তবে হালের দুনিয়ায় বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষা করছে কোন সংস্থার বিধি-বিধান?

অথবা, কথিত কমিউনিষ্টরা বিবেচনা করতে রাজী নয় যে, যদি ষ্ট্যালিন সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলেই জাতিসংঘের আইন-বিধান ইত্যাদি আদৌ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে হীতকর হয়, তবে সমাজতন্ত্র বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নটি অবান্তর হিসাবে গণ্য হয় কি না? অথচ, সীমান্ত সমস্যা, সমুদ্র,নদী ও পানি সমস্যা বাণিজ্য বৈষম্য-সমস্যা ইত্যকার বিষয়াদি পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্র হতে উদ্ভুত বলেই পুঁজিবাদ সমেত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিনাশ বৈ এতদ্বিষয়ক সমস্যাদির পরিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক সমাধান সম্ভব নয়। বরং, জাতিসংঘের দোহাইতে বিরোধপূর্ণ রাষ্ট্রগুলো এইসকল বিষয়ে যখন-তখন বিরোধ-বৈরীতা সৃষ্টি-উদ্ভব ঘটিয়ে জনজীবনের সমস্যা নিরসনে বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যর্থতার দায় -দোষ বিরোধী-বৈরী রাষ্ট্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বা অভ্যান্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে শত্রুরাষ্ট্রের এজেন্ট সাব্যস্তে নিজেকে অধিকতর দেশপ্রেমিক হিসাবে প্রতিপন্নে সচেষ্ট হয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত-বিভক্ত করতে সক্ষম হয়ে থাকে গণদুশমন -অকর্মন্য ও অপ্রয়েজনীয় এবং ক্ষতিকর শাসক গোষ্ঠী ।

আবার, বুর্জোয়াদের সৃষ্ট রাষ্ট্র বিশেষের সীমানায়-গন্ডীতে জাতিসংঘের ঘোষিত নীতি মতো রাষ্ট্র বিশেষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হলে সমগ্র পৃথিবীর সকল সম্পদের সর্বজনীন

এখতিয়ার-অধিকার হতে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে বঞ্চিত করা হয়, তাও রাষ্ট্রপন্থী কমিউনিষ্টরা হিসাবে নিতে অপরাগ হয়েছে। বরং, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি কার্যকরী করা হলে সকল রাষ্ট্রের অবসানে রাষ্ট্রিক কারণে বর্তমান খন্ড-বিখন্ড বহুধা বিভক্ত পৃথিবী কেবলমাত্র একটি মাত্র একক ভূমন্ডলে পরিণত হবে বিধায় পৃথিবীর সকল সম্পদ পৃথিবীর সকল মানুষের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে; এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ-সুবিধা বা অসুবিধা প্রাপ্যতা-অপ্রাপ্যতা বা দুস্প্রাপ্যতা বা সহজলভ্যতা ও ঝুঁকিপুর্ণতা ইত্যকার বিষয়াদি সামগ্রীক ভাবে বিবেচনায় নিয়ে অতিশয় শীতার্থ এলাকা সহ পাহাড় ও উপকূল সমেত দুর্যোগ ও ঝুঁকিপুর্ণ অর্থাৎ জনবসতির জন্য বিপদ জনক ভৌগোলিক অঞ্চলে জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে নিরন্তর সমস্যাপূর্ণ ও ভীতিপুর্ণ জীবন-যাপনের দায় হতে রেহাই পেতে মানব বসতির আশু পুনর্বিন্যাস সাধন যেমন সহজ ও স্বাভাবিক হবে তেমন মানবজাতি পৃথিবীর সকল সম্পদকে পর্যায়ক্রমে যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রকৃতিকে নিয়তই মানবজাতির বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলতে পারবে।

অত:পর, দেশপ্রেমিকতা-স্বদেশীকতা ও রাষ্ট্রকেন্দ্রীকতা নয় বা জাতিসংঘের প্রস্তাব-সিদ্ধান্ত কার্যকরণে পৃথিবীকে অকার্যকর-মৃতবৎ ও ব্যভিচারী রাষ্ট্রের পক্ষে আর ভাগ-বিভাগ নয়, বা তদমর্মে দেশে দেশে বৈরীতা- উত্তেজনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও তদ্রুপ উন্মাদনা সৃষ্টি নয়, বা রাষ্ট্রিক সীমায় বন্দি করে দেশ-জাতির নামে ভাগ-বিভাগ ও বিভাজনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে- নিজের বিরুদ্ধে নিজেকেই দাঁড় করানোর লেনিনীয় ঘৃণ্য নীতি নয়, বরং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সকল রাষ্ট্রের সকল পুঁজিপতির বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল শ্রমিককে যতদ্রুত ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে সকল বুর্জোয়াকে পরাজিত-পরাভূত করে সকল রাষ্ট্রের বিনাশ-ধ্বংস সাধন করে শ্রেণীহীন-রাষ্ট্র মুক্ত পৃথিবী অর্জন করা যাবে ততো দ্রুতই দুনিয়ার সকল মানুষ দুনিয়ার সকল সমুদ্র-সাগর-নদী, পানি, পাহাড়-পর্বত, খনিজ সম্পদ, সৌরশক্তি ইত্যাদির কমন মালিক হিসাবে যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হবে বলে দুনিয়ার সকল সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার যেমন নিশ্চিত হবে তেমন কোন মানুষই অন্তত আরো বহু কাল পর্যন্ত সুপেয় পানি সমেত পানি সমস্যা সহ খনিজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের অকুলান-সমস্যায় নিপতিত হবে না। ফলে- তদমর্মে হালের আন্দোলন-সংগ্রাম, যুদ্ধ ইত্যাদির দায় ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে রেহাই পাবে মানব সমাজ।

কাউৎস্কিদের পূর্বে জন লক ও জেফারসন্সের সেল্ফ ডিটারমাইনেশন অর্থাৎ আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ফতোয়ায় বুর্জোয়ারা অনুরূপ স্বশাসনের খেলা যত বেশী মাত্রায় খেলেছে ততো বেশী মাত্রায় যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ বা প্রায় বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে। বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলিও এসকল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বা বাণিজ্যিকভাবে। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং ফ্রান্স ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর যুদ্ধতো প্রায় নৈমত্তিক বিষয় ছিল। শেষত, কোম্পানীগুলো পণ্য বাণিজ্য করার স্থলে যুদ্ধ বাণিজ্য ও রাজনৈতিক বাণিজ্যে লিপ্ত সিন্ডিকেটে পরিণত হয়েছিল। ফলে- কোম্পানীগুলো নিজেরাই উপনিবেশের মালিক মোক্তার বা প্রভু বনেছিল আবার প্রতিপক্ষের উপনিবেশে স্বরাজ-স্বশাসন ইত্যকার গালভরা বুলি-বাণীর ছদ্মাবরণে স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগ-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অনেকটা সহজে পরাস্ত-পরাভূত করেছিল। এমনকি-১৭৫৭ সালের

পলাশীর যুদ্ধে প্রতিবেশী চন্দননগরের উপনিবেশিক প্রভু-ফ্রান্স ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নবাব সিরাজের পক্ষে স্বশরীরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।আবার শ্রী অরবিন্দ বা রাশবিহারী বসুর মতো বৃটিশ বিরোধী স্বশস্ত্র সংগ্রামী তথা বাঘা বাঘা আর্য সমাজপন্থীগণ ফ্রান্স কলোনী- চন্দননগর হতেই তাঁদের বহু তৎপরতা পরিচালিত করেছিল। যদিচ, চন্দননগর ভারতভুক্ত হয়েছিল ১৯৪৭ নয়, ১৯৫০ সালে।

কিন্তু, আপাত দৃষ্টিতে মিত্র শক্তি বিজয়ী মনে হলেও কার্যত ১ম বিশ্বযুদ্ধ- রাষ্টগুলোরও হাত-পা বেঁধে দিল। এমনকি রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ ভূখন্ড -কলোনীর শ্রমিক শোষণের হার-মাত্রাও নির্ধারণের অধিকার কিঞ্চিত পরিমাণে হারিয়ে অর্থাৎ ভার্সাই চুক্তিমতো শ্রমিকদের মজুরী ও আনুসাংগিক সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ ও শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের সহিত সংগঠন মুলে দামাদামিতে মালিকপক্ষকে প্রায় বাধ্যকরণে ও তদমর্মে লীগের নীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করতে রেগুলেটরী বডি হিসাবে আন্তর্জাতিক লেবার অফিস পত্তনের মাধ্যমে কার্যত ভার্সাই চুক্তিকারী ও চুক্তি অনুমোদনকারী রাষ্ট্রগুলো তৎবিধানে নিজ নিজ স্বকীয় ক্ষমতা হারিয়ে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহনীয় মাত্রায় শ্রমিক শোষণ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্ববাজার স্থিতিশীল রেখে যুদ্ধহীন বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা বজায় অর্থাৎ চুক্তিমুলে শান্তি পুর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে লীগ অব ন্যাশনস প্রতিষ্ঠা করে-চুক্তিভুক্ত সকল রাষ্ট্র কার্যত মৃতবৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে । কারণ কোন রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই চুক্তি বহির্ভূত আইন-বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা বিসর্জন দিয়েছে। অথবা, চুক্তি ভংগ করা অপরাধ গণ্যে লীগভুক্ত অপরাপর রাষ্ট্র একযোগে দন্ড বিধান করবে চুক্তিভংগকারী বা লীগের বিবেচনায় অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

অত:পর, পুঁজির রক্ষক-সেবক একদা মহাক্ষমতাধর রাষ্ট্র যেমন ক্ষমতাহীন হয়ে মৃতবৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তেমন ভার্সাই চুক্তির হেতুবাদেই পুঁজিবাদও মৃতবৎ ব্যবস্থায় নিপতিত ও পরিণত হয়েছে। তবু, মরণযন্ত্রণায় অস্থির পুঁজি অত্তোসব শান্তি-পান্তি বুঝে না , বুঝে কেবল শ্রমশক্তি শোষণ-উদ্বৃত্তমুল্য অর্জন এবং উদ্বৃত্ত-মুল্য হাসিল করতে হলে উৎপাদন বাড়াতে হয় , উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করতে হয়, না হয় পুঁজি নিজেই মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং, ১ম বিশ্বযুদ্ধে হামলাকারী হয়েও জার্মানীর পরাজয় বরণের বিষয়টি মনে রাখতে পারেনি হিটলার-কেবলই মরণ যন্ত্রণায় উন্মত্ত -উন্মদ পুঁজির উন্মদনা ও উন্মত্ততায়। কাজেই, উদ্বৃত্ত-মুল্য লাভে বদ্ধ উন্মাদ পুঁজির অনরূপ স্বার্থান্ধ চরিত্রগত কারণেই জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর গোলাম হিটলার ভার্সাই চুক্তি ভংগ-অমান্য করেছিল বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হল। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেতো পুঁজিবাদ সমেত পুঁজিপতিশ্রেণীর মরণদশা তথা কমায় উপনীত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অনিবার্য মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করতে লীগ অব ন্যাশনের স্থলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ও তদভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা সহ আন্তর্জাতিক চুক্তি-আইনের কার্যকারিতার শর্তাদি সমেত তা কার্যকরণে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট, পিস কোর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরণের মাধ্যমে কার্যত কেবলমাত্র একটি কেন্দ্র হতে বিশ্ব

পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনা করার বিহীতাদি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো লীগ অব ন্যাশনসের আমল হতে আরো অধিক হারে যেমন নিজ নিজ স্বাধীন ক্ষমতা হারিয়েছে এমনকি কর কাঠামো-করের হার নির্ধারণ সহ প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক-আর্থিক নীতি-কৌশল প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের আবশ্যকীয় ক্ষমতাও সদস্য রাষ্ট্রগুলো হারিয়েছে দি ফান্ডের চুক্তিমূলে এবং তদমর্মে অপরাধ সংগঠিত হলে দায়মুক্তির বিহীতাদি সম্পন্ন ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট তথা আই.এম.এফের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার অর্থনীতি-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার বিহীতাদি সম্পাদনের মাধ্যমে কার্যত কমায় নিপতিত পুঁজিবাদ কেবলমাত্র কোনমতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বাধ্য হয়েছে আই.এম.এফের কর্তৃত্ব-খবরদারী, নজরদারী কবুল করতে ।

সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্ববান তথা দুনিয়ায় সকলের চেয়ে শক্তিধর দি ফান্ডের প্রতিষ্ঠা- সেতো প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী সমাজের লাশের শবযাত্রার প্রাক্কাল-ই বটে। কিন্তু, যদি খোদ আই.এম.এফ পতিত হয় সংকট-মহাসংকটে এবং শেষত নিপতিত হয় লিকুইডেশনে তখন পুঁজিবাদ সমেত পুঁজিপতি শ্রেণীর কি হবে- ক্লোনিং প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন কোন আই.এম.এফীয় যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান প্রতিস্থাপন বা একদম দাহ্ বা কবরস্থ হওয়া ছাড়া।

১৯০০ সালে মহাসংকটে পড়া ক্ষত-বিক্ষত পুঁজিবাদকে তথা পুঁজিপতিশ্রেণীকে বৈশ্বিক পরিসরে লড়াই করে পুঁজিপতিশ্রেণী সমেত পুঁজিবাদকে পরাজিত ও পরাভূত করার পরিবর্তে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বর্বর সর্দ্দার কাউৎস্কিরা পুঁজিবাদের পক্ষে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীকে ভাগ-বিভাগ করে এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর স্বীয় শ্রেণীচৈতন্য তথা শ্রেণী মুক্তির সামাজিক বোধ-বুদ্ধির বিনাশ সাধনে সক্রিয় ছিল। এহেন কাউৎস্কিদের "জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" এর ভুয়া-ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর তত্ত্ব নির্ভুলগণ্যে শুধু নয়, বরং তেমন আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার তথা " বুর্জোয়া মুক্তির" জন্য নতুন নতনু রাষ্ট্র পত্তনের পক্ষে লড়াই না করাটাকে লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট নীতি বিরোধী হিসাবে ফতোয়া জারীকারী লেনিন কেবলমাত্র ১৯১৪ সালে কাউৎস্কিকে " বেঈমান" বলে গালাগালি করলেও কাউৎস্কির এদ্বিষয়ক ভুয়া তত্ত্বের অনুসারী- অনুগামী লেনিন-ষ্ট্যালিনরা ভার্সাই চুক্তিকে জঘন্য-বর্বর চুক্তি হিসাবে অভিহিত করেও সামগ্রীক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তথা লীগ অব ন্যাশনকে পরাজিত-পরাভূত করণে কোন রণনীতি গ্রহণ না করে ৩য় আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে একের পর এক নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় তৎপরতা চালিয়ে কার্যত লীগ অব ন্যাশনসকে স্বীয় কাঠামো সহ অটুট থাকতে প্রকারন্তরে সহযোগিতা করেছে। শেষত ষ্ট্যালিন সাহেবের সোভিয়েত ইউনিয়ন লীগ অব নেশন্সের সদস্যও হয়ে বৃটিশ রাজার জঘন্য-বর্বর কর্ম সম্পাদনে লেনিনের পুরোনো সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় অংশীদারে পরিণত হতে লজ্জিত হয়নি।

অথচ, লীগ অব ন্যাশন্স বহাল রেখে বা অনুরূপ কাঠামোর মধ্যে পুরানো রাষ্ট্রগুলোই যেখানে নিজস্ব স্বকীয়তা-মর্যাদা হারালো তখন পীড়িত বুর্জোয়া শ্রেণীর মুক্তির জন্য নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিতো নয়ই , বরং নিশ্চিত কবরপাড়ে যাওয়া

পুঁজিবাদের দেহে নতুন শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ নিশ্চিত করে নবীন-প্রবীন সকল রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর দু:খ-দুদর্শা বৃদ্ধি করেছে লেনিনবাদীরা। অন্ত:ত, লেনিনবাদ ও পুঁজিবাদের ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয় ও প্রমাণ করে। সর্বোপরি, আই.এম.এফের মতো বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠিত হওয়ার পরও লেনিনবাদীরা অন্ধের মতো "পীড়িত বুর্জোয়ার" মুক্তি খুঁজতে বা জাতীয় বুর্জোয়া ইত্যাদি আবিস্কার করার উন্মত্ততায় বিনিয়োজিত হয়ে কার্যত সহযোগিতা করছে কমায় আক্রান্ত পুঁজিবাদকেই। তৎসত্ত্বেও , দি ফান্ডের পতন বা বিনাশ বা দি ফান্ড লিক্যুইয়ড হলে অর্থাৎ কমায় আক্রান্ত পুঁজিবাদের শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখতে দি ফান্ডের মতো আর্টিফিসিয়াল যন্ত্রটি পুঁজিবাদের নাক হতে ঝরে গেলে বা সরিয়ে নিলে তজ্জনিত কারণে শ্বাস নিতে অক্ষম-অপরাগ পুঁজিবাদের লাশ কবরস্ত করবে কে ?

বৃহৎদায়তন অবস্থায় উপনীত হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী কেবলই বেতনভুক কর্মচারী দিয়ে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে বাধ্য হয়ে ব্যক্তিপুঁজিপতির ভূমিকাকে অপ্রয়োজনীয় করেছিল। আবার পুঁজির ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় সিন্ডিকেট গঠন করে পুঁজির মেন্টেনেন্স কষ্ট বৃদ্ধি করে শ্রমশক্তি শোষণের হার বৃদ্ধি করে ব্যক্তি পুঁজিপতি নিজের অস্তিত্বকে কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়, ক্ষতিকরও গণ্য করেছিল। আর অতি উৎপাদন সংকটে নিপতিত পুঁজিবাদ ব্যক্তিমালিকানার চরিত্র বিরোধী সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হতে বাধ্য হয়ে ব্যক্তি পুঁজিপতির ক্ষতিকরতা-অপ্রয়োজনীয়তা ও তিরোধানের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু, পুঁজিবাদের তিরোধান ও সামাজিক উৎপাদনী ব্যবস্থা পরিচালনে উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর অভাবেই কেবলমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণী কবরস্ত না হয়ে টিকে ছিল মার্কসদের জীবতকালেই।

কাজেই, পুঁজিপতিশ্রেণীর শবদেহ করবরস্তকরণে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শ্রেণীচৈতন্য ও সংগঠনে উপযুক্ত ও যোগ্য শ্রমিকশ্রেণীর তদমর্মে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে আবশ্যকীয় নীতি তথা পুঁজিবাদের মৃত্যু সনদ অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচনা করেছিলন মার্কস-এ্যাংগেলস। অনুরূপ সনদের পক্ষে প্রচুর প্রামাণ্য পত্র হাজির করা সহ পুঁজির জন্ম-মৃত্যুর খাস খতিয়ানও তাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন। অত:পর, মরণসূত্র জেনে-বুঝে অনিবার্য মৃত্যুর কবল হতে কিছুদিনের জন্য হলেও রেহাই পাওয়ার কিঞ্চিত প্রত্যাশায় মৃত্যুভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত কমাচ্ছন্ন পুঁজিবাদের রক্ষক-বিশ্ব পুলিশ মার্কিন প্রেসিডেন্টের চারপাশে থাকছে মার্কসের" পুঁজি " বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পন্ডিতি (ডক্টরেট) ডিগ্রিধারীরা। তাছাড়া-জন্ম সূত্রে দুনীতি-প্রতারণার বাহক-রক্ষক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকেনি তাও জানে আধুনিক পুঁজিবাদ।

যেমন - গড হরোসের প্রতারণা-দুর্নীতির মাধ্যমে সৃষ্ট দুনিয়ার প্রথম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব খ্রীষ্ট পুর্ব ৩১৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত ফারাও ডাইনেষ্টীর স্রষ্টা দুনিয়ার প্রথম গড-এটমের ক্ষমতাবলে টিকে থাকতে পারেনি ফারাওরা বলে পার্সিয়ান ডাইনেষ্টীর প্রতিষ্ঠাতা পার্সিয়ান সম্রাট কেমবাইসিস কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল মিশর খ্রীষ্ট পুর্ব ৫২৩ সালে। দখলাভিযানে কেমবাইসিসকে সহযোগিতা করে মিশরীয়দের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও

বেঈমানি করেছিল মিশরীয় সেনাপতি পনোস। কাজেই, মীর জাফরের মতো সেনাপতিরা কেবল হাল আমলেই নয় রাজনীতির ইতিহাসের উষা লগ্নেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। অন্যদিকে, মিশরীয়দের সহযোগীতায় প্রায় বিনা যুদ্ধে খ্রীষ্ট পূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার দি গ্রেট মিশরকে গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত করে। গড এটমের অন্যতম সহকারী দেবী আমুর পুত্র হিসাবে আলেকজান্ডারকে ঘোষণা করা হলেও কার্যত গড এটম এবং তাঁর ধর্ম পুস্তক বুক অব পিরামিড দুনিয়া হতে ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকে।

সামন্ততন্ত্র রক্ষায় রোমের রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে গৃহীত হয় বাইবেলীয় খ্রীষ্টধর্ম। ফলে- চার্চ লাভ করে ভূ-সম্পত্তির অধিকার সমেত বিচারিক ক্ষমতা। বুক অব পিরামিড বা বেদ বা মনু সংহিতা বা বাইবেল কেবল নামেই ধর্মগ্রন্থ আসলে রাজনৈতিক বিধি-বিধান। মুলত দাসতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের রাজনীতিই- ধর্ম। রাজার রাজকীয় কর্তৃত্ব-ক্ষমতা তথা রাজার ধার্যকৃত কর প্রদান সহ রাজকীয় হুকুম নির্দেশ অমান্য-ভংগ করার মাধ্যমে দাসতন্ত্র অস্বীকার বা অকার্যকর করাকে রাজদ্রোহ সহ নানান অপরাধ গণ্যে প্রয়োজনীয় দন্ড বিধানে রাজার কোর্ট বা বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে দন্ড নিশ্চিতকরণে ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবি খৃষ্টপূর্ব ১৭৬০ সালে চালু করেছিল দুনিয়ার প্রথম লিখিত কোড বা সংবিধান।

ধর্মহীনতার যুগের মানুষের চিন্তা-চেতনায় প্রচন্ড আঘাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাবৎ ধর্ম। তবু ওল্ড টেষ্টামেন্ট ধর্মীয়বোধে আঘাত প্রদানকে অপরাধ গণ্যে ধর্মদ্রোহীকে ব্লাসপেমী আইনে দন্ড বিধানের বিহীতাদিতে যীশুকে বিচারপুর্বক মৃত্যুদন্ড প্রদান করা সত্ত্বেও নিউ টেষ্টামেন্ট তথা বাইবেলীয় বিধানে ধর্মদ্রোহীতার দায়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানী ব্রণোকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা সহ অসংখ্য বিজ্ঞানী-দার্শনিককে হত্যা ও দন্ড প্রদান করেও বাইবেলীয় গডের চার্চ রক্ষা করতে পারেনি ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ বা রাজ ভক্ত চার্চকে ।

পরলৌকিকতার ঈশ্বরতন্ত্র তথা চার্চকে উৎখাতে ইইজাগতিক মহাক্ষমতাধর পুঁজিবাদ সেক্যুলারিজম অর্থাৎ ইহলৌকিকতার রাজনৈতিক মতাদর্শ সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটিয়ে ডিভাইন রাইট হোল্ডার কিং ফিলিপকে পরাজিত করে ইহলৌকিকতার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিপ্লব।

প্রাক পুঁজিবাদী দখলদারগণ ভারতে প্রবেশ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে ভারতে আবাসন গেড়ে কার্যত পরিণত হয়েছিল ভারতীয় ভূতে। কিন্তু, ভারতীয় দাসত্ব রক্ষায় জারীকৃত মনু সংহিতা রক্ষিত হয়নি বৃটিশ পুঁজির হামলা-আক্রমনে । বিশেষত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ১৭৯৩ ও ১৮১৮ সালে বাংলাসহ উত্তর ভারতে ভূমিতে জমিদারী ও রায়তোয়ারী প্রবর্তন করে দাসত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধন এবং পরবর্তীতে ১৮৫৮ সালে রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় অস্পৃশ্যতার বিনাশ সাধনের অভিঘাতও প্রদান করেছিল ব্রিটিশ পুঁজি। হালের ভারততো পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থে সংবিধানে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান জুড়ে দিয়ে ভন্ডামি করলেও সেক্যুলারিজমকেই অন্যতম রাষ্ট্রিক নীতি স্বীকৃতি সত্ত্বেও স্বর্গদ্বারের ত্রিমুর্তিকে রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করে আর্য সমাজ পন্থীদের

খুশি করতে চাইলেও বিয়ে-তালক, উত্তরাধিকার-অবিভাবকত্ব ইত্যকার বিষয়ে মনুর সংবিধানকে নির্বাসনে পাঠিয়ে জাত-গোত্র ও বর্ণের বাচ বিচার পরিহার করে স্বেচ্ছাসম্মতিতে যে কাউকে বিবাহের অধিকার সমেত পার্সোনাল আইনের মাধ্যমে কার্যত বেদ ও মনু সংহিতা সমেত মনুকেই প্রকারান্তরে স্বর্গে নির্বাসন দিতে বাধ্য হয়েছে।

অত:পর, ধর্ম নামীয় সকল ধরণের দাসতন্ত্র-সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি তথা অলৌকিক ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতার রাজতন্ত্রকে দুনিয়া হতে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিল জাগতিক পুঁজিতন্ত্র। অথচ,পুঁজিবাদকে আঘাত দিলে বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে বিরোধীতা করলে বা রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে অনুরূপ কাজে পুঁজিবাদের অতিতের সকল যুক্তিসংগত কার্যক্রমকে অবলীলায় ভুলে গিয়ে বর্ণিত রূপ কার্যক্রমকে অপরাধ গণ্যে তা দমনে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন সহ নানান দমনমূলক আইনের বিধান ও তদমর্মে বিহীত করেছিল স্বীয় জীবনের ইতিহাস অস্বীকারকারী প্রতারক-প্রবঞ্চক পুঁজিবাদই। এমনকি সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রমকে দন্ডযুক্ত অপরাধ গণ্য করে ১৮৭৮ সালে সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন করেছিল জার্মান। তবে লেনিন-ষ্ট্যালিন ও মাওসেতুং -হোচিমনরা কেবলই তাঁদের নিজের বিরোধীতাকেই বিপ্লব বা রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম তথা অপরাধ গণ্যে বহুক্ষেত্রে নিজের হুকুমে বিনা বিচারে হত্যা করেছে কেবল পুর্বের শত্রুপক্ষ নয় বহুক্ষেত্রেই নিজগোত্রীয় বহুজনকে ।

অবশ্য ইংলন্ডের পামারষ্টোনরা লেনিন-ষ্ট্যালিনদের মতো নিষ্ঠুর-পিশাছ ও বর্বর হলে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম প্রধান দুশমন বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর কবল হতে জীবন রক্ষা করতে পারতো না খোদ মার্কস-এ্যাংগেলসরা । ফলে- মার্কসবাদের নামে যে জালিয়াতি-ভন্ডামি করার সুযোগ পেয়েছে তাও পেত না লেনিনবাদীরা। অত:পর, জন্মাবদি ও জন্মসুত্রেই প্রতারক-প্রবঞ্চক, দুর্নীতিবাজ-ভন্ড, শাসক -শোষক, দমনকারী-পীড়নকারী ও মানুষের স্বাধীনতা হরণকারী এবং মানবিক স্বাধীনতার প্রধান প্রতিবন্ধক - রাজনীতি ও রাষ্ট্র যে পৃথিবী হতে চির বিদায় নিবে এবং ইতোমধ্যে যে, দাসতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র পরাজিত হয়েছে ,বিদায় নিয়েছে ইতিহাসের তেমন নজির যেমন জানা আছে তেমন ধর্মের নামে চালুকৃত ঐ সকল দাসতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্র দুনিয়া হতে বিদায় করতে পুঁজিপতিশ্রেণীর অসংখ্য কীর্তিও ভুলেনি পুঁজিবাদ বলেই প্রহসনের মতো হলেও ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতন দিবস উদযাপন করা সহ কলোম্বাসের আমেরিকা বিজয় দিবস বা আমরিকার স্বাধীনতা দিবস ইত্যকার মতো বুর্জোয়া ঐতিহ্যের দিবসগুলো জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়।

তাছাড়া-জন্ম হতে বিগত ৭০০ বছরে পুঁজিবাদ তার বহু প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু, সেসব কেবলই বেদনাদায়ক তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাই পুঁজিবাদ সরসরি সেসব বলতে চায় না, যেমন ভুমিহীনতার কারণ বলতে চায়নি জমিদার রবীন্দ্র নাথ। না পাওয়ার যন্ত্রণা ও হারানোর বেদনা ভুলতে অথচ পাওয়া- না পাওয়ার সেই সব বিষয় ফিরে পেতে কল্পনায় স্মৃতিসৌধ নির্মাতা কবি, রবীন্দ্র নাথ - জমিদারীর জন্যই যে চাষীরা ভুমিহীনে পরিণত হয় তা জানতেন বলে স্বীকার করেও স্বীয়

সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে তা বলতে রাজি হননি প্রথম চৌধুরীর রায়তের কথায়। অনুরূপ, লিক্যুইডেশনের অনুচ্ছেদ সম্বলিত দি ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতারাও অতিত অভিজ্ঞায় জানতো বটে ফান্ডেরও মৃত্যু অনিবার্য তবু কারণসমূহ প্রকাশ করতে রাজী হয়নি। কাজেই -জোট বেঁধেও অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম পুঁজিবাদের বিনাশ বিষয়ে পুঁজিবাদেরই প্রাপ্ত অগণন অভিজ্ঞতার কয়েকটি প্রাংসগিক বিষয়াদিসহ উল্লেখ করা হল-

ক) স্পেনের সম্রাট ফিলিপ -২, যুদ্ধের দায় শোধে অতিরিক্ত করারোপ করায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৭ প্রদেশের সরকারী কর্তাগণ সহ ৩০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরে সম্রাটের নিকট প্রেরিত কর হ্রাসের আবেদন না মঞ্জুর কেবল নয়, তদমর্মে সম্রাট নিরোত্তর থাকায় হলান্ডের গভর্ণর উইলিয়াম অরেঞ্জের নেতৃত্বে ১৫৬৮ সালে শুরু হওয়া নেদারল্যান্ডের ৮০ বর্ষী স্বাধীনতার যুদ্ধকালে ১৬০২ সালে ষ্টেটস জেনারেল অব নেদারল্যান্ডস ২১ বছরের জন্য বাণিজ্যের মনোপলি প্রদান করেছিল ডাস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীকে। এটিই বিশ্বের প্রথম মাল্টি ন্যাশনাল সিন্ডিকেট। অর্থাৎ পুঁজির ঘনীভবনে ব্যক্তিগত পুঁজির সীমাবদ্ধতা তথা পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার নিস্প্রয়োজনীয়তাকে স্বপ্রমানে কেবল এক দেশের নয় বরং একাধিক দেশের কতিপয়ের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সিন্ডিকেট। প্রতিষ্ঠাকালে মোট-১১৪৩ শেয়ারহোল্ডারের মধ্যে জার্মান ছিল ৩৯ জন। ১৬৬৯ সালে ৩৯ টি যুদ্ধ জাহাজ, ১৫০ টি বাণিজ্যিক জাহাজ, ৫০,০০০ কর্মচারী ও ১০,০০০ প্রাইভেট সেনাবাহিনী সমেত বিশ্বের সর্বাধিক ধনী সংস্থায় পরিণত হয় ডাস ই.ই.কোম্পানী। কিন্তু, কেবলই বাণিজ্যের সাথে রাজনৈতিক বাণিজ্যে মনোনিবেশ ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং তদপ্রসুত অনাচার-অনিয়ম তথা পুঁজিবাদের জন্ম স্বভাব ঘুষ-দুনীতি, জোচ্চুরি-জালিয়াতি, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র এবং বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যকার যাবতীয় দুস্কর্মের কারণে কোম্পানীটি দেউলিয়া হয়ে পড়লে পুঁজির নিয়মে যথারীতি নেদারল্যান্ড সরকার কর্তৃক কোম্পানীর সমুদয় সম্পদ ও দায়-দেনা গ্রহণ করায় জন্মের ২০০ বছর পর কোম্পানীটি আনুষ্ঠানিক বিলুপ্ত তথা মৃত্যুবরণ করে ১৮০০ সালে । ফলে- এটিও নিশ্চিত হলো যে, পুঁজির স্বার্থ রক্ষায় ব্যক্তি পুঁজিপতির মতো সিন্ডিকেটও উপযুক্ত নয়, সক্ষম নয় এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিকে আশ্রয় নিতে হলো রাষ্ট্রের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কোলে। ফলে- রাষ্ট্রটিও তার সামাজিক চরিত্রের অবশেষটুকু বিসর্জন দিয়ে কেবলই পুঁজির প্রত্যক্ষ সেবক ও পাহারাদারে পরিণত হল। এতে-ব্যক্তি পুঁজিপতির অপ্রয়োজনীয়তা আরো প্রকটভাবে দৃশ্যমান হল। তবে, শ্রমিকের দুর্দশা আরো বেড়ে গেল। কারণ- রাষ্ট্রায়ত্তকৃত পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণে নিয়োগকৃত সরকারী কর্মচারীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সমেত বেতন-ভাতা প্রদান এবং দুর্নীতির উৎস ও ভান্ডার ব্যক্তিমালিকানাজাত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সরকারী মন্ত্রী-কর্তাদের ঘুষ-দুর্নীতির সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার হেতুবাদে সামগ্রীকভাবে অনিয়ম-দুর্নীতির বহর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারী কোর্ট-কাছারী ও পুলিশ-সেনাবাহিনীর হেফাজতে রাষ্ট্রিক হাসপাতালে ভর্ত্তিকৃত ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী-বেচারা পুঁজির ট্রিটমেন্ট এন্ড মেন্টেনেন্স কষ্ট স্বাভাবিকভাবেই বর্ধিত হয়েছিল ।

অনুরূপ বর্ধিত ব্যয় নির্বাহে শ্রমিকের অপরিশোধিত মজুরি আত্মসাৎকরণের হার বর্ধিত করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই বলে অনুরূপ বর্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করার কারণে শ্রমিকের মজুরির হার কমে গিয়েছিল।

খ) ১৬০০ সালে একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ লাভ করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এটিও রাজনৈতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভে করে ভারতে প্রতিষ্ঠা করেছিল নিজস্ব উপনিবেশ। পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানীর জন্য ২.৫ মিলিয়ন পাউন্ড সংগ্রহ করা ছাড়াও সেনাপতি ক্লাইব নিজের জন্য যোগাড় করেন-২৩৪,০০০ পাউন্ড। আনুসাংগিক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন প্রচুর। তবু, দুর্নীতির দায়ে খোদ বৃটেনের আদালতে অভিযুক্ত হয়ে আফিমের চোরাকারবারী ও আফিম খোর নেশাগ্রস্ত-মাতাল ক্লাইব শেষত আত্মহত্যা করেছিল। এহেন দুর্বৃত্ত ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধে কোম্পানীকে সহযোগিতার বিনিময়ে চুক্তিমুলে প্রদত্ত ৫% কমিশন দেয়নি বলে বিশ্ব ব্যাংকার জগৎশেঠ উন্মাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। ক্লাইবের দুস্কর্মের অপর সহযোগী ঘষেঠি বেগমকে প্রতিশ্রুত ইনাম দেওয়ার পরিবর্তে নবাবকে দিয়ে তাঁকে বন্দী করে ঢাকায় পাঠানো হয়। বন্দী অবস্থায় নৌকা ডুবিতে ঘষেঠি বেগম মারা যায়। এটিকে পরিকল্পিত হত্যাকান্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মাত্র ১ বছরের মাথায় বাংলার নবাবী হতে মীর জাফরকে অপসারণ করেছিল ক্লাইব। ভলেন্টিয়ার হিসাবে পলাশীর যুদ্ধে যোগ দিয়ে ১৭৭৩ হতে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস। কিন্তু, ভলেন্টিয়ার হেস্টিংস মহোদয়ও দুর্নীতির দায়ে ইম্পিচড হয়েছিল।

শ্রমিকের শ্রমশক্তি শোষণ করে জন্ম নেয় বলেই পুঁজির আজন্ম স্বভাব-চরিত্র ও প্রকৃতিই হচ্ছে চুরি-দুর্নীতি । কাজেই, শোষণের মাধ্যমে পুঁজির বিকাশ-সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনে নিয়োজিত থাকবে অথচ দুর্নীতি করবে না, এতোটামাত্রায় বোকারা পুঁজিবাদী সিন্ডিকেটের গভর্ণর-ডাইরেক্টর হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। সুতরাং, ব্যক্তি পুঁজিপতির মতো পুঁজিবাদী সিন্ডিকেটের হর্তা-কর্তারা চুরি-দুর্নীতি করবেই।

অত:পর,ঘুষ-দুনীতি,অনিয়ম-স্বজনপ্রীতি,লুন্ঠন-বিশ্বাসঘাতকতা,হত্যা-খুন,দমন-পীড়ন, জালিয়াতি-প্রতারণা, ফাঁকিবাজি-চোরাকারবারী, কি করে নাই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। তবু, প্রতিপক্ষ পুঁজির প্রতিযোগিতায় ই.ই. কোম্পানী একদিকে যেমন মনোপলি বাণিজ্যের অধিকার হারায় শেষ পর্যন্ত ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ ক্রাউনের আদেশে বাণিজ্যিক সত্ত্বাও হারায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইন দ্বারা কোম্পানীর সকল সম্পদ ও দায়-দেনা ব্রিটিশ ক্রাউন অধিগ্রহণ করায় কোম্পানীটি জন্মের ২৫৭ বছর পরে বিলুপ্ত হয়।

উল্লেখ্য- অনুরূপ কারণে- ১৬১৬ সালে জন্ম নিয়ে ১৭২৯ সালে ডেনিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং আফ্রিকার দাস ব্যবসার জন্য ১৬২১ সালে জন্ম নিয়ে পুঁজির চরিত্রদোষে ১৭৯১ সালে বিলুপ্ত হয়- ডাস ওয়েষ্ট ইন্ডিজ কোম্পানী; এবং ১৬৬৪ সালে জন্ম নিয়ে একই হেতুবাদে ১৭৬৭ সালে বিলুপ্ত হয় ফ্রান্স ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

সুতরাং-কতিপয় পুঁজিপতি জোটবদ্ধ হলেই যেমন পুঁজিবাদী সিন্ডিকেট টিকে না তেমন বাণিজ্যের সহিত রাজনৈতিক বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েও উল্লেখিত বাণিজ্যিক সিন্ডিকেটগুলো সমুলে বিনষ্ট হয়েছিল তথা মৃত্যুবরণ করেছিল। অত:পর, ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পর্ক অটুট-অক্ষুন্ন রাখতে অক্ষম পুঁজিবাদ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় অযোগ্য-অক্ষম হওয়ায় শিল্প পুঁজির আদি নিবাস ইংলন্ড সহ উল্লেখিত রাষ্ট্রগুলোর পুঁজিপতি শ্রেণী রাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পন করেই পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে বাধ্য হয়ে কার্যত পুঁজির ব্যক্তিমালিকানাকে আরো বেশীমাত্রায় অপ্রয়োজনীয় হিসাবে প্রমাণ ও নিশ্চিত করেছিল।

পুঁজির বেসরকারী সিন্ডিকেট পুঁজির স্বার্থ রক্ষায় অক্ষম-অপরাগ বা ব্যর্থ-অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় ব্যবসাদার না হয়েও পুঁজির সামাজিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল রাষ্ট্র। অর্থাৎ খোদ রাষ্ট্র পরিণত হল পুঁজির সরকারী সিন্ডিকেটে। ব্যক্তি পুঁজিপতি ও পুঁজিপতিদের সিন্ডিকেটের মতোই পুঁজির সরকারী সিন্ডিকেট তথা রাষ্ট্রও শ্রমিকের অপরিশোধিত শ্রম আত্মসাৎ করা ছাড়া পুঁজি সৃষ্টি , পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা ও পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণ করার কোন বিকল্প পন্থা নাই বলে - শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমশক্তি শোষণের প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল স্বয়ং রাষ্ট্র । অত:পর, রাষ্ট্রের অনুরূপ কার্যক্রমকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ বলা যায় কি না সে ব্যাপারে মহাজ্ঞানী লেনিন খুবই উদাসীন ছিলেন। তবে, কেবল নিজের অনুরূপ কার্যাদিকে সমাজতন্ত্রের সহিত ফারাকহীন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু, উদ্বৃত্ত-মুল্য তথা পুঁজি সৃষ্টি ও তা লালন-পালন বা সংরক্ষণ করাই যদি লেনিনের মতে অথবা অনুরুপ কার্যাদি -যা লেনিন করেছেন কোন প্রকার আইন-কানুন ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে, এমনকি কেবলই নিজের রাজনৈতিক অভিলাশ চরিতার্থ করতে পুর্বাপর স্বীয় বক্তব্য-বিবৃতি মনে না রেখে কেবলই দখলকৃত রাষ্ট্রিক ক্ষমতার চশমা দিয়ে বিরাজিত অবস্থাকে অবলোকন ও মুল্যায়ন এবং সেইভাবেই স্বীয় ক্ষমতা সামাল দিতে যা যা তাঁকে করতে হয়েছে তাহাই যদি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হয়, তবে নি:সন্দেহে নেদারল্যান্ড-ইংলন্ড, ফ্রান্স বা ডেনিশ রাষ্ট্রও উল্লেখিত সিন্ডিকেটগুলোর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে পুঁজিবাদের রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালন-সম্পাদন করেছিল বলেই লেনিনের রাশিয়ার পুর্বে ঐ সকল সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলো কেবলমাত্র উল্লেখিতরুপ দায়িত্ব পালনের হেতুবাদে “ সমাজতান্ত্রিক” রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য না হওয়ার কোন সুযোগ বা যুক্তি অন্ত:ত লেনিনবাদে থাকতে পারে না।

তবে, লেনিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী “ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র” প্রথমে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলোর সৃষ্ট লীগ অব নেশনস এর সদস্য এবং শেষত আই.এম.এফ-জাতিসংঘের কো-ফাউন্ডার হয়েও টিকে থাকেনি। যেমন টিকে থাকেনি অপরাপার সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্র, মুলত অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্র টিকে থাকার সুযোগ-অবকাশ নাই বলেই মরণাপন্ন পুঁজিবাদের লোকাল এজেন্ট রাষ্ট্র মরবেই। তবে এত্তোসব প্রতিষ্ঠান-সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদও রেহাই পায়নি স্বীয় চরিত্রগত সংকট হতে। অত:পর,১৯৭০ দশকের মহামন্দার কবল হতে রক্ষা পেতে - বিশ্বব্যাংক-আই.এম. এফের জারীকৃত ফতোয়া মতো-“মুক্তবাজার অর্থনীতি” বিশ্বময় কার্যকরীকরণে- কেবলই

কর আদায়-উসুল ও ব্যবহার সর্বপুরি পুঁজির স্বার্থ রক্ষায় পুলিশী দায়িত্ব পালন করা বৈ রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব বিশেষত ব্যবসা-বাণিজ্য করা রাষ্ট্রের কর্ম নয় বলে র‍্যাগান-থ্যাচাররা দুনিয়াময় ঢোল পিঠিয়ে বেড়েছিল ।

আবার অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকটে পতিত হয়ে ২০০৮ সালে ওবামা-ব্রাউনরা বলছে- মুক্তবাজারের মুক্ত উৎপাদনই মুক্ত বিশ্বের সংকটের রুট কজ। কাজেই, সংকটাপন্ন পুঁজির দায় নিতে হবে আবারো রাষ্ট্রকে। তাইতো, আমেরিকায় অনুষ্ঠিত জি-২০ , এর ১৫ নভেম্বর-২০০৮ এর কনফারেন্সের অনুরূপ মুল্যায়ণের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নে ১লা এপ্রিল-২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জি-২০ এর লন্ডন কনফারেন্স ১.১ ট্রিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করা হয় ।

সংবিধানে সমাজতন্ত্র বহাল রেখেও মুক্তবাজারী বাংলাদেশেও ঐ সিদ্ধান্তের মাত্র ১৮ দিন পর অর্থাৎ ১৯ এপ্রিল-২০০৯ সালে ঘোষণা করে বেইল আউট প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের আওতায় লুটেরা পুঁজিপতিগোষ্ঠীকে সাবসিডি প্রদানের নামে কার্যত যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা ও যুক্তরাজ্যের ষ্টককৃত টাকায় গঠিত ও আই.এম.এফের মাধ্যমে ঐ পরিমান ষ্টক মানি সঞ্চালন করার জন্য বিভিন্ন দেশে চালানকৃত উল্লেখিত তহবিল হতে কঠিন শর্তে গৃহীত ঋণের টাকা যা শেষত পরিশোধ করতে হয় শ্রমিকশ্রেণীর অপরিশোধিত শ্রমের দামে তথা জনকরের টাকায় , সেই টাকা হতে ব্যবসাদারকে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ভিক্ষা দেওয়ার বিহীতাদি আছে বাংলাদেশের ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেটেও। কাজেই, ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট দি ফান্ডের হুকুমের গোলাম- মৃতবৎ রাষ্ট্রগুলো আই.এম.এফের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকা পুঁজিবাদের জীবন রক্ষায় কখনো মুক্তবাজার আবার কখনো রাষ্ট্রের সামাজিক দায়ের অজুহাতে- জেনারেল মোটর্সের মতো দেউলিয়া হওয়া শিল্পোদ্যোগ -প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করছে খোদ যুক্তরাষ্ট্র । কিন্তু, তাতেও শেষ রক্ষা হবে কি ?

গ) তিন সম্রাটের লীগের জোটে বিশষত ১৮ জুন, ১৮৮১ সালের এগ্রিমেন্টের পর ইটালীও যুক্ত হয়েছিল লেনিনের " পুরানো সাম্রাজ্যবাদের" বিরুদ্ধে, কিন্তু স্থায়ী হয়নি সম্রাটত্রয়ের লীগ। তাও পুঁজির জন্মগত সুবিধাবাদী চরিত্র জনিত কারণে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হলেও উক্ত লীগ সক্ষম হয়নি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে। ফলে- যথারীতি অতি উৎপাদন সংকটে পতিত হয়েছিল বিশ্ব পুঁজিবাদ। হালের সাবিসিডি প্রদানের অনুসৃত ব্যর্থ ফর্মুলায় সাবসিডি প্রদানে রুজভেল্ট ১৯৩৩ সালে বেল-আউট প্রোগ্রাম চালু করেছিল। পরাজিত জার্মান পুঁজি-পণ্যের চালান-সরবরাহ তথা সঞ্চালন সম্পন্নকরণের তাগিদে ভার্সাই চুক্তি ভংগ ও লীগ অব নেশনস ত্যাগ করেছিল ।

অত:পর, উৎপাদন শক্তির পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিরোধী বিদ্রোহ দমনে- হিটলার,মোসলিনি এবং চার্চিল, রুজভেল্ট ও ষ্ট্যালিনরা ৭ কোটি জীবন্ত মানুষকে লাশ বানিয়ে মৃতবৎ পুঁজিবাদের লাশ হওয়া থেকে নিস্কৃতি পেতে জাতিসংঘ- বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেও এমন

মরোন্মুখ পুঁজিবাদকে কতদিন বাঁচানো যাবে তা নিয়ে নিশ্চিত ছিল না পুঁজির গোলাম-দাস রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিনরা। কারণ- শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান, পুঁজি-পণ্যের বাজার নিয়ে সৃষ্ট সংকট ও বিরোধ নিস্পত্তিতে কূটনৈতিক পর্যায়ে বিহীত ও সাধারণ অধিবেশনে আলাপ-আলোচনা, এবং পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম বা পুঁজির নিজস্ব ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপ হতে নিস্কৃতি পেতে রাষ্ট্রগুলোর যৌথ কার্যক্রম তথা কালেক্টিভ সিক্যুরিটি, এবং যুদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বিশ্বের নিরাপত্তা বিধান তথা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠাকালীন ২৩ সদস্যের স্থলে ৫৮ সদস্যের কলবরে বর্ধিত হয়েও সঞ্চালনহীন পুঁজির মৃত্যু নিশ্চিত বলেই কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালনের প্রয়োজনে সৃষ্ট পুঁজির বহুমুখী বিরোধ তথা অতি উৎপাদনের সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছিল বলেই এপ্রিল,১৯৪৬ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত অধিবশনে প্রায় ২২,০০০,০০০ মার্কিন ডলারের পরিসম্পৎ জাতিসংঘকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে অবলোপিত অর্থাৎ লিকুইডেটেশনের ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল লীগ অব নেশনসকে । সাডেন ডেথ নয়, একদম পুঁজিবাদী নিয়মে-প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক মৃত্যু।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভবের কাল হতে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের রাজকীয় রাজনীতির -কল্পকথার বহু ঈশ্বরের বহু পৃথিবীকে- পুঁজি স্বীয় জন্মের মাত্র সাড়ে ৫শত বছরের মাথায় পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবের একটি পৃথিবীকে কার্যত একটি ও একক পৃথিবীতে পরিণত করেছিল খোদ পুঁজিবাদ। অবশ্য পূর্বাপর পৃথিবী একটিই ছিল ও একটিই আছে । কিন্তু সমগ্র পৃথিবী সম্পর্কে শুধু অজ্ঞাত ছিল ডিভাইন রাইট হোল্ডার কিংরাই বলে পুঁজির সঞ্চয়ন,সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনের তাগিদে সামন্ততন্ত্র উৎখাতে ডিভাইন রাইট হোল্ডার রাজা-বাদশা তথা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় খোদ ইটার্নাল গড অর্থাৎ অলৌকিক গডশীপের মততন্ত্র হতে সেক্যুলার অর্থাৎ ইহলৌকিকতার রাজনৈতিক মতাদর্শের উদ্ভব ঘটিয়ে অত্তোসব ঈশ্বর সহ ঐশ্বরিক মতবাদকে নির্বাসিত ও পরাজিত করে মহাপরাক্রমশালী বর্বর সামন্ততন্ত্রকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিল পুঁজিবাদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারসহ উৎপাদন ও আধুনিকতার জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীকে পুঁজিপতি শ্রেণী। কিন্ত, ঐ পুঁজিবাদই স্বসৃষ্ট শ্রমিকের নিকট পরাজয়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আবারো আশ্রয় নিয়েছিল পরিত্যাক্ত চার্চের নিকট এবং নির্লজ্জভাবে। কিন্তু অলৌকিক ঈশ্বর বা চার্চ নয়, এমনকি কমিউনিজমের ভূততাড়িত পুঁজিপতিশ্রেণীর কুল রক্ষা হলো না সিন্ডিকেটে। অত:পর, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রবক্তা-স্রষ্টা পুঁজিপতি শ্রেণী শেষ ভরসার স্থল হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিল জাগতিক রাষ্ট্রের নিকট। কিন্তু, জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থের রক্ষকের দাবীদার রাষ্ট্র প্রায় সকল প্রকার সামাজিক দায়িত্ব পরিহার করে কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণীর সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকৃত ক্ষমতা-এখতিয়ারে সংকোচিত ও সীমিত হয়ে কার্যত রাষ্ট্রকে সমাজিক দায়িত্বহীন সংগঠনে পরিণত করে পুঁজিবাদের সামগ্রীক স্বার্থ সংরক্ষণে তথা পুঁজির সংকট নিরসনে ব্যর্থ হলো খোদ রাষ্ট্র।

অত:পর, বেয়াড়া অথচ বিপন্ন পুঁজিবাদ স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় অযোগ্য-অক্ষম রাষ্ট্রকে আরো অক্ষম গণ্যে তথা রাষ্ট্রের সহজাত ক্ষমতার হানি করে আশ্রয় নিয়েছিল লীগ অব নেশনস

নামক রাষ্ট্রিক সিন্ডিকেটের নিকট। কিন্তু, হায় ! ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত পুঁজির চাহিদা পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হলো লীগও এবং অবশেষে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিরোধী বিদ্রোহ দমনে ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র একটি কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ-পরিচালন ও সমন্বয় সাধনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করলো বিশ্বের সর্বকালের সর্বমহাক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান- দি ফান্ড। ফলে- ব্যক্তি পুঁজিপতি নয়, পুঁজিবাদী সিন্ডিকেট নয়, বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয় বরং সমগ্র রাষ্টীয় ব্যবস্থাপনাকে দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিপতিত করে সকল রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র দি ফান্ডের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের আঞ্চলিক- এরিয়া ইউনিট বা থানা গণ্যে হুকুম-নির্দেশিত ও নজরদারী-খবরদারীর অধীন হেতু সীমিত ক্ষমতার থানা রূপ রাষ্ট্রকে তদ্রুপ দায়-দায়িত্ব পালন-সম্পাদনের কাজে নিয়োগ করার মাধ্যমে ফান্ডের সদস্য সকল ঋণদাস রাষ্ট্রকে দি ফান্ডের হুকুমের গোলামে পরিণত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র ব্যক্তিপুঁজিপতির অপ্রয়োজনীয়তাকেই চুড়ান্তভাবে স্বপ্রমাণ করেনি বরং খোদ রাষ্ট্র ও রাষ্টীক ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয়তাকে নিশ্চিত করছে পুঁজিবাদ।

অথচ, ব্যক্তিমালিকানার সুবাদে ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সেবা খাত প্রভৃতির সুবিধাভোগী পুঁজিপতিশ্রেণীভুক্ত তাবৎ পরজীবী গোষ্ঠী; ব্যক্তিমালিকানার সমর্থক চার্চ সমেত সামন্ততন্ত্রের সেবক-রক্ষক ও তদমর্মে সুযোগ-সুবিধাভোগী সকল পরজীবি; পুঁজিবাদী সিন্ডিকেটগুলোর কর্তা-অধিকর্তা রূপী পরজীবী গোষ্ঠী; রাষ্ট্র সহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সেনা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারী এবং আইন সভা- নির্বাহী বিভাগের সকল সদস্য-নির্বাহী, নির্বাহী বিভাগের অধীনস্ত আমলাতন্ত্রের সকল কর্তা-অধিকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত বিশাল পরজীবী গোষ্ঠী এবং রাষ্ট কেন্দ্রীক ক্রিয়াকর্মের জন্য গঠিত রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক ব্যবসায়ী-পেশাজীবীভুক্ত বিপুলসংখ্যক পরজীবী; রাজনীতি ও রাষ্টের সমর্থক-সহযোগী নানান পেশার পেশাজীবী সমন্বয়ে গঠিত পরজীবীতার বিশাল বহর; রাষ্ট্রের উপর খোদকারী-নজরদারীর বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানাদি অর্থাৎ- জাতি সংঘ, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সমেত তদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-সংস্থার বিশাল বেতন-ভাতার অধিকর্তা-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত পরজীবী গোষ্ঠী ; এবং জাতিসংঘের নীতি-প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত কার্যকরণে গড়ে উঠা অসংখ্য এন.জি.ও কর্মকর্তা-কর্মীর সমন্বয়ে সৃষ্ট বিশাল বহরের পরজীবী গোষ্ঠী মিলিয়ে সারা দুনিয়ায় প্রকৃত কর্মহীন অর্থাৎ অনুৎপাদনশীল এক বিশাল পরজীবী গোত্র সৃষ্টি করেছে পুঁজিবাদ।

উল্লেখিত পরজীবী গোত্রের পাপাচার সমেত তাঁদের ভোগ-বিলাস ও জীবন ব্যয় বহন করতে গিয়ে অধিক থেকে অধিকতর হারে শ্রমিকের অপরিশোধিত শ্রমের দাম আত্মসাৎ করা অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি হরণ করা ছাড়া উপায়ন্তর থাকেনি পুঁজিবাদের।

অত:পর, বার্ধক্য জনিত রোগাক্রান্ত এবং বার্ধক্যের হেতুবাদে অকর্মন্য মানুষের জীবন ব্যয় যেমন অত্যাধিক তেমন অপ্রয়োজনীয় পুঁজিপতিশ্রেণী সহ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রক্ষক জাতিসংঘ সহ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ সহযোগী-সমর্থক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় ব্যয় বহনে বাধ্য -হালের পুঁজিবাদের **একজিসটেন্স কষ্ট** অনেক অনেক বেশী বলে অনুরূপ ব্যয় নির্বাহার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর মাত্রায় দুর্দশায়

নিপতিত করা ছাড়া গত্যান্তর নাই জরাজীর্ণ -মুমুর্ষ পুঁজিবাদের। যদিচ, অনুরুপ বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে বটে পুঁজিবাদ কিন্তু এটি যে ঝুঁকিপূর্ণ তাও জানে পুঁজিবাদ। সর্বপুরি, পুঁজিবাদের অত্তোবড় চাপ ও দায় বহন করতে রাজি হবে কিনা শ্রমিকশ্রেণী তাওতো দুশ্চিন্তার বিষয় বটে আত্মবিনাশী পুঁজিবাদেরই।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করেই জন্ম নিতে ও টিকে থাকতে হয় বলে পুঁজিই দরিদ্র সৃষ্টি ও দারিদ্রতা বৃদ্ধির মুল কারণ । অত:পর, দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব নির্মাণে ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিবাদী ব্যবস্থা-অবস্থা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিলোপ-বিনাশ অপরিহার্য। অথচ, বিশ্ব পুঁজির বৈশ্বিক কারবারী তথা সঞ্চালনের মাধ্যমে পুঁজির শরীর রক্ষা ও প্রসারে-বৈশ্বিক পরিসরে দারিদ্রতা প্রসারের বৈশ্বিক হোতা হয়েও তদমর্মে বিশ্ব মিথ্যুক বিশ্বব্যাংকের ওয়েভপেজে বর্ণিত আছে - “ Working for a World Free of Poverty.” অর্থাৎ দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে মহাব্যস্ত বিশ্বব্যাংকের ডেভেল্পমেন্ট ইন্ডিকেটর- ২০০৮ এর “দারিদ্র তথ্যে” উল্লেখিত হয়েছে বিশ্বে দারিদ্রের হার বর্ধিত হয়ে-চরম দ্রারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মোট জনসমষ্টি-১.৪ বিলিয়ন। জুলাই-২০০৯ সালে বিশ্বে মোট জনসংখ্যা-৬,৭৯০,০৬২,২১৬। বিশ্ব ব্যাংকেরই রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে-২০০১ সালে-

(ক) দ্রারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মোট জনসমষ্টি-১.২ বিলিয়ন;

(খ) দৈনিক ২ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে অক্ষম মোট জনসমষ্টি-২.৭ বিলিয়ন;

(গ) শুধুমাত্র দারিদ্রজনিত কারণে দৈনিক-৫০,০০০, বার্ষিক ১কোটি ৮০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে;

(ঘ) প্রতি রাতে অনাহারে থাকে-১.০২ বিলিয়ন মানুষ; এবং

(ঙ) ষ্ট্রীট চাইল্ড-১০০ মিলিয়ন।

সূত্র- উইকিপিডিয়া।

২৬ জনু-২০০৯ সালে আপডেটেডে সি.আই.এ ফ্যাক্টবুক বর্ণিত বিশ্ব বিবরণী-

(ক) ২০০৮ সালে মাথা প্রতি আয়-১০,৪০০ মার্কিন ডলার;

(খ) গ্রস ওয়ার্ল্ড প্রডাক্টশন-৬২.২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার,২০০৮;

(গ) ষ্টক অব কোয়াশী মানি- ২৭.৩১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার-২০০৭;

(ঘ) ২০০৮ সালে বিশ্বের লেবর ফোর্স-৩.১৬৭ বিলিয়ন, তন্মধ্যে- ৪০% ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিক বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৪% এবং ২০.৬% শিল্প শ্রমিক ৩২% উৎপন্ন করে; এবং

(ঙ) ২০০৭ সালে বিশ্বে- সর্বোচ্চ আয়কারী ১০%: ২৯.৯% আয় এবং সর্বনিম্ন আয়কারী-১০%: ২.৫% আয় করেছে।

অত:পর, শ্রমশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বের সকল উৎপাদনী কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক এবং শিল্প শ্রমিকরাই যে, দরিদ্র তাতে সন্দেহ করার সুযোগ নাই। অথচ, উল্লেখিত সংখ্যক লেবার ফোর্সই বিশ্বের মোট গ্রস প্রডাক্টশন -৬২.২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকৃত উৎপাদক অর্থে

তাঁরাই প্রকৃত মালিক হওয়া সত্ত্বেও সমপরিমান পুঁজির মালিকানা হতে কেবলই ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে বঞ্চিত হয়েছিল বলেই পুঁজি উৎপন্নকারী শ্রমিকরাই যেমন দরিদ্র তেমন শ্রমিকশ্রেণী দরিদ্র বলেই পুঁজিপতি শ্রেণী তথা পরজীবীরাই ধনী। অন্যদিকে - প্রায় সকল সম্পদের ভুয়া মালিক বটে শ্রমিকের-মস্তিষ্ক, পেশী,স্নায়ু ও অস্থি তথা মোটাদাগে রক্ত শোষক পরজীবী গোষ্ঠী ।

উল্লেখ্য- ৩.১৬৭ বিলিয়ন লেবর ফোর্সের সাথে সম্পৃক্ত-সংশ্লিষ্ট শিশু-বৃদ্ধ যোগ করার পর অবশিষ্ট যে জনসমষ্টি পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ অনূন্য সাড়ে তিন বিলিয়ন , তারা সকলেই কেবলই ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে উপরোল্লেখিত পরজীবী গোষ্ঠী তাতেও সন্দেহ করার অবকাশ নাই। অত:পর, পুঁজির সামাজিক চরিত্র উপযোগী সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিহতকরণে পুঁজিপতিশ্রেণী ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় চার্চ সহ সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি সহ পরিবারের নিকট আত্মসমর্পন করেও সিন্ডিকেট, রাষ্ট্র ইত্যাদির মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষমতায় জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইত্যকার প্রতিষ্ঠান-সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বুর্জোয়া শ্রেণী কার্যতই স্বাদেশিকতা-স্বজাতীয়তা সবই প্রকাশ্যেই বিসর্জন দিয়ে কেবলই একমাত্র বিশ্বের বাসিন্ধা হিসাবে বিশ্বকে কেবলই বুর্জোয়াশ্রেণীর দখলাধীন সম্পত্তি গণ্যে পুঁজিবাদের পক্ষে বিশ্ব শাসনের বিহীতাদি সম্পন্ন করেছে বলেই বিশ্বায়নের রণনীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে বিধায় শোষণমুলক সামাজিক সম্পর্ক তথা ব্যক্তিমালিকানা, পরিবার-চার্চের মতো সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এন.জি.ও, সিন্ডিকেট এবং খোদ রাষ্ট্রের এখন রক্ষক বটে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ । আবার, উল্লেখিত সংস্থা-সংগঠনগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত পারস্পারিকভাবে সম্পর্কিত, প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত কঠিন-কঠোর শৃংখলে-বন্ধনে আবদ্ধ-বন্দী ।

অথচ, পরের ধনে পোদ্দার এই পরজীবীরাই দেশপ্রেমের সোল এজেন্ট সেজে জাতীয় স্বার্থের নামে গলা ফাটানো চিৎকার দিয়ে জাতির ভুয়া প্রটেক্টর বনে -শ্রমিকশ্রেণীকে দেশপ্রেমিক-রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালনে সদা কম মজুরি নিতে নছিহৎ করে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসাবে মন্দার নামে পুঁজিপতিশ্রেণীকে ভিক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেও ভিক্ষার অন্নে বর্বর আলীসান জীবন-যাপনে অভ্যস্থ নির্লজ্জ পরজীবী গোষ্ঠীই প্রতারণামুলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের ঘৃণ্য রাজনীতি করছে দিব্যি । যদিচ, উল্লেখিত সি.আই.এ. ফ্যাক্টবুক-২০০৯ এ উদ্ধৃতি এই: “ The central Government is losing decision making powers to International bodies.” অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নিকট স্বীয় ক্ষমতা হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

অত:পর, “সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারানো সরকার” বিশেষের স্বাধীন-সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিষয়ে অসত্য-মিথ্যা বক্তবের দায়ে কানমলা খাবে কে, সি.আই.এ না, প্যাট্রিয়োটিক রাজনীতিক লেনিনবাদীরাও । সুতরাং- আই.এম.এফ, জাতিসংঘ, রাষ্ট্র, সিন্ডিকেট বা কোম্পানী ইত্যাদিতে নিযুক্ত অধিকর্তা-কর্মকর্তা বা হোমরা-চোমরার আবরণে নিয়োজিত দুষ্ট-দুর্বৃত্ত, ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজ,প্রতারক-জালিয়াত, ঠগবাজ-ধান্ধাবাজ, জুচ্চোর-

বজ্জাত, ভন্ড-প্রবঞ্চক, বেঈমান-বিশ্বাসঘাতক, চোর-চামার, দস্যু-তস্কর এবং মিথ্যুক তথা শ্রমশক্তিশোষক সকল পরজীবীর উৎখাত-উচ্ছেদে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ তাদের হুকুমের দাস-রাষ্ট্র সমেত পরজীবীতার সকল প্রতিষ্ঠান-প্রথা বিলোপ-বিনাশ করা ব্যতীত যে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জন সম্ভব নয় এ কথাটা না বুঝারও কোন কারণ থাকতে পারে না। তবু, যারা বুঝতে চায় না, তারা কেবলই অজ্ঞ এমনটা নয়, মুলত তারা কেবল ভন্ডই নয়, পরজীবীও বটে।

অতএব, একদিকে পুঁজি বিষয়ে মার্কসদের উদ্ঘাটিত ঠিকুজি-খতিয়ান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে বিশ্ব পুঁজিবাদী কর্তা-দাসেরা অন্যদিকে পুঁজিবাদের বর্ণিতরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতাসমূহ যোগ-বিয়োগ করে বুর্জোয়া হিসাবের খাতা-খতিয়ান দ্বারা দি ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতা মান্যবর স্ট্যালিনরা পুঁজিবাদের অমরত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি বলেই দি ওয়ার্ল্ড লর্ড আই.এম.এফের চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-২৭এর সেকসন-২, দ্বারা সমগ্র দুনিয়া গ্রাসী অতিকায় দৈত্য-মহাদানবের নিশ্চিত মৃত্যুও কবুল করা হয়েছে। উক্ত সেকসনে বর্ণিত আছে-

“ Liquidation of the Fund-

(a) The Fund may not be liquidated except by decision of the Board of Governors, In an emergency, if the Executive Board decides that liquidation of the Fund may be necessary, it may temporarily suspend all operations and transactions, pending decision by the Board of Governors.

(b) If the Board of Governors decides to liquidate the Fund, the Fund shall forthwith cease to engage in any activities except those to the orderly collection and liquidation of its assets and settlement of its liabilities, and all obligations of members under this Agreement shall cease except those set out in this Article, in Article xxix(c).”

অর্থাৎ নির্বাহী বোর্ডের সিদ্ধান্ত মতো কেবলমাত্র বোর্ড অব গভর্ণসের সিদ্ধান্ত দ্বারা দি ফান্ডের বিলুপ্তি সংঘটনের বিধান রাখা হয়েছে অনুরূপ বিলোপের প্রয়োজন হতে পারে তা মনে রেখেই। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে-কখন এমন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে। তদার্থে- সংশ্লিষ্ট কার্য-কারণাদির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সমেত কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হল-

(ক)পুঁজিবাদের অতি উৎপাদনের সংকট নিরসনে যদি দি ফান্ড ব্যর্থ হয় অর্থাৎ ফান্ডের বর্ণিতরূপ নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনা ও দন্ড বিধানিক ক্ষমতা-ব্যবস্থাদির দ্বারা অতি উৎপাদন জনিত সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ-অযোগ্য ও অক্ষম হওয়ায় হেতুবাদে অতি উৎপাদনের সংকট-সমস্যা পুন:পুন উদ্ভুত হয় এবং যা হতে বাধ্য পুঁজির বেঁচে-বর্তে থাকার শর্তে-নিয়মেই তবে ফান্ডের কঠিন-কঠোর নজরদারী-নিয়ন্ত্রণ অকার্যকর হবে বিধায় ফান্ডের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়ে অতিরিক্ত পণ্যের চাহিদাহীনতায় সৃষ্ট সংকটে নিপতিত হওয়ার হেতুবাদে সংকট উত্তরণে পুর্বাপর পুঁজিবাদ যে ভাবে উৎপাদিত পণ্যও ধ্বংস করা

সহ অন্ধের মতো আচরণ তথা সিজোফ্রিনিয়া রোগাক্রান্ত রোগীর মতোই বদ্ধ উন্মাদ পুঁজিবাদ নানান কান্ড-অকান্ড ও কুকান্ড করে থাকে ঠিক তেমনই ধ্বংস প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী বাজারের চাহিদা পূরণে অযোগ্য -উপযোগহীন পণ্য রূপ প্রতিষ্ঠান -অর্থাৎ দি ফান্ড বিলুপ্ত হবে।

উল্লেখ্য-বিগত শতাব্দির সত্তরের দশকে অতি উৎপাদনের সংকটে নিমজ্জিত হয়ে সমাধান স্বরূপ -" কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী" গ্রহণ করে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' চালু করেছিল আই.এম.এফ। বাংলাদেশে সামরিক আইন জারী করে সংবিধান স্থগিত করে সামরিক ক্ষমতাবলে দি ফান্ডের কাঠামোগত সংস্কারের শর্তে নয়া শিল্প নীতি জারী করে প্রাইভেট সেক্টরের পথে প্রতিবন্ধক মর্মে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে বিনাশ-বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রকে কেবলই কর সংগ্রাহক ও বিশ্বব্যাংকের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে কেবলই পুলিশী দায়িত্ব পালনের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছিল। রাষ্ট্র রক্ষক আই.এম.এফ, কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতিতেই রাষ্ট্রায়াত্তখাত ধ্বংসের মাধ্যমে কার্যত খোদ রাষ্ট্রেরই বিনাশ সাধন করেছে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক নিয়তিমতোই।

" কমিউনিষ্ট পার্টি " শাসিত " সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্রও বাদ থাকেনি অনুরূপ নীতি কার্যকরণে। সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহিত ইন্ডিয়া সমেত বহু রাষ্ট্র রাতারাতি বোল পাল্টে মুক্তবাজারকেই রাষ্ট্রের নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। সকলেই মেনে নিয়েছে-রাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না এবং উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না। দি ফান্ডের শর্তে রাষ্ট্রগুলো অবাধ প্রতিযোগিতার মুক্তবাজার অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপমুক্ত পরিবেশে শ্রমশক্তি শোষণের অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য বৈ উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় আংশিক নিয়ন্ত্রণ নয় রূপ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে খোদ রাষ্ট্রকেই। অত:পর, 'নাম দিয়ে কাম কি' গানটির মতোই কেউ যদি বলে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থায় হস্তেক্ষেপ অযোগ্য-অক্ষম রাষ্ট্রের কার্যত দরকার কি। আবার , সাম্প্রতিক সংকটকালে দি ফান্ড বলছে- বিপন্ন উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার দায়-দায়িত্ব নিতে হবে একদা তদমর্মে অযোগ্য-অক্ষম রাষ্ট্রকেই।

অত:পর, ১৯৩৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক অনুসৃত এবং ব্যর্থ "বেল আউট" নীতিকেই সর্বরোগহর বটিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে দি ফান্ড। তৎসত্ত্বেও-যুক্তরাষ্ট্রকে চলমান সংকটের দায় বহন করতে হবে অনুন্য আরো ৫-৬ বছর মর্মে সংবাদ " Unemployment tops 10 percent ---- " শিরোনামে ১৭ জুলাই,২০০৯ সালে প্রকাশ করেছে- www.yahoo.com.

ঐ সংবাদেই যুক্তরাষ্ট্রের লেবর ডিপার্টমেন্টের সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে-গত ২৫ বছরের মধ্যে কোন কোন ষ্টেটে ১৫% সহ অন্তত ১৫ টি ষ্টেটে ১০% বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে । এবং ইয়াহো নিউজের একই দিনের অপর সংবাদে - **" Bank of America---"**   শিরোনামে বলা হয়েছে ' বেইল আউট' কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক অব আমেরিকা ৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে। তবু, ব্যাংকটির গ্লোবাল মার্কেটে

নেট আয় হ্রাস পেয়েছে ২৪% । এত্তোসব সত্ত্বেও বিশ্ব পুঁজিবাদের পুন:পুন সংকটের কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেনি মহাপ্রভু দি ফান্ড স্বীয় প্রভু সুলব চরিত্রগত কারণেই বরং অপরিকল্পিত উৎপাদন ও অতি উৎপাদনের ঝুঁকি বিষয়ে আগাম অনুমানে ব্যর্থ কতিপয় নীতি নির্ধারক ও সিন্ডিকেটকেই দায়ী করা হয়েছে,জি-৮ এর ২০০৮ এর ওয়াশিংটন ডিক্লারেশনে। দোষারোপের কৌশল বটে কিন্তু, শেষ রক্ষা হওয়ার লক্ষণ নাই; এবং

খ) দি ফান্ডভুক্ত সদস্যদের কেউ কেউ যদি কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালনে পারংগমতা দেখিয়ে অধিকতর পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটিয়ে বা দাসানুদাসের অধম শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণে ওস্তাদ চীনের মতো নবোত্থিত বা নবীন কোন রাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো ইউনাটেড রাষ্ট্রপুঞ্জ নিজ নিজ কেন্দ্রীভূত পুঁজির ক্ষমতায় একদিকে বিশ্ববাজার দখল-বেদখল করা সহ আই.এম.এফের চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ-৩ মতে দি ফান্ডের স্পেশাল ড্রয়িং রাইটের পরিবর্তন ঘটিয়ে ও তদানুরুপ সামরিক শক্তি অর্জন করে বিদ্যমান পুঁজিবাজারে কর্তৃত্বকারী ও দি ফান্ডের পরিচালনায় মহাক্ষমতাধর শক্তি বিশেষত ৫ লারজেষ্ট সদস্য তন্মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ফান্ডের একক মহাক্ষমতাধর শেয়ারহোল্ডার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিজ শেয়ারের উপযুক্ত ক্ষমতা বা ফান্ডের কাঠামো ও পরিচালন পদ্ধতির পরিবর্তন-সংশোধন তথা ফান্ডের কর্তৃত্বে অধিকতর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইতে অর্থাৎ নবোত্থিত কেন্দ্রীভূত অধিকতর পুঁজিওয়ালা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র পুঞ্জ যদি পুরানো ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের সহিত ঝগড়া-বিবাদ ও বুঝা-পড়ায় লিপ্ত হয় এবং দুনিয়াময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রতিযোগতায় নিত্য লিপ্ত হয়ে নিজস্ব পুঁজি-পণ্যের কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করতে যারপরনাই তৎপর হয়ে পারমানবিক যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়েও বা তদ্রুপ বিপজ্জনক ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত না হয়েও প্রতিপক্ষের পরাজয় নিশ্চিতকরণে যথারীতি অন্ধ পুঁজির উন্মাদনা-উন্মত্ততায় যা যা করা যায় যদি তা তা করতে থাকে তবেতো দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রণ অটুট-অক্ষুন্ন থাকবে না বলে দি ফান্ড নিজেই নিজের অপ্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করবে হেতু কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় নিস্কর্মা হয়ে পড়া - দি ফান্ড নিস্ক্রিয় তথা বিলুপ্ত হবে।

উল্লেখ্য- আই.এম.এফের প্রতিষ্ঠাকালে- এস.ডি.আরের হার মতো ৫ লারজেষ্ট শেয়ার হোল্ডর ছিল:- যুক্তরাষ্ট্র-২,৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যুক্তরাজ্য-১,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; ইউ.এস.এস.আর-১,২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; চীন-৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; এবং ফ্রান্স-৪৫০ মিলিয়ন ডলার। আর ২০০৯ সালে এস.ডি.আরের ভিত্তিতে ভোটিং পাওয়ার সহ দি ফান্ডের ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডর হচ্ছে:- যুক্তরাষ্ট-৩৭,১৪৯.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট ভোটের ভোটিং পাওয়ার-১৬.৭৭% ; জাপান-১৩,৩১২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভোটিং পাওয়ার -৬.০২%; জার্মানী-১৩,০০৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভোটিং পাওয়ার-৫.৮৮%, যুক্তরাজ্য- ১০,৭৩৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভোর্টিং পাওয়ার-৪.৮৫% এবং ফ্রান্স-১০,৭৩৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভোটিং পাওয়ার-৪.৮৫%।

ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত পুঁজির হিস্যা অনুযায়ী এস.ডি.আর ও ভোটিং পাওয়ার নির্ধারণের বিধান সম্বলিত দি ফান্ডের চুক্তিপত্রের অনুচ্ছেদ -৩ মতে যে কোন সদস্য রাষ্ট্র

এস.ডি.আর বৃদ্ধি করার আবেদন করলে ৮৫% ভোটে গভর্ণরস কানফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবেদন মঞ্জুর হয়। অত:পর, জন্মকালে ৫ লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডার ভুক্ত চীন-রাশিয়া এখন আর লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডর নয় বলে ডিরেক্টর নিয়োগের ক্ষমতা হারিয়েছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য না হয়েও জাপান ও জার্মানী হালে ২য় ও ৩য় লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডারের স্থান লাভ করেছে।

২৯ জুন -২০০৯ সালে আপডেটেড সি.আই.এ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্যমতে-
যুক্তরাষ্টের অবস্থা এই:- মোট জনসংখ্যা- ৩০৭,২১২,১২৩ জুলাই-২০০৯, জি.ডিপি-১৪.২৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮) , জি.ডি.পি গ্রোথ রেইট- ১.৩% (২০০৮), বর্ষিক মাথা প্রতি আয়- ৪৭,০০০ মার্কিন ডলার (২০০৮), লেবর ফোর্স-১৫৫.২ মিলিয়ন(২০০৮) দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা-১২%(২০০৪) ষ্টক কোয়াশী মানি-৮.১৫৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট রপ্তানী- ১.৩৭৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার(২০০৮), মোট আমদানী- ২.১৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮), মোট বর্হিদেশীয় ঋণ-১২.২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৭), মোট সামরিক ব্যয়-জি.ডি.পি'র ৪.০৬% (২০০৫)। অন্যদিকে-

চীনের অবস্থা- মোট জনসংখ্যা- ১,৩৩৮,৬১২,৯৬৮, জুলাই-২০০৯, জি.ডিপি-৭.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮) , জি.ডি.পি গ্রোথ রেইট- ৯.৮%(২০০৮), বর্ষিক মাথা প্রতি আয়- ৬,০০০ মার্কিন ডলার (২০০৮), লেবর ফোর্স-৮০৭.৭ মিলিয়ন(২০০৮) দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা-৮%(২০০৬) ষ্টক কোয়াশী মানি-৪.৩৩১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, মোট রপ্তানী- ১.৪৬৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার(২০০৮), মোট আমদানী- ১.১৫৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮), মোট বর্হিদেশীয় ঋণ-৪২০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮), মোট সামরিক ব্যয়-জি.ডি.পি'র ৪.৩% (২০০৬) ।

অত:পর, চীনের রপ্তানীর পরিমাণ যেমন বেশী তেমন লেবার ফোর্সও অনেক বেশী হওয়ায় এবং বাণিজ্য ঘাটতির হারও চীনের কম হওয়া এবং জি.ডি.পি'র গ্রোথ রেইট অনেক বেশী হওয়ার কারণে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাজারের সুযোগ-সুবিধা লাভের বিরোধ সহ দাসানুদাসবিশেষ চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে দুনিয়ার তাবৎ পুঁজির শোষণের সস্তা বস্তুতে পরিণত করার হেতুবাদে ভবিষ্যতে যদি চীনে পুঁজি ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হয় তবেতো দি ফান্ডের চুক্তিপত্রের ৩য় অনুচ্ছেদ মতো চীন আই.এম.এফের পরিচালনায় অধিকতর ক্ষমতা যেমন দাবী করবে তেমন এতদোদ্দেশ্যে -ভারত সহ অপরাপর দেশের সহিত মৈত্রীজোটে আবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে ও ফোরামে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তৎপর হলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র সহ অপরাপর লারজেষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যকার সম্পর্ক ও বৈরীতা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তা সহজেই অনুমেয়।

অন্ত:ত, দি ফান্ডের আবরণে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান কর্তৃত্ব যে, কিছুটা মাত্রায় বিঘ্নিত হবে এবং সে অনুপাতে দি ফান্ডেরও বর্তমান ক্ষমতা-কর্তৃত্ব কাঠামোও পরিবর্তিত ও হ্রাস পাবে তাও স্বাভাবিক। ১,১৬৬,০৭৯,২১৭ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৫২৩.৫ মিলিয়ন লেবর ফোর্সের

ভারতেরও মোট জি.ডি.পি-৩.২৬৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮), জি.ডি.পি'র গ্রোথ রেইট-৬.৬% (২০০৮), মোট রপ্তানী-১৭৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮) মোট আমদানী-২৮৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৮), চরম দারিদ্রের নীচে বসবাসকারী-২৫% (২০০৭) এবং সামরিক খাতে মোট ব্যয় মোট জি.ডি.পি'র ২.৫%।

তাছাড়া- পুঁজিবাদের আদি নিবাস পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় আন্ত:বিরোধ ও বৈদেশিক বিরোধে যেমন জড়িয়ে পড়ে তেমন পুঁজিবাজারের সন্ধানে আমেরিকা-ইন্ডিয়ায় সহ সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য-কর্তৃত্ব বিস্তার করতে গিয়ে নানান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু, তাতেও প্রয়োজনীয় বিহীত না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত পুঁজিপতিগোষ্ঠী অপরাপর প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে ঐ সকল বিষয় সুরাহ করতে- স্বাধীনতা, আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, জাতি স্বত্বার অধিকার, জাতীয় মুক্তি, ভাষার স্বাধীনতা ও স্বীকৃতি, ধর্মীয় স্বাধীনতা-কর্তৃত্ব বজায় রাখা বা ধর্মের নতুন নতুন রূপ তথা প্রটেস্টান্ট ইত্যাদি ধর্মের বিকাশ সাধন সহ এমন নানান অজুহাতে ১৫৬৮ সাল হতে ৮০ বর্ষী যুদ্ধ শুরু করে শেষত ১৯৪৫ সালে সমাপ্ত হওয়া ২য় বিশ্বযুদ্ধ হওয়াতক অসংখ্য-ছোট বড় যুদ্ধ যেমন করেছিল তেমন অনেকগুলো ছোট-বড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় ইউরোপের বহুসংখ্যক মানুষ যেমন জীবন হারিয়েছে তেমন ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে ব্যাপক।

তবে, সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী। দেশদ্রোহীতার দায়ে বা শত্রু দেশের এজেন্ট গণ্যে প্রায় প্রতিটি দেশ হত্যা-খুন করা সহ অসংখ্য মানুষকে নানান দন্ডে দন্ডিত করেছে ইউরোপী দেশগুলো। বুর্জোয়া ইতিহাসজীবীরা এসকল যুদ্ধ-বিগ্রহ বা হত্যা-খুন ইত্যাদিকে কতিপয় রাজনীতিক-রাষ্ট্রনীতিক,সেনাপতি-পাদ্রী প্রমুখ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে দায়ী করে মূলত এসকল যুদ্ধের মূল নায়ক পুঁজির ভূমিকা আড়াল করে আসছে বোধগম্য কারণেই। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউরোপ আর সবচাইতে বেশী লাভবান হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। পুঁজির কেন্দ্রীভূত শক্তির সুবাদেই বার্লিন চুক্তি বা তেহরান কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য-কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ হয় বলেই জন্মকালেই দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রক -প্রধান শেয়ার হোল্ডার হিসাবে নিজের ক্ষমতা কাঠামো অর্থাৎ ফান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৮৫% ভোটের বিধান ও যুক্তরাষ্ট্রেই প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদর দফতর স্থাপনে অন্যান্যদেরকে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

দি ফান্ডের নিয়ন্ত্রণে-পরিচালনায় বিশ্ববাজারে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি-পণ্যের আধিপত্য-কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রেখে ইউরোপের পুঁজি স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখা প্রায় অসম্ভব বলেই আলাদা আলাদা ভাবে অবস্থান করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তেমন কোন লাভ নাই বলে ইউরোপীয় পুঁজির কেন্দ্রীভবন-ঘনীভবনে ইউরোপের ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করতে থাকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী। অন্যদিকে যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকশ্রেণী শক্তিমান ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ঠুনকো ক্ষমতা বিষয়ে যেমন অবগত ও অভিজ্ঞ হয়েছে তেমন যদি সকল যুদ্ধের কারণ-আকর স্বরূপ ব্যক্তিমালিকানার

বিষয়টি যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তবে যুদ্ধের অভিশাপ হতে চিরকালীন মুক্তি লাভে ব্যক্তিমালিকানাসমেত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উৎখাত-উচ্ছেদ করে প্যারী কমিউনের মতো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হলে অতীতের মতো পারস্পারিক বিরোধ-বিবাদে জড়িত ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিশ্চিত ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

অত:পর, ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে চরম বিনাশের কবল হতে রক্ষা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কিঞ্চিত প্রতিযোগিতায় প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ অর্জন তথা উভয়বিদ সুবিধা হাসিলে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে পথ নির্দেশ করলেন বটে বার্লিন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই সাধারণ নির্বাচনে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ হারানো তবে অভিজ্ঞ যুদ্ধা চার্চিল। ১৯৪৬ সালে সুইটজারল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভাষণে চার্চিল বলেন- ইউরোপকে একটি পরিবার হয়ে উঠতে হবে অর্থাৎ গড়ে তোলতে হবে " ইউনাইটেড ষ্টেট অব ইউরোপ" । চার্চিলকে কিন্তু- দেশদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে বৃটেন বা ইউরোপের কেউ অভিযুক্ত করেনি। বরং- তাঁরই বক্তব্যের জের ধরে-ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম,লুক্সেমবার্গ এবং নেদারল্যান্ড ১৮ এপ্রিল-১৯৫১ সালে প্যারিস চুক্তিতে গড়ে তোলে-" ইউরোপীয় কোল এন্ড ষ্টীল কমিউনিটি।" এবং একটি সিংগেল মার্কেট গড়ে তোলার লক্ষ্যে-২৫মার্চ-১৯৫৭ সালে রোম চুক্তি বলে উক্ত ৬ টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে "ইউরোপীয় ইকোনোমিক কমিউনিটি"। আর ৭ ফেব্রুয়ারী-১৯৯২ সালে মাসট্রিচ চুক্তি মতো গড়ে উঠে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পার্লামেন্ট, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও দন্ডবিধি সমেত পুলিশ বিভাগ, মুদ্রা সমেত কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২৭ টি সদস্য ষ্টেট সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যত একটি যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ চার্চিলের প্রদেয় বক্তব্যের ৪৬ বছর পর প্রতিষ্ঠিত হল চার্চিলের স্বপ্নের " ইউনাইটেড ষ্টেট অব ইউরোপ"।

সুকর্ণ, গান্ধী, জিন্নাহ বা শেখ মুজিবুর রহমানের মতো চার্চিলকে ইউরোপীয় জাতি বা ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের জনক বা বাপী কেউ বলেনি বটে তবে- ইতোপূর্বেকার সকল জাত্যাভিমান বা জাতিগত হেজোমনি বা সংকীর্ণতা বোধে নিজ নিজ ভাষা-কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত বড়ত্বের বাহাদুরী ইত্যাদি প্রায় বিসর্জন দিয়ে ই.ইউ'র ২৭ টি সদস্য রাষ্ট্রের ২৭ টি নয় মাত্র ২৩ টি ভাষাকে ই.ইউ'র অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে স্বীকারে ধনী-দ্ররিদ্রের ব্যবধান বা শ্রমিকশ্রেণীর সহিত পুঁজিপতিশ্রেণীর জন্মবৈরীতাকে মেকীভাবে অস্বীকার করে ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদ ইত্যাদি যেমন গ্রহণ করা হয়েছে তেমন ১৭৭৫ সালে কবি ফ্রেডারিখ সিচলিয়ের কর্তৃক রচিত " অড টু জয়" কবিতাটিকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ, ইউনিয়নভুক্ত জনগণের ১৮%, ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলেও বা সম্প্রতি সেইমসেক্স ম্যারেজ সহ বিষ্টিলিটির অনুমোদক কতিপয় রাষ্ট্র ইউনিয়নভুক্ত হলেও উল্লেখিত সংগীতে- " আনন্দ" বা "জয়"-কে 'ঈশ্বরের ঐশ্বরিক দ্যুতি' হিসাবে বর্ণনা করে অনুরূপ আনন্দ লাভে সকলেই ভাই তথা " সকল মানুষ ভাই" বলে ভাই-ভাইয়ের ঐক্য ও বিজয়ের বাণী বন্দনায় সংগীতটি সমাপ্ত হয়েছে।

অথচ, কে না জানে- শ্রমশক্তি শোষণের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত-বঞ্চিত করেই পুঁজিপতি শ্রেণী তথা সকল পরজীবী গোষ্ঠী দুনিয়ার যত বজ্জাতি-বাহাদুরী করে থাকে বলে পরজীবী আর শ্রমজীবী মানুষ কখনো পরস্পরের ভাই নয় । অথবা কার্যত ইউরোপীয় সভ্যতার বাহাদুর শাসক গোষ্ঠী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী প্রকৃতি বিজ্ঞানী ব্রুণো সহ অসংখ্য মুক্ত চিন্তার মানুষজনকে ভাতৃগণ্যে আলিংগন নয় বরং মৃত্যুদন্ডসহ নানান দন্ড দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি আর জার্মানীর বিশ্ব গুন্ডা বিসমার্ক প্যারী কমিউনের কর্মী-সমর্থক কাউকেই "ভাই" বলে রেয়াত করেনি। অত:পর, তেল আর জলে যেমন মিশে না তেমন শ্রমশক্তি বিক্রেতা-শ্রমজীবী আর শ্রমশোষক-পরজীবী পরস্পরের শত্রু বৈ ভাই বলে কবু-কখনো গণ্য হতে পারে না।

কিন্তু, কমিউনিজমের ভূত তাড়িত ও বিশ্বযুদ্ধে সহায়-সম্পদ হারানো ইউরোপের অসহায়-বিপন্ন অথচ, প্রতারক -দুর্বৃত্ত এবং ভন্ড বুর্জোয়া শ্রেণী ইহলৌকিক ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় জেনে-বুঝে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতি করার দুষ্ট-হীন মানসে পরলৌকিক ঈশ্বরের আশ্রয় নিয়ে চার্চীয় ঈশ্বরের অপার ক্ষমতায় শ্রমিকশ্রেণীকে বন্দী করে কৃত্রিম ভাইয়ালী সম্পর্ক পাতিয়ে পুঁজি গঠনে শ্রমের ভূমিকা বিষয়ে অজ্ঞ চার্চীয় ঈশ্বরকে ধনী-দরিদ্র সৃষ্টির জন্য দায়বদ্ধ ও দায়ী করে ব্যক্তিমালিকানার বদৌলতে শ্রমিকের শ্রমশক্তির অপরিশোধিত দাম আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি ও পুঁজিপতি হওয়ার প্রকৃত সত্যকে গোপন-আড়াল করে ঈশ্বরের কৃপায় ধন-সম্পত্তি লাভকারী হিসাবে ঈশ্বরের অনুগৃহীত ধনিকশ্রেণীর ধন-সম্পদের প্রতি সন্মান দেখানো সহ তা সযত্নে রক্ষা করা ঈশ্বরীয় কর্তব্যজ্ঞানে শ্রমিকের দায়িত্ব নির্ধারণ পুর্বক ধনিকের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতে বিরত থেকে অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি অর্জনে সামাজিক মালিকানার ধারণা অপরাধ গণ্যে ইহলোকে অবর্ণনীয়-দু:খকষ্টের জীবন-যাপন করার পুরস্কার স্বরূপ পরলোকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য-ঐশ্বর্য সমেত অফুরান ভোগে সার্বক্ষণিক লিপ্ত থাকার পাকাপাকি সুযোগ লাভ করার পুত মন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে পবিত্রকরণে উল্লেখিত সংগীত সামন্তীয় যুগের আদলে বা রুশীয় জার সহ পুর্বেকার সম্রাট-কিংদের অনুকরণে-নকলে যে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি।

পুঁজিপতি ও পরজীবীগোষ্ঠী নিজেরা পুঁজির স্রষ্টা না হয়েও কেবলমাত্র শ্রমিকের দাম না দেওয়া শ্রম আত্মসাৎ করেই পুঁজিপতি হলেও সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা তথা ইহলৌকিক স্বত্ব-স্বামীত্ব পরিত্যাগ করে ঐশ্বরিকবোধে 'মহান দারিদ্রকে' মহোত্তর জ্ঞানে শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের মতো পরিশ্রমী জীবন-যাপন করে পরলোকে ঈশ্বরের অসীম ভান্ডারের অগণন সামগ্রীর ভোগ স্বত্ব হাসিলে রাজী নয়। কারণ, খোদ পুঁজিবাদই- ঈশ্বর সহ চার্চকে উৎখাত করে পরিলৌকিকতার বোধ-বুদ্ধি ও বিশ্বাস এবং কুসংস্কার প্রসূত তদ্রুপ বিশ্বাসের সোল এজেন্ট-অর্থাৎ ডিভাইন রাইটহোল্ডার রাজা সমেত রাজতন্ত্রকে পরাজিত করে ইহলৌকিকতার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে বলেই পুঁজিবাদী পরজীবীরা ভালোভাবেই জানে যে, ঈশ্বরের কৃপায় নয়, বরং কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রমশক্তি লুন্ঠন করেই তাঁরা পুঁজিপতি-পরজীবী এবং পরলৌকিক অফুরান ভান্ডারের কল্প-কাহিনী কেবলই দাসপ্রভু-রাজন্য অর্থাৎ কিং ও সম্রাটদের জবর দখলী স্বত্ব-স্বামীত্ব প্রতিষ্ঠা-

রক্ষা ও সংরক্ষণে নিছক তাঁদেরই দ্বারা সৃষ্ট-প্রতিষ্ঠিত দাসতন্ত্রী-সামন্তবাদী রাজনীতি মাত্র।

অথচ, ভন্ড পুঁজিবাদই বাইবেলীয় জিওসেন্ট্রিক সূত্র নয় বরং কোর্পানিকার্সদের সোলার সিস্টেমই যথার্থ গণ্যে যেমন উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে তেমন গড এটমের অলৌকিক পানি নয় বরং বিজ্ঞানী এন্টানিদের অক্সিজেন-হাইড্রোজেন সংশ্লেষণে বাস্তবের পানি " এইছ-২ ও" সূত্রে লেবরটরীতে যেমন উৎপাদন করে তেমন হিব্রু বাইবেলীয় 'এ্যাডম'-'ঈভ'নয়, বরং বিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্বেই প্রাণ-প্রাণীর উদ্ভব-বিকাশ সাধন সমেত চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার সাধনে ঔষধ বাণিজ্য সমেত তদপ্রসূত সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। হাইব্রীড বিজ সহ কৃষি অর্থনীতির বিকাশে ও তদ্রুপ বাণিজ্যেও ডারইউন ও অপরাপর বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব-সূত্রই পুঁজি বটে পুঁজিবাদের। উপরন্ত বিজ্ঞানী আইনাষ্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বই কবুল করে এবং পদার্থ বিজ্ঞানের সকল আবিস্কার দানবের মতো গোগ্রাসে গিলেই আজকের দিনে ইলেট্রোনিক প্রযুক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য করে বটে পুঁজিপতিরা । কিন্তু তদার্থে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে কম-বেশ সকলেই। এমনকি- ঈশ্বরদ্রোহীতার দায়ে বাইবেলীয় আইনে ব্লাসপ্লেমী আইনে মৃত্যুদন্ড প্রদানের আইন-কানুন ইত্যাদি বাতিল বা বাইবেলীয় ধারণাসহ সকল দাসতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক জুরুস্প্রুডেন্সের ফতোয়ামত সম্পত্তির বন্টন ও উত্তরাধিকার ইত্যকার ব্যক্তিগত আইনের ব্যবহার না করেই বা অচল-অকার্যকর করেই এবং চার্চ ইত্যাদির পরিবর্তে কেবলই প্রজাতান্ত্রিক এখতিয়ারে মৃত্যুদন্ড রহিতকরণ সহ পার্সোনাল ল'য়ের আমুল পরিবর্তন এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক অপসারণ ও নিয়োককৃত বিচারপতি-বিচার বিভাগ কর্তৃক বিচার কার্য সম্পন্ন করছে।

অত:পর, মহাক্ষমতাধর পুঁজির হুকুম-নির্দেশিত পুঁজিবাদী গোলাম- যারা বাইবেলোীয় বা দাসতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক বোধ-বিশ্বাস ও বিধি-বিধান বস্তুতই অচল-অকার্যকর করেছে তারাই আবার পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণ ও পুঁজির সঞ্চয়ন-সঞ্চালন ও ঘনীভবন বা কেন্দ্রীভবন ইত্যকার শর্তে ও আবশ্যকতায় বাইবেলীয় ধারণার আদি-অকৃত্রিম 'ধার্মিক' সাজার ভান-ভনিতা করছে। আর বিচার বিভাগীয় যে সকল কর্তাগণ বুর্জোয়াদের সৃষ্ট আইন-আদালতের বিশ্বস্থ সেবক তথা পরজীবীতার শকুনীরূপ পেশাকেই গ্রহণ করে আদালত আংগিনায় বা বহিরাংগনে বুর্জোয়া আইন-আদালতের পরিচয়ে বাইবেলীয় বা তদ্রুপ মতামত ব্যক্ত করেও নিজেদেরকে 'ন্যায়ের' প্রতিক হিসাবে প্রতীয়মানে তৎপর থাকেন- সেই সব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আসলেই বিজ্ঞ না কি বুর্জোয়াদের সেবক বলে কেবলই ভন্ড নাকি, মুর্খ-মূঢ় এবং অজ্ঞও । বুর্জোয়ারা গাছেরও খায়,তলারও কুড়ায় , আর এসবের জন্য যখন যেরূপ সাজতে হয়-সাজাতে হয় সেরকমই সাজে-সাজায়। তবুও তারা বিশেষত তাঁদের পক্ষীয় বিচারিক বা বিচার সংশ্লিষ্ট কর্তাগণ কেবলই সভ্যতার ভ্যাণগার্ড বা ন্যায়বিচারিক বা ন্যায়পাল ! তামাশাই বটে, নিষ্ঠুরতাও কম নয়।

উইকিপিডিয়া ও সি.আই.এ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক-জুন,২০০৯ এবং আই.এম.এফের তথ্য-সূত্র অনুযায়ী- ২০০৮ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জনসংখ্যা-৪৯৯,৬৭৩,৩০০, বার্ষিক

মাথাপ্রতি আয়-৩৬,৮১২ মার্কিন ডলার, মোট জি.ডি.পি-১৮.৩৯৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার তথা বিশ্বের গ্রস প্রোডাক্টের ৩০%, এবং যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ৪.১০৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী, চীন-ভারতের মোট জি.ডি.পি হিসাবে নিলে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ১৫.১৬১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশী হয়। আই.এম.এফের ভোটিং পাওয়ারে, তাদের মোট হিস্যা-৩২.৯৮% তাও যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬.২১% বেশী। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সুবিধাজনক দি ফান্ডের জন্মকালীন কাঠামো অটুট-অক্ষুন্ন রাখা যে ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না তাও সুস্পষ্ট। ইতোমধ্যে, জি-২০'র ২০০৯ সালের লন্ডন কনফারেন্সে, ফ্রান্স-জার্মানী প্রকাশ্যেই দ্বিমত প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বেল-আউট প্রস্তাবের।

যুক্তরাষ্ট্র সহ পুঁজিবাদী দুনিয়ার হালের ভয়াবহ সংকট অর্থাৎ উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার অক্ষমতায় অতি উৎপাদন জনিত সমস্যা শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পরিণতি স্বরূপ শ্রমিকের চাকুরীচ্যুতির ফলে ক্রয়ক্ষমতার অবনতি ও হ্রাসের চক্রবৃত্তে নিপতিত পণ্যের মজুদ ভান্ডার যেমন ফুরায় না তেমন নিত্যই অনাহারে-দুদর্শায় থাকতে হয় শ্রমিকশ্রেণীকে। একইভাবে অতি উৎপাদন সংকটে পতিত হওয়ায় ব্যাংক ঋণ পরিশোধ অযোগ্যতা বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের দেউলিয়ায় পরিণত হওয়া এবং নতুন বিনিয়োগ সংকোচিত হওয়ায় ইত:পুর্বে সঞ্চিত পুঁজির সঞ্চালন অযোগ্যতা-অক্ষমতায় ফিনান্স পুঁজির ষ্টক কেবলই বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক সংকট বিষয়ে পুর্বে উল্লেখিত তথ্য-উপাত্ত দ্বারা তাই প্রমাণিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুরূপ সংকটকেই মার্কস বলেছেন- পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী উৎপাদন উপকরণ বা শক্তির 'বিদ্রোহ'। অনুরূপ বিদ্রোহ দমনে বিশ্ব পুঁজিবাদ বহু যুদ্ধ সহ দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করে বিপুল পরিমান ধ্বংসাত্মক দুস্কর্ম করে অবশেষে আরো বেশী পরজীবীতার খাত বাড়িয়ে সর্বশেষ প্রতিষ্ঠা করেছিল দি ফান্ড।

কিন্তু দি ফান্ডের রাজত্বেও কঠিন-কঠোর হুকুমদারী-নজরদারী ও খবরদারীর তোয়াক্কা না করেই কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত পুঁজি সঞ্চয়ন-সঞ্চালন প্রক্রিয়া ইতিহাসের অন্ধ হাতিয়ার হিসাবে কেবলই উদ্বৃত্তের লোভে উৎপাদন কার্যক্রম সংঘটিত করেছে বলেই দি ফান্ডের যুগে ইত:মধ্যে দুই দুইবার সংকটগ্রস্ত হয়েছে বিশ্ব পুঁজি। বিপুল পরিমান সাবসিডি প্রদান, রাষ্ট্র কর্তৃক বিপন্ন প্রতিষ্ঠান সমুহের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যকার বিহীতাদি করা সত্ত্বেও 'চ্যাঞ্জ' প্রত্যশী মি: ওবামা পরিস্থিতির অবনতি বৈ বাই চান্সেও চ্যাঞ্জ ঘটাতে পারেনি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ চীন-ভারত ইত্যাদির জি.ডি.পি'র গ্রোথ রেইট ক্রমেই নিম্নমুখী। অত:পর, চাকুরী হারাবে আরো অধিক সংখ্যক শ্রমিক। ফলে-উৎপাদন আরো হ্রাস পাবে, পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজি হারাবে, পরজীবীদেরও কারো কারো ভোগ-বিলাসিতায় কিঞ্চিত টান পড়বে। কাজেই, চঞ্চল পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিত করতে অক্ষম হলে দি ফান্ডের কর্তৃত্ব-ক্ষমতা সন্দেহাতীতভাবে হ্রাস পাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ চীন ইত্যাদিরা মানতে চাইবে না দি ফান্ডের খবরদারী-নজরদারী। সুতরাং- পুঁজির এমন উন্মাদনা বারে বারে দেখা দিবে এবং সেই ধরণের উন্মাদনার অভিজ্ঞতায়ই দি ফান্ডের প্রতিষ্ঠাতারা লিকুউডেশনের বিধান সম্বলিত অনুচ্ছেদটি যুক্ত করে নিজেরাই পুঁজিবাদের দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতা প্রমাণ করেছেন বলেই দি ফান্ডের রাজত্বের অবসান হবে।

উল্লেখ্য- পুঁজিবাদ আধুনিক উপকরণের সহযোগে অতিমাত্রায় শ্রমশক্তি শোষণ করে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করেছে ইত:পূর্বে কখনো সে পরিমাণ উৎপন্ন সাধিত হয়নি । আবার শ্রমশক্তি শোষণের নিষ্ঠুর-নির্মম ধারা অব্যাহত-বজায় রাখতে পুঁজিবাদ যত বিপুল সংখ্যক পরজীবী তৈরী করেছে তাও অতীতে কখনো করতে হয়নি। ফলে-এতো অধিক সংখ্যক পরজীবীর দায়-দায়িত্ব বহনে বাধ্য করা হয়েছে বলে শ্রমিকশ্রেণীর দু:খ-দুর্দশাও অতীতের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে বলেই সভ্য দুনিয়ার চরম অসভ্যতাকে উন্মোচিত করে বিশ্বব্যাংকই বলছে প্রতিরাতে না খেয়ে ঘুমাতে যায় বিশ্বের ১.৪ বিলিয়ন মানুষ। একদিকে সম্পদের এতো বিশাল পরিমাণ প্রাচুর্য ও মজুদ, আরেকদিকে উক্ত পরিমাণ সম্পদের স্রষ্টা -উৎপাদক শ্রেণী অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছে, মানবজাতির জন্য এর চেয়ে লজ্জাস্কর কোন বিষয় থাকতে পারে কি ?

বুর্জোয়া ইতিহাসে সংকটের হেতুবাদে সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন অযোগ্যতা-অক্ষমতায় কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে যথার্থভাবেই বিবৃত এই:-" কিন্তু কোন শ্রেণীকে নিপীড়ন করতে হলে তার জন্য এমন কিছুটা অবস্থা নিশ্চিত করতে হয় যাতে সে তার দাসোচিত অস্থিত্বটুকু অন্তত চালিয়ে যেতে পারে। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউন-সভ্যের পর্যায়ে তুলেছিল, ঠিক যেমন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের পেষণতলেও পেটিবুর্জোয়া পেরেছিল বুর্জোয়া রূপে বিকশিত হতে। পক্ষান্তরে, আধুনিক মজুর কিন্তু যন্ত্র শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে উঁচুতে উঠে না, স্বীয় শ্রেণীর অস্থিত্বের যা শর্ত, তারও নীচে ক্রমশই বেশী করে তাকে নেমে যেতে হয়। মজুর হয়ে পড়ে নি:স্ব আর নি:স্বতা বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদবৃদ্ধির চেয়ে দ্রুততর গতিতে। এই সূত্রেই পরিস্কার প্রতিপন্ন হয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর আর সমাজের শাসক হয়ে থাকার যোগ্যতা নেই, নিজেদের অস্তিত্বের শর্তটাকে চরম আইন হিসাবে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার অধিকার নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন চালাবার উপযুক্ত নয়, কারণ তারা দাসত্বের মধ্যে দাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অক্ষম, তাদের এমন অবস্থায় না নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে খাওয়ার বদলে দাসকেই খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার শাসনে সমাজ আর বাস করতে পারে না ,অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলতে গেলে তার অস্তিত্ব আর সমাজের সংগে খাপ খায় না।"

অত:পর, সমাজের সাথে সংগতিহীন তথা সমাজের বোঝা বুর্জোয়া শ্রেণীকে সমাজের ঘাড় হতে ঝেড়ে-মুছে বিদায় করতে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারেই বর্ণিত হল- " প্রত্যেক দেশের প্রলেতারীয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে হবে নিজেদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে।" তবে, অতি অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের ভিত্তিতে এবং শুধুই পুঁজিবাদকেই স্বীয় গন্ডীতে-সীমানায় সীমিতকরণ ও ধারণে অক্ষম-অযোগ্য জাতীয় চৌহদ্দি বা স্থানীয় পর্যায় বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে যে, বিশ্ব বিস্তৃত ও বৈশ্বিক বোধের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, সে কথার স্বপক্ষে মার্কসদের জবানী-উদ্ধৃতি ইত:পূর্বে বক্ষমান নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির শর্তে -স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতিবন্ধক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিলোপ-বিনাশে নিজেদেরও মুক্তি অর্জনের শর্ত পুরণে আন্তরিক মার্কস-এ্যাংগেলসরা

অনুরূপ দায়িত্ব সম্পাদনে অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয়-ক্ষতিকর এবং **মানব জাতির জন্য ভীষণ লজ্জাস্কর** পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপকরণে খোদ রাষ্ট্রের মৃত্যু নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি।

কিন্তু, পীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থ রক্ষা তথা দেশীয় পুঁজির সেবায় জাতীয় পুঁজিপতিকে সমর্থন-রক্ষা করার ফতোয়ায় কার্যত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিনা মজুরির ভাড়াটিয়া সৈনিক হিসাবে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীকে ব্যবহার করেছে কাউৎস্কি-লেনিনরা ২য় ও ৩য় আন্তর্জাতিকের গন্ডীতে গন্ডিবদ্ধ করে তাও আবার মার্কসবাদের আবরণে বলেই বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির ধারণা-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বিনাশ-ধ্বংস করতে বেঈমান কাউৎস্কি-লেনিন, স্ট্যালিন-মাও, হোচিমিন-কিমরা সাময়িকভাবে হলেও সফল হয়েছে। ফলে- এখনো পর্যন্ত দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী:

(১) যেমন-প্রতারক বুর্জোয়া শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বহালকৃত দাসতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতির কাল্পনিক জীবনবোধে আত্ম নিগ্রহী জীবনে অহেতুক আনন্দ খোঁজার নামে নিজস্ব ব্যর্থতা-হাতাশা লুকানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে এবং সেমর্মে বুর্জোয়া ভাতৃত্বের ভুয়া মানবতাবোধের মমত্বে -কৃত্রিম ভাতৃত্ব ও অলৌকিকতার-পরলৌকিকতার অন্ধ কূপে ডুবে ও তদানারূপ মদিরায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে যথার্থ লড়াই-সংগ্রাম না করার কূপমন্ডুক মানসিকতায় আচ্ছন্ন ও মতিচ্ছন্ন হয়েছে; এবং

(২) বিশ্বব্যাংকের কৌশলী রণধ্বণি-"দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণের" কর্মসুচী কার্যকারতায় নিয়োজিত পরজীবীতার চালাক-চতুর পন্ডিতপ্রবর গবেষক -সেবক ও লগ্নি পুঁজির বজ্জাত কারবারী সৌম্য চেহারার শান্তিবাদী তথাকথিত উন্নয়নকর্মী সমেত বিশ্বব্যাংকের গোলাম তবু 'গরীব বান্ধব'রাষ্টজীবী রাজনীতিকদের তথাকথিত " দারিদ্র দুরীকরণের" ভুয়া আওয়াজে বিমুগব্ধ-বিমোহিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর অনেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনেই জীবন-পাত করাকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করছে।

অথচ, ব্যক্তিমালিকানার জন্যই শ্রমিকশ্রেণী নিত্যই দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হয়ে চরম অমানবিক অবস্থায় পতিত হচ্ছে বলে ব্যক্তিমালিকানাই শ্রমিকশ্রেণীর দুশমন বিধায় তা বিলোপ বৈ মুক্তি পাওয়ার কোন বিহীত না থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকেশ্রণীর অনুরূপ দুর্দশা সহ মানবজাতির সকল লজ্জা-ঘৃণার সকল দুস্কর্মের কারক ব্যক্তিমালিকানাকে উচ্ছেদ -উৎখাত করার পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন বিনাশী শত্রুর সাথে সহবাসে অনন্দ লাভের ভ্রান্তবোধে তা অর্জন করতে গিয়ে কেউ কেউ হয়তো সম্পত্তি লাভে কিঞ্চিত সফল হয়। যদিচ, ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুরূপ উন্নয়নের সোনার হরিণের পিঠে চড়া সত্ত্বেও জেনারেল মোর্টস-সিটি ব্যাংকের মতো বিলিয়ন ডলারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো বহু প্রতিষ্ঠানে যেখানে দেওউলিয়া হয় বা যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ীর মালিকরাই ম্যান্টেনেন্স কষ্ট জোগাতে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকার নানান স্থানে ট্যান্ট টানিয়ে জীবন ধারণে বাধ্য হয় এবং কয়েক শতাব্দি ধরে বিশেষত ১৭৭৬ সালে হতে স্বাধীন আমেরিকা রাষ্ট্রীয়ভাবে দারিদ্র দুরীকরণের বা সকলকে ধনী বানোনার অনুরূপ নীতি কার্যকরণে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও ১৯ নভেম্বর,২০০৯ সালের ঢাকার " আমাদের সময়" পত্রিকা " যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন

অভুক্ত অবস্থায় ঘুমাতে যায় ১০ লাখের বেশী শিশু: জাতিসংঘ” শিরোনামে সংবাদ ছেপেছে এবং আমেরিকায় সোনার হরিণ ধরতে যাওয়া অভিবাসীরা সহ প্রায় সকলেই তদমর্মে চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত থাকা সত্ত্বেও ২০০৮ সালেও আমেরিকার ১৫% জন দৈনিক ১ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি, অন্যদিকে ২০% জনের হাতে সকল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলে আমেরিকার ৮০% জন প্রায় সম্পত্তিহীন হওয়ার বিষয় ও বিবরণীকে আমলে না নিয়ে কেবলই পুঁজির স্বার্থে কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের অনুরূপ সাফল্যকে বুর্জোয়া মিডিয়া ও ধনীক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী মার্কা বেশ্যারা উন্নত জীবনের চাবি কাঠি হিসাবে ফুলিয়ে-পাঁপিয়ে প্রচার করে পুঁজির অনুরূপ চাবি-কাঠি তথা সম্পত্তির মালিক বনার দিবা খোয়াব দেখিয়ে নিত্য প্রলুব্ধ-প্ররোচিত করার মাধ্যমে প্রয়োজনে ক্রেডিট বা স্মল ক্রেডিট গ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোর সমেত পরিবার সুদ্ধ সকলে মিলে অতিরিক্ত শ্রম প্রয়োগ করে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজেদের দুরাবস্থা নিরসনে পুঁজির -ব্যক্তিমালিকানা হাসিলের ভ্রান্ত মোহান্ধতায় শ্রমিকশ্রেণীর অংশ বিশেষকে অন্ধ ও মোহগ্রস্ত করছে বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগহীন এবং মান সম্মত জীবন যাপনে বিকল্প ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে তথা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বা নিদেনপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির স্বার্থে কর্মরত শ্রমিকশ্রেণীরই একটি বৈশ্বিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তাবৎ বুর্জোয়াদের পরিপোষিত-প্রচারিত উল্লেখিত রূপ ভ্রান্ত জীবন বোধের হেতুবাদে স্বীয় শ্রেণী মুক্তির বৈজ্ঞানিক ধারণা-চৈতন্য হতে যোজন যোজন মাইল দুরে পড়ে আছে।

কিন্তু কতদিন থাকবে এ দুরত্ব, অথবা যখনই ঘুঁচবে অনুরূপ দুরত্ব তখন থাকবেতো দি ফান্ড? পুঁজিপতিশ্রেণী যেমন স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীকে ব্যবহার করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই রাজনীতি শিখিয়েছে শ্রমিকশ্রেণীকে তেমন বিশ্বব্যাংকের কাঠামো সংস্কার ইত্যাদির শর্ত চুক্তিপত্রে বর্ণিত আছে বলে সেই শর্তমতো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অধিকতর কেন্দ্রীভূত পুঁজির ক্ষমতায় ক্ষমতাবান সদস্যরা অনুরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা নিতে গিয়ে পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্ব-বিরোধে জড়িয়ে পড়ে দি ফান্ডের কর্তৃত্বকে যেমন দুর্বল করবে তেমন কার্যকারিতা হারাবে মহা প্রভু দি ফান্ড; এবং

(গ) শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির পথে আরেক প্রতিবন্ধক লেনিনবাদের গন্ডীতে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর অংশবিশেষ লেনিনীয় রাষ্ট্রীক পুঁজিবাদী কাঠামোতে বন্দি হয়ে একদিকে যেমন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতায় সমাজতন্ত্রের বিরোধী হয়ে পোলান্ডের লেস ওয়েলেসার মতো বুর্জোয়া-ভন্ডের নেতৃত্বে কিঞ্চিত শান্তি-স্ব:স্থি খুঁজতে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে সরাসরি পুঁজিবাদী রাজনীতির সমর্থক-কর্মীতে পরিণত হয়েছে রাশিয়া সহ পুর্ব ইউরোপের একদা কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর শ্রমিকদের একাংশ। তবুও ঐসকল দেশগুলোর লেনিনবাদী পার্টি ও “ রুশ বিপ্লব” পন্থী রাজনীতির অন্ধত্বে বন্দী হয়ে আছে শ্রমিকশ্রেণীর অংশ বিশেষ। চীন-ভিয়েতনাম ও কোরিয়া-কিউবার মতো রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কঠিন শিকলে বন্দী হয়ে আছে ঐ সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণী ।বাদ থাকেনি লেনিনীয় অসমাজতান্ত্রিক দেশের লেনিনবাদী নেতা-কর্মী ও তাদের প্রভাবাধীন শ্রমিকরা।

উল্লেখ্য- ষ্ট্যালিনের ৩য় আন্তর্জাতিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত-পরিচালিত প্রথাগত কমিউনিষ্টদের বলয়ভুক্ত নয় অথচ, বিশ্ব বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর চতুর্থ আন্তর্জাতিক পন্থীরা রাশিয়ার রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখলে অক্টোবরের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তমুলক ঘটনাবলীর প্রকাশ্য ও দ্বিতীয় নায়ক ট্রটস্কির ভ্রান্ত মতের পক্ষে । তাঁরা সমাজতন্ত্র বিরোধী রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের লেনিনীয় ভুয়া সমাজতন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি নয়, অথবা রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রিক দোষে দুষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা বা তদোদ্ভুত চরম স্বৈরতান্ত্রিকতা-হিংস্রতাকে বিবেচনায় না নিয়ে কেবলই ব্যক্তি ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিকেন্দ্রীকতাকে ‘ রুশ বিপ্লব’ পতনের মুল কারণ গণ্যে সকল দোষের কারক মহা দেবতা লেনিন নয়, কেবলই ষ্ট্যালিন ও ষ্ট্যালিন পন্থী মাও ও মাওবাদীদের বিরোধীতা করলেও ট্রটস্কিপন্থীরাও লেনিনীয় “কেন্দ্রীকতার” স্বৈরতান্ত্রিক দোষে দুষ্ট বলেই বহুধা ভাগে বিভক্ত । তবে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভে রাষ্ট্রিক বিপ্লবের খোয়াবে বিভোর বলে ট্রটস্কি পন্থীরাও লেনিনবাদী হেতু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষভুক্ত নয় ।অত:পর, ৪র্থ আন্তর্জাতিক বা ট্রটস্কি পন্থীদের প্রভাবাধীন শ্রমিকও বিভ্রান্ত; এবং

সমগ্র দুনিয়ায়-বুর্জোয়াদের সহিত মিশে যাওয়া বা প্রায় বিলীন হওয়া বা সরকার সমর্থক ও সংসদপন্থী লেনিনবাদী কমিউনিষ্টদের দুষিত ডোবায় নিমজ্জিত আছে শ্রমিকশ্রেণীর অংশবিশেষ অথবা শ্রমিকশ্রেণীর মুল শত্রু দি ফান্ড সহ রাষ্ট্র বিশেষকে বিলীন-বিলোপ না করে- পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র ৪% অংশীদার কৃষি খাতের মোট ভুমির কিছু অংশের মালিকানায় অধিষ্ঠিত তবে, বিদ্যমান বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার খুবই গুরুত্বহীন বলা চলে টোটাল শোষণ প্রক্রিয়ায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বা ধর্তব্যহীন গ্রামীণ জোতাদার-মহাজনের ভূমি-সম্পত্তি দখলের মাধ্যমে তথাকথিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনে চোরাকারবারী-ঠিকাদার সহ ধনী ব্যবসাদারদের নিকট হতে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মোটাদাগের অর্থ জোগাড় করে বনে-বাদাড়ে গিয়ে মাওবাদী পথ ধরে শ্রেণী শত্রু হত্যার নামে গলা কাটার লাইন ধরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল-গোষ্ঠীর আওতাভুক্ত শ্রমিকেশ্রণীও অনুরূপ সকল রোমান্টিক বিপ্লববাদীদের কাল্পনিক মুক্তির কানাগলিতে আটক-আবদ্ধ থাকছে বলে উল্লেখিত সকল ঘরানার লেনিনবাদী রাজনীতির অনুগত বা প্রভাবাধীন শ্রমিকও প্রকৃতই নিজস্ব শ্রেণী মুক্তির ধারণা হতে যোজন যোজন মাইল দুরে অবস্থান করছে।

মানুষ কর্তৃক মানুষকে পদানত-পরাধীন এবং শোষণ-পীড়নের নিমিত্তে সৃষ্ট রাজনীতির সুচনা হয়েছিল জুয়ার মাধ্যমে । রাজনীতির জুয়া খেলার প্রথম দুই জুয়াড়ির একজন গড হরোস রাজনীতির জুয়া খেলায় বিজয় অর্জন করেছিল প্রতারণামুলক মিথ্যাচারের মাধ্যমে। অত:পর, জুয়া-প্রতারণা ও মিথ্যাচার দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল মিশরের ফারাও ডাইনেষ্টীর দাসতান্ত্রিক রাজত্ব। তবে, সেনাপতি পনোসের বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকায় পার্সিয়ান সম্রাটের নিকট পরাজিত ও পরাভূত হয়েছিল গড এটমের বংশধর ফারাওরা।

অন্ধ কবি হোমারের বিবরণীতে দেবী এথেনা-হেরা ও আফ্রিদীর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সৃষ্ট ঝগড়ায় অপহৃত কুইন হেলেনকে উদ্ধারের ছুতায় ৯ বর্ষী যুদ্ধে প্রতারণামুলকভাবে ট্রয় নগরী জয় ও ধ্বংস করেছিল কিং আগামেমনসরা।

জুয়ায় ও প্রতারণা-মিথ্যাচার এবং ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে ওস্তাদ শকুনীমামার সহযোগিতায় ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন তদীয় চাচাতভাই যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জুয়ায় প্রতারণামূলে পরাজিত করে পঞ্চ পান্ডবের স্ত্রী দ্রুপদির বস্ত্র হরণ করার মতো বর্বরতা-অসভ্যতা করেও নির্লিপ্ত না হয়ে পান্ডবভ্রাতৃগণের হস্তিনাপুর রাজ্য দখলে রাখতে নির্বাসনের শর্ত পুরণের পরও পঞ্চ পান্ডবকে স্বীয় রাজ্যে ফিরে আসতে দেওয়ার শর্ত ভংগ করায় মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের ১৮ দিনের যুদ্ধে ৭ জন মাত্র যুদ্ধা জীবিত থাকলে মৃত্যুবরণ করেছিল মোট ৩৯,৩৬,৬০০ যুদ্ধা।

উইকিপিডিয়ার সুত্রে- " পনটিফেক্স" অর্থাৎ নগরীর প্রধান ধর্মীয় গুরুর পদে প্রার্থী রোমান রাজনীতিক ও দেবতা জুলিয়াস সিজারসহ মোট ৩ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীর সকলেই ঘুষের মাধ্যমে ভোট ক্রয় করেছিল।

অত:পর, জুয়া-জুচ্ছোরী, প্রতারণা-জালিয়াতি, বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ-দুর্নীতি, হত্যা-খুন, ইত্যকার তাবৎ বদগুণ মানুষ অর্জন করেছিল রাজনীতির হেতুবাদে। অর্থাৎ,জন্ম শর্তেই রাজনীতি, পরজীবী শ্রেণীর পরজীবীতার সর্বাধিক উপযুক্ত-কার্যকর হাতিয়ার -পেশা বলেই 'রাজনীতি' মানে কেবল দুর্নীতিই নয় বরং, সকল প্রকার দুর্নীতির মেইন সোর্স, বেসিক এন্ড সুপ্রিম ল' এন্ড ট্রেডিশান বা শোষণ-পীড়ন, তথা শোষিতের স্বাধীনতা হরণে শোষক শ্রেণীর মৌল নীতিগত ও হিংসাত্মক কার্যক্রম। কাজেই, রাজনীতির মুল প্রতিষ্ঠান কিংডম এবং রাষ্ট্র- হিংস্রতা ও দুর্নীতির ভান্ডার-পরিপোষক ও রক্ষক । কয়লা ধুলে যেমন ময়লা যায়না তেমন দুর্নীতি মুক্ত রাষ্ট্র বা কিংডম হতে পারে না। কাজেই, কিংডম ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত রাজনৈতিকগণ অনুরূপ সকল গুণের সমাহারে সৃষ্ট হিংস্র -নিকৃষ্ট জীবের যোগ্য ও উপযুক্ত জীব হতে হবে বলেই "প্রিন্স" লিখেছিল মেকিয়াভেলী।

সুতরাং- রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সুচনা কাল হতে উল্লেখিত বদগুণের রাষ্ট্র ও রাজনীতি কর্তৃক মানবজাতি শোষিত-পীড়িত ও বন্দী হয়ে আসছে। আবার রাজনীতিকরা তথা শোষকগোষ্ঠী একে অপরের সহিত অনুরূপ সকল বদগুণের সর্বাধিক ব্যবহারেও অকৃপণ নয় এবং অযোগ্যও নয় বলেই মোগল সম্রাট শাজাহান স্বীয় পুত্র আওরংগুজেব কর্তৃক বন্দী হয়ে সিংহাসন চ্যুত হয়েছেন। মেকিয়াভেলীর উপযুক্ত প্রিন্স আওরংগুজেব কর্তৃক নিহত হয়েছে তাঁর অপর ভ্রাতাত্রয়। অত:পর, রাজনীতি ও রাষ্ট্রের ইতিহাস কেবলই জুয়া-জুচ্ছোরি, ভান-ভনিতা ও ভন্ডামি, ঠগবাজি-মতলববাজি ও ধান্ধবাজি, প্রতারণা-জালিয়াতি, হত্যা-খুন, ধর্ষণ-দহন, যুদ্ধ-বিগ্রহ,দখল-বেদখল ও জবর দখল,বকশিস-ঘুষ ও দুর্নীতি, আইন ভংগ- ওয়াদাভংগ ও নীতি ভংগ এবং বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতার

ঘৃণ্য-বর্বর ও হিংস্রতার খাস খতিয়ান বা অমানবিকতা-অসভ্যতার লজ্জাজনক এক বিশ্রী-জঘন্য নোংরা-কুৎসিৎ ইতিহাস ।

কাজেই শোষণমুলক রাজনীতিরই উত্তরাধিকার তথা শোষকশ্রেণীর সর্বশেষ অংশ বুর্জোয়া শ্রেণী ঐতিহ্যগতভাবে এবং জন্মসুত্রেই দুর্নীতিবাজ-প্রতারক এবং জালিয়াততো বটেই উপর্যপুরি অতীতের সকল বদগুণের সহিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বজনের উন্নতি ও সমৃদ্ধি-শান্তির দার্শনিক ভন্ডামি-তাত্ত্বিক চাতুরী ও পাইরেসী সহ ইলেক্ট্রোনিক প্রযুক্তির বজ্জাতির সম্মিলন ঘটিয়েছে। তাইতো শ্রমশক্তি শোষণ প্রক্রিয়া বহাল রাখতে বুর্জোয়াশ্রেণী হাজারো প্রতারণাপুর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে আসছে। কিন্তু শ্রেণী শোষণ বিনাশের অজুহাতে মার্কসবাদের আবরণে কমিউনিষ্টের ছদ্মাবরণে বেঈমান কাউৎস্কিদের ২য় আন্ত র্জাতিকের লন্ডন সম্মেলনে গৃহীত জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে মৃতপ্রায় বুর্জোয়া শ্রেণীর সেবায় শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়োজিত করা হয়েছে । ফলে- তখন হতেই প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জ্ঞান তথা সমজতন্ত্রের বিজ্ঞান সামাজিক জীবন হতে নির্বাসিত হয়েছিল বলেই কার্যত ১৮৯৬ সাল হতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় মুক্তির শ্রেণী চৈতন্য অর্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছে বিধায় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী পূর্বোল্লেখিত চৈতন্যগত ভ্রান্তি ও দুর্দশাসহ বিদ্যমান ।

একইভাবে- শাসন অক্ষমতায় মৃতবৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাঁর সহযোগী সকল পরজীবী গোষ্ঠী রাষ্ট্র সমেত বহু পূর্বেই কবরস্ত হওয়ার নিশ্চিত অবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট-আন্ত :সংকটের কারণে সৃষ্টি হলেও পরজীবীতার বিশাল বহর সহ এখনো পুঁজিপতিশ্রেণী বেঁচে-বর্তে আছে কেবলমাত্র তাদেরই কবর খননকারী শ্রমিকশ্রেণীর- প্রথমত ও প্রধানত শ্রেণীচৈতন্যগত ও তদানুরূপ সাংগঠনিক যোগ্যতা-উপযুক্ততার অভাবেই।

কাজেই, শহর-গ্রাম, শিল্প-কৃষি ও সেবা খাতে কর্মরত শ্রমিক অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রমশক্তি বিক্রয় করে জীবীকা অর্জন করে তাঁরা সকলে তথা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী যখনই ‘সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের’ ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ও রাষ্ট্র ইত্যাদি সহ পরজীবীতার সকল সংস্থা-সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ-উৎখাত, বিনাশ-ধ্বংস ও নির্মূল এবং ভোগের ব্যক্তিগত অধিকার বৈ উৎপাদন উপকরণ বা উৎপাদনশক্তির ব্যক্তিমালিকানা তথা শ্রমশক্তি শোষণের সকল প্রকার প্রথা-পদ্ধতি ও সম্পর্ক বিলোপ এবং সকল প্রকার উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানা সৃষ্ট সকল প্রকার রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং তদানুরূপ তাবৎ আবর্জনার স্তুপরূপ শিল্প-সাহিত্য এককথায় ব্যক্তিমালিকানাধীন শ্রেণীবোধের যাবতীয় কুসংস্কার বিলীন-বিলোপের লক্ষ্যে- স্বীয় শ্রেণীমুক্তির শ্রেণীচৈতন্যে সমৃদ্ধ ও সজ্জিত হয়ে বৈশ্বিক পরিসরে - প্রত্যাহারযোগ্যতার শর্তে স্বল্প মেয়াদে সংগঠনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব এবং কেবলই বা একমাত্র গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিতে পরিচালিত কেবলমাত্র একটি একক সংগঠনে সংগঠিত হবে এবং অনুরূপ একটি একক সংগঠনে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী যতবেশীমাত্রায় ও যতদ্রুত সংগঠিত হবে ততো দ্রুতই পুঁজিপতিশ্রেণীর কবর নিশ্চিত হবে।

তবে, এক্ষেত্রে পুঁজিবাদের আদিভূমি ইউরোপ এবং বহু পুর্বেই ঘনীভূত বা কেন্দ্রীভূত পুঁজির কর্তৃত্ব সম্পন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান ইত্যকার দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণী যেমন অতীব গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালনে অনুকূল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ও তেমন তাঁরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। চরম প্রতিকূল অবস্থায় থাকলেও এবং কিঞ্চিত বিলম্বে হলেও চীন-ভিয়েতনাম বা উত্তর কোরিয়া-কিউবার শ্রমিকশ্রেণী বৈশ্বিক শ্রেণী যুদ্ধের বিস্ফোরণমুলক পরিস্থিতিতে হয়তোবা নিয়ামক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। অভিজ্ঞ শ্রমিকশ্রেণী সহ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বয়স ও ঘনীভূত পুঁজির অবস্থা-অবস্থান বা ভূ-রাজনীতি ও পণ্যের বাজারে গুরুত্বপুর্ণ স্থান-অবস্থান ইত্যকার বিষয়াদি বিবেচনায় নিলে এটি অনুমিত হয় যে,দক্ষিণ আফ্রিকা-দক্ষিণ কোরিয়া,মালেশিয়া-ইন্দোনেশিয়া,ব্রাজিল-মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা-আর্জেন্টিনা সহ লেটিন আমেরিকার দেশগুলোর সহিত ভারত-বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রচ্যের দেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণীরও পুঁজিবাদ বিরোধী বৈশ্বিক সংগ্রাম-সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ আছে। তাছাড়া-ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করে স্বীয় মুক্তি নিশ্চিতকরণে সমাজের শ্রেণীমুক্তি তথা সমাজের ঐতিহাসিক মুক্তি বা ইতিহাসের সামাজিক মুক্তির কর্মে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকারী অশ্রমিকরাও যদি ব্যক্তিমালিকানার যাবতীয় মোহমুক্ত হয়ে তথা স্বীয় শ্রেণীদোষের বদগুণাবলী পরিত্যাগ করে কেবলই শ্রমিকশ্রেণীর সাথে নিজেকে একীভূত ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেই কাজ করে এবং যতবেশী সংখ্যক অনুরূপ মুক্তিকামী মানুষ যতবেশী মাত্রায় শ্রমিকশ্রেণীতে নৈতিক-সাংগঠনিকভাবে মিলিত-সংগঠিত হবে ততোই শ্রমিকশ্রেণী জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার অধিকতর সুযোগ পাবে বিধায় অনুরূপ মুক্তিকামী-স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের আগমনে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের কাজ জোরদার-মজবুত ও গতিশীল হতে সহায়ক হবে।

অত:পর, মার্কস যেমন ১৮ মার্চ,১৮৭২ সালে পুঁজি, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশের " ফরাসী সংস্করণের পুর্বাভাষ" এ লিখেছেন -" বিজ্ঞানের দিকে যাওয়ার কোন রাজপথ নেই, শুধু তারাই তার উজ্জ্বল শিখরে পৌঁছতে পারে যারা ক্লান্তিদায়ক তার চড়াই বেয়ে ওঠার ভয় পায় না।" তেমনই- পারমানবিক শক্তিধর সন্ত্রাসী-যুদ্ধবাজ বুর্জোয়াশ্রেণীর উৎখাতে তথা শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীমুক্তির জটিল-কঠিন ও ঘোরতর ঝুঁকিপুর্ণ-বিপজ্জনক আন্দোলন-সংগঠন ও সংগ্রামে ভয়মুক্ত-নির্ভিক ও ক্লান্তিহীন হতে হবে বটে মুক্তিকামী সকলকেই। **আসলেই মুক্তজীবনের অধিকার আছে কেবল ভয়শুন্য মানুষেরই।**

রাজনৈতিক মতলববাজ -বুক অব পিরামিড পন্থী হতে লেনিনবাদী, এরা সকলেই কম বেশ মারাত্মক ভীতু ও ভীরুতা হেতু ভয়ংকর হিংস্র। সেজন্যই এরা তাঁদের মত বিরুদ্ধতা সহ্যে অক্ষম ও অসহিষ্ণু বলে ভিন্ন বা প্রতিপক্ষ মতামত নিচিহ্নকরণে খুবই পারদর্শীতা দেখায়। পরজীবীতার সুযোগ নষ্ট হওয়ার ভয়-আতংকে ভীতু-সন্ত্রস্ত ভুয়া-ভ্রান্ত মততন্ত্রের ধারক-বাহক ধান্ধাবাজদের অনুরূপ অসৎউদ্দেশ্য হাসিলে- প্রয়োজনে আমজনতাকে অসৎভাবে ব্যবহারের দুরভিসন্ধিতে সংশ্লিষ্ট জনগাষ্ঠীর আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া সহ নানান বানোয়াটি অভিযোগে বিচারানন্তে বা বিনা বিচারে বিরুদ্ধপক্ষকে হত্যা-খুন, ধর্ষণ-লুন্ঠন, নিপীড়ন-নির্যাতন করে কেবলই তদের অসার-

ভুয়া মতামতের ভুয়ামি স্বপ্রমাণ হতে অন্যদেরকে বিরত রাখার অপপ্রয়াশ চালায়। অথচ, তাদের মনেই থাকে না যে, তাদের সকলের মতামতও সুচনাকালে অতিতের চালুকৃত মতামত বা ধ্যান-ধারণার উপর আঘাত হেনেছিল।

তাছাড়া- তাদের স্বার্থান্ধতায় তারা এটাও বিবেচনায় নিতে অক্ষম যে, প্রকৃতি বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্মেষ-বিকাশ সর্বপুরি- মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক সমাজবিকাশের নিয়ম আবিস্কার-সুত্রায়ন, তত্ত্বায়ন সমেত খোদ সমাজতন্ত্রই বিজ্ঞান হয়ে উঠায় পূর্বাপর বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার আবিস্কারক-উদ্ভাবকদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে বা বিষ-গিলোটিন বা পিটিয়ে হত্যা-খুন , নির্বাসন ইত্যকার বহুবিদ দন্ডদান করা বা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি-সাহিত্য ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সুত্রাদি বস্তুগতভাবেই সঠিক ও যথার্থ বলেই আবিস্কারকের মৃত্যুর পরেও স্বীয় ক্ষমতায় টিকে আছে । অন্যদিকে কল্প-কথার ভুয়া মত বা অনুরূপ মততন্ত্র ভুয়া-অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক বলেই তদানুরূপ মততান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো-ব্যবস্থা সহ অনুরূপ ভ্রান্ত মততন্ত্রের অনেকগুলোই মাত্র ৫ হাজার বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসের খেরো খাতায় হারিয়ে গেছে।

কিন্তু,বস্তুগত জগতের জাগতিক বিষয়ের প্রমাণিত সত্যই বিজ্ঞান বিধায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব-সূত্র প্রয়োগ করেই আজকের দুনিয়ার সকল বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে হেতু সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে যতই নির্বাসন দেওয়ার অপচেষ্টা করা হোক বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের হত্যা-খুন করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজনে সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির সামাজিক চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণ সমাজিক ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্রের উপযোগিতা- চাহিদাও সৃষ্টি করেছে বটে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিই। তাছাড়া-অবিশ্বাস্যরকম শক্তি-ক্ষমতার বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির সার্বজনীন ক্ষমতা ধারণে যেমন স্বক্ষমতা-সামর্থ নাই তেমন সামগ্রীক বৈজ্ঞানিক কার্যোপযোগিতার উপযুক্ত ব্যবহারের যোগ্যতা নাই ব্যক্তিমালিকানার সংকীর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার । ফলে- পুঁজিবাদ বারে বারেই অতি উৎপাদন সংকটে নিপতিত হয়ে আসছে । অর্থাৎ স্বীয় ক্ষমতা-যোগ্যতার উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতিকল্পেই এবং তদানুরূপ সার্বজনীন সম্পর্কের সমাজ সৃষ্টিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বারে বারে বিদ্রোহ করছে খোদ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদিই।

সুতরাং- বিজ্ঞানের দাবী-চাহিদা পুরণে অক্ষমতা-অসমর্থতা হেতু প্রচলিত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক উপকরণসহ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পুন:পুন বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজিবাদ -অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণী সমেত পুঁজিবাদের রক্ষক দি ফান্ড ও ফান্ডের হুকুম তামিলে নিয়োজিত রাষ্ট্র যেমন বিলীন-বিলুপ্ত হবে তেমন বিজ্ঞানের সামাজিক ক্ষমতা-উপযোগিতার উপযুক্ত - যোগ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা হেতু শ্রেণীহীন সমাজ-বিকল্পহীনভাবে অনিবার্য এবং মানবজাতির ভবিতব্য।

অত:পর, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক পরিসরে তদীয় শত্রু দি ফান্ড সমেত পরজীবীতার সকল সংস্থা-সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান বিলোপে- অনুরূপ সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নৈমত্তিক কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে- নিত্যই তুলনামুলক সুযোগ-সুবিধা হারাবে তাবৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠী। ফলে- পরজীবীতার সুযোগ হারানো পুঁজিপতিশ্রেণী তথা পরজীবী গোষ্ঠীর অধিকতর ঘনীভূত পুঁজিওয়ালা ও অনুরূপ ঘনীভূত পুঁজির সাম্ভাব্য পুঁজিওয়ালা বা ক্ষতিগ্রস্ত পুঁজিওয়ালা গোষ্ঠী-গোত্র প্রত্যেকে পরস্পরকে নিজ নিজ পুঁজির পরিমান হ্রাস বা ক্ষয়-ক্ষতি বা পুঁজি-পণ্য সঞ্চলন সংকটের জন্য প্রতিপক্ষ বুর্জোয়া গোষ্ঠীকে দায়ী-দোষী গণ্যে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকে বৈরীতায়-শত্রুতায় লিপ্ত হবে বিধায় অনুরূপ বিরোধ নিস্পত্তিতে অক্ষম-অযোগ্য দি ফান্ডের প্রয়োজনীয়তা নি:শেষিত হবে হেতু দি ফান্ড লিক্যুইডেট হবে;

(ঘ) মাত্র ৫শ বছর আগে পুঁজির সঞ্চয়-সঞ্চালন আবশ্যকতায় কলম্বাস কর্তৃক তথা পুঁজিবাদের নিউ ওয়ার্ল্ড আবিস্কারে পুর্বে প্রায় ২ লাখ বছর বয়সী মানব জাতি সমগ্র পুথিবী সম্পর্কে জানতো না বা জানতো না তারা দুই ওয়ার্ল্ডের বাসিন্ধা সম্পর্কে। অত:পর, পুঁজিই একমাত্র শক্তি যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমেরিকা ও পুরোনো ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ- গড এটম, গড জিউস, গড জুপিটার বা গড ব্রহ্মার মতো আরো বহু কল্পিত গডের কল্পিত কর্তৃত্বের কার্যত রাজকীয় দখলদারিত্বের নানা ভাগ-বিভাগে বিভক্ত ও অনুরূপ ভাগ-বিভাগের বহু পৃথিবী বস্তুত একটি মাত্র পৃথিবীকে একত্রিত করে ইত:পুর্বেকার গড তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা কর্তৃপক্ষের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্নকরণে সক্ষমতা প্রমাণ করেছিল। সেজন্যই জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাখ লিখেছিল- 'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেনি বরং মানুষই সৃষ্টি করেছে ঈশ্বরকে'।

অত:পর, ঈশ্বর সৃষ্ট বা ঈশ্বর প্রেরিত তথা ডিভাইন রাইট হোল্ডার মহামান্য সম্রাট- কিং ইত্যকার সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সকল ক্ষমতার দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পুঁজি সমগ্র পৃথিবীকে ১৮৪০ সালের মধ্যে নিজ দখলীভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি-অধিশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং পুঁজি এবং পুঁজিবাদ।

ফলে- ভারতের মহাক্ষমতাধর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ স্বয়ং পরিণত হয়েছিল ক্ষমতাহীন-কর্তৃত্বহীন এবং ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বার্ষিক ১২০,০০০ ডলারের ভাতাভোগী ; তবে রাজ পোষাক-আষাক পরিহিত এক কিম্ভুত কিমাকার বিচিত্র প্রাণীতে । তাবৎ দুনিয়ায় বাদ থাকেনি কোন রাজা-বাদশা বা সম্রাট- হয় বৃটিশ পুঁজি, না হয় ফ্রান্স বা স্পেন-জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর হুকুমের গোলাম বনতে । অবাধ্যে -তিনপুত্রের কাটা মন্ডু সহ বার্মায় নির্বাসনের দন্ডের পুরস্কার পেয়েছিল খোদ দিল্লীর মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহই। বিদ্রোহী সিপাহীদের অস্ত্রের মুখে নিজেকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট ঘোষণার পরিণতিতে দিল্লী ছাড়া হয়ে ভাতা হারানোর শোক ভুলতে লিখিত কবিতায় -কবরস্ত হওয়ার জন্য নিজের সাড়ে তিন হাত ভূমি স্বত্ব অবশিষ্ট না থাকার খেদ-ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ই। শরীকি বিবাদে লিপ্ত পুঁজিপতিশ্রেণী যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত

হয়েছে বটে পুঁজির সঞ্চলন-ঘনীভবনের হেতুবাদেই অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজনেই।

অত:পর, পুঁজিবাদ হতে মুক্তি লাভে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান মতো তৎপরতা না চালিয়ে বিপরীতে , সাভারকার -লেনিনদের ফতোয়ায়-জাতিয়মুক্তি বা স্বাধীনতার নামে ব্রিটিশ তাড়িয়ে মোগল সাম্রাজ্য বা বেদভিত্তিক রাম রাজত্ব পুন:প্রতিষ্ঠার রাজনীতি কেবলই দাসতান্ত্রিক বা অর্ধবর্বর এশিয়াটিক সমাজ ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার নি:স্ফল প্রচেষ্টা অথবা ভারতীয় নিপীড়িত বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা-ইত্যকার যাবতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার পরিপন্থি-বৈরী বলে প্রতিক্রিয়াশীল বৈ প্রগতিশীল কর্মকান্ড হিসাবে গণ্য হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট- জর্জ ওয়াশিংটন বা জেফারসন্সদের দখলাধীন নানান রকমের সম্পত্তির সাথে দাসরূপী মনুষও সম্পত্তি হিসাবে হারাহারিভাবে লাভ করেছিল তাঁদের উত্তরাধিকারীরা। ফলে- প্রভু পরিবর্তন বা বিবাদমান জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ-বিভাগ হলো বটে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা সেলফ রাইটের সনদ রচয়িতা প্রেসিডেন্টদ্বয়ের দাসের পরিবার ভুক্তরা। কিন্তু তাতে কি পরিবার-পরিজন হতে পৃথক-বিচ্ছিন্ন হওয়া দাস বা দাসদের দাসত্ব ঘুচলো না কি দাসত্বের-দু:খ, কষ্ট ইত্যকার কোন যন্ত্রণার উপশম হয়েছিল ?

অত:পর, বিশ্বজয়ী প্রভু পুঁজিবাদের উৎখাত-বিনাশ ও ধ্বংস করা বৈ পুঁজিবাদের অধীনে শান্তি বা মুক্তি নাই শ্রমিকশ্রেণীর সেকথাই পুন:পুন প্রমাণ সমেত হাজির করেছিলেন মার্কসরা। কিন্তু, জাতিগত আত্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যকার ছুতায় কাউৎস্কি-লেনিন এবং লেনিনবাদী- মাও পন্থীরা পীড়িত পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবক-রক্ষক হিসাবে বিবাদমান পুঁজিপতিশ্রেণীর অংশ বিশেষের পক্ষে রাষ্ট্র গঠন করে অতীব চালাকি সহ " রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের" ফতোয়ায় তা জায়েজ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে ফারাও সম্রাটদের আদলে ডাইনেষ্টী বিশেষ স্থাপনের দু:স্বপ্ন পূরণে আদি ফারাওদের যা ছিল না অর্থাৎ- পুলিশ সহ সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক কর্মীর নামে পরজীবী মাস্তানবাহিনী প্রতিষ্ঠিত করেছিল কেবল নয়, বরং ফারাওদের মতো অমরত্ব লাভে মরার পরও ভূত হয়ে জনসাধারণ্যে বিরাজিত থাকার জন্য মিশরীয় 'মমির' পুন:প্রবর্তন করা সহ 'গার্ড অব অনার' অর্থাৎ দাস কর্তৃক প্রভুকে মান্যে দাসত্ববোধের রাজনৈতিক জঘন্য রীতি-নীতি ও প্রথা তথা রাজন্যদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের বর্বর সংস্কৃতি সহ তদনিমিত্তে ঘৃণিত মূর্তি পূঁজার ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়েছিল।

অত:পর, জেফারসন্সদের দাসদের ভাগ্যে যে দুরাবস্থা তৈরী হয়েছিল তার থেকে দুরাবস্থায় নিপতিত হয়েছিল জাতিয় মুক্তি-স্বাধীনতা ইত্যকার অজুহাতে সৃষ্ট রাষ্ট্রগুলোর শ্রমজীবী জনগণ। তন্মধ্যে-লেনিনবাদীদের রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর দুরাবস্থা সবচাইতে বেশী। কারণ, লেনিন-ষ্ট্যালিন বা মাও-হোচিমিন বা কিম-কাস্ট্রোর মতো রাষ্ট্রীক অধিপতি সমেত তাঁদের অনুগত-বাধ্যগত এক দংগল রাষ্ট্রীয় সুপারভাইজারসহ অনুরূপ

সুপারভাইজরদের রাষ্ট্রিক পর্যায়ে ও দলীয় স্তরে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে-নিজ নিজ "পিতৃভূমির" মধ্যেকার সকল বিরোধীপক্ষ-প্রতিপক্ষকে দমন-নির্মুল করা সহ দুনিয়ার অপরাপর শত্রুপক্ষ-প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নিজস্ব রাষ্ট্র কর্তৃক শোষিত তথা সঞ্চিত-ঘনীভূত পুঁজির স্বাভাবিক সঞ্চালন নিশ্চিত করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় মনোপলি অটুট ও বিশ্ব বিজয়ের নিমিত্তে -রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার রক্ষক- জনপীড়ক সেনা-পুলিশ, আমলা চক্র ও রাজনৈতিক গুন্ডাতন্ত্রের পেশাদার রাজনীতিক, ট্রেড ইউনিয়ন মাস্তান-যুব সংগঠনের বেপরোয়া সন্ত্রাসী ইত্যকার সকল সদস্য সমন্বয়ে গঠিত বিশাল বহরের পরজীবীচক্রের পরজীবীতার সকল দায়-ভার বহনের দায়িত্ব বহন করতে হত এবং হয় শ্রমিকশ্রেণীকে।

লেনিন সাহেবেরা জানতো যে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার মজুরি দাসেরা যে পরিমান শোষিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী হারে তাঁরা তাদের রাষ্ট্রিক সীমাভুক্ত শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে থাকেন। তাইতো- শোষণের হার গোপন করতেই মজুরি কাঠামো সহ মজুরির হার গোপন করতেও লেনিন ও লেনিনবাদীরা খুবই পারদর্শী বলেই সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারীভাবে এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করতো না । অথচ, পুঁজিবাদের বিশ্ব পান্ডা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী দফতর হতে মজুরির হিসাব-নিকাশ পাওয়া খুব কষ্ট সাধ্য নয়। কাজেই বাধ্য হয়ে এতদমর্মে আমরা যেমন সরকারী ডিক্রি ইত্যাদিসহ নানান জনের লিখিত পুস্তক ইত্যাদির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি তেমন মজুরি সংক্রান্ত সোভিয়েটের সরকারী পরিসংখ্যান-তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়ক বক্তব্য উল্লেখ করে সোভিয়েটের সরকারী ডিক্রি, দৈনিক পত্রিকা প্রাভদা, লেবর ডিপার্টমেন্টের মান্থলি ম্যাগাজিন, রেডিও নিউজ ইত্যাদির উপর ভরশা করেই Open Society Archives at Central European University, Subject-U.S.S.R, Title: Average Wages – Enough to Eat (viii) , Date-15-5-1960 প্রকাশ করেছে এবং চীনের মজুরী ইত্যাদি বিষয়ে চীনের সরকারী সিদ্ধান্ত, আইন, পত্র-পত্রিকা ও নিজস্ব গবেষণার উপর ভিত্তি করে চায়না লেবার বুলেটিন প্রকাশ করেছে -
" Wage in Chaina" . www.chaina-labour.org.

রুশ-চীনের বুরোক্রেসির খাতওয়ারী হিসাবপত্র পাওয়া যায়নি। ৮০৭.৭ মিলিয়ন শ্রমিকের দেশ চীনে-জাতীয় ভিত্তিক নূন্যতম মাসিক মজুরি- ৭৭৫ ইউয়ান, বিভিন্ন প্রদেশে-৪৮০ হতে ৭৮০ ইউয়ান, হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নূন্যতম মজুরি কার্যকরী নয়। ২০০৮ সালেও মাসিক একদিন মাত্র ছুটি নিয়ে সপ্তাহে ৮৪-৯৮ ঘন্টা পরিশ্রম করেও মাসিক ১,০০০ ইউয়ান আয় করতে পারছে না গুয়াংডংয়ের শ্রমিকরা। মালিক পক্ষ কর্তৃক মজুরি মেরে দেওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে । ২০০৬ সালে চীনে শহরের তুলনায় গ্রামীণ শ্রমিকের মজুরি ৩.২৭ গুণ কম। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন অনুযায়ী ঘন্টায় নূন্যতম মজুরি- ৭.২৫ মার্কিন ডলার হিসাবে দৈনিক নূন্যতম মজুরি-৫৮ ডলার। আর ৬.৮৩১০৩ ইউয়ানের বিনিময়ে ১ ডলারের হিসাবে চীনের শ্রমিকের মাসিক মজুরী মাত্র ৮০ মার্কিন ডলার। ফলে- ৯% বা ১০% গ্রোথ রেট বৃদ্ধি করার গোপন রহস্য নিশ্চয়ই ছুটি-ছাঁটাহীন কেবলই জীবন ধারণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় টাকা রোজগারের জন্যই বেঁচে থাকার মানবিক যন্ত্র তথা শ্রমিকশ্রেণীর রক্ত-ঘাম ও জীবন নি:শেষ করা। উল্লেখ্য- ৭,০২৪,০০০

সেনা শক্তির জন্য চীনের বার্ষিক ব্যয়-৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১২০ মিলিয়ন সরকারী কর্মচারীর জন্য বার্ষিক ব্যয়-৪.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমলাতন্ত্রের খতিয়ান ছাড়াই উপরোল্লেখিত পুস্তকাদিসহ আরো অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মজুরি বিষয়ক চাল চিত্র উপস্থাপন করা হল-

তবে প্রাংগিকতায় তৎপূর্বে উল্লেখ্য যে, ১৭৯৩ ও ১৮১৮ সালে জমিদারী ও রায়তোয়ারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থায় আমুল সংস্কার সাধন করেছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ৫ আগষ্ট,১৮৫৩ সালে ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত " ভারত" শিরোনামে মার্কস লিখেছিলেন-" জমিদারী ও রায়তোয়ারী-দুই-ই বৃটিশ ফরমানে সংগঠিত কৃষি বিপ্লব এবং পরস্পর বিরোধী; একটি হল আভিজাতিক, অন্যটি গণতান্ত্রিক; একটি- বৃটিশ জমিদারী প্রথার প্রহসন, অন্যটি-ফরাসী চাষী-মালিকানার; কিন্তু বিষাক্ত-দুটিতে অতি বিরোধী দিকের সমাবেশ, দুটির কোনোটাই ভূমি কর্ষক জনগণের জন্য অথবা ভূস্বামি মালিকের জন্য নয়-তৈরী হয়েছে সরকারের জন্য, যা কর আদায় করে তা থেকে।" কাজেই রায়ত বা চাষী ভূমি ব্যবহারকারী হলেও অনুরূপ ভূমি সংস্কারে লাভবান হয়েছে করগ্রহীতা কোম্পানী সরকার। উল্লেখ্য, সামন্ত সমাজ ভেংগে -গুড়িয়ে জন্ম নেওয়া পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির কারবারি বলেই ভূমিকেও আর দশটা উৎপাদন উপকরণের মতোই ব্যবহার করে । কাজেই পুঁজির কারবারী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দখলদার হিসাবে ভারতের ভূমিকেও তদোদ্দেশ্য বৈ ভিন্ন কারণে যে অনুরূপ ভূমি ব্যবস্থার পত্তন করেনি তাওতো নিশ্চিত।

তবু, লেনিনের অনুগামী ভারতীয় কমিউনিষ্টরা এখনো কৃষি বিপ্লব সংগঠনের নিমিত্তে আধা বা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ হিসাবে ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থাকে যেমন চিহ্নিত করে তেমন তাদেরই অংশীদার বাংলাদেশের লেনিনবাদীরাও একইরকম মতামত প্রচার করে থাকে।

লেনিনও ক্ষমতা দখল করে সংবিধান সভার অনুমোদন সাপেক্ষ ভূমি ডিক্রি জারী করেছিলেন। কিন্তু সংবিধান সভার নির্বাচনে লেনিনের পার্টিকে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ ভোট না দেওয়ায় মূলত ভূমি ডিক্রিটিও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়। পুঁজি লোভী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যেমন চাষীর স্বার্থ দেখার সুযোগ নাই তেমন লেনিনের রাষ্ট্রেরও পুঁজির আবশ্যকতায় জনরায় মানার অবকাশ নাই।

অত:পর, সংবিধান সভা ও অভ্যুত্থানী সরকার বিষয়ে লেনিনীয় সুত্র ও শর্তে-ই, জনগণের অনুমোদনহীন-অবৈধ সরকারের প্রধান হিসাবে মি: লেনিন -ভারতের রায়তোয়ারীর ঠিক ১০০ বছরের মাথায় ১৯ ফেব্রুয়ারী,১৯১৮ সালে জারী করেন ভূমি ডিক্রি। ডিক্রির অনুচ্ছেদ-২২ দ্বারা অকৃষককেও ভূমি চাষের সুযোগ দিয়ে অনুচ্ছেদ-১ মতে সকল ভূমি জাতীয়করণ ও অনুচ্ছেদ-২ দ্বারা শ্রমজীবীগণের মধ্যে ভূমি বন্টনের বিহীত করে -লেনিনের ভাষায় "পেট গুণতি" জমি প্রদানের জন্য ভূমি ডিক্রির চতুর্থ

অংশ, ”The Consumtion labour Standrad”, Section,14-Capable of Work:-

	Age	Workers Unit
Men-	18-60	1.0
Women	18-50	0.8
Boys	12-16	0.5
Girls	12-16	0.5
Boys	16-18	0.75
Girls	16-18	0.6.

রূপ হারাহারিও নির্ধারণ করেন । এক্ষেত্রেও জনমতামতের আবশ্যকতা বোধ করেননি ‘গ্রেট’ লেনিন। বুর্জোয়া নিদানে কর্মোপযুক্ততার বয়স-১৮ এবং শিশু শ্রম নিষিদ্ধ। অথচ, ১২ বছর বয়ষী শিশুরাও ভূমি দাসত্বের লেনিনীয় শৃংখলে বন্দী হয়েছে। আবার জীব সম্পর্কে ডারউইনকে অস্বীকার করে হিব্রু বাইবেলীয় মতানুযায়ী নারীকে- পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল প্রাণী গণ্যে পুরুষকে অধিকতর সবল-মর্যদাবান হিসাবে “ ডিক্রি” দিয়ে সাম্যবাদী লেনিন শিশ্নের পুঁজা করতে লজ্জিত হননি। কিন্তু, ভূমি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ শব্দ উল্লেখ না করেই জার্মান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রেক্ষিতে পেট-মাথা গুণতি ভূমি বন্টনের দাবী না করে তদপুরি, রুশ বা চীন-ইন্ডিয়ার মতো জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টি নয় বরং, ১৮৪৮ সালে কমিউনিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি তথা কার্ল মার্কস, কার্ল শাপার, হ.বাউয়ার, ফ্রে.এ্যাংগেলস. জো.মল ও ভি. ভলফ কর্তৃক প্রণীত “ জার্মানীতে কমিউনিষ্ট পার্টির দাবী” র ৭ নং দফায় উদ্ধৃত এই:- “ রাজরাজাড়াদের জমিদারী ও অন্যান্য সামন্ত তান্ত্রিক মহাল, সমস্ত খনি, আকর ইত্যাদি রাষ্টীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে। এই সব জমিতে সমগ্র সমাজের উপকারের জন্য আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এবং বৃহদাকারে কৃষি কার্য করা হবে।” (সূত্র- কমিউনিষ্ট লীগের ইতিহাস প্রসংগে- ফ্রে.এ্যাংগেলস) অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক নয় গণতান্ত্রিক ভূমি নীতি হিসাবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত ভিত্তিক ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রাচীন চাষাবাদ অনুমোদন করেনি কমিউনিষ্ট লীগ। এবং “ ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক সমস্যা” নিবন্ধে ফে. এ্যাংগেলস লিখেছেন- “ বড় বড় ভূসম্পত্তির বর্তমান অলস মালিকদের উচ্ছেদ করে যদি সেই সমস্ত সম্পত্তির উপরে কৃষক প্রলেতারীয়দের যৌথ বা সামাজিক মালিকানার অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা করা সমাজতেন্ত্রর কর্তব্য হয়,---” অর্থাৎ ভূমিতে ব্যক্তিগত চাষাবাদ নয় বরং কৃষি শ্রমিকদের যৌথ মালিকানা তথা যৌথ চাষাবাদের বিহীত করাই সমাজতান্ত্রিক ভূমি নীতি।

কিন্তু, জনাব লেনিন যিনি ‘কমিউনিষ্ট’ এবং মার্কসবাদী ও লেনিনবাদের স্রষ্টা তিনি কেবলই ভূমির ব্যক্তিগত ব্যবহার তাও আবার অকৃষককেও সেরূপ সুযোগ দিয়ে জারী করেছেন উল্লেখিত ভূমি ডিক্রি। অত:পর, লেনিন মার্কসবাদী- লেনিনবাদী বটে কিন্তু কমিউনিষ্ট নন, আর অনুরূপ ভূমিনীতি কার্যকরণের নিমিত্তে সৃষ্ট লেনিনবাদ, মার্কস-এ্যাংগেলসদের কমিউনিষ্ট লীগের বিবেচনারও যোগ্য নয় বলে লেনিনবাদীরাও কমিউনিষ্ট নয়। অথবা, পেট বা মাথা গুণতি ভূমি ব্যবহারই যদি সমাজতন্ত্র হয় তবে-

রায়তোয়ারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও নিশ্চয়ই ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। অবশ্য-রায়তোয়ারী ব্যবস্থায় বীজ সহ কৃষি উপকরণ ও কৃষি পণ্যের বাজার দামে বেচা-বিক্রি করার সুযোগ ছিল দক্ষিণ ভারতের রায়তদের।

কিন্তু লেনিন তাঁর রায়তদের অনুরূপ সুবিধা না দিয়ে কৃষি যন্ত্র, বীজ , পণ্য ইত্যকার বিষয়াদির আমদানী-রপ্তানী সহ সামগ্রীক কৃষি ব্যবসা- বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় " মনোপলি" নিশ্চিত করেছেন অত্র ডিক্রির অনুচ্ছেদ-১৮ ও ১৯ দ্বারা। উপর্যপুরি, সকলেই জানেন যে, ৪০ বছর যাবৎ নিবীড় গবেষণা করে মার্কস বহুভাবে বহুবার নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রম এবং কেবলমাত্র শ্রম হতেই উদ্বৃত্ত-মুল্য সৃষ্টি হয় বিধায় উৎপাদনের উপকরণ বা শক্তি হতে উদ্বৃত্ত-মুল্য সৃষ্টি হয় না । কাজেই ভূমিও উৎপাদনের উপকরণ হেতু ভূমি হতেও " উদ্বৃত্ত" সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের আবরণে সমাজতন্ত্রের ছুতায় ভূমিদাসদের রক্ত-ঘাম তথা শ্রমশক্তি শোষণের সুবিধার্থে মার্কসবাদী লেনিন অত্র ডিক্রিতে বিবৃত করলেন-

" Art-17, Surplus income derived from natural fertility of the soil or from nearness of market is to be turned over the organs of the Soviet Government."

অর্থাৎ বাজারের নৈকট্য ও ভূমির উর্বরতা হতে প্রাপ্ত " উদ্বৃত্ত আয়" সরকার পাবে । উদ্বৃত্ত আয়ের উক্তরূপ সংজ্ঞা জানার পর বুর্জোয়া অর্থনীতিও লজ্জা না পাওয়ার জো নাই। এবং অনুরূপ উদ্বৃত্ত কেবল নয় সামগ্রীকভাবে কৃষি উদ্বৃত্ত আত্মসাতের জন্য লেনিন ১১ জানুয়ারী,১৯১৯ এবং ২১ মার্চ, ১৯২১ সালে " Decree on Surplus Appropriation System" ইস্যু করে ঐ ডিক্রি বলে চাষীর নিকট হতে গম, দুধ-ডিম সবই আদায় করে তথাকথিত রেড আর্মি সহ রাষ্ট্রীক দংগল বাহিনী ইত্যাদির পরিপোষণে- ১৯২০-২১ সালে কেবলমাত্র খাদ্য আদায় করেছিল-৬,০১০,০০০ মেট্রিক টন। চালাক-চতুর লেনিন সাহেব ১৯২১ সালে "নয়া অর্থনৈতিক নীতি" চালু করে চাষীদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দিয়েছিল এবং ১৯২৪ সাল হতে সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রায় কর আদায় করা হত।

ষ্ট্যালিন - ১৯২৮ সালে কালেক্টিভাইজশনের ছুতায় চাষীদেরকে কেবলই রাষ্ট্রীয় হুকুম-নির্দেশমতো চাষ-বাস করা ও রাষ্ট্র নির্ধারিত মজুরি গ্রহণে বাধ্য করেছিল। ফলে- রাষ্টীয় আয় বৃদ্ধি হয়েছিল বটে কিন্তু কৃষি শ্রমিক অধিকতর হারে হারিয়েছে মজুরি অর্থাৎ লেনিনের আমলের তুলনায় " উদ্বৃত্ত-মূল্য" আত্মসাতের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। অনুরূপ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র হলে ১৮ জানুয়ারী,১৮৮৪ সালে "এ, বেবেল সমীপে এ্যাংগেলস" কি আর লিখতেন যে, "---রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত চাইলে জাভার কথা ধরা যেতে পারে। পুরনো কমিউনিষ্টসুলব গ্রাম-গোষ্ঠীর ভিত্তিতে ওলন্দাজ সরকার সেখানে সমস্ত উৎপাদন এমন " সমাজতান্ত্রিক" ধরনে সংগঠিত করেছে, সব ধরনের উৎপন্ন এমন চমৎকার করে স্বহস্তে নিয়েছে যে, অফিসার ও সৈন্যের জন্য ১০ কোটি মার্ক বেতন ছাড়াও বছরে সাত কোটি মার্ক সে পায় ওলন্দাজদের হতভাগ্য উত্তমর্ণ রাষ্ট্রগুলিকে সুদ জোগাবার উদ্দেশ্যে। তুলনায় বিসমার্ক তো এক নীরিহ শিশু।.."

অত:পর, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত **জাভা** যে কেবলই সেনা-অফিসার সহ ওলন্দাজদের সুযোগ-সুবিধার বিহীতাদি সাধন করেছে বলে মারাত্মকভাবে শোষিত হয়েছে জাভার শ্রমজীবীরা তার তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে অনুরূপ রাষ্ট্রিয় সমাজতন্ত্রের ভুয়ামি উন্মোচন করেছিলেন ফে.এ্যাংগেলস। অথচ, মার্কসবাদী লেনিন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার স্বীকারোক্তিতে জালিয়াতি মূলে লেনিনীয় রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র হিসাবে প্রচার করে - কমিউনিষ্ট লীগ সমেত মার্কস-এ্যাংগেলসদের উদ্ভাবিত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সহিত প্রতারণা করেছিল । তবে, লেনিনবাদী কমিউনিষ্টরা এখনো তা না বুঝলেও জাভা দখলকারী ওলন্দাজ বুর্জোয়ারা কিন্তু ভালভাবেই জানে যে, লেনিনীয় সমাজতন্ত্র তাদের সমাজতন্ত্র অপেক্ষা আরো জঘন্য-বর্বর ধরণের বলেই শ্রমশক্তি শোষণের হার-মাত্রাও লেনিনবাদী রাষ্ট্রেই বেশী।

“এভারেজ ওয়েজ: এনাপ টু ইট” নিবন্ধে প্রাভদা পত্রিকাকে উদ্ধৃত করে উল্লেখিত গবেষণা নিবন্ধে বলা হয়েছে- ১৪মার্চ,১৯৫৮ সালে নিকিতা ক্রুচেভ এক ভাষণে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, সোভিয়েটের সকল মানুষ ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় জুতা-কাপড় পাবে। তবে, ১৯৬৫ নয় ১৯৯০ সালেও জনগণের প্রত্যেকে যে, প্রয়োজনীয় জুতা-জামা পায়নি তাতো প্রমাণ করে সোভিয়েতের বিলুপ্তিই এবং রাশিয়ার চরম দারিদ্রের হার বিষয়ে হালের পরিসংখ্যানও তা নিশ্চিত করে। ঐ নিবন্ধেই বলা হয়েছে- সোভিয়েতের এভারেজ মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকরা খাদ্য হিসাবে- ব্রেড, পটাটো, বিফ, বাট্টার, ডিম,দুধ ও চিনি এই ৭টি আবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় করতে ১৯২৮ সালের তুলনায় ১৯৫৬ সালে ৮% বেশী সময় কাজ করতো এবং নিউ ইয়র্কের শ্রমিক অপেক্ষা মস্কোর শ্রমিক উল্লেখিত পণ্য সামগ্রী ক্রয়ে অনুন্য ৩ হতে ১৬ গুণ বেশী পরিশ্রম করতো। উল্লেখ্য- যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালে নুন্যতম মজুরি ছিল ঘন্টায় ৫.৩৯ মার্কিন ডলার। সোভিয়েটের সহিত বিনিময় হার ছিল অফিসিয়ালী ৪ রুবোল সমান ১ মার্কিন ডলার। তবে বেসরকারীভাবে ১০ রোবলে ১ ডলার পাওয়া যেত। ১৯৬০ সালে সোভিয়েটের মোট শ্রমিক সংখ্যা বর্ণিত না হলেও ৪৭% নারী শ্রমিক উল্লেখ করে শ্রমিকদের ১২ গ্রেডে মজুরি প্রদানের বিষয় বিবৃত করে উল্লেখিত গবেষণা নিবন্ধে জনগণের বিভিন্ন অংশের ১৯৬০ সালের মাসিক আয়ের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। আবশ্যকীয় নয় বিবেচনায় সকল শ্রেণীর বেতন/মজুরি তালিকা উদ্ধৃত করার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় ক্যাটাগরির আয় সোভিয়েট রুবোল হিসাবে নিম্নে উল্লেখ করা হল-

(১) বৈজ্ঞানিক-একাডেমিসিয়ান ৮,০০০ হতে ১৫,০০০;
(২) মন্ত্রী ৭,০০০---
(৩) অপেরা ষ্টার ৫,০০০- ২০,০০০;
(৪) অধ্যাপক ৬,০০০-১০,০০০;
(৫) প্লান্ট ম্যানেজার ৩,০০০-১০,০০০;
(৬) প্রকৌশলী ১,০০০-৩,০০০;
(৭) চিকিৎসক (প্রধান) ৯৫০-১,৮০০;
(৮) চিকিৎসক (স্টাপ) ৮৫০-১,৫০০;
(৯) শিক্ষক (হাইস্কুল) ৮৫০-১,৫০০;

(১০) শিক্ষক (প্রাইমারী) ৬০০-৯০০;
(১১) ট্যাকনিশিয়ান ৮০০-২,০০০;
(১২) শ্রমিক (দক্ষ) ১,০০০-২,৫০০;
(১৩) শ্রমিক (আদা দক্ষ) ৬০০-৯০০;
(১৪) শ্রমিক (অদক্ষ) ২৭০-৫০০।

১ নং হতে ৫নং পর্যন্ত সকলেই সরকারী গাড়ী-বাড়ির সুযোগ-সুবিধা পেত। সোভিয়েট পরিভ্রমণকারী নানান দেশের লেনিনবাদীদের লজ্জা না দিতে সোভিয়েতের শ্রমিকদের বাসস্থান বিষয়ে উল্লেখ না করাই শ্রেয়। ঐ গবেষণা নিবন্ধে বিভিন্ন বর্ষের যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে তাতে এটি প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ৫%-৮% জনের বেশী দক্ষ শ্রমিকের স্কেল পেত না। তদপুরি, ওরা যে, দক্ষতা-যোগ্যতার চেয়ে অধিকাংশই লেনিন-ষ্ট্যালিনের একান্ত অনুগত-বাধ্যগত তথা শ্রমিক অঞ্চলের গুন্ডা বা গুন্ডামিতে মহাওস্তাদ নয়, তাতো ঐ নিবন্ধে বর্ণিত হয়নি, তবে সহজেই অনুমানযোগ্য।

উপরোক্ত হিসাব হতে প্রমাণিত যে, নিউ ইয়র্কের নূন্যতম মজুরি কাঠামো ভুক্ত একজন শ্রমিক যখন দৈনিক ৪০.১২ মার্কিন ডলার আয় করতো তখন মস্কোর একজন অদক্ষ শ্রমিক মাসিক আয় করতো মাত্র -৬৭.৫০ মার্কিন ডলার। অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের মজুরি ৩.৬ গুণ বেশী ছিল সোভিয়েটে; আর যুক্তরাষ্ট্রে সেই হার ছিল- ২.২। লেনিনের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার মজুরি বৈষম্যের হার পুঁজিবাদী সর্দ্দার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী। যদিচ, শ্রমের বন্ধমুক্তিতে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের ব্যবস্থা-প্রথা বিলুপ্ত হলে "প্রতিটি ব্যক্তিই রূপান্তরিত হয় শ্রমজীবীতে এবং শ্রম আর নিছক একটি শ্রেণীর ধর্ম হয়ে থাকে না " লিখেছেন মার্কস , " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ"।

অথচ, লেনিন-ষ্ট্যালিন ও ক্রুচেভরা শ্রমকে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম বা ধর্ম হিসাবে লালন-পালন করেনি; উপরন্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে -অভিজাত ও অস্পৃশ্য -শূদ্র গোত্রের কড়াকড়ি বিধি-ব্যবস্থা করেই কেবলই পরজীবীদেরকে সামাজিক মর্যাদাবান-ক্ষমতাবান ও সমাজের প্রভু গণ্যে উল্লেখিত পরিমান বেতন ও সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের বিহীতাদি আন্তরকিভাবে সম্পাদন করেছিলেন। ১৯৬০ সালে ১,০০০ রুবোল পর্যন্ত আয়করমুক্ত করার পুর্ব পর্যন্ত গড়ে ৪০% আয়কর হিসাবে রাষ্ট্রিক খাজনা দিতে হত শ্রমিককেও। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির নামে সোভিয়েট ইউনিয়নে কি ভয়ানক ভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ-পীড়ন করা হত তা অনুমানের জন্য উক্তরূপ তথ্যই যথেষ্ট নয় ?

অত:পর, লেনিন-ক্রুচেভরা বা লেনিনবাদী মাওরা কমিউনিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী হলে তুলনামূলকভাবে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটি-রিপাবলিকান রাজনীতিকরা কেন লেনিন-মাওদের তুলনায় অন্তত শ্রমিকশ্রেণীকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার হারের অনুপাতে অধিকতর সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিষ্ট নয়? অথবা, মার্কিনী রাজনীতিকরা যদি পুঁজিবাদী হয় তবে, লেনিন-মাওরা কেন ততোধিক পুঁজিবাদী শোষক নয়?

"লেনিনবাদের ঐতিহাসিক উৎস" নিবন্ধে ষ্ট্যালিন লিখেছেন- রুশের সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা- ১ কোটি ২০ লাখ। উইকিপিডিয়ায় বর্ণিত আছে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অবসানের পরও রেড আর্মির মোট সদস্যের ৮৩% ছিল জার আমলের। রেড আর্মি পত্তনে ১৫ জানুয়ারী,১৯১৮ সালে ইস্যুকৃত ডিক্রির অনুচ্ছেদ-২, সেকসন ১ ও ২ দ্বারা লেনিন নিশ্চিত করেছেন যে, যারা রেড আর্মিতে ভর্ত্তি হবে তাদের পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করবে এবং পরিবারের অপরাপর সুযোগ-সুবিধা স্থানীয় সোভিয়েট বহন করবে; তদপুরি তাদেরকে অতিরিক্ত ৫০ রুবোল মাসিক বেতন দেওয়া হবে। এর থেকে লোভনীয় চাকুরী অন্তত গ্রামীণ কৃষি দাসত্ব বা শিল্পের মজুরি দাসত্বের তুলনায় অন্য কিছু হতে পারে না।

তাছাড়া- "পিতৃভুমির রক্ষক" হিসাবে জনসাধারণের উপর খবরদারী-নজরদারী ও মাতুব্বরী করার বিশাল ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসাবে নিজেও ছোট-খাট রাজা বনার সুযোগ। অতিরিক্ত আয়-উপার্জনসহ দাস-প্রভু সম্পর্কের অনুরূপ সুযোগ প্রদানের প্রলোভনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে লেনিনীয় খুনীবাহিনীর সদস্য হতে প্ররোচিত করা হয়েছে। অথচ, অর্থ-বিত্ত, ক্ষমতা বা যশ-কীর্তির বশে -মোহে নয় স্রেফ স্বাধীন মানুষের মুক্তজীবনের বোধে -প্যারী কমিউনার বা প্যারী সমর্থক মানুষ প্যারী কমিউনের জন্য অকাতরে জীবন দিয়েছে। এ বিষয়ে " ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" পুস্তকে মার্কস লিখেছেন- "প্যারিসের জনগণ উৎসাহভরে কমিউনের জন্য এত যে বিরাট সংখ্যায় প্রাণ দিল ইতিহাসের জানা কোন সংগ্রামে যার তুলনা নাই--।" এবং তিনি আরো লিখলেন- "প্যারিসের নারীরা সানন্দে মৃত্যুবরণ করল ব্যারিকেডে ও বধ্যভুমিতে।" আর সম্রাট জার ও কেরনস্কি আমলের প্রায় সকল সদস্যকে রেড আর্মিতে অন্তর্ভুক্ত করলেও ২৫ হাজার নারী সদস্য বিশিষ্ট সেনা ইউনিটটি বিলুপ্ত করেছিলেন লেনিন সাহেব। কারণ-ঐ ইউনিট নাকি ছিল কেরনস্কিপন্থী। তবে, বহু বছর পর সোভিয়েট সেনাবাহিনীতে আবার নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

রেড আর্মির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং লেনিনবাদী- Erich Wollenberg , ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত তাঁর " দি রেড আর্মি" পুস্তকে লিখেছেন- বলশেভিক পার্টি 'বিপ্লবপূর্বকালে' বিশেষ কোন আলাদা মিলিটারী ক্যাডার গড়ে তোলেনি, বরং জারের সেনাবাহিনীর মধ্যে বলশেভিকরা নিজেদের "বে-আইনী সামরিক সংগঠন" গড়ে তুলেছিল।

অত:পর, জারের সেনাবাহিনীই কার্যত নাম বদল করে লেনিনের রেড আর্মি হয়েছে। এরিখ তাঁর বইতে ১৯২৪ সালের বেতন কাঠামো হিসাবে মাসিক ভিত্তিতে রুবোলের অংকে যা বিবৃত করেছেন:-

ক্রোপস কমান্ডার-১৫০, ডিভিশন কমান্ডার-১০০, এবং কোম্পানী কমান্ডর-৪৩ রোবল। সাধারণ সৈনিকের বেতন যেমন উল্লেখিত নাই, তেমন মোট বেতনের অংকও বর্ণিত নাই। অত:পর, ষ্ট্যালিনের দেয় তথ্য মতো ১কোটি ২০ লাখ সেনাসদস্যের বেতন-ভাতা ইত্যাদি খাতের মোট ব্যয় আমরা কেবল অনুমান করতে পরি। তবে পার্টি মেম্বরদের

সর্বোচ্চ বেতন মাসিক ১৭৫ রুবোল ছিল বলে এরিখ তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য, লেনিনদের রাশিয়ার মোট জনসংখ্যা যদি ১৪-১৫ কোটি মেনে নেওয়া হয় তবে সেনাসদস্যের হারাহারিটা সহজেই অনুমিত হয়। ইত:পুর্বে বক্ষমান নিবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মোট সেনা সংখ্যা উল্লেখিত আছে যা সোভিয়েটের তুলনায় লজ্জাজনকভাবে কম । তবে, লেনিনের প্যাট্রিয়োটিক সোশ্যালিষ্ট রেড আর্মির বেতন কাঠামো কি কোন অংশেই যুক্তরাষ্ট্রের বেতন কাঠামোর সহিত অসামঞ্জস্যপুর্ণ ?

এরিখও লিখেছেন অপরাপর 'সাম্রাজ্যবাদী মিলিটারী সংগঠনের' মতোই রেড আর্মির কাঠামো এমনকি পুরনো র‍্যাংক ইত্যাদি পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জনাব ষ্ট্যালিন ১৯৩৬ সালে। রাষ্ট্রীয় মনোপলি তথা সেনা-পুলিশ ও রাজনৈতিক গুন্ডাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বে কৃষি ও শিল্প শ্রমিকের শ্রমশক্তি শোষণের নাম যদি শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র হয় তবে মজুরি বার্গেইন করতে অক্ষম-অযোগ্য এবং রাষ্ট্রই প্রধান ক্রেতা হওয়ায় এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানার হেতুবাদে ব্যক্তিখাতের ক্রেতারাও রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত দামের অতিরিক্ত দামে শ্রমশক্তি ক্রয় না করার কারণে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় বা প্রথাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্র এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য অপেক্ষ বহু কম দামে শ্রমশক্তি বিক্রিতে বাধ্য হয় শ্রমিক, লেনিনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বার্গেইনে অযোগ্য শ্রমিকশ্রেণী ।

তদপুরি, পেশা বা চাকুরী বদলের প্রায় সুযোগহীনতায় সারা জীবন একই শিল্পে-একই স্থানে শ্রমশক্তি বিক্রি করা ছাড়া গত্যান্তর না থাকায় মার্কস বর্ণিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার "মজুরি দাস" নয় ,বরং রাশিয়ার শ্রমিকরা স্থানিকতার দাসও গণ্যে সমগ্রজীবন অতিবাহিত করতে লেনিনের রাষ্ট্র বাধ্য করে এবং অনুরূপ অবস্থা যে, যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় তুলনাহীনভাবে খারাপ-জঘন্য ও বর্বর সে বিষয়ে যাদের সন্দেহ থাকে তাঁরা মানসিক প্রতিবন্ধি বটে। ঐতিহাসিক ভূমিকা সত্ত্বেও ভারতে রায়তোয়ারী ভূমি ব্যবস্থা যেমন ছিল এক প্রহসন তেমন লেনিনের ভূমি ডিক্রিও এক মহা ধাপ্পা এবং বর্ণিতরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্যারী কমিউনের সহিত কেবল প্রহসনই নয়, উপরন্ত প্রতারণাতো বটেই সর্বপুরি, বিশ্বশ্রমিকশ্রেণীর অতুলনীয়-অনিরূপিত এবং নির্ণয় অযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতির দায়ে যেমন ক্ষমার অযোগ্য দুস্কর্ম তেমন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

কমিটি ফর ষ্টেট সিক্যুরিটি অর্থাৎ কে.জি.বি- রাষ্ট্র রক্ষক হতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের মালিক হয়েছিল বলেই কে.জি.বি প্রধানের ইচ্ছা অনুযায়ী গর্বাচেভ সোভিয়েতের প্রধান হয়েছিলেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেংগে যাওয়ার পর রাশিয়ার দুইবাবের প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পুটিনও ছিলেন কে.জি.বি কর্তা। সি.আই.এ. ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক, জুলাই-২০০৯ সালে আপডেটেডের তথ্য মতো ২০০৮ সালে রাশিয়ায় লেবর ফোর্স-৭৫.৭ মিলিয়ন, মাথাপ্রতি গড় আয়-১৫,৮০০ মার্কিন ডলার, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা-১৫.৮%, আয়ের হিস্যা-সর্বোচ্চ ১০%:৩০.৪% এবং সর্বনিম্ন - ১০%:১.৯%। কিন্তু , পুটিন নাকি ইউরোপের অন্যতম ধনীব্যক্তি। কে.জি.বি'র পুর্বসূরী সংগঠন ছিল " চেকা" গঠিত হয় লেনিনের ইস্যুকৃত ২০ডিসেম্বর-১৯১৭ সালের ডিক্রি

মতো। কিন্তু, রাশিয়ার ডিক্রি সমুহের তালিকা সহ এতদ্বিষয়ক অসংখ্য সোর্স অনুসন্ধান করেও ডিক্রিটির বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে-উইকিপিডিয়া সহ বিভিন্ন গবেষণা নিবন্ধ ইত্যাদি হতে জানা যায়- চেকা কোন প্রকার আইনী কর্তৃত্ব বা নির্দেশনা ছাড়াই কেবলই বিপ্লবী বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়ে লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের শত্রুকে দমন-পীড়নে জাজ,জুরি ও এক্সিকিউশনার হিসাবে কাজ করতো।

লেনিনের ক্ষমতা দখলের পূর্বেকার পার্টির অন্যতম নেতা শ্লিয়ানিকভকে ১৯২১ সালে বন্দী দশায় হত্যা করা সহ লেনিন-ষ্ট্যালিনের নির্দেশে বিনা বিচারে অসংখ্য লোককে হত্যা, শ্রম ও বন্দি শিবিরে আটক রাখা সহ হেন কোন দুস্কর্ম নাই যা চেকা করেনি। ১৯১৮,১৯২১, ১৯৩৪ ও ১৯৬১ সালে পেট্রোগ্রার্ড সহ বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনকে মেশিনগান-ট্যাংক দিয়ে দমন করতেও পিছপা হয়নি চেকা বা কে.জি.বি। কৃষক বিদ্রোহ, সেনা বিদ্রোহ বা দলীয় বিদ্রোহ বা ভিন্ন মত দমনে মহাওস্তাদ ছিল চেকা-কি.জি.বি। শুধুমাত্র ১৯১৯-২০ সালে রেড আর্মি হতে পালিয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ সদস্যের মধ্য হতে ৮ লাখকে আটক ও ৫ লাখ সদস্যকে বন্দী করেছিল চেকা। লেনিন বা ষ্ট্যালিনের হুকুম-নির্দেশই ছিল চেকার মহা নির্দেশিকা।

অথচ, ৩ এপ্রিল, ১৯২২ সালে পার্টি সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার পর হতে ৬ মে, ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্বে ছিলেন না ষ্ট্যালিন। চেকার সদস্য সংখ্যা ২ হতে আড়াই লাখ বর্ণিত আছে বিভিন্ন পুস্তকে। অথচ, জারের আমলে অনুরূপ নিরাপত্তা বাহিনী বা গোপন পুলিশ তথা-“ ওকরানা”র সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ হাজার। চেকা বা কি.জি.বি’র বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কোন সরকারী তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তবে একটি মাত্র সুত্রে জানা গেছে- চেকার সাধারণ মানের কর্তা বিশেষের মাসিক বেতন ছিল ৯০০ রোবল যা, একজন চিকিৎসকের বেতনের তিনগুণ।তদমর্মে সাল বা তারিখ উল্লেখিত নয়। অত:পর, চামড়ার জ্যাকেট পরিহিত, “তলোয়ার-ঢাল” প্রতীক সম্বলিত চেকা সদস্যদের অসীম ক্ষমতা ও বিলাসী জীবন যাপনের দায়-ব্যয় বহন করতে হয়েছে সোভিয়েটের কৃষি ও শিল্প মজুর নামীয় সর্বকালের সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত দাসকুলকেই।

ঘুষ-সেলামি বা কমিশন দেওয়া-নেওয়া পরজীবীতার অন্যতম অংগ। বুর্জোয়া জামানায় এটি ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। কিন্তু, শ্রমিকশ্রেণী পরজীবী নয় বলেই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে অন্তত প্যারী কমিউনে ঘুষ-দুর্নীতিতো নয়ই এমনকি, চুরি-চামারি-ডাকাতি ছিল না বলেই মার্কস তাঁর “ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ” পুস্তকে বিশদভাবে তেমনরূপ বিবরণ দিয়েছেন। অথচ, লেনিন “ সোভিয়েট রাজের কর্তব্য” নিবন্ধে লিখেছেন- “দাঁওবাজ এবং চোরাবাজারীরা ব্যবসার জন্য ঘাঁটি জয় করেছে।” আফসোসের বিষয় বটে যে বেচারা লেনিন নিজেই স্বীকার করছেন যে, তাঁর সমাজতন্ত্রের রাজে অনিয়ম, চোরাকারবারী প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং দাঁওবাজদের নিকট সৎ ও মহৎলোক লেনিন পরাজিত হয়েছেন ও অতীব ভালো মানুষের মতো তিনি নিজের পরাজয় কবুল করছেন । কাজেই পরাজিত লেনিন ঐ নিবন্ধেই লিখেছেন- “ আমাদের এখন সাবেকী

বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে, বড়ো দরের বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের ' কাজের জন্য' মোটা মাইনে দিতে রাজী হতে হয়েছে।" অর্থাৎ দাঁওবাজদের দলভুক্ত হয়ে 'কমিউনিষ্ট'লেনিন বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের ঘুষ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর " সোভিয়েত রাজ" কায়েম করছেন !

তবে, বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে 'বিশ্ববিজয়ী' লেনিন নিজে কারো নিকট হতে ঘুষ বা কমিশন গ্রহণ করেছেন কিনা বা ১ম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিজয় লাভে সহযোগিতার ঈনাম স্বরূপ সম্রাট জারের খন্ডিত সাম্রাজের অধিপতিত্ব হাসিল করেছিলেন কি না সেই বিষয়ে কিছু না বললেও একই নিবন্ধেই তিনি জানিয়েছেন যে, " বিদেশী পুঁজিকে " তিনি "সেলামি" দিয়েছেন। অত:পর, বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ ও বিদেশী পুঁজির জন্য প্রভু লেনিনের ব্যয়িত অর্থের যোগানও দিয়েছে সোভিয়েতের হতভাগ্য দাসকুলই। সেনা,পুলিশ ও আমলাতন্ত্র দিয়ে বা বিদেশী পুঁজিকে ঘুষ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব একনায়কত্ব চালু তথা মুক্তি অর্জন করা যায় এমনটা গাধা বা খচ্চরও কি বিশ্বাস করতে পারে ? যদি তাই হয় তবে শ্রমিকশ্রেণীর শোষক-পীড়ক ও শত্রু কে ?

কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ বিভিন্ন পুস্তকে মার্কস-এ্যাংগেলস বহু বার উল্লেখ করেছেন- "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীরই নিজস্ব কাজ।" তাছাড়া- প্যারী কমিউন প্রমাণ করেছিল- স্থায়ী সেনা-পুলিশ ও আমলাতন্ত্র নয় কেবলমাত্র জনগণ এবং জনগণই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমুলক সমাজ পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ে সক্ষম এবং সেই জন্যইতো মার্কসরা প্যারী কমিউনের অনুরুপ রাজনৈতিক আবিস্কারকে সানন্দে কবুল করে তৎপরবর্তীতে সমাজতন্ত্রকে কেবল " সমাজ" হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন । কিন্তু, 'মার্কসবাদী' লেনিন বর্বর জারের বর্বর সেনা-পুলিশ ও বজ্জাত আমলাতন্ত্র দিয়ে তাঁর রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার দু:স্বপ্ন পুরণে বর্ণিত পরজীবী তথা হিংস্র জন্তুদের রক্তপিপাসা পুরণে ও রক্তের হোলি খেলার অসহায় প্রাণীতে পরিণত করেছিলেন সোভিয়েতের শ্রমজীবী মানুষকে ।

উপরোক্ত বিবরণীতে প্রমাণিত, পরজীবীগোষ্ঠীর পরজীবীতার মাধ্যমে অর্জিত পুঁজি, সঞ্চিত হয়েছিল বলেই পুঁজির স্বাভাবিক চরিত্রমতো সঞ্চালনের সুযোগ তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য হাসিলে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে নিতে- অতীতে যেমন রাজা-বাদশাদের পরাজিত করে নিজের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল পুঁজি, তেমন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে ডিক্টেটর ষ্ট্যালিন সাহেবকে পরাজিত করতে তৎপর হওয়া দলীয় নেতা-কর্মীরা বিশেষত ক্ষমতাবান ও সম্পত্তিবানরা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েমে সচেষ্ট হয়েছিল বলেই তাদেরকে শত্রুগণ্যে দমনে- ১৯৩৪ সালে সংশোধিত পেনাল কোডের ৫৮(১৬) ধারায় বিদ্রোহী সেনা সদস্যকে মৃত্যুদন্ড প্রদানসহ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের বিধান জারী করে কার্যত সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাকে অসাংবিধানিকভাবে স্বীকার ও গ্রাহ্যতা প্রদান করেছিলেন লেনিনবাদী- "সমাজতন্ত্রী" ষ্ট্যালিন।

অত:পর, ১৯২৪ সালের সংবিধান বাতিল না করেই পুঁজির প্রয়োজন মতো একটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে ১৯৩৬ সালে একটি সংবিধান জারী করে ষ্ট্যালিন। যদিচ, লেনিন-ষ্ট্যালিনরা সংবিধানের ধার ধারতেন না । তবু , সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রবর্তন ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু করলেও সংসদীয় পদ্ধতির বিধান ও দাবীমতো নিজের স্বৈরতান্ত্রিক পার্টি ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকার না করলেও পরজীবীদের সম্পত্তির আইনানুগ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য উল্লেখিত সংবিধানে সংযোজিত অনুচ্ছেদ-৯ ও ১০ দ্বারা ব্যক্তিমালিকানার অধিকার এবং তা উত্তরাধিকার সুত্রে ভোগ-ব্যবহারের বিহীতাদি সম্পাদন করেছিলেন ষ্ট্যালিন।

ইত:মধ্যে সঞ্চিত পুঁজির সঞ্চালন নিশ্চিতকরণে পুঁজিবাদী বৈশ্বিক সংগঠন লীগ অব নেশন্সে যোগদান করে হিটলারের চমৎকারিত্বে বিমোহিত হয়ে ষ্ট্যালিন ১৯৩৯ সালে হিটলারের সাথে জোট বাঁধলেও " পুরোনো সাম্রাজ্যবাদের" জয়-জয়কার অবস্থা অনুধাবন করে আবারো মিত্রশক্তির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বৈশ্বিক পুঁজির অবাধ শোষণ নিশ্চিতকরণে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বাধিক ক্ষমতাধর ফিনান্স সিন্ডিকেট গড়ে তুলতে হিস্যামতো পুঁজি বিনিয়োগ ও তদমর্মে সামগ্রীক সহযোগীতা এবং উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিল ষ্ট্যালিনই। বিনিয়োজিত পুঁজির হিস্যায় সোভিয়েত ছিল ৩য় লারজেষ্ট সদস্য। কিন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরজীবী গোষ্ঠীর হাতে যে, বিপুল পরিমান পুঁজি সঞ্চিত হয়েছে তা সঞ্চালন তথা বিনিয়োগে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা আবশ্যক বিধায় এবং তাঁদের ধন-সম্পদের অবস্থা-ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েতের শ্রমিকশ্রেণীকে ফাঁকি দেওয়া ও তাদের সাথে প্রতরাণা করার জন্য ক্রুচেভরা ১৯৭৭ সালে আবার জারী করলো নতুন সংবিধান।

উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ বর্ণিত হলো- " The personal property of citizens and the right to inherit it are protected by the state." অর্থাৎ উত্তরাধিকার সহ সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার রাষ্ট্র সুরক্ষা করবে। সম্পত্তিবানরা যাতে - নিজ নিজ সম্পত্তির সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে ও রাষ্ট্রকে সেভাবে ব্যবহার করতে পারে তজ্জন্য অনুচ্ছেদ-১০০ (২) দ্বারা সোভিয়েটের প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। এমনকি, প্রেস,রেডিও-টিভি ও সভা-সমাবেশে প্রার্থীগণের প্রচার-প্রপাগান্ডার সুযোগ সহ তদমর্মে খরচাদিও রাষ্ট্রীকভাবে বহনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে অনুচ্ছেদ-১০০(২) ও (৩) দ্বারা। অর্থাৎ সম্পত্তিবানরা নিজেদের অর্থ ব্যয়ে নয়, বরং শ্রমজীবীদের অর্থেই নির্বাচন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বা অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করবে। যদিচ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীরাই কিন্তু নির্বাচনী ব্যয় বহন করতে হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৯৩৬ সালের সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি প্রদান করা হলেও তা সুরক্ষায় সম্পত্তিবানদেরকে যথাযথ অধিকার দেওয়া হয়নি বলে তদমর্মে সাংবিধানিক অপূর্ণতা-সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ১৯৭৭ সালের সংবিধান জারী করা হয়েছে। উল্লেখ্য- হালের সিভিল সোসাইটির স্বনামধন্য চিন্তাবিদরা যেমন

বলে থাকেন অতিতে খুন-খারাবি বা লুন্ঠন-দুর্নীতি ইত্যকার যা কিছুর মাধ্যমেই সম্পত্তি অর্জন করা হোক না কেন , লুন্ঠনকারীদের উত্তরাধিকারদের অন্তত এখন " সিভিল" বা ভদ্র তথা সম্পত্তির বিদ্যমান কাঠামো অটুট-অক্ষুন্নকরণে রাষ্ট্রীয় সুনীতি চর্চা করা অর্থাৎ যথারীতি কর প্রদান সহ আইনমান্যকারী ব্যক্তি হিসাবে নিজের ও সমাজের শান্তি নিশ্চিত করা আবশ্যক । অর্থাৎ সম্পত্তিবান পরজীবীদের শান্তি বজায় রাখতে নিজেরা সরাসরি নয়, রাষ্ট্রকে দিয়ে বা রাষ্ট্রীয় গুন্ডাবাহিনী দিয়ে শোষিত-ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ শ্রমিকশ্রেণীকে দমন-পীড়ন করতে হবে। যাতে-পুঁজিপতিশ্রেণীতো বটেই এমনকি ব্যক্তি পুঁজিপতির বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ-বিদ্রোহ করতে না পারে শ্রমিকশ্রেণী।

উল্লেখ্য- রক্তচোষা মশা বা জোঁক তাড়াতে অক্ষম প্রাণীর দেহ হতে শান্তিপুর্ণভাবে রক্তশোষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় কেবলমাত্র কেউ যদি তাড়াতে চায় মশা বা চুন দেয় জোঁকের মুখে, তবেই শান্তি ভংগ হয় মশা বা জোঁকের বলেই বুর্জোয়া শোষণ বা পরজীবীতার বিরোধী ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্তদেরকে বহিরাগত ইত্যকার নানান অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদেরকে রাষ্ট্রিকভাবে দমন-পীড়ন করার জন্য এমনকি আই.এল.ও. কনভেশন - ৮৭ ও ৯৩ বা সংশ্লিষ্ট কনভেনশনের অনুস্বাক্ষরকারী হয়েও বহু দেশ-রাষ্ট্র, অশ্রমিককে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অযোগ্য ও অনুপযুক্ত করে তদমর্মে দমনমূলক দন্ডবিধিও চালু করেছে।

অত:পর, শ্রমজীবী মানুষের রক্তশোষক পরজীবী গোষ্ঠী যাতে বিনা বাঁধায় বেজায় খোস মেজাজে শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে শান্তি পায় বা শান্তিপুর্ণভাবে দিনাতিপাত করতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থারই নাম- সিভিল সোসাইটির সামাজিক শান্তি । অনুরূপ শান্তি বজায় রাখার জন্যই 'সিভিল সোসাইটি ভুক্ত' সিভিল সমাজকে আইন মান্যে প্রায়ই নছিহৎ করে থাকেন সিভিল সোসাইটির 'সফেদ' বুদ্ধিবিক্রেতাগণ। তবে- তাঁদের গুরুরা অর্থাৎ রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিনরা অনুরূপ বৈশ্বিক শান্তি নিশ্চিতকরণে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বের শান্তির ভান্ডার- "জাতিসংঘ"। অতপর, নজিরবিহীন হত্যা-খুন, লুন্ঠন, শোষণ, পীড়ন, অনাচার ,অত্যাচার ইত্যকার যাবতীয় রাষ্ট্রিক দুস্কর্মের মাধ্যমে অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পদ সুরক্ষায় ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পত্তিবানদের শান্তি রক্ষায় পররাষ্ট নীতি হিসাবে " লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক" নয় এমন রাষ্ট্রের সাথেও শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের নীতি ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করা প্রসংগে ১৯৭৭ সালের সংবিধানে অনুচ্ছেদ-২৮ (৩) এ বর্ণিত এই:" In the USSR war propaganda is banned."

সাব্বাস । এমন ঘটনা সোভিয়েটে ঘটবে সম্ভবত এটা অনুমান করে অথবা শান্তি নিয়ে ভারতেও এমন ভন্ডামি বিরাজিত ছিল বলেই বাংলা প্রবাদে সৃষ্টি হয়েছে- " ব্যাটা বজ্জাত, সারা জীবন পরের পাছায় বাঁশ দিয়ে এখন শেষ বয়সে 'মোহন্ত' সেজেছে।"

অথচ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৭ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বর্ণিত হলো- "Social ownership of the means of production and genuine

democracy for the working masses were establishd. For the first time in the history of mankind a socialist society was created." and in same preamble is mention that- " Socio-political and ideological unity of Soviet society, in which the working class is the leading force, has been achieved. The aims of the dictatoship of the proletariat having been fulfilled, the Soviet state has become a state of the whole peoples. The leading role of the communist Party, the vanguard of all the people, has grown."

অর্থাৎ সোভিয়েত রাষ্ট্রে উৎপাদন উপকরণের মালিক জনগণ বলে জনগণের মধ্যে আর কোন প্রকার বৈরীতা নাই। কাজেই, কমিউনিষ্ট পার্টির শ্রেণী স্বার্থ দেখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে কেবলমাত্র জনগণের সার্বিক উন্নতি বিধানে জনগণের পার্টি হিসাবে নতুন দায়িত্ব লাভ করেছে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রটিও সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র। অত:পর, মানবজাতির স্বপ্ন পূর্ণ হলো, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো "সমাজতান্ত্রিক সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হল। মারহাবা-মাশাল্লাহ ।

তবে, সম্পত্তিবানের সহিত সম্পত্তিহীন শ্রেণীর সম্পর্ক, সামাজিক মালিকানা ও ব্যক্তিমালিকানা, পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর সম্পর্ক , জনতা ও শ্রমিক বা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক, শ্রেণী ও শ্রেণী স্বার্থ এবং সর্বপুরি, রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিকাশ - বিনাশ ও রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র বিষয়ে এমন ডাহা মিথ্যা কথা বলা কেবলমাত্র বিশ্বের নাম্বার ওয়ান মিথ্যাবাদী ষ্ট্যালিন ও বিশ্বের নাম্বার ওয়ান প্রতারক-জালিয়াত লেনিনের যোগ্য-উপযুক্ত শিষ্যদের পক্ষেই সম্ভব।

উত্তরাধিকার ও ব্যক্তি মালিকানার অধিকার সংরক্ষণ করা সমেত প্রজাতান্ত্রিক জনগণের সমন আধিকার বা জনগণের সমানা অধিকার বা আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান বা আইন-আদালতের নিকট প্রত্যেকেই সমান মর্যাদার অধিকারী রূপ মনোলোভা বা গালভরা কাল্পনিক বক্তব্য-বিবৃতি সমেত দুনিয়ার বহু বুর্জোয়া রাষ্ট্রে অনুরূপ বিষয়াদি পূর্বাপর লিখিত থাকা সত্ত্বেও তা নজরে না নেওয়ার কারণও লেনিনবাদীদের মিথ্যাচার-ভন্ডামি এবং প্রতারণা-জালিয়াতিপূর্ণ স্বভাব-চরিত্রজাত বৈশিষ্ট্য। রাষ্ট্রজীবী, রাজনীতিজীবী বা তাবৎ পরজীবী বজ্জাতরা অক্ষর দিয়ে এমন বজ্জাতি-জালিয়াতি, জুচ্চোরী-প্রতারণা করবে এমনটা ঘুণাক্ষরেও অুনমান করতে পারলে খ্রীষ্টপুর্ব ২৭০০ সালে মাত্র ৯ বছরের ছোট্র মেয়ে ট্যাফিন যে, প্রথম " অক্ষর" বানিয়ে লিখার ইতিহাসের প্রারম্ভিক সুত্রপাত করেছিল সেই সহজ-সরল মেয়েটি নিশ্চিয়ই অক্ষর বানাতো না।

পুঁজির আদি-অকৃত্রিম নিয়মেই পুঁজি সঞ্চালিত হতে না পরলে কানাকড়িও যুক্ত হয় না। সেই জন্যইতো বিগত শতকের ৭০ এর দশকে ফিনান্স পুঁজি বিনিয়োগ সংকটে নিপতিত হওয়ায় ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব সিন্ডিকেট মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করে পুঁজি-পণ্যের বাজার হতে রাষ্ট্রকে দুরে থেকে কেবলই পুলিশী ভূমিকা পালনে ফতোয়া দিয়ে সারা দুনিয়ায়

পুঁজি-পণ্যের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিতকরণে ট্যাক্স-ট্যারিফ ইত্যকার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বিনাশ ও রাষ্ট্রায়ত্তখাতের ধ্বংস ও রূপান্তর সাধন করে প্রাইভেট পুঁজির একক ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অপতৎপরতা চালিয়েছে। আবার, পুঁজির সঞ্চয়ন ও সঞ্চালন এবং কেন্দ্রীভবনের হেতুবাদে স্পেন সম্রাটের সাম্রাজ্য ভেংগে নেদারল্যান্ড বা বেলজিয়াম ইত্যকার রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে।

অত:পর, সোভিয়েট রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু সহ সোভিয়েটের প্রতিটি ষ্টেটের নিয়ন্ত্রক-পরিচালক সহ রাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত সকল পরজীবী গোষ্ঠীর নিকট সঞ্চিত পুঁজি সঞ্চালিত হতে চাইবে না তাতো হতে পারে না। উপর্যপুরি, সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগ করা না গেলে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই সোভিয়েটের সকল পরজীবী-পুঁজিপতি বা সম্পত্তিবান ব্যক্তির সম্পত্তি সুরক্ষায় ইত:পূর্বেকার " জনগণের রাষ্ট্র" উপযুক্ত ও কার্যকর নয় হেতু সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত-বিলীন করা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না সোভিয়েতের সভ্য-ভদ্র ও শান্তিবাদী পরজীবীগোষ্ঠীর। এবং সোভিয়েতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পুঁজিপতিগণের পক্ষে কেবলমাত্র মস্কোর কর্তৃত্ব মান্যে পুঁজির অনুকূল সুযোগ নিশ্চিত করাও সম্ভব ছিল না বলেই কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তিই নয় বরং ইউনিয়নের বহুধা ভাগ-বিভক্তিও ছিল আবশ্যকীয় ও অনিবার্য।

সোভিয়েত মডেলের অপরাপর রাষ্ট্র সমুহের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। অত:পর, ইতিহাসের অমোঘ রায়ে পুঁজির সঞ্চালন ও ঘনীভবনের অপরিহার্যতায় সোভিয়েট ইউনিয়ন যেমন বিলুপ্ত ও বিভক্ত হলো, তেমন যুগোশ্লাভিয়াও রেহাই পেলনা বিভক্তির হাত হতে এবং পোলান্ড, রুমানিয়া ইত্যকার সব'কটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী বর্বর রাষ্ট্র ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিপতিত হল। মজার বিষয় হচ্ছে- পুঁজিপতিরা সকলেই লেনিনের " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" প্রয়োগ করেছিল খুবই সফলভাবে এবং জনগণের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার যে, কেবলই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান তাওতো নিশ্চিতকারী রুশ ফেডারেশনের ১৯৯৩ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় " জনগণের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" সুনিশ্চিতির অংগীকার সহ রুশ ফেডারেশনের ১৯৯৩ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৫ এ বর্ণিত হলো-

" (1) The right of private property shall be protected by law;

(2) Every one shall have the right to have property, posses, use and dispose of it both personally and jointly with other people;

(4) The right of inheritance shall be guaranteed."

উল্লেখ্য, শ্রমিকশ্রেণী বা জনগণের গণ আন্দোলন বা গণসম্পৃক্ততা ছাড়াই পুর্ব পরিকল্পনা মতো চক্রান্ত মুলে কেবলমাত্র কতিপয় সেনা কর্তার সহযোগিতায় রাতের আঁধারে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল করেও বলশেভিকরা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েও জোর করে ক্ষমতা আঁকড়ে থেকে ও অনুরুপ অবৈধ ক্ষমতা জায়েজীকরণে এবং কেবলই অবৈধ ক্ষমতার

বলেই অবৈধ ক্ষমতাধর লেনিন কর্তৃক প্রণীত ১৯১৮ সালের সংবিধান জারী করা হয় । সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহিত অথচ ভুয়া সমাজতান্ত্রিক সংবিধানমুলে সোশ্যালিষ্ট রাশিয়া নামীয় রাষ্ট্র গঠন করার দাবী করা হলেও রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংগ বিচার বিভাগহীন উল্লেখিত অকেজো-ভুয়া সংবিধানকেও কেবলই একটি ভুয়া কাগজে পরিণত করে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানা ও মুনাফাকে দন্ডনীয় গণ্যে প্রণীত সাংবিধানের অনুচ্ছেদ- ৩ কে অসাংবিধানিকভাবে অকার্যকর করে কেবলই রাষ্ট্রিক ক্ষমতায় বহাল থাকতে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীকে ব্যাপকহারে ঘুষ প্রদানের জন্য -১৯২১ সালে জারীকৃত লেনিনের "নিউ ইকোনোমিক পলিসি" দ্বারা কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যকার ক্ষেত্রে অসাংবিধানিক ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি ও মুনাফাসহ উদ্বৃত্ত- মুল্য আত্মসাতের সুযোগ দান এবং পুর্বাপর সেলামি বা ঘুষ-ঘাষ দিয়ে, বুর্জোয়া পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে, বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ নিশ্চিত করে পুঁজির শোষণ নিশ্চিতকল্পে পৃথীবীর জঘন্য-বর্বর সেনাবাহিনী এবং ভয়কংর হিংস্র-নিষ্ঠুর প্রকৃতির পুলিশবাহিনী ও অনুগত রাজনৈতিক মাস্তানসহ জারের পুরোনো আমলাতন্ত্র দিয়ে সমাজতন্ত্রের নামে লেনিনীয় রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা বলে বলীয়ান ব্যক্তিরা পৃথিবীর দাসত্বের ইতিহাসে নজির হীন তবে সকল প্রকার দাসত্বের চেয়ে চরমতম-নিকৃষ্টতম দাসত্বের বিহীতাদি দ্বারা সকল কালের সকল প্রকার শোষণ প্রক্রিয়াকে লজ্জা দিয়ে সর্বাধিক মাত্রায় শ্রমশক্তি শোষণ করার মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে রাষ্ট্রীক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত-অংশীদার ছোট-বড় প্রভুরা বিপুল পরিমান পুঁজি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়।

রাষ্টজীবী সকল পরজীবীদের সঞ্চিত সম্পদ ১৯৩৬ সালে তথাকথিত সংবিধান দ্বারা বৈধ করেছিল ষ্ট্যালিন। তারই ধারাবাহিকতায় পার্সোনাল প্রপার্টি রক্ষায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন ও অংশীদার হতে ক্রুচেভরা ১৯৭৭ সালে জারী করেছিল তদানরূপ ও তদানুকূল সংবিধান । অত:পর, ১৯৭৭ সালের সংবিধানের পরিণতি ও ফলশ্রুতিতে প্রণীত হয়েছে রুশ ফেডারেশনের ১৯৯৩ সালের সংবিধান। অর্থাৎ সকল রাখ-ডাক, ভান-ভনিতা বা মুখোশ পরিহার করে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে পুঁজিবাদ। সুতরাং, এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও নিশ্চিত হয়েছে যে, লেনিনবাদের অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে বর্তমান রাশিয়াসহ পুর্ব ইউরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুচ্ছ। তবে, পুঁজির স্বভাবদোষে একদা সোভিয়েটের সমাজতন্ত্রী কেউ কেউ বিনিয়োগ সুবিধা নিশ্চিত করতে অনুকূল সুবিধায় ধর্মের জিগিরও তুলছে। সংগতকারণেই বিভক্ত জার্মানী একীভূত হয়েছে। সুতরাং- দি ফান্ড প্রতিষ্ঠাকালে সোভিয়েত রাষ্ট্রিক সিন্ডিকেট ৩য় সদস্য হিসাবে অর্থাৎ সোভিয়েতের প্রভাব বলয়ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো সহ পুর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদীরা দি ফান্ডের ক্ষমতা কাঠামোতে যে রিজার্ভ স্থান লাভ করেছিল তা নাই বলে প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র একাই এখন ফিনান্স পুঁজির বিশ্ব মোড়ল। কিন্তু, প্রতিপক্ষ জার্মানীকে তাবে রাখতে কার্যকর সহযোগী ও বিশ্বস্ত মিত্র সোভিয়েট বলয় বিলুপ্ত হওয়ায় ক্ষতিও কম হয়নি খোদ যুক্তরাষ্ট্রের। তদপুরি, জার্মানী স্থান করে নিয়েছে দি ফান্ডের ৩য় ক্ষমতাধর শক্তির। অত:পর, দুনিয়াময় কেন্দ্রীভুত পুঁজির অবস্থান-অবস্থা গিয়েছে পাল্টে অর্থাৎ দি ফান্ডের ক্ষমতার ভারসাম্য বিনিষ্ট হয়েছে হেতু কেবলমাত্র পুর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র ভাগ-

বিভাগে যুক্তরাষ্ট্র কিঞ্চিত উপকৃত হলেও বৈশ্বিক কেন্দ্রীভূত পুঁজির সংকট ঘনীভূত হয়েছে হেতু দি ফান্ডও সংকটাপন্ন ও বিপন্ন তথা লিক্যুইডেট হতে পারে; এবং

ঙ)বুর্জোয়া অর্থনীতির জন্মদোষে বুর্জোয়া দর্শন যেমন ভুয়া তেমন যথার্থ ও সঠিক নয় বুর্জোয়া হিসাবপত্র। অত:পর, সি.আই.এ-য়ের ফ্যাক্টবুকের হিসাবপত্রও বহুবিধ কারণে বহুবিদ ক্ষেত্রে সঠিক নয় । তবু, বিশ্ব পরিস্থিতির একটা মোটামোটি হিসাব পাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ ও সি.আই.এর উপরই নির্ভর করা ছাড়া আপাত:ত বিকল্প নাই। ৭ জুলাই, ২০০৯ সালে আপডেটেড - সি.আই.এ. ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক, অনুযায়ী- ২০০৮ সালে বিশ্বের মোট রপ্তানী বাণিজ্য-১৬.২৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে- যুক্তরাষ্ট্র -১৩.৭%, জার্মানী-৭.৩%, চীন-৬.২%, ফ্রান্স-৪.৬% , যুক্তরাজ্য- ৪.৫% এবং জাপান-৪.১%। জার্মানী ও ফ্রান্স যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা মাত্র-০.২% কম। জুলাই, ২০০৯ সালে বিশ্বে মোট জনসংখ্যা- ৬,৭৯০,০৬২,২১৬ । তবে, ২০০৮ সালে- মোট লেবর ফোর্স-৩.১৬৭ বিলিয়ন, বেকারত্বের হার ৩০%, মোট জি.ডি.পি-৬৯.৪৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাথা প্রতি গড় বার্ষিক আয়-১০,৪০০ মার্কিন ডলার এবং আয়ের হার-সর্বনিম্ন ১০%: ২.৫% এবং সর্বোচ্চ ১০%:২৯.৯% ।

অথচ, ধরিত্রীর সমগ্র উৎপাদন সংঘটিত করেছে বর্ণিত সংখ্যক লেবর ফোর্সের একটা অংশ এবং বেকাররা উৎপাদনী কাজে যুক্ত হতে চাইলেও পুঁজিবাদ অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মুল্য হাসিলের জন্য মোট শ্রমশক্তির একটা অংশকে বেকার রাখে । তাছাড়া, অতি উৎপাদন জনিত সমস্যায়ও মোট লেবর ফোর্সকে কাজে লাগাতে অক্ষম বটে পুঁজিবাদ। অত:পর, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কেবলমাত্র অতিরিক্ত পণ্যই উৎপাদন করে না, একই সাথে অতিরিক্ত শ্রমিকও উৎপাদন করে থাকে। ফলে- শ্রমশক্তির যথাযথ ও উপযুক্ত ব্যবহার করতে অক্ষম পুঁজিবাদ। অন্যদিকে- গড়পড়তা হিসাবে ২০০৮ সালে জনপ্রতি ১০,৪০০ মার্কিন ডলার আয় হলেও বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতেই ২০০৮ সালে দৈনিক ১ ডলার অর্থাৎ বার্ষিক ৩৬৫ ডলারের নীচে ভোগ বা ব্যয় করে থাকে মোট ১.৪ বিলিয়ন মানুষ এবং দৈনিক ২ ডলার অর্থাৎ বার্ষিক ৭৩০ মার্কিন ডলারের নীচে ব্যয় করে থাকে বিশ্বের মোট ২.৩ বিলিয়ন মানুষ। অর্থাৎ বিশ্বের মোট লেবর ফোর্সের মধ্যে মাত্র-.৮৬৭ বিলিয়ন বা ছিয়াশি কোটি সত্তর লাখ শ্রমিক কেবলমাত্র দৈনিক ২ ডলারের বেশী খরচ করার যোগ্য।

কিন্তু, এই ২.৩ বিলিয়ন মানুষতো নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আর কেউ নয়। কি ভয়ানক ব্যাপার-যে শ্রমিকশ্রেণী মোট উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মালিক তাঁরাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের অধিকার তথা ভোগ-ব্যবহার হতে বঞ্চিত হয়েছে বলেই বুর্জোয়া হিসাবপত্রে- গড় বার্ষিক -১০,৪০০ মার্কিন ডলার আয়কারী হয়েও কার্যত চরম দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীগণ ব্যয় করতে পারে মাত্র বার্ষিক-৩৬০ ডলারের কম । তাহলে -গড় হারের আয়েরও অবশিষ্ট অনূন্য ১০,০৪০ মার্কিন ডলার আত্মসাৎ করছে বটে পরজীবী-বুর্জোয়াশ্রেণী। অত:পর, শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত আয়ের মোট কত ভাগ আত্মসাৎ করছে বুর্জোয়াশ্রেণী তা কিন্তু সি.ই.এর হিসাবে না থাকলেও সহজেই অনুমেয়।

বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে অনুরূপ শোষণ নিমিত্তে উৎপাদন করা সম্পর্কে "পুঁজি" ১ম খন্ড, ১ম অংশ, ৩য় ভাগ,অধ্যায়-৭। " শ্রম-প্রক্রিয়া এবং উদ্বৃত্ত-মুল্যের উৎপাদনের প্রক্রিয়া"অংশে মার্কস বুর্জোয়াশ্রেণীর লক্ষ্য প্রসংগে লিখেছেন-" তার লক্ষ্য শুধু ব্যবহার-মুল্য উৎপন্ন করাই নয়, একটি পণ্যও উৎপন্ন করা; শুধু ব্যবহার মুল্যই নয়, মুল্যও; শুধু মুল্যই নয়, সেইসংগেই উদ্বৃত্ত-মুল্যও।" অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করাই বুর্জোয়াশ্রেণীর মুল উদ্দেশ্য বলে যতবেশী উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন করা যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য ততোবেশী সুবিধা। কাজেই শ্রমিক হচ্ছে কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে বুর্জোয়াশ্রেণীর মজুরি দাস বা মানবিক যন্ত্র যে যন্ত্র ছাড়া বুর্জোয়াদের অন্যকোন যন্ত্র উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে সক্ষম নয়।

অনুরূপ বিষয়ে -" পুঁজি", ১মখন্ড, ২য় অংশ, পঞ্চমভাগ, অধ্যায়-১৮। " উদ্বৃত্ত-মুল্যের হারের বিভিন্ন সূত্র" এ মার্কস লিখেছেন- " সমস্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যই মূলত দাম-না দেওয়া শ্রমের বস্তুরূপ, পরবর্তীকালে যে কোনো রূপেই তা (মুনাফা, সুদ বা খাজনা) দানা বাঁধুক না কেন। পুঁজির আত্ম-সম্প্রসারণের গোপন রহস্য শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় অন্য লোকের দাম-না-দেওয়া শ্রমের নির্দিষ্ট পরিমানকে কাজে লাগানোর অধিকার।" অতপর, অপ্রয়োজনীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে উক্তরূপ অযৌক্তিক-ভুয়া অধিকার তথা ব্যক্তিমালিকানা হতে উৎখাত ও উচ্ছেদ করে ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধন ও সামাজিক মালিকানার শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিকশ্রেণী এমন তত্ত্ব-সূত্র মার্কস-এ্যাংগেলসরা কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সহ বহু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

৩০% বেকারত্ব সহ মাত্র ৩.১৬৭ বিলিয়ন লেবর ফোর্স যদি ২০০৮ সালে মোট ৬৯.৪৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার উৎপন্ন করে থাকে তবে শিশু,বৃদ্ধ ও অক্ষমদের বাদ দিয়ে ৬,৭৯০,০৬২,২১৬ জনের মধ্য হতে অবশিষ্ট সকল মানুষ উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা-ক্ষমতা মতো অংশ গ্রহণ করলে মোট উৎপাদন অন্তত ১৫০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যেত। অত:পর, বার্ষিক মাথা প্রতি গড় আয় নয়, প্রকৃত আয়ই দাঁড়াত অনুন্য-২৫,০০০ মার্কিন ডলার। এবং প্রত্যেক মানুষ যদি বার্ষিক অনুন্য ২৫,০০০ ডলার ব্যয় করতে পারতো তবে একজন মানুষও কি দরিদ্র থাকার সুযোগ বা অবকাশ থাকতো ? তবে, অত্তো পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার অনাবশ্যকতা ও সুযোগহীনতার জন্যই বর্তমানের মানদন্ডে উক্ত পরিমাণ উৎপাদন না করে বা শ্রমঘন্টা কমিয়ে অনুসন্ধানী ও গবেষণামুলক কর্মতৎপরতার ব্যাপক সুযোগ নিশ্চিত করা যেত বলে অনুরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির সহযোগে সকল মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াই করে পরজীবীমুক্ত- শান্তিপূর্ণ মানবিক সমাজকে আরো সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ঠ মাত্রায় সুযোগ এখনই পাওয়া পেত।

দারিদ্র না বাড়িয়ে পরজীবীদের প্রাচুর্য রক্ষা বা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় এ কথা কেবল মার্কস নয়, বলেছেন রিচার্ড জনও। "পুঁজি" ১ম খন্ড, ২য় অংশ, সপ্তমভাগ, অধ্যায়-২৫। "পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের সাধারণ নিয়ম"-এ পাদটিকায় মার্কস কর্তৃক রির্চাডকে উদ্বৃতি এই: " পুঁজি নিজে যত প্রচুর হয়ে উঠবে শ্রমিকদের নিয়োগের সংখ্যায় বিরাট ওঠাপড়া ও তাদের ভয়ংকর দুর্দশা তত ঘন ঘন দেখা দিতে পারে।" অত:পর, এ-কথা কেবল তত্ত্বগতভাবে নয়,বস্তুতই জানে পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের গোলাম গবেষক-

অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক-আমলাচক্র এবং বিশ্বব্যাংক-আই.এ.এফের পরিচালক তয় বুর্জোয়া পন্ডিত সকলেই। তবু হারামির বাচ্চারা নিজেদের হারাম আয়কে হালাল করার খায়েশে হারামিপণার একশেষ করে নিত্যই দারিদ্র দুরীকরণের গালভরা ফাঁকা আওয়াজ ইতারে ছড়াচ্ছে। তৎসত্ত্বেও, ব্যর্থতা অনিবার্য তা জেনেশুনে তবে উদ্বৃত্তের বদমতলবে যুক্তরাষ্ট্র যতই চেষ্টা করছে ততোই দারিদ্র বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাংকও যতোই ব্যবস্থাপত্র বা নীতি নির্দেশিকা সমেত দ্রারিদ্র দুরীকরণে দি ফান্ডের সহযোগে ঋণ প্রদান করছে ততোই বিশ্বব্যাপী দারিদ্রের হার বাড়ছে বলে বিশ্বব্যাংকের তথ্য-উপাত্ত বক্ষমান নিবন্ধে বিবৃত হয়েছে।

অথচ, কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে উদ্বৃত্ত-মুল্য শোষণের সুযোগ হতে বঞ্চিত করলে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটালেই এক্ষুণি সমগ্র দুনিয়া দারিদ্রমুক্ত-ক্ষুদামুক্ত ও অভাবমুক্ত এবং হিংসা-হানাহানিমুক্ত বা যুদ্ধ-বিগ্রহ মুক্ত হতে পারে বলে উক্তরূপ হানা-হানি,মারামারি বা যুদ্ধবিগ্রহের জন্য তৈরী করতে হবে না যুদ্ধাস্ত্র। ফলে-কেবলই পুঁজির স্বার্থে মানুষ কর্তৃক মানুষকে হত্যা-খুন করার বর্বরতা- অসভ্যতার দায়-লজ্জা হতে রেহাই পেত মানবজাতি। কিন্তু, ২০০৮ সালেও সভ্যতার দাবীদার অসভ্য-বর্বর পুঁজিপতিশ্রেণী সামরিক খাতে ১.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে ।

অত:পর, কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে একদিকে কতিপয় পরজীবী ব্যক্তি অঢেল সম্পদের মালিক বলে সম্পদের প্রাচুর্য বা অতি উৎপাদন সংকট বিদ্যমান অন্যদিকে উক্তরূপ পরজীবী গোষ্ঠীর দায় বহনে বাধ্য করার কারণে ২.৩ বিলিয়ন মানুষ অন্যায়-অযৌক্তিকভাবে অতীব দারিদ্রের মধ্যে নিত্যই অনিশ্চয়তা-দুশ্চিন্তা নিয়ে প্রতি পলে দু:খ-দুর্দশাসহ জীবনপাত করছে। কাজেই, দরিদ্রদের সকল দারিদ্র ও শ্রমিকশ্রেণীর সকল দু:খ-দুর্দশার জন্য দায়ী- দোষী বটে লাজ-লজ্জাহীন ও বিবেকহীন জন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীসহ তাবৎ পরজীবী গোষ্ঠী। সুতরাং,এ নির্মম-নিষ্ঠুর সত্য কথাটি যদি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারতো বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী, তবে যে শ্রমশক্তি দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সকল ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করাসহ তাবৎ উৎপাদনী কর্ম-কান্ড সম্পাদন করছে এবং যুগপৎ তাঁদের জীবনের চরম শত্রুশ্রেণীকে লালন-পালন ও পরিপোষণ করছে সেই শ্রম শক্তির গুণেই দুনিয়ার সকল পরজীবী গোষ্ঠীকে উৎখাত করে শত্রুমুক্ত -প্রাচুর্যময় এবং স্বাধীন-মুক্ত জীবন গড়তে পারতো।

ব্যক্তি পুঁজিপতি স্বীয় ক্ষমতায় বিদেশ-বিভুই বা পররাজ্য দখল-গ্রাস করতে সক্ষম ছিল না বলে নিজের স্বকীয়তা-স্বাধীনতা কিঞ্চিত বিলীন করে গড়ে তোলেছিল সিন্ডিকেট। জয় করেছিল সমগ্র দুনিয়া পাশে রেখেছিল রাষ্ট্রকে। কিন্তু, দানব পুঁজির চাপ বহন করতে অক্ষম সিন্ডিকেট নিজস্ব সত্ত্বা বিলীন করে পুঁজিপতিশ্রেণীর দায়-দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল খোদ রাষ্ট্রের হাতে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সরাসরি আর্থিক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষমতা পেয়ে পরজীবী রাজনৈতিকরা আনন্দে বিভোর হয়ে তৈরী করেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত খাত। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মালিক বটে সংবিধানমুলে সকলেই অতএব রাষ্ট্রবাসী সকলেই অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীও নিজ শ্রমে উৎপাদিত উদ্বৃত্তের মালিক-অংশীদার এরূপ

রাজনৈতিক মত বাজারজাত করে ধোঁকা দেওয়া হয় শ্রমিকশ্রেণীকে। কিন্তু, ব্যক্তি পুঁজিপতিও পরিণত হলো রাষ্টীয় ক্ষমতাধরের অনুগৃহীত প্রাণীতে। সেই রাগেই বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতার জোরে অধিকতর সুবিধা হাসিলে পুঁজিপতিশ্রেণীর একাংশ নেমেছে রাজনীতির ব্যবসায়। কতিপয় রাষ্ট্রের বদলে লেনিনীয় " পীড়িত পুঁজিপতিরা " নিজেদের মুক্তির নিমিত্তে প্রতিষ্ঠা করেছিল বহু রাষ্ট্র। কিন্তু এতোসব করে পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদ রেহাই পেল না অতি উৎপাদন সংকট তথা উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহের জ্বালা যন্ত্রণা হতে। প্রকৃত অর্থে উৎপাদনী উপকরণের ক্ষমতা এতোই ব্যাপক যে, তা সামাল দিতে ব্যর্থ হলো রাষ্ট্র, তাতেও ধ্বংসের জন্যই জন্ম নিল বহু নতুন নতুন রাষ্ট্র।

অত:পর, পুঁজিবাদের স্বার্থে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমিত্বের অহংকার-দাবী পরিত্যগ করে কেবলই পুঁজির হুকুম-বরদার গোলাম হিসাবে গড়ে তুলেছিল লীগ অব নেশন্স। পুঁজির সঞ্চালন যন্ত্রণায় অস্থির বেড়ায়া জার্মানী উন্মাদের মতো লীগ অব নেশন্সকে অকার্যকর করায় বিশ্ব পুলিশ রুজভেল্ট কেবল শান্তিভান্ডার নয় , সারা দুনিয়ার অভিভাবক-রক্ষক হিসাবে গড়ে তুলেছেন বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ। ফলে- এতদিনকার মহাপ্রতাপশালী রাষ্ট্রগুলো যেমন হারালো তাদের স্বকীয় ক্ষমতা-কর্তৃত্ব তথা প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-সার্বভৌমিত্ব তেমন, মুদ্রাভান্ডারের সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মিলিত ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ও বলীয়ান হয়ে বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ পরিণত হল দুনিয়ার তাবৎ পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদের রক্ষক-অভিভাবক তথা মহাপ্রভুতে।

যদিচ, পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিশ্রেণী টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছে বহু পুর্বেই। তবু এখনো টিকে আছে তাদের কবর খনক শ্রমিকশ্রেণীর উপযুক্ততা ও যোগ্যতার অভাবেই। শ্রমিকশ্রেণীও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যেমন পরিপক্ক হয়েছিল তেমন মার্কসদের আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব ও সমাজ বিকাশের নিয়ম-সূত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে পুঁজিবাদী সমাজ বিনাশ ও শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। মার্কস-এ্যাংগেলসও শ্রমিকশ্রেণীর সাথে মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-কমিউনিষ্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি ।

ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা কমিউনিজমের ভূত দেখে অস্তিত্ব রক্ষায় আশ্রয় নিয়েছিল একদা তাদেরই দ্বারা পরিত্যাক্ত-পরিত্যাজ্য বাইবেলীয় চার্চে। উদ্দেশ্য- শ্রমশোষণ অব্যাহত রাখতে- দুনিয়া বা জাগতিক বিষয়ে অন্ধত্ব ও অজ্ঞতা তথা পরলৌকিকতার কানা গলিতে মজুরি দাস শ্রমিকশ্রেণীকে নিক্ষেপ করা। শ্রম এবং শ্রমই যে উৎপাদনের মুল নিয়ামক এবং একমাত্র শ্রমই উদ্বৃত্ত-মুল্য সৃষ্টি করে, আর সেই উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎ করেই পুঁজিপতিশ্রেণী হয়ে উঠে বিত্তবান-ধনী, এসকল তত্ত্ব-তথ্য ও বক্তব্য হতে হাজার হাজার মাইল দুরে সরিয়ে নিয়ে ধনী-গরীব বিষয়ে বাইবেলীয় বিধান ও তৎমতে গরীবের মহতী জীবন-যাপনের মহান ব্রত গ্রহণে শ্রমিকশ্রেণীকে প্ররোচিত করে পরলোকে সদানন্দময় পরিবেশে সদানন্দের মহত্তর জীবন প্রাপ্তির কাল্পনিক ভরশায় স্বপ্নাবিষ্ট করে জাগতিক সকল দুর্দশাকে কেবলই পরলোকের সুখ প্রাপ্তির শর্তে মেনে নেওয়ার মানসিক

অবসাদগ্রস্ততায় অবসন্ন করে দাসোচিত জীবন-যাপনে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে পরলৌকিকতার মোহগ্রস্ত শ্রমিককে ইহলৌকিক স্বার্থ বিষয়ে অজ্ঞ-অন্ধ করে রাখতে পারলেই পুঁজিপতিশ্রেণীর অধিকমাত্রায় লাভ ও সুবিধা।

কিন্তু,তাতেও খুব বেশী লাভ হয়নি বোধ হয়, হলেতো চার্চের আশীর্বাদ ধন্য ফ্রান্সের নেপলিয়ন পরাজিত হতো না, জার্মান পুঁজির অকৃত্রিম সেবক বিশ্ব গুন্ডা বিসমার্কের নিকট। তবে, প্যারী কমিউন জাগতিক বিষয়ে সচেতন ছিল বলেই খোদ রাষ্ট্রকে যেমন বিতাড়িত করেছিল তেমন চার্চকেও নির্বাসিত করেছিল। অত:পর, প্যারী কমিউনের ভয়ে ভীত-আতংকিত পুঁজিবাদ নির্মম তান্ডব চালিয়ে সাময়িকভাবে প্যারিসের বিপ্লবী-জাগতিক বোধ বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীকে সাময়িকভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও নিজেকে অসীম ও পরম ক্ষমতাবান ভাবতে পারলো না খোদ পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী জগতে নবোত্থিত যুবক জার্মানী তবে যৌবনের তাড়নায় অর্থাৎ সঞ্চলন উন্মাদনায় উন্মত্ত জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদের ভৃত্য -বিশ্বাসঘাতক কাউৎস্কিরা শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু সেজে "জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীকে স্বীয় শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, কোন একসময়ে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অতিব আবশ্যকীয় হিসাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠনে বা জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণে "শ্রেণীর" বদলে শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলই "জাতি" বনতে বিশেষ ফতোয়া জারী করেছিল।

অত:পর, চার্চীয় ভাবধারা বা পুঁজিপতিশ্রেণীর মতাদর্শকে ভ্রান্ত-ভুয়া ও ক্ষতিকর গণ্যে শ্রমিকশ্রেণীর যে অংশ শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন " সাম্যবাদী" সমাজ বিনির্মাণে মার্কসদের আবিস্কৃত বিজ্ঞান অনুশীলনে - মার্কসদের ধার করা শব্দ- "কমিউনিষ্ট" হয়েছিল বা কমিউনিষ্ট বলে নিজেদেরকে ভাবতো-গণ্য করতো তাঁদেরই বৈশ্বিক নেতার দাবীদার অর্থাৎ মার্কসবাদী কাউৎস্কিদের ভুয়া ফতোয়াকে সত্যি গণ্যে বিনা মজুরিতে পীড়িত বুর্জোয়া বা জাতীয় বুর্জোয়ার সৈনিকে পরিণত হল তাঁরা । তদ্বিষয়ে কাউৎস্কির যোগ্য শিষ্য ভন্ড লেনিন মার্কসদের তত্ত্ব-সূত্র ইত্যাদিকে বিকৃত ও কার্যত অস্বীকার -অকার্যকর এবং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের পরিপন্থী-বিরোধী মততন্ত্র বানিয়ে ঐসকল বিষাক্ত বিষয়াদিকে "মার্কসবাদ" এর আবরণীতে আবদ্ধ ও তৎসহ সংযোজনী স্বরূপ "লেনিনবাদের" বিষাক্ত মতাদর্শে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর একাংশকে বন্দী করতে সক্ষম হয়ে বজ্জাত কাউৎস্কিদের ফতোয়ামতো কেবলই বুর্জোয়া রাষ্ট্র বিনির্মাণ বা বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠন-রক্ষায় নিয়োজিত করতে সাময়িকভাবে হলেও সক্ষম হয়েছিল। অশ্রমিক হয়েও কেবলই শ্রেণী মুক্তির আকাংখায় অসংখ্য আন্তরিক নেতা-কর্মী কাউৎস্কি-লেনিনদের প্রতারণা-জালিয়াতি ও জুচ্চোরীকে অনুধাবন করতে না পেরে রাষ্ট্র বিরোধী হয়েও কেবলই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বা রাষ্ট্র রক্ষার কাজটি করেছেন এবং তদমর্মে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন,ভয়াণক অত্যাচার-জুলুম,পীড়ন-নির্যাতন সহ্য করেছেন।

অনুরূপ দুর্ভোগের দায় হতে রেহাই পায়নি শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক ও অশ্রমিকশ্রেণীর সাম্যবাদ প্রত্যাশীরা। সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সুত্রে শ্রেণী বিলোপের আবশ্যকীয় শর্তে রাষ্ট্র বিলীনকারী বটে কমিউনিষ্ট । অথচ লেনিনবাদের ফতোয়ায়

কেবলই পীড়িত বুর্জোয়ার স্বার্থ সংরক্ষণ বা জাতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনে নতুন রাষ্ট্র গঠন বা রাষ্ট্র রক্ষাকারী হয়ে বা ভয়ানক রকমের নিষ্ঠুর মাওয়ের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মোহে "দেশপ্রেমিক" বনে নিজেরই অজ্ঞাতে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন অসংখ্য কমিউনিষ্ট । স্মতব্য- অজ্ঞতা মানব জাতিকে ক্ষতি ছাড়া কিছু দিতে পারেনি। সাম্যবাদে আন্তরিক অথচ লেনিনবাদের ঘরানাভুক্ত কমিউনিষ্টদের ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। অত:পর, বিশ্ব পরিসরে শ্রমিকশ্রেণীর আজকের দুর্ভোগ-দুর্দশার দায়-দায়িত্ব হতে রেহাই পেতে পারেন না এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আন্তরিক হলেও, যদি হয়ে থাকেন তিনি লেনিনবাদী অথচ কমিউনিজম বিষয়ে অজ্ঞ কমিউনিষ্ট ।

উল্লেখ্য- দুনিয়ার বহু দেশ বিশেষত উপনিবেশগুলোর শ্রমিকশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি প্রত্যাশী ব্যক্তিগণ কমিউনিজমের অ আ ক খ বিষয়ক ধারণা প্রাপ্ত হয়েছিলেন লেনিনের আশ্রিত নানান দেশীয় লেনিনবাদীদের মারফত। ফলে- প্রতারক লেনিনকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট সাম্যবাদী বিবেচনা করে লেনিনবাদের দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রকে কেবলই রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত করতে -বুঝতে চেষ্টা করেছেন । বহুজন কমিউনিষ্ট নীতি-আদর্শ গ্রহণ করার বহু বছর পর মার্কস-এ্যাংগেলসের রচনাবলী পেয়েছিলেন বা পড়েছিলেন। কিন্তু ততোদিনে তিনি পাক্কা লেনিনবাদী এবং লেনিনবাদের চশমা দিয়ে বুঝে নিয়েছেন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান নয়, বরং লেনিনদের বানোয়াটি " মার্কসবাদ-লেনিনবাদ" ।

মাওসেতুং যেমন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ৪৫ বছরের বন্ধু-সহযোগী লিউ সাওচিকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু নিশ্চিত করেও ৮ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবাসীকে জানতে দেয়নি যে, চীনের প্রেসিডেন্ট লিও সাওচি মারা গেছে। অনুরূপ সর্বকালের সর্বনিকৃষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেও সে ব্যবস্থার কুকীর্তিগুলো গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও এবং কার্যত তথ্য-উপাত্ত গোপন রাখার হেতুবাদে সৃষ্ট সুযোগে লেনিনবাদী রাষ্ট্র সম্পর্কে নানান প্রচারণা চালিয়ে পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মনেও কিঞ্চিত পরিমাণে বিতৃষ্ণা-ঘৃণা বা ভয়-ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণী। ফলে- শিল্পোন্নত বা কেন্দ্রীভূত পুঁজির কর্তৃত্ব সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোতে লেনিনবাদ খুব একটা ভিত্তি গাড়তে না পারলেও উপনিবেশগুলিতে বা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলোতে বুর্জোয়াদের সহযোগে ভালই জমিন পেয়েছিল লেনিনবাদীরা । তবে, পশ্চিম আফ্রিকা ছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও লেনিনবাদ স্থান নিতে পারেনি; সমাজতন্ত্রতো নয়ই। আবার লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুলোর পতনের পর নানান দেশের লেনিনবাদী-মাওবাদী ইত্যকার গোষ্ঠীগুলো নিরাশা-হতাশায় আক্রান্ত হয়ে কমিউনিষ্ট নাম পরিত্যাগ করে সরাসরি বুর্জোয়া পার্টি হিসাবে রাজনীতি করছে আবার কেউ কেউ রাখ-ঢাক না করে সরাসরি বুর্জোয়া ধারায় বিলীন বা মিলে-মিশে গিয়েছে ।

উপরোল্লেখিত কারণে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী নিমজ্জিত হয়ে আছে -সেই আদি কালের দাসত্বের দর্শন হতে একালের লেনিনবাদী দর্শনের কানাগলিতে। রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিনদের জাতিসংঘ বা মুদ্রাভান্ডার প্রচার করছে- আত্ম কর্মসংস্থান কর, ঋণ নাও ধনী

হও, ধরিত্রীকে দারিদ্রমুক্ত কর। যদিচ, ধনবাদের ইতিহাস প্রমাণ করে কারো কারো ধনী হওয়ার জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষের দরিদ্র থাকা আবশ্যকীয় শর্ত। তজ্জন্যই- সত্তর হাজার বহুজাতিক সিন্ডিকেট সহ ৭০কোটির কমসংখ্যক মানুষ ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ-সুবিধায় ধনী বলেই ২০০৮ সালেও সমগ্র বিশ্বে ২৩০ কোটি মানুষ দরিদ্র। তবু জাতিসংঘ ও মুদ্রাভান্ডারের এজেন্ট-এন.জি.ও বা গবেষণা সংস্থা বা মিডিয়া কর্মী বিশেষ দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকে ধনী বানানোর বানোয়াট-মিথ্যা ফতোয়া বিশেষের ফেরিওয়ালা । 'শান্তিবাদী' বুদ্ধিজীবী এবং 'উন্নয়নকামী' রাজনীতিকদের তদমর্মে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি ছহি নছিয়ৎ হচ্ছে -মেনে চল আই.এল.ও কনভেশন; মালিক-শ্রমিক মিলেমিশে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কর,বীমা সুযোগ গ্রহণ কর এবং প্রত্যেকে ধনী হও।

তবে,মালিক-শ্রমিক আলাপ-আলোচনার জন্য নেতা নির্বাচন কর। ব্যাস, তবেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি নিশ্চিত। বজ্জাত রাজনীতিক ও বেশ্যা বুদ্ধিজীবীদের উক্তরূপ ফতোয়া কার্যকরীকরণে শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা চালাক-চতুর অংশকে ভাড়া করে পুঁজিপতিশ্রেণী। ওরাই ট্রেড ইউনিয়ন বা সি.বি.এ নেতা। পুঁজিবাদী রাজনীতিকদের আদর্শে অনুপ্রাণীত উক্তরূপ শ্রেণী চরিত্রহীন শ্রমিকনেতারা বিত্ত-বৈভব সহ অচিরেই গাড়ী-বাড়ী ও ব্যবসা-বাণিজ্য সমেত শিল্পের মালিক বনে। এরূপ গুন্ডারাই শ্রমিক আন্দোলনের নামে শিল্পাঞ্চলে সৃষ্টি করে চরম নৈরাজ্য-সন্ত্রাস। এতোসব সত্ত্বেও যদি নবীন কোন সেক্টরের শ্রমিকরা কেবলই শ্রমিক হিসাবে নিজেদের স্বার্থে আন্দোলন-সংগঠন গড়ে তোলে তা'হলে খোদ মালিক পক্ষ যেমন স্বয়ং ভাড়াটিয়া গুন্ডা নিয়োগ করে তেমন স্থানীয় রাজনৈতিক গুন্ডারা প্রকাশ্যে আন্দোলনকারী শ্রমিকদেরকে যেমন মার-পিট করে তেমন রাষ্ট্রীয় গুন্ডাবাহিনী বিশেষ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের সহ গুলি বর্ষণ করতে লজ্জিত হয় না। ফলে- বিপদগ্রস্ত শ্রমিককর্মীরা বাধ্য হয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক গুন্ডাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করে অথবা-চাকুরী হারিয়ে অন্যত্র চলে যায়। অনুরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী -সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা সামাজিক মালিকানা অর্জন নয়, কেবলই ব্যক্তিমালিকানার মোহে বিভ্রান্ত হয়ে দেশ-বিদেশে পাড়ি দিয়ে দাসের অধম দাস হিসাবে দিনাতিপাত করছে। এদের কেউ কেউ হয়তো উন্নততর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিক হিসাবে প্রাপ্ত মজুরি নিজ দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে ভালো পরিমাণ অর্থের মালিক হয়ে নিজ দেশে ফিরে গিয়ে চামার ধরণের শোষকে পরিণত হচ্ছে। এককথায়-বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একটি একক বৈশ্বিক সংগঠন নাই বলে এবং লেনিনবাদীরা সহ সকল পরজীবী গোষ্ঠীর মিথ্যা-ভুয়া প্ররোচনায় প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে সমগ্র দুনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় শ্রেণীমুক্তির বৈজ্ঞানিক বোধ-বুদ্ধি হতে বহু দুরে অবস্থান করে কেবলই শ্রমজীবী মানুষের সকল দুর্ভোগ -দুর্গতির কারণ-কারক বা হোতা সর্বোপরি শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী মুক্তির প্রতিবন্ধক ব্যক্তিমালিকানার মোহগ্রস্ততায় বিভ্রান্ত -উদ্ভ্রান্ত হয়ে নিত্যই গরীব হতে গরীব হচ্ছে। ফলে- দারিদ্র দুরীকরণে বা প্রত্যেকে ধনী হওয়ার মন্ত্রতন্ত্র ইত্যকার বিষয়ে বিশ্বব্যাংক সহ দুনিয়ার তাবৎ পন্ডিতকুলের ফতোয়া-নছিহৎ কেবলই প্রহসনে পরিণত হচ্ছে, দিনে দিনে এই উপলব্ধিও অর্জন করছে- করবে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী।

অত:পর, সকল পণ্যের উৎপাদক ও মালিক শ্রমিকশ্রেণী যখন আদিকালের দাসতন্ত্রীয় ও পরলৌকিকতাবাদ থেকে বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও লেনিনবাদের রাহুগ্রাস হতে মুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি ও দৃষ্টিতে জগত ও জীবনকে দেখতে শুরু করবে এবং অনুরূপ বোধ-বুদ্ধি হতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে তাঁরাই হচ্ছেন দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক । অথবা, শ্রমিকশ্রেণী যখন উপলব্ধি করবে যে, ব্যক্তিমালিকানার সুবাধে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎ করার সুযোগ সম্পন্ন ব্যক্তিমালিকানার জন্যই দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী শোষিত-বঞ্চিত হচ্ছে ও রয়েছে বিদ্যমান ভীষণ দুর্দশায়। তদপুরি, তাঁদের শ্রমেই অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎ করেই দুনিয়ার সকল পরজীবী আরাম-আয়েশে বেঁচে-বর্তে আছে আর সকল পরজীবীতার রক্ষক-অভিভাবক হচ্ছে দি ফান্ড ।

সুতরাং- শ্রমিকশ্রেণীর যাবতীয় দু:খ-দৈন্য ও দুর্দশা দুরীকরণে একমাত্র পথ উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধা রহিত-বিলুপ্ত করা গেলেই অর্থাৎ সকল প্রকার উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানার অবসান এবং ব্যক্তিমালিকানার বা পরজীবীতার রক্ষক-সেবক রাষ্ট্র এবং সকল রাষ্ট্রের রক্ষক-অভিভাবক - দি ফান্ড সহ ইত্যকার সকল বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের বিলোপ-বিলুপ্ত করে সমগ্র দুনিয়ায় কেবলমাত্র সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা গেলেই দুনিয়ার সকল শ্রমিক তাঁর যাবতীয় দুর্ভোগ-দুর্দশা হতে মুক্তি পাবে, অবসান হবে পরজীবীতার। সকল মানুষ পরিণত হবে শ্রমজীবীতে এবং সকল শ্রমজীবীই মানুষ । ফলে- শ্রম তখন গণ্য হবে না জীবনের প্রাথমিক চাহিদা পুরণের বিষয় হিসাবে অথবা "নিছক একটি শ্রেণীর ধর্ম হিসাবে"। অর্থাৎ শ্রেণী বিলুপ্ত হবে বিধায় প্রত্যেকেই কেবলই মানুষ এবং মানুষ এবং সকলেই সম্মিলিতভাবে সমগ্র দুনিয়ার মালিক। এবং মানুষকে পরাধীন করার সংগঠন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র রক্ষক ' দি ফান্ড' ইত্যাদিও বিলীন-বিলুপ্ত হবে বিধায় প্রত্যেক মানুষ পাবে স্বাধীনতা ।

অত:পর, অনুরূপ বোধ-বুদ্ধি যখন সম্যকভাবে উপলব্ধি করবে শ্রমিকশ্রেণী তখন-ই স্বাধীন-মুক্ত মানুষের মুক্ত বিশ্ব অর্থাৎ শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন ও রাষ্ট্র রক্ষক জাতিসংঘ সহ দি ফান্ড বা তদ্রুপ সংস্থা-সংগঠনহীন মুক্ত পরিবেশের এক বৈশ্বিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় যারপর নাই তৎপর হয়ে উঠবে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী ।

সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক বোধে তথা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় শ্রেণী বোধে যখনই চালিত-পরিচালিত হবে এবং স্বীয় শ্রেণীমুক্তির শর্তে মানবমুক্তি হাসিলে দি ফান্ড সহ সকল পীড়নকারী-আধিপত্যকারী সংস্থা-সংগঠন বিলোপ ও বিলুপ্তিতে কেবলমাত্র একটি বৈশ্বিক সংগঠনে সংগঠিত হবে এবং তদমর্মে সর্বাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করবে তখন দি ফান্ডের নেতৃত্বাধীন পরজীবীদের সকল সংগঠন-জোটের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র একক বৈশ্বিক পার্টির বিরোধ-বৈরীতা ও সাংঘর্ষিকতায় বিশ্ব পরিসরে সৃষ্ট বিশ্বযুদ্ধে নিশ্চিতভাবে পরাজিত-পরাভূত হবে পরজীবীদের সকল সংগঠন-জোট এবং তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হবে মহাপ্রভু দি ফান্ড।

তবে, বিশ্বযুদ্ধের রূপ কি হবে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এটি প্রধানত নির্ভর করবে পরজীবী গোষ্ঠীর উপর । কারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র মানবজাতির জন্য সর্বাধিক শ্রেয়তর পন্থা হচ্ছে যদি পরজীবী গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা পরিত্যাগ এবং ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক সেনা-পুলিশ ও কোর্ট সমেত রাষ্ট্র বিলোপে এবং তদনিমিত্তে বা রাষ্ট্র রক্ষক দি ফান্ডসহ অনুরূপ সকল সংস্থা-সংগঠনের লিক্যুইডেশন সম্পন্নকরণ অর্থাৎ পুঁজিবাদী -শোষণমূলক সকল প্রতিষ্ঠান-সংগঠন, বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য বাতিল-রহিত ও বিলুপ্ত করে সমগ্র বিশ্বকে সকল মানুষের মালিকাধীন তথা সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক অনিবার্যতা কবুল করে নেয়।

কিন্তু "চোর না শুনে ধর্মের বাণী"প্রবাদের স্রষ্টা পরজীবীরা ইতিহাসের নিয়ম-রায় স্বেচ্ছায় মানবে এমনটা আশা করা দুরাশাই বটে। অত:পর, পরজীবীগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করবে বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অগ্রণী তথা প্রাইভেট প্রপার্টির মোহমুক্ত বা সামাজিক স্বার্থের অধীনে বা সামাজিক স্বার্থের মাধ্যমে নিজের স্বার্থ অর্জন বৈ নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের স্বার্থান্ধতা মুক্ত বা তদ্রুপ ব্যক্তিস্বার্থবোধমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে কি ধরণের নীতি-কৌশল গ্রহণ করবে।

তবে, সাধারণভাবে পৃথিবীর তাবৎ শ্রমজীবী মানুষ যদি একবাক্যে একযোগে একই সময়ে ঘোষণা করে যে, একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার পরে সকল শ্রমজীবী মানুষ পরজীবীর জন্য আর কোন শ্রমশক্তি ব্যয়-ক্ষয় করবে না, অর্থাৎ তাঁরা আর শ্রমশক্তি বিক্রি বা মজুরি দাসত্ব করবে না, তখন কেবল পানি, অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় 'গরম-ঠান্ডা' নিরিখের তাপমাত্রার অভাবে অকালে প্রাণ হারাবে বহু পরজীবী বলেই সকলের স্বশ্রমজীবীতার দাবীতে অনুরূপ কর্মবিরতিকালীন অবস্থায় নিক্ষিপ্ত পরজীবী গোষ্ঠীর বহুজন কেবলই প্রাণের মায়ায় বা জীবন বাঁচাতে অকার্যকর ও ক্ষতিকর ব্যক্তিমালিকানার মোহ পরিহার ও প্রাইভেট প্রপার্টির স্বত্ব ত্যাগ করতে রাজী হবে। অবশ্য এতেও তাদের লাভই হবে। কারণ, দীর্ঘকাল ব্যাপী সেনা-পুলিশ বেষ্টনীতে বন্দী ও পুঁজির গোলামী করে তারা যে অসভ্য-বর্বর , হিংসাত্মক-আতংকিত এবং অনিশ্চিত জীবন যাপন করেছে সেই অনিশ্চয়তা-অসায়ত্ব এবং বন্দীত্ব-গোলামী হতে তারাও রেহাই পাবে। প্রয়োজন হবে না উদ্বৃত্ত-মূল্য হাসিলে শ্রমশোষণ ও প্রতিপক্ষ বা শত্রুপক্ষকে দমনে হত্যা-খুন করার জন্য প্রাইভেট গুন্ডাবাহিনীসহ রাষ্ট্রীক গুন্ডা পোষার। প্রকৃতার্থে- মানুষ যতদিন মানুষকে শোষণ করবে, দমন করবে এবং দমন করার জন্য হত্যা-খুন করবে ততোদিন পর্যন্ত মানবজাতি হত্যা-খুনের বর্বরতা হতে রেহাই পাবে না বলে মানুষ খুনের পেশা তথা সামরিক পেশা ও সমরাস্ত্র বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মানব জাতি যেমন ভয়মুক্ত হতে পারবে না তেমন হতে পারবে না সভ্য-ভদ্র। অবশ্য চাইলে- হত্যা, খুনের কলংকও মুছে দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে সভ্য হওয়ার পথে সুযোগ সৃষ্টি করতেও পারে বৈকি বুর্জোয়া শ্রেণী বৈশ্বিক শ্রমিকদের অনুরূপ স্বশ্রমজীবীতার দাবীর প্রতি সন্মান-সমর্থন জ্ঞাপনের মাধ্যমে।

কিন্তু, এটিও যে, খুব সহজ কর্ম নয়। কারণ-সকল শ্রমজীবী মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পরাজীবীতার মূল রহস্য অর্থাৎ "উদ্বৃত্ত-মূল্য" তত্ত্ব অনুধাবন-উপলব্ধি না করবে

ততোক্ষণ পর্যন্ত সকল শ্রমজীবী মানুষ উল্লেখিত রূপ ঘোষণায় সহমত হবে না । অথবা, পরজীবী গোষ্ঠীও তাদের বজ্জাতি চরিত্রমতো শ্রমজীবী মানুষদের মধ্য হতে কাউকে কাউকে নিজ পক্ষে নেওয়ার জন্য অধিকতর ঘুষ প্রদান না করে চুপচাপ বসে থাকবে তাওতো নয়। কাজেই, বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়াশ্রেণী-পরজীবী গোষ্ঠী যে বৈশ্বিক সংগঠন অর্থাৎ দি ফান্ড সহ অনুরূপ বহুসংখ্যক সংগঠন-সংস্থা গড়ে তুলে একটি মাত্র সংস্থা অর্থাৎ দি ফান্ডের একটি কেন্দ্রীয় দফতর হতে সমগ্র পৃথিবীর বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে সেই মহাপ্রভু দি ফান্ডকে বিলুপ্তকরণে সমগ্র দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কতটা মাত্রায় বৈজ্ঞানিক বোধ-বুদ্ধি তথা স্বীয় শ্রেণীচৈতন্যে পরিপুষ্ট ও তদমর্মে পরিচালিত হয়ে এবং তৎসহযোগী অশ্রমিকশ্রেণীভুক্ত অংশকে নিজের পক্ষে টানতে সক্ষম হচ্ছে অথবা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি যথার্থভাবে উপলব্ধি করে ও পরজীবীতাকে ঘৃণা ও বিলুপ্তকরণের মাধ্যমে নিজেও একজন শ্রমজীবী মানুষভুক্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রযুক্তির সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির অপ্রতুলতায় বৈজ্ঞানিক বোধ তথা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বিষয়ে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী মানুষকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নিয়ম-সূত্র, ও শ্রেণী দৃষ্টিভংগিসহ শ্রেণীচৈতন্য বিকাশে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি কার্যত সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে বা সংগঠিত করতে সর্বাত্মক তৎপর হবে এবং অনুরূপ ধরণের যতোবেশী মানুষ যতোস্বল্প সময়ে যতো বেশী বেশী করে মানবমুক্তির মিছিলে শামিল ও সংগঠিত হবে ততোই দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে সংহত-ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হতে সহায়ক হবে।

অত:পর, কেবলমাত্র একটি কেন্দ্র হতে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে সাংগঠনিকভাবে সমন্বিতকরণ তথা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের সকল আন্দোলনকে সমন্বিত-সংহত ও শক্তিশালীকরণে যোগ্য-উপযুক্ত সংগঠন যতদ্রুত সময়ে সংগঠিত ও বিকশিত এবং শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারবে ততো দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশ্বের দুই বিরোধী পক্ষের দুই কেন্দ্র অর্থাৎ আই.এম.এফ বনাম শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সংগঠনের মধ্যকার বিরোধ-বৈরতা, সংঘাত-সংঘর্ষ সর্বাত্মক রূপ নিবে।

সুতরাং- উল্লেখিত বিশ্বযুদ্ধে নিশ্চিতভাবে পরাজিত ও পরাভূত হবে দি ফান্ড সমেত সকল পরজীবী গোষ্ঠী। কারণ- ওরা, পরজীবীরা নিজেরা বেঁচে থাকার মতো কোন উপকরণ-উৎপন্ন করতে সক্ষম নয় বা তদমর্মে অযোগ্য -অক্ষম এবং তাঁদের শ্রেণী হিসাবে টিকে থাকার আবশ্যকীয় শর্ত- মজুরি শ্রমিক তথা শ্রমজীবী মানুষ হেতু শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন বৈরীতায় বা সংঘবদ্ধ অসহযোগিতায় পরজীবীরা এমনকি জীবন ধারণেও অক্ষম-অযোগ্য বিধায় দুনিয়াময় সংঘটিত অনুরূপ শ্রেণীগত যুদ্ধে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার শর্তেই পরজীবীদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

বিপরীতে , ধরিত্রীসহ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে জীবন ধারণ কেবল নয়, জীবন মান্নোয়ন্নে আবশ্যকীয় সকল উপকরণ-উপাদান নির্মাণ-বিনির্মাণ বা প্রয়োজনীয় সংস্কার সব কিছুই করতে সক্ষম ও উপযুক্ত শ্রমিকশ্রেণীর বেঁচে থাকা বা সামাজিক উৎপাদন সংঘটনের জন্য পরজীবী গোষ্ঠীর কোনই আবশ্যকতা যে নেই তাতো

বুর্জোয়াশ্রেণীই বহু বছর যাবৎ প্রমাণ করে আসছে অর্থাৎ বৃহদায়ন শিল্প বা মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন ইত্যাদি সিন্ডিকেট সমুহের শেয়ারহোল্ডার বা মালিকরা নয়, বরং ঐ সকল সংস্থা-সংগঠন পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদের বেতনভুক কর্মচারী। এমনকি বিশ্ব পুঁজিবাদের বিশ্ব নিয়ন্ত্রক-পরিচালক দি ফান্ড-বিশ্বব্যাংকও পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় বেতনভুক কর্মী দ্বারাই। কাজেই, পরজীবী গোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের অপ্রয়োজনীয়তা-অনাবশ্যকতা নিশ্চিত করেই এখনো কেবলই পরজীবীতার সুযোগ নিচ্ছে লেনিনবাদসহ সকল দাসত্বমূলক বোধ দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীকে বন্দি-আবদ্ধ ও অবসন্ন করে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলেই। কিন্তু, শ্রমিকশ্রেণী যখনই তাঁর শ্রেণী স্বার্থ বিরোধী ও শ্রেণীমুক্তির পরিপন্থী লেনিনবাদ সমেত তদানুরূপ সকল মততন্ত্র ইত্যাদি হতে মুক্ত হবে তখন বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে দাবিয়ে রাখবে এমন সাধ্য কার ?

পরের ধনে পোদ্দার পরজীবী গোষ্ঠী তাই লুণ্ঠিত সম্পদ হারানোর ভয়ে আজন্ম ভীতু বুর্জোয়াশ্রেণী আনুবিক বোমা ইত্যাদি দিয়ে যেমন পরস্পরকে ভয় দেখায় তেমন সর্বক্ষণ ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকিত থাকে বলেই মানুষ খুন করার জন্য বানিয়েছে অনুরূপ ভয়ানক-মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র তৎসত্ত্বেও ভোগে নিদ্রাহীনতার রোগে। কিন্তু, হারাবার মতো শৃংখল আর জয় করার মত সমগ্র জগতটা আছে বলেই স্বশ্রমজীবী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী নির্ভিক-নি:শংক। কাজেই, পরজীবী গোষ্ঠী আনুবিক বোমা বানিয়ে স্ব:স্তি পায় না বলে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে আরো মারত্মক যুদ্ধাস্ত্র বিনির্মাণে। তবে, যতোই ভয়ংকর-মারাত্মক বা আনুবিক বোমা অপেক্ষা শক্তিধর যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করুক না কেন বুর্জোয়াশ্রেণী তা-নিতান্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বটে শ্রেণী চেতনায় সমৃদ্ধ ও শ্রেণীমুক্তির শর্তে সংগঠিত বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত শক্তির নিকট।

লেনিনও ভীতু। তাইতো,নিজ রাষ্ট্র রক্ষায় তৈরী করেছিল ‘ ঢাল-তলোয়ার’ প্রতিকের খুনিবাহিনী ; এবং ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বেও জারের ভয়ে লেখা-লেখি করেছেন “ অতি সাবধানে, আভাসে-ইংগিতে”। অন্তত এমনটাই তিনি লিখেছেন তাঁর “ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়” পুস্তক নামীয় আবর্জনার ৬ জুলাই,১৯২০ সালে ভূমিকায়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর অকৃত্রিম বন্ধু-সহযোদ্ধা মার্কস-এ্যাংগেলস কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের শুরুতেই লিখেছেন- “ সময় এসে গেছে যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সামনে কমিউনিষ্টদের ঘোষণা করা উচিত তাদের মতামত কী, লক্ষ্য কী, তাদের ঝোঁক কোন দিকে, --। ” এবং ইস্তাহারের শেষ প্যারায় লিখেছেন- “ আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিষ্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখোলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের অভীষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবল সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার সবল উচ্ছেদ ঘটিয়েই। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। ”

অত:পর, আজকের যুগের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদেরকে দুনিয়ার তাবৎ বুর্জোয়া-পরজীবীর কান ফাটার মতো সুতীব্র চিৎকার দিয়ে প্রকাশ্যে এবং দৃঢ়ভাবে বলতে হবে- শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি প্রত্যাশী মানুষেরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করছে লেনিনবাদ সহ পরজীবীতার সকল মতাদর্শ এবং গ্রহণ ও অনুশীলন করবে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান এবং

সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানই -যা, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির একমাত্র মতাদর্শ । যুগপৎ মানবজাতিরও।

শেষত:- নামে ফিনান্স সিন্ডিকেট হলেও কামে-কর্মে কার্যত বিশ্বময় আর্থ-রাজনীতি ও আইনী কারবারী অর্থে বিশ্বের তাবৎ বুর্জোয়াদের মহাপ্রভু আই.এম.এফ যদি উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে (ক) হতে (ঘ) এ বর্ণিত শর্তে অবলুপ্তি-বিলুপ্তি বা লিক্যুইডেট হয়, তবে, বুর্জোয়াশ্রেণী বাধ্য হয়ে বিকল্প হিসাবে বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা-কর্তৃত্ব আরো কমিয়ে-ক্ষুন্ন করে বা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে একটি মাত্র স্বৈরতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনস্ত ও নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় পরিণত করে তদার্থে ঠুঠু জগন্নাথ গণ্যে ঐরূপ কেন্দ্রীয় সংস্থা কেবল মাত্র আর্থিক বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ বা মুদ্রার মূল্যমান নির্দিষ্টকরণ ও তদানুরূপ আইন-রাজনীতির প্রেসক্রিপশনদাতা বা সকল রাষ্ট্রের উপর তদমর্মে নজরদারী-খবরদারী করাই নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর বাজেট প্রস্তুত, নির্ণয়-নির্ধারণ ও তা কার্যকরণে প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি-রাজনৈতিক নীতি প্রণয়নে এবং অনুরূপ বৈশ্বিক কেন্দ্রীয় সংস্থার হুকুম-নির্দেশ মান্যে-কার্যকরণে দুনিয়ার সকল রাষ্ট্ররূপ সংস্থাগুলোকে বাধ্যকরণে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি সম্পন্ন একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান হয়তো গড়ে তুলবে। একক কমান্ড বা হুকুম-নির্দেশনায় পরিচালিত সেনাশক্তি সম্বলিত অনুরূপ বৈশ্বিক সংঠনের নাম হতে পারে- ওয়ার্ল্ড মনোপলি সেন্টার বা বা ওয়ার্ল্ড মাষ্টার এজাতীয় কিছু। অর্থাৎ বিদ্যমান ইউ.এন, আই.এম.এফ ও ডব্লিউ.বি এর স্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে ওয়ার্ল্ড মাষ্টার তথা ডব্লিউ.এম বা ডব্লিউ.এম.সি। আবার কেন্দ্রীভূত পুঁজির হিস্যা অনুযায়ী বিদ্যমান স্পেশাল ড্রয়িং রাইটের ভিত্তিতে দি ফান্ডের পরিচালক মন্ডলীতে নির্বাচিত হওয়ার বা করার সুযোগ রহিত করে কেবলমাত্র অধিকতর কেন্দ্রীভূত পুঁজির কতিপয় রাষ্ট্রকে উল্লেখিত স্বৈরতান্ত্রিক সংস্থা পরিচালানায় ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে- অনুরূপ স্বৈরতান্ত্রিক বা এককেন্দ্রীক বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেও কি বুর্জোয়াশ্রেণী-পরজীবী গোষ্ঠী শেষ রক্ষা পাবে?

পুঁজিবাদের জন্ম -বিকাশ ও বিদ্যমান হাল-চাল অর্থাৎ খাস খতিয়ানই বলে দিচ্ছে মরণশীল পুঁজিবাদ টিকবে না । কারণ- উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাৎ করেই পুঁজিকে টিকতে হয় এবং টিকতে গিয়ে পুঁজিকে উদ্বৃত্ত-মুল্য হাসিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয় এবং প্রতিযোগিদের হারিয়ে দিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি তথা নিত্য নতুন উৎপাদন উপকরণের জন্ম দিতে হয়-ব্যবহার করতে হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর হারে বেকারত্ব-ছদ্মবেকারত্বে নিপতিত করে মজুরির হার কমাতে হয় বলে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার উল্টোদিকে -কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য হাসিলের ধান্ধায় পুঁজির হুকুম নির্দেশিত হয়ে অধিকতরমাত্রায় উৎপাদন বাড়িয়ে কেন্দ্রীভূত পুঁজির স্বাভাবিক সঞ্চালন নিশ্চিতিকরণের প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত থাকতে হয় পুঁজির গোলামকূলকে । ফলে-অতি উৎপাদন সংকটে নিপতিত পুঁজিবাদ স্বীয় উদ্ভাবিত উপকরণের বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়ে শ্রমিকশ্রেণী সহ নিজেকেই ধ্বংস করতে মরীয়া হয়ে উঠে দুনিয়াময় লন্ডভন্ড কান্ড করতে বাধ্য হয় । শেষত- পুঁজিপতিরা বাধ্য হয় একটি সামাজিক চুক্তিতে আবব্দ্ধ হয়ে কেবলই নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা হ্রাস বা রাষ্ট্রীক সার্বভৌমত্ব জলাঞ্জলি দিতে। কিন্তু,

যতোবারই অনুরূপ সামাজিক চুক্তিতে উপনীত হয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণী ততোবারই পুঁজিবাদ তার সুনিশ্চিত মরণ দশাকে তরান্বিত করেছে পুঁজিবাদের শত্রুপক্ষ শ্রমিকশ্রেণীর হামলা-আক্রমন ছাড়াই।

অত:পর, দি ফান্ড বিলুপ্ত করে যে কোন সংস্থা-সংগঠনই গড়ে তুলুক না কেন তাতে পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা-কর্তৃত্বই কেবল হ্রাস পাবে না বরং এতদিন যে জাতীয় পুঁজি, দেশপ্রেম ইত্যকার ভুয়া বুলিতে আবদ্ধকরণে শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলই ' জাতি' হতে বলেছিল সেই জাতিসত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে কেবলই বিশ্ব নাগরিক হতে বলতে বাধ্য হবে বুর্জোয়াশ্রেণী-ই । ফলে- শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদ ঠেকানোর অতো অপচেষ্টা অর্থাৎ দেশপ্রেমের বস্তাবন্দী করে শ্রমিকশ্রেণীকে কেবলই 'জাতিতে' পরিণত করার সকল ষড়যন্ত্র -চক্রান্ত সত্ত্বেও বর্ণিত রূপ একক এবং সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংগঠনের হেতুবাদে দুনিয়ার মজুরকে এক হওয়ার জন্য উল্লেখিত সংগঠনই বস্তুগত শর্ত সহ অনুকূল পরিবেশ তৈরী করবে।

কারণ-বর্ণিত রূপ সংগঠনই যেহেতু কার্যত এবং প্রকাশ্যে মজুরি সমেত রাজনৈতিক বিষয়াদি নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা নিবে সেহেতু এমনকি মজুরি বৃদ্ধির লড়াই করতে হলেও বিশ্বপুঁজিবাদের একক কর্তা বা মালিক উল্লেখিত রূপ বৈশ্বিক সংস্থার অধীনস্ত বলে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে ঐ সংস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে বিধায় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীকে যেমন একটিমাত্র সংগঠনে সংগঠিত- একীভূত হতেই হবে তেমন অনুরূপ সংগঠনই বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদ-জাতি বা দেশপ্রেমিকতাসহ অনুরূপ বিষয়ের অসারতা-অকার্যকরাত ও ভুয়ামি-ভন্ডামি প্রকাশ্যেই উন্মোচিত ও প্রতিপন্ন করবে আরো প্রকটভাবে বলে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করার মোক্ষ দাওয়াই -'জাতি' বা 'দেশপ্রেমের' দোহাই দেওয়ার সুযোগ বিনষ্ট হবে।

তাছাড়া- উল্লেখিত রূপ সেনাস্বৈরতান্ত্রিক বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠন গড়ে তুললেও যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করা ছাড়া পুঁজি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না সেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য জনিত অতি উৎপাদন সংকট যেমন দেখা দিতে বাধ্য তেমন একই কারণে শ্রেণী বৈরীতার প্রকটতা বৃদ্ধি বৈ অবলুপ্তির সুযোগ নাই হেতু সাম্ভাব্য কেন্দ্রীয় সংস্থাটিও দি ফান্ডের মতোই অনুরূপ বিলুপ্তি ধারা যুক্ত করবে এবং একই কারণে বিলুপ্ত হবেই। এটিই পুঁজিবাদের স্বসৃষ্ট ঐতিহাসিক পরিণতি। কিন্তু, দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী কি ততোদিন অপেক্ষা করে থাকবে? নিশ্চয়ই নয়।

কারণ- মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর একটিমাত্র একক সংগঠন গড়ে উঠলে ঐ সংগঠনের কার্যকারণে শ্রমিকশ্রেণী যেমন সকল ভ্রান্ত মততন্ত্র পরিত্যাগ করবে তেমন ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবস্থায় প্রত্যেকে মালিক বনে ধনী হবে রূপ মিথ্যা-ভুয়া বক্তব্যের ভুয়ামি চোখের সামনে দেখে পুঁজিবাদের অসারতা সম্পর্কে যেমন পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত হবে , তেমন ব্যক্তিগতভাবে ধনী হওয়া নয় বরং কতিপয়ের ধনী হওয়ার ব্যক্তিমালিকানাকে উৎখাত-উচ্ছেদ বা বিলোপ-বিনাশ করে

দারিদ্রকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন ও তদমর্মে পরিপক্ক ও সুপরিপক্ক এবং সমোচিত বিজ্ঞ ও বিজ্ঞানী হবে।

যেমন খোদ যুক্তরাষ্ট্রেরই জনপ্রতি বার্ষিক গড় আয় ২০০৮ সালে ৪৮,০০০ মার্কিন ডলার হলেও যুক্তরাষ্ট্রেরই ১৫% জন বার্ষিক ৩৬৫ মাকিন ডলার এবং ২৮% জন বার্ষিক ৭২০ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে অক্ষম। তাছাড়া- সি.আই.এর ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্যমতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় পুরো সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে মাত্র ২০% জনের নিকট এবং অবশিষ্ট ৮০% জন প্রায় সম্পদহীন। ২০০৮ এর মন্দায় যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী যেমন বিপন্ন-ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেমন জেনারেল মোটর্স ইত্যাদি প্রচুর সংখ্যক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়েছে। বাড়ীর ব্যবসা করে যারা দিনাতিপাত করতো তাদেরই অনেকে থাকছে রাস্তার পাশে তাঁবুতে। পুঁজিপতিদের অংশবিশেষ হারিয়েছে তাদের সহায়-সম্পদ, ভিক্ষা নিচ্ছে বাংলাদেশের পুঁজিপতিরাও। অত:পর, ভিক্ষুক তো আর শাসক থাকতে পারে না । এসকল তথ্য-তত্ত্ব সন্দেহাতীত ভাবে দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর চোখ উন্মেলিত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেই। সংগে যদি যুক্ত হয় শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সংগঠন, তখনতো শ্রমিকশ্রেণী ও তদীয় সহযোগীরা ভাবতে সুযোগ পাবে যে, পরজীবীদের সুবিধাদানের সকল বিধি-ব্যবস্থা ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান বিলোপ ও বিলুপ্ত করা যাবেই। কাজেই শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণী সকল অর্থেই বিলুপ্তির সকল শর্ত ষোলকলায় পূরণ করেছে।

সুতরাং- পুঁজিবাদকে কবর দিতে সক্ষম শ্রমিকশ্রেণী যতোদ্রুত স্বীয় শ্রেণীচৈতন্যে চৈতন্যবান হবে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সূত্রমতো একক-এককেন্দ্রীক বৈশ্বিক সংগঠন গড়ে তুলবে এবং কেবলই গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও পদ্ধতিতে নিজেদের সংগঠনকে পরিচালনা-সমন্বয় করে বিশ্বের অধিকাংশ শ্রমজীবীসহ মুক্তিকামী মানুষকে উক্তরূপ সংগঠনে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে ততোদ্রুত পুঁজিবাদের পচা-গলা লাশের দুর্গন্ধ হতে মানবজাতি রেহাই পাবে।

অত:পর, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র রক্ষক সকল সংস্থা-সংগঠনের বিলুপ্তি অর্থাৎ পুঁজিবাদের পতন যেমন অনিবার্য , তেমন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অর্থাৎ শ্রেণীহীন “ সাম্যবাদী” সমাজ বিকল্পহীনভাবে মানবজাতির ভবিতব্য।